হিন্দুশাস্ত্র।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চারি ভাগে সম্পূর্ণ যথা ;—

৫। রামায়ণ ... শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৬। মহাভারত ... শ্রীদামোদর বিদ্যানন্দ।

৭। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ... ঐ ঐ

৮। অষ্টাদশ পুরাণ ... শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী। শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

কলিকাতা ;

২৯ নং, বিডন ষ্ট্রীট, এল্ম প্রেসে

শ্রীমতিলাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৩ সাল।

রামায়ণ।

[সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।]

আদিকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি, তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বিদ্বান্, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন্ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি লোকব্যবহারে কুশল, অদ্বিতীয় সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তিই বা ক্রোধ ও অসূয়ার বশবর্ত্তী নহেন? রণস্থলে ক্রোধান্বিত হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? তপোধন! পৃথিবীতে এই সকল গুণসম্পন্ন মহাত্মা কে আছেন, আপনিই তাহা জানেন। এক্ষণে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক পুলকিত মনে কহিলেন, তাপস! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে, তৎসমুদায় সামান্য মনুষ্যের নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক, ঐরূপ গুণবান্ মনুষ্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জক্রদ্বয় গূঢ়, হনু বিলক্ষণ স্থূল, নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও

নাতিহ্রস্ব; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রামাণানুরূপ ও বিরল। সেই সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাবীর রাম অতিশয় বুদ্ধিমান ও সদ্বক্তা। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতিপরায়ণ; তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র; তিনি যশস্বী, জ্ঞানবান্, সমাধিসম্পন্ন, জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয় স্বজন সকলকেই রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রজাপতিসদৃশ ও শত্রুনাশক। তিনি অনুরক্ত ভক্তকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ, মহাবীর্য্য, ধৈর্য্যশীল ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তিযুক্ত। সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি অতি বিচক্ষণ, সদাশয় ও তেজস্বী। নদীসকল যেমন মহাসাগরকে সেবা করে সেইরূপ সাধুগণ সতত তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্রু মিত্রের প্রতি সমদর্শী ও অতিশয় প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায়, ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজা দশরথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ পুত্র। মহীপাল দশরথ এইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রজাগণের হিতার্থী রামকে প্রজাগণেরই প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সামগ্রীসম্ভার আহৃত দেখিয়া দশরথের পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ একান্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সত্যরূপ ধর্ম্ম পাশে বদ্ধ থাকাতে তিনি প্রিয় পুত্র রামকে বনবাস দেন। মহাবীর রামও কৈকেয়ীর হিতসাধন এবং পিতার সত্য প্রতিপালন এই উভয় কার্য্যানুরোধে পিতার আজ্ঞাক্রমে বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সুমিত্রার আনন্দজনক বিনীতস্বভাব লক্ষ্মণ রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে দেখিয়া সৌভ্রাত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না জনককুলোৎপন্না বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী রমণীকুলমণি ভক্তা রামের হিতসাধিকা ও প্রাণাধিকা প্রিয়-দয়িতা সীতাও, রোহিণী যেমন

চন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইরূপ প্রিয়তমের অনুসরণে প্রবৃত্তা হইলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও রামের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাম নিষাদগণের অধিপতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং শৃঙ্গবের পুরে জাহ্নবীতীরে সারথী সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা ও লক্ষণের সহিত বনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অগাধসলিলা নদী সকল পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইয়া এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় স্বেচ্ছাক্রমে পরম সুখে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হন নাই। পরে তিনি রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনে প্রস্থান করিলেন এবং বিনীতবেশে সত্যপরাক্রম মহাতপা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার উচিত হয় না, আপনি এই ধর্ম্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব এক্ষণে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এইরূপ প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন, যশস্বী, উদারস্বভাব রাম পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই।

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্যপালনার্থ ভরতকে পাদুকাযুগল ন্যাসস্বরূপ দান করিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামের পাদবন্দন পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন, এবং তথায় রামের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামও পুরবাসিদিগের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপলাশলোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে ইন্দ্রধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন।

যৎকালে রাম সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থদিগের সহিত অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অসুর ও রাক্ষসদিগের বিনাশবাসনায়ী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাস অগ্নিকল্প ঋষিদিগের সন্নিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অসুরগণের সংহার অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর তিনি একদা জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী সূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তত্রত্য রাক্ষসগণ সূর্পনখার উত্তেজনায় সংগ্রা-মার্থ সুসজ্জিত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণকে অনুচরগণের সহিত রণশায়ী করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে তাঁহার হস্তে ঐ স্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতিবধবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে সাহায্য প্রদানার্থ প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইরূপ অসম সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বারবার নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! মহাবীর রামের সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু রাবণ মৃত্যুর প্রেরণায় মারীচের বাক্যে অনা-দর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিলেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণকে মারীচের মায়ায় মোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুর বধসাধন পূর্ব্বক জানকীকে হরণ করিয়া আনিলেন। অনন্তর রাম সীতা অপহৃত ও বিহগরাজ জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাকুল চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া দুঃখিত মনে বনে বনে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কবন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃত দেহ চিতানলে ভস্মীভূত করিলে সে দিব্য গন্ধর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণকালে রামকে কহিল, রাম! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মশীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে শবরী সন্নিধানে গমন করেন এবং শবরী তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে তিনি পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের নিকট উপস্থিত হন।

অনন্তর তিনি হনুমানের বাক্যানুসারে সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ সীতার দুরবস্থার বিষয় অবিকল সকলই কহিলেন। কপিবর সুগ্রীব রামের সেই দুঃখের কথা শ্রবণ

করিয়া অগ্নিসন্নিধানে পুলকিতমনে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালির সহিত তাঁহার শত্রুতার বিশেষ কারণ কি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে বিষণ্ণ মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া বালিবধোদ্দেশে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন।

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কপিবর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালি সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রাম সুগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালির প্রাণসংহার করিলেন এবং বালির রাজ্য সুগ্রীবকে দিলেন।

তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হনুমান পক্ষীন্দ্র সম্পাতির বাক্যে শতযোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত পুরী লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক অশোকবনে ধ্যানে নিমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন ও অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণদ্বার চূর্ণ করিলেন। অনন্তর কেবল অশোকবন ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হন।

অসীমবল ধীমান হনুমান মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি যথার্থই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম। রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সাগরতীরে গমন পূর্ব্বক সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন, এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষসগৃহে অধিবাসনিবন্ধন লোকাপবাদ ভয়ে ভীত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং ত্রিলোকস্থ

সমস্ত লোক যারপর নাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি রাক্ষসপ্রধান বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষেক পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইয়া আনন্দিত হন।

অনন্তর রাম সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করতঃ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন। পরে পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত মস্তকের জটাভার অবতরণ পূর্ব্বক সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মপরায়ণ সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্ত্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাল্মীকি মুহূর্ত্তকাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভাগীরথীর অদূরে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দ্দমশূন্য দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দ্দম-শূন্য, এবং ইহার জল সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় কেমন স্বচ্ছ, এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করি। গুরুশুশ্রূষানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ বাল্মীকির এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অবিলম্বে তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বাল্মীকি শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক তীরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কাননসমীপে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুস্বরে গান করতঃ সুস্থশরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে অকারণবৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী, ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত-কলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া, এবং সেই তাম্রশীর্ষ আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চিরবিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া, কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি বিহঙ্গকে নিষাদ কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মজনক

জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস্; অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবি না। বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বারবার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ মহর্ষি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রিলয়ে গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি, শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার কথা উত্থাপন করতঃ এক একবার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

তখন অন্তর্যামী ভগবান্ ব্রহ্মা সহাস্যমুখে মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবেক। তাপস! আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত্র রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল, গভীর-স্বভাব, বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদী সকল অবস্থান করিবে, ততদিন ত্বৎকৃত এই রামায়ণ কথা প্রচারিত থাকিবে, এবং ততদিন তোমার কীর্ত্তিশরীর উর্দ্ধ ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া অন্তর্ধ্যান করিলেন।

অনন্তর সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি এই ব্যাপারে যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করতঃ প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার

কহিতে লাগিলেন; গুরুদেব, তুল্যাক্ষর-চরণ চতুষ্টয়সম্পন্ন যে পদাবলি গান করিয়াছেন, শোকাবেগ প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা শ্লোক বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। তখন সেই মহাত্মা এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিলেন।

রঘুকুলতিলক রাম রাজ্যলাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র পদ ও অর্থসংযুক্ত রামচরিত সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্য মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচ শত সর্গ ও ছয়কাণ্ড এবং উত্তরা-কাণ্ড প্রস্তুত আছে। এই উত্তরাকাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভ প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাতকাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মুনিবেশধারী আশ্রমবাসী যশস্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্ম্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বরসম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থবোধে সমর্থ দেখিয়া তাহাদিগকে বেদার্থ গ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরম সুন্দর ও মধুর কণ্ঠস্বরসম্পন্ন ছিলেন। উহাঁরা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থান ও মুর্চ্ছনাতত্ত্ব সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁ-দিগকে দেখিলে বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত।

অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রুতিসুখকর দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণসম্মত ষড়জাতীয় সপ্তস্বর সংযুক্ত, তাললয়ানুকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর প্রভৃতি রস-বহুল মহা-কাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধুসমাজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কুশ ও লব সংগীত দ্বারা সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা রাম সহসা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া স্বভবনে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। পরে তিনি কাঞ্চননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রীবর্গ

তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম সেই বিনীত রূপসম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেবপ্রভাব ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদসংযুক্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে এইরূপ বলিয়া সেই গায়কদ্বয়কে গান আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আহ্লাদিত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ উচ্চৈঃস্বরে রাগরাগিণী সহকারে বীণার ন্যায় মধুর স্বরে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি মনু অবধি যে সমস্ত নৃপতি এই সসাগরা বসুমতীকে অনন্যসাধারণরূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, ইক্ষ্বাকুকুলের সেই মহীপালবংশ এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অসূয়াশূন্য হইয়া শ্রবণ করুন।

স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোকপ্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকশিতকুসুমসমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং শ্রেণীবদ্ধ বিপণী। কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র। কোন স্থানে শিল্পীগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকার ধ্বজপট সকল বায়ুবেগে উড্ডীন এবং প্রাকার-রক্ষণার্থে লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্র উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গও নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্তী, অশ্ব, খর, উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের

ন্যায় শোভমান। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততলগৃহ নির্ম্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজমান। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমিসমতল। উহা ধান্য, তণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ, এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকর দ্বারা সহায়হীন, লুক্কাইত, বা পলায়ন-তৎপর শত্রুকে বিদ্ধ করেন না, বরং শানিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, এই প্রকার সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান্ বেদবেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল প্রভাবসম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ সর্ব্বালঙ্কার-শোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদবেদাঙ্গপারগ পরম ধার্ম্মিক দূরদর্শী তেজস্বী যজ্ঞশীল ত্রিলোকবিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষিকল্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশালী মনুর ন্যায় রাজ্যপালন করিতেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন স্বাধীন রাজা। চতুরঙ্গবল প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গ সকল ইহাঁর সংগ্রহ ছিল। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপালন ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আট জন মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁরা যশস্বী বিশুদ্ধস্বভাব ও গুণবান্। অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্য্যাকার্য্য-পরিজ্ঞান বিষয়ে ইহাঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপতির হিতসাধনে নিরন্তর যত্ন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুইজন দশরথের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক ছিলেন। তদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

প্রভাব-সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, মহাত্মা দশরথ পুত্র কামনায় নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেই ধীমান, স্থিরচিত্ত অমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রীপ্রধান সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশপ্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই; এক্ষণে বাসনা যে, আমি সন্তানকামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। বিপ্র! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, আপনারা তাহা অবধারণ করুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্রলাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মান করুন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রীগণ! ঋত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সন্নিহিত মন্ত্রীবর্গকে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তানকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, অতএব তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহিষীপালের

এই মধুর বাক্যে সেই কমনীয়কান্তি নৃপকান্তাগণের মুখশশী বসন্তকালীন কমলিনীর শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছিলেন দেখিয়া সারথি সুমন্ত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণের অভিমত। এক্ষণে আমি পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপনার পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত সেই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! দেবপ্রধান ধীমান্ সনৎকুমার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট পুনরায় সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে পরম ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহাঁর সহিত অঙ্গরাজের আত্মজ লোমপাদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে যশস্বী মহীপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মন! আমি নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ আমার বংশরক্ষার্থ সেই যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উহাঁকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুত্রকলত্রসম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহৃষ্ট মনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ, পুত্রার্থ ও স্বর্গলাভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে তাঁহার এই পুত্রেষ্টি পূর্ণ হইবে, এবং তাঁহার ঔরসে ত্রিলোক-বিখ্যাত অতুল বলসম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণসমক্ষে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বল-বাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাদরে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সুমন্ত্র যাহা কহিলেন, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাত্যেরাও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন, উপবন, নদ, নদী সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে

পাইলেন। তখন লোমপাদ রাজা দশরথকে সমুপস্থিত দেখিয়া বন্ধুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্ব আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট তাহার পরিচয় দিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সাত আট দিবস লোমপাদের সহিত একত্রে বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহাকার্য্যানুষ্ঠানের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শান্তাকে ভর্ত্তা ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়স্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, বৎস! তুমি সহধর্ম্মিনীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদের আদেশে ভার্য্যার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে দশরথ বয়স্য লোমপাদের আবাস হইতে নির্গত হইয়াই দ্রুতগামী দূতগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসীদিগকে অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, পরিস্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিগণ রাজার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলম্বে সমস্ত নগর সুসজ্জিত করিল। অনন্তর মহিপাল ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষ হইতে লাগিল।

অনন্তর বহুদিন অতীত ও মনোহর বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সন্তান-কামনায় দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পাদবন্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় যাবতীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন।

বৎসরান্তে পুনরায় বসন্তকাল উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্য রাজা দশরথ সন্তানার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানানুসারে আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি

আমার স্নিগ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু। আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবতীয় কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন মহারাজ! আপনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব।

অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ম্ম-প্রবীণ, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্ত্তক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহুসহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন করিয়া মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দেও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণক্ষম নানাবিধ অন্নপান সমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী যোদ্ধাদিগর গৃহ, শয়ন গৃহ ও অশ্বশালা সকল নির্ম্মাণ কর। এই সমস্ত বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহ সকল প্রস্তুত কর।

বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুরুষ তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানুসারে কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাও অনুষ্ঠান করিব,—তদ্বিষয়েরও কোন অঙ্গহানি হইবে না।

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধার্ম্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্যক শূদ্রকে তুমি নিমন্ত্রন করিয়া আইস। সকল দেশের মনুষ্যকে আদর পূর্ব্বক আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিথিলাধিপতি জনককে স্বয়ং গিয়া বহুমান পূর্ব্বক আন। তিনি আমাদিগের চিরন্তন সুহৃদ, এই কারণে আমি সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার আনয়নের প্রসঙ্গ করিতেছি। তৎপরে সচ্চরিত্র প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর। রাজার শ্বশুর ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য অঙ্গ দেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোশলরাজ এবং মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ উদারপ্রকৃতি মগধরাজ ইহাঁদিগকে তুমি সবিশেষ সম্মানপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পূর্ব্বদেশীয়, সিন্ধু ও সৌবীর দেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য

রাজগণকে দশরথের নিদেশানুসারে গিয়া নিমন্ত্রণ কর। এই পৃথিবীতে আত্মীয় যে সকল নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে বন্ধু বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে তুমি রাজার আদেশানুসারে ইহাঁদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভূপালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিশ্বস্ত দূত সকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নিদেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ কবিবার উদ্দেশে চলিলেন।

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ প্রীতি হইয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার আদেশানুসারে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি। ভৃত্যেরাও বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন।

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মুখে করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধর্ম্মিনীগণের সহিত দীক্ষিত হইলেন।

অনন্তর সংবৎসর কালপূর্ণ ও পূর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মুখে করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব ক্রিয়া-ক্রম-কাল অনুসরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত দেবমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধুর গান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া যথোপযুক্ত যজ্ঞাংশ প্রত্যেককে প্রদান করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞোপলক্ষে যথা প্রমাণ ইষ্টক সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিল্পকর্ম্মকুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই ইষ্টক দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইষ্টক বিন্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সেই আধার মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে

ইন্দ্রাদিদেবগণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষী সকল সংগৃহীত ছিল, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু ও রাজা দশরথের এক উৎকৃষ্ট অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া হৃষ্টমনে খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম্ম কামনায় স্থিরচিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ, অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন পূর্ব্বক প্রীত হইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, সুব্রত! যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয় আপনি এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। তখন বেদবিৎ মেধাবী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করতঃ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিয়া কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী অনুসারে হোম করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগগ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে এক রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন, তন্নিবন্ধনই আমরা তৎকৃত সকল অত্যাচাব সহ্য করিয়া আছি। সূর্য্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করেন না। তরঙ্গমালাসঙ্কুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষসের ভয়ে যারপর নাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি সেই দুরাত্মার বধোপায় স্থির করিয়াছি। সে বরগ্রহণ কালে আমার নিকট প্রাথনা করিয়াছিল যে 'দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না' আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু

হইতে পারে। তখন সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্ম্মলদ্যুতি ত্রিজগৎপতি শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্তুয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একান্তমনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভি-বাদন পূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! আমরা লোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আপনাকে কোন কার্য্যভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ, বদান্য ও মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী। ইহাঁর হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তিসদৃশা তিন মহিষী আছেন। আপনি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাজ-মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন, এবং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহুবল-দৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার করুন।

অপুত্র দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন, বিষ্ণু তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সুরসমাজ হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায়, আরক্তলোচন, রক্তাম্বরধারী, দিবাকরের ন্যায় তেজঃপূর্ণ এক মহাপুরুষ দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তিনি যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজ-নার্থ প্রদান করুন। আপনি যে নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য শিরো-ধার্য্য করিয়া সেই দেবান্নপূর্ণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের অর্থলাভের ন্যায় এই দেব-পায়স প্রাপ্ত হইয়া

যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রজাপত্য পুরুষও স্বকর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশধরের করনিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায়, সেইরূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল সুশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন; তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্দ্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ সহধর্ম্মিনীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রজাপত্য-পুরুষ প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা তাঁহার ঈদৃশ অপক্ষপাত দর্শনে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভবতী হইলেন।

বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায় সকল সৃষ্টি কর। দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বানররূপী পুত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ বালিকে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান সূর্য্য সুগ্রীবকে, সুরগুরু বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ তারককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্ম্মা নলকে এবং অনল স্বপ্রভ নীলকে সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে প্রখ্যাত রূপসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, মহাবল পর্জ্জন্য শরভকে এবং বায়ু বলবান্ হনুমানকে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে অমিতবল, করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্তদেহ কামরূপী যে সকল বানর দশাননের বিনাশসাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল সকল সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। এইরূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত অচলশৃঙ্গতুল্য ভীষণাকার মহাবীর বানরগণে এই পর্ব্বত, বন, সাগরসমাকীর্ণা পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল।

অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইল, চৈত্রের নবমী তিথিতে

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র, ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে রাজমহিষী কৌশল্যা বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত, সর্ব্বলোকনমস্কৃত, দিব্যলক্ষণাক্রান্ত, জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন। তখন দেবমতি অদিতি যেমন দেবপ্রধান বজ্রধর পুরন্দরকে পাইয়া শোভাধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌশল্যা সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যার পর নাই সুশোভিত হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশ-ভূত গুণালঙ্কৃত সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সুমিত্রার গর্ভ হইতে বিষ্ণুর অর্দ্ধাশভূত মহাবীর সর্ব্বাস্ত্রবিৎ লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্ম্মলবুদ্ধি ভরত পুষ্যা নক্ষত্র ও মীন লগ্নে এবং শত্রুঘ্ন কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে, অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা রাজা দশরথের অসাধারণ গুণসম্পন্ন, প্রিয়দর্শন এবং কান্তিসম্পন্ন চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। গন্ধর্ব্বেরা মধুর সঙ্গীত ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যা নগরীতে সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথ সকল নটনর্ত্তকপূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থানে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিবিধ রত্ন প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমশঃ সেই সমস্ত প্রশস্ত রাজপথ অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। রাজা দশরথ সূত, মাগধ ও বন্দিদিগকে পারি-তোষিক দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোধন ও প্রার্থনাধিক অর্থদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ হৃষ্টমনে রাজকুমার-দিগের নামকরণ করিলেন। কৌশল্যার পুত্রের নাম রাম কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটীর নাম লক্ষণ ও অপরটীর নাম শত্রুঘ্ন হইল। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ নগর ও জনপদবাসীদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। রাজকুমারেরা বেদবিৎ, মহাবীর, সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর, এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে তেজস্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন

হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বারোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদে সুপটু ছিলেন, এবং পিতৃশুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ শৈশবাবধি লোকাভিরাম রামের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পুরুষোত্তম, রাম ব্যতিরেকে নিদ্রিত হইতেন না, জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতীত কদাচই ভোজন করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন, তৎকালে তিনি শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শরীররক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয়ে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন রাজকুমারেরা জ্ঞানী, গুণসম্পন্ন, লজ্জাশীল, কীর্ত্তিমান ও দূরদর্শী হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাব পুত্র সকল লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত, মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত সমবেত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে মহাতেজা, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে আসিয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র, তোমরা অবিলম্বে মহারাজকে গিয়া আমার আগমন সংবাদ দেও।

তখন দ্বারপালেরা এই বাক্যশ্রবণে ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজ-ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্বর পুরোহিতগণের সহিত একাগ্রমনে সেই কঠোরব্রত তেজঃপ্রদীপ্ত তাপসের প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বামিত্র নৃপতিপ্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার কোশল নগর, জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমস্ত নৃপতিগণ আপনার নিকট সন্নত এবং শত্রুগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও মানবীয় কার্য্য ত সম্পাদিত হইতেছে?

অনন্তর বিশ্বামিত্র দশরথ রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে

না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী মহাবল দুই রাক্ষস উহার নানাপ্রকার বিঘ্ন আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রক্তবৃষ্টি করিয়াছে। উহাদিগকে আমার সঙ্কল্পের এইরূপ ব্যাঘাত ও যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। যজ্ঞসাধন করিবার কালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দুই রাক্ষসের উপর রোষপ্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষধারী মহাবীর রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকর নিশাচরকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন।

মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথায় মুহূর্ত্তকাল যেন হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। তৎপরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে রামের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা ইহাঁর সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমভিব্যাহারে গিয়া আমিই নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিব। তপোধন! রাম ব্যতীত মুহূর্ত্ত প্রাণধারণ করাও আমার দুষ্কর হইবে। দেখুন ষষ্ঠি সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতি ক্লেশে রামকে পাইয়াছি। পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রধান রামেরই প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এই স্নেহগদ্গদ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতেছ। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়দিগের অনুরূপ হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ক্ষয় হইবে। এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও কুলক্ষয় তোমার অভিমত হয় ত বল, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই, তুমিও আমাকে বঞ্চনা করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত সুখে কালহরণ কর।

বিশ্বামিত্রের এইরূপ ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর বশিষ্ঠ দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম্মত্যাগ করা আপনার সদৃশ লোকের কর্ত্তব্য

নহে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। মহারাজ! রাম অস্ত্রশিক্ষা করুন বা নাই করুন, হুতাশন যেমন অমৃতের রক্ষক, বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রজ্ঞ। এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোনকালে কেহ জানিতেও পারিবে না। দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও উরগেরা তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। ইনি অপূর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যাবিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইহাঁর কিছুই অবিদিত নাই। অতএব আপনি ইহাঁর সমভিব্যাহারে রামকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থে আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন, এবং রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম ও তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই সুকুমার রাজকুমারের শরাসন, তূণীর অঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গ অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। ইহাঁরা যখন সমরবেশে ত্রিশীর্ষ্য সর্পের ন্যায় ভীমভাবে বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেন, তৎকালে বোধ হইল যেন, অশ্বিনীকুমারেরা পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ অচিন্ত্যস্বভাব দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। আমি তোমাকে বলা: ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। এই মন্ত্র জপ করিলে ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য বলবান্ দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য, কি দাক্ষিণ্য, কি তত্ত্বজ্ঞান, কি সূক্ষ্মার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এই বিদ্যাবলে সর্ব্ববিষয়ে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিবে। অনন্তর ভীমবিক্রম রাম সহাস্যমুখে আচমন পূর্ব্বক

পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন প্রখর সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যো-চিত কার্য্য সকল সংসাধন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযূতটে রজনীযাপন করিতে লাগিলেন। রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল।

তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই ভয়ঙ্কর বন যে অধিকার করিয়া আছে, কহিতেছি শুন। বহুদিবস হইল এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে সুখসমৃদ্ধ দুইটী জনপদ ছিল। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রবধকালে ক্ষুধার্ত্ত ও মলদিগ্ধ হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বসু প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ গঙ্গাজল-পূর্ণ কলসে তাঁহাকে স্নান করান। এই স্থানে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও কারূষ (ক্ষুধা) অপনীত হইল দেখিয়া তিনি কহিলেন, যে, ইহা মলদ ও করূষ নামে অতি প্রবৃদ্ধ দুইটী জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও করূষ ধনধান্যসম্পন্ন অতিসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নী কামরূপীণি দুষ্টাচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সুন্দের ভার্য্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বলধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। আমাদিগকে সেই তাড়-কার বন দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি স্বীয় ভুজবলে ঐ রাক্ষ-সীকে বিনাশ করিও।

রাম কহিলেন, ভগবান্! শুনিয়াছি যক্ষদিগের শৌর্য্যবীর্য্য অতি যৎ-সামান্য, সুতরাং সেই অবলা কিরূপে সহস্র হস্তীর বলধারণ করিতেছে? বিশ্বা-মিত্র কহিলেন, বৎস! তাড়কা যে কারণে এইরূপ বললাভ করিয়াছে শুন। পূর্ব্বে সুকেতু নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে একসময়ে সন্তান কামনায় সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্ব্ব-লোক পিতামহ ব্রহ্মা ঐ তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নাম্নী এক কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার বরে ঐ কন্যার দেহের সহস্র হস্তীর তুল্য বলবীর্য্য হয়। কিন্তু ব্রহ্মা তৎকালে লোকপীড়া পরি-হারার্থ সুকেতুর পুত্র-কামনা পূর্ণ করেন নাই। অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও রূপবতী হইলে সুকেতু তাহাকে জম্ভনন্দন সুন্দের হস্তে সমর্পণ করে। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গর্ভে

মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! এই মারীচ শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসত্ব লাভ হয় তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্য্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তর্জ্জনগর্জ্জন পূর্ব্বক ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য তাড়কাকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক্। তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকটবেশে বিকটাস্যে মনুষ্যভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিস্, অতএব অবিলম্বে এই যক্ষিরূপ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ রাক্ষসীরূপ ধারণ কর্। বৎস! এক্ষণে এই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। তুমি গো, ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দুর্বৃত্তাকে বিনাশ কর। ত্রিলোকমধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। পুরুষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। চতুর্বর্ণের হিতের নিমিত্ত এই কার্য্য রাজকুমারের কর্ত্তব্য হইতেছে।

রঘুকুলকতিলক রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্। আসিবার কালে পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস! কুশিক-তনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। সুতরাং পিতার নিদেশ ও পিতার বাক্যগৌরব এই দুই কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব; কদাচই অবহেলা করিব না। আমি গো, ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।

এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণরবে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জীবজন্তু সকল চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। রাক্ষসী তাড়কা আকুল হইয়া ধনুর জ্যাঘাত শব্দ লক্ষ্য করতঃ ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। ক্ষণমাত্রেই তাড়কা অন্তরীক্ষে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঐ দুই বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়াবিস্তার পূর্ব্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম শরজালে ঐ রাক্ষসীর শিলাবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক

তাহার বাহুযুগল কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর কামরূপিণী তাড়কা বিবিধরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষসীমায়ায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করতঃ অনবরত শিলাবৃষ্টি ও প্রচণ্ডভাবে রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিল! রাম কণ্ঠস্বরে তাহার সন্ধান পাইয়া, শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসী প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রের ন্যায় মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাড়কাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এই রাক্ষসীর বিনাশ দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে রামের প্রতি তোমার একটি স্নেহের কার্য্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্রদিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় অনুরক্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎকার্য্য সাধিত হইবে।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রীত হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়দর্শন! আইস, আজ আমরা এই স্থানে রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যশ্রবণে পুলকিত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে রজনী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিপ্রবর বিশ্বামিত্র দেবদুর্লভ মন্ত্রাত্মক অস্ত্রশস্ত্র রামকে প্রদান করিবার মানসে পূর্ব্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন দিব্যাস্ত্রজাল রামের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাম! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তদনুসারে সকল কার্য্যই সাধন করিব। রাম প্রসন্নমনে তাহাদিগের অঙ্গে করস্পর্শ পূর্ব্বক গ্রহণ স্বীকার করিয়া কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! অতঃপর তোমরা স্মৃতিমাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষিত এই জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া

ছিলেন। অন্যান্য তাপসেরা মধুর বাক্যে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত আছেন, তন্নিবন্ধন এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। অতএব তোমরা আজ অবধি ঐ ছয় রাত্রি তপোবন রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এইরূপ আদেশে শরাসন ও বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক দিবারাত্রি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং নিদ্রাবেগ পরিহার পূর্ব্বক যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণার্থ নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ পঞ্চম দিবস অতীত ও ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত। তখন রাম সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজ্জীভূত থাক।

এদিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞকার্য্য সাধন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সহসা ঐ বেদি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, অন্তরীক্ষে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। বর্ষাকালে মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ গর্জ্জন, মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাত, ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, রাক্ষসেরা সেইরূপ আড়ম্বরে নানাপ্রকার মায়া বিস্তার পূর্ব্বক মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। মারীচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অনুচর নিশাচর সকল উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া যজ্ঞ বেদির উপর অনবরত রক্তধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শরাসনে তেজঃপ্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ আহত হইয়া শতযোজন দূরে মহাসাগরে নিপতিত হইল। তখন রাম কার্ম্মুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। এইরূপে মহাবীর রাম সুবাহুকে বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং ঐ প্রদেশকে একান্ত নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য যথার্থই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রম যথার্থই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন

করিলেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ পুলকিত মনে সেই তপোবনে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। শর্ব্বরী-প্রভাত হইল। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে?

তখন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ রামকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্ম্মপ্রধান এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় যাইলে জনকের এক অদ্ভুত শরাসন দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাজের যজ্ঞসভায় উহা দান করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা কি, সুরাসুর, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বেরাও ঐ কঠোর ও ভীষণ শরাসনে জ্যা আরোপণ করিতে পারেন না। জনকরাজ ঐ উৎকৃষ্ট ধনুরত্ন দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ফল স্বরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন। এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় স্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা উহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মা জনকের সেই ধনু ও অদ্ভুত যজ্ঞদর্শন করিয়া আসিবে।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসগণের সহিত মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া উত্তর দিকে হিমাচলে চলিলাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তিনি এই বলিয়া সিদ্ধাশ্রম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্য শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য লইয়া তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ সায়ংকালীন স্নান-সমাপন ও অগ্নিহোত্র-সমাধানপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে রাম

কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান?

মহাতেজা মহর্ষি কহিলেন, বৎস! এইটী যাঁহার আশ্রম, যে কারণে ইহার এইরূপ দুরাবস্থা ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। এই দেবপূজিত দিব্যাশ্রম-সদৃশ আশ্রমপদ পূর্ব্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন; এই অবসরে শচীপতি ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যাকে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি! রতিপ্রার্থী ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না, তুমি এখনই আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। দুষ্টা অহল্যা মুনিবেশে সুরপতি ইন্দ্রই আসিয়াছেন বুঝিয়া, তাঁহার সম্ভোগ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর তিনি সন্তুষ্ট মনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর। তখন সুররাজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির ভয়ে ত্বরিত পদে পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইত্যবসরে সহসা দেখিলেন দেব-দানবগণের দুরতিক্রমণীয় তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি গৌতম তীর্থ-সলিলে অভিষেক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সমিধ ও কুশহস্তে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

তখন মহর্ষি গৌতম, দুর্ব্বৃত্ত দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষভরে অভিশাপ করিলেন। তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে দুঃশীলে! তোকেও এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন এবং বায়ুমাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালযাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না, এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। এক সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন। তুই লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিলে তদ্দ্বারা তোর এই পাপধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং তুই পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবি। মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ

পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরম রমণীয় হিমাচলশিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তপঃপ্রভাবে মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্যের কথা দূরে থাক নিকটস্থ হইলে দেবদানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। অহল্যা মহর্ষির অভিশাপে রামের দর্শনকাল অবধি ত্রিলোকের অদৃশ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপাবসানে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার পাদ-বন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্ঘ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের আতিথ্য করিলেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল এই ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা তপোবল বিশুদ্ধা পতি-পরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া সহধর্ম্মিনী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমের সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর-পূর্ব্বাস্য হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! দেখিতেছি, মহাত্মা জনকের যজ্ঞসমৃদ্ধি অতি পরিপাটী; এই উপলক্ষে বেদাধ্যয়নশীল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ঋষিনিবাস সকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাদিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি সেইরূপ একটী স্থান নির্ণয় করুন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে নির্জ্জন সজল একটী নিবাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

ইত্যবসরে বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকগণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘহস্তে ত্বরিত-পদে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র

তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া, অনুক্রমে তাঁহার যজ্ঞের, এবং উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পরে তিনি পুলকিত মনে শতানন্দ প্রভৃতি মুনিগণকে সম্ভাষণ করিলেন। তখন রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমস্ত সহচর ঋষির সহিত আসন গ্রহণ করুন।

মহারাজা জনক প্রফুল্লমুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি, তূণ ও শরাসনধারী বীরদ্বয় পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং রূপে অশ্বিনীকুমারের ন্যায় স্বরূপ। বোধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দুইটী দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র অন্তরীক্ষকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশকে যার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই ক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষধারী বীরযুগল কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! এই যে দুইটী কুমারকে দেখিতেছেন, ইহাঁরা রাজা দশরথের আত্মজ। মহর্ষি রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রমনিবাস, রাক্ষসনিবাস, অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, অহল্যার শাপোদ্ধার, গৌতমসমাগম, ও হরকার্ম্মুক নিরীক্ষণার্থে আগমন, এই সকল সংবাদ রাজা জনককে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

অনন্তর সুনির্ম্মল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের সৎকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? বাক্‌বিশারদ, ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে এই দুই ক্ষত্রিয়কুমার তাহা দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। আপনি ইহাঁদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে ইহাঁরা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

জনক কহিলেন, তপোধন! যে সূত্রে এই ধনু আমার হস্তগত হইয়াছে আপনি অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাবল রুদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশের

নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তোমরা আমায় লভ্যাংশদানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দেন।

অনন্তর একদা আমি হল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। ঐ কন্যা ক্ষেত্র-শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম রাখিলাম সীতা। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার গৃহেই পরিবর্দ্ধিতা হয়। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

পরে নৃপতিগণ ঐ হরধনুর সার জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে যেরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ করুন।

ভূপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া

দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া যুদ্ধার্থ আমায় চতুরঙ্গিণী সেনা প্রদান করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। উভয় পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল। পরে সেই নিবীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাচার পামরেরাও অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকেও দেখাইতেছি। যদি রাম উহাতে জ্যা যোজনা করিতে পারেন তাহা হইলে আমি ইহাঁকে কন্যাদান করিব। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল। রাজার আদেশে অতিদীর্ঘকায় পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণ পূর্ব্বক আনিতে লাগিল।

তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু দেখাইবার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন। এই ধনুর কথা অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাক, সুরাসুর যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ, উত্তোলন, আস্ফলন, এবং ইহাতে জ্যা-যোজনা ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই ধনুই আনাইলাম, আপনি উহা এই কুমারদ্বয়কে প্রদর্শন করুন।

অনন্তর কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরধনু নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু করতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলা-ক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টীগ্রহণ এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটী ঘোর ও গভীর শব্দ হইল। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে ভূভাগ যেমন কম্পিত হয় চারিদিক সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল।

জানকার পরিণয়ে রাজা জনকের যে এতকাল সংশয় ছিল, তাহা অপনীত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্ আমি

এই দাশরথি রামের বীর্য্যপরীক্ষা করিলাম। ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার; আমি মনেও করি নাই যে ইহা কখনও সম্ভব হইবে। এখন রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়া আমার একটী কুলকীর্ত্তি স্থাপিত হউক। বলিতে কি, এত দিনের পর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করুক। বিনয় বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গপণে রামের সীতালাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করুক। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্ব্বিঘ্নে আছেন, ইহারা গিয়া এই সংবাদও দিবে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতদিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাহাদিগের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তাহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইল।

অনন্তর ঐ সমস্ত দূতগণ অমর-প্রভাব বৃদ্ধরাজা দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, মহারাজ! মন্ত্রী ও ঋত্বিকের সহিত রাজা জনক আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং ভগবান বিশ্বামিত্রের অনুমোদিত কার্য্য সংসাধনার্থ কহিয়াছেন, "যিনি ধনুর্ভঙ্গ-পণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই কন্যাদান করিব, পূর্ব্বে এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আপনি তাহা অবশ্যই জানেন। অনেকানেক হীনবল ভূপাল এই ধনুর্ভঙ্গে অপারগ হইয়া রোষ-কষায়িত মনে প্রস্থান করিয়াছেন, আপনি ইহাও জানেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রাম যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত আসিয়া সভামধ্যে সেই প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড করিয়া পণে সীতাকে লাভ করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাঁকে কন্যাদান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইব; আপনি এই বিষয়ে আমায় অনুমতি করুন। মহারাজ! আপনি অবিলম্বে উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে চক্ষে দৃষ্টি করুন এবং আমাকেও এই কন্যাভার হইতে উদ্ধার করুন। আপনি মিথিলা-রাজ্যে আসিলে পুত্রদ্বয়েরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন।"

নরনাথ! রাজা জনক মহর্ষি কৌশিকের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এইরূপই কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই আনন্দিত হইলেন; এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। মহর্ষি জনক তাঁহার বলবীর্য্যের পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে কন্যাদানের সংকল্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই। মন্ত্রিগণ ঋষিদিগের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন কোশলাধিপতি, পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব।

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! অদ্য ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধনরত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা সুসজ্জিত হইয়া নির্গত হউক। ভগবান্ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয় ও কত্যায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূতেরা শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অশ্বযোজনা কর।

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ঋষিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন সংবাদে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করতঃ কহিলেন, নরনাথ! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই দুই রাজকুমারের বিবাহজনিত প্রীতি অনুভব করুন। সুরগণ পরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন; ইহাতেও আমার সৌভাগ্য গর্ব্বের পরিসীমা নাই। এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন

কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহর্ষিগণ-সমক্ষে জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি আছে? আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক অযোধ্যাধিপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, যে স্থান দিয়া ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাংকাশ্যা নাম্নী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্ম্মশীল, তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। এক্ষণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। তিনি এস্থানে আসিয়া আমারই সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করিবেন। মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দকে এইরূপ কহিলে, কার্য্যকুশল দূতেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। শতানন্দও অবিলম্বে তাহাদিগকে সাংকাশ্যা নগরীতে পাঠাইলেন। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর বিবাহ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আজ্ঞাক্রমে বিদেহনগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে ও মহর্ষি শতানন্দকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাজযোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জনক ও কুশধ্বজ সুদামন নামক মন্ত্রীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি গিয়া এক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ রাজা দশরথকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। তখন রাজমন্ত্রী সুদামন রঘুকুল-প্রদীপ রাজা দশরথের শিবিরে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনত শিরে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজা জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছেন।

মহারাজ দশরথ মন্ত্রীপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ এবং অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যথায় রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিলেন। কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ

আমাদিগের কুলগুরু। আমার সকল কার্য্যে, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে ইনিই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে আমার কুলপর্য্যায় কীর্ত্তন করিবেন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! প্রমাণের অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের পুত্র বিবস্বত। বিবস্বত হইতে মনু উৎপন্ন হয়। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি; বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রভাব বাণ; বাণের পুত্র মহাপ্রভাব তেজস্বী অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি যশস্বী ছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা; মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি; সুসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই অসিতের বিপক্ষে হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুগণ উত্থিত হইয়াছিল। দুর্ব্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া দুই মহিষীর সহিত হিমাচলে গমন ও মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একজন অপরটীর গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য-দ্রব্যে বিষসংযোগ করিয়া দেন। কিন্তু ভৃগুনন্দন চ্যবনের প্রসাদে সেই মহিষী কালিন্দীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাহার সপত্নী গর্ভবিনাশ-বাসনায় যে গরল প্রয়োগ করিয়াছিল, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়; এই কারণে উহার নাম সগর হইল। এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্মগ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপপ্রভাবে নরমাংসাশী রাক্ষস হন। পরে ইহাঁরই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল। ইহাঁর পুত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন; সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ; শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক; প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরী

হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি; যযাতির পুত্র নাভাগ; নাভাগের পুত্র অজ; অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ ইহাঁরই আত্মজ। বিদেহনাথ! এই বংশ পরম্পরা পরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরম ধাম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণেরই নিমিত্ত আপনার কন্যা-দ্বয় প্রার্থনা করা যাইতেছে; আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপগুণ-সম্পন্না কন্যা সম্প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে, মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদানকালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদ্বংশীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে অদ্বিতীয় বীর ধর্ম্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্ম্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার পুত্র মিথি; মিথির পুত্র জনক। ইহাঁর নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনকশব্দে আহূত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু; উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন; নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু; সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত; রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহা-বীর; মহাবীরের পুত্র সুধীর ও সুধৃতি। সুধৃতি হইতে ধাম্মিক ধৃষ্টকেতু জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্ষশ্ব; হর্ষশ্বের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রতী-ন্ধক; প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কার্ত্তিরথ। কীর্ত্তিরথ হইতে দেবমীঢ় উৎপন্ন হন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ; বিবুধের পুত্র মহীধ্রক; মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত; কার্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমণ; মহারোমণের পুত্র স্বর্ণ-রোমণ; স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রস্বরোমণ। এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বনপ্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-পালন করিতেছিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধন্বা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলারাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দূতমুখে এই কথা কহিলেন, যে আমাকে হরকার্ম্মুক ও কমললোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি

তাঁহার প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই কারণে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমি তাঁহাকে সমরে পরাঙ্মুখ ও সংহার করি। তপোধন! সুধন্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইহাঁর জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি প্রীতমনে এই কন্যাই দান করিব। সুরকন্যার ন্যায় সুরূপা জানকীকে রামের হস্তে এবং উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদান-বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্ব্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মঘা নক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুসারে রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এই উভয় কুলের কথা আর কি বলিব, অন্য বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই যোগ সম্বন্ধ সম্যক্ উপযুক্তই হইল; এবং ইহাঁদের যে প্রকার রূপ ইহা তাহারও অনুরূপ হইল। রাজন্! এক্ষণে আমার আর একটী বক্তব্য আছে, আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মশীল কুশধ্বজের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুইটী কন্যা আছে। আমরা রাজ-কুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য ঐ দুইটীকেও প্রার্থনা করিতেছি।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কৌশিকের মুখে তপোধন বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই অনুরূপ কুলসম্বন্ধে অনুজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি তাহাই হইবে। রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে কুশধ্বজের দুইটী কন্যাকেই সম্প্রদান করা যাইবে। আগামী পরশ্ব উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রে ভগদেবতা আছেন, সুতরাং উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস। এক্ষণে চারিটী রাজপুত্র একদিনেই চারি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন।

অনন্তর যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ভগবান বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণে

শুভসংকল্পে চারি লক্ষ স্বর্ণ-শৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিলেন, এবং সেই গোদান-সংস্কার-সংস্কৃত পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল পরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ যে দিবস এই গোদান-সংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিনে কেকয়রাজের আত্মজ, ভরতের মাতুল, মহাবীর যুধাজিত ও দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথিলায় উপস্থিত হইলেন।

পর দিন অযোধ্যার অধিনাথ, পুত্রগণের সহিত পরম সুখে নিশাযাপন পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান করতঃ মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচার সকল পরিসমাপ্ত হইলে শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্ত্তে সর্ব্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তৎপর রাজা দশরথ ঋষিগণ ও পুত্রদিগকে লইয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করুন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া গৌতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্ম্মাণ [illegible]রিলেন। ঐ বেদির চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত। যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্রকুম্ভ, [illegible]পপূর্ণ ধূপপাত্র, শঙ্খাধার, অর্ঘভাজন, প্রভৃতি দ্রব্যাদি উহার ইতস্ততঃ শোভা [illegible]াইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত [illegible]রিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। পরে তথায় বিধি ও মন্ত্র [illegible]হকারে বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতিপ্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণ-বিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের [illegible]ভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই সীতা [illegible]ামার দুহিতা; ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি ইহাঁর পাণি[illegible]হণ কর, মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন এবং ছায়ার [illegible]ায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক রামের [illegible]স্ত মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে [illegible]গিলেন। নিরবচ্ছিন্ন দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও জলপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক রামকে সীতা সম্প্রদান

করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর. তোমার মঙ্গল হউক। আমি উর্ম্মিলাকে সম্প্রদান করি, তুমি অবিলম্বে ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। শত্রুঘ্নকেও কহিলেন, শত্রুঘ্ন! তুমিও শ্রুতকীর্ত্তিকে গ্রহণ কর। তোমরা সুশীল ও ব্রতপরায়ণ। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর ঐ চারি রাজকুমার বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক, ও মহাত্ম ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভি ও অন্যান্যরূপ বাদ্যং বাদিত হইতে লাগিল। অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বেরা মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে সকলের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। পরে রাজা দশরথের পুত্রগণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। দশরথও বরবধূসঙ্গমে নানারূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া উহাদিগের অনুগামী হইলেন।*

---

*আদি কাণ্ডম্। ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ সীতাং সমানীয় সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা॥
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব॥
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা।
সাধু সাধ্বিতি দেবানাং ঋষীণাং বদতাং তদা।
দেব দুন্দুভি নির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহান্ ভূৎ॥
এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদকপুরস্কৃতাম।
অব্রবাজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ॥
লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে উর্ম্মিলামুদ্যতাং ময়া।
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্নীষ্ব মাভূৎ কালস্য পর্য্যযঃ॥
তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতঞ্চাভ্যভাষত।
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন॥
শত্রুঘ্নঞ্চাপি ধর্ম্মাত্মা অব্রবীন্ মিথিলেশ্বরঃ।
শ্রুতকীর্ত্তে মহাবাহো পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা॥
সর্ব্বে ভবন্ত সৌম্যাশ্চ সর্ব্বে সুচরিতব্রতাঃ।
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মাভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ॥

পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ জনক প্রফুল্লমনে কন্যা-গণকে বহুসংখ্য গো, উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, বহুসংখ্য বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ, রজত, মুক্তাও প্রবাল, কন্যাধন স্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যাকে শতসংখ্য সখী এবং দাসী ও দাস দিলেন। এইরূপে বিবাহকালীন সমস্ত লৌকিক কার্য্যই সুসম্পন্ন হইল। তখন মহারাজ জনক দশরথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও ঋষিগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন।

ইত্যবসরে পক্ষীগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। একটী প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহীরুহ সকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরাসুর সংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজা দশরথ ঐ কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, যুগান্তবহ্নির ন্যায় দুঃসহ মহাবীরকে সহসা দেখিতে পাইলেন। তিনি আগমন করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন। রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্য্য ও ধনুর্ভঙ্গ

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্।
চত্বারস্তে চতসৃণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ ॥
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ।
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্য্যা রঘূদ্বহাঃ।
যথোক্তেন ততশ্চক্রু র্বিবাহং বিধি পূর্ব্বকম্ ॥
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্য দুন্দুভি নির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্র নিস্বনৈঃ ॥
ননৃতুশ্চাপ্সরঃ সঙ্ঘা গন্ধর্ব্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত ॥
ঈদৃশে বর্ত্তমানেতু তূর্য্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতে।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য উহুর্ভার্য্যা মহোজসঃ ॥
অথোপকার্য্যং জগ্মুস্তে সভার্য্যা রঘুনন্দনাঃ।
রাজাপ্যনুযযৌ পশ্যন্ সর্ষিসঙ্ঘঃ সবান্ধবঃ ॥

সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈবধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড করিয়াছ ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের এই ভীষণ শরাসনে শরযোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্য্যে বীর্য্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত বলবৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

জমদগ্নিনন্দন দাশরথিকে আরও কহিলেন, রাম! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দুইখানি কার্ম্মুক প্রযত্নসহকারে নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্ব্বলোক-পূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাঙ্গিয়াছ, সুরগণ উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমারই হস্তে বিদ্যমান। দেবতারা এই শরাসনটী বিষ্ণুকে দান করিয়াছিলেন। এই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ।

কোন এক সময়ে সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন সত্যসংকল্প ব্রহ্মা সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উঁহারাও পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন। সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈব ধনু শিথিল হইয়া যায় এবং রুদ্রদেবও স্তম্ভিত হন। তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুই অধিকবল। পরে ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব অনুরুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহনগরে রাজর্ষি দেবরাতকে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার হস্তে যে এই কোদণ্ড দেখিতেছ ইহা প্রথমতঃ বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে মহাতেজা ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে প্রদান করেন। অনন্তর একদা তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা জমদগ্নি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন অধর্ম্মবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। রাম! আমি পিতার এই বিসদৃশ দারুণ বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-ভরে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়াছিলাম। পরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার পূর্ব্বক যজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণাদান করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে হরধনু

ভাঙ্গিয়াছ। আমি এই বার্ত্তা শুনিবামাত্র অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমার এই পৈতৃক শরাসন গ্রহণ ও ইহাতে শর-সংযোজন কর। যদি তুমি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হও তাহা হইলেই আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

দাশরথি রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ঐ শরাসনে গুণযোগ ও শরসংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কহিলেন, জামদগ্ন্য! তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি প্রাণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এই দিব্য শরসন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল ইহা দ্বারা তোমার তপঃ-সঞ্চিত লোকসমুদায়, কি তোমার আকাশগতি, কোন্‌টি নষ্ট করিব? ঐ সময় ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ ও উরগগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল; জামদগ্ন্যও নির্বীর্য্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদু বচনে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। আমি তাঁহার এই প্রতিশেধে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়াছিলাম। তদবধি আমি পৃথিবীতে আর রাত্রিবাস করি না। অতএব তুমি এক্ষণে আমার গতিনাশ করিও না, আমি এই গতিবলে মানসবৎ বেগে মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্রা করিব। আর আমি তপোনুষ্ঠান দ্বারা যে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছি তুমি এই শরদণ্ডে তাহা সংহার কর। বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিলাম, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি অবিনাশী বিষ্ণু। জগতে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর।

মহাপ্রতাপ জামদগ্ন্য এইরূপ কহিলে শ্রীমান্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্যের তপোবল-সঞ্চিত লোক সকল বিনষ্ট হইল। জামদগ্ন্যও মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন।

রাজা দশরথ সসৈন্যে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমনীয় অযোধ্যা কুসুমের অপূর্ব্ব রচনায় সুশোভিত এবং উহার রাজপথ সকল জলসেকে সিক্ত ও ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তুর্য্যরব উহার চতুর্দ্দিকে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পুরবাসিরা মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান। সর্ব্বত্রই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশদর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল হইয়াছে। দশরথ পুত্রগণের সহিত হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক হোমপূত কৌশেয়বস্ত্র-শোভিত বধূগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং উহাঁদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

প্রবেশোপযোগী মঙ্গলাচার সকল পরিসমাপ্ত হইলে। বধূগণ নির্জ্জনে পুলকিতমনে ভর্ত্তৃগণের সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ধনজনে পূর্ণ হইয়া পিতৃশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড।

অনন্তর রাজা দশরথ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থে এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনার্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভি-ষেক করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মন্ত্রীগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইলেন এবং মর্য্যাদা অনুসারে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানাপ্রকার বাসোপযোগী বস্তু প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা দুন্দুভিসদৃশ গম্ভীর ও মধুর স্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদগণকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক হিতকর ও প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন, পারিষদগণ! আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন তোমরা ইহা অবশ্যই জান। এক্ষণে আমি সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতির প্রতিপালিত সুখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি। দেখ আমি পূর্ব্বতন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মসুখ-নিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেতছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়াছি। এক্ষণে বহু বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে এককালে বিশ্রাম দেই। আমি লোকের যে গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করি-তেছি, নিরঙ্কুশ মনুষ্য ইহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, এবং ইহা বীর-পুরুষেরই সম্যক্ উপযুক্ত। আমি এক্ষণে সেই গুরুভারে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই সকল উপস্থিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রামলাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্য্যে সুররাজ ইন্দ্রের অনুরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্ম্মিকপ্রধান রামকে প্রীতমনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব।

নীল মেঘ দেখিলে ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, ভূপালগণ মহারাজ দশরথের বাক্য সেইরূপ সন্তোষের সহিত স্বীকার করিলেন। তখন সভামধ্যে সর্ব্বাগ্রে

সামন্তরাজগণের আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল। পরে জনসাধারণের আন্দোলনে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতি-গণ পুরবাসী ও জনপদবর্গের সহিত ধর্ম্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া ঐক্যমত অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, এবং ভূপালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার বয়ঃক্রম বহু বৎসর হইল। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এই কারণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাই আপনার শ্রেয়ঃ। অনন্তর মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ধার্ম্মিক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর।

তখন সুমন্ত্র রামকে রথে আরোপণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। রাজসভায় মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় রমণীয় এক সিংহাসন রামের জন্য আনীত হইল। রাজা দশরথ তদুপরি তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। রাম উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সর্ব্বপ্রধানা সর্ব্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই সর্ব্বগুণে গুণবান; এইজন্য আমি তোমাকে বৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি নিজ গুণে এই প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব এক্ষণে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইলে স্বয়ং যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ কর। রাম! তুমি স্বভাবতঃই গুণবান্। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করি। দেখ, তুমি যদিও বিনীত, তথাচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতি-নিয়ত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে যত্নবান হও। কামক্রোধনিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রাগার, ধনাগার ও ধান্যাগার পরিপূর্ণ রাখিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষবিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুরাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন, অমৃতলাভে দেবতার ন্যায় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বকার্য্য পর্য্যালোচনে যত্নবান হও।

অনন্তর রামকে বিদায় দিয়া রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় রামকে পুনরায় ডাকাইয়া কহিলেন, বৎস! অদ্য প্রজাবর্গ তোমারই হস্তে পালনভার দেখিবার বাসনা করিতেছে, এইজন্য আমি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। বিশেষতঃ আজ আমি নিদ্রাযোগে বড় অশুভ

স্বপ্ন দেখিয়াছি; যেন দিবাভাগে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্ম-নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ অশুভ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, তাঁহার মৃত্যুঘটনাও ইহাতে সম্ভবপর হইতে পারে। বৎস! মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ অস্থির। অতএব আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যাভোগ আগামী দিবসে ঘটিবে। এক্ষণে আমি তোমায় যৌবরাজ্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। ইচ্ছা কল্যই তোমাকে অভিষেক করিব। অতএব তুমি আজিকার রাত্রিযোগে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিও।

এদিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া, সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেবগৃহে গমন পূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে পুরাণপুরুষকে ধ্যান করিলেন, এবং সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাম তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী শুক্লবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দেবভবনে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন। পরে তিনি জননীকে অভিবাদন পূর্ব্বক শুভসংবাদে পুলকিত করিয়া কহিলেন, জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালনভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে। এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন, উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং পিতাও আমাকে এইরূপ কহিয়া দিলেন। অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে সকল মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি আজিই তাহার আয়োজন করুন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরদিনের কামনা সফল হইবে শুনিয়া গদগদ বাক্যে কহিলেন, রাম! চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হউক। তুমি রাজশ্রীলাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগকে আনন্দিত কর। বাছা! আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। রাম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তোমাকেও আমার

সহিত এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত; অতএব তুমি ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখ উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি রামের বিঘ্নশান্তি ও রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করিবার আদেশ প্রদান করিয়া আসুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রামের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি জানকীর সহিত উপবাস করিয়া থাকিও কল্য প্রাতে মহারাজ প্রীতিসহকারে তোমায় রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন এই বলিয়া বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত রামে উপবাসের সংকল্প করাইলেন এবং তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভি মতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বশিষ্ঠদেব বিদায় গ্রহণ করিলে রাম কৃতস্নান হইয়া বিশাললোচন জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান্ দেবতাকে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে হবির হোমাব শেষ ভক্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার ইষ্টসিদ্ধি প্রার্থন করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের মধ্যেই সীতার সহিত কুশশয্যায় শয় করিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালীক্রমে গৃহসজ্জায় অনুমতি প্রদান করিলেন। ঐ সময় সূত, মাগধ ও বন্দিগণ শর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া, মধুর স্বরে মঙ্গলগীত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূর্ব্বসন্ধ্যা উপাসনা সমাপন পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন অনন্তর তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দন করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তূর্য্যধ্বনি এবং বিপ্রগণের মধুর ও গভীর পুণ্যাহ ঘোষে সমস্ত রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল

তৎকালে রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন এই সংবাদে নগরবাসী সকলেই যার পর নাই আনন্দিত হইল।

মন্থরা রাজমহিষী কৈকেয়ীর দাসী। কৈকেয়ী ঐ অনাথাকে মাতৃকাল হইতে আনয়ন করেন এবং আপনার নিকটে রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। প্রাতঃকালেই নগরীর চতুর্দ্দিকে তুমুল জনকোলাহল উত্থিত হইয়াছে। মন্থরা ইহার কারণ জানিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর উঠিল। দেখিল, অযোধ্যার সমস্ত রাজপথ চন্দনজলে সিক্ত এবং রক্তোৎপলে শোভিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট ধ্বজদণ্ড ও পতাকা। কোন স্থানে নিম্নোন্নত পথ এবং কোথাও বা গতিসৌকর্য্যের জন্য সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সকলেই কৃতস্নান। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে কোলাহল করিতেছেন। সমস্ত দেবালয়ের দ্বারদেশ সুধাধবলিত। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। সকলেই আমোদে উন্মত্ত। বেদগান নগর ভেদ করিয়া উঠিতেছে। এবং হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ পর্য্যন্ত আনন্দনাদ করিতেছে। পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যায় এইরূপ উৎসবের আয়োজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর সে অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধাত্রি! রামজননী কৌশল্যা বায়কুণ্ঠ হইয়াও আজ কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলেরই আন্তরিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহীপালই বা এমন কি কার্য্য করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষাবেগে বিদীর্ণ হইয়া কহিল, মন্থরে! আজ মহারাজ শান্তপ্রকৃতি সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, বৃথা আর কেন শয়ন করিয়া আছ। তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তুমি কি বুঝিতেছ না যে দুঃখভার প্রবলবেগে তোমায় পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজের অপ্রিয়, তবে কেন নিরর্থক সৌভাগ্য-গর্ব্বে স্ফীত হও? গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

মন্থরা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিলে কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া

জিজ্ঞাসিলেন, মন্থরে! আমার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? আজ কি কারণে তোমাকে বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি?

বচনচতুরা মন্থরা বাহ্য আকারে আরও বিষাদের লক্ষণ দেখাইয়া তাঁহার মনে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য পূর্ব্ববৎ ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি! তোমার সর্ব্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি ত আপাততঃ এই বিপদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া আমার মনে ভয়, দুঃখ, শোক যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

রাজমহিষী কৈকেয়ী শারদীয় চন্দ্রকলার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের শুভ অভিষেক সংবাদে যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে পারিতোষিক স্বরূপ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কহিলেন, মন্থরে! তুমি আমায় আজ কি আহ্লাদের কথাই শুনাইলে! এক্ষণে আমার এমন কি আছে যাহা প্রদান করিলে এই সুসংবাদের অনুরূপ হইতে পারে। বৎস রাম ও ভরত উভয়ই আমার পক্ষে সমান; সুতরাং মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে আমারই অধিকতর সন্তোষ। বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা প্রীতিকর সংবাদ আর আমার কিছুই নাই। মন্থরে! তুমিই আজ তাহা আমায় শুনাইলে। এক্ষণে বল তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

তখন মন্থরা দুঃখক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পারিতোষিক-অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল কৈকেয়ি! তুমি কি জন্য অযথাস্থানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ? তুমি কি বুঝিতেছ না যে অতঃপর তোমায় দুঃখের পারাবারে পড়িতে হইবে। দেবী কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী আজ শুভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাঁহার হইল, শত্রু সকল দূর হইয়া গেল। এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন, আর তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুবৃত্তি করিবে। আমরা তোমার ন্যায় তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব এবং ভরত ও রামের দাস হইবে। সীতা সখীগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিবেন, আর তোমার বধূ ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।

কৈকেয়ী মন্থরাকে রামের প্রতি এইরূপ অপ্রীতিভাব প্রদর্শন করিতে

দেখিয়া তাঁহার গুণের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! বৎস রাম ধার্ম্মিক, গুণবান্, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও পবিত্র স্বভাব। তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণই তাঁহাকে অর্শিতে পারে। তিনি ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন, অতএব তুমি কেন তাঁহার অভিষেক-সংবাদে এইরূপ পরিতাপ করিতেছ? রামের পরেই ত আবার ভরতের পৈতৃকরাজ্যে অধিকার; তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময় অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ? আমি যেমন স্বপুত্র ভরতের শুভাকাঙ্খী, তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক রামের শুভকামনা করিয়া থাকি, এইজন্য রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন। এক্ষণে রাজ্য যদিও রামের হয় তথাচ উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া থাকেন।

তখন মন্থরা অতিশয় দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, কৈকেয়ি! যাহা শুভ, তাহাই তুমি কুদৃষ্টিতে দেখিতেছ। দুঃখ, শোক ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু তুমি নির্ব্বোধ বলিয়া আপনার দুরবস্থা কিছুই বুঝিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছে, ইহার পর আবার তাহার পুত্রও রাজ্য পাইবে, সুতরাং ভরত এককালেই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দেখ, রাজার সকল পুত্র কিছু রাজ্য পান না; পাইলে একটী মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; এইজন্য নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজ্যের ভারার্পণ করেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি, অতঃপর ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও সুখসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরের রক্ষক। দুই অশ্বিনীকুমারের ন্যায় তাহাদের সৌভ্রাত্র সর্ব্বত্র বিদিত আছে। এইজন্য রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণহন্তা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভরত রাজগৃহ হইতে বনপ্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। হা! বৎস ভরত চিরকাল সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্রু, রামের উন্নতি তাঁহার অবনতি, সুতরাং তিনি রামের বশে থাকিয়া আর কিরূপে বাঁচিবেন। দেবি! অরণ্যে সিংহের আক্রমণ হইতে যেমন হস্তীকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তুমি ভরতকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। রামজননী

কৌশল্যা তোমার সপত্নী। তুমি ভর্ত্তৃসৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছ, এক্ষণে তিনি কেনই না তাহার প্রতিশোধ লইবেন। কৈকেয়ি! অধিক আর কি বলিব, রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর অধিরাজ হইলে, পুত্রের সহিত তোমার বিস্তর অবমাননা সহিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস সিদ্ধ হয় তুমি তাহাই অবধারণ কর।

তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে। আজিই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজিই আমি ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার অভিষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে তুমি তাহা বুঝিয়া দেখ।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত দিবার জন্য কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পুত্র ভরতেরই রাজা হইবে, তাহা কহিতেছি শুন, এবং উহা সঙ্গত হয় কি না তুমি স্বয়ংই তাহা বুঝিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি তোমার আর কিছুমাত্র মনে নাই, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমায় কহিয়াছিলে, তাহা কি কেবল আমার মুখে শুনিবার জন্য গোপন করিতেছ? যদি তাহাই তোমার অভিপ্রায় হয় তবে শুন। দক্ষিণ দিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটী নগর আছে। তথায় তিমিধ্বজ নামা এক মায়াবী অসুর বাস করিত। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই দেবাসুরযুদ্ধে মহারাজ দশরথ তোমাকে লইয়া রাজর্ষি-গণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান। তৎকালে সৈন্যগণ যুদ্ধশ্রমে কাতর হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিত আর রাক্ষসেরা আসিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিত। তখন রাজা দশরথ অসুরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারণ পূর্ব্বক রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটী বর দিবার বাসনা করেন, কিন্তু তুমি কহিয়াছিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বরগ্রহণ করিব। তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না, পূর্ব্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে

ফলতঃ তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর, এবং তাঁহার নিকট রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। রাম চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইলে তোমার পুত্র ভরত এই সময়ের মধ্যে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন।

অনন্তর স্বর্ণবর্ণা কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সৌভাগ্য-গর্ব্বে তাহারই সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং কণ্ঠের বহুমূল্য মুক্তাহার ও সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভরতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ন ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজ রামকে রাজ্যে অভিষেক করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন করিয়া, সভাস্থ লোকের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, বুঝি প্রাণপ্রিয়া কৈকেয়ী তাহা জানেন না, তিনি এই ভাবিয়া এই প্রিয় সংবাদ দিবার জন্য কৈকেয়ীর কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, তথায় ইতস্ততঃ কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল রহিয়াছে। কোথাও শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও হংসগণ কলরব করিতেছে। কোথাও বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্য মধুর স্বরে বাদিত হইতেছে। কোন স্থলে লতাগৃহ ও নানারূপ চিত্রিত গৃহ; কোথাও সর্ব্বদাবিকশিত, সর্ব্বকালফলপ্রদ নানারূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত। কোথাও [illegible]দর দীর্ঘিকা; কোথাও নানাবিধ অন্নপান ও মহামূল্য অলঙ্কার। রাজা দশরথ সেই সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। এক প্রতীহারীকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রতীহারী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! রাজ্ঞী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা দশরথ একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,

যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরুণী ভার্য্যা কৈকেয়ীকে ছিন্ন লতার ন্যায়, সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায়, ভূতলে পতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার দেহে কর পরিমর্শণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ঐ কমললোচনা দুঃখিতা কামিনীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত আমি তাহা কিছুই জানি না। বল কে তোমায় অপমান এবং কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধূলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনাই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার প্রাণসত্ত্বে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার ন্যায় পতিত রহিয়াছ? এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে তদবধি আমার অধিকার দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস কাশী ও কোশল এই সমুদয়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সম দেশে ধন, ধান্য, পশু প্রভৃতি যাহা কিছু পদার্থ আছে সমুদয়ই আমার। এ সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এইরূপে ক্লেশস্বীকারের আর আবশ্যকতা নাই। গাত্রোত্থান কর।

অনন্তর কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের প্রীতিকর বাক্যে সম্যক্ আশ্ব হইয়া তাঁহাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদানার্থ নিদারুণভাবে কহিলেন, নাথ কেহই আমাকে অপমান বা কেহই আমাকে তিরস্কার করে নাই। আমি মনে মনে একটী সংকল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথসিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্তে অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ আমি কিছুতে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ভূতল হইতে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিতে! তুমি কি জান না, যে কেবল রাম ভিন্ন জগতে তোমা অপেক্ষা আর কেহ আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমার জীবনের অবলম্বন রামের দিব্য, ব তোমার মনে কি হইয়াছে? যিনি ক্ষণকালের জন্য চক্ষের অন্তরাল হইতে প্রাণ অস্থির হয়, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষাও যাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি

সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। আমি স্বীয় সুকৃতিকে উল্লেখ করিয়া শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি যে তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কুচিত মনে তাহাই করিব।

তখন কৈকেয়ী দশরথকে এইরূপে বচনবদ্ধ দেখিয়া আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধি বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হইলেন, এবং হৃষ্টমনে স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক সংকল্প করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় লোমহর্ষণ কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বরপ্রদানে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছ ইহা ইন্দ্রাদিত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র-সূর্য্য, দিবারাত্রি, দশদিক্, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা, গৃহদেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও অন্যান্য সমস্ত জীব তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন। একজন শুদ্ধস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক রাজা আমাকে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেবতারা ইহা শ্রবণ করুন। রাজমহিষী কৈকেয়ী আপনার উদ্দেশ্যসাধন অটল রাখিবার নিমিত্ত অগ্রে রাজা দশরথকে এইরূপে স্তব করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি দেবাসুরযুদ্ধের কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ সময়ে অসুরেশ্বর শম্বর তোমায় বিনষ্ট করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়। তৎকালে আমি বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া বিস্তর যত্নে তোমাকে রক্ষা করি, এইজন্য তুমি আমায় দুইটী বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু তখন আমি তোমার নিকট কোন বরই গ্রহণ করি নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্ম্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া যদি আমায় বরদান না কর তাহা হইলে আমি আজই এই অপমানে প্রাণ-ত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে স্বসৌন্দর্য্যে বশীভূত করিয়াছিলেন। দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃগ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত পাশে বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি সত্যরক্ষায় অঙ্গীকার করিয়া আপনার মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর ধীর রাম চীর-চর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বীবেশে কালযাপন করুন। মহারাজ! আজই ভরত নির্ব্বিঘ্নে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজই রাম অরণ্যে প্রস্থান করুন; এই

আমার ইচ্ছা, এই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুলশীল রক্ষা কর। তপস্বীরা কহিয়া থাকেন যে, সত্যবাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্ষণকাল পরিতাপ পূর্ব্বক মনে করিলেন, আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তবিকই কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হই-লেন। বহুক্ষণের পর তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। তিনি দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়া সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশ্চারিণি! কুলনাশিনি! পাপীয়সি! রাম তোর কি অপকার করিয়াছে এবং আমিই বা এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি। কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। এই সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সমুদয়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি করযোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি রামকে রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরপরাধীকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্চ্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ী তাঁহাকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! বরদান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় অনুতাপই করিতে হইল, তবে তুমি পৃথিবীতে আপনার ধার্ম্মিকতা কিরূপে প্রচার করিবে? যখন রাজর্ষিগণ আসিয়া তোমায় আমার এই বরদানের কথা জিজ্ঞাসিবেন, তখন তুমি তাহাদিগের নিকট কি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবে? আমি যাহার প্রসাদে জীবন পাইয়াছি যে আমার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা করিতে পারি নাই, এই কথাই কি বলিবে? মহারাজ! তুমি এ মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার অন্যরূপ করিতেছ, তোমার এই দোষে বংশের সকল রাজারই একটী অপযশ হইবে। দেখ মহীপাল শৈব্য সত্যপাশে ব

হইয়া শ্যেনপক্ষী ও কপোতকে আপনার মাংস দিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক আপনার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক কোন এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। মহাসমুদ্রও অদ্যাপি তীরভূমি অতিক্রম করেন না। তুমি এক্ষণে এই সমস্ত নিদর্শন দেখ, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিছুতেই তাহার অন্যথা করিও না। নরনাথ! বুঝিলাম এক্ষণে তোমার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত। তুমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত প্রণয় ইচ্ছা করিতেছ। আমি তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই হউক, এবং তুমি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমায় একদিনের নিমিত্তও কৌশল্যার সম্মান করিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়ঃ। আমি প্রাণাধিক ভরতের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতীত কিছুতেই আমার মনে সন্তোষ হইবে না।

এদিকে রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শুভক্ষণ, শুভনক্ষত্র, ও শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে বশিষ্ঠদেব অভিষেকের যাবতীয় দ্রব্য লইয়া শিষ্যগণের সহিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার সমস্ত পথ জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত, আপণ সকল পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে পতাকা উড্ডীন, এবং চন্দন, অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই মহোৎসব, সকলেই আহ্লাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে উৎসুক। বশিষ্ঠ সেই সুরপুরপ্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের সন্নিহিত হইলেন। দেখিলেন, উহা ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত। তৎকালে পুরবাসী ও জনপদবাসী সমস্ত প্রজা এবং যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ উপস্থিত। তখন তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত প্রীতমনে রাজা দশরথের নিকট যাইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে সারথি সুমন্ত্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি গিয়া শীঘ্র মহারাজকে আমার আগমন সংবাদ দেও, এবং বল, সাগরজল এবং গঙ্গাজলে স্বর্ণকলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ঔদুম্বর পীঠ সর্ব্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

আটটী কুমারী, মত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়-যুক্ত রথ, খড়্গ, উৎকৃষ্ট ধনু, মনুষ্য-বাহ্য যান, শ্বেতচন্দ্র, শ্বেতচামর, স্বর্ণভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, চতুর্দণ্ড মহাবল সিংহ সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ, হুতাশন সকল প্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, ধেনু এবং নানারূপ পবিত্র মৃগপক্ষী আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোক এবং ভৃত্যগণের সহিত বণিকেরা উপস্থিত। ইহাঁরা ও অন্যান্য অনেকেই দিগদিগন্তবাসী নৃপতিগণের সহিত রামের অভিষেকদর্শনার্থ প্রীতমনে আসিয়াছেন। সুমন্ত্র! এক্ষণে এই পুষ্যা নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক যাহাতে সম্পন্ন হয় তুমি মহারাজ দশরথকে গিয়া শীঘ্র তদ্বিষয়ে প্রস্তুত হইতে বল।

মহাবল সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশমাত্র রাজা দশরথের বাসগৃহাভিমুখে চলিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরের সর্ব্বত্রই তাঁহার অবারিতদ্বার ছিল। ঐ সময়ে দশরথের যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে সুমন্ত্র ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তিনি অসঙ্কুচিত মনে উপস্থিত হইয়া চিরপ্রচলিত প্রথ অনুসারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ আপনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। সূর্য্যোদয় হইলে সমু যেমন উষারঞ্জিত জলে সকলকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ আপনি স্বয়ং প্রীত হইয়া প্রফুল্ল মনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক-মহোৎসব। আপনি বিচিত্র বস্ত্র আভরণ ধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বল দেহে সুমেরু পর্ব্বত হইতে সূর্য্য যেম উদিত হন সেইরূপ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের যাবতীয় লোক বণিকগণের সহি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। স্বয়ং বশিষ্ঠদেবও অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহি দ্বারে উপস্থিত। অতএব আপনি অবিলম্বে রামের রাজ্যাভিষেকের আদে প্রদান করুন।

মন্ত্রী সুমন্ত্র এইরূপ শান্ত ও সুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশ পুনর্ব্বার শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দমনে আরক্ত লোচনে তাঁহা প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তোমার এই স্তুতিবাদ আম অধিকতর মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে। রাজা দশরথের মুখে সহসা এইর কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে ত হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে

বিষাদে আবৃত ও বাক্যপ্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেকের হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিত মনে রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ব্যতীত আমি কিরূপে যাইব? তখন রাজা দশরথ মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি প্রিয়দর্শন রামকে একটীবার দেখিব, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রামের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে এই ভাবিয়াই রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে হৃষ্টমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজকুমার রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। উহা কোলাহলশূন্য ও নিস্তব্ধ। উহার ইতস্ততঃ কুণ্ডলধারী বিশ্বস্ত যুবকেরা অস্ত্রশস্ত্রহস্তে সতত সাবধানে আছে এবং দ্বারদেশে কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট। সুমন্ত্র গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাম উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে ধনাধিপতি কুবেরবৎ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দেহ সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত। দেবী জানকী চামরহস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট; বোধ হয় যেন চিত্রার সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়াছেন। রাম মধ্যাহ্ণ সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজে প্রদীপ্ত। সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রমোদশয্যায় উপবিষ্ট ও প্রসন্ন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যুবরাজ! রাজা দশরথ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া এখনই চলুন।

অনন্তর মঙ্গলাচরণ পরিসমাপ্ত হইলে রাম জানকীর সম্মতি লইয়া মন্ত্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি গিরিগুহাবিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দেখিলেন বিনীত লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারে দণ্ডায়মান। মধ্যপ্রকোষ্ঠে সুহৃদগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি উহাঁদিগের নিকটস্থ হইয়া উহাঁদিগকে সবিশেষ সম্মান পূর্ব্বক স্বর্ণমণিমণ্ডিত রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, করিশাবকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত এবং সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃশ্য।

রাজা দশরথ শুষ্কমুখে ও দীনভাবে কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট

আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়ের সহিত অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরে প্রসন্ন মনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামেব প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! —নামগ্রহণমাত্র তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আব তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না। পিতৃবৎসল সুচতুর রাম তাঁহাব এইরূপ অসম্ভাবিক শোক অকস্মাৎ কি প্রকারে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রেব ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ কেন আমাকে লইয়া হর্ষ প্রকাশ কারতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোনও কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ দুঃখিত হইতেছেন। এই ভাবিয়া রাম শোকাকুল মনে বিষণ্ণ বদনে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসিলেন, অম্ব! বল, আমি ভ্রমপ্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? মাতঃ! তুমি কি ক্রোধ বা অভিমানে পিতাকে কোন কঠোর কথা কহিয়াছ? তজ্জন্যই কি ইহাঁর মন এইরূপ বিরূপ হইয়া আছে। ইহাব নিগুঢ় কারণ জানিবাব জন্য আমার মন একান্ত অস্থির। বল ইহাঁর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তবিকার কি কারণে উপস্থিত হইল।

তখন নির্লজ্জ কৈকেয়ী আপনার হিতোদ্দেশে কহিল, রাম! রাজা ক্রোধাবিষ্ট হন নাই, ইহাঁর দুঃখ এমন কিছু নয়। কিন্তু ইনি তোমার ভয়ে আপনার কোন মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইহাঁ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহাঁর মু কথা সরিতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছে তাহা অবশ্যই তোমার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ইনি পূর্ব্বে সম্মান পূর্ব্ব আমাকে দুইটী বব দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণে আমি সেই ব প্রার্থনা করাতে ইনি অনুতাপ কবিতেছেন। দেখ, সত্য ধর্ম্মের মূল, ই সাধু লোকের অবিদিত নহে। এক্ষণে রাজা যেন তোমার অনুরোধে আমা প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সত্যরক্ষায় বিমুখ না হন। ইনি তোমাে যাহা কহিবেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যদি তুমি তাহা পাল কর, তবেই আমি সমস্ত কহিতে পাবি।

রাম কৈকেয়ীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যথিত মনে কহিলে দেবি! রাজাজ্ঞার কথা কি, তোমার হিতসাধন ও পিতৃ-সত্যপালনে

জন্য আমি স্বয়ংই ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, ধন, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে পারি। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন, তুমি ইহাঁকে আশ্বাস দেও। ইনি কি জন্যই বা অধোমুখে মন্দ মন্দ অশ্রুপাত করিতেছেন? আজি ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য দূতেরা ইহাঁর আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে যাত্রা করুক। আর আমিও অবিচারিত চিত্তে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শীঘ্রই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এই কথায় সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার বনগমনে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইয়া কহিল, ভালই, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য শীঘ্রই যাইবে, কিন্তু রাম! তুমি যখন বনগমনে এইরূপ উৎসুক হইয়াছ তখন তোমার বিলম্ব করা আর ভাল বোধ হয় না, তুমি এখনই যাত্রা কর। দেখ সত্যরক্ষার বিলম্ব দেখিয়াই মহারাজ এইরূপ লজ্জিত হইতেছেন, এবং এই জন্যই ইনি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনপ্রস্থান করিতেছ তাবৎ তোমার পিতা স্নানভোজন কিছুই করিবেন না।

তখন রাজা দশরথ, হা ধিক্ কি কষ্ট! এই বলিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকভরে সেই স্বর্ণমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইলেন। রামও শশব্যস্তে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কৈকেয়ীর পুনঃপুনঃ অনুরোধে কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং উহার কঠোর কথায় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। যদি প্রাণ দিয়াও পূজনীয় পিতার হিতসাধন করিতে পারা যায়, তবে তাহা আমার করাই হইয়াছে। পিতৃ-শুশ্রূষা ও পিতৃ-আজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে মহান্ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আমি তোমার নিদেশেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। আজ জননীর অনুমতি গ্রহণ ও জানকীকে অনুনয় করিতে আমার যা কিছু বিলম্ব, ফলতঃ এখনই আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, তুমি তাহার যত্ন করিও। দেবি! পিতৃসেবাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।

রামের এই কথায় রাজা দশরথের দুঃখ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি শোকাবেগে কোন কথা কহিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে

লাগিলেন। তখন সুধীর রাম ঐ অচেতন পিতা এবং অনার্য্যা কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্ম এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনিও ক্রোধে একা আকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন অনন্তর রাম উৎকৃষ্ট ছত্র, চামর, আত্মীয়স্বজন ও পৌরজন সমস্ত বিদা করিলেন। তিনি মনে মনে দুঃখাবেগ বহন এবং দুঃখের বাহ্ লক্ষণ সমস্ত সংবরণ পূর্ব্বক এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশায় জননীর অন্তঃপুরে প্রবে করিলেন। ফলতঃ তৎকালে কেহই তাঁহার মুখে দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় চন্দ্র যেমন আপনার নৈসর্গিক শো ত্যাগ করেন না, সেইরূপ ঐ সুধীর তখনও চিরপরিচিত হর্ষকে ত্যাগ করেন নাই।

কৌশল্যা সংযম পূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে পুত্রের হিতার্থ স্বয়ং বিষ্ণুপূজা করিয়াছেন। পরে শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচা সমাপন পূর্ব্বক পুলকিত মনে ঋত্বিকগণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। ঐ অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন, আনন্দবর্দ্ধন রাম তাঁহার নিক গমন করিলেন। তিনিও দেবকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বালবৎসা বড়বা ন্যায় তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। অনন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণিপা কবিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্র বাৎসল্যে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মশীল রাজর্ষিগণের আয়ু, কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহার কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিছে এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থে আসন প্রদান পূর্ব্বক ভোজ্ অনুরোধ করিলেন। তখন বনগমনোদ্যত স্বভাবতঃই বিনীত রাম মাতৃগৌ রক্ষার্থ ঈষৎ আনত হইয়া অঞ্জলি প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, জননি! তো জানকীর ও লক্ষ্মণের বড় বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহা জান না। এ এই আসনে আমার প্রয়োজন কি? আমি এই দণ্ডে দণ্ডকারণ্যে করিব। অতঃপর আমাকে বনে বনে চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন করিতে হই পিতা আজ আমাকে বনবাস দিতেছেন এবং ভরতকে যৌবরাজ্য প্র করিতেছেন।

কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুঠারচ্ছিন্ন শালযষ্টির

্বলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি-লন। তিনি কখনই দুঃখ সহ্য করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলীবৃক্ষের ্যায় ধরাসনে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত চিত্তে উত্থাপিত করিলেন, বং বড়বা যেমন ভারবহন পূর্ব্বক শ্রমাপনোদনার্থ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হয়, াহাকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ্াইতে লাগিলেন। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! ামি বনে যাইব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আমার দিব্য আপনি ামার এই শ্রেয়ের বিঘ্নাচরণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গ হইতে মিতে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে ত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করুন। ামি নিশ্চয় কহিতেছি, পিতার আদেশপালন করিয়া বনবাস হইতে পুন-ার গৃহে প্রত্যাগমন করিব। দেখুন আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও মিত্রা আমরা এই কয়েকজন, পিতা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব, ইহাই ার্থ ধর্ম্ম।

অনন্তর সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয় মিত্র সুমিত্রানন্দন ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে াধ, শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমি ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা র। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইযা নিষ্কণ্টকে আপনার ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক ্য প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই কারণ, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই ্য অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমি ত জানই যে আমি কোন মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেও ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও ্ক ও ভরতকে কখন ভিন্নভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বি-্র ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। ভাই! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে ্য। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমি ত তাহা জ্ঞাত হইলে;

সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষা- শঙ্কা করা আর কর্ত্তব্য হইতেছে না।

লক্ষ্মণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিলেন, বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনি কর্ম্মক্ষম, তবে কি কারণে সে স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্ম্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? যে ব্যক্তি নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য, সেই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহা দিগের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষ করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিব। অদ্য দৈব ও পুরুষ কার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে পরাস্ত হইবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দান্ত, মদস্রাবী, মত্ত হস্তীর ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপ- নার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ আমি তাহাদিগেরই অনিষ্টসাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই নির্ম্মূল করিব। রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিব সর্ব্বাবয়বে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্ম্মিক রামকে পিতৃ-আজ্ঞাপালনে একা অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় যাইবে বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইব। পুরুষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম আবার আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের

স্বামীপরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই, সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। জগতে পতি যত দিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম্ম। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃদ্ধ রাজার হিতসাধন করা আপনার বিধেয়।

অনন্তর কৌশল্যা শোকসংবরণ পূর্ব্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিয়মসহকারে যে ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতাকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃসেবা, মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবিত হও। ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, মাস, সম্বৎসর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, কাল এবং বিরাট, বিধাতা, পুষা, ভগ, অর্য্যমা, শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। ক্রূরকর্ম্মপর ভীষণ রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার কোনরূপ ভয়সঞ্চার না হয়। বানর, বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কীট সকল বনমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করে। হস্তী, ব্যাঘ্র, বিশালদশন ভল্লুক, শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন মহিষ এবং অন্যান্য মনুষ্য-মাংসভোজী ভয়ঙ্কর জন্তু সকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দূর হউক। বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া মাল্য ও গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পরে বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিধানানুসারে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদির বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

এদিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হইয়া

আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্ম্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীত-মনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত চিন্তিত ও শোক-সন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উত্থিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, নাথ! এখন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত কেন? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ?

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি শ্রবণ কর। তখন প্রিয়বাদিনী জানকী সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় এইরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে, আর ধৈর্য্য সংবরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে, ইহা একজন শস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য ও একান্তই অপযশের, বলিতে কি, একথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, নাথ! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয় কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামী-ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ে কথা দূরে থাক, স্ত্রীলোক আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না ইহলোকে বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদশিখর, স্বর্গে বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া সে স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে ও বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকে

যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহনীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমায় কোন কথাই কহিও না। জীবিতনাথ! আমার একান্ত অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্র সকল বাস করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব সকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল-সরোবর ও পল্বল সকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। আমি জানি তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্ন পানের নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্ট দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।*

জনকনন্দিনী রামের প্রতিষেধ বাক্যে বিষাক্ত বাণবিদ্ধ করিণীর ন্যায়

---

* অযোধ্যা কাণ্ডম্। সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

আর্য্যপুত্র। পিতামাতাভ্রাতাপুত্রস্তথা স্নুষা।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে॥
ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি॥
ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্॥
ঈর্ষ্যারোষৌ বহিষ্কৃত্য পীতশেষমিবোদকম্।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে॥

একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তপ্ত মনে করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে সেইরূপ ঐ সময়ে তাঁহার নেত্র হইতে স্ফটিক ধবল জলধারা দরদরিতধারে প্রবাহি হইতে লাগিল, এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণচন্দ্র-সুন্দ মুখমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখশোকে বিচেতন প্রায় দেখিয়া কণ্ঠালিঙ্গন আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক;কহিলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রনা দিয়া আমি স্বর্গ প্রার্থনা করি না। পূর্ব্বে সদাচারপরায়ণ রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া এ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন আমি তাহাই করিব। জানকি

প্রাসাদাগ্রৈর্বিমানৈর্বা বৈহায় সগতেন বা।
সর্ব্বাবস্থাগতা ভর্ত্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে॥
অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্।
নাস্মি সংপ্রতিবক্তব্যা বর্ত্তিতব্যং যথা ময়া॥
অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্।
নানা মৃগগণাকীর্ণং শার্দ্দূলগণসেবিতম্॥
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্॥
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু॥
ত্বং হি কর্ত্তুং বনে শক্তো রাম সংপরিপালনম্।
অন্যস্যাপি জনস্যেহ কিং পুনর্মম মানদ॥
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ।
নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্ত্তয়িতুমুদ্যতা॥
ফলমূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সদা।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি॥
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান পল্বলানি বনানি চ।
দ্রষ্টুং সর্ব্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ।
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা॥
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা।
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরম নন্দিনী॥
এবং বর্ষ সহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ।
ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ॥
স্বর্গোঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে॥

তোমার দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছ তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণ, শয্যা এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যাহা কিছু আছে, বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও।

মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং রামের বিরহ দুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণগ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! মৃগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না। তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন?

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয়স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণদর্শন দিব্য শরাসন, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম, তূণ, অক্ষয় শর এবং সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল কনকখচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুক-স্বরূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমি আচার্য্যের গৃহে আচার্য্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদয় রাখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি ঐ গুলি লইয়া শীঘ্র আগমন কর। রামের আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ গুরুগৃহে গমন এবং অর্চ্চিত মাল্যসমলঙ্কৃত অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি

আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রদিগকে বিতরণ করিব। সুদৃঢ় গুরুভক্তিপরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান করিতে হইবে। তুমি বশিষ্ঠতনয় আর্য্য সুযজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর।

অনন্তর বেদবিৎ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের রমণীয় সম্পদপূর্ণ নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। সেই হুত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ূর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া সীতার অভিপ্রায়ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্য্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও। আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমায় এই কাঞ্চীদাম, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ূর দিতেছেন এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণের সহিত নানারত্নখচিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। তুমি এই সমস্তই লও। আমি মাতুলের নিকট শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি এক্ষণে নিষ্ক সহস্র সহিত তাহাও তোমাকে অর্পণ করিলাম। ইহাও গ্রহণ কর।

ঋষিতনয় সুযজ্ঞ ধনরত্ন সমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে, তদ্রূপ রাম প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান এবং অর্চ্চনা সহকারে গোসহস্র, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর। যিনি দেবী কৌশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশীর্ব্বাদ করিতে আইসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অধ্যাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক কৌশেয় বস্ত্র, যান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহু মূল্য বস্ত্র, রত্ন, পশু ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠশাখাধ্যায়ী দণ্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন, তাঁহারা বেদানুশীলনে সততই ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, তুমি সেই সমস্ত সাধু সম্মত মহাত্মাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র, সহস্র বলীবর্দ্দ, চনক, মুগ এবং দধিদুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু প্রদান কর। আমার জননীর নিকটে ত্রৈরূপ অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহ

ঙ্ক দেও এবং যাহাতে সীতার মনস্তুষ্টি জন্মে, সেই পরিমাণে উহাঁদিগকে ক্ষিণা দান কর।

এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমুদয় ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত াক্ষাৎ করিবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তা স্বহস্তে যে সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইটী পরি-রিকা তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিল। রাজপথ াকাকীর্ণ তথায় গমনাগমন করা নিতান্ত সুকঠিন, এই কারণে তৎকালে কলে প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও বিমানশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক দীন নয়নে রামকে বলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ব্রজে যাইতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিল, হায় যাহাদিগের গমন লে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্মণ ও নকী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। যাঁহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক াহিত হইয়া আছে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, যে পুত্র নির্গুণ, তাহার তিও লোকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। প্রচণ্ড ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন আকুল য়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইহাঁর বিরহে যার পর নাই আকুল হইবে। তএব আইস আমরা গৃহ, উদ্যান ও ক্ষেত্র সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের খের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া রামেরই অনুসরণ করি। ইনি যে থ যাইবেন, আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় ভার্য্যা ও সুহৃদগণের সহিত তাহাই াশ্রয় করি।

অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন ঘনশ্যাম রাম সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক হলেন, সূত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান । তখন সুমন্ত্র অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, নি রাহুগ্রস্থ দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, জলশূন্য তড়াগের য সন্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের দ্দশে শোক করিতেছেন। সারথি সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ য়োগ পূর্ব্বক ভয়সন্দিগ্ধ মনে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! করজাল-ণ্ডত সূর্য্যের ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবিগণকে দান ও সুহৃদবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার শয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শীঘ্রই বনে যাইবেন আপনার

আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন। তখন দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্রে! এই আলয়ে আমার যতগুলি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রামকে দর্শন করিব। অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহীপাল আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আপনারা শীঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন করুন তখন শত পঞ্চাশত রাজপত্নী সুমন্ত্রের মুখে রাজা দশরথের এইরূ আদেশ পাইয়া, রাম জানকী ও কৌশল্যাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তথা উপস্থিত হইলেন।

রাজা দশরথ যার পর নাই দুঃখিত হইয়া রামকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মূর্চ্ছি হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভি অন্যান্য রাজমহিষীগণ রোদন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা হাহাক করিতে লাগিল। সুমন্ত্রও নেত্রজলে প্লাবিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অন রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি ভোগঃ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফলমূলমাত্র ভ পূর্ব্বক প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চলিলাম তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া অ আমার কি হইবে। হস্তী দান করিয়া বন্ধন-রজ্জুর মমতা করা নিরর্থ এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার অ গমনের নিমিত্ত চীরবস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দিন্।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ত্র আনয়ন করিলে এবং নির্লজ্জা হইয়া রামকে সেই সভা মধ্যে কহিলেন, রাম! আমি এই চী আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পরি সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিবস্ত্র চীর গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও পি সমক্ষে তাপসবেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়বসনা জান চীর গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হ জলধারাকুল লোচনে ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী ঋষিরা কির চীরবন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ চীরবস্ত্রের এক খণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত বদনে দণ্ডায়ম রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌশেয় ব উপর চীরবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঙ্গে রাম

ীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতে
াগিলেন, কহিলেন, বৎস! জানকী তোমার ন্যায় বনবাসে নিযুক্ত হন
নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যতদিন না আসিবে,
তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের
সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন
না। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ; স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু
অনুরোধ করি জানকীকে রাখিয়া যাও।

জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীরধারণে প্রবৃত্ত হইলে
তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ
িতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন,
কেয়ি! জানকী সুকুমারী ও বালিকা, এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখেই
ালহরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ
হিবার যোগ্য নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজ-
মারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই। ইনি বনবাসী ভিক্ষুকীর ন্যায়
বগ্রহণ কিরূপে করিবেন? পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে রাম তোমার
কট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না
ভস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? তখন রাজার
াদেশমাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষগৃহে গমন ও বসনভূষণ গ্রহণ পূর্ব্বক
াসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনিসম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ
মস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকর প্রভা
যমন নভোমণ্ডলকে রঞ্জিত করে, সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ
হ সেইরূপ সুশোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া
হিলেন, বৎসে! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে
তীসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া
কে। যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্য্যাদা পালন
রেন, যাঁহারা সত্যবাদিনী ও শুদ্ধস্বভাবা, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই
সাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত
তেছেন, কিন্তু তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই

হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে। জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই। আর্য্যে! পতিই আমার পরম দেবতা।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্ত মনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্ম সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যা পরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকে সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী, এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কালের আরম্ভ করিতে হইতেছে। তখন সীতা পুলকিত মনে সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কনকখচিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন, সেইগুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম্ম চর্ম্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন। সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কষাঘাত করিবামাত্র রথ ঘরঘর রবে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই স

পরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপতপ্ত পথিকের ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া, অশ্রুপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃদুবেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহুদিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয় রাম জননী কৌশল্যার হৃদয় লৌহময়, নতুবা এমন কার্ত্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জ্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্ম্মপরায়ণা জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে পরিত্যাগ করেন না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্য্যা করিবে।

অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোচিত স্নেহ করিত। রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া উহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রাম রথ হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপে প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক করিবে। সেই কৈকেয়ী-হৃদয়-নন্দন অতিশয় সুশীল, তিনি তোমাদিগের প্রিয়কর ও হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বলবীর্য্য প্রচুর হইলেও স্বভাব সুকোমল। তিনি তোমাদিগের সকল ভয়ই নিবারণ করিতে পারিবেন। আমি বনপ্রস্থান করিলে যাহাতে তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত না হয় তোমরা সেইরূপই করিবে। অবসরে রাম অদূরে দেখিলেন তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া যেন তাহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর সুমন্ত্র পরিভ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। রাম সেই কাষ্ঠবহুল তমসার উপকূলে প্রকৃতিগণের সহিত রজনী যাপন করিলেন।

প্রভাতে রাম তমসা নদী অতিক্রম করিলেন, এবং রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে রঘুকুল-প্রতিপালিত! আমি তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি বন হইতে প্রত্যাগত এবং মাতাপিতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তোমায় দর্শন করিব। রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-

লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ তোমরা আমায় যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, অতঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, আমারও স্বকার্য্য সাধনে আমি গমন করি। তখন জনপদ-বাসিরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, নেত্রের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তর বদান্য লোকের বসতি, চৈত্য ও যূপ সকল শোভা পাইতেছে, এবং নিরন্তর বেদধ্বনি হইতেছে, যে স্থান আম্রকাননে পরিপূর্ণ, জলাশয় শোভিত, এবং ধনধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় রমণীয় কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন, এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যান শোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলে ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে জাহ্নবীর জল মণির ন্যায় নির্ম্মল, শীতল ও পবিত্র, মহর্ষিরা ঐ জ স্নান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। রাম ভাগীরথীকে দর্শন করি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! ঐ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসুম-সুশোভি ইঙ্গুরী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তখ লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র উভয়েই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। অনন্তর রথ অবিল বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবতী হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়া দিলে এবং রামকে ইঙ্গুরী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সেবা করিবার নিমি কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরি বৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হই তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার এই রাজধানী অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে দূর হইতে আগমন করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতে আমি সংক

ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্ত্তুল বাহুযুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুহ! এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? তুমি প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে যে সকল আহার্য্য দ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীরচর্ম্ম ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অশ্ব পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত পুরুষদিগকে অশ্বের আহারপান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীরগ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন। লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, গুহ সন্তপ্ত মনে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি। তখন লক্ষ্মণ গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে; তুমি যখন রক্ষাভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদিগের কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অতএব আমার নিদ্রায় প্রয়োজন কি?

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, রাম শুভলক্ষণে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! রাত্রি অতীত ও সূর্য্যোদয় কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল রব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। আইস আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই। অতঃপর সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল; অতঃপর আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে অরণ্যবাস

আশ্রয় করিতে হইল, তন্নিমিত্ত আমি দুঃখিত নহি, চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার জনক জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অবিকল এইরূপ কহিবে। তৎপরে কৌশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল জ্ঞাত করিবে, মহারাজকেও বলিবে, তিনি যেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন, এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে, যে তিনি মহারাজের প্রতি যেমন আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়লাভ করিতে পারিবেন।

অনন্তর রাম সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণীপ্রক্ষেপ-বেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল। জানকী গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গঙ্গে এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে এই নিদেশ পূর্ণ করুন। এই চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমার পূজা করিব। তুমি সমুদ্রের ভার্য্যা, ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত মৃগ বরাহ বধ করিলেন, এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! জনপদের বাহিরে এই প্রথম নিশা দর্শন করিলাম। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্যশূণ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে; সীতার রক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত। আইস আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ পত্র আনিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করি। অনন্তর রাম অদূরে বটবৃক্ষ মূলে পর্ণশয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া সীতার সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য জনসঞ্চার শূন্য তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত সিংহ যেমন নির্ভয়ে থাকে তাঁহারা সেইরূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

পরদিন রাম ও লক্ষ্মণ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা ও যমুনা

ান্তর্ব্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপাঃ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে পবিষ্ট আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে াভিবাদন করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে াত্ম-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা মহারাজ দশরথের াত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের কন্যা কল্যাণী সীতা ামারই ভার্য্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন। ানুজ লক্ষ্মণও ব্রতধারণপূর্ব্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমরা পিতার াদেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফল মূল ভক্ষণপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিব। হর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক নাপ্রকার বন্য ফল মূল ও জল প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার অবস্থিতির মিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। অনন্তর কথা প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে হিলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দেখিলাম, তোমাকে অকারণ নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক ই গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-ক্ষেত্র নির্জ্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরমসুখে ই স্থানে অবস্থান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জনপদ লোক কল বাস করিয়া থাকে, বোধ হয় তাহারা আমাকে ও জানকীকে অনা-সে দেখিতে পাইবে, জানিলে সততই গমনাগমন করিবে, এই কারণে এই ন আমার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী যথায় সুখে থাকিতে রেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন। ভরদ্বাজ হিলেন, রাম! আমার বোধ হয় চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জন ও সুখ-। হইবে। রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি তা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরমসুখে রাত্রিযাপন করিতে গিলেন।

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক ত্রকূটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ঔরসজাত াকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ র্ষি তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি এই সঙ্গম-র্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিবে। সেই

তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে যমুনা তীরস্থ বহুবিধ বৃক্ষ পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণকানন দেখিতে পাইবে। ঐ পথ দিয়াই চিত্রকূট গমন করা যায়।

অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উশীরদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন্। মহাবল লক্ষ্মণ জম্বু ও বেতসের শাখা- চ্ছেদনপূর্ব্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন রাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্য-প্রভাবা ঈষৎ লজ্জিতা প্রিয়দয়িতাকে অগ্রে ভেলায় তুলিলেন, এবং তাহার পার্শ্বে বসন ভূষণ খনিত্র এবং ছাগচর্ম্মাবৃত পেটক রাখিয়া লক্ষণের সহিত স্বয়ং উত্থিত হইলেন, এবং সেই ভেলা অবলম্বন করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমার পূজা করিব। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করত তরঙ্গবহুলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পুষ্পগুচ্ছ সুশোভিত লতা যাহা কিছু দেখেন, অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত সমস্ত হই তাহা আনিয়া দেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে ক্রোশমাত্র গম পূর্ব্বক বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এব মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবহুল বিপিনে সুখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমত নদীতীরে আশ্রয় লইলেন। রজনী প্রভাত হইলে সকলে যমুনার জলে স্না করিয়া ঋষি নিবেশিত পথে চিত্রকূটাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থি হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্ব্বতে ফল মূল প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু। এই স্থানে বহুসংখ্য ঋষি বাস করিয়া আছেন। আইস আমরা এই চিত্রকূটেই আ লইব। এই বলিয়া তাহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মী তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলে অনন্তর রামের আদেশে লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া

ানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরি-
াগ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং উহা অতি সুদৃশ্য, সকলে তথায় বাস
করিতে লাগিলেন।

রাম বহুদিন চিত্রকূটে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার চিত্ত
বিনোদন এবং জানকীর তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই
মণীয় শৈল দর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ বিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর
বিতেছে না। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই
ন্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না।
ই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুলকূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথার্থই প্রীতি লাভ
রিতেছি। তুমিও চিত্রকূট পর্ব্বতে নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া কি আন-
ন্দিত হইতেছ না?

রাম এইরূপে সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন এই সময়ে সৈন্যের
ােত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও
তিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে
ইয়া, এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দ্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া,
ক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দ্দিকে মেঘনির্ঘোষের
ন ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে, এবং মৃগ হস্তী ও মহিষেরা ভয়ে
বমান হইতেছে, ইহার কারণ কি? এখানে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র
ন মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি
হুই কারণ অনুসন্ধান কর। তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শালবৃক্ষে
রোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিশেষ অনু-
ান করিয়া আসিয়া রামকে জানাইলেন যে ভরত সসৈন্যে এই বনে
সিয়াছেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এই জন্য সৈন্যগণকে পর্ব্বতে
স্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্দ্ধ যোজন
ধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভরত নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন,
মর পবিত্র পর্ণকুটীর শাল ও তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, তথায়
প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল, এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে।
ত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন

হুতাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্ম্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্ম্মিককে দর্শন করিয়া দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন! বিচিত্র মাল্যে বেশবিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে জটাভার বহন করিতেছেন!

এই বলিতে বলিতে ভরত রামের নিকট গমন করিলেন এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন সজল লোচনে রামের পাদবন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারি জন রাজকুমারকে দেখিয়া বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

এদিকে ভরত, কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, তাঁহার মুখকান্তি মলিন, এবং তিনি যার পর নাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য জটাচীরধারী মহাবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এক্ষণে বল এই দুর্জ্ঞেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত হইলে। মহারাজ ত কুশলে আছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিনষ্ট হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ? যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধর্ম্মপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আর্য্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে কালযাপন করিতেছেন? অধিকারে যত লোক আছে, ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহারপর্য্যালোচনা করেন? দেখ, যাহাদের মিথ্যাভিযোগের সম্যক বিচার না হয় সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ভোগাভিলাষী রাজার

দ্র ও পশু সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যে ণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিতেছ ?

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে গিলেন, আর্য্য ! পিতা কৈকেয়ীর নিয়োগে অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন রিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর্য্য ! মি আপনার দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং স্বয়ং দেব-জের ন্যায় রাজ্য অধিকার করুন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ পনার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ভযেক আপনাকেই অংশে, এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া স্নীয় স্বজনের কামনা পূর্ণ করুন। বসুমতী আপনাকে পতিত্বে লাভ রয়া বৈধব্য হইতে বিমুক্ত হউন। আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার ণে ধরি, আমি আপনার ভ্রাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন।

রাম ভরতের মুখে বজ্রপাতসদৃশ পিতৃবিয়োগ কথা শ্রবণ করিয়া বাহু-ারণপূর্ব্বক পরশুছিন্ন কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া ড়লেন। তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ ও জানকী তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া াকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগি-। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে ভাবে কহিলেন, ভরত ! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি যাধ্যায় গিয়া কি করিব ?

শ্বশুরের স্বর্গারোহণবার্ত্তা শ্রবণে জানকীর নয়নযুগল বাষ্পভরে অবরুদ্ধ য়াছিল, তন্নিবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। দুঃখিতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! তুমি ইঙ্গুদী ফল ও নূতন বল্কল য়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। অন-রাম মন্দাকিনী তীর্থে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণাস্য হইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ জল া, গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, পিতঃ ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়া-, এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্ম্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক। পরে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দর্ভময় আস্তরণে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদী-পিণ্ড াপন পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ ! নি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভক্ষণ করুন ; আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ

বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকের তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।

এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহিষীদিগকে অগ্রে লইয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলেন। মহিষীরা নদীতট দিয়া মৃদুপদে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, মন্দাকিনীর একস্থানে রামলক্ষ্মণের অবতরণার্থ সোপান পথ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কৌশল্যা সজলনয়নে শুষ্কমুখে দীনা সুমিত্রা ও অন্যান্য সপত্নীকে কহিলেন, দেখ, যাঁহারা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন এইটী সেই অনাথদিগেরই তীর্থ। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং নিরলস হইয়া রামের জন্য এই সোপান পথ দিয়া জল লইয়া যান। অনন্তর মহিষীরা নিতান্ত কাতর হইয়া কৌশল্যাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোগ-পরিশূন্য স্বর্গভ্রষ্ট-দেবতা সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন এবং সস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্রোত্থান করিয়া উহাঁদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে উহাঁরা সুখস্পর্শ সুকোমল পাণিতল দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের ধূলি মার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে ভক্তিসহকারে উহাঁদিগকে অভিবাদন করিলেন। উহাঁরা রাম নির্ব্বিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্বশ্রূগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হা! বিদেহরাজের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্য্যা কিরূপে এই নির্জ্জন বনে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বৎস! তোমার মুখখানি শুষ্ক কমলের ন্যায় মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোক আমার অন্তর্দ্দাহ করিতেছে।

অনন্তর রাম অগ্নিতুল্য বশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া, তাঁহারই সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্ত্রী, সেনাপতি ও ধর্ম্মপরায়ণ পৌরগণের সহিত তাঁহার পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিলেন। রাজকুমারগণ আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উহাঁরা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া রামের সন্নিহিত হইলেন।

অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া মাপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, কাথায় জটা, কোথায় রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোন মতে মাপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, কোন্ ক্ষত্রিয় এই ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্দ্ধক্য ধর্ম্ম মাচরণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া াকে, আপনি ধর্ম্মানুসারে বর্ণ চতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। র্ম্মিকেরা কহেন যে, চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য্য! আমি বিদ্যায় পনার নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমানে রাজ্যপালন া আমার কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত গ্র পৃথিবীর শাসন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা প্রকৃতিগণের ত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি যাধ্যায় গমন পূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষদিগকে ভূত করিয়া রাজ্য রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব্যপৈত্র্য প্রভৃতি তিন ঋণ তে আত্মমোচন, শত্রুবর্গের দুঃখবর্দ্ধন, ও সুহৃদগণের সুখসাধন পূর্ব্বক মন করুন। এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ তা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাত র্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা রিয়াছেন তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি মার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, মিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ণে যেরূপ কহিলে, তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্ব্বে া তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিয়া- ান, রাজন! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি াকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত া তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর অঙ্গীকার ন। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বনবাস এই দুই

বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হয়েন, এ
আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আ
তাঁহার সত্যপালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, তুমি
পিতার নিদেশে ও তাঁহারই সত্য রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর।

অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকে
ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু
কোন্ ব্যক্তিরই বা কোন্ সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহ
করে, এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব পিতা মাতা বলিয়া যাহা
স্নেহাশক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন
করিবার কালে গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করে, আবার পরদিন সে
আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা গৃহ ও ধন
তদ্রূপই জানিবে। সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হন না
সুতরাং পিতার আদেশে পৈতৃক-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখজনক
দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে
তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর, সেই একবেণীধরা নগরী তোমার
প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া, দেবলোকে
সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিবে। লোকে পিতৃদেবতার
উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা
হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছ যে মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে?
যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর
উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তিলাভ
হইবে? যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যের
বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত
সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব রাম! পরলোকসাধন ধর্ম্ম
নামে কোন পদার্থই নাই। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি
সর্ব্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

জাবালির এই কথা শুনিয়া রামের কিছুমাত্র ভাব-বৈপরীত্য ঘটিল না,
তিনি ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপনি
আমার হিতকামনায় এক্ষণে যাহা কহিলেন তাহা বস্তুতঃ অকার্য্য, কিন্তু
কর্ত্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, বস্তুতঃই অপথ্য, কিন্তু পথ্যের ন্যায় সপ্রমাণ

হইতেছে। যে পুরুষ বিপথগামী হইয়া জনসমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকে সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান পায় না। উচ্চ কি নীচ বংশীয়, বীর কি পুরুষাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। যদি এই লোকদূষণ অধর্ম্মকে ধর্ম্মবেশে গ্রহণ করি, এবং প্রকৃত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবৈধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজ্ঞের নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রকৃতিরাও আমায় ধর্ম্মবিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া আমার অনুকরণ করিবে, কারণ রাজার যেরূপ আচার প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহা কোনও মতে প্রীতিকর বোধ হইতেছে না।

দেখুন অনাদি-শাস্ত্রসিদ্ধ দয়াপ্রধান রাজস্ব স্বয়ং সত্য, এই নিমিত্ত লোক রাজাকে সত্যরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, সমস্ত লোক সত্যবিধৃত রহিয়াছে। দেবতা ও ঋষিগণ সত্যের আদর করেন, সত্যবাদীর ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সত্যই ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, সত্যই সকল বিষয়ের মূল, এবং সত্যই পরম পদ। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ তাঁহাকেই ভূমি, যশ ও কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে, অতএব সত্যপর হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার সত্যসন্ধ পিতা সত্যে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষায় আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন আমি কেন তাহা অবহেলা করিব? আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, কিরূপে ক্রোধ, লোভ, মোহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ কোনমতে গুরুলোকের সত্যসেতু ভেদ করিব না।

তপোধন! সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই সকল স্বর্গের পথ; ধার্ম্মিকেরা ঐ গুলিকে মুখ্যফলপ্রদ জানিয়া যথাবিহিত ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও নাস্তিক; যেমন বৌদ্ধ চোর্য্যার্হ; নাস্তিকও তদ্রূপ দণ্ডার্হ। ফলতঃ যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ, দানশীল, অহিংস্রক ও পবিত্র, সেই সকল মহর্ষিরাই লোকে পূজনীয় হইয়া থাকে। রাম রোষভরে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, জাবালি বিনয়বচনে কহিলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি। তোমাকে বন হইতে প্রত্যানয়ন

করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম।

অনন্তর রাম ভরতকে কহিলেন, ভরত, তুমি রাজ্যভার বহনে সাহসী হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও বেলাভূমি লঙ্ঘন করিতে পারেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী ত্বৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভ বশতঃই হউক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয় তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের ক্ষেম বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাত পুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদন পূর্ব্বক জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তখন ধর্ম্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোন মতে উঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। সুতরাং এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। এই চিন্তা করিয়া রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে চলিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন অত্রি তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে গ্রহণ ও আতিথ্য করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী

[illegible]পরায়ণা অনসূয়া তথায় আগমন করিলেন। তপোধন সেই সর্ব্বজন-[illegible]নীয়া তাপসীকে আমন্ত্রণ ও সীতাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! [illegible]মি এক্ষণে এই সীতাকে সম্মান কর।

সীতা স্বনাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং [illegible]তাঞ্জলিপুটে তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনসূয়া [illegible]হাকে অবলোকন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, জানকি! তোমার [illegible]দৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া বনচারী [illegible]মের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা [illegible]নই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন তাঁহার সদ্গতি [illegible]ভ হয়। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের [illegible]নিই পরম দেবতা।

জানকী অনসূয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আর্য্যে! স্বামী স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দুশ্চরিত্র দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত [illegible]কিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয়, গুণবান্, দয়ালু, স্থিরানুরাগী ও [illegible]র্মিক, এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাহার বিষয়ে আর বলিবার [illegible] আছে? আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্য্যা কৌশল্যা [illegible]মায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই; এবং বিবাহের [illegible]য় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। পতি-[illegible]াই স্ত্রীলোকের তপস্যা; সাবিত্রী ইঁহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন!

ধর্ম্মপরায়ণা অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে [illegible]লিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, জানকি! এক্ষণে সূর্য্য [illegible]নাকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। ঐ শুন [illegible]ক্ষেরা সমস্ত দিন আহারান্বেষণে পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যাকালে বিশ্রামার্থ [illegible]য় অবস্থান পূর্ব্বক মধুর ধ্বনি করিতেছে। মহর্ষিগণ অভিষেক সলিলে সিক্ত [illegible] স্কন্ধে জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক আর্দ্র কলে আসিতেছেন। যথাবিধি [illegible]অগ্নিহোত্র হইতে কপোতকণ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ধূম বায়ুবশে উত্থিত [illegible]তেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহাও যেন [illegible]ভূত হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রম মৃগ বেদি মধ্যে শয়ান; রাত্রিচর [illegible]জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; দূরতর প্রদেশে দিক সকল আর

অনুভূত হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত, চন্দ্র জ্যোৎস্নায় অবগুণ্ঠি
হইয়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এখ
আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি তুমি গিয়া পতিসেবায় প্রবৃত্ত হও। তু
আজ মধুর কথা কীর্ত্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে আমা
সমক্ষে একবার বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। এইরূ
আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুরকন্যারূপিনী সীতা নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হই
তাপসীর পাদবন্দন পূর্ব্বক রামের নিকট গমন করিলেন। তাপসী যে বস
ভূষণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন।

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া অত্রির আশ্রমে নিশা যাপ
করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া মহ
গণকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। তখন ঐ সমস্ত বনবাসী ঋষিগ
তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভা
রাক্ষসে পরিপূর্ণ। মনুষ্যাশী নানাপ্রকারে রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিং
জন্তু সকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশুচি
অসাবধান থাকিলে উহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএ
এক্ষণে তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূ
কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর সহি
মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্যকাণ্ড।

মহাবীর রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। তথায় চীরচর্ম্মধারী ফলমূলাহারী বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন। সর্ব্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গণ সকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিতেছে। অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পূজোপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম হইতেছে। স্থানে স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোথাও বা স্বাদুফলপূর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ এবং নির্ম্মাল্য পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। রাম সেই সর্ব্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। ঐ সমস্ত পবিত্রস্বভাব তপস্বী উদয়োন্মুখ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিমনে প্রত্যুদ্গমন এবং মঙ্গলাচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া, ফলমূল জল ও পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষক, দণ্ডদাতা ও গুরু। নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয়। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা, আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য।

তৎকালে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে আসীন ছিলেন, রাম লক্ষ্মণ গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার আদেশ পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি উহাঁদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং উহাঁদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! আমি কঠোর তপসাধন পূর্ব্বক সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া, এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না। তুমি অতি ধর্ম্মশীল, তোমার সমাগম লাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। বৎস!

বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে ; এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ কর। শাস্ত্রবিশারদ রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন। তখন শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! এই স্থানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। রাম, এক্ষণে তুমি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর ; ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জ্জন করিব।

মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, অন্যান্য ঋষি তেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম! যেমন দেবগণের ইন্দ্র, সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যশ বিক্রমে ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ। সত্য তোমাতেই রহিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ধর্ম্ম তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। রাম! তুমি এই বিপ্র বহুল বানপ্রস্থগণের নাথ। এক্ষণে ইঁহারা নিশাচরের হস্তে অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করে, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তখন ধর্ম্মশীল রাম উঁহাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা আমাকে ঐরূপ করিয়া আর বলিবেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনোদ্দেশে বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতীকার করিয়া যাইব। পূজ্যস্বভাব মহাবীর রাম মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

তখন তপোধন সুতীক্ষ্ণ, রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই তপোবন তোমার আগমনে এক্ষণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল তোমারই প্রতীক্ষায় ধরাতলে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, এ স্থান হইতে সুরলোকে আরোহণ করি নাই। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে কালযাপন করিতেছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং আমি

পুণ্যবলে যে উৎকৃষ্ট লোক সকল অধিকার করিয়াছি, তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশে সেই সমস্ত দেবর্ষি-সেবিত মদীয় তপোবললব্ধ লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর। তখন রাম সেই উগ্রতপাঃ মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্য মধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। অনন্তর সর্ব্বলোকপ্রথিত সুতীক্ষ্ণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর।

রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন, এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পদ্মগন্ধ সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধান করিলেন। সূর্য্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সন্নিধানে গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে অন্যান্য তপোবন দর্শনার্থ প্রস্থান করিব। এই বলিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম সুতীক্ষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখন তপোধন উহাঁদিগকে উত্থাপন পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার ন্যায় অনুগতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণের রমণীয় আশ্রম সকল দর্শন কর। অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য তপোবনে পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় দশমাস কোথায় সংবৎসর, কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোথায় বৎসরাধিক কাল, কোথায় বহুমাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তদপেক্ষা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস করিলেন। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের তপোবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিছুদিন যাপন করিলেন, এবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে। আমি অগস্ত্যকে অভি-বাদন করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় যাত্রা করিব, গিয়া

স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তখন সুতীক্ষ্ণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ করিব স্থির করিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগস্ত্যের আশ্রম, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে ইহাঁর ভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ সুরম্য ও পিপ্পল বনে শোভিত। তথায় ফল পুষ্প প্রচুররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানাপ্রকার পক্ষী কলরব করি-তেছে, এবং হংস-সারস-সংকুল চক্রবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে একরাত্রি বাস করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভি-মুখে যাত্রা করিও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত। তোমরা তথায় গিয়া সুখী হইবে। এই উপদেশ অনুসারে রাম লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলেন এবং যথাকালে অগস্ত্যের আশ্রমে পঁহুছিলেন।

লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কহিলেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল রাম পত্নী জানকীকে লইয়া মহর্ষিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। বাসনা ভগবান অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন। মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমার ভাগ্যগুণে রাম আজ আমায় দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি আগমন করিবেন, আমি এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছিলাম। বৎস! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রামের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া সেই সূর্য্যসঙ্কাশ মুনিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপন পূর্ব্বক, ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ ও বান-প্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিলেন। অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হীরকখচিত বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু, এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর এ

জ্বলন্ত অগ্নিবৎ বাণে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর, এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসিও আছে। এক্ষণে ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদায় রামকে প্রদান করিলেন। রাম অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, তপোধন! আপনি গুরু; যখন আপনি আমার গুণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে যেস্থানে বন আছে, জলও সুলভ, আপনি আমায় এইরূপ একটী প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিয়তকালে সুখে বাস করিব।

তখন অগস্ত্যদেব মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ রমণীয় এক বন আছে। তথায় ফল মূল সুপ্রচুর, জলের অপ্রতুল নাই, এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পিতৃনিদেশ পালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুখে বাস কর। বৎস! অগ্রে ঐ মধুক বন দেখা যায়। তুমি ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের ভিতর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের অদূরেই পঞ্চবটী। মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন ও তূণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে চলিলেন।

রাম সেই হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিতকানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে। যাহাতে জানকী প্রীতা হইবেন, এবং আমরাও সর্ব্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ কুশ ও পুষ্প সুলভ, তুমি সেইরূপ একটি স্থান নির্ব্বাচন কর। বৎস! এ বিষয়ে তুমিই সুনিপুণ। তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রীতিকর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্ম্মাণার্থ আদেশ করুন। রাম লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বগুণোপেত একটী

স্থান মনোনীত করিলেন। তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট স্তম্ভ-শোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল, এবং উহা শমীশাখা কুশ কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরমসুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ নানাপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি, পুণ্ডরীক-লোচন, রাজশ্রীসম্পন্ন, সুকুমার রামকে দেখিতে পাইল, এবং দর্শনমাত্র মোহিত হইল। শূর্পণখা কহিল, আমি শূর্পণখা নামে কামরূপিনী রাক্ষসী, এই বনে একাকিনী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি আমার ভ্রাতা; এবং মহাবল কুম্ভকর্ণ, ধার্ম্মিক বিভীষণ, ও প্রখ্যাতবিক্রম খর ও দূষণ ইহাঁরাও আমার ভ্রাতা। রাম! তুমি সুন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি চিরদিনের নিমিত্ত আমার ভর্ত্তা হও। তখন রাম শূর্পণখাকে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দারগ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সততই আমার সন্নিহিতা আছেন।

অনন্তর শূর্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে। তখন লক্ষ্মণ হাস্যমুখে শূর্পণখাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে? তুমি রামের কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে।

দারুণদর্শনা শূর্পণখা পরিহাস বুঝিত না, সে লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক
হা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল, এবং রামকে কহিতে লাগিল, তুমি
ই বিরূপা অসতী ঘোরাকৃতি বৃদ্ধা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায়
াদর করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে
ক্ষণ করিব, এবং সপত্নীশূন্যা হইয়া পরমসুখে তোমার সহিত পরিভ্রমণ
িব। এই বলিয়া সেই অঙ্গার-লোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে মৃগনয়না
নকীর প্রতি ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন উল্কা রোহিণীর দিকে
াসিতেছে। তখন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশসদৃশা রাক্ষসীকে নিবারণ
র্ব্বক কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি আর কখন ইতর
লোকের সহিত পরিহাস করিও না। দেখ, জানকী ভীতা হইয়া-
ন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিকৃতা উন্মত্তা অসতীকে বিরূপা করিয়া
ও। মহাবল লক্ষ্মণ এইরূপে অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের
ক্ষেই খড়্গ উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন। তখন
ই ঘোরা নিশাচরী রুধির-ধারায় সিক্ত হইয়া বিস্বরে রোদন করিতে করিতে
তবেগে চলিল, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক
মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর শূর্পণখা জনস্থানে রাক্ষসগণ-বেষ্টিত ভ্রাতা খরের সন্নিহিত হইয়া
নতল হইতে অশনির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন উগ্রতেজা খর
াকে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে
িল, উত্থিত হও, কি হইয়াছে? যথার্থ বল, তোমায় কে এইরূ
ূপা করিয়া দিল? শূর্পণখা সমস্ত কথা ভ্রাতাকে জ্ঞাত করাইল।
ন খর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্ততুল্য চতুর্দ্দশ মহাবল রাক্ষসকে আহ্বান-
কহিল, দেখ, চীরচর্ম্মধারী সশস্ত্র দুইটী মনুষ্য এক প্রমদার সহিত
ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই
নারীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ
দের রুধির পান করিবেন, ইহাই ইঁহার বাসনা। এক্ষণে তোমরা
স্বতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমা-
হস্তে এই দুই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া, পুলকিত মনে উহাদের শোণিত-
সা শান্তি করিবেন। তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া,
খার সহিত পবনপ্রেরিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

ক্রমশঃ নিশাচর-সৈন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইল। উহাদের তুমুল কলরবে বনস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। অরণ্যের জীব জন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল, এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তৎক্ষণাৎ, যথায় কিছুমাত্র শব্দ নাই, এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর রাম খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। রোষে তাঁহার নেত্রপ্রান্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরন্ধ্র হইতে প্রস্রবণের ন্যা সফেণ শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহার-বেগে একান্ত বিহ্ব হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবমান হইল। রাম উহা রক্তাক্ত-দেহে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া, সত্বরে দুই তিন প অপসৃত হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত এক শর নিক্ষে করিলেন। উহা নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল খরও শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িল। তৎপর দূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহ রাক্ষসকে সংহার করিলেন। ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটীমাত্র রাক্ষ অবশিষ্ট ছিল। সে জনস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থি হইয়া রাবণকে সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইল।

তখন রাবণ কহিলেন, অকম্পন! আমি ঐ রাম লক্ষ্মণের বধসাধ নিমিত্ত এখনই জনস্থানে যাত্রা করিব ইহা শুনিয়া অকম্পন কহিল, রাজ আমি রামের বলবীর্য্য ও কার্য্য যেরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহা কুপিত হইলে কাহার সাধ্য যে, বিক্রমে উহাকে নিরস্ত করিয়া রা আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উহাকে পরাস্ত করিতে প বেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উহার বিনাশের উপায় কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে উহার এক সু ভার্য্যা আছে। সে সর্ব্বালঙ্কার-সম্পন্না ও পূর্ণযৌবনা। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দ করিলে বিস্মিত হইতে হয়! সে একটী স্ত্রীরত্ন। মনুষ্যের কথা কি, দে গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা ও পন্নগীও তাহার অনুরূপা নহে। আপনি বনমধ্যে বে রূপে রামকে মোহিত করিয়া, ঐ সীতাকে অপহরণ করুন। স্ত্রীবি উপস্থিত হইলে, সে কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ করিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ক কহিলেন, অকম্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল সারথিকে তথায় যাইব, এবং সীতাকে মহাহর্ষে লঙ্কা নগরীতে লইয়া আসিব।

।লিয়া, ঐ বীর গর্দ্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া চলিলেন। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হয়, তৎকালে, ঐ রথ আকশ-পথে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল! অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রম। রাবণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন মারীচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন দ্বারা উহাকে অর্চ্চনা করিয়া, অমানুষ-দুর্লভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন্! নিশাচরদিগের কুশল ত? তুমি যখন একাকী এত সত্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে সংশয় হইতেছে। তখন রাবণ কহিলেন, মারীচ! রাম যুদ্ধে রাক্ষসের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষস-গণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিব, তুমি তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছে, সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করি-তেছে। রাম মহাবল সিংহ, রাক্ষস-মৃগ সংহার করা উহার কার্য্য। সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তীর্ণ সমুদ্র; রাজন্! ঐ সমুদ্রের মুখে পতিত হওয়া তোমার শ্রেয়ঃ নহে। তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শূর্পণখা দেখিল, রাম একাকী চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন; খর ও দূষণ ও ত্রিশিরাও নিহত হইল, দেখিয়া ঐ মেঘসদৃশী রাক্ষসী শোকাবেগে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং রাম[illegible] তীক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণ-রক্ষিত লঙ্কায় গমন করিলেন। অনন্তর শূর্পণখা অমাত্যগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোরভাবে রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। রাবণ শূর্পণখার এই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রি-গণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় প্রবেশ করিলেন। সারথি রথ-যান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রত্নখচিত এবং উহাতে স্বর্ণভূষণ-শোভিত গর্দ্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ মনোরথগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলদগম্ভীররবে সমুদ্রের অভিমুখে চলিলেন।

রাবণ পুনরায় মারীচের নিকট গিয়া পুনরায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, মারীচ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্ব্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষত্রিয়াধম হইতে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নির্ম্মূল হইয়া গেল। যে দুঃশীল আমার ভগিনীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই উহার পত্নী দেবকন্যারূপিণী সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্য্যে আমায় সাহায্য কর। এক্ষণে আমার জন্য তোমার যাহা করিতে হইবে, তাহা শুন। তুমি রামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক রজতবিন্দু-খচিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর; সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে, ঐ দুইজন এই কার্য্য প্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি ঐ শূন্য স্থান হইতে অবাধে, রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, সেইরূপ পরম সুখে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার বিরহে যারপর নাই কৃশ হইয়া যাইবে; আমিও কৃতার্থ হইয়া অক্লেশে উহাকে বিনাশ করিব।

মারীচ অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ও রাবণের শুভ-সঙ্কল্পে কহিতে লাগিল, রাজন্! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয়কথা বলে, এরূপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, এই কারণে ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্রোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্না হইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য শীঘ্র ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বৃত্ত; লঙ্কা নগরী তোমার আধিপত্যে সকলেরই সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল, উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুর্ম্মতি রাজা এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীষ্ট প্রাণে মমতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালস্বরূপ রামের নিকট যাইও না। রাজন্ আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তখন মুমূর্ষু যেমন ঔষধ সেবন করে না, সেইরূপ আসন্নমৃত্যু রাবণ মারীচের এ যুক্তিসঙ্গত কথা শ্রবণ করিলেন না, বরং তাহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মারীচ তাহার ভয়ে দুঃখিতমনে পুনরায় কহিল, রাবণ

ল, তবে আমরা গমন করি। সেই শর-শরাসনধারী রাম যদি আমাকে পুনর্ব্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যম-দন্তে বিনষ্ট হইবে।

অনন্তর মারীচ রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখন তৃণ, কখন বা পত্র ভক্ষণ করতঃ কদলী-বাটিকায় প্রবেশ করিল। এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্প-চয়নে ব্যগ্র হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে, মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন! মৃগও রামপ্রণয়িণীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাগ আলোকিত করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

স্বর্ণবর্ণা জানকী, ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি একবার উহাঁকে আহ্বান করেন, আবার ঐ মৃগটি দেখিতে থাকেন। আহুত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে দর্শন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আমার বোধ হয়, রাক্ষস মারীচই এই মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, মায়াবলে বোধ হয় মৃগ হইয়াছে! জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব। ইহা যে রাক্ষসী-মায়া তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না। লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, জানকী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার মন হরণ করিয়াছে! এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আহা! উহার কি রূপ! কি শোভা! কেমন স্বর! ঐ অপূর্ব্ব মৃগ যেন আমার মনঃকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে! যদি তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিব; তখন কালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও

উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি!

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ মৃগকে দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, সীতার মৃগ-লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে! তুমি বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। যদি মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব; আর যদি বস্তুতঃই মৃগ হয়, লইয়া আসিব।

পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহা-বেগে আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র, মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালবৃক্ষ-প্রমাণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, আর্ত্তস্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল! তাহার প্রাণ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জ্জন করিল। তখন মায়াবী, রামের অনুরূপ স্বরে, "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া চীৎকার করিল।

এদিকে জানকী অরণ্যে রামের অনুরূপ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল! তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে! এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণে, গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদই তোমার অভীষ্ট।

সুশীল লক্ষ্মণ জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিলেন, আর্য্যে! তুমি আমার পরম দেবতা; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমার ন্যায্যই কহিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটূক্তি করিলে। তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করতঃ, তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় নব্য ভিক্ষুকরূপে, ভর্তৃশোকার্ত্তা সীতার সন্নিহিত হইলেন, এবং উহাঁকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথিসংকার করিলেন এবং উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্র! এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্য দ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন। আমার স্বামী নানাপ্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দান করুন, এবং কি কারণ একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাও বলুন।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে, রাবণ দারুণ বাক্যে কহিলেন, জানকি! যাহার প্রতাপে দেবাসুর মনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। আমি নানা স্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিতা এবং পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিতা। যদি তুমি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে ঐ লঙ্কার উপবনে আমারই সহিত পরিভ্রমণ করিবে; সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিবে; আর এই বনবাসে তোমার ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন :—যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজ-তুল্য রাম

যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বটবৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, কীর্ত্তিমান ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায় আমি সেই স্থানে যাইব। যাঁহার বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়; যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও হস্তিবৎ মন্থরগামী; সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া দুর্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয় পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে মৃত্যু-লক্ষণ দেখিতেছিস্।

অনন্তর রাবণ সূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্তা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোক-বিখ্যাত পতিলাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া, আমাতে অনুরক্তা হও। অয়ি পণ্ডিতমানিনি! যে নির্ব্বোধ, স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়া, এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসংকল্প অল্পায়ুঃ রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ! দুষ্টস্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বুধ যেমন রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিলেন। বাম হস্তে উঁহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ করিলেন। অনন্তর, এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে লইয়া ও কঠোর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ রথে আরোহণ করিলেন। সীতা অতিমাত্র কাতরা হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ উহাঁকে লইয়া সহসা আকাশ-পথে উত্থিত হইলেন।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ন্যায়, শোকাতুরার ন্যায়, উদ্‌ভ্রান্ত মনে কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্ম্মের জন্য সুখ ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না! বীর! তুমি দুর্ব্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্যই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সম

অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ। রাবণ তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর্। হা! ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকামা হইলেন। এক্ষণে আমি জনস্থান এবং পুষ্পিত-কর্ণিকার সকলকে সম্ভাষণ করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্র রামকে এই কথা বল। হংসকুল-কোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে; তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে, যে কোন জীব জন্তু আছ, সকলেরই শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছি, রাবণ রামের প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে এই কথা বল। হা! যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহলোক হইতেও অন্তরিতা হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনিবেন।*

---

* অরণ্যকাণ্ডম্। একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সা গৃহীতাতিচুক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী।
রামেতি সীতা দুঃখার্ত্তা রামং দূরগতং বনে॥
তামকামাং স কামার্ত্তঃ পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
বিচেষ্টমানামাদায় উৎপপাতাথ রাবণঃ॥
ততঃ সা রাক্ষসেন্দ্রেণ হ্রিয়মাণা বিহায়সা।
ভৃশং চুক্রোশ মত্তেব ভ্রান্তচিত্তা যথাতুরা॥
হা লক্ষ্মণ! মহাবাহো। গুরুচিত্তপ্রসাদক।
হ্রিয়মাণাং ন জানীষে রাক্ষসা কামরূপিণা॥
জীবিতং সুখমর্থঞ্চ ধর্ম্মহেতোঃ পরিত্যজন্।
হ্রিয়মাণামধর্ম্মেণ মাং রাঘব! ন পশ্যসি॥
ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরন্তপ।
কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাধি হি রাবণম্॥
ন তু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্ম্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে॥
ত্বং কর্ম্মকৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ব্যসনমাপ্নুহি॥
হন্তেদানীং সকামা তু কৈকেয়ী বান্ধবৈঃ সহ।
হ্রিয়েয়ং ধর্ম্মকামস্য ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনঃ॥
আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥

সীতা নিতান্ত কাতরা হইয়া, করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতা
করিতেছেন, এই অবসরে বৃক্ষের উপর বিহগরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাই
লেন। তিনি উহাঁর দর্শনমাত্র দীন বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য জটায়ু
দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়! রাম
লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক্ জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও
জটায়ু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল; ঘোর সংগ্রা
রাবণ হস্তে ক্ষত বিক্ষত হইয়া জটায়ু ভূমিতে পতিত হইল!

তখন জানকী রক্ষক আর কাহাকেও না দেখিয়া, গিরিশিখরে পাঁচ
বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া উহা
রামকে বলিবে এই প্রত্যাশায়, উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌশেয় ব
উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, লঙ্কানগরীর অভিমুখে চলিলেন
শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতিশীঘ্র নদী পর্ব্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্
করিলেন, এবং তিমি-নক্রপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সমুদ্র পার হই
রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। উহার পথ সক
সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত, এবং দ্বার দেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবি
হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং তথায় সীতাকে রাখিয়া, ঘোরদর্শ
রাক্ষসীগণকে কহিলেন, আমার আদেশ ব্যতীত কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহ
যেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার যে যে বস্তু
ইহাঁর ইচ্ছা হইবে, তোমরা ইহাঁকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে
হউক, কেহ ইহাঁকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে, আমি নিশ্চয় তাহার প্রা
দণ্ড করিব।

তদনন্তর রাবণ এই সীতাকে কহিলেন, সীতে! শুন, আমি অ

হংস-সারস-সংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্ত্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥
যানি কানিচিদপ্যত্র সত্বানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ॥
হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্ত্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত॥

দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব ; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূলা না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্রোধভরে রক্ত-মাংসাশিনী রাক্ষসীদিগকে কহিলেন, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোকবনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা সান্ত্বনাবাক্যে বন্যা করিণীর ন্যায় ইহাঁকে ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও। রাক্ষসীরা রাবণের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, জানকীকে লইয়া অশোকবনে গমন করিল।

এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার করিয়া, সীতাকে দেখিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিলেন, রাম তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জ্জন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উপস্থিত দেখিয়া ভৎসনা করিলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত কহিলেন, লক্ষ্মণ! জানকীকে রাখিয়া আগমন করা তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে! চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, সীতা নিঃসন্দেহ অপহৃতা হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে! মারীচ মৃগরূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে আনিল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথঞ্চিৎ তাহাকে বিনাশ করিলাম, সেও মৃত্যুকালে রাক্ষস হইল। তথাচ আমার মন বিষণ্ন এবং একান্তই অপ্রসন্ন। বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে! বোধ হয়, যেন সীতা নাই ; হয়, কেহ হরণ করিয়াছে, নয়, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা তিনি পথে পথে ভ্রমিতেছেন।

রাম এই প্রকার সীতাসংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতিশয় বিবর্ণ হইলেন এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদূরে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সীতার বিহার-স্থানে গমন ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! অনন্তর তিনি উদ্বিগ্নমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে হেমন্ত পদ্মশ্রী-বিরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটীর সীতাশূন্য রহিয়াছে ; বৃক্ষ সকল যেন রোদন

করিতেছে, পুষ্প সমুদায় ম্লান এবং মৃগ ও পক্ষিগণ মৌন; আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্য্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তখন রাম কুটীর শূন্য দর্শন করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না, তাঁহার মৃত্যু হইল! তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না, তাঁহার রুধিরে কেহ তৃপ্তি লাভ করিল! তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্না আছেন, না, বনে গিয়াছেন! তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গতা, না, জল আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিষ্ক্রান্তা হইলেন!

অনন্তর রাম শোকে আরও উন্মত্ত হইয়া, যত্ন সহকারে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক বৃক্ষ পর্ব্বত এবং নদ নদী সমস্ত পর্য্যটন করতঃ এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সী তোমার অতিশয় প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল? বিল্ব! যাহার সর্ব্বাঙ্গ নবপল্লববৎ কোমল, এবং পরিধান পীত কৌশেয় বস্ত্র, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল? করবীর! তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জীবিতা আছেন কি না, বল? মরুবক! তুমি লতাসংকুল পল্লবাকীর্ণ ও পুষ্পপূর্ণ হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ, জানকী এক্ষণে কোথায়, তুমি তাহা অবশ্য জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরাও তোমার চতুর্দ্দিকে গান করিতেছে, তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। অশোক! শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল! যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত কৃপা করিয়া বল? জম্বু! যদি তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কর্ণিকার! তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্তা; এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল?

রাম অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক হাহাকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, ভাই! সীতা কোথায়? কোন্ দিকে গমন করিলেন? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা তাঁহাকে ভক্ষণ করিল? অনন্তর রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর। কথ

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্যান্য প্রাণী উহাঁর নিকট কোন কথা প্রকাশ করিল না।

অনন্তর রাম মৃগ-সমূহকে লক্ষ্য করিয়া বাষ্প-গদ্গদবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, মৃগগণ! জানকী কোথায়? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, আকাশপ্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ, মৃগেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্য-স্থানীয় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব! আপনি জানকীর কথা জিজ্ঞাসিলে, মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দক্ষিণদিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে; ভাল, আসুন, আমরা ঐ দিকেই যাই। হয় ত, এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করতঃ দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উহাঁরা জানকী-সংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, পথের একস্থলে অনেকগুলি পুষ্প পতিত আছে। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে দুঃখিতবাক্যে কহিলেন, বৎস! আমি কাননে জানকীকে যে সকল পুষ্প দিয়াছিলাম, তিনি কবরীতে তাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এইগুলি সেই পুষ্প। বোধ হয়, বায়ু সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

তদনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, একস্থলে গিরিশৃঙ্গাকার জটায়ু রুধিরে লিপ্ত হইয়া পতিত আছেন! তিনি নিকটস্থ হইলে, জটায়ু দীন বচনে কহিতে লাগিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাঁহার অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে হরণ করিয়াছে। তিনি অরক্ষিতা ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্ত আসিয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া, তাঁহার রক্ষার্থ নিকটস্থ হইলাম এবং রাবণকেও ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। রাম! এই তাহার ধনু ও শর ভাঙ্গিয়াছি, ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি এবং এই সারথিকে পক্ষাঘাতে নিহত করিয়াছি। আমি যখন যুদ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন

সে আমার পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া আকাশ পথে প্রস্থান করিল। রাম বিহগরাজ জটায়ুর মুখে প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন, এবং পিতৃনির্ব্বিশেষ স্নেহে ঐ ছিন্নপক্ষ শোণিতলিপ্ত জটায়ুর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর, শরাসন ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থে নৈঋতদিকে যাত্রা করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, এক জনসঞ্চারশূন্য পথে অবতীর্ণ হইলেন। উহাঁরা এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটী ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইল! রাম তৎক্ষণাৎ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস! উহার বক্ষঃ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটীমাত্র চক্ষু। চক্ষের পক্ষ্মগুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল স্থূল ঘোর ও দীর্ঘ, উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষস, রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া, উহাঁদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উহাঁরাও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কবন্ধ বাহুপাশ-বেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, ক্ষত্রিয়-কুমার! তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কি দণ্ডায়মান রহিয়াছ? রে নির্ব্বোধ! আজ দৈব আমার আহারার্থই তোমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

ঐ সময়ে দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্মণ বামে ছিলেন। উহাঁরা খড়্গ দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীর রবে দিগন্ত পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, শোণিত-লিপ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উহাঁদিগকে জিজ্ঞাসিল, বীর! তোমরা কে? তখন লক্ষ্মন কহিল, রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম; আমি ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ। মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সঙ্ঘটন পূর্ব্বক ইহাঁকে বনবাস দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্নী ও আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জ্জনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া, ইহাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আমরা তাঁহারই অন্বেষণ-প্রসঙ্গে এস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে

নিহিত এবং জঙ্ঘাও ভগ্ন ! বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ ?

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল, বীর ! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগ্যবলেই আজ আমার বাহু ছিন্ন হইল। তপোধন স্থূল-শিরা আমায় কহিয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না ; বস্তুতঃ তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে তুমি আমার অগ্নি-সংস্কার কর, আমি তোমাকে সুবুদ্ধি দিব।

অনন্তর পর্ব্বতোপরি একটী গর্ত্তে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা চিতা প্রদীপ্ত করিয়া দিলেন। উহা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপূর্ণ কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডতুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দরূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ মহাবল কবন্ধ পুলকিতমনে সহসা চিতা হইতে বিধূম বহ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। উহার পরিধান নির্ম্মল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্ব্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। সে হংস যোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রভাপুঞ্জে দশ দিক শোভিত করিল, এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, রাম ! তুমি যেরূপে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, কহি-তেছি, শ্রবণ কর। সুগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরাজের ক্ষেত্রজ ও সূর্য্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালি উহাঁর ভ্রাতা। ঐ বালি রাজ্যের জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্ত্তী ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে চারিটী বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত, বুদ্ধিমান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুবীর ও দক্ষ। এক্ষণে সেই সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। অতএব, বীর ! তুমি আজ সত্বর এস্থান হইতে যাও। গিয়া, অনিষ্ট পরিহারার্থ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, অবিলম্বে সেই কপীশ্বরের সহিত মিত্রতা কর। বানর বলিয়া তাঁহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও সহায়ার্থী। তিনি তোমার কার্য্যে উদাসীন থাকিবেন না।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধ-নির্দ্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন, এবং পর্ব্বতোপরি স্বাদুফলপূর্ণ বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে পম্পার অভিমুখে পশ্চিমাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উহাঁরা পর্ব্বতপৃষ্ঠে রাত্রিযাপন করিলেন, এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম, বহুবৃক্ষে পরিবৃত ও রমণীয়।

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতে-ছিলেন, ইত্যবসরে, ঐ দুই অপূর্ব্বরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহঁাদের দর্শনমাত্র ভীত ও নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া রহি-লেন। সুগ্রীব, অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, যারপর-নাই শঙ্কিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নমনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ব্যাকুলচিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া কহিলেন, কপিগণ! বালি নিশ্চয়ই ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিশ্বাস উৎ-পাদনচ্ছলে চীর পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্য্যটন-প্রসঙ্গে এই দুর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল!

অনন্তর হনূমান সুগ্রীবের আদেশ পাইয়া রাম ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। তিনি বানররূপ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ করিলেন, এবং বিনীতের ন্যায় উহঁাদিগের সন্নিহিত হইয়া, পূজা ও স্তুতিবাদ পূর্ব্বক মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা কে? তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কান্তি কমনীয়। তোমরা ব্রতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষি-সদৃশ ও দেবতুল্য। এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চিরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের দেহপ্রভায় এই স্বচ্ছসলিলা নদী শোভিতা হইতেছে! দেখ, এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব নামে এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্ম্মিক। তাঁহার ভ্রাতা বালি তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া, তিনি দুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁহারই নিয়োগে তোমা-দিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি পবন-তনয়, নাম হনূমান। ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীরাম, হনূমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুলকিতমনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতে-ছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইহাঁর সহিত আলাপ কর। তখন বক্তা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব-সচিব হনূমানকে কহিলেন, বিদ্বন্! মহাত্মা

সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্যক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।

সুগ্রীব হনুমানের নিকট রাম লক্ষ্মণের সমস্ত পরিচয় পাইয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি হনুমানের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই আমার সম্মান। তখন রাম পুলকিত মনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনুমান দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া, প্রীতমনে পুষ্প দ্বারা তাহা অর্চ্চনা করত, উহাঁদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উহাঁরা, ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া, পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন, রাম! আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীতমনে অরণ্য পর্য্যটন করিতেছি। বালির সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে! আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়া আছি। অনন্তর যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর। অনন্তর ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারক বালিকে বিনাশ করিব। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত স্বর্ণ-চিত্রিত ধনু এবং সমরপটু শর লইয়া ঋষ্যমূক হইতে মহাবীর বালির বাহুবল-পালিতা কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীব চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষ্মণ, বীর হনুমান, নল, নীল ও যূথপতিগণের নায়ক তেজস্বিতায় যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া, এক গহনবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় বিশালগ্রীব সুগ্রীব বনের সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসরণ পূর্ব্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া, ঘোর রবে গগণতল বিদীর্ণ করতই যেন সংগ্রামার্থ বালিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটী প্রকাণ্ড মেঘ বায়ুবেগ সহায় করিয়া গর্জ্জন করিতেছে!

অনন্তর বালি ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন এবং সুগ্রীবের সন্দর্শনার্থ সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতটে সুদৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন, ঐ মহাবাহু বালি, দৃঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, উহাঁর দিকে ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টিউদ্যত করিয়া, আরক্ত লোচনে উহাঁর অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বালি সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল

সুগ্রীব হীনবল হইয়া মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া বালিবধার্থ ভুজঙ্গ-ভীষণ শর শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক তাহা আকর্ষণ করিলেন ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর বজ্রের ন্যায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালির বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালি রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মহাবীর বালি নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায়, জলশূন্য মেঘের ন্যায়, এবং নির্ব্বাণ অনলের ন্যায় পতিত হইয়া রামকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। রাম তাঁহার কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি কেন আমায় নিন্দা করিতেছ? তুমি বিধর্ম্মী, দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান; এবং তোমা হইতে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক ইহাঁরা পিতা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান্ শিষ্য, ইহারা পুত্র। তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইহাঁর পত্নী শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমায় পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী এই জন্য আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম।

অনন্তর বালির দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি কিরূপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর পাপ প্রমাণ ও দণ্ড বিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি প্রসন্নই আছে।

ঐ সময় বাষ্পভরে বালির কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল! তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকল্প হইয়া, রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদ-শোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে! আমি তাহাকে বাল্যাবধি লালন পালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইয়া, জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সে বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি; এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি তোমার যেন সুমতি থাকে। তুমি উহাদের কার্য্য-রক্ষক ও অকার্য্য-প্রতিষেধক হইবে। ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ বুঝিবে। তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর কি বলিব! তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া, সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বালি, এই বলিয়া, তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।*

অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ-বচনে সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোক তাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতএব যে কার্য্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে

---

* কিষ্কিন্ধাকাণ্ডম্। অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী সার্ত্তরবঃ শনৈঃ।
উবাচ রামং সংপ্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ॥
ন চাত্মানমহং শোচে ন তারাং নাপি বান্ধবান্।
যথা পুত্রং গুণজ্যেষ্ঠমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্॥
স মমাদর্শনাদ্দীনো বাল্যাৎ প্রভৃতি লালিতঃ।
তড়াগ ইব পীতাম্বুরুপশোষং গমিষ্যতি॥
বালশ্চাকৃতবুদ্ধিশ্চ এক পুত্রশ্চ মে প্রিয়ঃ।
তারেয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ॥
সুগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধৎস্ব মতিমুত্তমাম্।
ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্য্যাকার্য্যবিধৌ স্থিতঃ॥
যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা।
সুগ্রীবে চাঙ্গদে রাজংস্তাঞ্চিন্তয়িতুমর্হসি॥

যত্নবান্ হও। এইরূপে মহাবল রাম বালির অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেত-কার্য্য সমাপন করাইলেন।

অনন্তর সুগ্রীব বানরগণকে সীতার অন্বেষণে পূর্ব্বদিকে যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে, দক্ষিণে পাণ্ড্য, মহেন্দ্র, লঙ্কা প্রভৃতি দেশে, পশ্চিমে পারিযাত্র পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে, এবং উত্তরে হিমালয় ও কৈলাস পর্ব্বত ও উত্তর-কুরু প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করিলেন। তৎপর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্য্য-সিদ্ধির সম্যক্ প্রত্যাশা কবিয়া কহিলেন, বীর! তোমার গতি পৃথিবী ও আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা, নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে, যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই চিন্তা কর। তোমার বল বুদ্ধি অসাধারণ, তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশ কালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম জানকীর প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! আমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন, এবং তোমাকে অশঙ্কিত মনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্য্য, ইহাতে আমার যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তদ্বিষয়ে আমি কিছুই সংশয় করি না। তখন হনুমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। পরে রাম কহিলেন, পবন-কুমার। তুমি সিংহ-বিক্রম ও মহাবল; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলাম, এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীর অনুসন্ধান পাও, তাহাই করিও।

মদ্দোষকৃতদোষাস্তাং যথা তারাং তপস্বিনীম্।
সুগ্রীবো নাবমন্যেত তথাবস্থাতুমর্হসি।
ত্বয়া হ্যনুগৃহীতেন শক্যং রাজ্যমুপাসিতুম্।
ত্বদ্বশে বর্ত্তমানেন তব চিত্তানুবর্ত্তিনা॥
শক্যং দিবঞ্চার্জয়িতুং বসুধাঞ্চাপি শাসিতুম্।
ত্বত্তোঽহং বধমাকাংক্ষন্ বার্য্যমাণোঽপি তারয়া॥
সুগ্রীবেণ সহ ভ্রাত্রা দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা বানরো রামং বিররাম হরীশ্বরঃ॥

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং সলিল-শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গর্ব্বিত সিংহের ন্যায় মৃগ সকল দলিত করিয়া এবং বক্ষের আঘাতে পাদপ-দলন ভগ্ন করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতে নানারূপ ধাতু, ইতস্ততঃ নীল রক্ত ও পটলরাগ বিস্তার করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ উজ্জ্বলবেশে বাস করিতেছে। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে হনুমান সমুদ্র তীরে উপনীত হইলেন।

মহাবীর শত-যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতেও কিছুমাত্র শ্রান্ত হইলেন না। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত হই-তেছে না। তিনি অটলদেহে শোভমান। তখন বৃক্ষ সকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল, তিনি তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্ব্বতের অপর নাম ত্রিকূট, তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে, হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধুগন্ধি বন, এবং সুচারু তরুশ্রেণী। ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ; দেবদারু, কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জ্জুর, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, স্বপ্তচ্ছদ, অমন, কোবিকার ও করবীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহি-য়াছে; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, এবং বিহঙ্গগণ শাখা প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়া পর্ব্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণ-রক্ষিতা লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।

মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভিতা পরিখায় বেষ্টিতা, কনকময় প্রাকারে পরিবৃতা, অত্যুচ্চ সুধা-ধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিতা। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং স্বর্ণময় লতাকীর্ণ তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা

ঐ পুরী বহু প্রযত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণা হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিতা, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীনা হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। হনুমান সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন!

অনন্তর বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগন-স্পর্শী; দৃষ্টিমাত্র যেন কুবেরপুরী অলকার দ্বার বোধ হয়। তথায় গৃহ সকল যারপর নাই উচ্চ, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হনুমান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা অধিকার করা সুরগণেরও অসাধ্য হইবে। রাম এস্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। হয়ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এস্থানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিতা আছেন কি না? আমি তাঁহার দর্শন পাইলে, পশ্চাৎ কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিব।

অনন্তর হনুমান মুহূর্ত্তকাল ধ্যান পূর্ব্বক অশোক-কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন। এবং শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জানকীকে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দন-কানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহুরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান এবং অশোক বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্ব্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে! অশোকের শাখা প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত, কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতলস্পর্শ করিতেছে, কিংশুক সকল পুষ্প-স্তবকে শোভিত। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত।

মহাবীর হনুমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসীগণে পরিবৃতা, উপবাসে যারপর নাই কৃশা ও দীনা, এবং পুনঃপুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মলা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গত বারিধারা

বহিতেছে, শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয় মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন! তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তিনি যূথভ্রষ্টা কুক্কুর-পরিবৃতা কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্টা হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কাল-ভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিতা। হনুমান ঐ বিশাল-লোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন।

অনন্তর দিবস অতীত হইয়া গেল, রাত্রিকাল উপস্থিত। কুমুদ-ধবল ভগবান্ শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক যেন সুনীল সলিলে হংসের ন্যায় নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী, গুরুভারে মগ্নপ্রায়া নৌকার ন্যায়, শোকভরে আচ্ছন্না আছেন! উহাঁর অদূরে বহুসংখ্যা ঘোররূপা রাক্ষসী।

শর্ব্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্টা। রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত মঙ্গলগীত উত্থিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোকবনে চলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যা রাজপত্নী; সৌদামিনী যেমন জলদের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহারা স্নেহ ও অনুরাগ ভরে উহাঁর অনুসরণ করিতেছে।

অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র, বায়ু-ভরে কদলীর ন্যায়, ভয়ে নিরবিচ্ছিন্ন কম্পিতা হইতে লাগিলেন, এবং জলধারাকুল লোচনে উপ-বেশন করিয়া রহিলেন। রাবণ ঐ রাক্ষসী-পরিবৃতা জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রলোভন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বিশাল-লোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উহাদের অধিশ্বরী হও। অপ্সরাগণ যেমন দেবী কমলার পরিচারণা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোক-সুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি যক্ষেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তৎসমুদায় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক, আমার সহিত ভোগ কর। ঐ সমুদ্র-তীরে সুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিতা হইয়া তন্মধ্যে বিহার কর।

অনন্তর জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিতা হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক; তিনি একটী তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া, উহাঁকে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন,

রাক্ষসাধিনাথ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না। ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ জ্ঞান কর এবং সৎব্রতচারী হও। রাক্ষস! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত। তোমার বুদ্ধি যখন এইরূপ বিপরীতা ও ভ্রষ্টা, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাকিলেও, তুমি তাঁহাদিগের কোনরূপ সংস্রব রাখ না। বিচক্ষণেরা তোমাকে যাহা কিছু হিতকথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসার বোধে তুমি উপেক্ষা করিয়া থাক। দেখ, কুক্রিয়াসক্ত নির্ব্বোধের রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে, এই ধনরত্ন-পূর্ণা লঙ্কা একমাত্র তোমার দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। রাবণ! প্রভা যেমন সূর্য্যের, আমিও সেইরূপ রামের ; সুতরাং তুমি আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিতা করিতে পারিবে না। রাবণ! তুমি এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দাও। যদি লঙ্কার শ্রীরক্ষায় ইচ্ছা থাকে, যদি সবংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগত-বৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা কর।

তদনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথা-প্রমাণে আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব। যদি এই নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষ্য বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়-দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে বাস করিতে কি জন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, মানুষের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট, ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীতানুরাগা হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কহি-লেন, বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, তথাপি আমি কোন মতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম দীন বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী

হইয়া আছি। অনন্তর জানকী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জন করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্টা হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিল।

হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ ও রাক্ষসীদিগের গর্জ্জন শুনিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর সুরনারীসমা জানকীকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাঁহার জন্য দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিভব লঙ্কাপুরী ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীম-শক্তি, সকরুণ-শক্তি রামের এই অনুরাগিণী পত্নীকে আশ্বস্তা করিব। এই চন্দ্রাননা কখনও দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতরা হইয়াছেন, আমি ইহাঁকে আশ্বস্তা করিব। যদি আজ ইহাঁকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে, এই রাজকুমারী পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন।

হনুমান এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন, এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। তিনি সুসম্পন্ন, রাজশ্রীযুক্ত ও পরম সুন্দর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার উৎপত্তি; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিত্রগণকে অত্যন্ত সুখী করিতেন। রাম সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য, স্বজনপালক ও সুশীল। এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি ধর্ম্মরক্ষক ও জ্ঞানবান্। ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্য্যে বহুসংখ্যা রাক্ষসী নিহতা হয় এবং খর ও দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে, রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয়েন এবং মৃগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীকে অপহরণ করেন। পরে, রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন, এবং বালিকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের নিয়োগে জানকীর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বহির্গত হয়, এবং আমিও এই উপলক্ষ করিয়া মহাবেগে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকট

জানকীর যেরূপ রূপ, যেরূপ বর্ণ, এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীকেই পাইলাম। মহাবীর হনুমান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিতা হইলেন, এবং অলকসঙ্কুল মুখকমল উত্তোলন পূর্ব্বক সভয়ে শিংশপা বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হনুমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভরে অস্ফুটস্বরে, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার ঐ বানরকে দেখিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সুস্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার, এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকে নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল, তাহা সত্যই হউক।

অনন্তর হনুমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ হইলেন এবং বিনীত ও ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? কি জন্য মলিন কৌশের বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক এই স্থানে দণ্ডায়মানা আছ? রাবণ জনস্থান হইতে যাঁহাকে বল পূর্ব্বক আনিয়াছেন, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ, তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধি-রাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা, এবং ধীমান্ রামের ধর্ম্মপত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেকের সংকল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কহিলেন, যদি তুমি রামকে রাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাউক। পূর্ব্বে তুমি প্রীতিভরে

মাকে যাহা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক। তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর
ই ক্রূর নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ এবং বরপ্রদান বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক বিমোহিত
লেন এবং রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্যভার দিয়া
ং বনবাসী হও। তৎকালে, পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক
পেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল, এবং তিনি অবিচারিতচিত্তে ঐ বাক্য
ন স্বীকার করিলেন। দানই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রতিগ্রহ
রেন নাই, সত্যই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তেও মিথ্যা কহেন নাই।
র, ঐ ধর্ম্মশীল বীর রাজ্য-সঙ্কল্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জননীর হস্তে আমায় অর্পণ
রিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মতা হইলাম না, এবং শীঘ্রই বহির্গতা
য়া তাঁহার সহিত বনচারিণী হইলাম। বলিতে কি, রাম ব্যতীত স্বর্গসুখেও
মার স্পৃহা নাই। তখন মিত্র-বৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য
াগ্রে কুশচীর ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্য্য
রিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব গভীরদর্শন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা
হুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া আছি, এই অবসরে, দুরাত্মা রাবণ আমাকে
হরণ করিয়া আনে। এক্ষণে, সে দুই মাস আমার প্রাণরক্ষায় অনুগ্রহ
রিয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, আমি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিব।

তখন কপিবর হনূমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে
াগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দূতস্বরূপ আসি-
ছি; এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞা-
াছেন। যিনি ব্রহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল
জ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্ত্তার প্রিয় অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও
তর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

তখন জানকী, রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যারপরনাই পুল-
তা হইলেন; কহিলেন, "জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে,"
যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল।
ন্তর হনূমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন,
বি! আমি ধীমান্ রামের দূত, জাতিতে বানর। এক্ষণে তুমি এই রাম-
াঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন,
মি তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্তা হও,
খিও, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনূমানের হস্ত হইতে রামের কর-ভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, এবং রামের সমাগম-লাভে তাঁহার যেরূপ প্রীতি হয়, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেইরূপ প্রীতা ও প্রসন্না হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহুগ্রাসনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্টা হইয়া সমাদর পূর্ব্বক হনূমানকে কহিতে লাগিলেন বীর ! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিয়াছ, তখন তুমি সমর্থ ও বিজ্ঞ, সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্র-মকরপূর্ণ ও শতযোজন-বিস্তীর্ণ তুমি যখন ইহা গোষ্পদবৎ জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নিদেশে আগমন করিয়া থাক তবে আমার সহিত কপোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীর্য্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনি ধর্ম্মশীল রাম ও লক্ষ্মণের কুশল বার্ত্তা জানিতে পারিলাম। দূত ! যদি রামে কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যা উত্থিত হইয়া, ক্রোধভরে এই সগাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছে না ? অথবা, দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে। কি বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন ? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জ চেষ্টা করিতেছেন ?*

---

* সুন্দরাকাণ্ডম। ষট্‌বিংশঃ সর্গঃ।

ভূয় এব মহাতেজা হনূমান্ পবনাত্মজঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ॥
বানরোঽহং মহাভাগে। দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুরীয়কম্॥
প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা।
সমাশ্বসিহি ভদ্রন্তে ক্ষীণদুঃখফলাহ্যসি॥
গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্ত্তুঃ করবিভূষিতম্।
ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ॥
চারু তদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
বভূব হর্ষোদগ্রঞ্চ রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্॥
ততঃ সা হ্রীমতী বালা ভর্ত্তুঃ সন্দেশ হর্ষিতা।
পরিতুষ্টা প্রিয়ং কৃত্বা প্রশশংস মহাকপিম্॥
বিক্রান্তস্ত্বং সমর্থস্ত্বং প্রাজ্ঞস্ত্বং বানরোত্তম।
যেনেদং রাক্ষসপদং ত্বয়ৈকেন প্রধর্ষিতম্॥

হনূমান উত্তর করিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ াপ্ত হইবামাত্র বানর ভল্লুক সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। নন্তর জানকী আপনার মঙ্গল-সংকল্পে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি প্রয়বাদী; উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপ তুষ্টা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ামি তোমার সন্দর্শনে যারপরনাই পুলকিতা হইয়াছি। এক্ষণে এই াকশীর্ণ দেহে যেরূপে রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থা হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্র ইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর। আমি এই যে চূড়ামণি তোমায় র্পণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে। তিনি ক্রোধভরে হ্মাস্ত্র দ্বারা কাকের যে একচক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট এ থা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত, তুমি আমার বাক্যে ইহাও হিবে, "নাথ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্ব্বেকার তিলক বিলুপ্ত হইলে, মি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটী তিলক রচনা করিয়া দেও। মি মহাবীর, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণতুল্য; এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া াক্ষসপুরীতে বাস করিতেছে! জানি না, তুমি ইহা কিরূপে সহ্য করিয়া আছ! ামি এতদিন এই চূড়ামণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম; দুঃখশোকে তোমায় াটলে যেমন আহ্লাদিতা হইয়া থাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে ত্যন্তই সুখিনী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকট পাঠাই- াম, কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এস্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে

শতযোজনবিস্তীর্ণঃ সাগরো মকরালয়ঃ।
বিক্রমশ্লাঘনীয়েন ক্রমতা গোষ্পদীকৃতঃ॥
ন হি ত্বাং প্রাকৃতং মন্যে বানরং বানরর্ষভ।
যস্য তে নাস্তি সন্ত্রাসো রাবণাদপি সম্ভ্রমঃ॥
অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ! ময়া সমভিভাষিতুম্।
যদ্যসি প্রেষিতস্তেন রামেণ বিদিতাত্মনা॥
প্রেষয়িষ্যতি দুর্দ্ধর্ষো রামো ন হ্যপরীক্ষিতম্।
পরাক্রমমবিজ্ঞায় মৎসকাশং বিশেষতঃ॥
দিষ্ট্যা চ কুশলী রামো ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥
কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিন্নু সাগরমেখলাম্।
মহীং দহতি কোপেন যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥
অথবা শক্তিমন্তৌ তৌ সুরাণামপি নিগ্রহে।
মমৈব তু ন দুঃখানামস্তি মন্যে বিপর্য্যয়ঃ॥
কচ্চিন্ন ব্যথতে রামঃ কচ্চিন্ন পরিতপ্যতে।
উত্তরাণি চ কার্য্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ॥

নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য দুর্বিষহ দুঃখ, মর্ম্মভেদী বাক্য ও রাক্ষস-সহবাস সহিয়া আছি। আমি আর একমাস প্রাণ রক্ষা করিব; এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহ-পাত করিব। দুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে; এক্ষণে যদি তোমার কালবিলম্ব হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।”

অনন্তর হনুমান, চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীকে নতশিরে অভিবাদন পূর্ব্বক, প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজল নয়নে গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্য সহ সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন কৃপা করিয়া অবিলম্বে এই দুঃখ হইতে আমায় উদ্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তীব্র শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভর্ৎসনার কথা পুনঃ পুনঃ কহিবে। দূত! এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর।

হনুমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া রাবণের বিহার-বন এবং মন্দির বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, এবং জম্বুমালী প্রভৃতি কয়েক জন রাক্ষসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনাশ করিলেন। অবশেষে, রাবণের আজ্ঞায় তাঁহার পুত্র ইন্দ্রজীৎ, হনুমানকে ধরিয়া রাবণ-সন্নিধানে লইয়া আসিলেন। দূত অবধ্য বিবেচনা করিয়া রাবণ, হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। প্রজ্বলিত লাঙ্গুল লইয়া হনুমান লম্ফ দিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে লাগিলেন, এবং এইরূপে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, অবশেষে সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক রামের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

মহাবীর হনুমান রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীকে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেছেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ, এবং রাম প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে কানন-শোভিত প্রস্রবণ শৈলে গমন করিলেন। তথায় বানরগণ, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্ব্বক জানকীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসীগণ-কৃত ভৎর্সনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণ-নির্দ্দিষ্ট জীবিতকাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

হনূমান রামের হস্তে অভিজ্ঞান-স্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমণি প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত-যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণতীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী। আমি তথায় দেবী জানকীকে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে নিরুদ্ধা, রাক্ষসীগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। বিকটাকারা রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষকা। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিতা, তিনি দীনমনে নিরন্তর তোমার ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা ধরাতল, তাঁহার বর্ণ হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ প্রাণ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেব! আমি ইক্ষ্বাকুরাজকুলের খ্যাতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি; এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া স্ববক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্যভাবের কথা শুনিয়া সন্তুষ্টা হইয়াছেন। তোমার প্রতিই নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সমস্ত কার্য্য। অভিজ্ঞান-স্বরূপ তিনি এই চূড়ামণি দিয়াছেন, আমি যত্নপূর্ব্বক তাহা আনয়ন করিয়াছি। চিত্রকূটে তোমারই সমক্ষে একটী কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তিনি অভিজ্ঞান-স্বরূপ আনুপূর্ব্বিক সেই কথা কহিয়াছেন। তুমি মনঃশিলা দ্বারা তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি পুনঃ পুনঃ তাহা স্মরণ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, আমি আর এক মাস কাল জীবিতা থাকিব, পরে রাক্ষসগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। এক্ষণে, তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার, তাহার উপায় কর।

অনন্তর রাম জানকী-প্রদত্ত ঐ মণিরত্ন হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু বৎস-দর্শনে যেরূপ স্নিগ্ধা হয়, এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন জানকীকে অর্পণ করিয়া-ছিলেন; আজ এই মণিরত্ন দেখিয়া, পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার বারংবার স্মরণ হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেছেন; আজ বোধ হইতেছে, আমি যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম। সৌম্য!

তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জলসেক দ্বারা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যেরূপ চৈতন্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণের সঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ! আমি জানকী-ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম; ইহা অপেক্ষা আমার আর কি কষ্টকর আছে! আমি সেই কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না। হনূমান! এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছ, আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরুস্বভাবা, জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কাল হরণ করিতেছেন! অন্ধকার-মুক্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাশূন্য হইয়াছে। জানকী কি কহিলেন, তুমি আমাকে যথার্থ বল; রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ, তাঁহার বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল, সেই মধুরভাষিণী কি বলিলেন? বল, তিনি দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া, কিরূপে জীবিতা আছেন?

মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি যে কার্য্য-সাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দুষ্কর কার্য্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছে। এই বলিয়া, রাম রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কিঞ্চিৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, সুগ্রীবের সমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে, মন উদাস হইয়া উঠে! অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য; জানি না, বানরগণ কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইবে!

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে, অতঃপর শোক করিবার আর কারণ কি? এক্ষণে তুমি ইহার উপায় অবধারণ কর। যেরূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, যেরূপে লঙ্কানগরী লাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্র-বক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সুরাসুরও লঙ্কা আক্রমণে সাহসী হন না। লঙ্কার সম্মুখ পর্য্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক; বানর-সৈন্য দ্বারা সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার করিব।

অনন্তর রাম সুগ্রীবের এই যুক্তি-সঙ্গত বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন, তপোবল, সেতুবন্ধন বা জলশোষণ, যে কোন উপায়েই হউক, আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিব। দুরাত্মা রাবণ জানকীকে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে, প্রাণসত্ত্বে আর কোথাও গিয়া পরিত্রাণ পাইবে না। আসন্ন কালে স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্বস্ত হয়, সেইরূপ জানকী আমার এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তর ফাল্গুনী, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। সুগ্রীব! চল, আমরা এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যুদ্ধার্থ বহির্গত হই। আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব। আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া, জানকীকে উদ্ধার করিব।

তখন মহাবীর [illegible]

নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শত সহস্র বানর লইয়া, সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমূল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল, মধুর এবং প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্য সকল লইয়া চল। পর্ব্বতাকার গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ, গর্ব্বিত বৃষভের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বামপার্শ্ব রক্ষা করুন। আমি সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যস্থলে থাকিয়া সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক গমন করিব। এবং মহাবীর জাম্বুবান, সুষেণ ও বেগদর্শী, এই তিনজন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

অনন্তর বানর-সৈন্য বর্ণ-সাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদসঞ্চারশব্দ, সাগরের গম্ভীর রব তিরোহিত করিয়া শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। সমুদ্রের কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক্ অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে; জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য, উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন, মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ যারপরনাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে; কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীকে দেখিতে পাইল; চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিল; বীর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট এবং লঙ্কাকেও আকুল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা আমার যোগ্য ও শ্লাঘ্য হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ, রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম

করিলেন, এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন গৃহ নির্জ্জন, কেবল একটীমাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ, রাবণকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেশকালোচিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি যদিও লোভে ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল, রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সৎপরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি সেরূপ অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর। সীতাকে ফিরাইয়া দেও।

অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, বরং শত্রু ও রুষ্ট সর্পের সহিত বাস করিবে, কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই। একটী জ্ঞাতি আর একটী জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের অলঙ্কার, জ্ঞাতিরা সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া থাকে। বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, শত্রুবিজয়ী ও ত্রিলোক-পূজিত ; বোধ হয়, তোমার চক্ষে ইহা সহ্য হইতেছে না। কুলকলঙ্ক! তোরে ধিক্, যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দিখণ্ড করিতাম।

তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এইরূপ কঠোর বচন শ্রবণ পূর্ব্বক গদাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্ম্মদৃষ্টি নাই। জানিও, প্রিয়বাদী হওয়াও সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শুভসংকল্পে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমা কর, এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হও। আমি চলিলাম, আমি শুভোদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রীতিকর হইল না! যাহার আয়ুঃশেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্য এইরূপ কহিয়া যথায় রাম ও

লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সুমেরু-শিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত। বানর বীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটী অনুচর উহাঁরা মহাবল ও মহাবীর; উহাঁদের অঙ্গে বর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র। সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচজন রাক্ষসকে দেখিয়া বানর গণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, এবং হনুমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটী সর্ব্বাস্ত্রধারী রাক্ষস, অপর চারিটী রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থ আসিতেছে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি বানরগণকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে কোন এক দুর্বৃত্ত রাক্ষস আছে। সে রাক্ষসগণের রাজা, আমি তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম বিভীষণ। সে, বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া, জনস্থান হইতে জানকীকে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণা তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা বহুসংখ্যা রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সুসঙ্গত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, "রাজন্! তুমি গিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ কর।" কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী; মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর বাক্য তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল, এবং দাসনির্ব্বিশেষে অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়; তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে গিয়া বল যে, বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ত্বরিতপদে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধ ভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিতভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে, সুযোগ পাইয়া উলূক যেমন বায়সগণকে বধ করিয়াছিল, সেইরূপ বানরগণকে বধ করিবে! তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্ত্তব্য সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম প্রসন্নমনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমি বিভীষণের উদ্দেশে কিছু কহিব, শুন। দেখ, বিভীষণ

এভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাঁহার কোনরূপ দোষ দেখা যায়, তথাচ
ামি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে
াশ্রয় দেওয়া, সাধুর অযশস্কর কার্য্য নহে। শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে
দাষ জন্মে। যদি কেহ উপস্থিত হইয়া একবার বলে "আমি তোমার,"
াহাকে অভয় দান করাই আমার ব্রত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ,
িই কেন উপস্থিত হউক না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন
র, আমি অভয় দান করিব।

অনন্তর ভক্তিমান বিভীষণ রামের অভয়প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া,
ারিজন বিধ্বস্ত অনুচরের সহিত গগণতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে
ণাম করিলেন। তাঁহার অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে,
তিনি রামকে ধর্ম্মানুগত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম!
ামি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি, যারপরনাই আমার
বমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য, এইজন্য আমি তোমার
রণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধন, রত্ন, সম্পদ ও মিত্র, সমস্তই
ারিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আয়ত্ত। রাক্ষস-
াজ রাবণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে, সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার
ধ্যম ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে সুররাজ
ন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। প্রহস্ত রাবণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি।
তনি কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ
াবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্ম্ম-নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম্ম ও শরাসন
ারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন! মহোদর,
হাপার্শ্ব ও অকম্পন, ইহারা রাবণের উপসেনাপতি। ইহাদের বলবীর্য্য লোক-
ালগণেরই অনুরূপ। রাবণের প্রধান সৈন্যদল দশ সহস্র কোটি হইবে।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া, মনে মনে
স্ত আন্দোলন পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! এক্ষণে সত্যই কহিতেছি,
ামি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া, তোমায় রাক্ষস-
াজ্যে অভিষিক্ত করিব। অতঃপর রাবণ ভূগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ
রুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মারই শরণাপন্ন হউক, সে আমার হস্তে কদাচই
ারিত্রাণ পাইবে না। আমি ভ্রাতৃত্রয়ের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি
াহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় ফিরিব না।

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আমি রাক্ষস বধ ও লঙ্কা পরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব, এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইহাঁকে রাক্ষসরাজ্যে অচিরাৎ অভিষিক্ত কর। তখন সুশীল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! আমরা এই সমস্ত বানর-সৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দেও। তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। রাম ইহাঁর জ্ঞাতি, সুতরাং সমুদ্র ইহাঁর কার্য্যে কদাচ ঔদাস্য করিবেন না।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্ব্বাস্য হইয়া, সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কুশাসনে শয়ন করিলেন। তিনি নিয়ম-নিবন্ধন অপ্রমাদে সেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীতা হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম এইকাল যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন, তথাচ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন মহাবীর রাম ধনুর্গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রোষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি যুগান্তবহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইলেন এবং ভীষণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ কম্পিত করিয়া, বজ্ররবে শরত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভয়ঙ্কর-বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, বায়ুর ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইল ; তরঙ্গজাল বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড-বেগে উত্থিত হইতে লাগিল, ধূমরাশি দৃষ্ট হইল !

তখন উদয়পর্ব্বত হইতে সূর্য্য যেরূপ উদিত হন, সেইরূপ সমুদ্র মধ্য হইতে মূর্ত্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ রত্নে শোভিত। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘ-বায়ুতে আকুল. তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদী। তিনি রামের সন্নিহিত

ইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, যু, আকাশ, জল, ও জ্যোতিঃ, এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃষ্ট পথ আশ্রয় পূর্ব্বক ভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দুস্তরতাই স্বভাব, হার বৈপরীত্যই বিকার। আমি অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ বা ভয়ক্রমে এই লরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। তথাপি তুমি যেরূপে আমায় র হইয়া যাইবে, আমি তাহা কহিতেছি। এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। নি পিতার বরে নির্ম্মাণ-দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইহাঁর থেষ্টই প্রীতি আছে। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু র্ম্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুর-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার য় ইহাঁর নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া, অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ, প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম নে ত্রয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। এইরূপে, নল বানরগণের াহায্যে, পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত, সমুদ্রের পরপার পর্য্যন্ত, সতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে, ঐ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ায় শোভা পাইতে লাগিল। নল-নির্ম্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত যোজন দীর্ঘ। অপূর্ব্ব সেতু মহাসাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা াইতে লাগিল!

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্য বিভাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হাবীর অঙ্গদ ও নীল স্ব স্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভ ন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বামপার্শ্ব আশ্রয় রিবেন। আমি লক্ষ্মণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্বুবান, সুষেণ বেগদর্শী, এই কয়েকটী বীর, সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন, এবং কপিবর গ্রীব, সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীর পশ্চিম পার্শ্ব রক্ষা করেন, সেইরূপ উহার শ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সুব্যবস্থায় বানর-সৈন্য হ-বিভাগে রক্ষিত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা াইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করিবার সঙ্কল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড কাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন সখে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালী

ক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দেও। তখন সুগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যারপর নাই ভীত হইয়া, রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! যিনি, কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন, এক্ষণে সেই রাম জানকীর অন্বেষণক্রমে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন, এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে বসুমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্ব্বতাকার ভল্লুক সৈন্যে আচ্ছন্না। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ নয় সীতা সমর্পণ করুন।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, শুক ও সারণ নামে দুইজন অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতু বন্ধন এবং বানর-সৈন্যের সমুদ্র-লঙ্ঘন, উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতু-বন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব? যাহা হউক, প্রতিপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্য-সংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কেই বা প্রকৃত বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। রাম ও লক্ষ্মণের বলবীর্য্য ও অস্ত্র শস্ত্র কি প্রকার, তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ, রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণ পূর্ব্বক, রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানর-সৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর, গুহা ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। শুক সারণ ছদ্মভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা ঐ প্রচ্ছন্নচারী চরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণ পূর্ব্বক রামের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর। তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যারপর নাই ভীত হইল এবং প্রাণ-রক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, বীর! আমরা

দুইজন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্য সংখ্যা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, যদি তাহাদিগের যথাযথ সমস্ত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভুনিয়োগ সম্যক্ রক্ষা হইয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা পুনর্ব্বার দেখ। কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই তোমাদিগকে সমস্ত দেখাইতে পাবেন। তোমরা ধৃত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাঁহাতে আবার ধৃত হইয়াছ, বিশেষতঃ, তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটী রাক্ষস যদিও গূঢ় চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া, আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বলিও, "তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ, অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবান্ধবে, যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষস-সৈন্য শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিব। আমি কল্য প্রাতেই, ইন্দ্র যেরূপ দানবগণের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ তোমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।"

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্ম্মবৎসল রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য ধৃত করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব, এই চারিজন লোকপাল-সদৃশ মহাবীর যখন একস্থানে মিলিয়াছেন, তখন তাঁহারা সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক আবার স্বস্থানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার অস্ত্র শস্ত্র, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে। রাজন্! আপনি এখনই গিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি করুন।

তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, যদি

সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ, তজ্জন্য অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছি। রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, বানর-সৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত তুষার-ধবল অতুচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমুদ্র, পর্ব্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানরসৈন্য ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দ্দেশক্রমে মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল সুগ্রীব, বালিতনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনূমান, দুর্জ্জয় জাম্বুবান, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গয়, গবাক্ষ, শরভ, উমন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন।

অনন্তর রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে, বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মস্তক এবং প্রকাণ্ড ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীকে রাক্ষসী-মায়ায় মোহিতা করিব।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব, রাবণের আদেশ পাইবামাত্র, মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশোক বনে চলিলেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ সীতাকে প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি তোমায় নানারূপ সান্ত্বনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্য্যা হও। মূঢ়ে! রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায় আর কি হইবে? অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধিশ্বরী হইয়া থাক।

রাম আমার বধ-সংকল্পে সুগ্রীব-সংগৃহীত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রপ্রান্তে উপস্থিত হন। তিনি সূর্য্যাস্তের পর, সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই পথশ্রান্ত ও সুখে নিদ্রিত। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরে সর্ব্বপ্রথমে ঐ সৈন্যমধ্যে আমার কএকটী

ঃর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত রাক্ষসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈন্যগণকে বিনাশ করে। তৎকালে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; মহাবীর প্রহস্ত, ক্ষিপ্তহস্তে অসি প্রহার পূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদৃচ্ছাক্রমে পলায়ন করিতেছিল, ইত্যবসরে বলপূর্ব্বক ধৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্সের সহিত অনুদ্দিষ্ট; সুগ্রীবের গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনুমানের হনূ বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্বুবান জানুদ্বয়ে উত্থিত হইতেছিল, ইত্যবসরে অস্ত্র দ্বারা বৃক্ষবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; এবং অঙ্গদ শরচ্ছিন্ন ইয়া রুধির উদ্গার পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানর-সৈন্য হস্তীর পদ ও থচক্রে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের ধ্যে কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হন্যমান। সিংহেরা যেরূপ হস্তী-থের অনুসরণ করে, সেইরূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান য়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে পতিত, কেহ বা আকাশে লুক্কায়িত হইল, ভল্লুকগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাক্ষসেরা সমুদ্রতীরে র্ব্বত ও কাননে যত বানর ছিল তৎসমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার ামী রাম সসৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ, তাহার শাণিতলিপ্ত ধূলিধূসর মস্তক আনিয়াছি!

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব, মায়ামুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল, এবং রাক্ষস-াজ রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রামের প্রিয়দর্শন মুণ্ড জানকীর সম্মুখে নক্ষেপ পূর্ব্বক তথা হইতে শীঘ্র অন্তর্ধান করিল। রাবণও ত্রিলোক-প্রথিত াস্বর শরাসন, "ইহা রামের" বলিয়া, তথায় নিক্ষেপ করিলেন।

জানকী রামের ছিন্নমুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দেখিলেন,—সেই নেত্র, সেই র্ণ, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই ললাট, সেই চূড়ামণি! জানকী কম্পিত দেহে র্চ্ছিতা হইয়া ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ রিয়া ছিন্ন মুণ্ড সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন,— া বীর! শেষে আমার এই দশা ঘটিল! যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, াজ তিনিই বিনষ্ট হইলেন। আর্য্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা, ক্ষণে বৎসলা ধেনুর ন্যায় তাঁহাকে বিবৎসা করিল! হা নাথ! আমি াক্ষাৎ করালা কালরাত্রি! আমিই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলপূর্ব্বক ানিয়াছিলাম, বুঝি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে! নাথ! তুমি নিশ্চয়ই র্গে পিতা দশরথ প্রভৃতি পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। বোধ হয়

আমি পূর্ব্ব জন্মে পাপিষ্ঠা ছিলাম, তজ্জন্য আজ অতিথিপ্রিয় রামের পত্নী হইয়াও শোকে পড়িলাম। রাবণ! তুই শীঘ্র আমাকে রামের মৃত দেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্ত্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড দর্শন পূর্ব্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক রাক্ষস-রাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত, অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ আছে, আপনি গিয়া উহাঁ-দিগকে একবার দর্শন দিন। রাবণ দ্বাররক্ষকের এই কথা শুনিয়া, অশোক বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন, এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাক্ষসী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন। জানকী ভর্তৃশোকে হত-চেতনা; বড়বা যেরূপ শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিবন্ধন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া পুনরুত্থিতা হয়, সরমা তাঁহাকে সেইরূপ দেখিলেন। স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকট উপস্থিতা হইলেন এবং সখীস্নেহে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! আমি এতক্ষণ তোমার জন্য জনশূন্য নিবিড় বনে প্রচ্ছন্না থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলাম। রাক্ষসরাজ রাবণ যে কারণে শশব্যস্তে নিস্ক্রান্ত হইলেন, আমি বহির্গতা হইয়া তাহাও জানিলাম। সৌপ্তিক যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক। সুরগণ যদ্রূপ সুররাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হন, তদ্রূপ বানরেরা রামের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে। মহাবীর রামের ভুজযুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন, এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম। তিনি সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্ম্মশীল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বলবীর্য্য অচিন্তনীয়, তিনি সদ্বংশীয় ও নীতি-কুশল। জানকি! সেই বিজয়ী বীর নষ্ট হন নাই। উগ্রপ্রকৃতি রাবণ কুমতিও

কার্য্যকারী, সে সর্ব্বভূত-বিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়া-প্রভাবে
মাহিতা করিয়াছে। দেবি! আমি তোমাকে একটী শুভ সম্বাদ দিতেছি,
শুন। দেখিলাম, মহাবীর রাম, লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া
সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পূর্ণব্রহ্ম এবং স্বমহিমায়
রক্ষিত, বানরসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাবণ এইমাত্র রাক্ষস-
গণকে তথায় পাঠাইয়াছিল। তাহারা রামের সমুদ্র পার হইবার সংবাদ
আনিয়াছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা
করিতেছে।

ইত্যবসরে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভীষণ সিংহনাদ
উত্থিত হইল! তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীর সহিত কহিতে
লাগিলেন, সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জ্জন সদৃশ ভীম রবে রণ-
সজ্জার সঙ্কেত করিতেছে। এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ। মত্ত মাতঙ্গগণ সুসজ্জিত
এবং অশ্ব সকল রথে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বারূঢ় বহুসংখ্য বীর
যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রাশহস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান; যেরূপ বেগবান্ জলস্রোতে
সাগর পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভুত-দৃশ্য রাক্ষস সৈন্যে রাজপথ পূর্ণ
হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অগ্নির যাদৃশ নানারূপ
রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাণিত শস্ত্র, চর্ম্ম ও বর্ম্মের নানাবর্ণ প্রভা দৃষ্ট হই-
তেছে। সমরগামী চতুরঙ্গ সৈন্য যারপরনাই ব্যস্ত সমস্ত। ঐ শুন ঘণ্টানিনাদ,
ঐ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, ঐ তূর্য্যরব এবং অশ্বধারী
সৈন্যগণের তুমুল কলরব। জানকি! এক্ষণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী
ভাগ্যশ্রী সুপ্রসন্না হইয়াছেন। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন,
রাম সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমায় উদ্ধার করিবেন। তুমি
এই যে একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শীঘ্রই
ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রকলার ন্যায় সুন্দর,
তুমি অচিরে তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্থূলধারে আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিবে।
মেঘ যেমন উত্তাপদগ্ধা পৃথিবীকে জলধারায় পুলকিতা করে, সেইরূপ সরমা
শোকসন্তপ্তা জানকীকে এইরূপ বাক্যে পুলকিতা করিলেন।

এদিকে রাবণ অশোক কানন হইতে সভা গৃহে আসিলে তাঁহার মাতামহ
সুবিজ্ঞ মাল্যবান তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! যে রাজা নীতিসম্মত
কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি চিরকাল ঐশর্য্যশালী থাকেন এবং শত্রুগণ

তাঁহার বশীভূত হয়। এক্ষণে, তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তিনি যে নিমিত্ত তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহার হস্তে সেই জানকীকে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বেরাও তাঁহার জয়শ্রী আকাঙ্ক্ষা করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত সন্ধি কর। যিনি মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছেন, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন, তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর। মাল্যবানের এই হিতকর বাক্য আসন্ন-মৃত্যু রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, তুমি শত্রুপক্ষকে অধিক বল স্বীকার করিয়া আমায় রুক্ষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে, আমি এরূপ আর কখনও স্বকর্ণে শুনি নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য ও দীন, যে পিতার ত্যাজ্যপুত্র, যে বনবাসী, কেবলমাত্র বনের বানর যাহার আশ্রয়, তুমি তাহাকে কি জন্য এত প্রবল জ্ঞান করিতেছ? আর, যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়স্থল, তাহাকে তুমি কি জন্য এত দুর্ব্বল জ্ঞান করিতেছ? আমি মহাবীর, হয়ত এই কারণে, আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষবুদ্ধি আছে। মাতামহ মাল্যবান রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক নগর রক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণদ্বারে, এবং মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিমদ্বারে নিযুক্ত করিলেন, পরে কহিলেন, আমিই উত্তরদ্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি মহাবল বিরূপাক্ষকে কহিলেন, তুমি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত পুরের মধ্যগুল্ম রক্ষা কর।

এদিকে রাম শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালিতনয় অঙ্গদ দক্ষিণদ্বারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন, এবং হনুমান পশ্চিমদ্বার নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও ঋষিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টাচরণ পূর্ব্বক বরদর্পে পর্য্যটন করিয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, লক্ষ্মণের সহিত উত্তরদ্বার অবরোধ করিব। এবং কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ, এই তিনজন মধ্যে গুল্ম

াক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটী সঙ্কেত রহিল যে
ানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা দুই ভ্রাতা,
াত্র বিভীষণ এবং তাঁহার চারিজন আমাত্য, এই সাতজন মনুষ্যরূপেই
াকিব।

অনন্তর রাম বিভীষণের অভিপ্রায়ানুসারে কুমার অঙ্গদকে আহ্বান-
র্ব্বক কহিলেন, সৌম্য! তুমি রাবণের নিকট যাও, এবং আমার বাক্যে
াহাকে গিয়া বল, রাক্ষসরাজ! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক নির্ভয়ে নিরুপ-
বে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছি, এক্ষণে আমি ভার্য্যাপহরণ-দুঃখে তোমার পক্ষে
াক্ষাৎ কৃতান্তের স্বরূপ হইয়া, দ্বাররোধ করিয়া আছি। রাক্ষস! যদি তুমি
ানকীকে প্রতিদান পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন না হও, তবে নিশ্চয়ই আমি
াণিত শরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায়
প্রতেজে গগণমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাবণের নিকট
পস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন, রাবণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট
াছেন। তখন অঙ্গদ উহাঁর অদূরে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জ্বলন্ত
হ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক
র্বসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন! অঙ্গদের কথায় রাবণ
তিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ!
তামরা ঐ নির্ব্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর। তখন চারিজন ভীষণ
ক্ষস, রাবণের আদেশমাত্র জ্বলন্ত অঙ্গাররূপ অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিল।
হাবীর অঙ্গদ ঐ পতঙ্গবৎ বাহুসংলগ্ন চারিটী রাক্ষসকে লইয়া, অত্যুচ্চ
াসাদোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন; তাঁহার উৎপতন-বেগে উহারাও
লিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গেল। অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদশিখর,
ল শৃঙ্গের ন্যায়, উন্নত দেখিয়া, পদভরে আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করিলেন।
ৎপরে পুনঃ পুনঃ স্বনাম কীর্ত্তন ও সিংহনাদ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও
নরদিগকে পুলকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা
াহার এই অদ্ভুত বীরকার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইল, এবং ঘন ঘন সিংহনাদ
রিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং সৈন্যগণকে, শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করি-
র জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামাত্র

সহসা তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব স্ব বলবীর্য্যের গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত গদা এবং সুতীক্ষ্ণ শূল শক্তি ও পরশু দ্বারা বানরদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহ দিগকে গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, নখ ও দন্ত দ্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল বানরগণের মধ্যে সুগ্রীবের জয়, এবং রাক্ষসগণের মধ্যে রাবণের জয়, চতু র্দ্দিকে কেবলই এই "জয় জয়" শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উল্লেখ পূর্ব্ব স্ব স্ব বীর খ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপ এবং বানরগণ নিম্নে ভূপৃষ্ঠে; রাক্ষসেরা বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূ প্রহার করিতে লাগিল, এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্ব উহাদিগকে বাহুবলে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে ঘোরত যুদ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রক্ত মাংসের কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া গেল!

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইল; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত হইল। জাতবৈ বানর ও রাক্ষসের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকা তুই বানর, তুই রাক্ষস, এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করি লাগিল। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণবর্ণ ও স্বর্ণ-কবচধারী সুতরাং উহারা প্রদীপ্ত ওষধি-যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ফলতঃ ঐ বীরঘাতিনী ঘোর রাত্রি তৎকালে কালরাত্রির ন্যায় একা দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল। তখন রাম, যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ, এই ছয়জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষ মধ্যে প্রদীপ্ত ছয়টী শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমর্ম্ম হইয় তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। মহারথ রাম জ্বলন্ত অগ্নিকল্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক বিদিক নির্ম্মল করিয়া দিলেন।

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রজিতের অ ও সারথি বিনষ্ট হইল, তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাকষ্টে পরিত্রাণ পাইলেন। অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষণকে ঘোর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে উহাঁদিগকে পরাভূত করা নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগ পূর্ব্বক উহাঁদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, রামও লক্ষণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া পতিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে

রবিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত, নিঃশ্বাস মন্দ মন্দ হইতেছে। দুই মহাবীর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ দেহে হেমময় ধ্বজদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া হিলেন, যূথপতিগণ জলধারাকুল লোচনে উহাঁদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

ইত্যবসরে বানরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় গরুড়কে দেখিতে াইল। বিহগরাজ গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র, যে সমস্ত ভীমবল সর্প রক্নপী হইয়া রামও লক্ষণকে বন্ধন করে, তৎসমুদায় পলায়ন করিল। খন গরুড় ঐ দুই মহাবীরকে অভিনন্দন পূর্ব্বক উহাঁদিগের অঙ্গ স্পর্শ রিয়া উহাঁদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শ াত্র উহাঁদের ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্রীলাবণ্য শোভিত স্নিগ্ধ হইল, এবং তেজ ও বলবীর্য্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। বিহগরাজ গরুড় মকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বায়ুবেগে আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। তখন যূথপতি বানরেরা, রাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া, ঘন ঘন াঙ্গুল কম্পন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীনাদ উত্থিত হইল, ৃঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল, এবং অনেকে হৃষ্টমনে শঙ্খধ্বনি করিতে বৃত্ত হইল।

তখন রাক্ষসেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নির্গত হইল, এবং প্রাকারে আরোহণ র্ব্বক দেখিল, কপিরাজ সুগ্রীব বানরসৈন্য রক্ষায় নিযুক্ত, এবং রাম ও লক্ষ্মণ াবণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও উত্থিত। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা যারপরনাই বিষণ্ণ হইল, উহাদের মুখকান্তি মলিন ও দীন হইয়া গেল। অনন্তর হারা ভীতমনে প্রাকার হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক রাবণের নিকট গিয়া হিল, মহারাজ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক িশ্চেষ্ট করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম, সেই দুই গজেন্দ্র-বিক্রম ীর, হস্তী যেরূপ বন্ধনমুক্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। াক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধভরে ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে াগিলেন, এবং ধূম্রাক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি বহুসংখ্য ৈন্য লইয়া, রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্য বহির্গত হও। ূম্রাক্ষ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হনুমান ধূম্রাক্ষের শরজালে বানরগণকে পীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে হার সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরক্ত, িনি বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। মহাবীর উদ্যত শিলাখণ্ড ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য

করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ, শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গদা উদ্যত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উহাঁর রথ চূর্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহনাদ পূর্ব্বক গদা হস্তে উহাঁর অভিমুখে গমন করিলেন, এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁর মস্তকে ঐ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন হনুমান শৈলশৃঙ্গ দ্বারা ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধূম্রাক্ষ সর্ব্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতবৎ সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া মহাবেগে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবীর ধূম্রাক্ষের বধসংবাদে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদংষ্ট্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষস-সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ বহির্গত হও, এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শত্রু রামের বিনাশ সাধন করিয়া আইস। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, এবং সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন হনুমান সংবর্ত্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ রোষে আরক্ত-লোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর নিমেষমাত্রে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় জ্বলন্ত নেত্রে উত্থিত হইলেন, এবং সুশাণিত খড়্গ দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল, এবং নেত্র উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেরা বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে ভীত হইল, এবং বানরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া লঙ্কার দিকে ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষস রাজ রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশ সংবাদে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক। এই অকম্পন শত্রু-দমনে সুনিপুণ, ইনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং যুদ্ধের

ধনায়ক, এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরকে
শ্চয়ই বিনাশ করিয়া আসিবেন। মহাবীর অকম্পন জলদকায়, তাঁহার
ণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর, সুরগণও তাঁহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেন
। ঐ মহাবীর তপ্তকাঞ্চনখচিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যে
ষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। অনন্তর, উভয় পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি,
দা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার
রিতে লাগিল। বানরেরা পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত
ইল। রাক্ষসেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস ও তোমর দ্বারা বানর-
ণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন অকম্পন ভীমদর্শন হনুমানকে
াগমণ করিতে দেখিয়া, শশব্যস্তে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ চতুর্দ্দশবাণে
াহাকে বিদ্ধ করিলেন। পরে হনুমান একটী বৃক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত
গ প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তদ্দারা অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া
লিলেন। অকম্পন তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের বধসংবাদ পাইয়া দীনমুখে সচীব-
ণর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ও উহাঁদের সহিত
ৎকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য নগর মধ্যে
র্গত হইলেন। দেখিলেন, ধ্বজপতাকা-শোভিতা লঙ্কাপুরী বহুব্যূহে
ষ্টিতা ও রাক্ষসগণে রক্ষিতা হইতেছে। পরে তিনি যুদ্ধ-বিশারদ সেনা-
ত প্রহস্তকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! এই লঙ্কপুরী বিপক্ষ সৈন্যে
রুদ্ধা এবং ইহা বলপূর্ব্বক নিপীড়িতা হইতেছে, এক্ষণে যুদ্ধ ব্যতীত
ার উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি,
জিৎ অথবা নিকুম্ভ, এই কয়েকজন ব্যতীত এই কার্য্যভার আর কে
ন করিবে? অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভূত সৈন্য লইয়া
া নির্গত হও। প্রহস্ত যুদ্ধে নির্গত হইলেন। অনন্তর রাম প্রহস্তকে
ীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে
বীর বহুসংখ্য সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে? এবং
ার বলবীর্য্যই বা কিরূপ? বিভীষণ কহিলেন, রাম! ঐ বীর, রাক্ষসরাজ
ণের সেনাপতি, উহাঁর নাম প্রহস্ত। লঙ্কার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য
ত আছে, তাহার তৃতীয় ভাগ ইহাঁরই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্ত্রজ্ঞ
ীর, ইহাঁর বলবিক্রম সর্ব্বত্রই প্রথিত আছে। অনন্তর সেনাপতি নীল,

বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। উহাঁরা দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমমূর্ত্তি, এবং দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রে ন্যায় হিংস্র। সেনাপতি প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক মুসলাঘাত করিলেন। মুসল তাঁহার ললাটপট্ট ভেদ করায় রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্ত ঐ বৃক্ষ প্রহার লক্ষ্য না করিয়া, মুসল গ্রহণ পূর্ব্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইলেন। নীলও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন, এবং উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি হতজীবন ও অবশেন্দ্রিয় হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িলেন, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় রক্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে, রাক্ষস-সৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া, লঙ্কার দিকে পলাইতে লাগিল।

অনন্তর সৈন্যগণ, রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রহ বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ শু মাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার মন শোকে অভিভূত হ তিনি কহিলেন, রাক্ষসগণ! যাহারা আমার সেনাপতি সুর-সৈন্য-নি প্রহস্তকে সসৈন্যে বিনাশ করিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। অতএব আমি স্বয়ংই তাহাদের সাধনের জন্য সেই অদ্ভুত যুদ্ধভূমিতে যাত্রা করিব। দীপ্ত হুতাশন বনস্থল দগ্ধ করে, সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে করিব। এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু রাবণ সদশ্বযোজিত অঙ্গারকল্প রথে আরো করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ র পুণ্যস্তবে পূজিত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন, এবং পর্ব্বতপ্রমাণ দীপ্ত জ্বলন্তনেত্র রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া, ভূতপরিবৃত রুদ্র দেবের ন্যায় শো পাইতে লাগিলেন।

বৃহৎ মৎস্য যেমন পূর্ণ সমুদ্রের প্রবাহ ভেদ করে, সেইরূপ রাবণ বান

ন্যের মধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব, রাবণকে শর
াসন হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া, বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক
ভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ
ক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শরে সুগ্রীব-নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ চূর্ণ
রিয়া ফেলিলেন, এবং অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অজগরভীষণ কৃতান্তদর্শন এক
র নিক্ষেপ করিলেন। শর বজ্রদেহ সুগ্রীবকে অক্লেশে ভেদ করিল, সুগ্রীবও
ার্তরবে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়,
ষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ ও নল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাবণের প্রতি
হাবেগে ধাবিত হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানর-নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ, শিলা
র্ণ করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভীমকায় বানরগণের
ধ্যে অনেকে রাবণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইল, অনেকে আহত ও অনেকে
তলে পতিত হইল, এবং অনেকেই ভীত হইয়া কাতর স্বরে রামের আশ্রয়
ইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আর
শ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, তিনি ধনুর্ব্বাণ হস্তে উত্থিত হইলেন।
ত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,
ার্য্য! দুরাত্মা রাবণের সংহার কল্পে একমাত্র আমিই পর্য্যাপ্ত। এক্ষণে
াপনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি। রাম
নুমতি প্রদান করিলেন।

ইতিমধ্যে হনুমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক
ষ্টি প্রহার করিলেন। রাবণ তীক্ষ্ণ শরে হনুমানকে বিদ্ধ করিলেন! হনুমান
াণিতাপ্লুত কলেবরে পতিত হইলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া
াবণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু রাবণের শরে বিদ্ধ হইয়া
তলে পড়িলেন।

তখন রাম স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, এবং শাণিত শরজালে রাবণের রথ
র্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে, সুররাজ ইন্দ্র যেমন সুমেরুকে বজ্রাঘাত
রিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি উহাঁর বিশাল বক্ষে এক শরাঘাত করিলেন।
া মহাবীর, ইন্দ্রের বজ্র সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি রামের শরে কাতর ও
বচলিত হইলেন। তাঁহার শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল, তখন রাম প্রদীপ্ত
র্দ্ধচন্দ্র দ্বারা উহাঁর উজ্জ্বল কিরীট খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ
াবণ নির্ব্বিষ সর্প এবং নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং

যারপরনাই হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। তখন রাম কহিলেন, রাবণ! তুমি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছ, এক্ষণে তুমি পরিশ্রান্ত, এই কারণে আমি তোমায় বধ করিলাম না। অতঃপর অনুজ্ঞা দিতেছি, এখনই প্রস্থান কর। তুমি রণস্থল হইতে বীরগণের সহিত নির্গত হও, এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রাম কর, পশ্চাৎ রথোরোহণে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করিও। তখন রাবণ হতগর্ব্ব ও বিষণ্ণ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। রামও বানরগণের সহিত লক্ষ্মণকে সুস্থ করিয়া দিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্প ও বিমনা হইয়াছেন। সিংহের নিকট হস্তী ও গরুড়ের নিকট সর্প যেমন পরাস্ত হয়, তিনি সেইরূপ রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা এই উপস্থিত সঙ্কট দূর করিবার জন্য যত্ন কর। সকলে রাজপথ, পুরদ্বার ও প্রাকারে সমবেত হইয়া থাক। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাঁহাকে গিয়া জাগ-রিত কর। সেই মহাবীর সমস্ত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তিনি রাম লক্ষ্মণ ও বানর-গণকে শীঘ্রই বিনাশ করিবেন।

অনন্তর রাবণের আদেশে মহাবীর কুম্ভকর্ণ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, স্বর্ণখচিত লৌহময় শাণিত শূল গ্রহণ করিলেন। কুম্ভকর্ণ সেই সুরাসুর-হন্তা শত্রুশোণিত-রঞ্জিত প্রকাণ্ড শূল বেগে গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই যুদ্ধে যাইব এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বানর-গণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব। ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বানরগণ কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে হত ও আহত হইয়া পলায়ন করিল। কুম্ভকর্ণ ঘোর চীৎকার পূর্ব্বক রামের প্রতি দ্রুত পদে ধাবমান হইলেন। রাম সুশাণিত অস্ত্র দ্বারা উহাঁর হস্ত পদদ্বয় ছেদন করিলেন। কুম্ভকর্ণের হস্ত পদ খণ্ডিত, তিনি মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে অন্তরীক্ষে চন্দ্রের প্রতি রাহুর মত ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষ্ণ শরনিকরে উহাঁর মুখে আঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ভাস্করবৎ প্রখরজ্যোতিঃ ব্রহ্ম-দণ্ডতুল্য কৃতান্ত-সদৃশ ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং ঐ সুশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি বজ্রবৎ মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র বিধূম বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করালদর্শন, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে দিঙ্মণ্ডল

উদ্ভাসিত করিয়া ভীম বিক্রমে চলিল, এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডল-সমলঙ্কৃত গিরিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন! সূর্য্য যেমন অন্তরীক্ষে রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাস পূর্ব্বক শোভমান হন, সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুকথা শুনিয়া রাবণ যারপরনাই শোকাকুল হইলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় যুদ্ধে বহির্গত হইলেন। নরান্তক নামক রাবণের এক পুত্র অঙ্গদহস্তে নিহত হইলেন, এবং হনুমানের সহিত যুদ্ধে দেবান্তক নামক অপর পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর ত্রিশির-নামক রাবণের ভীমবল পুত্র হনুমানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং হনুমানের ভীষণ আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভ্রাতাদিগের মৃত্যু দেখিয়া, বীর অতিকায় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বানরদিগকে পরাস্ত করিয়া লক্ষ্মণের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণের অনেক অস্ত্র ব্যর্থ হইল। অবশেষে সুমিত্রা-নন্দন ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অতিকায়কে হত করিলেন।

বীর পুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দশানন শোকে ও ক্রোধে অধীর হইলেন, কিন্তু বীর-চূড়ামণি ইন্দ্রজিৎ পিতাকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধে নির্গত হইল। ইন্দ্রজিতের সম্মুখে বানরগণ তিষ্ঠিতে পারিল না; সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, হনুমান প্রভৃতি সকলে তাহার অস্ত্রে আহত হইল। স্বয়ং রাম লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতের বাণে অস্থির হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন; এবং বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ সহর্ষে পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যু-সংবাদ নিবেদন করিল।

ঘোর রজনীতে সকলে হত বা আহত হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে বিভীষণ হনুমানকে ডাকিয়া কৈলাস এবং ঋষভ পর্ব্বতের মধ্যগত এক পর্ব্বত হইতে ঔষধি আনিতে কহিলেন। হনুমান আদেশ পাইবামাত্র সমুদ্র এবং দেশ প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া তুষার-মণ্ডিতা পর্ব্বতশ্রেণীর সন্নিকট উপস্থিত হইলেন। ঔষধি অন্বেষণ করিয়া না পাইয়া, অবশেষে পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিলেন। ঔষধির গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল, বানরগণ পুনরায় বলপ্রাপ্ত হইল, এবং রাম লক্ষ্মণ পুনরায় সজীব হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রাক্ষসবীর কুম্ভ, নিকুম্ভ, সুগ্রীবের হস্তে এবং মকরাক্ষ রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। তৎপর ইন্দ্রজিৎ দ্বিতীয় বার যুদ্ধে বহির্গত

হইলেন, এবং মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া অনেক বানর সংহার করিলেন। পাপীষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ সীতার একটী মায়ারূপ রথে গ্রহণ করিয়া রামের সৈন্যের সম্মুখে তাহাকে খড়্গাঘাতে নিহত করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রুষ্ট হইলেন, এবং তুমুল সংগ্রামের পর মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিলেন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকথা শুনিয়া দেবতাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

রাক্ষসগণ বিষাদে মগ্ন হইল। পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীগণ কহিতে লাগিল হা! নিম্নোদরী বিকটা রাক্ষসী শূর্পণখা অরণ্যে রামের নিকট কেন গিয়া ছিল? রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সহিত এই শত্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়ছেন। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে হিতকর বাক্যে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা! যদি রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন, তবে এই লঙ্কা আজ শ্মশানতুল্য হইত না! এক্ষণে কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ শত্রু হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না! হায়! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্ত্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিলেন? এখন এই পুরী বীরশূন্য! আমরাও প্রাণে হতাশ! রাম যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দেয় পৃথিবীতে এমন আর কাহাকেই দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিতা করিণীর ন্যায় বিপন্না, এক্ষণে আমাদিগের উদ্ধারের আর পথ নাই।

রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চক্ষুর্জ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে যেন দগ্ধ করিয়া ক্রোধস্খলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষাকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা শীঘ্রই সৈন্যগণকে বল, তাহারা এখনই যেন যুদ্ধার্থ নির্গত হয়।

সারথি রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। রক্ষোরাজ রাবণ ঐ প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিলেন, এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া বীর্য্যাতিশয্যে যেন পৃথিবীকেই বিদারণ পূর্ব্বক বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে তূর্য্যরব উত্থিত হইল, এবং মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্খ বাদিত

হইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদয় এবং বিরূপাক্ষ, এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উহাদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করাল কৃতান্ততুল্য রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া, যে দ্বারে রাম ও লক্ষ্মণ, তদভিমুখে বেগগামী রথ চলাইলেন। সূর্য্য নিষ্প্রভ, চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইতস্ততঃ শকুনিগণ ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখচিত সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, কেহ চক্ষুকর্ণহীন, কেহ রুদ্ধশ্বাসে পতিত, কাহারও বা পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ! রাবণ ক্রোধবিঘূর্ণিত নেত্রে যেখানে চলিলেন, তথায় বানরেরা কিছুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটী শরে রাবণের নৃমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজচ্ছেদন করিলেন এবং সারথির কুন্তললাঞ্ছিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করিশুণ্ডাকার ধনুশ্ছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও উহার নীলমেঘাকার পর্ব্বত-সদৃশ অশ্বসকল পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহাঁর প্রতি ক্রোধভরে দীপ্ত অশনির ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশক্তি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, অর্দ্ধ পথেই উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শক্তিও ত্রিধা ছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুতা বিস্ফুলিঙ্গযুক্তা জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় ভূতলে পড়িল।

তখন রাবণ ভ্রাতৃবধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রে বলগর্ব্বিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি, তখন আমি উহাকে ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ করিব। এই শত্রু-শোণিত-লোলুপা শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবে। এই বলিয়া, মহাবীর রাবণ ঐ জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষঃ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষোমধ্যে গাঢ়তর নিবদ্ধ হইল। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া

২০

পড়িলেন। সমীপস্থ রাম উহাঁকে তদবস্থ দেখিয়া, ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারায় শোকাশ্রু বহিতে লাগিল।

ঐ সময়ে লক্ষ্মণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া, বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে-ছিলেন। তদ্দর্শনে রাম আরও বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইলেন এবং সুষেণকে কহিতে লাগিলেন, সুষেণ! ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধূলির উপর শয়ান দেখিয়া, জয়শ্রী লাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না! এখন যুদ্ধে আমার কাজ কি? এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই, তখন এই মহাবীর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন! এক্ষণে আমিও যমলোকে ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যাইব। একি দুরাবস্থা ঘটিল! হা! দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা লাভ করা যায় না। সুষেণ! এক্ষণে লক্ষ্মণ ব্যতীত আর আমার রাজ্যলাভে ফল কি? হা! আমি অযোধ্যায় গিয়া, পুত্রবৎসলা অম্বা সুমিত্রাকে কি বলিব? তিনি যখন পুত্র-শোকে আমার লাঞ্ছনা করিবেন, তখন তাহা কিরূপে সহ্য করিব? আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব? এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া যখন আমায় জিজ্ঞাসিবেন, "তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলে, কিন্তু তদ্ব্যতীত তুমি কেন প্রত্যাগত হইলে," তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব? না জানি, পূর্ব্বজন্মে আমি কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন! হা! ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও? আমি তোমার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তুমি কেন আমাকে সান্ত্বনা করিতেছ না? এক্ষণে উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ। আমি পর্ব্বত বা বন মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত ও বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধ বাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?

অনন্তর সুষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, মহাবীর! শ্রীমান্ লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। লক্ষ্মণ প্রসারিত দেহে শয়ান, উহাঁর হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত হওয়াতে, শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে। প্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! জাম্বুবান পূর্ব্বে তোমায় যাহার কথা বলিয়াছিলেন, তুমি সেই ঔষধি-পর্ব্বতে

যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে সকল ঔষধি জন্মিয়াছে, তাহা তুমি গিয়া শীঘ্র আনয়ন কর। অনন্তর মহাবীর হনুমান ঔষধি-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, আমি এই গিরিশৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। এই চিন্তা করিয়া, হনুমান পুষ্পিতবৃক্ষ-শোভিত নীলমেঘাকার ঔষধিশৃঙ্গ বারত্রয় আলোড়ন ও উৎপাটন পূর্ব্বক, তাহা দুই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং মহাবেগে সুষেণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণ পূর্ব্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, সুষেণ! আমি তোমার নির্দ্দিষ্ট ঔষধি অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই, এইজন্য সমগ্র শৃঙ্গই তোমার নিকট আনয়ন করিলাম। তখন সুষেণ ঔষধি পেষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন। বানরেরা প্রীত মনে পুনঃ পুনঃ উহাঁর সাধুবাদ করিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক, সূর্য্যের প্রতি রাহুর ন্যায়, রামের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতে বৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রসার শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর রামও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উহার প্রতি দীপ্ত-পাবকতুল্য স্বর্ণখচিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ রামকে ভূতলে দণ্ডায়মান এবং রাবণকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তখন সুররাজ ইন্দ্র মাতলিকে কহিলেন, মাতলি! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং গিয়া উহাঁকে বল, "দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন।" অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে যুদ্ধ দেখিয়া দেব গন্ধর্ব্বাদি ত্রাসিত হইলেন! অনন্তর সুরসারথি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর! এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর। রাবণের বিনাশকাল সমুপস্থিত। মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত্র, রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে অপরিচ্ছিন্ন প্রভাবে ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়ার্থী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত্র প্রদান করেন। পরে রাম, মহর্ষি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। উহা রুষ্ট সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং

কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিতা হইয়া উঠিল! রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্দ্ধর্ষ, কৃতান্তের ন্যায় দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝটিতি উহার বক্ষোভেদ ও প্রাণহরণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল ; তিনি বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীম বেগে ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভীত মনে দীন মুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। গর্ব্বিত বানরেরা হৃষ্ট মনে রামের জয়ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে সুরদুন্দুভি মধুর গম্ভীর নাদে বাজিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ সুগন্ধ সমীরণ চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল ; রামের রথোপরি দুর্লভ ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগণে দেবতারা রামকে স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকভীষণ রাবণের বধে সকলের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুলা হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। উহাদের কেশপাশ আলুলায়িত, বারবার নিবারিত হইলেও উহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে, সকলে হতবৎসা ধেনুর ন্যায় শোকাকুলা। ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্তা হইয়া ভীষণ যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী, রাবণকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা নাথ! তুমি ক্রোধবিষ্ট হইলে, স্বয়ং ইন্দ্র ও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিত না। মহর্ষি, যশস্বী, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিত। তুমি আজ একজন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলে! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বলবিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়াছিলে ; আজ কিনা একজন বনচারী মনুষ্য তোমাকে বিনাশ করিল! তুমি স্বয়ং কামরূপী, মনুষ্যের অগম্য এই লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভূমি। আজ একজন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল! রাক্ষসরাজ-মহিষী মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্নেহাবেগে রাবণের বক্ষে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎকালে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘে

উজ্জ্বলা বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উহাঁর সপত্নীগণ যারপরনাই কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে উহাঁকে ভর্ত্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত, ইহা কি তুমি জান না? এবং পুণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজলক্ষ্মী যে থাকেন না, ইহাও কি তুমি জান না? রাবণের পত্নীগণ রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

তখন ধর্ম্মশীল রাম বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কোনরূপ প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমার যাহা কিছু বক্তব্য, আমি বলি। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যদিও অধার্ম্মিক ও দুশ্চরিত্র, কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহাঁকে জয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তুমি ইহাঁর অগ্নিসংস্কার কর। তখন বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংস্কারে সত্বর হইলেন। পরে দেহ ভস্মসাৎ হইলে, তিনি কৃতস্নাত হইয়া আদ্রবস্ত্রে বিধিপূর্ব্বক দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে উহাঁর তর্পণ করিলেন, এবং সমস্ত স্ত্রীলোককে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উহারা সকলে প্রস্থান করিল।

অনন্তর হনুমান আদিষ্ট হইয়া, বিভীষণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। তিনি বৃক্ষ-বাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী অঙ্গ-সংস্কারাভাবে মলিনা এবং গ্রহভয়াতীতা রোহিণীর ন্যায় দীনা। তিনি রাক্ষসীগণে বেষ্টিতা এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দমনে উপবিষ্টা। তখন হনুমান নিকটবর্ত্তী হইয়া উহাঁকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! রাম তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং তিনি, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, সকলেই কুশলে আছেন। মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে বিভীষণের সাহায্যে রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশত্রু ও পূর্ণমনস্কাম।

তখন পতিব্রতা সীতা পরম প্রীতা হইয়া বাষ্পগদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে, ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখিনী হইতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। হনুমান, জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! তুমি ভর্ত্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। আমি তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শুনিবার

প্রার্থী; ইহা ধন, রত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিকতর। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয়ী ও সুস্থির দেখিতেছ, তখন ত বস্তুতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

হনুমান, রামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাকে সীতার কথা নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকীকে শীঘ্র আনয়ন কর। অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বীয়া পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম স্বয়ং তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

তখন পতিব্রতা সীতা স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া শিবিকায় উঠিলেন। বিভীষণ স্ত্রীলোকবহন-যোগ্য বাহকের দ্বারা উহাঁকে বহুসংখ্য রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ রাক্ষসরাজ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে স্থানান্তর করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। কিন্তু রাম কহিলেন, বিভীষণ! গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। অতএব, তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে অবলোকন করুক। বিভীষণ, রামের এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীতভাবে আনিলেন। জানকী রামের নিকট উপস্থিতা হইলেন, এবং বিস্ময়, হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্ত্তার প্রশান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহুদিনের অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্র-সুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দূর হইল, এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নির্ম্মল চন্দ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম বিনয়াবনতা জানকীকে দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া তোমাকে আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয়, আমি তাহাই করিলাম। আজ মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, আজ সুগ্রীবের সৎপরামর্শ ফলবান্ হইল। আর যিনি ভ্রাতাকে পরিত্যা করিয়া স্বয়ংই আমার আশ্রয় লইয়াছেন, আজ তাঁহারও পরিশ্রম সফল হইল

রামের এই কথা শুনিয়া জানকীর নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে ঐ নীলকুঞ্চিতকেশা কমললোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদ ভয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি কহিতে লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা করিয়াছি। আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব? তুমি যথায় ইচ্ছা, গমন কর।

জানকী রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর বাক্য শুনিয়া করিশুণ্ডাহতা লতার ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিয়া মৃদু ও গদ্গদ্ বাক্যে রামকে কহিলেন, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তবে আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি এই কথা শুনিলে সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনাকে জীবনসঙ্কটে ফেলিয়া া কষ্ট পাইতে না, এবং তোমার সুহৃদ্গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত । রাজন্! তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া, সাধারণ স্ত্রীজাতি নির্ব্বিশেষে ামায় ভাবিতেছ। কিন্তু আমার "জানকী" নাম কেবল জনকের সম্পর্কে হ, পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার চরিত্র ঝলে না, বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ তাহা মানিলে না, বং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তির বিচার করিলে না!

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদ স্বরে দুঃখিত ও ন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, ক্ষণে তাহাই আমার ঔষধ, মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আমি আর বাঁচিতে াহি না। ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ রিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদ্গণের মধ্যে রাম বনত মুখে উপবিষ্ট। সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতাগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে হিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী

অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সীতাকে অসতী জানিতেছেন ! যদি আমি সতী হই, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিল, জানকী দীপ্ত চিতানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্ব্ব-সমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবিষ্টা হইলেন। মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ দেখিলেন, সেই বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায়, অগ্নিতে প্রবিষ্টা হইলেন !

অনন্তর মূর্ত্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন ! জানকী তরুণসূর্য্যপ্রভা ও স্বর্ণালঙ্কার-শোভিতা, তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, দীপ্ত চিতানলের উত্তাপে তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্ব্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম ! এই তোমা জানকী, ইনি নিষ্পাপী। এই সচ্চরিত্রা বাক্য মন বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারা চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে তদবধি ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধা ও রক্ষিতা। ইনি এতদিন পরাধীনা ছিলেন, কিন্তু তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর এককাত্র গতি। ঘোররূপা ঘোরবুদ্ধি রাক্ষসীরা ইহাঁকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইত, এবং ইহাঁর প্রতি সর্ব্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত, কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল, এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপী। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্ম্মশীল রাম, ভগবান অগ্নির এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং হর্ষব্যাকুল লোচনে কহিলেন, দেব ! এক্ষণে আমি জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ, দোষ ইহাঁকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্য তেজে রক্ষিতা, সমুদ্রের পক্ষে যেরূপ তীরভূমি, রাবণের পক্ষে ইনিও সেইরূপ অলঙ্ঘ্যা। ইনি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্যা। প্রভা যেরূপ সূর্য্য হইতে অবিচ্ছিন্না, সেইরূপ ইনিও আমা হইতে বিভিন্না নহেন। ত্রিলোক মধ্যে ইনি পবিত্রা। কীর্ত্তি

যেরূপ মনস্বীর অত্যজ্য, ইনিও সেইরূপ আমার অপরিত্যজ্যা। এই বলিয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকীকে গ্রহণ পূর্ব্বক সুখী হইলেন।*

---

* বিংশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বিধূয়াথ চিতাং তান্তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ।
উত্তস্থৌ মূর্ত্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাম্॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজাম্॥
অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্।
দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্কে কৃত্বা বিভাবসুঃ॥
অব্রবীত্তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ।
এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে॥
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌটীর্য্যং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা॥
রাবণেনাপনীতৈষা বীর্য্যাৎসিক্তেন রক্ষসা।
ত্বয়া বিরহিতা দীনা বিবসা নির্জ্জনে সতী॥
রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা।
রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ॥
প্রলোভ্যমানা বিবিধং তর্জ্জ্যমানা চ মৈথিলী।
নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্ত্বদ্গতে নান্তরাত্মনা॥
বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রগৃহ্লীষ মৈথিলীম্।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং বরঃ।
দধ্যৌ মুহূর্ত্তং ধর্ম্মাত্মা হর্ষব্যাকুললোচনঃ॥
এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমান্দৃঢ়বিক্রমঃ।
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥
অবশ্যঞ্চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরং শুভা॥
বালিশো বত কামাত্মা দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি॥
অনন্যহৃদয়াং সীতাং মাচ্চিত্তপরিবর্ত্তিনীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্॥
ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেলামিব মহোদধিঃ॥
ন চ শক্তঃ সুদুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা॥
বিশুদ্ধা ত্রিষুলোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা॥
অবশ্যঞ্চ ময়া কার্য্যং সর্ব্বেষাং বো বচো হিতম্।
স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবঞ্চ বদতাং হিতম্॥

অতঃপর ইন্দ্রলোকগত রাজা দশরথ স্বর্গীয় বিমানযোগে রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, তিনি বিমলাম্বরধারী, এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান! রাজা দশরথও প্রাণাধিক পুত্র রামকে দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আজ লক্ষ্মণের সহিত তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নীহারনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আমি দুঃখমুক্ত হইলাম। বৎস! কৌশল্যার মনস্কাম পূর্ণ হইল, তিনি হৃষ্টমনে তোমায় অরণ্যবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিবেন। পুরবাসিগণের পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজ্যেশ্বর দেখিতে পাইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্ম্মচারী, শুদ্ধস্বভাব, অনুরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলিত হও, আমি এইটী দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতিকামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দ্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে এই দুষ্কর কার্য্যসাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হও।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি, প্রসন্ন হউন। "আমি তোমাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম," এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন। রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলে এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাম প্রসন্ন থাকিলে তোমার ধর্ম্ম লাভ হইবে, পার্থিব যশ ও স্বর্গ লাভ হইবে, এবং তুমি মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহাঁর শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হউক। বৎস জানকীর সহিত ইহাঁর সেবা করিয়া তোমার ধর্ম্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতা পুত্রবধূ জানকীকে মৃদুবাক্যে কহিলেন, রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তুমি রুষ্টা হইও না ইনি তোমার হিতার্থী, এক্ষণে কেবল তোমার শুদ্ধিসম্পাদন উদ্দেশে এইরূপ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি চরিত্রের পবিত্রতা যেরূপ রক্ষা করিয়াছ, সেরূপ নিতান্ত দুষ্কর, ইহা দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহানুভব দশরথ, রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইরূপ কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোক প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে বিভীষণ রামকে কহিলেন, কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উজ্জ্বল রথ ছিল। বলবান রাবণ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই রথ অধিকার করেন। এক্ষণে তাহা ত তোমারই হইয়াছে। তুমি এই রথ দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইবে। এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত, বৈদূর্য্যমণিবেদিযুক্ত, বহুকূটাগার-সম্পন্ন, পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজপতাকায় শোভিত, কিঙ্কিনীজাল-মণ্ডিত, এবং মণি-মুক্তাময় গবাক্ষে রমণীয়! রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

সকলে সবিশেষ সৎকৃত হইলে, রাম লজ্জানম্রমুখী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ধনুর্ধারী লক্ষ্মণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে উঠিলেন, এবং সমস্ত বানর, মহাবীর্য্য সুগ্রীব ও বিভীষণকে সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, মিত্রের যাহা করা উচিত, তোমরা তাহাই করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমাদিগের সকলকে অনুজ্ঞা দিতেছি, তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! এক্ষণে সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে কিষ্কিন্ধ্যায় যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিলাম, তুমি সচ্ছন্দে বসবাস কর। এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় চলিলাম, তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইরূপ কহিলে, সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া হৃষ্টচিত্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া, দেবী কৌশল্যাকে অভিবাদন পূর্ব্বক শীঘ্রই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইব। ধর্ম্মশীল রাম উহাঁদের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্গণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব, ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। অতএব তোমরা শীঘ্র রথে উঠ। অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুজ্ঞা ক্রমে আকাশ পথে উত্থিত হইল। রাম ঐ হংসযুক্ত যানে হৃষ্টমনে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর, ভল্লুক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে সুখে উপবেশন করিল।

অনন্তর রাম, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে, পঞ্চমীতিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের

আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যানগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছে? আমার মাতৃগণ ত জীবিতা? ভরদ্বাজ সহাস্য মুখে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী জটাধারী ভরত তোমার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া স্বগৃহ ও পুরের কুশল সম্পাদন পূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্ব্বভোগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় পিতৃনিদেশে ধর্ম্মকামনায় পদব্রজে বনে যাও, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশত্রু সুসমৃদ্ধ ও সবান্ধব দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এস্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন। অতঃপর রাম হনুমানকে কহিলেন, বীর! তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গমন কর। পথে বনবাসী নিষাদপতি গুহককে আমার বাক্যক্রমে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তিনি আমাকে গতক্লেশ, অরোগ ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন, এবং তোমাকে ভরতের বার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী, লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও, আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাত্রা এবং রামের আদেশ পালন করিলেন।

ভরত, হনুমানের মুখে এই কথা শুনিয়া, পর দিন প্রত্যূষে ভরদ্বাজের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক অশ্বারোহী ও পদাতি বহির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে লইয়া যানযোগে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। ধর্ম্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, বণিক ও মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। অশ্বের খুরশব্দ, হস্তীর বৃংহণ, রথের ঘর্ঘর ধ্বনি, ও শঙ্খদুন্দুভিরবে পৃথিবী বিচলিতা হইয়া উঠিল।

পথিমধ্যে রামের বিমান নয়নগোচর হইল। তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেরই মুখে কেবল "ঐ রাম, ঐ রাম," এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহাদিগের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উপস্থিত হইল। সকলে

যান বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভরত, প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক, প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। ঐ সময়ে শত্রুঘ্ন, রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্ব্বক, বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর রাম ও শোককৃশা বিবর্ণা জানকী, কৌশল্যার সন্নিহিতা হইয়া তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন ও পাদবন্দন করিলেন। পরে রাম, সুমিত্রা কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য ! আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম।

সকলে অযোধ্যায় উপনীত হইলে বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত যত্নবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে, তিনি এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, ও বামদেব, সুগন্ধী ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ, ষোলটী কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। পরে বশিষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রত্নমণ্ডিত সভামধ্যে রত্নপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন, এবং রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাঙ্ক-ধবল শ্বেত চামর ধারণ করিলেন। বায়ু ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রথিত অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণমালা এবং সর্ব্বরত্নশোভিত মণিময় মুক্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্ব্বেরা সঙ্গীত ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রামের অভিষেক কালে ভূমি শস্যবতী, বৃক্ষ ফলবান্ ও পুষ্প সুগন্ধী হইল।

পরে রাম জানকীকে মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার, নির্ম্মল বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান করিলেন। জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পূর্ব্বোপকার স্মরণ পূর্ব্বক হনুমানকে প্রদান করিতে অভিলাষিনী হইলেন এবং রামের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্টা আছ, তহোকেই এই হার প্রদান কর। তখন জানকী, যাঁহাতে তেজ, ধৈর্য্য, যশ, সরলতা, সামর্থ্য, বিনয়, নীতি, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত বিদ্যমান, সেই হনুমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্ব্বত যেমন শ্বেত মেঘে শোভিত হয়, সেইরূপ হনুমান ঐ হারে শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরগণ মর্য্যাদানুসারে বসন ভূষণে সমাদৃত হইতে লাগিল। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রধান বীরগণকে রাম বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগবস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। এইরূপে সকলে দানমানে পরিতুষ্ট হইয়া, মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর উদারস্বভাব নিঃশত্রু ধর্ম্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মনু প্রভৃতি পূর্ব্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তুমি আমার সহিত সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও, এবং পূর্ব্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছেন, তুমিও সেই ভার বহন কর। লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয় ও নিয়োগ বাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রামের রাজ্যকালে সমস্ত জনপদ দস্যুভয়শূন্য ছিল এবং কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও সকলেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিল। রামের প্রতি স্নেহবশতঃ কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোক সকল বহু পুত্রে পরিবৃত ছিল। সকলেই নীরোগ ও নিঃশোক, বৃক্ষে ফলমূল ও পুষ্প জন্মিত। পর্জ্জন্যদেব প্রচুর জল বর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র সুখস্পর্শ ছিল। সকলে স্বকর্ম্মে সন্তুষ্ট থাকিয়া স্বকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিল এবং কেহই মিথ্যা কহিত না।

রাম রাজ্য অধিকার করিলে একদা মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করিলেন। মহর্ষি কৌশিক ও কণ্ব প্রভৃতি পূর্ব্বদিক হইতে, ভগবান অগস্ত্য ও অত্রি প্রভৃতি দক্ষিণদিক হইতে, ভগবান কৌশেয় প্রভৃতি পশ্চিমদিক হইতে, এবং ভগবান বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও সপ্তর্ষিগণ উত্তরদিক হইতে আগমন করিলেন। প্রাতঃসূর্য্যকান্তি ঋষিগণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলে রাম উহাঁদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সৌভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি, তখন আমাদের কুশল। আমাদের পরম ভাগ্য যে, রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে! আজ আমরা জানকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি, এবং হিতকারী লক্ষ্মণ ও মাতৃগণের সহিত তোমাকে সুখী দেখিতেছি। অতএব আমরা তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। ঋষিগণ এইরূপ নানারূপ বাক্যালাপ করিয়া বিদায় লইলেন।

অনন্তর একদা মহারাজ রাম মধ্যকক্ষ্যায় উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন এবং নানা কথার প্রসঙ্গ পূর্ব্বক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এখন নগরে কি কি জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসীরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না? সকলে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে? এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেখ, রাজার কথা লইয়া, কি বন, কি নগর, সর্ব্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে। ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! পুরবাসীরা, আপনার কোন প্রসঙ্গ উত্থিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গীন ভালই বলিয়া থাকে। তাহারা এই রাবণবধজনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেন, ভদ্র! পুরবাসীরা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়া থাকে, তুমি যাথার্থ্যতঃ তাহাই বল, শুনিয়া ভালটা অনুষ্ঠান করিব, এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব। তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্তচিত্তে অসঙ্কোচে সমস্তই বল।

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পুর-

বাসীরা বনে উপবনে এবং পথে ঘাটে ভাল মন্দ যে সমস্ত কথা কহে কহিতেছি, শুনুন। তাহারা কহিয়া থাকে, মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন, এই কার্য্য অতি দুষ্কর, আমরা কখন শুনি নাই যে পূর্ব্বরাজগণ এবং দেব-দানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জ্জয় রাবণকে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি রাবণবধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন, এবং ঈর্ষাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না, রামের হৃদয়ে সীতা-সম্ভোগ-সুখ কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূতা ছিলেন। জানি না, রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না! রাজার যেরূপ আচরণ, প্রজারাও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্ব্বত্রই সকলেই এইরূপই কহিয়া থাকে।

তখন রাম এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন, এবং সুহৃদ্-গণকে কহিলেন, তোমরা বল, এই কথা সত্য কি না? তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! ভদ্র যাহা কহিলেন, ইহার কিছুই অলীক নহে। অনন্তর রাম, সুহৃদ্গণকে বিসর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিবলে কার্য্য নির্ণয় পূর্ব্বক সম্মুখে আসীন দৌবারিককে কহিলেন, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর।

পরে, শুক্লাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায়, ও শোভাহীন পদ্মের ন্যায় মলিন, এবং নেত্রযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ। তদ্দর্শনে উঁহারা বিষণ্ণ হইয়া সত্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম সজলনয়নে উহাঁদিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বসিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এইমাত্র, বস্তুতঃ তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্ত্রজ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য কর, এবং তোমরা বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি যাহা কহিব, তোমরা সকলেই তাহার অনুসরণ কর। পুরবাসিগণের মধ্যে সীতা সংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে, তাহা তোমরা শুন। গ্রাম ও নগর মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মর্ম্মে যারপরনাই আঘাত পাইয়াছি।

দেখ, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। আমার অন্তরাত্মা জানে জানকী সচ্চরিত্রা। কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ শ্রবণে আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। কীর্ত্তির জন্যই মহাজনদিগের চেষ্টা। সীতার কথা কি, আমি অকীর্ত্তি ভয়ে নিজের প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্ত্তি-জনিত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি। অতএব, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতেই সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন নির্জ্জন স্থানে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার কথা রাখ, তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। পূর্ব্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন, "আমি গঙ্গাতীরে আশ্রম সকল দেখিব," এখন তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ কর।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে দীনমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব সকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি রাজার আদেশ ও অনুজ্ঞাক্রমে সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর। সুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুখশয্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধ বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব। সীতা প্রস্থানের উপক্রম করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব। তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন।

সেদিন সীতা ও লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অর্দ্ধ দিবসের পথ অতিক্রম করিলে পর, গঙ্গা দৃষ্টিগোচর হইল। লক্ষ্মণ গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত-মনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া

নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ণ করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গাপার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক অযোধ্যায় যাইব। দেখ আমারও সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে। অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা নৌকা প্রস্তুত করিল।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। পরে সুমন্ত্রকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুল মনে নাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপস্থিত হইলেন, এবং সজল নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আর্য্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্য্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়ঃ। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন জানকী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা কি আমায় খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? মহারাজ তো কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি প্রকৃত কথা কি তুমি আমায় সমস্ত বল।

লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, দেবি! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ সভ্যমধ্যে তাহা শুনিয়া সন্তপ্তমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তুমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক ভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে

রাজার আদেশে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন, যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতা দশরথের পরম বন্ধু। তুমি সেই মহাত্মার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া বাস কর। তুমি পাতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে কালযাপন কর।

জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই দারুণ কথা শুনিয়া দুঃখিতমনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলধারাকুল লোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় দুঃখ ভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি পূর্ব্ব জন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে আমি শুদ্ধচারিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় পরিত্যাগ করিলেন? পূর্ব্বে আমি পতি পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহিয়া ছিলাম, এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব? দুঃখ উপস্থিত হইলে আর তাহার নিকট দুঃখের সমস্ত কথা বলিব? মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন, মহাত্মা রাম কি জন্য তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎ কার্য্যই বা কি করিয়াছিলে, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব? লক্ষ্মণ! আমি আজ জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম যদি না আমার গর্ভে রামের রাজবংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত। এক্ষণে যেরূপ তাঁহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর। এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বৎস! তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে নির্ব্বিশেষ প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিও আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী, এবং তোমার নিরত হিতকারিণী, তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দা ভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে তাহাও আমি জানি। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরজনের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু, এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয় স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ এই কথা তুমি মহারাজকে এইরূপ কহিবে।

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি

করিবার শক্তি নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপর লক্ষ্মণ জানকীকে প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবিলম্বে গঙ্গার আর পারে গিয়া শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় পূর্ব্বপারে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত রথ দেখিতে পান, দেখিলেন। পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া, ঐ বনমধ্যে দুঃখভরে মুক্ত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঋষিকুমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কোন একটী স্ত্রী শোকমোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা। তিনি কোন মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচ্যুত কোন দেবতা। আমরা দেখিয়া আসিলাম তিনি নদীতীরে শোকদুঃখে আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন।

তখন ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি তপোবললব্ধ দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং বুদ্ধিবলে কার্য্যনির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুত-পদে চলিলেন। অনন্তর তিনি জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার ন্যায় আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বাল্মীকি মধুর বাক্যে তাহাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয় মহিষী, ও রাজর্ষি জনকের কন্যা, আমি তাহা জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা তাহাও আমি জানি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা নিয়ত কন্যাস্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না। জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।

অনন্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! বলুন, আপনার সহিত ইনি কে আসিতেছেন? বাল্মীকি কহিলেন, তাপসীগণ! ইনি ধীমান্ রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা। ইনি নিষ্পাপ কিন্তু রাম ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি আমার প্রতিপাল্য। তোমরা ইহাঁকে বিশেষ স্নেহে সর্ব্বদাই দেখিবে। এই বলিয়া বাল্মীকি মুনি পত্নীদিগের হস্তে পুনঃ পুনঃ জানকীকে অর্পণ পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

জানকী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন, এবং যথা সময়ে কুশীলব দুই পুত্র প্রসব করিয়া তাহাদিগকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল। অনন্তর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিলেন। অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মণ ঋত্বিক্‌গণের সহিত উহার রক্ষা বিধানার্থ নিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া সসৈন্যে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং অদ্ভুত যজ্ঞস্থান দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ উপহার দিতে লাগিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কাহাকেও দীন হীন ও মলিন দৃষ্ট হইল না। সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট। যে সুবর্ণের প্রার্থী সে সুবর্ণ পাইল। যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, যে রত্নের প্রার্থী সে রত্ন পাইল। ঐ যজ্ঞ ক্ষেত্রে নিরন্তর দীয়মান ধন রত্ন ও বস্ত্রের পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য যজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন সেই স্থানে একটী কুটীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশীলবকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্র, বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃহ, রাজ দ্বার, যজ্ঞস্থান, এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। এই কুটীরে এই সমস্ত পর্ব্বতজাত সুস্বাদু ফলমূল আছে, তোমরা ইহাই ভক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র গান করিয়া বেড়াও।

যদি রাজা রাম গীত শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া রামায়ণ গান করিও আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোক-বহুল বিংশতিসর্গমাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অল্পমাত্রও লুব্ধ হইও না, যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার, ধনে তাহাদিগের কি হইবে? যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত ষড়জাদি স্বরোদ্ভাবক স্থান, তোমরা মূর্চ্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও দেখ, রাজা ধর্ম্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদি কাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। তোমরা কল্য প্রভাতে হৃষ্টমনা হইয়া তন্ত্রীলয়যোগে গান আরম্ভ করিও। উদারহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্য-দ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কুশীলবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। কুশীলব কৃতস্নান হইয়া হোম সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির প্রদর্শিত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই অপূর্ব্ব পূর্ব্ব চরিত গীতি শ্রবণ করিয়া যারপর নাই কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। সঙ্গীত শুনিবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ দুই মুনিবালক সকলকে পুলকিত করিয়া গান আরম্ভ করিলেন। গীত অলৌকিক ও মধুর। শুনিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মুনি ও রাজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ দুই গায়ককে মুহুর্মুহুঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্ষু দ্বারা পান করিতেছেন। তৎকালে সকলে পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন, দেখ এই দুই মুনিবালক সর্ব্বাংশে মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্য্যবিম্ব হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যবিম্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি ইহারা জটাবল্কলধারী না হইত, তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইহাদের ইতরবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

মুনিবালকেরা পূর্ব্বসর্গ নারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম অপরাহ্ণে এই বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশ সহস্র নিষ্ক এবং আরও যাহা ইহাঁদিগের অভীষ্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের

আদেশমাত্র উঁহাদের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থপ্রদান করিলেন। কিন্তু কুশীলব অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে? আমরা বনবাসী, বন্য ফলমূলে দীনপাত করিয়া থাকি, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে?

মুনিবালকেরা কহিলেন, রাজন্! ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা, ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র এবং উপাখ্যান একশত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ, ছয় কাণ্ড, এবং উত্তরাকাণ্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার জীবনকালের যাহা কিছু শুভাশুভ ঘটনা ইহাতে তৎসমুদায় বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই কাব্য শ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রবণ করুন। তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন, এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সহিত এই গীতমাধুর্য্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কর্ম্মশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন, এবং এই গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পারিয়া দূতগণকে সভামধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা ভগবান বাল্মীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকির আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। অনন্তর দূতেরা রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামের কথানুসারে সমস্তই কহিল। তখন মহর্ষি বাল্মীকি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দূতগণ! রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন জানকী তাহাই করুন।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপা, দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ুঃ মার্কণ্ডেয় মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুপ্রভ,

নারদ, পর্ব্বত. ও গৌতম, এই সমস্ত এবং অন্যান্য ঋষিরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দিগদিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। সকলে এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্ব্বতবৎ নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহর্ষি বাল্মীকি শীঘ্র জানকীর সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে অবনত মুখে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। সভাস্থ সকলে শোকদুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি জানকীকে লইয়া এই জন সমূহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ইহাকে অনুমতি কর, ইনি, তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, ইহারা তোমার ঔরস পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অনুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে আমার যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাবৎকাল কায়মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে যদি জানকী পাপীষ্ঠা হন তবে সেই পাপ করিবার ফল আমায় যেন ভোগ করিতে হয়। আমি দিব্য জ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাবা, তুমি ইহাকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।

রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন তাহাই হউক। পূর্ব্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদ ভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র ইহা আমি জানি।

এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।*

সীতার এই শপথপ্রসঙ্গে সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ও সাধ্যগণ এবং নাগ, সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ আগমন করিয়াছেন। রাম ইঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ঋষিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইঁহার প্রতি আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

---

* উত্তরাকাণ্ডম্। সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জ্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং বরবর্ণিনীম্॥
এবমেতন্ মহাভাগ। যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরাবৃত্তো বৈদেহ্যাঃ সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥
লোকাপবাদো বলবাংস্তেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াৎ ব্রহ্মন্ন পাপেত্যভিজানতা।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি॥
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে॥
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ।
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্বএব সমাগতাঃ
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ॥
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্বে হৃষ্টমানসাঃ॥
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।
প্রত্যয়ো মে নরশ্রেষ্ঠ। ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ॥
শুদ্ধায়াং জগতোমধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে।
সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সর্বএব সমাগতাঃ॥
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ।
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ॥
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ।
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্বং কৃতযুগে যথা॥
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলি র্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥

যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দেবী পৃথিবী বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক জানকীকে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঋষি ও রাজগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভূলোক ও দ্যুলোকে, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। মাতা পৃথিবীর গর্ভে সীতার প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত হইল।

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎপরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীৎ তদদ্ভুতম্।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্॥
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ॥
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীং।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ॥
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ॥
সাধুকারশ্চ সুমহান্ দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধুসাধ্বিতিবৈ সীতে। যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্॥
এবম্বহুবিধা বাচোহ্যন্তরিক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রু হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্॥
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্বএব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে॥
অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ॥
কেচিদ্বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎসীতামচেতসঃ॥
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎসমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥

যে ক্ষণ-জন্মা লেখক ও উৎসাহী সুহৃদের সহযোগীতার উপর নির্ভর করিয়া আমি হিন্দুশাস্ত্র সঙ্কলন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই মহাভারত অংশ সঙ্কলন করিবেন মানস করিয়াছিলেন। তিনি যদি সেই কাযটী করিয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে আর একখানি অমূল্য গ্রন্থের সৃষ্টি হইত, এবং বঙ্গীয় পাঠকগণ বঙ্কিম-চন্দ্র কৃত মহাভারত কথা আদরের সহিত চিরকাল পাঠ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগের পর এ কার্য্য আমি কাহার হস্তে ন্যস্ত করিব, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে মদীয় সুহৃদ্, পণ্ডিতবর শ্রীদামোদর বিদ্যানন্দ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ এ গুরু কার্য্যে ব্রতী হইলেন। দামোদর বাবু খ্যাতনামা লেখক, তাঁহার গ্রন্থাদি বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত, তাঁহার রুচি মার্জ্জিত, তাঁহার লেখনী মধুময়ী। তিনি এ কার্য্যের ভার লওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলাম, এবং তিনি যেরূপ সুললিত ও সরল ভাষায় মহাভারতের বিস্তীর্ণ কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন।

দামোদর বাবু কেবল কুটুম্বিতা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটসম্পর্ক নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্য সম্পর্কও আছে। যাঁহারা "কপালকুণ্ডলা" পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে "মৃণ্ময়ী"ও পাঠ করিয়াছেন। এবং যাঁহারা বঙ্কিম-চন্দ্রকৃত ভগবদ্গীতার অনুবাদ পাঠ করিতেন, তাঁহারা দামোদর বাবু কৃত ভগবদ্গীতার বিস্তীর্ণ ও বহুটীকা সমন্বিত অনুবাদ দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। আমি যতদূর জানি, বঙ্গভাষায় ভগবদ্গীতার এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বহুটীকা সমন্বিত অনুবাদ আর একখানি নাই।

আনন্দের বিষয় এই যে যিনি ভগবদ্গীতার এই গুরু অনুবাদ কার্য্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার কৃত একখানি ভগবদ্গীতার সরল অনুবাদ হিন্দুশাস্ত্রের অষ্টমভাগরূপে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। অতএব এই সপ্তমভাগে মূল সংস্কৃত হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে ভগবদ্গীতা হইতে তাহার মধ্যে কিছু নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একদা সেই প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি মৃগয়াভিলাষে মালিনী-নদী-তীরস্থ অরণ্য-বিশেষে প্রবেশ করিয়া, ক্রমশঃ মহর্ষি কণ্বের আশ্রম-প্রদেশে উপনীত হন, এবং স্বকীয় যান, বাহন ও অনুচরবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, মহর্ষির পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করেন। মহর্ষি কণ্ব তৎকালে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। শকুন্তলানাম্নী কণ্ব-পালিতা কন্যা বিবিধ বিধানে রাজ-অতিথির সৎকার ও শুশ্রূষা করেন। সেই তপস্বিনী-বেশ-ধারিণী অলোক-সামান্যা লাবণ্যবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসায় রাজা জানিতে পারেন যে, তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, এবং কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা নামে পরিচিত হইয়া লালিত-পালিত হইতেছেন। অনুরাগের আতিশয্য হেতু, মহর্ষির প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, রাজা দুষ্মন্ত গন্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করেন, এবং অনতিকাল পরে রাজ-ধানীতে প্রত্যাগত হন। শকুন্তলার গর্ভে রাজা দুষ্মন্তের ভরত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ভরত রাজা সাতিশয় খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন; তদ্বংশীয় পরবর্ত্তী রাজন্যগণ তদীয় নামানুসারে ভারত নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

হস্তী নামে ভরতের এক প্রপৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই হস্তী রাজা হস্তিনাপুর নামক সুবিখ্যাত নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তদীয় প্রপৌত্র সংবরণের কুরু নামে এক পুত্র হয়। ইনি জাঙ্গলপ্রদেশ পরিষ্কার করিয়া সুবিখ্যাত কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরুর পাঁচ পুরুষ পরে প্রতীপের আবির্ভাব হয়। প্রতীপ রাজার সুবিখ্যাত পুত্র শান্তনু, প্রথমতঃ গঙ্গাদেবীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হন এবং সেই দেবীর গর্ভ্ভ হইতে দেবব্রত নামে এক অলোক-সামান্য পুত্র লাভ করেন।

তৎকালে সন্নিহিত অরণ্যপ্রদেশে জনৈক দাসের সত্যবতী নাম্নী এক পরমা-সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ঐ সুন্দরি-শিরোমণি, পিতৃনিদেশ-বশবর্ত্তিনী হইয়া, তটিনী-তটে অবস্থান করিতেন এবং তরণীযোগে এক পার হইতে অপর পারে যাত্রী লইয়া যাইতেন। কন্যাকালে সেই সুন্দরীর গর্ব্ভে, কাম-মোহিত মহর্ষি পরাশরের ঔরসে, মহাভারত রচয়িতা ভগবান্ বেদব্যাসের আবির্ভাব হয়। একদা এই লাবণ্যময়ী ললনা শান্তনু রাজার নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইলে, রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তদীয় পিতার নিকট স্বকীয় বাসনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। দাস কহিলেন, "যদি এই কন্যার গর্ব্ভজাত পুত্রকে আপনি রাজ-সিংহাসন প্রদান করেন, তাহা হইলেই ইহার সহিত বিবাহ ঘটিতে পারে।" দেবব্রতের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া, অপরকে রাজ্যদানের অঙ্গীকার করিতে রাজা কুণ্ঠিত হইলেন; সুতরাং ভগ্নহৃদয়ে ও কাতরভাবে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সুন্দরী সত্যবতীর চিন্তা তাঁহাকে উত্তরোত্তর অধিকতর কাতর ও অবসন্ন করিতে লাগিল। দেবব্রত পিতৃ-সন্তাপের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দাসরাজের সমীপাগত হইলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "ভাবী রাজমহিষীর গর্ব্ভজাত সন্তান ভিন্ন আর কেহই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে না।" উত্তরকালে সম্ভাবিত বিসংবাদ পরিহারার্থ, তিনি ইহাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমি স্বয়ং কখনও দার-পরিগ্রহ করিব না; সুতরাং তোমার নন্দিনীর তনয় ও তদ্বংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে অব্যাঘাতে রাজ্য-সম্পদের অধিকারী থাকিবেন।" পিতৃ-বিনোদনের নিমিত্ত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা হেতু, দেবব্রত তদবধি ভীষ্ম নামে পরিচিত হইলেন। শান্তনুর ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ব্ভে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে গতাসু হন; বিচিত্রবীর্য্যও নিঃসন্তান

অবস্থায় পরলোক গমন করেন। স্বকীয় সন্তানের বংশ রক্ষার বাসনায়, সত্যবতী দেবী আপনার কানীন পুত্র দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। জননীর অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষি বেদব্যাস, বিচিত্রবীর্য্যের অম্বিকা নাম্নী মহিষীর গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকা নাম্নী মহিষীর গর্ব্ভে পাণ্ডু এবং আর এক দাসীর গর্ব্ভে বিদুর নামে সন্তান উৎপাদন করেন।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন; এজন্য অগ্রজ হইলেও, তৎপরবর্ত্তী পাণ্ডুই পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। গান্ধার-রাজ-নন্দিনী গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পরিণয় সংঘটিত হয়। ধর্ম্মশীলা গান্ধারী, নেত্র-বিহীন পতির অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত, বস্ত্র দ্বারা স্বকীয় নয়ন আজীবন বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। গান্ধারীর গর্ব্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, চিত্রসেন প্রভৃতি একশত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যদুবংশীয় সুর নরপতির পৃথা নাম্নী কন্যা এবং মদ্র-রাজ-নন্দিনী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হয়। সম্বন্ধে পৃথা বা কুন্তীদেবী যদু-কুল-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন। কন্যাকালে কুন্তীর গর্ব্ভে সূর্য্যদেবের ঔরসে কর্ণ নামে এক মহাপরাক্রান্ত সন্তানের জন্ম হয়। পাণ্ডুরাজা বিহার-বাসনায় কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, বনগমন করেন। তথায় কুন্তীর গর্ব্ভে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীম এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জ্জুন নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। মাদ্রী নাম্নী মহিষীর গর্ব্ভে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে, নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অরণ্যস্থলে পাণ্ডুরাজা গতাসু হইলে, মাদ্রী তাঁহার সহিত চিতা-রোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, জননী কুন্তী দেবীর সহিত, রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, ভীষ্ম ও বিদুরাদির যত্নে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই কুরুবংশজাত হইলেও, প্রায়শঃ পাণ্ডু-নন্দনেরা পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কৌরব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

পাণ্ডব ও কৌরবগণ একত্র শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ পাণ্ডবেরা সর্ব্ব বিষয়ে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। ইহাতে কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের মন অসূয়া-বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকিল; তিনি কৌশল সহকারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী ভীমসেনকে বিনষ্ট করি-বার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা দুর্য্যোধন চাতুরী পূর্ব্বক

বৃকোদরকে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন সেবন করাইলেন। তিনি বিলুপ্ত-চেতন হইলে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে লতাপাশে নিবদ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঘটনাক্রমে ভীম পুনরায় সংজ্ঞা ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি পাণ্ডবেরা, বিশেষ সতর্কতা সহকারে, কৌরবদিগের সহিত একত্র কালযাপন করিতে থাকিলেন।

কোন সময়ে শান্তনুরাজা, কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া, অরণ্যপ্রদেশ হইতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শরদ্বান্ ঋষির কৃপ নামক পুত্র ও কৃপী নাম্নী কন্যাকে স্বকীয় ভবনে আনয়ন করিয়া, অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। কালক্রমে কৃপ শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং ধনুর্ব্বেদাচায্যরূপে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ শৈশবকালে এই অধ্যাপকের অধীনে ধনুর্ব্বেদাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

তৎকালে দ্রোণ নামে এক অসাধারণ ধনুর্ব্বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী প্রতাপশালী ভরদ্বাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার কৃপায় দ্রোণ, বেদাদি শাস্ত্রে ও অস্ত্র বিদ্যায় অসাধারণ পারগতা লাভ করিয়া, তদানীন্তন আচার্য্যগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে পত্নীস্বরূপে পরিগ্রহ করেন। কৃপীর গর্ব্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই সময়ে জামদগ্ন্য পরশুরামও দ্রোণাচার্য্যকে স্বকীয় অস্ত্র শস্ত্র সমূহ প্রদান করেন। বাল্যকালে পাঞ্চালপতি দ্রুপদরাজার সহিত দ্রোণের সাতিশয় সখ্য ছিল। বহুকাল অদর্শনের পর একদা দ্রোণাচার্য্য বাল্যবন্ধুর সমীপাগত হইলে, দ্রুপদরাজা তাঁহার সংবর্দ্ধনা না করিয়া, তাঁহাকে অবমানিত করেন। ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য, দ্রুপদের বদ্ধবৈরীরূপে প্রস্থান করেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে হস্তিনাপুরে বাস করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাঁহার আশ্চর্য্য ও অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার বিষয় ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। ভীষ্ম তাঁহাকে পরম সমাদরে রাজপুরীতে আনয়ন করিলেন এবং স্বকীয় পৌত্রকল্প কৌরব ও পাণ্ডবগণকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজপুত্রেরা সকলেই অস্ত্র-বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন।

একদা অস্ত্র-বিদ্যার পরীক্ষার্থ রঙ্গভূমি বিরচিত হইল। তথায় বহুতর দর্শকসমক্ষে অর্জ্জুন স্বকীয় অতুলনীয় রণ-পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান

করিলেন। তাহাতে পাণ্ডবদ্বেষী দুর্য্যোধনের হৃদয় নিরতিশয় ঈর্ষাপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনতিকাল মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত কর্ণ সেই স্থলে সমাগত হইলেন। এই কর্ণ পাণ্ডব-জননী কুন্তী দেবীর কানীন পুত্র। লোকাপবাদ ভয়ে কুন্তী সদ্যপ্রসূত শিশুকে পরিত্যাগ করিলে, অধিরথ নামা জনৈক সূত তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া রাধা নাম্নী নিজ পত্নীর হস্তে সমর্পণ করেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা একথা কর্ণ জানিতেন না; পাণ্ডবগণও কর্ণের সহিত আপনাদের প্রকৃত সম্বন্ধের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন না। সমাজ-মধ্যে কর্ণ সূত-পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া জীবনপাত করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রঙ্গস্থলে সমাগত হইলে, কৃপাচার্য্যের পরামর্শ-পরতন্ত্র অর্জ্জুন, হীন পদস্থ ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম পরীক্ষায় বিরত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন বীরবর কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার হীন-পদের প্রতিষেধ করিয়া দিলেন। তদবধি কর্ণ ও দুর্য্যোধন জীবনব্যাপী সখ্যতা-শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইলেন। সভাস্থলে অর্জ্জুনের অস্ত্র-পারদর্শিতা অবিসংবাদিতরূপে প্রশংসিত হইল এবং পাণ্ডবগণের বীরকীর্ত্তি সর্ব্বত্র সংঘোষিত হইতে থাকিল। এইরূপে পাণ্ডবগণের রণ-পাণ্ডিত্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপে স্বকীয় অবমাননাকারী দ্রুপদরাজকে নিপীড়ন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডবগণ, গুরুর প্রসাদনার্থ তৎক্ষণাৎ সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিয়া, দ্রুপদরাজকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া বন্দীরূপে দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনয়ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকৃত অপমান ক্ষমা করিয়া, তদীয় অর্দ্ধরাজ্য স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, এবং অপরার্দ্ধ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই সকল ঘটনার অনতিকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যৌব-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির সুনীতি সহকারে রাজকার্য্য সমাধান করিতে লাগিলেন এবং তদীয় অনুজগণ, সন্নিহিত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া, পাণ্ডবরাজ্যের সীমা সংবর্দ্ধিত করিতে থাকিলেন।

স্বকীয় সন্তানগণের অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে এইরূপ পরাক্রান্ত ও বলদৃপ্ত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় ক্রমশঃ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। একদা ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক শকুনি, পুত্র দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন এবং অঙ্গরাজ কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্রের সমীপাগত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিতে

লাগিলেন। স্থির হইল যে, কৌশলক্রমে কুন্তী ও তদীয় পঞ্চ পুত্রকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারিলে দুর্য্যোধন অনায়াসে রাজ-সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এইরূপ পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদিত হইলে, তিনি যুধিষ্ঠিরাদিকে কিছুদিনের নিমিত্ত পরম রমণীয় বারণাবত নগরে গমন পূর্ব্বক পরমসুখে বিহার ও কালপাত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই প্রস্তাবের অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন দুরভিসন্ধি নিহিত আছে বুঝিয়াও, যুধিষ্ঠির অবনত মস্তকে জ্যেষ্ঠতাতের অভিপ্রায়ানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্মত হইলেন। এদিকে দুর্য্যোধন, বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া, পুরোচন নামা সচিবকে অবিলম্বে বারণাবতে প্রেরণ করিলেন। পুরোচন তথায় বিবিধ দাহ্য-পদার্থ সংযোগে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত এক রমণীয় চতুঃশাল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যথাকালে বারণাবতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ধর্ম্মশীল বিদুর সঙ্কেতে যুধিষ্ঠিরকে আগত-প্রায় বিপদের আভাস এবং তজ্জন্য সাবধানতার উপদেশ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপস্থিত হইয়া, কয়েক দিবস পরে পুরোচনের প্ররোচনায় তন্নির্ম্মিত জতুগৃহে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ মাত্র যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ এই হর্ম্ম্য বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তদনন্তর বিদুর প্রেরিত এক খনক, পুরোচনের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহমধ্যে এক গহ্বর খনন করিল, এবং সুকৌশলে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল। পাণ্ডবগণ তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, তত্রত্য আয়ুধাগারে অগ্নি-সংযোগ করিয়া তাঁহারা অলক্ষিত ভাবে পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যেদিন অগ্নি-প্রয়োগে জতুগৃহ ও তৎসহ পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিবার আয়োজন হইল, সেইদিন পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে এক নিষাদী তথায় আগমন করিয়াছিল। প্রচুর পান-ভোজনে অবসন্ন হওয়ায় তাহার সেদিন স্থানান্তর গমনের ক্ষমতা ছিল না। সে স্বকীয় পঞ্চপুত্রসহ সেই ভবনের একদেশে বিগত-চেতন অবস্থায় নিপতিত রহিল। যথোপযুক্ত সময়ে ভীমসেন প্রথমতঃ পুরোচনের গৃহে ও তদনন্তর ভবনের অন্যান্য অংশে অগ্নি-সংযোগ করিয়া জননী ও ভ্রাতৃগণসহ পূর্ব্বকথিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিশার অন্ধকারে এই অগ্নিকাণ্ড-জনিত আলোকরাশি চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ

হইয়া পড়িল। বারণাবতবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ শয্যাত্যাগ করিয়া শোকস্তিমিত-নয়নে এই নিদারুণ কাণ্ড সন্দর্শন করিতে লাগিল এবং পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, দুর্য্যোধনের নিদেশ-পরতন্ত্র দুর্ব্বৃত্ত পুরোচন কর্ত্তৃক এই কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বুঝিয়া, বারংবার তাহাকে ধিক্কৃত করিতে লাগিল। সমুচিত সময়ে পাণ্ডবগণ সেই গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া,অরণ্যপথ অবলম্বনে পলায়ন করিলেন। ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের পরম শুভানুধ্যায়ী বিদুর-প্রেরিত ব্যক্তিবিশেষ তাঁহাদিগকে এক তরণীযোগে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে জনপদবাসী জনগণ সেই ভস্মাবশেষ ভবনে সমাগত হইয়া, বিগতজীব নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্রের ভস্মাবশেষ কলেবর দর্শনে, তৎসমস্ত সমাতৃক পঞ্চ পাণ্ডবের দেহ বলিয়া অনুমান করিল। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিগণসহ মিলিত হইয়া শোক-সহকারে পাণ্ডবগণের উদ্দেশে উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

পাণ্ডবগণ পলায়ন করিয়া ক্রমশঃ এক নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন এবং পথশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, ভীমসেন ব্যতীত সকলেই নিদ্রা-মগ্ন হইয়া পড়িলেন। সেই বনে হিড়িম্ব নামে এক নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস বাস করিত। সে সেই সকল রাজপুত্র ও রাজকুলবধূ কুন্তীর সুখ-সেবিত দেহ ভোজন করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া হিড়িম্বানাম্নী স্বকীয় ভগ্নীকে তাঁহাদিগের বিনাশার্থ প্রেরণ করিল। হিড়িম্বা পাণ্ডবগণের নিকটস্থ হইয়া ভীমসেনের বিশাল কলেবর ও কমনীয় কান্তি সন্দর্শনে বিমোহিত হইল এবং কাহাকেও বধ করা দূরে থাকুক, সে পত্নীভাবে ভীমের চরণ-সেবার অভিলাষিণী হইল। হিড়িম্ব রাক্ষস ভগ্নীর প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া, স্বয়ং পাণ্ডবগণের সমীপাগত হইল। তাহার হুঙ্কারে নিদ্রিত পাণ্ডবগণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সকলে অতিশয় সন্ত্রাসিত হইলেন। তখন ভীম সেই দুরাচার রাক্ষসকে বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে হিড়িম্বাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রের জন্ম হইল।

তদনন্তর পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন ধারণ পূর্ব্বক, তাপস বেশ-পরিগ্রহ করিয়া, নানাস্থান অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে পিতামহ ব্যাসদেবের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। সত্যবতী-নন্দন, নানারূপ শুভাশীর্ব্বাদ

সহকারে, তাঁহাদিগকে একচক্রা নগরে জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে রাখিয়া আসিলেন। তথায় পাণ্ডবগণ দিবাভাগে ভিক্ষা করিতেন এবং সায়ংকালে ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী জননীর নিকটে সমর্পণ করিতেন ; কুন্তীদেবী তাহা সমুচিত পরিমাণে পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিতেন। একদা ভীমসেন, ভিক্ষা সংগ্রহে গমন না করিয়া, জননীর সহিত আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতৃ চতুষ্টয়, নিয়মিতরূপ ভিক্ষাসঞ্চয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। একচক্রা নগরের সন্নিধানে, বক নামে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বাস করিত। সে, পর্য্যায়ক্রমে প্রতিদিন এক এক গৃহস্থের ভবনে উপস্থিত হইয়া, পরিবারভুক্ত এক ব্যক্তিকে ভোজন করিত। সেদিন পাণ্ডবাধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ব্যক্তি-বিশেষকে ভোজন করার ব্যবস্থা ছিল। এই দারুণ দুর্দ্দৈব স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মণ সপরিবারে হাহাকার করিতেছিলেন। কুন্তীদেবী, এই সকল সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া, তাবৎবৃত্তান্ত ভীমসেনের গোচর করিলেন। ভীমসেন, সেই দিনই বক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া, অধিবাসিবৃন্দের ভীতি অপনোদিত করিলেন।

পাণ্ডবগণের একচক্রা নগরে অবস্থানকালে, একদিন অতিথিরূপে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের আবাসে সমাগত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইলেন যে, দ্রোণদ্বেষী দ্রুপদরাজা, যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া, বহ্নিমধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক অতি বলশালী সন্তান লাভ করিয়াছেন এবং যজ্ঞবেদী হইতে কৃষ্ণানাম্নী অলোক-সামান্যা রূপলাবণ্য-সম্পন্না এক কন্যা লাভ করিয়াছেন। তৎকালে দৈববাণী হইয়াছে যে, দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার নিমিত্তই ধৃষ্টদ্যুম্নের আবির্ভাব হইয়াছে। পাণ্ডবেরা এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া, একচক্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিলেন এবং তথায় প্রচ্ছন্নভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাঞ্চাল নগরে যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বরের আয়োজন হইতেছিল। পাণ্ডবগণ পথিমধ্যেই অন্যান্য লোকমুখে তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন এবং যথাসময়ে স্বয়ম্বর সভায় গমন করিলেন।

দ্রুপদরাজা ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি মদ্বিনির্ম্মিত সুদৃঢ় ধনুকে শরযোজনা করিয়া আকাশমণ্ডল-মধ্যস্থ লক্ষ্য-বিশেষ বিদ্ধ করিবেন, তাঁহাকেই আমি এই যজ্ঞলব্ধা যুবতী কন্যা সম্প্রদান করিব। নানা দিগ্দেশীয় নরপতিগণ, নৃপনন্দিনী-লাভ-লালসায়, স্বয়ম্বর সভায় সমাগত হইলেন। সুন্দরী-শিরোমণি দ্রুপদ-নন্দিনী সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিলে, তদীয়

অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সকলেই মুগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং অনেকেই স্ব স্ব বিক্রমে বিশ্বাস করিয়া, নারীরত্ন-রূপা কৃষ্ণা-সুন্দরীকে লাভ-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু লক্ষ্যবেধকালে শিশুপাল, জরাসন্ধাদি তদানীন্তন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণও ভগ্ন-মনোরথ হইয়া অধোমুখ হইলেন। সেই সভাস্থলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী-মধ্যে তাপসবেশধর পঞ্চ পাণ্ডব উপবিষ্ট ছিলেন। রাজন্যবর্গ অধোমুখ হইলে, ধীরে ধীরে অর্জ্জুন সেই ধনুক-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ তাবতেই ব্রাহ্মণের এই ক্ষত্রিয়জনোচিত চেষ্টা দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। দ্রুপদরাজ পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের আজ্ঞা-পরতন্ত্র অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তদবধি অর্জ্জুনকে তদানীন্তন বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল ; এক্ষণে তাঁহাকে কার্ম্মুক-পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন এবং মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইলেন। অর্জ্জুন অনায়াসে সেই ধনুক উত্তোলন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে, স্মিত-বিকাসিতাননা যাজ্ঞসেনী সমীপাগতা হইয়া তাঁহার কণ্ঠে বর-মাল্য প্রদান করিলেন। ইহাতে সমবেত ভূপতিগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ছদ্মবেশধর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপুল বলশালী ভীম ও অর্জ্জুন রাজগণকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিলেন। অর্জ্জুন ও ভীমের বিক্রম দর্শনে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাদিগকে পাণ্ডব বলিয়া অনুমান করিলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশানুসারে রাজগণ সংগ্রামে বিরত হইলেন।

এদিকে পাণ্ডব-জননী কুন্তী, কেন পুত্রগণ ভিক্ষাটন হইতে এখনও প্রত্যাগত হইতেছে না চিন্তা করিয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে একাকিনী গৃহ-মধ্যে উপবিষ্টা ছিলেন। এমন সময়ে ভীমার্জ্জুন গৃহের বহির্ভাগ হইতে বলিলেন, "মাতঃ! অদ্য ভিক্ষায় এক অপূর্ব্ব বস্তু লাভ করিয়াছি।" জননী গৃহাভ্যন্তর হইতে আদেশ করিলেন, "বৎসগণ! লব্ধ বস্তু সকলেই ভোগ কর।" তদনন্তর দ্রুপদ-রাজকুমারী কৃষ্ণাকে দর্শন করিয়া, কুন্তীদেবী স্বকীয় আদেশের অবৈধতা স্মরণ করতঃ কুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন।

সম্বন্ধে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষস্থ-পুত্র হইলেও, এতদিন তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচয় ছিল না। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবদিগের গুপ্ত আবাসে আগমন করিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। এই সূত্রে তাঁহাদিগের পরস্পর যে সখ্য ও সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইল, তাঁহাদিগের

জীবিতকাল মধ্যে কদাপি তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই ঘটনার পর হইতে বৃষ্ণিবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণ আজীবন পাণ্ডবগণের বিপদে ও সম্পদে সর্ব্বত্র অভিন্ন হৃদয় বান্ধবরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের হিত-সাধনার্থ বিবিধ বিধানে অশেষ কল্যাণকর শুভানুষ্ঠানে সম্পাদিত করিয়া-ছিলেন।

এক নারীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, কিরূপে মাতৃ-আজ্ঞা পরি-পালনে সক্ষম হইবেন ভাবিয়া, পাণ্ডবগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। দ্রুপদরাজের সমীপে এই সংবাদ উপস্থিত হইলে, তিনিও এক নারীর বহু পুরুষের সহিত বিবাহ নিরতিশয় অসঙ্গত ব্যাপার মনে করিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস সমাগত হইয়া এই বিবাহের অনুমোদন করিলেন এবং নানাপ্রকার পৌরাণিক দৃষ্টান্তাদির উল্লেখ করিয়া দ্রুপদরাজকে পঞ্চ পাণ্ডবের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। যথাকালে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হইল। দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগের প্রকৃত পরিচয় পরিজ্ঞাত হইয়া যৌতুক স্বরূপে তাঁহাদিগকে বিপুল বিত্ত এবং বহুসংখ্যক হয়, হস্তী, দাস, দাসী প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত বিবিধ মণি, মুক্তা, আভরণ প্রভৃতি বহুতর সামগ্রী প্রেরণ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ আত্মীয়-কুটুম্ব-পরিবৃত ও বিবিধ সুখ সম্বেষ্টিত হইয়া কালপাত করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবদিগের এই অসুলভ সৌভাগ্যবার্ত্তা ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর হইল। ভীষ্মদ্রোণাদি মনীষিগণের পরামর্শানুসারে, তিনি পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, বিবিধ ধন ও রত্ন সহকারে বিদুরকে পাঞ্চালে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রুপদরাজের সম্মতিক্রমে নবোঢ়া মহিষী কৃষ্ণা, জননী কুন্তী, সুহৃদোত্তম কৃষ্ণ, ও একান্ত হিতৈষী বিদুরের সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে পুনরাগমন করিলেন। যে পুণ্যশীল সাধু-পুরুষদিগকে, অসদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের চক্রান্তে, অকালে কালের কবলগত বলিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ বিশ্বাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগকে সুস্থ, সহায়-সম্পন্ন, বিবা-হিত ও আত্মীয়-পরিবেষ্টিত অবস্থায় পুনরাগত দেখিয়া তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র, ভবিষ্যৎ বিরোধ পরিহারার্থ, পাণ্ডব-দিগকে অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থ নামক নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধরাজ্যে আগমন করিয়া বাস করিতে

লাগিলেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থায় রক্ষা করিয়া কৃষ্ণ স্বকীয় রাজধানী দ্বারাবতী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পাণ্ডবেরা নির্ব্বিরোধে প্রজাপালন করিতে করিতে সুখ-স্বচ্ছন্দে কাল-পাত করিতে লাগিলেন। পাছে একমাত্র প্রণয়িনী দ্রৌপদীর উপলক্ষে ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে ভবিষ্যতে মনোবাদ সংঘটিত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা নিয়মাবধারণ করিলেন যে, যখন এক ভ্রাতা দ্রুপদ-নন্দিনীর নিকট অবস্থান করিবেন, তখন অন্য ভ্রাতা তথায় প্রবেশ করিলে, সেই প্রবেশকারীকে দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইতে হইবে। কিন্তু অচিরে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা-জনিত বিষময় ফল উপস্থিত হইল। একদা কতিপয় তস্কর, এক ব্রাহ্মণের গোধন অপহরণ করিলে, ব্রাহ্মণ ধনঞ্জয়ের নিকটস্থ হইয়া আর্ত্তভাবে স্বকীয় ক্লেশের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। অস্ত্রহীন অর্জ্জুন, তখনই সশস্ত্র হইয়া গোধন উদ্ধার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, ধাবিত হইতে সংকল্পবদ্ধ হইলেন। তৎকালে অস্ত্রাগারে ধর্ম্মনন্দন দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিতে ছিলেন। অর্জ্জুন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এ সময়ে নিয়ম পরিপালনের নিমিত্ত কালব্যাজ না করিয়া, দ্বাদশবর্ষব্যাপী ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দুষ্টের দমন, গোধনের উদ্ধার ও ব্রাহ্মণের সন্তোষ-সাধন করা আবশ্যক। তিনি অস্ত্রাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্র গ্রহণ করিয়া বিপ্রের মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর গৃহাগত হইয়াই, কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া, সত্য-পালনের নিমিত্ত, বনে প্রস্থান করিলেন।

নানা তীর্থ ও দিগ্দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক, অর্জ্জুন ক্রমে মণিপুরে উপস্থিত হইলেন এবং মণিপুরেশ্বরীর চিত্রাঙ্গদা নাম্নী সুকুমারী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তথায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিলেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক বল-বীর্য্য-সম্পন্ন পুত্র সমুৎপন্ন হন। অর্জ্জুন মণিপুর হইতে প্রভাসতীর্থে আসিয়া সুহৃদুত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং গিরিবিহার বাসনায় সখার সহিত মিলিয়া রৈবতক পর্ব্বতে সমাগত হইলেন। রৈবতকে তৎকালে এক উৎসব হইতেছিল। সেই উৎসব স্থলে কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাসুন্দরী, ধনঞ্জয়ের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইলেন। অর্জ্জুন সেই সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইলেন এবং স্বকীয় হৃদয়-সখা বাসুদেবের নিকট আন্তরিক অনুরক্তির বিষয় পরিব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌশল-সহকারে

সুভদ্রাকে হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমুচিত সুযোগ উপস্থিত হইলে, অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথোপরে স্থাপন করিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। এই ব্যবহারে বলরাম-প্রমুখ যাদবগণ নিতান্ত রোষ-পরবশ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সদ্‌যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বলরামাদির ক্রোধ অচিরে নিবৃত্ত হইল ; তখন কৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবেরা বহুবিধ যৌতুক লইয়া নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। সুভদ্রার গর্ব্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যু নামে এক বীর-নন্দন আবির্ভূত হন। দ্রৌপদীর গর্ব্ভেও পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। কুমারেরা বীরপুঙ্গব অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিলেন।

এই সময়ে অগ্নিদেবের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সুবিস্তৃত খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ দিনে খাণ্ডবদাহন সম্পন্ন হয় এবং সেই প্রবলানলে অশ্বসেন, ময়দানব ও চারিটি পক্ষিশাবক ব্যতীত তত্রত্য যাবতীয় জীবজন্তু বিনষ্ট হইয়া যায়। অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়তায় সফল-মনোরথ ও পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যুপকার স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র এবং অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনুক, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেঽলঙ্কৃতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ পরস্পরং স্পর্দ্ধমানা নরেন্দ্রাঃ।
অস্ত্রং বলং চাত্মনি মন্যমানাঃ সর্ব্বে সমুৎপেতুরুদায়ুধাস্তে॥
রূপেণ বীর্য্যেণ কুলেন চৈব শীলেন বিত্তেন চ যৌবনেন।
সমিদ্ধদর্পা মদবেগভিন্না মত্তা যথা হৈমবতা গজেন্দ্রাঃ॥
পরস্পরং স্পর্দ্ধয়া প্রেক্ষমাণাঃ সঙ্কল্পজেনাভিপরিপ্লুতাঙ্গাঃ।
কৃষ্ণা মমৈবেত্যভিভাষমাণা নৃপাসনেভ্যঃ সহসোদতিষ্ঠন্॥
তে ক্ষত্রিয়া রঙ্গগতাঃ সমেতা জিগীষমাণা দ্রুপদাত্মজাং তাম্।
চকাশিরে পর্ব্বতরাজকন্যামুমাং যথা দেবগণাঃ সমেতাঃ॥
কন্দর্পবাণাভিনিপীড়িতাঙ্গাঃ কৃষ্ণাগতৈস্তে হৃদয়ৈর্নরেন্দ্রাঃ।
রঙ্গাবতীর্ণা দ্রুপদাত্মজার্থং দ্বেষং প্রচক্রুঃ সুহৃদোঽপি তত্র॥
অথাযযুর্দেবগণা বিমানৈরুদ্রাদিত্যা বসবোঽথাশ্বিনৌ চ।
সাধ্যাশ্চ সর্ব্বে মরুতস্তথৈব যমং পুরস্কৃত্য ধনেশ্বরঞ্চ॥
দৈত্যাঃ সুপর্ণাশ্চ মহোরগাশ্চ দেবর্ষয়ো গুহ্যকাশ্চারণাশ্চ।
বিশ্বাবসুর্নারদপর্ব্বতৌচ গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ সহসাঽপ্সরোভিঃ॥
হলায়ুধস্তত্র জনার্দনশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চৈব যথাপ্রধানম্।
প্রেক্ষাং স্ম চক্রুর্য্যদুপুঙ্গবাস্তে স্থিতাশ্চ কৃষ্ণস্য মতে মহান্তঃ॥
দৃষ্ট্বা তু তান্ মত্তগজেন্দ্ররূপান্ পঞ্চাভিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্।
ভস্মাবৃতাঙ্গানিব হব্যবাহান্ কৃষ্ণঃ প্রদধ্যৌযদুবীরমুখ্যঃ॥
শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং সজিষ্ণুং চ যমৌচ বীরৌ।
শনৈঃ শনৈস্তান্ প্রসমীক্ষ্য রামো জনার্দনং প্রীতমনা দদর্শ॥
অন্যে তু বীরা নৃপপুত্রপৌত্রাঃ কৃষ্ণাগতৈর্নেত্রমনঃস্বভাবৈঃ।
ব্যাযচ্ছমানা দদৃশুর্নতান্ বৈ সন্দষ্টদন্তচ্ছদতাম্রনেত্রাঃ॥
তথৈব পার্থাঃ পৃথুবাহবস্তে বীরৌ যমৌ চৈব মহানুভাবৌ।
তাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য তদা স্ম সর্ব্বে কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ॥
দেবর্ষিগন্ধর্ব্বসমাকুলং তৎসুপর্ণনাগাসুরসিদ্ধজুষ্টম্।
দিব্যেন গন্ধেন সমাকুলঞ্চ দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণম্॥

মহাশ্বনৈর্দ্দুন্দুভিনাদিতৈশ্চ বভূব তৎসঙ্কুলমন্তরীক্ষম্ ।
বিমানসম্বাধমভূৎ সমন্তাৎসবেণুবীণাপণবানুনাদম্ ॥
ততস্তু তে রাজগণাঃ ক্রমেণ কৃষ্ণানিমিত্তং কৃতবিক্রমাশ্চ ।
সকর্ণদুর্য্যোধনশাল্বশল্যদ্রৌণায়নিক্রাথসুনীথবক্রাঃ ॥
কলিঙ্গবঙ্গাধিপপাণ্ড্যপৌণ্ড্রা বিদেহরাজো যবনাধিপশ্চ ।
অন্যে চ নানানৃপপুত্রপৌত্রা রাষ্ট্রাধিপাঃ পঙ্কজপত্রনেত্রাঃ ॥
কিরীটহারাঙ্গদচক্রবালৈর্ব্বিভূষিতাঙ্গাঃ পৃথুবাহবস্তে ।
অনুক্রমং বিক্রমসত্ত্বযুক্তা বলেন বীর্য্যেণ চ নর্দমানাঃ ॥
তৎকার্মুকং সংহননোপপন্নং সজ্যং ন শেকুর্মনসাপি কর্ত্তুম্ ।
তে বিক্রমন্তঃ স্ফুরতা দৃঢ়েন বিক্ষিপ্যমাণা ধনুষা নরেন্দ্রাঃ ॥
বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা যথাবলং শৈক্ষ্যগুণক্রমাশ্চ ।
গতৌজসঃ স্রস্তকিরীটহারা বিনিশ্বসন্তঃ শময়াম্বভূবুঃ ॥
হাহাকৃতং তদ্ধনুষা দৃঢ়েন বিস্রস্তহারাঙ্গদচক্রবালম্ ।
কৃষ্ণানিমিত্তং বিনিবৃত্তকামং রাজ্ঞাং তদা মণ্ডলমার্ত্তমাসীৎ ॥
সর্ব্বান্নৃপাংস্তান্প্রসমীক্ষ্য কর্ণো ধনুর্দ্ধরাণাং প্রবরো জগাম ।
উদ্ধৃত্য তূর্ণং ধনুরুদ্যতং তৎ সজ্যং চকারাশু যুযোজ বাণান্ ॥
দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা ভিত্ত্বা নীতং লক্ষ্যবরং ধরায়াম্ ।
ধনুর্ধরা রাগকৃতপ্রতিজ্ঞমত্যগ্নিসোমার্কমথার্কপুত্রম্ ॥
দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জ্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতং ।
সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ ॥
এবং তেষু নিবৃত্তেষু ক্ষত্রিয়েষু সমন্ততঃ ।
চেদীনামধিপো বীরো বলবানন্তকোপমঃ ॥
দমঘোষসুতো ধীরঃ শিশুপালো মহামতিঃ ।
ধনুরাদায়মানস্তু জানুভ্যামগমন্মহীম্ ॥
ততো রাজা মহাবীর্য্যো জরাসন্ধো মহাবলঃ ।
ধনুষোঽভ্যাসমাগত্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥
ধনুষা পীড্যমানস্তুজানুভ্যামগমন্মহীম্ ।
তত উত্থায় রাজসে স্বরাষ্ট্রাণ্যভিজগ্মিবান্ ॥
ততঃ শল্যো মহাবীর্য্যো মদ্ররাজো মহাবলঃ ।
তদপ্যারোপ্যমাণস্তু জানুভ্যামগমন্মহীম্ ॥

তস্মিংস্তু সংভ্রান্তজনে সমাজে নিক্ষিপ্তবাদেষু জনাধিপেষু।
কুন্তীসুতো জিষ্ণুরিয়েষ কর্ত্তুং সজ্জং ধনুস্তৎসশরং প্রবীরঃ।
ইত্যাদিপর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি রাজপরাঙ্মুখে সপ্তাশীত্যধিকশতোঽধ্যায়ঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদা নিবৃত্তা রাজানো ধনুষঃ সজ্জকর্ম্মণঃ।
অথোদতিষ্ঠদ্বিপ্রাণাং মধ্যাজ্জিষ্ণুরুদারধীঃ॥
উদক্রোশন্বিপ্রমুখ্যা বিধুন্বন্তোঽজিনানি চ।
দৃষ্ট্বা সম্প্রস্থিতং পার্থমিন্দ্রকেতুসমপ্রভম্॥
কেচিদাসন্ বিমনসঃ কেচিদাসন্মুদান্বিতাঃ।
আহুঃ পরস্পরং কেচিন্নিপুণা বুদ্ধিজীবিনঃ॥
যৎকর্ম্ম শল্যপ্রমুখৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবিশ্রুতৈঃ।
নানতং বলবদ্ভির্হি ধনুর্ব্বেদপরায়ণৈঃ॥
তৎকথং ত্বকৃতাস্ত্রেণ প্রাণতো দুর্ব্বলীয়সা।
বটুমাত্রেণ শক্যং হি সজ্যং কর্ত্তুং ধনুর্দ্বিজাঃ॥
অবহাস্যা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বরাজসু।
কর্ম্মণ্যস্মিন্নসংসিদ্ধে চাপলাদপরীক্ষিতে॥
যদ্যেষ দর্পাদ্ধর্ষাদ্বাঽপ্যথব্রাহ্মণচাপলাৎ।
প্রস্থিতো ধনুরায়ন্তুং বার্য্যতাং সাধু মাগমৎ॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

নাবহাস্যা ভবিষ্যামো ন চ লাঘবমাস্থিতাঃ।
নচ বিদ্বিষ্টতাং লোকে গমিষ্যামো মহীক্ষিতাং॥
কেচিদাহুর্য্যুবা শ্রীমান্নাগরাজকরোপমঃ।
পীনস্কন্ধোরুবাহুশ্চ ধৈর্য্যেণ হিমবানিব॥
সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্মত্তনাগেন্দ্রবিক্রমঃ।
সম্ভাব্যমস্মিন্কর্ম্মেদমুৎসাহাচ্চানুমীয়তে॥
শক্তিরস্য মহোৎসাহা নহ্যশক্তঃ স্বয়ং ব্রজেৎ।
ন চ তদ্বিদ্যতে কিঞ্চিৎকর্ম্ম লোকেষু যদ্ভবেৎ॥
ব্রাহ্মণানামসাধ্যঞ্চ নৃষু সংস্থা নচারিষু।
অভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ ফলাহারা দৃঢ়ব্রতাঃ॥

দুর্ব্বলা অপি বিপ্রা হি বলীয়াংসঃ স্বতেজসা।
ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যঃ সদসদ্বা সমাচরন্॥
সুখং দুঃখং মহদ্ধ্রস্বং কর্ম্ম যৎসমুপাগতম্।
জামদগ্ন্যেন রামেণ নির্জিতাঃ ক্ষত্রিয়াযুধি॥
পীতঃ সমুদ্রোঽগস্ত্যেন অগাধো ব্রহ্মতেজসা।
তস্মাদ্ব্রুবন্তু সর্ব্বেঽত্র বটুরেষ ধনুর্ম্মহান্॥
আরোপয়তু শীঘ্রং বৈ তথেত্যূচুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
এবং তেষাং বিলপতাং বিপ্রাণাং বিবিধা গিরঃ॥
অর্জ্জুনো ধনুষোঽভ্যাসে তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।
স তদ্ধনুঃ পরিক্রম্য প্রদক্ষিণমথাঽকরোৎ॥
প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্।
কৃষ্ণঞ্চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জ্জুনো ধনুঃ॥
যৎপার্থিবৈরুক্মসুনীথবক্রৈ্রাধেয়দুর্য্যোধনশল্যশাল্বৈঃ।
তদা ধনুর্ব্বেদপরৈর্নৃসিংহৈঃ কৃতং ন সজ্যং মহতোঽপি যত্নাৎ॥
তদর্জ্জুনো বীর্য্যবতাং সদর্পস্তদৈন্দ্রিরিন্দ্রাবরজপ্রভাবঃ।
সজ্জঞ্চ চক্রে নিমিষান্তরেণ শরাংশ্চ জগ্রাহ দশার্দ্ধসংখ্যান্॥
বিব্যাধ লক্ষ্যং নিপপাত তচ্চ ছিদ্রেণ ভূমৌ সহসাঽতিবিদ্ধম্।
ততোঽন্তরীক্ষে চ বভূব নাদঃ সমাজমধ্যে চ মহান্নিনাদঃ।
পুষ্পাণি দিব্যানি ববর্ষ দেবঃ পার্থস্য মূর্দ্ধ্নি দ্বিষতাং নিহন্তঃ॥
চৈলানি বিব্যধুস্তত্র ব্রাহ্মণাশ্চ সহস্রশঃ।
বিলক্ষিতাস্ততশ্চক্রুর্হাহাকারাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
ন্যপতংশ্চাত্র নভসঃ সমন্তাৎপুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
শতাঙ্গানি চ তূর্য্যাণি বাদকাঃ সমবাদয়ন্॥
সূতমাগধসঙ্ঘাশ্চ ব্যস্তুবংস্তত্র সুস্বরাঃ।
তং দৃষ্ট্বা দ্রুপদঃ প্রীতো বভূব রিপুসূদনঃ।
সহ সৈন্যৈশ্চ পার্থস্য সাহায্যার্থমিয়েষ সঃ॥
তস্মিংস্তু শব্দে মহতি প্রবৃদ্ধে যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
আবাসমেবোপজগাম শাঘ্রং সার্দ্ধং যমাভ্যাং পুরুষোত্তমাভ্যাম্॥
বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা পার্থঞ্চ শক্রপ্রতিমং নিরীক্ষ্য।
আদায় শুক্লাম্বরমাল্যদাম জগাম কুন্তীসুতমুৎস্ময়ন্তী॥

স তামুপাদায় বিজিত্য রঙ্গে দ্বিজাতিভির্বৈস্তরভিপূজ্যমানঃ।
রঙ্গান্নিরক্রামদচিন্ত্যকর্ম্মা পত্ন্যা তয়া চাপ্যনুগম্যমানঃ॥

ইত্যাদিপর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি লক্ষ্যচ্ছেদনে হষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মৈ দিৎসতি কন্যান্তু ব্রাহ্মণায় তদা নৃপে।
কোপ আসীন্মহীপানামালোক্যান্যোন্যমন্তিকাৎ॥
অস্মানয়মতিক্রম্য তৃণীকৃত্য চ সঙ্গতান্।
দাতুমিচ্ছতি বিপ্রায় দ্রৌপদীং যোষিতাংবরাম্॥
অবরোপ্যেহ বৃক্ষন্তু ফলকালে নিপাত্যতে।
নিহন্মৈনং দুরাত্মানং যোঽয়মস্মান্নমন্যতে॥
নহ্যর্হত্যেষ সম্মানং নাপিবৃদ্ধক্রমং গুণৈঃ।
হন্মৈনং সহ পুত্রেণ দুরাচারং নৃপদ্বিষম্॥
অয়ং হি সর্ব্বানাহূয় সংকৃত্য চ নরাধিপান্।
গুণবদ্ভোজয়িত্বাঽন্নং ততঃ পশ্চান্ন মন্যতে॥
অস্মিন্রাজসমাবায়ে দেবানামিব সন্নয়ে।
কিময়ং সদৃশং কঞ্চিন্নৃপতিং নৈব দৃষ্টবান্॥
নচ বিপ্রেষ্বধীকারো বিদ্যতে বরণং প্রতি।
স্বয়ম্বরঃ ক্ষত্রিয়াণামিতীয়ং প্রথিতা শ্রুতিঃ॥
অথবা যদি কন্যেয়ং নচ কিঞ্চিদ্বুভূষতি।
অগ্নাবেনাং প্রতিক্ষিপ্য যাম রাষ্ট্রাণি পার্থিবাঃ॥
ব্রাহ্মণো যদি চাপল্যাল্লোভাদ্বা কৃতবানিদম্।
বিপ্রিয়ং পার্থিবেন্দ্রাণাং নৈব বধ্যঃ কথঞ্চন॥
ব্রাহ্মণার্থং হি নো রাজ্যং জীবিতং হি বসূনি চ।
পুত্রপৌত্রং চ যচ্চান্যাদস্মাকং বিদ্যতে ধনম্॥
অবমানভয়াচ্চৈব স্বধর্ম্মস্য চ রক্ষণাৎ।
স্বয়ম্বরাণামন্যেষাং মাভূদেবংবিধা গতিঃ॥
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূলা হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ।
দ্রুপদন্তু জিঘাংসন্তঃ সায়ুধাঃ সমুপাদ্রবন্॥
তান্গৃহীতশরাবাপান্ ক্রুদ্ধানাপততো বহূন্।
দ্রুপদো বীক্ষ্য সন্ত্রাসাদ্ব্রাহ্মণাচ্ছরণং গতঃ॥

বেগেনাপততস্তাংস্ত প্রভিন্নানিব বারণান্।
পাণ্ডুপুত্রৌ মহেম্বাসৌ প্রতিযাতাবরিন্দমৌ ॥
ততঃ সমুৎপেতুরুদায়ুধাস্তে মহীক্ষিতো বদ্ধতলাঙ্গুলিত্রাঃ।
জিঘাংসমানাঃ কুরুরাজপুত্রাবমর্ষয়ন্তোঽর্জ্জুনভীমসেনৌ ॥
ততস্ত ভীমোঽদ্ভুতভীমকর্ম্মা মহাবলো বজ্রসমানসারঃ।
উৎপাট্য দোর্ভ্যাং দ্রুমমেকবীরো নিষ্পত্রয়ামাস যথা গজেন্দ্রঃ ॥
তং বৃক্ষমাদায় রিপুপ্রমাথী দণ্ডীব দণ্ডং পিতৃরাজ উগ্রম্।
তস্থৌ সমীপে পুরুষর্ষভস্য পার্থস্য পার্থঃ পৃথুদীর্ঘবাহুঃ ॥
তৎপ্রেক্ষ্য কর্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধির্জিষ্ণুঃ সহিভ্রাতুরচিন্ত্যকর্ম্মা।
বিসিস্মিয়ে চাপি ভয়ং বিহায় তস্থৌ ধনুর্গৃহ্য মহেন্দ্রকর্ম্মা ॥
তৎপ্রেক্ষ্য কর্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধির্জিষ্ণোঃ সহভ্রাতুরচিন্ত্যকর্ম্মা।
দামোদরো ভ্রাতরমুগ্রবীর্য্যং হলায়ুধং বাক্যমিদং বভাষে ॥
য এষ সিংহর্ষভখেলগামী মহদ্ধনুঃ কর্ষতি তালমাত্রম্।
এষোঽর্জ্জুনো নাত্র বিচার্য্যমস্তি যদ্যস্মি সঙ্কর্ষণ বাসুদেবঃ ॥
যস্ত্বেষ বৃক্ষং তরসাঽবভজ্য রাজ্ঞাংনিকারে সহসা প্রবৃত্তঃ।
বৃকোদরান্নান্য ইহৈতদদ্য কর্ত্তুং সমর্থঃ সমরে পৃথিব্যাম্ ॥
যোঽসৌ পুরস্তাৎ কমলায়তাক্ষস্তনুর্মহাসিংহগতির্ব্বিনীতঃ।
গৌরঃ প্রলম্বোজ্জ্বলচারুঘোণো বিনিঃসৃতঃ সোঽচ্যুত ধর্ম্মপুত্রঃ ॥
যৌ তৌ কুমারাবিব কার্ত্তিকেয়ৌ দ্বাবশ্বিনেয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
মুক্তা হি তস্মাজ্জতুবেশ্মদাহান্ময়া শ্রুতাঃ পাণ্ডুসুতাঃ পৃথা চ ॥
তমব্রবীন্নির্জ্জলতোয়দাভো হলায়ুধোঽনন্তরজং প্রতীতঃ।
প্রীতোঽস্মি দৃষ্ট্বা হি পিতৃস্বসারং পৃথাং বিমুক্তাং সহ কৌরবাগ্রৈঃ॥

ইত্যাদিপর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি কৃষ্ণবাক্যেঊননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অজিনানি বিধুন্বন্তঃ করকাংশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ।
উচুস্তে ভীর্নকর্ত্তব্যা বয়ং যোৎস্যামহে পরান্ ॥
তানেবং বদতো বিপ্রানর্জ্জুনঃ প্রহসন্নিব।
উবাচ প্রেক্ষকা ভূত্বা যূয়ং তিষ্ঠথ পার্শ্বতঃ ॥
অহমেনানজিহ্মাগ্রৈঃ শতশো বিকিরচ্ছরৈঃ।
বারয়িষ্যামি সংক্রুদ্ধান্মন্ত্রৈরাশীবিষানিব ॥

ইতি তদ্ধনুরানম্য শুল্কাবাপ্তং মহাবলঃ।
ভ্রাতৃভীমেন সহিতস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ॥
ততঃ কর্ণমুখান্দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ান্যুদ্ধদুর্ম্মদান্।
সম্পেততুরভীতৌ তৌ গজৌ প্রতি গজানিব॥
উচুশ্চ বাচঃ পরুষাস্তে রাজানো যুযুৎসবঃ।
আহবে হি দ্বিজস্যাপি বধো দৃষ্টো যুযুৎসতঃ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানঃ সহসা দদ্রুবুর্দ্বিজান্।
ততঃ কর্ণো মহাতেজা জিষ্ণুং প্রতি যযৌ রণে॥
যুদ্ধার্থী বাসিতাহেতোর্গজঃ প্রতিগজং যথা।
ভীমসেনং যযৌ শল্যো মদ্রাণামীশ্বরো বলী॥
দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ।
মৃদুপূর্ব্বমযত্নেন প্রত্যযুধ্যংস্তদাহবে॥
ততোঽর্জ্জুনঃ প্রত্যবিধ্যদাপতন্তং শিতৈঃ শরৈঃ।
কর্ণং বৈকর্ত্তনং শ্রীমান্বিকৃষ্য বলবদ্ধনুঃ॥
তেষাং শরাণাং বেগেন শিতানাং তিগ্মতেজসাম্।
বিমুহ্যমানো রাধেয়ো যত্নাত্তমনুধাবতি॥
তাবুভাবপ্যনির্দ্দেশ্যৌ লাঘবাজ্জয়তাং বরৌ।
অযুধ্যেতাং সুসংরব্ধাবন্যোঽন্যবিজিগীষিণৌ॥
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য পশ্য বাহুবলঞ্চ মে।
ইতি শূরার্থবচনৈরভাষেতাং পরস্পরম্॥
ততোঽর্জ্জুনস্য ভুজয়োর্বীর্য্যমপ্রতিমং ভুবি।
জ্ঞাত্বা বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ সংরব্ধঃ সমযোধয়ৎ॥
অর্জ্জুনেন প্রযুক্তাংস্তান্বাণান্বেগবতস্তদা।
প্রতিহত্য ননাদোচ্চৈঃ সৈন্যানি তদপূজয়ন্॥
র্ণ উবাচ। তুষ্যামি তে বিপ্রমুখ্য ভুজবীর্য্যস্য সংযুগে।
অবিষাদস্য চবাস্য শস্ত্রাস্ত্রবিজয়স্য চ।
কিং ত্বং সাক্ষাদ্ধনুর্ব্বেদো রামো বা বিপ্রসত্তম।
অথ সাক্ষাদ্ধরিহয়ঃ সাক্ষাদ্বা বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥
আত্মপ্রচ্ছাদনার্থং বৈ বাহুবীর্য্যমপাশ্রিতঃ।
বিপ্ররূপং বিধায়েদং মন্যে মাং প্রতিযুধ্যসে॥

ন হি মামাহবে ক্রুদ্ধমন্যঃ সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ।
পুমান্ যোধয়িতুং শক্তঃ পাণ্ডবাদ্বা কিরীটিনঃ॥
তমেবং বাদিনং তত্র ফাল্গুনঃ প্রত্যভাষত।
নাহস্মি কর্ণ ধনুর্ব্বেদো নাস্মি রামঃ প্রতাপবান্॥
ব্রাহ্মণোহস্মি যুধাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
ব্রাহ্মে পৌরন্দরে চাস্ত্রে নিষ্ঠিতো গুরুশাসনাৎ॥
স্থিতোহস্ম্যদ্য রণে জেতুং ত্বাং বৈ বীর স্থিরো ভব॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু রাধেয়ো যুদ্ধাৎ কর্ণো ন্যবর্ত্তত।
ব্রাহ্মং তেজস্তদাঽজয্যং মন্যমানো মহারথঃ॥
অপরস্মিন্‌রণোদ্দেশে বীরৌ শল্যবৃকোদরৌ।
বলিনৌ যুদ্ধসম্পন্নৌ বিদ্যয়া চ বলেন চ॥
অন্যোন্যমাহ্বয়ন্তৌ তু মত্তাবিব মহাগজৌ।
মুষ্টিভির্জানুভিশ্চৈব নিঘ্নন্তাবিতরেতরং॥
প্রকর্ষণাকর্ষণয়োরভ্যাকর্ষবিকর্ষণৈঃ।
আচকর্ষতুরন্যোন্যং মুষ্টিভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ॥
ততশ্চটচটাশব্দঃ সুঘোরো হ্যভবত্তয়োঃ।
পাষাণসম্পাতনিভৈঃ প্রহারৈরভিজঘ্নতুঃ॥
মুহূর্ত্তং তৌ তদাঽন্যোঽন্যং সমরে পর্য্যকর্ষতাম্।
ততো ভীমঃ সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাংশল্যমাহবে॥
অপাতযৎ কুরুশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণা জহসুস্তদা।
তত্রাশ্চর্য্যং ভীমসেনশ্চকার পুরুষর্ষভঃ॥
যচ্ছল্যং পাতিতং ভূমৌ নাবধীদ্বলিনং বলী।
পাতিতে ভীমসেনেন শল্যে কর্ণে চ শঙ্কিতে॥
শঙ্কিতাঃ সর্ব্বরাজানঃ পরিবব্রুর্বৃকোদরং।
উচুশ্চ সহিতাস্তত্র সাধ্বিমৌ ব্রাহ্মণর্ষভৌ॥
বিজ্ঞায়েতাং ক্বজন্মানৌ ক্বনিবাসৌ তথৈবচ।
কো হি রাধাসুতং কর্ণং শক্তো যোধয়িতুং রণে॥
অন্যত্র রামাদ্দ্রোণাদ্বা পাণ্ডবাদ্বা কিরীটিনঃ।
কৃষ্ণাদ্বা দেবকীপুত্রাৎ কৃপাদ্বাঽপি শরদ্বতঃ॥

কো বা দুর্য্যোধনং শক্তঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে।
তথৈব মদ্রাধিপতিং শল্যং বলবতাং বরম্ ॥
বলদেবাদৃতে বীরাৎ পাণ্ডবাদ্বা বৃকোদরাৎ।
বীরাদ্দুর্য্যোধনাদ্বাঽন্যঃ শক্তঃ পাতয়িতুং রণে ॥
ক্রিয়তামবহারোঽস্মাদ্ যুদ্ধাদ্ব্রাহ্মণসম্বৃতাৎ।
ব্রাহ্মণা হি সদা রক্ষ্যাঃ সাপরাধাঽপি নিত্যদা ॥
অথৈনানুপলভ্যেঽপুনর্য্যোৎস্যাম হৃষ্টবৎ।
তাংস্তথা বাদিনঃ সর্ব্বান্ প্রসমীক্ষ্য ক্ষিতীশ্বরান্।
অথান্যান্ পুরুষাংশ্চাপি কৃত্বা তৎকর্ম্মসংযুগে ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তৎকর্ম্ম ভীমস্য সমীক্ষ্য কৃষ্ণঃ কুন্তীসুতৌ তৌ পরিশঙ্কমানঃ।
নিবারয়ামাস মহীপতীংস্তান্ধর্ম্মেণ লব্ধেত্যনুনীয় সর্ব্বান্ ॥
এবং তে বিনিবৃত্তাস্তু যুদ্ধাদ্যুদ্ধবিশারদাঃ।
যথাবাসং যযুঃ সর্ব্বে বিস্মিতা রাজসত্তমাঃ ॥
বৃত্তো ব্রহ্মোত্তরো রঙ্গঃ পাঞ্চালী ব্রাহ্মণৈর্বৃতা।
ইতিব্রুবন্তঃ প্রযযুর্যে তত্রাসন্সমাগতাঃ ॥
ব্রাহ্মণৈস্তু প্রতিচ্ছন্না রৌরবাজিনবাসিভিঃ।
কৃচ্ছ্রেণ জগ্মতুস্তৌ তু ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ ॥
বিমুক্তৌ জনসম্বাধাচ্ছত্রুভিঃ পরিবিক্ষতৌ।
কৃষ্ণয়াঽনুগতৌ তত্র নৃবীরৌ তৌ বিরেজতুঃ ॥
পৌর্ণমাস্যাং ধনৈর্মুক্তৌ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোদিতৌ।
তেষাং মাতা বহুবিধং বিনাশং পর্য্যচিন্তয়ৎ ॥
অনাগচ্ছৎসু পুত্রেষু ভৈক্ষ্যকালেঽভিগচ্ছতি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্হতা ন স্যুর্ব্বিজ্ঞায় কুরুপুঙ্গবাঃ ॥
মায়ান্বিতৈর্ব্বা রক্ষোভিঃ সুঘোরৈর্দৃঢ়বৈরিভিঃ।
বিপরীতং মতং জাতং ব্যাসস্যাপি মহাত্মনঃ ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস সুতস্নেহাবৃতা পৃথা।
ততঃ সুপ্তজনপ্রায়ে দুর্দিনে মেঘসংপ্লুতে ॥
মহত্যথাপরাহ্ণে তু ঘনৈঃ সূর্য্য ইবাবৃতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ প্রাবিশত্তত্র জিষ্ণুর্ভার্গববেশ্ম তৎ ॥

ইত্যাদিপর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রত্যাগমনে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গত্বা তু তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং পার্থৌ পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ।
তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতৌ ভিক্ষেত্যথা বেদয়তাং নরাগ্র্যৌ॥
কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে।
পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণাং কষ্টং ময়া ভাষিতমিত্যুবাচ॥
সা ধর্ম্মভীতা পরিচিন্তয়ন্তী তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতাং।
পাণৌ গৃহীত্বোপজগাম কুন্তী যুধিষ্ঠিরং বাক্যমুবাচ চেদং॥

কুন্ত্যুবাচ।

ইয়ন্তু কন্যা দ্রুপদস্য রাজ্ঞস্তবানুজাভ্যাং ময়ি সন্নিসৃষ্টা।
যথোচিতং পুত্র ময়াঽপি চোক্তং সমেত্য ভুঙ্‌ক্তেতি নৃপ প্রমাদাৎ॥
ময়া কথং নানৃতমুক্তমদ্য ভবেৎকুরূণামৃষভ ব্রবীহি।
পঞ্চালরাজস্য সুতামধর্ম্মো নচোপবর্ত্তেত ন বিভ্রমেচ্চ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স এবমুক্তো মতিমান্ নৃবীরো মাত্রা মুহূর্ত্তং তু বিচিন্ত্য রাজা।
কুন্তীং সমাশ্বাস্য কুরুপ্রবীরো ধনঞ্জয়ং বাক্যমিদং বভাষে॥
ত্বয়াজিতা ফাল্গুন যাজ্ঞসেনী ত্বয়ৈব শোভিষ্যতি রাজপুত্রী।
প্রজ্বাল্যতামগ্নিরমিত্রসাহ গৃহাণ পাণিং বিধিবত্তমস্যাঃ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

মা মাং নরেন্দ্র ত্বমধর্ম্মভাজং কৃথা ন ধর্ম্মোঽয়মশিষ্টদৃষ্টঃ।
ভবান্নিবেশ্যঃ প্রথমং ততোঽয়ং ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্ম্মা॥
অহং ততো নকুলোঽনন্তরো মে পশ্চাদয়ং সহদেবস্তরস্বী।
বৃকোদরোঽহঞ্চ যমৌচ রাজন্নিয়ঞ্চ কন্যা ভবতো নিযোজ্যা॥
এবং গতে যৎকরণীয়মত্র ধর্ম্ম্যং যশস্যং কুরু তদ্বিচিন্ত্য।
পঞ্চালরাজস্য হিতঞ্চ যৎ স্যাৎ প্রশাধি সর্ব্বে স্ম বশে স্থিতাস্তে॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জিষ্ণোর্ব্বচনমাজ্ঞায় ভক্তিস্নেহসমন্বিতম্।
দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ॥
দৃষ্ট্বা তে তত্র পশ্যন্তীং সর্ব্বে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্।
সম্প্রেক্ষ্যান্যোন্যমাসীনা হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্॥

তেষান্তু দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেষামমিতৌজসাম্।
সম্প্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ॥
কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্।
বভূবাধিকমন্যাভ্যঃ সর্ব্বভূতমনোহরম্॥
তেষামাকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্ত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্বৈপায়নবচঃ কৃৎস্নং সস্মার মনুজর্ষভঃ॥
অব্রবীৎ স হি তান্ ভ্রাতৄন্মিথো ভেদভয়ান্নৃপঃ।
সর্ব্বেষাং দ্রৌপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভ্রাতুর্ব্বচস্তৎপ্রসমীক্ষ্য সর্ব্বে জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডোস্তনয়াস্তদানীম্।
তমেবার্থং ধ্যায়মানা মনোভিঃ সর্ব্বে চ তে তস্থুরদীনসত্ত্বাঃ॥
বৃষ্ণিপ্রবীরস্তু কুরুপ্রবীরানাশংসমানঃ সহরৌহিণেয়ঃ।
জগাম তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং যত্রাসতে তে পুরুষপ্রবীরাঃ॥
তত্রোপদিষ্টং পৃথুদীর্ঘবাহুং দদর্শ কৃষ্ণঃ সহরৌহিণেয়ঃ।
অজাতশত্রুং পরিবার্য্য তাংশ্চাপ্যুপোপদিষ্টান্ জ্বলনপ্রকাশান্॥
ততোঽব্রবীদ্বাসুদেবোঽভিগম্য কুন্তীসুতং ধর্ম্মভৃতাংবরিষ্ঠম্।
কৃষ্ণোঽহমস্মীতি নিপীড্য পাদৌ যুধিষ্ঠিরস্যাজমীঢ়স্য রাজ্ঞঃ॥
তথৈব তস্যাপ্যনুরৌহিণেয়স্তৌ চাপি দৃষ্টাঃ কুরবোঽভ্যনন্দন্।
পিতৃস্বসুশ্চাপি যদুপ্রবীরাবগৃহ্নতাং ভারতমুখ্য পাদৌ॥
অজাতশত্রুশ্চ কুরুপ্রবীরঃ পপ্রচ্ছ কৃষ্ণং কুশলং বিলোক্য।
কথং বয়ং বাসুদেব ত্বয়েহ গূঢ়া বসন্তো বিদিতাশ্চ সর্ব্বে॥
তমব্রবীদ্বাসুদেবঃ প্রহস্য গূঢ়োঽপ্যগ্নির্জ্ঞায়ত এব রাজন্।
তং বিক্রমং পাণ্ডবেয়ানতীত্য কোঽন্যঃ কর্ত্তা বিদ্যতে মানুষেষু॥
দিষ্ট্যা সর্ব্বে পাবকাদ্বিপ্রমুক্তা যূয়ং ঘোরাৎ পাণ্ডবাঃ শত্রুসাহাঃ।
দিষ্ট্যা পাপো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্ত্রঃ সহামাত্যো ন সকামোঽভবিষ্যৎ॥
ভদ্রংবোঽস্তু নিহিতং যদ্গুহায়াং বিবর্দ্ধধ্বং জ্বলনাইবৈধমানাঃ।
মা বো বিদুঃ পার্থিবাঃ কেচিদেব যাস্যাবহে শিবিরায়ৈব তাবৎ॥
সোঽনুজ্ঞাতঃ পাণ্ডবেনাব্যয়শ্রীঃ প্রায়াচ্ছীঘ্রং বলদেবেন সার্দ্ধং।

ইত্যাদিপর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি রামকৃষ্ণাগমনে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

খাণ্ডবদহনকালে সেই বনমধ্যবর্ত্তী ময়নামক দানব-বিশ্বকর্ম্মা, কৃষ্ণার্জ্জুনের কৃপায়, পবিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যুপকার স্বরূপে সেই ময়, কৃষ্ণার্জ্জুনের কোন অভীষ্ট-সাধনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বাসুদেব তাঁহাকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ময়দানব, বিবিধ সামগ্রী আহরণ পূর্ব্বক, অতি বিচিত্র এক সভা নির্ম্মাণ করিলেন। শোভা, কৌশল ও রমণীয়তায় সেই সভা অতুলনীয় হইয়া উঠিল। রাজা যুধিষ্ঠির, বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া, ভ্রাতৃগণসহ সেই সুরম্য হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি, তপস্বী, নানা দিগ্দেশীয় ভূপাল, সঙ্গীত-শাস্ত্র-নিপুণ অনেক গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও ও কিন্নরগণ আমন্ত্রিত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ দেবর্ষি নারদও তথায় সমাগত হইয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ সারগর্ভ-সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করিলেন এবং তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের কল্পনা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রণোদিত করিলেও তিনি, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা ব্যতীত, এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্বারাবতী নগরে দূত প্রেরিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাসনা পরিজ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের যথোপযুক্ত পাত্র বলিয়া পরিব্যক্ত করিলেন। তৎকালে জরাসন্ধ নামে এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; তদানীন্তন অধিকাংশ ভূপতি ভীতিপ্রযুক্ত জরাসন্ধের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কালযাপন করিতে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত কংসরাজ, জরাসন্ধের জামাতা। এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে রাজন্! যিনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আপনি সম্রাটের ন্যায় গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেও, জরাসন্ধের বিরোধিতায় রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। দুরাত্মা জরাসন্ধ, সমস্ত ভূপতি-

গণকে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছে। অতএব আপনি জরাসন্ধ বধ ও ভূপালগণকে কারামুক্ত না করিলে, সম্রাট-পদবী লাভ বা রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।" শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন যে, "জরাসন্ধ যে প্রকার দুর্ম্মদ, তাহাতে তাঁহাকে নিহত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভীমসেন, অর্জ্জুন এবং আমি স্বয়ং জরাসন্ধপুরে গমন করিব এবং ভীমসেন তাহাকে বধ করিবেন।"

অনন্তর ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুরে উপস্থিত হইলেন এবং স্নাতক ব্রাহ্মণ-বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পুরঃপ্রবেশ করিলেন। মহারাজ জরাসন্ধ বিহিত বিধানে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমেই স্ব স্ব পরিচয় প্রদান না করিয়া, কিয়ৎকালান্তে শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী বলিয়া ব্যক্ত করিলেন এবং আপনাদিগের পরিচয়ও প্রদান করিলেন। মহাতেজস্বী জরাসন্ধ বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদরের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ভীমসেন অতীব উৎসাহ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যে জরাসন্ধকে বিঘূর্ণিত ও নিষ্পেষিত করিয়া, তাঁহার চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের কারাগার হইতে অবরুদ্ধ ভূপালগণের উদ্ধার সাধন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানাভিলাষী যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে পুনরাগমন করিলেন, এবং ধর্ম্ম-নন্দনের নিকট বিজয়বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া অনুজ চতুষ্টয়কে চতুর্দ্দিক বিজিত করিতে প্রেরণ করিলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, বিবিধ বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া, বিভিন্ন প্রদেশবর্ত্তী রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিলেন এবং সর্ব্বত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অবিসংবাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বয়ং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋত্বিকগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেশীয় রাজন্যগণ, বিপ্রমণ্ডলী, বৈশ্যসমূহ এবং সম্মানার্হ শূদ্রগণও নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি কৌরবাশ্রিত পূজার্হগণ এবং দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণও আমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর সকলের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্মের পরামর্শ ক্রমে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানের আয়োজন করিলে, কৃষ্ণ সেই অর্ঘ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন; ইহাতে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ও কৃষ্ণকে নানা প্রকারে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম, কৃষ্ণের অর্ঘ্য লাভোপযোগী শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বিবিধ যুক্তি-গর্ভবাক্য প্রয়োগ করিলেও, চেদিরাজ শিশু-পাল, অন্যান্য রাজগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, যজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে অনেক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, স্বকীয় সুতীক্ষ্ণ চক্রাস্ত্রের দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন। বিহিত বিধানে চেদিরাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইলে, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে শিশু-পালের পুত্র, পিতৃ-পরিত্যক্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

প্রভূত সমারোহ সহকারে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসমাপিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডব-দিগের প্রাণ-কল্প শ্রীকৃষ্ণও দ্বারাবতী গমন করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সভায় নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া ছিলেন। কোন বারি-বিহীন স্ফটিকময় প্রদেশে জল-ভ্রমে স্বকীয় পরিচ্ছদের অধোভাগ উত্তোলন পূর্ব্বক গমনাগমন করিয়া, বা প্রবেশ-বিমুখ হইয়া, দুর্য্যোধন দর্শকগণের হাস্যাস্পদ হইলেন; কোথাও বা জলপূর্ণ প্রদেশে স্থল-ভ্রমে নিপতিত ও আর্দ্র-বসন হইয়া অধোমুখ হইতে থাকিলেন; কোথাও বা ভিত্তি মধ্যস্থ স্ফাটিক অংশ বিশেষে প্রবেশ দ্বার সন্নিবিষ্ট আছে বিবেচনায় প্রবেশোন্মুখ হইবা মাত্র আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। এই-রূপে অপমানিত ও লাঞ্ছিত দুর্য্যোধন, নিতান্ত বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জরিত-হৃদয়ে, হস্তিনাপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন, স্বকীয় মাতুল সুবলাত্মজ শকুনিকে আপনার মর্ম্মান্তিক হৃদয়-বেদনার বিষয় বিদিত করিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতাপ ও রাজ-শ্রী সন্দর্শনে তাঁহার জীবন ধারণ যে ভারভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ব্যক্ত করিলেন। তখন দুষ্ট-বুদ্ধি শকুনি বলিলেন, "হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির

নিতান্ত দ্যুত-ক্রীড়ানুরক্ত ; অথচ তাহাতে তাঁহার যথোপযুক্ত নিপুণতা নাই। অক্ষ ক্রীড়ায় আমি অতিশয় নিপুণ। তুমি দ্যুত-ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিলে, আমি সহজেই তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ-শ্রী আয়ত্তীকৃত করিতে সক্ষম হইব। অতএব তুমি গৃহাগত হইয়া তোমার পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের পর, দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে স্বকীয় মনোগত অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। অক্ষক্রীড়া অশেষ অনর্থের হেতুভূত বলিয়া অন্ধরাজ কিছুতেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। নীতিজ্ঞ-চূড়ামণি বিদুরও এই বিষয়ে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন ; কিন্তু দুর্য্যোধন কোন পরামর্শেই কর্ণপাত না করিয়া বারংবার স্বকীয় হৃদয়-জাত লোভ, ঈর্ষা ও অপমানের বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে পুত্রের নির্ব্বন্ধ-পরতন্ত্র ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব শ্রেয়স্কর হইবে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। তথাপি তোমার অনুরোধ হেতু আমি তোমাকে অক্ষ ক্রীড়ায় অনুমতি প্রদান করিতেছি বটে ; কিন্তু সাবধান, যেন এজন্য কোন অনর্থোৎপাত না ঘটে।"

অচির কাল মধ্যে দ্যুত-ক্রীড়োপযোগী এক সুরম্য সভা নির্ম্মিত হইল এবং যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরিত হইলেন। দ্যুত ক্রীড়া বিবিধ অনর্থের মূল জানিয়াও, আহূত যুধিষ্ঠির নিবৃত্ত হওয়া অবৈধ বলিয়া মনে করিলেন এবং সঙ্গীবর্গকে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। পরদিন দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরমহিলাগণ, ভীমাদি ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য অনুযাত্রিকবর্গকে সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠির হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অক্ষ সভায় উপস্থিত হইলে, শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যুত-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, "হে রাজন্! মদীয় মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিবেন ; আমি ধন-রত্ন প্রদান করিব।" ক্রীড়ারম্ভ হইল ; বারবার অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি জয় লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবগণের মণি-মুক্তাদি অলঙ্কার, গো, অশ্ব, দাস, দাসী, হস্তী, শকট প্রভৃতি কপট দ্যুত-ক্রীড়ায় পণ স্বরূপে

কৌরবগণের অধিকার গত হইল। এই সময়ে বিদুর সদুপদেশ দ্বার উভয় পক্ষকেই অক্ষ ক্রীড়ায় নিরস্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। কি দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধন, বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে তাঁহার সদুপদেশ উপেক্ষা করিলেন পূর্ব্ববৎ দ্যূত-ক্রীড়া চলিতে লাগিল এবং কপট অক্ষ প্রয়োগে ক্রমশঃ যুধিষ্ঠি পরাজিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে রাজ্য, ধন, ভ্রাতৃগণ, এমন বি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠির ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং একে একে সকলই হারাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ ও দুঃশাসনাদির অপরিসী আনন্দ জন্মিল; কিন্তু অপরাপর সভাসদগণ শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন।

বিজয়-গর্ব্বিত দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে বিদুর! তুমি অচিরে দ্রৌপদীকে এখানে আনয়ন কর; সে আসিয়া আমাদিগের গৃহ মার্জ্জনা করুক।" এই অত্যহঙ্কার হেতু অচির কাল মধ্যে কৌরবগণের অপরিসীম অধোগতি সংঘটিত হইবে জানিয়া, বিদুর তখনও তাহাদিগকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া, দ্রৌপদীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, প্রতিকামীকে প্রেরণ করিলেন। প্রতিকামী পাণ্ডবগণের নির্দ্দিষ্ট বাস ভবনে আগমন করিয়া দ্রৌপদীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং তাঁহাকে সভাস্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। যাজ্ঞসেনী বলিলেন, "যুধিষ্ঠির কিরূপ ভাবে পরাজিত হইয়াছেন না জানিয়া আমি সভায় গমন করিব না, অতএব তুমি তাহা বুঝিয়া আইস।" প্রতিকামী প্রত্যাগত হইলে, ক্রোধান্ধ দুর্য্যোধন স্বকীয় অনুজ দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদীকে আনয়ন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীকে সেই সভা মধ্যে আনয়ন করিল। দ্রৌপদী তখন রজঃস্বলা ও একবস্ত্রা। দুরাত্মা দুঃশাসন, তাঁহার সেই সকল আপত্তি ও অনুনয় বাক্য শ্রবণ না করিয়া, তাঁহাকে বিবিধ দুর্ব্বাক্যে উৎপীড়িত করিতে করিতে বেগে সেই সভা স্থলে উপস্থিত করিল। লজ্জাশীলা যাজ্ঞসেনী, তথায় সমাগত হইয়া মৃদু মধুর বাক্যে স্বকীয় দুরবস্থা-জনিত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য মহাত্মাগণকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বিলাপ করিতে থাকিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন ও কর্ণাদি দ্রৌপদীকে দাসী নামে অভিহিত করিয়া বহুবিধ পরিহাস করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অনেকের অনুমোদন লাভ করিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে প্রবৃত্ত হইল। দ্রৌপদীর দুর্গতি দর্শনে ক্রুদ্ধ ভীমসেন প্রতিজ্ঞা

করিলেন, "যদি আমি এই দুরাচার দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদার করিয়া রুধির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন মরণান্তে সদ্গতি প্রাপ্ত না হই।' এই সময়ে মহাত্মা বিদুর পুনরায় বলিতে থাকিলেন, "হে সভাস্থ মহাত্মগণ! দ্রৌপদী আপত্তি করিয়াছেন যে, অগ্রে মহারাজ যুধিষ্ঠির পণে আপনাকে আপনি হারিয়াছেন; তখন তাঁহার আর অন্য কোন বিষয় পণ রাখিবার অধিকার ছিল না; সুতরাং পরে যদি আমি পরাজিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি সে জন্য কখনই বাধ্য নহি। দ্রৌপদীর এই আপত্তির মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।" সভাস্থগণ অধোমুখে নীরবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন, দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বকীয় উরু প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আরক্ত-লোচন ক্রোধান্ধ ভীম-সেন বজ্রধ্বনিতে কহিলেন, "হে নৃপতিগণ! যদি আমি গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঐ উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে মরণান্তে যেন আমার পিতৃ-পুরুষগণের ন্যায় সদ্গতি লাভ না হয়।" সভাস্থলে যখন এইরূপ বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছে, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং দ্রৌপদীকে প্রীতি-পূর্ণ বচনে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর দ্রৌপদীর প্রার্থনা ক্রমে, ধৃতরাষ্ট্রের অনুকম্পায়, পাণ্ডব-গণ দাসত্ব বিনির্ম্মুক্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির বিনম্র বচনে আপনাদিগের তদানীন্তন কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে সমস্ত ধন-রত্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সপরিবারে স্বরাজ্যে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ ব্যক্ত হইলে, মর্ম্মাহত দুর্য্যোধনাদি নিতান্ত কাতর ভাবে তাঁহার সমীপাগত হইলেন এবং নানাবিধ প্ররোচনার দ্বারা পুনরায় দ্যূত-ক্রীড়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, এবার ধন-রত্নাদি পণ রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে পক্ষ পরাজিত হইবেন, বল্কলাজিন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত ভাবে বনবাসে থাকিতে হইবে এবং একবৎসর অজ্ঞাত ভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে। পুত্র-বৎসল অন্ধরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তদীয় গুণবতী মহিষী গান্ধারী তাঁহাকে এবংবিধ অনুষ্ঠানের অবৈধতা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

পুনরায় দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের নিকটস্থ হইয়া দ্যূত-ক্রীড়ার প্রস্তাব করিলেন। ভক্তি-ভাজন বৃদ্ধ ভূপতি অনুমতি করিতেছেন শুনিয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও, যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন। এবারেও যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল; অজিন বসন পরিধান করিয়া দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবেরা বনবাসার্থ প্রস্তুত হইলেন। যাত্রাকালে দুঃশাসন তাঁহাদিগের প্রতি বিবিধ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিল এবং দ্রৌপদীকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিল। দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগকে নানারূপ অব-মানিত করিলেন। কুপিত ভীমসেন, দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করিয়া রুধির পানের ও গদাঘাতে দুর্য্যোধন হননের নিমিত্ত পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবেরাও নানারূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদুরের পরামর্শক্রমে পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী সন্তানগণের সঙ্গিনী হইলেন না; বিদুর তাঁহাকে সমাদরে স্বকীয় ভবনে লইয়া গেলেন। যাত্রাকালে ধর্ম্মনিষ্ঠ বিদুর তাঁহাদিগকে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিলেন এবং কুন্তীদেবী পতি-পথানুবর্ত্তিনী দ্রৌপদী সুন্দরীকে বহু প্রকার কর্ত্তব্যোপদেশ প্রদান করি-লেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিদুরকে আহ্বান করিয়া পাণ্ডবদিগের বনগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। পাণ্ডবদিগের বিবিধ প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত বিদুরকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল না। ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, সঞ্জয় ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মগণ বুঝিয়া রাখিলেন যে, অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বর্ষের অবসানে কৌরবকুলের ঘোর অনর্থ সমুপস্থিত হইবে।

শকুনিরুবাচ।

বহু বিত্তং পরাজৈষীঃ পাণ্ডবানাং যুধিষ্ঠির।
আচক্ষ্ব বিত্তং কৌন্তেয় যদি তেঽস্ত্যপরাজিতম্॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মম বিত্তমসংখ্যেয়ং যদহং বেদ সৌবল।
অথ ত্বং শকুনে কস্মাদ্বিত্তং সমনুপৃচ্ছসি॥
অযুতং প্রযুতঞ্চৈব পদ্মং সর্ব্বমথার্ব্বুদম্।
শঙ্খঞ্চৈব মহাপদ্মং নিখর্ব্বং কোটিরেব চ॥
মধ্যঞ্চৈব পরার্দ্ধঞ্চ সপরঞ্চাত্র পণ্যতাম্।
এতন্মম ধনং রাজং স্তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গবাংশ্চ বহুধেনূকমসংখ্যেয়মজাবিকম্।
যৎকিঞ্চিদনুপর্ণাশাং প্রাক্সিন্ধোরপি সৌবল।
এতন্মম ধনং সর্ব্বং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুরং জনপদো ভূমিরব্রাহ্মণ ধনৈঃ সহ।
অব্রাহ্মণাশ্চ পুরুষা রাজন্ শিষ্টং ধনং মম।
এতদ্রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রাজপুত্রা ইমে রাজন্ শোভন্তে যৈর্ব্বিভূষিতাঃ।
কুণ্ডলানি চ নিষ্কাশ্চ সর্ব্বরাজবিভূষণম্।
এতন্মম ধনং রাজং স্তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
নকুলো গ্লহ এবৈকো বিদ্ধ্যেতন্মম তদ্ধনম্॥

শকুনিরুবাচ।

প্রিয়স্তে নকুলো রাজন্রাজপুত্রো যুধিষ্ঠির।
অস্মাকং বশতাং প্রাপ্তো ভূয়ঃ কেনেহদীব্যসে॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু তানক্ষান্ শকুনিঃ প্রত্যপদ্যত।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অয়ং ধর্ম্মান্ সহদেবোঽনুশাস্তি লোকে হ্যস্মিন্ পণ্ডিতাখ্যাং গতশ্চ।
অনর্হতা রাজপুত্রেণ তেন দীব্যাম্যহং চাপ্রিয়বৎ প্রিয়েণ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

শকুনিরুবাচ।

মাদ্রীপুত্রৌ প্রিয়ৌ রাজংস্তবেমৌ বিজিতৌময়া।
গরীয়াংসৌতু তে মন্যে ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অধর্ম্মঞ্চ রসে নূনং যো নাবেক্ষসি বৈ নয়ম্।
যোনঃ সুমনসাং মূঢ়ং বিভেদ কর্ত্তুমিচ্ছসি॥

শকুনিরুবাচ।

গর্ত্তে মত্তঃ প্রপততে প্রমত্তঃ স্থাণুমৃচ্ছতি।
জ্যেষ্ঠো রাজন্ বরিষ্ঠোঽসি নমস্তে ভরতর্ষভ॥

স্বপ্নে তানি ন পশ্যন্তি জাগ্রতো বা যুধিষ্ঠির।
কিতবা যানি দীব্যন্তঃ প্রলপন্ত্যুৎকটা ইব॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যো নঃ সংখ্যে নৌরিব পারনেতা জেতা রিপূণাং রাজপুত্রস্তরস্বী।
অনর্হতা লোকবীরেণ তেন দীব্যাম্যহং শকুনে ফাল্গুনেন॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥
অয়ং ময়া পাণ্ডবানাং ধনুর্দ্ধরঃ পরাজিতঃ পাণ্ডবঃ সব্যসাচী।
ভীমেন রাজন্ দয়িতেন দীব্য যৎ কৈতবং পাণ্ডব তেঽবশিষ্টম্॥

ধিষ্ঠির উবাচ।

যো নো নেতা যো যুধি নঃ প্রণেতা যথা বজ্রী দানবশত্রুরেকঃ।
তির্য্যক্প্রেক্ষী সন্নতভ্রূর্ম্মহাত্মা সিংহস্কন্ধো যশ্চ সদাঽত্যমর্ষী॥
বলেন তুল্যো যস্য পুমান্ন বিদ্যতে গদাভৃতামগ্র্য ইহারিমর্দ্দনঃ।
অনর্হতা রাজপুত্রেণ তেন দীব্যাম্যহং ভীমসেনেন রাজন্॥

বেশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

কুনিরুবাচ।

বহুবিত্তং পরাজৈষী র্ভ্রাতৃংশ্চ সহয়দ্বিপান্।
আচক্ষ্ব বিত্তং কৌন্তেয় যদি তেঽস্ত্যপরাজিতম্॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অহং বিশিষ্টঃ সর্ব্বেষাং ভ্রাতৃণাং দয়িতস্তথা।
কুর্য্যামহং জিতঃ কর্ম্ম স্বয়মাত্মন্যুপপ্লুতে॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥

শকুনিরুবাচ।

এতৎ পাপিষ্ঠমকরোর্যদাত্মানং পরাজয়ে।
শিষ্টে সতি ধনে রাজন্ পাপ আত্মপরাজয়ঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মতাক্ষস্তান্ গ্লহে সর্ব্বানবস্থিতান্।
পরাজয়ল্লোকবীরানুক্ত্বা রাজ্ঞাং পৃথক্ পৃথক্॥

শকুনিরুবাচ।

অস্তি তে বৈ প্রিয়া রাজন্ গ্লহ একোঽপরাজিতঃ।
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জ্জয়॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নৈব হ্রস্বা ন মহতী ন কৃশা নাপি রোহিণী।
নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়া দীব্যাম্যহং ত্বয়া॥
শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া।
শারদোৎপলসেবিন্যা রূপেণ শ্রীসমানয়া॥
তথৈব স্যাদানৃশংস্যাত্তথাস্যাদ্রূপসম্পদা।
তথাস্যাচ্ছীলসম্পত্ত্যা যামিচ্ছেৎ পুরুষঃ স্ত্রিয়ম্॥
সর্ব্বৈর্গুণৈর্হি সম্পন্নামনুকূলাং প্রিয়ংবদাম্।
যাদৃশীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিমিচ্ছেন্নরঃ স্ত্রিয়ম্॥
চরমং সংবিশতি যা প্রথমং প্রতিবুধ্যতে।
আগোপালাবিপালেভ্যঃ সর্ব্বং বেদ কৃতাকৃতম্॥
আভাতি পদ্মবদ্বক্ত্রং সস্বেদং মল্লিকেব চ।
বেদীমধ্যা দীর্ঘকেশী তাম্রাস্যা নাতিলোমশা॥
তথৈবং বিধয়া রাজন্ পাঞ্চাল্যাঽহং সুমধ্যয়া।
গ্লহং দীব্যামি চার্ব্বঙ্গ্যা দ্রৌপদ্যা হন্ত সৌবল॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে ধর্ম্মরাজেন ধীমতা।
ধিগ্‌ধিগিত্যেব বৃদ্ধানাং সভ্যানাং নিঃসৃতা গিরঃ॥
চুক্ষুভে সা সভা রাজন্ রাজ্ঞাং সঞ্জজ্ঞিরে শুচঃ।
ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত॥
শিরো গৃহীত্বা বিদুরো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ।
আস্তে ধ্যায়ন্নধোবক্ত্রো নিশ্বসন্নিব পন্নগঃ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত॥

অহর্ষ কর্ণোঽতিভৃশং সহ দুঃশাসনাদিভিঃ।
ইতরেষাস্তু সভ্যানাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্॥
সৌবলস্তু ভিধায়ৈবং জিতকাশী মদোৎকটঃ।
জিতমিত্যেব তানক্ষান্ পুনরেবান্বপদ্যত॥

ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দ্রৌপদীপরাজয়ে ত্রিষষ্ঠি-তমোঽধ্যায়ঃ॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

এহি ক্ষত্রদ্রৌপদীমানয়স্ব প্রিয়াং ভার্য্যাং সম্মতাং পাণ্ডবানাম্।
সম্মার্জতাং বেশ্ম পরৈতু শীঘ্রং তত্রাস্তু দাসীভিরপুণ্যশীলা॥

বিদুর উবাচ।

দুর্ব্বিভাষং ভাষিতং ত্বাদৃশেন ন মন্দ সম্বুধ্যসি পাশবদ্ধঃ।
প্রপাতে ত্বং লম্বমানো ন বেৎসি ব্যাঘ্রান্ মৃগঃ কোপয়সেঽতিবেলম্॥
আশীবিষাস্তে শিরসি পূর্ণকোপা মহাবিষাঃ।
মাকোপিষ্টাঃ সুমন্দাত্মন্মাগমস্ত্বং যমক্ষয়ম্॥
নহি দাসীত্বমাপন্না কৃষ্ণা ভবিতুমর্হতি।
অনীশেন হি রাজ্ঞৈষা পণে ন্যস্তেতি মে মতিঃ॥
অয়ং ধত্তে বেণুরিবাত্মঘাতী ফলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ।
দ্যূতং হি বৈরায় মহাভয়ায় মত্তো ন বুধ্যত্যয়মন্তকালে॥
নারুন্তুদঃ স্যান্ননৃশংসবাদী ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াঽস্য বাচা পরউদ্বিজেত ন তাং বদেদুষতীং পাপলোক্যাম্॥
সমুচ্চরন্ত্যতিবাদাশ্চ বক্ত্রাদ্যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্ম্মসু তে পতন্তি তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু॥
অজো হি শস্ত্রমগিলৎ কিলৈকঃ শস্ত্রে বিপন্নে শিরসাঽস্য ভূমৌ।
নিকৃন্তনঃ স্বস্য কণ্ঠস্য ঘোরং তদ্বদ্বৈরং মাকৃথাঃ পাণ্ডুপুত্রৈঃ॥
ন কিঞ্চিদিত্থং প্রবদন্তি পার্থা বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা।
তপস্বিনং বা পরিপূর্ণবিদ্যং ভষন্তি হৈবং শ্বনরাঃ সদৈব॥
দ্বারং সুঘোরং নরকস্য জিহ্মং ন বুধ্যতে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ।
তমন্বেতারো বহবঃ কুরূণাং দ্যূতোদয়ে সহ দুঃশাসনেন॥
মজ্জন্ত্যলাবূনি শিলাঃ প্লবন্তে মুহ্যন্তি নাবোঽম্ভসি শশ্বদেব।
মূঢ়ো রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো ন মে বাচঃ পথ্যরূপাঃ শৃণোতি॥

অস্তো নং ভবিতাহয়ং কুরূণাং সুদারুণঃ সর্ব্বহরো বিনাশঃ।

বাচঃ কাব্যাঃ সুহৃদাং পথ্যরূপা ন শ্রূয়ন্তে বর্দ্ধতে লোভ এব ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি বিদুরবাক্যে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধিগস্তু ক্ষত্তারমিতি ব্রুবাণো দর্পেণ মত্তো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ।

অবৈক্ষত প্রাতিকামীং সভায়ামুবাচ চৈনং পরমার্য্যমধ্যে ॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

ত্বং প্রাতিকামিন্ দ্রৌপদীমানয়স্ব ন তে ভয়ং বিদ্যতে পাণ্ডবেভ্যঃ।

ক্ষত্তা হ্যয়ং বিবদত্যেব ভীতো নচাস্মাকং বৃদ্ধিকামঃ সদৈব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রাতিককামী স সূতঃ প্রায়াচ্ছীঘ্রং রাজবচো নিশম্য।

প্রবিশ্য চ শ্বেব হি সিংহগোষ্ঠং সমাসদন্মহিষীং পাণ্ডবানাম্ ॥

প্রাতিকাম্যুবাচ।

যুধিষ্ঠিরো দ্যূতমদেন মত্তো দুর্য্যোধনো দ্রৌপদি ত্বামজৈষীৎ।

সা ত্বং প্রপদ্যস্ব ধৃতরাষ্ট্রস্য বেশ্ম নয়ামি ত্বাং কর্ম্মণে যাজ্ঞসেনি ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কথং ত্বেবং বদসি প্রাতিকামিন্ কো হি দীব্যেদ্ ভার্য্যয়া রাজপুত্রঃ।

মূঢ়ো রাজা দ্যূতমদেন মত্তো হ্যভূন্নান্যৎ কৈতবমস্য কিঞ্চিৎ ॥

প্রাতিকাম্যুবাচ।

যদা নাভূৎ কৈতবমন্যদস্য তদাঽদেবীৎ পাণ্ডবোঽজাতশত্রুঃ।

ন্যস্তাঃ পূর্ব্বং ভ্রাতরস্তেন রাজ্ঞা স্বয়ঞ্চাত্মা ত্বমথো রাজপুত্রি ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ। গচ্ছ ত্বং কিতবং গত্বা সভায়াং পৃচ্ছ সূতজ।

কিন্নু পূর্ব্বং পরাজৈষীরাত্মানমথ বা নু মাম্ ॥

এতজ্জ্ঞাত্বা সমাগচ্ছ ততো মাং নয় সূতজ।

জ্ঞাত্বা চিকীর্ষিতমহং রাজ্ঞো যাস্যামি দুঃখিতা ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সভাং গত্বা স চোবাচ দ্রৌপদ্যাস্তদ্বচস্তদা।

যুধিষ্ঠিরং নরেন্দ্রাণাং মধ্যেস্থিতমিদং বচঃ ॥

কস্যেশো নঃ পরাজৈষীরিতি ত্বামাহ দ্রৌপদী।

কিন্নু পূর্ব্বং পরাজৈষীরাত্মানমথ বাঽপি মাম্ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তু নিশ্চেতা গতসত্ত্ব ইবাভবৎ।
ন তং সূতং প্রত্যুবাচ বচনং সাধ্বসাধু বা॥

র্য্যোধন উবাচ।

ইহৈবাগত্য পাঞ্চালী প্রশ্নমেনং প্রভাষতাম্।
ইহৈব সর্ব্বে শৃণ্বন্তু তস্যাশ্চৈতস্য যদ্বচঃ॥

বশম্পায়ন উবাচ।

স গত্বা রাজভবনং দুর্য্যোধনবশানুগঃ।
উবাচ দ্রৌপদীং সূতঃ প্রাতিকামী ব্যথন্নিব॥

প্রাতিকাম্যুবাচ।

সভ্যাস্ত্বমী রাজপুত্র্যাহ্বয়ন্তি মন্যে প্রাপ্তঃ সংক্ষয়ঃ কৌরবাণাম্।
নবৈ সমৃদ্ধিং পালয়তে লঘীয়ান্ যস্ত্বাং সমানেষ্যতি রাজপুত্রি॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এবং নূনং ব্যদধাৎ সংবিধাতা স্পর্শাবুভৌ স্পৃশতো বৃদ্ধবালৌ।
ধর্ম্মন্ত্বেকং পরম প্রাহ লোকে স নঃ শমং ধাস্যতি গোপ্যমানঃ॥
সোঽয়ং ধর্ম্মো মাঽত্যগাৎ কৌরবান্ বৈ সভ্যান্ গত্বা পৃচ্ছ ধর্ম্ম্যং বচো মে।
তে মাং ব্রূয়ুর্নিশ্চিতং তৎ করিষ্যে ধর্ম্মাত্মানো নীতিমন্তো বরিষ্ঠাঃ॥
শ্রুত্বা সূতস্তদ্বচো যাজ্ঞসেন্যাঃ সভাং গত্বা প্রাহ বাক্যং তদানীম্।
অধোমুখাস্তে ন চ কিঞ্চিদূচুর্নির্ব্বন্ধন্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য বুদ্ধ্বা॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তু তচ্ছ্রুত্বা দুর্য্যোধনচিকীর্ষিতম্।
দ্রৌপদ্যাঃ সম্মতং দূতং প্রাহিণোত্তরতর্ষভ॥
একবস্ত্রা ত্বধোনীবী রোদমানা রজস্বলা।
সভামাগত্য পাঞ্চালী শ্বশুরস্যাগ্রতো ভব॥
স গত্বা ত্বরিতং দূতঃ কৃষ্ণায়া ভবনং নৃপ।
ন্যবেদয়ন্মতং ধীমান্ ধর্ম্মরাজস্য নিশ্চিতম্॥
পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানো দীনা দুঃখসমন্বিতাঃ।
সত্যেনাতিপরীতাঙ্গা নোদীক্ষন্তে স্ম কিঞ্চন॥
ততস্তেষাং মুখমালোক্য রাজা দুর্য্যোধনঃ সূতমুবাচ হৃষ্টঃ।
ইহৈবৈনামানয় প্রাতিকামিন্ প্রত্যক্ষমস্যাঃ কুরবো ব্রুবন্তু॥

ততঃ সুতস্তস্য বশানুগামী ভীতশ্চ কোপাদ্দ্রুপদাত্মজায়াঃ ।
বিহায় মানং পুনরেব সভ্যানুবাচ কৃষ্ণাং কিমহং ব্রবীমি ॥

দুর্য্যোধন উবাচ ।

দুঃশাসনৈষ মম সূতপুত্রো বৃকোদরাদুদ্বিজতেঽল্পচেতাঃ ।
স্বয়ং প্রগৃহ্যানয় যাজ্ঞসেনীং কিন্তে করিষ্যন্ত্যবশাঃ সপত্নাঃ ॥
ততঃ সমুত্থায় স রাজপুত্রঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুঃ শাসনং রক্তদৃষ্টিঃ ।
প্রবিশ্য তদ্বেশ্ম মহারথানামিত্যব্রবীদ্দ্রৌপদীং রাজপুত্রীম্ ॥
এহ্যেহি পাঞ্চালি জিতাঽসি কৃষ্ণে দুর্য্যোধনং পশ্য বিমুক্তলজ্জা ।
কুরূন্ ভজস্বায়তপদ্মনেত্রে ধর্ম্মেণ লব্ধাঽসি সভাং পরৈহি ॥
ততঃ সমুত্থায় সুদুর্ম্মনাঃ সা বিবর্ণমামৃজ্য মুখং করেণ ।
আর্ত্তা প্রদুদ্রাব যতঃ স্ত্রিয়স্তা বৃদ্ধস্য রাজ্ঞঃ কুরুপুঙ্গবস্য ॥
ততো জবেনাভিসসার রোষাদ্দুঃশাসনস্তামভিগর্জ্জমানঃ ।
দীর্ঘেষু নীলেষ্বথ চোর্ম্মিমৎসু জগ্রাহ কেশেষু নরেন্দ্রপত্নীম্ ॥
যে রাজসূয়াবভৃথে জলেন মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ ।
তে পাণ্ডবানাং পরিভূয় বীর্য্যং বলাৎ প্রমৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রজেন ॥
স তাং পরাকৃষ্য সভাসমীপমানীয় কৃষ্ণামতিদীর্ঘকেশীম্ ।
দুঃশাসনো নাথবতীমনাথবচ্চকর্ষ বায়ুঃ কদলীমিবার্ত্তাম্ ॥
সা কৃষ্যমানা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ শনৈরুবাচাথ রজস্বলাঽস্মি ।
একঞ্চ বাসো মম মন্দবুদ্ধে সভাং নেতুং নার্হসি মামনার্য্য ॥
ততোঽব্রবীত্তাং প্রসভং নিগৃহ্য কেশেষু কৃষ্ণেষু তদা স কৃষ্ণাম্ ।
কৃষ্ণঞ্চ জিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী ॥

দুঃশাসন উবাচ ।

রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি একাম্বরা বাঽপ্যথ বা বিবস্ত্রা ।
দ্যূতে জিতাচাসি কৃতাঽসি দাসী দাসীষু বাসশ্চ যথোপজোষম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রকীর্ণকেশী পতিতার্দ্ধবস্ত্রা দুঃশাসনেন ব্যবধূয়মানা ।
হ্রীমত্যমর্ষেণ চ দহ্যমানা শনৈরিদং বাক্যমুবাচ কৃষ্ণা ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ ।

ইমে সভায়ামুপদিষ্টশাস্ত্রাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সর্ব্ব এবেন্দ্রকল্পাঃ ।
গুরুস্থানা গুরবশ্চৈব সর্ব্বে তেষামগ্রে নোৎসহে স্থাতুমেবম্ ॥

নৃশংসকর্ম্মংস্ত্বমনার্য্যবৃত্তং মা মাং বিবস্ত্রাং কুরু মাবিকার্ষীঃ।
ন মর্ষয়েয়ুস্তব রাজপুত্রাঃ সেন্দ্রাদিদেবা যদি তে সহায়াঃ॥
ধর্ম্মে স্থিতো ধর্ম্মসুতো মহাত্মা ধর্ম্মশ্চ সূক্ষ্মো নিপুণোপলক্ষ্যঃ।
বাচাঽপি ভর্ত্তুঃ পরমাণুমাত্রমিচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য॥
ইদন্ত্বকার্য্যং কুরুবীরমধ্যে রজস্বলাং যৎ পরিকর্ষসে মাম্।
ন চাপি কশ্চিৎ কুরুতেঽত্র কুৎসাং ধ্রুবং তবেদং মতমভ্যুপেতঃ॥
ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষন্তি সর্ব্বে কুরবঃ সভায়াম্॥
দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাস্তি সত্বং ক্ষত্তুস্তথৈবাস্য মহাত্মনোঽপি।
রাজ্ঞস্তথা হীমমধর্ম্মমুগ্রং ন লক্ষয়ন্তে কুরুবৃদ্ধমুখ্যাঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা ব্রুবন্তী করুণং সুমধ্যমা ভর্ত্তৄন্ কটাক্ষৈঃ কুপিতানপশ্যৎ।
সা পাণ্ডবান্ কোপপরীতদেহান্ সন্দীপয়ামাস কটাক্ষপাতৈঃ॥
হৃতেন রাজ্যেন তথা ধনেন রত্নৈশ্চ মুখ্যৈর্ন তথা বভূব।
যথা ত্রপাকোপসমীরিতেন কৃষ্ণাকটাক্ষেণ বভূব দুঃখম্॥
দুঃশাসনশ্চাপি সমীক্ষ্য কৃষ্ণামবেক্ষমাণাং কৃপণান্ পতীংস্তান্।
আধূয় বেগেন বিসংজ্ঞকল্পামুবাচ দাসীতি হসন্ সশব্দম্॥
কর্ণস্তু তদ্বাক্যমতীব হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস হসন্ সশব্দম্।
গান্ধাররাজঃ সুবলস্য পুত্রস্তথৈব দুঃশাসনমভ্যনন্দৎ॥
সভ্যাস্তু যে তত্র বভূবুরন্যে তাভ্যামৃতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ চৈব।
তেষামভূদ্দুঃখমতীব কৃষ্ণাং দৃষ্ট্বা সভায়াং পরিকৃষ্যমাণাম্॥

ভীষ্ম উবাচ।

ন ধর্ম্মসৌক্ষ্মাৎ সুভগে বিবেক্তুং শক্নোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ।
অস্বো হ্যশক্তঃ পণিতুং পরস্বং স্ত্রিয়াশ্চ ভর্ত্তুর্বশতাং সমীক্ষ্য॥
ত্যজেত সর্ব্বাং পৃথিবীং সমৃদ্ধাং যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মমথো ন জহ্যাৎ।
উক্তং জিতোঽস্মীতি চ পাণ্ডবেন তস্মান্ন শক্নোমি বিবেক্তুমেতৎ॥
দ্যূতেঽদ্বিতীয়ঃ শকুনির্নরেষু কুন্তীসুতস্তেন নিসৃষ্টকামঃ।
ন মন্যতে তাং নিকৃতিং যুধিষ্ঠিরস্তস্মান্ন তে প্রশ্নমিমং ব্রবীমি॥

দ্রৌপদ্যুবাচ। আহূয় রাজা কুশলৈরনার্য্যৈর্দুষ্টাত্মভির্নৈকৃতিকৈঃ সভায়াম্।
দ্যূতপ্রিয়ৈর্নাতিকৃতপ্রযত্নঃ কস্মাদয়ং নাম নিসৃষ্টকামঃ॥

অশুদ্ধভাবৈর্নিকৃতিপ্রবৃত্তৈরবুধ্যমানঃ কুরুপাণ্ডবাগ্র্যঃ।
সম্ভূয় সর্ব্বৈশ্চ জিতোঽপি যস্মাৎ পশ্চাদয়ং কৈতবমভ্যুপেতঃ॥
তিষ্ঠন্তি চেমে কুরবঃ সভায়ামীশাঃ সুতানাঞ্চ তথাস্নুষাণাম্।
সমীক্ষ্য সর্ব্বে মম চাপি বাক্যং বিব্রূত মে প্রশ্নমিমং যথাবৎ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা ব্রুবন্তীং করুণং রুদন্তীমবেক্ষমাণাং কৃপণান্ পতীংস্তান্।
দুঃশাসনঃ পরুষাণ্যপ্রিয়াণি বাক্যান্যুবাচামধুরাণি চৈব॥
তাং কৃষ্যমাণাঞ্চ রজস্বলাঞ্চ স্রস্তোত্তরীয়ামতদর্হমাণাম্।
বৃকোদরঃ প্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরঞ্চ চকার কোপং পরমার্ত্তরূপঃ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দ্রৌপদীপ্রশ্নে পঞ্চষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভীম উবাচ। ভবন্তি গেহে বন্ধক্যঃ কিতবানাং যুধিষ্ঠির।
ন তাভিরুত দীব্যন্তি দয়া চৈবাস্তি তাস্বপি॥
কাশ্যো যদ্ধনমাহার্ষীদ্দ্রবং যচ্চান্যদুত্তমম্।
তথাঽন্যে পৃথিবীপালা যানি রত্নান্যুপাহরন্॥
বাহনানি ধনঞ্চৈব কবচান্যায়ুধানি চ।
রাজ্যমাত্মা বয়ঞ্চৈব কৈতবেন হৃতং পরৈঃ॥
ন চ মে তত্র কোপোঽভূৎ সর্ব্বস্যেশো হি নো ভবান্।
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে॥
এষা হ্যনর্হতী বালা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কৌরবৈঃ।
ত্বৎকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ॥
অস্যাঃ কৃতে মন্যুরয়ং ত্বয়ি রাজন্নিপাত্যতে।
বাহু তে সংপ্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয়॥

অর্জুন উবাচ।

ন পুরা ভীমসেন ত্বমীদৃশীর্ব্বদিতা গিরঃ।
পরৈস্তে নাশিতং নূনং নৃশংসৈর্ধর্ম্মগৌরবম্॥
ন সকামাঃ পরে কার্য্যা ধর্ম্মমেবাচরোত্তমম্।
ভ্রাতরং ধার্ম্মিকং জ্যেষ্ঠং কোঽতিবর্ত্তিতুমর্হতি॥
আহুতো হি পরৈরাজা ক্ষাত্রং ব্রতমনুস্মরন্।
দীব্যতে পরকামেন তন্নঃ কীর্ত্তিকরং মহৎ॥

ভীমসেন উবাচ।

এবমস্মিন্ কৃতং বিদ্যাং যদি নাহং ধনঞ্জয়।
দীপ্তেঽগ্নৌ সহিতৌ বাহূ নির্দ্দহেয়ং বলাদিব॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তান্ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
ক্লিশ্যমানাঞ্চ পাঞ্চালীং বিকর্ণ ইদমব্রবীৎ॥
যাজ্ঞসেন্যা যদুক্তং তদ্বাক্যং বিব্রূত পার্থিবাঃ।
অবিবেকেন বাক্যস্য নরকঃ সদ্য এব নঃ॥
ভীষ্মশ্চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ কুরুবৃদ্ধতমাবুভৌ।
সমেত্য নাহতুঃ কিঞ্চিদ্বিদুরশ্চ মহামতিঃ॥
ভারদ্বাজশ্চ সর্ব্বেষামাচার্য্যঃ কৃপ এব চ।
কুত এতাবপি প্রশ্নং নাহতুর্দ্বিজসত্তমৌ॥
যে ত্বন্যে পৃথিবীপালাঃ সমেতাঃ সর্ব্বতো দিশঃ।
কামক্রোধৌ সমুৎসৃজ্য তে ব্রুবন্তু যথামতি॥
যদিদং দ্রৌপদী বাক্যমুক্তবত্যসকৃচ্ছুভা।
বিমৃশ্য কস্য কঃ পক্ষঃ পার্থিবা বদতোত্তরং॥
এবং স বহুশঃ সর্ব্বানুক্তবাংস্তান্ সভাসদঃ।
ন চ তে পৃথিবীপালাস্তমূচুঃ সাধ্বসাধু বা॥
উক্ত্বাঽসকৃত্তথা সর্ব্বান্ বিকর্ণঃ পৃথিবীপতীন্।
পাণৌ পাণিং বিনিষ্পিষ্য নিশ্বসন্নিদমব্রবীৎ॥
বিব্রূত পৃথিবীপালা বাক্যং মাং বা কথঞ্চন।
মন্যে ন্যায়ং যদত্রাহং তদ্ধি বক্ষ্যামি কৌরবাঃ॥
চত্বার্য্যাহুর্নরশ্রেষ্ঠা ব্যসনানি মহীক্ষিতাং।
মৃগয়া পানমক্ষাশ্চ গ্রাম্যে চৈবাতিরক্ততা॥
এতেষু হি নরঃ সক্তো ধর্ম্মমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
তথাযুক্তেন চ কৃতাং ক্রিয়াং লোকো ন মন্যতে॥
তদয়ং পাণ্ডুপুত্ত্রেণ ব্যসনে বর্ত্ততা ভৃশং।
সমাহূতেন কিতবৈরাস্থিতো দ্রৌপদী পণঃ॥
সাধারণী চ সর্ব্বেষাং পাণ্ডবানামনিন্দিতা।
জিতেন পূর্ব্বঞ্চানেন পাণ্ডবেন কৃতঃ পণঃ॥

ইয়ঞ্চ কীর্ত্তিতা কৃষ্ণা সৌবলেন পণার্থিনা।
এতৎসর্ব্বং বিচার্য্যাহং মন্যে ন বিজিতামিমাং ॥
এতচ্ছ্রুত্বা মহান্নাদঃ সভ্যানামুদতিষ্ঠত।
বিকর্ণং শংসমানানাং সৌবলঞ্চাপি নিন্দতাং ॥
তস্মিন্নুপরতে শব্দে রাধেয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং বাহুমিদং বচনমব্রবীৎ॥
কর্ণ উবাচ। দৃশ্যন্তে বৈ বিকর্ণেহ বৈকৃতানি বহূন্যপি।
তজ্জাতস্তদ্বিনাশায় যথাহগ্নিররণীপ্রজঃ॥
এতেন কিঞ্চিদপ্যাহুশ্চোদিতা হ্যপি কৃষ্ণয়া।
ধর্ম্মেণ বিজিতামেতাং মন্যন্তে দ্রুপদাত্মজাং॥
ত্বন্তু কেবলবাল্যেন ধার্ত্তরাষ্ট্র বিদীর্য্যসে।
যদ্ব্রবীষি সভামধ্যে বালস্থবিরভাষিতং॥
ন চ ধর্ম্মং যথাতত্ত্বং বেৎসি দুর্য্যোধনাবর।
যদ্ব্রবীষি জিতাং কৃষ্ণাং ন জিতেতি সুমন্দধীঃ॥
কথং হ্যবিজিতাং কৃষ্ণাং মন্যসে ধৃতরাষ্ট্রজ।
যদা সভায়াং সর্ব্বস্বং ন্যস্তবান্ পাণ্ডবাগ্রজঃ॥
অভ্যন্তরা চ সর্ব্বস্বে দ্রৌপদী ভরতর্ষভ।
এবং ধর্ম্মজিতাং কৃষ্ণাং মন্যসে ন জিতাং কথং॥
কীর্ত্তিতা দ্রৌপদী বাচা অনুজ্ঞাতা চ পাণ্ডবৈঃ।
ভবত্যবিজিতা কেন হেতুনৈষা মতা তব॥
মন্যসে বা সভামেতামানীতামেকবাসসং।
অধর্ম্মেণেতি তত্রাপি শৃণু মদ্বাক্যমুত্তমং॥
একো ভর্ত্তা স্ত্রিয়া দেবৈর্ব্বিহিতঃ কুরুনন্দন।
ইয়ং ত্বনেকবশগা বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা॥
অস্যাঃ সভামানয়নং ন চিত্রমিতি মে মতিঃ।
একাম্বরধরত্বং বাহপ্যথ বাহপি বিবস্ত্রতাং॥
যচ্চৈষাং দ্রবিণং কিঞ্চিদ্যা চৈষা যে চ পাণ্ডবাঃ।
সৌবলেনেহ তৎসর্ব্বং ধর্ম্মেণ বিজিতং বসু॥
দুঃশাসনঃ সুবালোহয়ং বিকর্ণঃ প্রাজ্ঞবাদিকঃ।
পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপাহর॥

তচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে স্বানি বাসাংসি ভারত।
অবকীর্য্যোত্তরীয়াণি সভায়াং সমুপাবিশন্ ॥
ততো দুঃশাসনো রাজন্ দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ।
সভামধ্যে সমাক্ষিপ্য ব্যপাক্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন ॥
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন ॥
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীং।
ইত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং সা হরিং ত্রিভুবনেশ্বরং।
প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী ॥
যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণো গহ্বরিতোঽভবৎ।
ত্যক্ত্বা শয্যাশনং পদ্মাং কৃপালুঃ কৃপয়াঽভ্যগাৎ ॥
কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।
ততস্তু ধর্ম্মোঽন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্বৈ বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ ॥
আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাস্তু বিশাম্পতে।
তদ্রূপমপরং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ ॥
নানারাগবিরাগাণি বসনান্যথ বৈ প্রভো।
প্রাদুর্ভবন্তি শতশো ধর্ম্মস্য পরিপালনাৎ ॥
ততো হলহলাশব্দস্তত্রাসীদ্ ঘোরনিস্বনঃ।
তদদ্ভুততমং লোকে বীক্ষ্য সর্ব্বে মহীভৃতঃ।
শশংসুর্দ্রৌপদীং তত্র কুৎসন্তো ধৃতরাষ্ট্রজম্ ॥
শশাপ তত্র ভীমস্তু রাজমধ্যে বৃহৎস্বনঃ।
ক্রোধাদ্বিস্ফুরমাণোষ্ঠো বিনিষ্পিষ্য করে করং ॥

সেন উবাচ।

ইদং মে বাক্যমাদদ্ধং ক্ষত্রিয়া লোকবাসিনঃ।
নোক্তপূর্ব্বং নরৈরন্যৈর্ন চান্যো যদ্বদিষ্যতি ॥

যদ্যেতদেবমুক্ত্বাহং ন কুর্য্যাং পৃথিবীশ্বরাঃ।
পিতামহানাং পূর্ব্বেষাং নাহং গতিমবাপ্নুয়াম্ ॥
অস্য পাপস্য দুর্বুদ্ধের্ভারতাপসদস্য চ।
নপিবেয়ং বলাদ্বক্ষো ভিত্ত্বা চেদ্রুধিরং যুধি ॥

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কপট দ্যুতে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীর সঙ্গে বন-গমনোন্মুখ হইলে, প্রকৃতিপুঞ্জ সেই পুণ্যশীল সাধুগণের সমীপাগত হইল এবং তাঁহাদের অনুগমন করিবার নিমিত্ত বাসনা প্রকাশ করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বিবিধ বিনয়বাক্যে তাহাদিগকে তাদৃশ অসম্ভব অধ্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত করিলেন ; কিন্তু কয়েকজন বিপ্র, ধর্ম্মনন্দনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া, পাণ্ডব-গণের সহিত বনবাসী হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হইয়া, প্রথমতঃ কাম্যকবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ বন-গমন করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিচক্ষণোত্তম বিদুরকে তৎকালোচিত সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ বিদুর পাণ্ডব-গণকে প্রত্যানয়ন ও তাঁহাদিগকে পুনরায় রাজ্যার্পণের পরামর্শ প্রদান করিলেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের উপর বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বিসদৃশ বাক্যে ব্যথিত করিলেন। তখন পাণ্ডব-প্রেমাবদ্ধবিদুর কৌরবাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কাম্যকবনে প্রস্থান করিলেন। তথায় পাণ্ডবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র সচিবশ্রেষ্ঠ বিদুরের বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে রাজসভায় আনয়নের নিমিত্ত সঞ্জয়কে প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ উপেক্ষা করা অবৈধ বোধে, মহাত্মা বিদুর সঞ্জয়-সমভিব্যাহারে পুনরায় হস্তিনাপুরে সমাগত হইলেন।

দুরাত্মা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণ সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে অপদস্থ ও চির-পরাজিত করিবার কল্পনায় প্রমত্ত হইলেন। এই সময়ে ভগবান্ বেদব্যাস সমাগত হইয়া কৌরবগণকে এই কথা বুঝাইয়া দিলেন যে, ত্রয়োদশ-বর্ষ পরে, অশেষ-ক্লেশভোগ করিয়া পাণ্ডবগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই ঘোরতর অনর্থের উদ্ভব হইবে ; অতঃপর দুর্য্যোধনকে সুশীল ও সুবিনীত করিবার নিমিত্ত, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাসদেব সবিশেষ অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রস্থান করিলে, মহর্ষি মৈত্রেয় ধৃতরাষ্ট্র সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং অন্যায় অক্ষ-ক্রীড়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অনর্থপাত আশঙ্কায় দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের পরামর্শ প্রদান

করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, মহর্ষির সদিচ্ছা প্রণোদিত বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, স্বকীয় উরুদেশে করাঘাত করিতে করিতে উপেক্ষা-সূচক হাস্য করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ মহর্ষি অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, "তোমার ঐ উরু নিশ্চয়ই ভীম কর্ত্তৃক গদাঘাতে ভগ্ন হইবে।"

পাণ্ডবেরা যৎকালে কাম্যকবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তথায় কির্ম্মীর নামে এক বীভৎস-দর্শন নিশাচর বাস করিত। একদা সে পাণ্ডবগণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। তাহার ভীষণ কলেবর দর্শনে দ্রুপদ-রাজ-তনয়া নিরতিশয় সন্ত্রাসিত হইলেন। অবিলম্বে অমিত-বল-শালী-ভীমসেনের প্রবল আঘাতে দুরাত্মা কির্ম্মীর শমন-সদনে প্রয়াণ করিল।

পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে শোক-সন্তপ্ত-বান্ধবগণ, তাঁহাদিগের প্রসাদনের নিমিত্ত দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডবদিগের এই অবস্থা-বিপর্য্যয়-হেতু নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বিনাশ-কল্পনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-প্রণয়িণী দ্রুপদ-নন্দিনী তৎকালে নানাবিধ পরিতাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া রোদন করিতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই পুর-কামিনীকে বিবিধ আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন। এইরূপে কয়েকদিন, প্রাণপ্রতিম-যদুকুল-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সহবাসে পাণ্ডবগণ পরমসুখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, সর্ব্ববিধ স্বচ্ছন্দতা বিধায়ক দ্বৈতবনে বাস করিবার অভিপ্রায়ে, অনুগামী ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে সেই সুখময় প্রদেশে আশ্রম স্থাপন করিলেন।

দ্বৈত-বনে অবস্থান কালে, একদা মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। ক্রমশঃ মহাত্মগণের সমাগমে পুণ্যময় দ্বৈত-বন ব্রাহ্মণ ও সাধু পুরুষ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। এই স্থানে অবস্থা কালে বিদূষী দ্রৌপদী, শান্তশীল ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়কে দুর্য্যোধনাদি দুরন্ত শত্রুগণ সম্বন্ধে ক্রোধোদ্দীপ্ত করিবার বাসনায় সুযোগ-ক্রমে বহুবি দৃষ্টান্ত ও যুক্তি পরিপূর্ণ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতেন। চিরশান্তি-প্রিয় যুধিষ্ঠির ক্রোধোত্তেজিত না হইয়া, অতীব সহিষ্ণুতার পরিচায়ক জ্ঞান-গর্ভ বাক্যদ্বার প্রণয়িণীর হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারের প্রয়াস করিতেন। ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগ

বাহুবলে অপহৃত রাজ্যৈশ্বর্য্য পুনরধিকারের প্রস্তাব করিলে, অজাত-শত্রু স্বকীয় দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজয় ও অখণ্ডনীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ আপনাদের হীনাবস্থায় সুখ-দুঃখ-পূর্ণ প্রসঙ্গালাপে তথায় দিনপাত করিতে থাকিলেন।

একদা মহর্ষি বেদব্যাস কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে একান্তে বলিলেন, "হে ভারত! কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি তোমাকে প্রতিস্মৃতি-নাম্নী অদ্ভুত বিদ্যাদান করিতেছি। তোমার অনুজ অর্জ্জুন, তোমার নিকট হইতে এই বিদ্যা-লাভ করিয়া সাধনা দ্বারা সদাশিব ও শচী-পতির অনুকম্পাভাজন হইবে এবং ভুজ-বল-প্রভাবে বরুণাদি দেবগণেরও সাক্ষাৎ লাভ করিবে। এইরূপে দেব-কৃপা-ভাজন অর্জ্জুন, দেবায়ুধ সমূহ লাভ করিতে পারিবে। অতএব হে যুধিষ্ঠির! তুমি বিদ্যাগ্রহণোপযোগী অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। একস্থানে চিরাবস্থান হৃদয়ের অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, অতএব তুমি বনবাসের নিমিত্ত কাননান্তর অন্বেষণ কর।" এইরূপ সদুপদেশ ও প্রস্তাবিত বিদ্যা প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন, ঋষি-দত্ত বিদ্যায় সিদ্ধ হইলে, একদা গুণময় অর্জ্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, "তুমি অকারণ কাহারও সহিত বিরোধ করিও না এবং কোন ব্যক্তি তোমার পথ অতিক্রম করিবার প্রয়াসী হইলে, তাঁহাকে পথ প্রদান করিও না।"

জ্যেষ্ঠের নিদেশ-বশবর্ত্তী অস্ত্র-সম্পন্ন অর্জ্জুন, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সুন্দরীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুতর দুর্গম প্রদেশ অতিবাহিত করার পর ইন্দ্রকীল পর্ব্বত সন্নিধানে, অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং তাঁহার চরণার্চ্চনা করিয়া অস্ত্র-শিক্ষা প্রাপ্তির বাসনা ব্যক্ত করিলেন। দেবরাজ কৃপা পরবশ হইয়া বলিলেন, "হে বৎস! যখন ভবানী-পতি ভূতনাথের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, আমি তখন তোমাকে যাবতীয় দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব।" তদনন্তর সুররাজের উপদেশ-পরতন্ত্র অর্জ্জুন, শিব-সন্দর্শন-সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া, উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে, ক্রমশঃ হিমাচলে উপনীত হইলেন

এবং নানাবিধ কষ্ট-সাধ্য তপস্যানুষ্ঠানে আত্ম-নিয়োজন করিলেন। অবশেষে ভগবান্ পশুপতি কিরাতরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে এক দানব বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হইতেছিল। বরাহের বধসাধনাভিপ্রায়ে অর্জ্জুন যখন বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিরাতরূপী মহাদেবও তখন তদভিপ্রায়ে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন। উভয়ের অস্ত্রাঘাতে রাক্ষসের প্রাণান্ত হইল। অর্জ্জুনের লক্ষিত বরাহের প্রতি কিরাত শর-সন্ধান করায়, মৃগয়া-ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিল; সুতরাং এতদুপলক্ষে কিরাতের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। রুষ্ট অর্জ্জুন, কিরাতকে নিপাত করিবার বাসনায় বিবিধ অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছদ্মবেশধর শঙ্কর, অবিচলিত ভাবে অকাতরে তৎসমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন ক্রমশঃ অর্জ্জুনের বাণ নিঃশেষিত হইল। তখন অনন্যোপায় অর্জ্জুন, জ্যা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া কিরাতের কলেবরে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন শূলপাণি সবলে সব্যসাচীর শরাসন হরণ করিলে, তিনি কিরাতের মস্তকে খড়্গাঘাত করিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক-শেখরের শিরঃপ্রদেশ তাহাতে বিচ্ছিন্ন হইল না ; তখন অর্জ্জুন সন্নিহিত বৃক্ষ ও শিলা সমূহ দ্বারা কিরাতকে প্রহার করিতে লাগিলেন ; তদনন্তর উভয়ের বাহুযুদ্ধ আরব্ধ হইল। সহসা পিনাক-পাণি পার্থের কলেবর নিপীড়িত করিলে, তিনি পিণ্ডীকৃত ও মৃতকল্প হইয়া ভূপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অর্জ্জুন ভগবান্ ভবানী-পতির চরণার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনান্তে দেখিলেন, প্রদত্ত পুষ্পমালা সম্মুখস্থ কিরাতের মস্তকে বিলম্বিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই কিরাতরূপী শত্রুকে ভূতভাবন বিশ্বেশ্বর বলিয়া তাঁহার বোধ জন্মিল এবং তিনি সকাতরে তদীয় চরণতলে আত্ম সমর্পণ করিলেন। আশুতোষ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং স্বকীয় পাশুপত নামক দিব্যাস্ত্র ও তদ্বিষয়িনী শিক্ষা প্রদান করিলেন। তদনন্তর মৃত্যুঞ্জয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ত্যাগ ও প্রতিসংহার মন্ত্র সহ দণ্ডাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং বরুণ দেব তাঁহাকে পাশাস্ত্র সম্পন্ন করিলেন, কুবেরও তাঁহাকে দিব্য অস্ত্রে বিভূষিত করিলেন। দেবরাজ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত মাতলি-চালিত রথ প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন হৃষ্ট মনে ইন্দ্র-বিমানে আরোহণ করিয়া অমরাবতীতে উপনীত হইলেন এবং ইন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে তাঁহার চরণার্চ্চনা করিলেন। দেবরাজ স্নেহ সহকারে স্বকীয় আত্মজকে আলিঙ্গন

করিয়া নিজাসনে উপবেশন করাইলেন। গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীতালাপে ও অপ্সরাগণ নর্ত্তনাভিনয়ে তাঁহাকে বিনোদিত করিতে থাকিল। এইরূপে মহাসুখে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন স্বর্গপুরে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদা সুন্দরী-শিরোমণি উর্ব্বসী-অপ্সরা, অর্জ্জুনের নিরূপম রূপে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার প্রয়াসিনী হইলেন এবং বিবিধ বিধানে স্বকীয় সৌন্দর্য্যসার কলেবর সজ্জীভূত করিয়া, অর্জ্জুন সমীপে হৃদয়নিহিত বাসনা পরিব্যক্ত করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন, তাঁহাকে মাতৃবৎ পূজনীয়া উল্লেখ করিয়া, তদীয় অনুজ্ঞা পালনে স্বকীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। অপমানিতা, মর্ম্মাহতা উর্ব্বসী ক্রোধভরে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, "এই অপরাধে তোমাকে ক্লীবরূপে স্ত্রীগণের মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে কালযাপন করিতে হইবে।"

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রুপদনন্দিনী অর্জ্জুনের বিরহে নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে কালপাত করিতে লাগিলেন। শশধর-বিহীন নভোমণ্ডলের ন্যায়, তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। নানা স্থানে পর্য্যটন করিলে চিত্তের কথঞ্চিৎ প্রসন্নতা জন্মিতে পারে মনে করিয়া, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত তদ্বিষয়ক পরামর্শ করিলেন। দেবর্ষি নারদ, মহামুনি লোমশ, পুরোহিত ধৌম্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ, তাঁহাদিগের নিকট নানা তীর্থের মাহাত্ম্য ও তীর্থভ্রমণের বৈধতা বিবৃত করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা পুণ্য-পবিত্রতাপূর্ণ নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া বিচিত্র দৃশ্যসমূহ সন্দর্শন, বিবিধ সদুপদেশ ও জ্ঞানগর্ভ আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে করিতে সুখে সময়পাত করিতে থাকিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে ভীমের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগক্রমে জটাসুর নামে এক দুর্বৃত্ত অসুর, ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির সমাদর সহকারে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন। ভীমসেন ও লোমশ প্রভৃতি সঙ্গীগণ কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলে, জটাসুর, যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব এবং দ্রৌপদীকে হরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সহদেব ভীমসেনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। সহসা ভীম তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাক্ষসকে নিহত করিলেন। ক্রমে বনবাসের চারি বৎসর অতীত হইল। পঞ্চমবর্ষে সুরপুর হইতে অর্জ্জুন প্রত্যাগত

হইবেন স্থিরীকৃত ছিল। তাঁহারা নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, একদা দ্রৌপদীর প্ররোচনায় ভীমসেন গিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। সেই স্থানে ধনেশ্বর কুবেরের সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পুরী বিরাজিত। তথায় যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ভীম বহুতর রাক্ষসাদিকে নিহত করিলেন। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শব্দ যুধিষ্ঠিরাদির কর্ণে প্রবেশ কবিল। দ্রৌপদীকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া সশস্ত্রে যুধিষ্ঠিরাদি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভীমের অবৈধ ব্যবহার দর্শনে অধোমুখে অবস্থিত রহিলেন। অনতিকাল মধ্যে কুবের তথায় আগমন করিলেন এবং নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া ভীমের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। এদিকে সুরপুর হইতে কাম্য অস্ত্র সমূহ লাভ করিয়া ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক, অর্জ্জুন গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন করিলেন এবং বিরহ-বিধুর-ভ্রাতৃগণ ও সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ সঞ্চার করিলেন। অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া পাঞ্চালী ও পাণ্ডবগণ তাঁহার মুখ হইতে তদীয় স্বর্গবাস ও দিব্যাস্ত্র লাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ও নানারূপ বিপদে নিপীড়িত হইতে হইতে পুনরায় কাম্যকবনে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং দুর্য্যোধনাদি পরম শত্রু-নিপাতের নিমিত্ত নানাপ্রকার পরামর্শ প্রদান করিলেন। বহু দিবসের পর অসম্ভাবিত স্থানে সত্যভামার সমাগম হওয়ায়, দ্রৌপদীর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। নানাবিধ স্বাগত সম্ভাষণ ও বিশ্রম্ভালাপের পর শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনী সত্যভামা, পাণ্ডব-মহিষী পাঞ্চালী সুন্দরীকে পতিবশীকরণবিষয়ক উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে পতি-প্রণয়-ভাগিনী দ্রৌপদী যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ও যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, হিন্দু-কুল-বালার পক্ষে তৎসমস্ত অমূল্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "পতিবশীকরণ বিষয়ে মন্ত্রাদি বা বিগর্হিত উপায় অসচ্চরিত্র-কামিনীগণেরই অবলম্বনীয়। ঔষধ-বিশেষ প্রয়োগ করিলে অশেষ অনর্থের উদ্ভব হয় এবং শান্তিময়-গৃহ অশান্তির নিকেতন হইয়া উঠে। আমি অহঙ্কার-বিহীন-ভাবে স্বামী ও সপত্নীগণের প্রিয়ানুষ্ঠান

করি এবং প্রণয়-সহকারে একান্ত মনে পতিগণের চিত্তরঞ্জন করি। কোন দেবতা বা মানব, আমার মনে স্থান পায় না। স্বামীগণের সুখ-সাধন কর্ম্ম-সমূহ আমি স্বহস্তে সম্পাদন করি। কোন দুষ্ট রমণীর সহিত কখনও আলাপ করি না। তাঁহাদের বিরহে মুহূর্ত্ত কালও সুখবোধ করি না। যাহা তাঁহাদের অপ্রিয় আমি তাহা পরিত্যাগ করি। তাঁহাদিগকে দেবতা ও একমাত্র গতি জ্ঞানে তাঁহাদের শুশ্রূষা করি। আমি স্বহস্তে পূজনীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবা করি। পতির প্রতিপাল্য ও আশ্রিতগণকে আমি বিহিত সৎকার করি। আমি পতির আয়-ব্যয়ের বিষয় অবগত হইয়া নিরন্তর সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহিত করি। প্রাতে সকলের অগ্রে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রাত্রিতে সকলের শেষে আমি নিদ্রিত হই। পতিবশীকরণের এই সকল বিহিত উপায় ব্যতীত, বিপথ-গামিনি-কামিনীগণের ন্যায় কোন অসদুপায় আমি জানিনা।" তাঁহার ইত্যাকার বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া সত্যভামা লজ্জিতা হইলেন এবং নারীজাতির ভূষণ-স্বরূপা পাণ্ডব-প্রণয়িনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিছুকাল সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ সহ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা আপনাদের রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবদ্বেষী দুর্য্যোধন, স্বচক্ষে পাণ্ডবদিগের বনবাস-ক্লেশ দর্শন ও তদুপলক্ষে তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ-বর্ষণের অভিপ্রায়ে ঘোষ পল্লী দর্শনচ্ছলে, পৌরগণ ও পত্নীগণ সমভিব্যাহারে, বহু সংখ্যক হয়-হস্তী-পরিবৃত হইয়া, দ্বৈতবন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমশঃ মৃগয়া-ব্যপদেশে দ্বৈতবন নামক সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ঐ সরোবর গন্ধর্ব্বগণের বিহার-ক্ষেত্র এবং দ্বারপালগণ দ্বারা সুরক্ষিত। দুর্য্যোধনের অনুচরেরা সরোবরে প্রবেশাভিলাষ করিলে, দ্বারপালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ক্রমশঃ গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। একমাত্র কর্ণ ব্যতীত দুর্য্যোধনের অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যগণ গন্ধর্ব্বের প্রহার-ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। অচিরে কর্ণের রথও বিচূর্ণিত হইল এবং তিনি ও দুর্য্যোধন পরাভূত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ নিরুপায় হইয়া রাজমন্ত্রী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে সন্নিহিত পাণ্ডবগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত অনুজগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন-প্রমুখ-পাণ্ডবগ

গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে প্রমত্ত হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন দেখিলেন, গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রসেন তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুরপুরে অবস্থান কালে দেবরাজের আদেশ ক্রমে, অর্জ্জুন চিত্রসেনের নিকট গীত ও নৃত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। চিত্রসেন এই কথার উল্লেখ করিবামাত্র অর্জ্জুন অস্ত্রত্যাগ করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রসেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া, দুর্য্যোধনাদিকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির স্নেহ-সহকারে দুর্য্যোধনকে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় দিলে, কৌরবরাজ লজ্জাবনতমুখে প্রস্থান করিলেন।

অপমানিত দুর্য্যোধনের প্রধান মন্ত্রী অঙ্গরাজ কর্ণ, বীরত্ব বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনকে পাণ্ডবদিগের সমকক্ষ করিবার বাসনায়, দিগ্বিজয়ের সংকল্প করিলেন এবং অনেক রাজাকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনকে বিনোদিত করিলেন। অতঃপর কর্ণের পরামর্শ-ক্রমে দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞের উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু পিতৃ-বর্ত্তমানে রাজসূয় যজ্ঞ অবৈধ-বোধে কৌরব-পুরোহিত তাঁহাকে বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। যথাকালে যজ্ঞ আরব্ধ হইল; দূতগণ নানাদিগ্দেশে নিমন্ত্রণ পত্র বহন করিল, পাণ্ডব-গণও নিমন্ত্রিত হইলেন; কিন্তু বনবাস-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাঁহারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যজ্ঞ সমাপ্ত হইল; কৌরবগণের আস্ফালনের সীমা থাকিল না।

একদা দুর্য্যোধন কৌশল ক্রমে দশ সহস্র শিষ্য-সমন্বিত কোপন-স্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে পাণ্ডবদিগের অরণ্যবাসে অতিথিরূপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর কৌশলক্রমে, অন্ন-সর্ব্বস্ব বনবাসী পাণ্ডু নন্দনদিগের আশ্রম প্রদেশ হইতে সেই বিপুল-সংখ্যক অতিথি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অচিরকাল-মধ্যে পাণ্ডবগণের এক ভয়ানক বিপদপাত ঘটিল। একদা সুন্দরী-শিরোমণি দ্রুপদ নন্দিনী একাকিনী বন-বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ ঘটনা ক্রমে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। লোক-ললাম-ভূতা-পাঞ্চালীর অসামান্য সৌন্দর্য্য-সম্ভার সন্দর্শনে, সিন্ধুপতির হৃদয় নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া উঠিল এবং তিনি, যে কোন উপায়ে হউক, সেই সুন্দরী-শিরোমণিকে অধিকার করিবার অভিলাষ করিলেন। পাণ্ডবগণ এইকালে মৃগয়ার নিমিত্ত আশ্রম-বহির্গত হইয়া দূর-প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন।

কেবল ধৌম্য পুরোহিত একাকী আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। এই সুযোগে জয়দ্রথরাজা যাজ্ঞসেনীর সমীপাগত হইয়া স্বকীয় ঘৃণিত মনোবৃত্তি সংসাধনের প্রস্তাব করিল। দ্রৌপদী প্রথমতঃ বিবিধ বিনয়-বাক্যে, তদনন্তর ক্রোধ-সহকারে জয়দ্রথকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু জয়দ্রথ কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিল না। সে সন্নিহিত হইয়া তাঁহার উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। দ্রুপদ-তনয়া সকাতরে ধৌম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিতে করিতে বেগে স্বকীয় বস্ত্রাগ্র আকর্ষণ করিলে, জয়দ্রথ ভূপতিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অধিকতর আগ্রহের সহিত দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় রথে লইয়া গেল। ধৌম্য পুরোহিত জয়দ্রথকে তিরস্কার করিতে করিতে রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া, আপনাদিগের বিপদের পরিমাণ অনুধাবন করিলেন এবং অপরিসীম ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই অবিমৃষ্যকারী শত্রুকে নিপীড়িত ও যাজ্ঞসেনীকে বিপন্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রধাবিত হইলেন। সিন্ধুরাজের সহিত অনেক ভূপতি ও সৈন্যসামন্ত ছিল। পঞ্চপাণ্ডব সেই সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া অপরিসীম সাহস সহকারে সংহার ক্রিয়া আরব্ধ করিলেন। রাশি রাশি জয়দ্রথানুচর শমন-সদনে গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রাণভীত সিন্ধুরাজ দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ধৌম্য পুরোহিত নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইয়া আশ্রম-প্রদেশে প্রত্যাগত হইলেন। ভীম ও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন। ভীমসেন অনতিকাল মধ্যে জয়দ্রথের সমীপস্থ হইলেন এবং তাহার কেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ, মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলে জানু স্থাপন করিয়া প্রহার করিতে থাকিলেন। জয়দ্রথ দুর্য্যোধন-ভগ্নী দুঃশলার স্বামী। এই কথা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে তাহার প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে এক্ষণে ভীমসেন তাহার মস্তকের পঞ্চস্থান মুণ্ডিত করিয়া এবং তাহাকে দাস স্বীকার করাইয়া বন্ধন করতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করিলেন। কৃপাপরতন্ত্র যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে জয়দ্রথ বন্ধন-বিমুক্ত ও তাহার দাসত্ব অপগত হইল। লজ্জাবনত জয়দ্রথ ধীরে ধীরে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণ কাম্যককানন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দ্বৈতবনে আগমন করিলেন।

একদা এক মৃগের অনুসরণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাকাতর পাণ্ডবগণ এক ন্যগ্রোধ-তরুমূলে উপবেশন করিলেন। সকলের পিপাসা শান্তির নিমিত্ত যুধিষ্ঠির নকুলকে সন্নিহিত কোন জলাশয় হইতে জল আনিতে আদেশ করিলেন। অনতিকালমধ্যে এক মনোহর জলাশয়-সমীপে উপস্থিত হইয়া নকুল সাগ্রহে জলপান করিতে অগ্রসর হইলে, অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "আমার প্রশ্নোত্তর না দিয়া জলপান করিও না, তাহাতে বিপদ ঘটিবে।" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, জল পান করিবামাত্র তিনি বিগতজীব হইয়া ভূপতিত হইলেন। নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে জল আনয়নে প্রেরণ করিলেন। সহদেব সরোবর-সমীপে উপস্থিত হইয়া নকুলের জীবনহীন দেহ দেখিতে পাইলেন। শুষ্ককণ্ঠ সহদেব, শোক-বিলাপে অধিকতর পিপাসিত হইয়া, জলপানে অগ্রসর হইলে, পূর্ব্ববৎ যক্ষবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সে বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া জল পান করিবামাত্র তিনিও জীবন-বিহীন হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন জলানয়নে প্রেরিত হইলেন এবং তাঁহারও পূর্ব্ববৎ অবস্থা ঘটিল। ভীমসেন আসিলে তিনিও ভ্রাতৃগণের ন্যায় জীবন-বিহীন হইলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠির স্বয়ং জলাহরণে গমন করিলেন এবং তথায় ভ্রাতৃগণের মৃতদেহ দর্শনে, অশেষ-শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। পিপাসায় অবসন্ন-প্রায় হইয়া সরোবরে অবতরণোন্মুখ হইলে, পূর্ব্ববৎ যক্ষ-বাক্য তাঁহারও কর্ণগোচর হইল। রাজা যুধিষ্ঠির অদৃষ্টচর যক্ষকেই ভ্রাতৃহন্তা মনে করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলেন। যক্ষ চক্ষুগোচর হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। যক্ষকৃত প্রগাঢ় প্রশ্ন সমূহের যুধিষ্ঠির যথাবিহিত সদুত্তর প্রদান করিলে, তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া পাণ্ডবগণের প্রাণদান করিলেন। তখন যক্ষ নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি ধর্ম্ম। হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান দেখিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার ধর্ম্ম সংবর্দ্ধিত হউক।"

এইরূপে পাণ্ডবগণের দ্বাদশবর্ষ বনবাস পরিপূর্ণ হইল। অতঃপর এক বৎসর কাল ছদ্মবেশে অতিবাহিত করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা ধৌম্য পুরোহিত ও সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সংস্মৃত্য মুনিসন্দেশমিদং বচনমব্রবীৎ॥
বিবিক্তে বিদিতপ্রজ্ঞমর্জ্জুনং পুরুষর্ষভম্।
সান্ত্বপূর্ব্বং স্মিতং কৃত্বা পাণিনা পরিসংস্পৃশন্॥
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা বনবাসমরিন্দমঃ।
ধনঞ্জয়ং ধর্ম্মরাজো রহসীদমুবাচ হ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভীষ্মে দ্রোণে কৃপে কর্ণে দ্রোণপুত্রে চ ভারত।
ধনুর্ব্বেদশ্চতুষ্পাদ এতেষদ্য প্রতিষ্ঠিতঃ॥
ব্রাহ্মং দৈবং মানুষঞ্চ সযত্নং সচিকিৎসিতম্।
সর্ব্বাস্ত্রাণাং প্রয়োগঞ্চ তেঽভিজানন্তি কৃৎস্নশঃ॥
তে সর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেণ পরিসান্ত্বিতাঃ।
সংবিভক্তাশ্চ তুষ্টাশ্চ গুরুবত্তেষু বর্ত্ততে॥
সর্ব্বযোধেষু চৈবাস্য সদা প্রীতিরনুত্তমা।
আচার্য্যা মানিতাস্তুষ্টাঃ শান্তিং ব্যবহরন্ত্যত॥
শক্তিং ন হাপয়িষ্যন্তি তে কালে প্রতিপূজিতাঃ।
অদ্য চেয়ং মহী কৃৎস্না দুর্য্যোধনবশানুগা॥
সগ্রামনগরা পার্থ সসাগরবনাকরা।
ভবানেব প্রিয়োঽস্মাকং ত্বয়ি ভারঃ সমাহিতঃ॥
অত্র কৃত্যং প্রপশ্যামি প্রাপ্তকালমরিন্দম।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্তাত গৃহীতোপনিষন্ময়া॥
তথা প্রযুক্তয়া সম্যক্ জগৎ সর্ব্বং প্রকাশতে।
তেন ত্বং ব্রহ্মণা তাত সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ॥
দৈবতানাং যথাকালং প্রসাদং প্রতিপালয়।
তপসা যোজয়াত্মানমুগ্রেণ ভরতর্ষভ॥

ধনুষ্মান্ কবচী খড়্গী মুনিঃ সাধুব্রতে স্থিতঃ।
ন কস্যচিদ্দদন্মার্গং গচ্ছ তাতোত্তরাং দিশম্॥
ইন্দ্রে হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি ধনঞ্জয়।
বৃত্রাদ্‌ভীতৈর্ব্বলং দেবৈস্তদা শক্রে সমর্পিতম্॥
তান্যেকস্থানি সর্ব্বাণি ততস্ত্বং প্রতিপৎস্যসে।
শক্রমেব প্রপদ্যস্ব স তেঽস্ত্রাণি প্রদাস্যতি।
দীক্ষিতোঽদ্যৈব গচ্ছ ত্বং দ্রষ্টুং দেবং পুরন্দরম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ধর্ম্মরাজস্তমধ্যাপয়ত প্রভুঃ।
দীক্ষিতং বিধিনাঽনেন ধৃতবাক্কায়মানসম্॥
অনুজজ্ঞে তদা বীরং ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজঃ।
নিদেশাদ্ধর্ম্মরাজস্য দ্রষ্টুকামঃ পুরন্দরম্॥
ধনুর্গাণ্ডীবমাদায় তথাঽক্ষয্যো মহেষুধী।
কবচী সতনুত্রাণো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্॥
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণান্নিষ্কৈঃ স্বস্তি বাচ্য মহাভুজঃ।
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ॥
বধায় ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং নিশ্বস্যোর্দ্ধমুদীক্ষ্য চ।
তং দৃষ্ট্বা তত্র কৌন্তেয়ং প্রগৃহীতশরাসনম্॥
অব্রুবন্ ব্রাহ্মণাঃ সিদ্ধা ভূতান্যন্তর্হিতানি চ।
ক্ষিপ্রমাপ্নুহি কৌন্তেয় মনসা যদ্যদিচ্ছসি॥
অব্রুবন্ ব্রাহ্মণাঃ পার্থমিতি কৃত্বা জয়াশিষঃ।
সংসাধয়স্ব কৌন্তেয় ধ্রুবোঽস্তু বিজয়স্তব॥
তং তথা প্রস্থিতং বীরং শালস্কন্ধোরুমর্জ্জুনম্।
মনাংস্যাদায় সর্ব্বেষাং কৃষ্ণা বচনমব্রবীৎ॥

কৃষ্ণোবাচ।

যত্তে কুন্তী মহাবাহো জাতস্যৈচ্ছদ্ধনঞ্জয়।
তত্তেঽস্তু সর্ব্বং কৌন্তেয় যথা চ স্বয়মিচ্ছসি।
মাঽস্মাকং ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম কশ্চিদবাপ্নুয়াৎ॥
ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং ভৈক্ষ্যেণ জীবিকা।
ইদং মে পরমং দুঃখং যঃ স পাপঃ সুযোধনঃ॥

দৃষ্ট্বা মাং গৌরিতি প্রাহ প্রহসন্রাজসংসদি।
তস্মাদ্দুঃখাদিদং দুঃখং গরীয় ইতি মে মতিঃ॥
যত্তৎ পরিষদো মধ্যে বহ্বয়ুক্তমভাষত।
নূনং তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে ত্বৎকথাভিঃ প্রজাগরে॥
রংস্যন্তে বীর কর্ম্মাণি কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ।
নৈব নঃ পার্থ ভোগেষু ন ধনে নোত জীবিতে॥
তুষ্টির্বুদ্ধির্ভবিত্রী বা ত্বয়ি দীর্ঘ-প্রবাসিনি।
ত্বয়ি নঃ পার্থ সর্ব্বেষাং সুখদুঃখে সমাহিতে॥
জীবিতং মরণঞ্চৈব রাজ্যমৈশ্বর্য্যমেব চ।
আপৃষ্টো মেঽসি কৌন্তেয় স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভারত॥
বলবদ্ভির্ব্বিরুদ্ধং ন কার্য্যমেতত্ত্বয়াঽনঘ।
প্রযাহ্যবিঘ্নেনৈবাশু বিজয়ায় মহাবল॥
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ স্বস্তি গচ্ছ হ্যনাময়ম্।
হ্রীঃ শ্রীঃকীর্ত্তির্দ্যুতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥
ইমা বৈ তব পান্থস্য পালয়ন্তু ধনঞ্জয়।
জ্যেষ্ঠাপচায়ী জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুর্ব্বচনকারকঃ॥
প্রপদ্যেঽহং বসূন্ রুদ্রানাদিত্যান্ সমরুদ্গণান্।
বিশ্বেদেবাংস্তথা সাধ্যান্ শান্ত্যর্থং ভরতর্ষভ॥
স্বস্তি তেঽস্ত্বন্তরীক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ ভারত।
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যো যে চান্যে পরিপন্থিনঃ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ। এবমুক্ত্বাশিষঃ কৃষ্ণা বিররাম যশস্বিনী।
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভ্রাতৄন্ ধৌম্যঞ্চ পাণ্ডবঃ॥
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ।
তস্য মার্গাদপাক্রামন্ সর্ব্বভূতানি গচ্ছতঃ॥
যুক্তস্যৈন্দ্রেণ যোগেন পরাক্রান্তস্য শুষ্মিণঃ।
সোঽগচ্ছৎপর্ব্বতাংস্তাত তপোধননিষেবিতান্॥
দিব্যং হৈমবতং পুণ্যং দেবজুষ্টং পরন্তপ।
অগচ্ছৎ পর্ব্বতং পুণ্যমেকাহ্নৈব মহামনাঃ॥
মনোজবগতির্ভূত্বা যোগযুক্তো যথাঽনিলঃ।
হিমবন্তমতিক্রম্য গন্ধমাদনমেবচ॥

অত্যক্রামৎ সুদুর্গাণি দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ।
ইন্দ্রকীলং সমাসাদ্য ততোঽতিষ্ঠদ্ধনঞ্জয়ঃ॥
অন্তরীক্ষেঽতিশুশ্রাব তিষ্ঠেতি স বচস্তদা।
তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বতো দৃষ্টিং চারয়ামাস পাণ্ডবঃ॥
অথাপশ্যৎ সব্যসাচী বৃক্ষমূলে তপস্বিনম্।
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানং পিঙ্গলং জটিলং কৃশম্॥
সোঽব্রবীদর্জ্জুনং তত্র স্থিতং দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ।
কস্ত্বং তাতেহ সম্প্রাপ্তো ধনুষ্মান্ কবচী শরী॥
নিবদ্ধাসিতলত্রাণঃ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুব্রতঃ।
নেহ শস্ত্রেণ কর্ত্তব্যং শান্তানামেব আলয়ঃ॥
বিনীতক্রোধহর্ষাণাং ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্।
নেহাস্তি ধনুষা কার্য্যং ন সংগ্রামোঽত্র কর্হিচিৎ॥
নিক্ষিপৈতদ্ধনুস্তাত প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্।
ওজসা তেজসা বীর যথা নান্যঃ পুমান্ ক্বচিৎ॥
তথা হসন্নিবাভীক্ষ্ণং ব্রাহ্মণোঽর্জ্জুনমব্রবীৎ।
নচৈনঞ্চালয়ামাস ধৈর্য্যাৎ সুধৃতনিশ্চয়ম্॥
তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স দ্বিজঃ প্রহসন্নিব।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রন্তে শক্রোঽহমরিসূদন॥
এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষং প্রত্যুবাচ ধনঞ্জয়ঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা শূরঃ কুরুকুলোদ্বহঃ॥
ঈপ্সিতো হোষ বৈ কামো বরঞ্চৈনং প্রযচ্ছ মে।
ত্বত্তোঽদ্য ভগবন্নস্ত্রং কৃৎস্নমিচ্ছামি বেদিতুম্॥
প্রত্যুবাচ মহেন্দ্রস্তং প্রীতাত্মা প্রহসন্নিব।
ইহ প্রাপ্তস্য কিং কার্য্যমস্ত্রৈস্তব ধনঞ্জয়॥
কামান্ বৃণীষ্ব লোকাংস্ত্বং প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং ধনঞ্জয়ঃ॥
ন লোভান্ন পুনঃ কামান্ন দেবত্বং কুতঃ সুখম্।
নচ সর্ব্বামরৈশ্বর্য্যং কাময়ে ত্রিদশাধিপ॥
ভ্রাতৃংস্তান্ বিপিনে ত্যক্ত্বা বৈরমপ্রতিযাত্য চ।
অকীর্ত্তিং সর্ব্বলোকেষু গচ্ছেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ॥

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বৃত্রহা পাণ্ডুনন্দনম্।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ॥
যদা দ্রক্ষ্যসি ভূতেশং ত্র্যক্ষং শূলধরং শিবম্।
তদা দাতাঽস্মি তে তাত দিব্যান্যস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ॥
ক্রিয়তাং দর্শনে যত্নো দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
দর্শনাত্তস্য কৌন্তেয় সংসিদ্ধঃ সর্ব্বমেষ্যসি॥
ইত্যুক্ত্বা ফাল্গুনং শক্রো জগামাদর্শনং পুনঃ।
অর্জ্জুনোঽপ্যথ তত্রৈব তস্থৌ যোগসমন্বিতঃ॥

৮ শ্রীমহাভারতে আরণ্যপর্ব্বণি অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বণি ইন্দ্রদর্শনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। সমাপ্তঞ্চ অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্ব।

অথকৈরাতপর্ব্ব।

মেজয় উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বিস্তরেণ কথামেতাং যথাঽস্ত্রাণ্যুপলব্ধবান্॥
যথা চ পুরুষব্যাঘ্রো দীর্ঘবাহুর্ধনঞ্জয়ঃ।
বনং প্রবিষ্টস্তেজস্বী নির্ম্মনুষ্যমভীতবৎ॥
কিঞ্চ তেন কৃতং তত্র বসতা ব্রহ্মবিত্তম।
কথঞ্চ ভগবান্ স্থাণুর্দ্দেবরাজশ্চ তোষিতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তম।
ত্বং হি সর্ব্বজ্ঞ দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব বেত্থ হ॥
অত্যদ্ভুততমং ব্রহ্মন্ লোমহর্ষণমর্জ্জুনঃ।
ভবেন সহ সংগ্রামং চকারাপ্রতিমং কিল॥
পুরা প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
যচ্ছ্রুত্বা নরসিংহানাং দৈন্যহর্ষাতিবিস্ময়াৎ॥
শূরাণামপি পার্থানাং হৃদয়ানি চকম্পিরে।
যদ্যচ্চ কৃতবানন্যৎ পার্থস্তদখিলং বদ॥
নহ্যস্য নিন্দিতং জিষ্ণোঃ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষয়ে।
চরিতং তস্য শূরস্য তন্মে সর্ব্বং প্রকীর্ত্তয়॥

বৈশম্পায়ন উবাচ। কথয়িষ্যামি তে তাত কথামেতাং মহাত্মনঃ।
দিব্যাং কৌরবশার্দ্দূল মহতীমদ্ভুতোপমাম্॥
গাত্রসংস্পর্শসম্বন্ধাং ত্র্যম্বকেণ সহানঘ।
পার্থস্য দেবদেবেন শৃণু সম্যক্ সমাগমম্॥
যুধিষ্ঠিরনিয়োগাৎ স জগামামিতবিক্রমঃ।
শক্রং সুরেশ্বরং দ্রষ্টুং দেবদেবঞ্চ শঙ্করম্॥
দিব্যং তদ্ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ কনকৎসরুম্।
মহাবলো মহাবাহুরর্জ্জুনঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে॥
দিশং হ্যুদীচীং কৌরব্যো হিমবচ্ছিখরং প্রতি।
ঐন্দ্রিঃ স্থিরমনা রাজন্ সর্ব্বলোকমহারথঃ॥
ত্বরয়া পরয়া যুক্তস্তপসেধৃতনিশ্চয়ঃ।
বনং কণ্টকিতং ঘোরমেক এবান্বপদ্যত॥
নানাপুষ্পফলোপেতং নানাপক্ষিনিষেবিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্॥
ততঃ প্রযাতে কৌন্তেয়ে বনং মানুষবর্জ্জিতম্।
শঙ্খানাং পটহানাঞ্চ শব্দঃ সমভবদ্দিবি।
পুষ্পবর্ষঞ্চাপি মহন্নিপপাত মহীতলে।
মেঘজালঞ্চ বিততং ছাদয়ামাস সর্ব্বতঃ॥
সোঽতীত্য বনদুর্গাণি সন্নিকর্ষং মহাগিরেঃ।
শুশুভে হিমবৎপৃষ্ঠে বসমানোঽর্জ্জুনস্তদা॥
তত্রাপশ্যদ্দ্রুমান্ ফুল্লান্ বিহগৈর্ব্বল্গুনাদিতান্।
নদীশ্চ বিপুলাবর্ত্তা বৈদূর্য্যবিমলপ্রভাঃ॥
হংসকারণ্ডবোদ্গীতাঃ সারসাভিরুতাস্তথা।
পুংস্কোকিলরুতাশ্চৈব ক্রৌঞ্চবর্হিণনাদিতাঃ॥
মনোহরবনোপেতাস্তস্মিন্নতিরথোঽর্জ্জুনঃ।
পুণ্যশীতামলজলাঃ পশ্যন্ প্রীতমনাঽভবৎ॥
রমণীয়ে বনোদ্দেশে রমমাণোঽর্জ্জুনস্তদা।
তপস্যুগ্রে বর্ত্তমান উগ্রতেজা মহামনাঃ॥
দর্ভচীরং নিবস্যাথ দণ্ডাজিনবিভূষিতঃ।
শীর্ণঞ্চ পতিতং ভূমৌ পর্ণং সমুপযুক্তবান্॥

পূর্ণে পূর্ণে ত্রিরাত্রে তু মাসমেকং ফলাশনঃ।
দ্বিগুণেন হি কালেন দ্বিতীয়ং মাসমত্যয়াৎ॥
তৃতীয়মপি মাসং স পক্ষেণাহারমাচরন্।
চতুর্থে ত্বথ সংপ্রাপ্তে মাসে ভরতসত্তমঃ॥
বায়ুভক্ষো মহাবাহুরভবৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
ঊর্দ্ধবাহুনিরালম্বঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রাধিষ্ঠিতঃ॥
সদোপস্পর্শনাচ্চাস্য বভূবুরমিতৌজসঃ।
বিদ্যুদম্ভোরুহনিভা জটাস্তস্য মহাত্মনঃ॥
ততো মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে জগ্মুর্দ্দেবং পিনাকিনম্।
নিবেদয়িষবঃ পার্থং তপস্যুগ্রে সমাস্থিতম্॥
তং প্রণম্য মহাদেবং শশংসুঃ পার্থকর্ম্ম তৎ।
এষ পার্থো মহাতেজা হিমবৎপৃষ্ঠমাস্থিতঃ॥
উগ্রে তপসি দুষ্পারে স্থিতো ধূমায়য়ন্দিশঃ।
তস্য দেবেশ ন বয়ং বিদ্মঃ সর্ব্বে চিকীর্ষিতম্।
সন্তাপয়তি নঃ সর্ব্বানসৌ সাধু নিবার্য্যতাম্॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
উমাপতির্ভূতপতির্ব্বাক্যমেতদুবাচহ॥

মহাদেব উবাচ।

ন বো বিষাদঃ কর্ত্তব্যঃ ফাল্গুনং প্রতি সর্ব্বশঃ।
শীঘ্রং গচ্ছত সংহৃষ্টা যথাগতমতন্দ্রিতাঃ।
অহমস্য বিজানামি সংকল্পং মনসি স্থিতং॥
নাস্য স্বর্গস্পৃহা কাচিন্নৈশ্বর্য্যস্য তথায়ুষঃ।
যত্তস্য কাঙ্ক্ষিতং সর্ব্বং তৎকবিষ্যেহহমদ্য বৈ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা শর্ব্ববচনমৃষয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
প্রহৃষ্টমনসো জগ্মুর্যথা স্বান্ পুনরালয়ান্॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আরণ্যপর্ব্বণি কৈরাতপর্ব্বণি মুনিশঙ্করসংবাদে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতেষু তেষু সর্ব্বেষু তপস্বিষু মহাত্মসু।
পিনাকপাণির্ভগবান্ সর্ব্বপাপহরো হরঃ॥

কৈরাতং বেশমাস্থায় কাঞ্চনদ্রুমসন্নিভম্।
বিভ্রাজমানো বিপুলো গিরির্মেরুরিবাপরঃ॥
শ্রীমদ্ধনুরুপাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
নিষ্পপাত মহাবেগো দহনো দেহবানিব॥
দেব্যা সহোময়া শ্রীমান্ সমানব্রতবেশয়া।
নানাবেশধরৈর্হৃষ্টৈর্ভূতৈরনুগতস্তদা॥
কিরাতবেশসংচ্ছন্নঃ স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ।
অশোভত তদা রাজন্ স দেশোহতীব ভারত॥
ক্ষণেন তদ্বনং সর্ব্বং নিঃশব্দমভবত্তদা।
নাদঃ প্রস্রবণানাঞ্চ পক্ষিণাঞ্চাপ্যুপারমৎ॥
স সন্নিকর্ষমাগম্য পার্থস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
মূকং নাম দনোঃ পুত্রং দদর্শাদ্ভুতদর্শনম্॥
বারাহং রূপমাস্থায় তর্কয়ন্তমিবার্জ্জুনম্।
হন্তুং পরমদুষ্টাত্মা তমুবাচাথ ফাল্গুনঃ॥
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
সজ্যং ধনুর্ব্বরং কৃত্বা জ্যাঘোষেণ নিনাদয়ন্॥
যন্মাং প্রার্থয়সে হন্তুমনাগসমিহাগতম্।
তস্মাত্ত্বাং পূর্ব্বমেবাহং নেতাহদ্য যমসাদনম্॥
দৃষ্ট্বা তং প্রহরিষ্যন্তং ফাল্গুনং দৃঢ়ধন্বিনম্।
কিরাতরূপী সহসা বারয়ামাস শঙ্করঃ॥
মমৈষ প্রার্থিতঃ পূর্ব্বমিন্দ্রকীলসমপ্রভঃ।
অনাদৃত্য চ তদ্বাক্যং প্রজহারাথ ফাল্গুনঃ॥
কিরাতশ্চ সমং তস্মিন্নেকলক্ষ্যে মহাদ্যুতিঃ।
প্রমুমোচাশনিপ্রখ্যং শরমগ্নিশিখোপমম্॥
তৌ মুক্তৌ সায়কৌ তাভ্যাং সমস্তত্র নিপেততুঃ।
মূকস্য গাত্রে বিস্তীর্ণে শৈলসংহননে তদা॥
যথাহশনের্ব্বিনির্ঘোষো বজ্রস্যেব চ পর্ব্বতে।
তথা তয়োঃ সন্নিপাতঃ শরয়োরভবত্তদা॥
স বিদ্ধো বহুভির্ব্বাণৈর্দ্দীপ্তাস্যৈঃ পন্নগৈরিব।
মমার রাক্ষসং রূপং ভূয়ঃ কৃত্বা বিভীষণম্॥

স দদর্শ ততো জিষ্ণুঃ পুরুষং কাঞ্চনপ্রভম্।
কিরাতবেশসংচ্ছন্নং স্ত্রীসহায়মমিত্রহা ॥
তমব্রবীৎ প্রীতমনাঃ কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব।
কো ভবানটতে শূন্যে বনে স্ত্রীগণসংবৃতঃ ॥
ন ত্বমস্মিন্ বনে ঘোরে বিভেষি কনকপ্রভ।
কিমর্থঞ্চ ত্বয়া বিদ্ধো বরাহো মৎপরিগ্রহঃ ॥
ময়াঽভিপন্নঃ পূর্ব্বং হি রাক্ষসোঽয়মিহাগতঃ।
কামাৎপরিভবাদ্বাঽপি ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥
ন হোষ মৃগয়াধর্ম্মো যস্ত্বয়াঽদ্য কৃতো ময়ি।
তেন ত্বাং ভ্রংশয়িষ্যামি জীবিতাৎ পর্ব্বতাশ্রয়ম্ ॥
ইত্যুক্তঃ পাণ্ডবেয়েন কিরাতঃ প্রহসন্নিব।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পাণ্ডবং সব্যসাচিনম্ ॥
ন মৎকৃতে ত্বয়া বীর ভীঃ কার্য্যা বনমন্তিকাৎ।
ইয়ং ভূমিঃ সদাঽস্মাকমুচিতা বসতাং বনে ॥
ত্বয়া তু দুষ্করঃ কস্মাদিহ বাসঃ প্ররোচিতঃ।
বয়ন্তু বহুসত্ত্বেঽস্মিন্নিবসামস্তপোধন ॥
ভবাংস্তু কৃষ্ণবর্ত্মাভঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ।
কথং শূন্যমিমং দেশমেকাকী বিচরিষ্যতি ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

গাণ্ডীবমাশ্রয়ং কৃত্বা নারাচাংশ্চাগ্নিসন্নিভান্।
নিবসামি মহারণ্যে দ্বিতীয় ইব পাবকিঃ ॥
এষ চাপি মহাজন্তুর্ম্মৃগরূপং সমাশ্রিতঃ।
রাক্ষসো নিহতো ঘোরো হন্তুং মামিহ চাগতঃ ॥

কিরাত উবাচ ॥

ময়ৈষ ধনুর্নির্ম্মুক্তৈস্তাড়িতঃ পূর্ব্বমেব হি।
বাণৈরভিহতঃ শেতে নীতশ্চ যমসাদনম্ ॥
ময়ৈষ লক্ষ্যভূতো হি মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
ময়ৈব চ প্রহারেণ জীবিতাদ্ব্যপরোপিতঃ ॥
দোষান্ স্বান্নার্হসেঽন্যস্মৈ বক্তুং স্ববলদর্পিতঃ।
অবলিপ্তোঽসি মন্দাত্মন্ ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥

স্থিরো ভবস্ব মোক্ষ্যামি সায়কানশনীরিব।
ঘটস্ব পরয়া শক্ত্যা মুঞ্চ ত্বমপি সায়কান্॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কিরাতস্যার্জ্জুনস্তদা।
রোষমাহারয়মাস তাড়য়ামাস চেষুভিঃ॥
ততো হৃষ্টেন মনসা প্রতিজগ্রাহ সায়কান্।
ভূয়োভূয় ইতি প্রাহ মন্দমন্দেত্যুবাচ হ॥
প্রহরস্ব শরানেতান্নারাচান্মর্ম্মভেদিনঃ।
ইত্যুক্তো বাণবর্ষং স মুমোচ সহসাহর্জ্জুনঃ॥
ততস্তৌ তত্র সংরব্ধৌ রাজমানৌ মুহুর্মুহুঃ।
শরৈরাশীবিষাকারৈস্ততক্ষাতে পরস্পরম্॥
ততোহর্জ্জুনঃ শরবর্ষং কিরাতে সমবাসৃজৎ।
তৎ প্রসন্নেন মনসা প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ॥
মুহূর্ত্তঃ শববর্ষং তৎ প্রতিগৃহ্য পিনাকধৃক্।
অক্ষতেন শরীরেণ তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ॥
স দৃষ্ট্বা বাণবর্ষন্তু মোঘীভূতং ধনঞ্জয়ঃ।
পরমং বিস্ময়ঞ্চক্রে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ॥
অহোহয়ং সুকুমারাঙ্গো হিমবচ্ছিখবাশ্রযঃ।
গাণ্ডীবমুক্তান্নারাচান্ প্রতিগৃহ্নাত্যবিহ্বলঃ॥
কোহয়ং দেবো ভবেৎ সাক্ষাৎ রুদ্রো যক্ষঃ সুরোহসুরঃ।
বিদ্যতে হি গিরিশ্রেষ্ঠে ত্রিদশানাং সমাগমঃ॥
ন হি মদ্বাণজালানামুৎসৃষ্টানাং সহস্রশঃ।
শক্তোহন্যঃ সহিতুং বেগমৃতে দেবং পিনাকিনম্॥
দেবো বা যদি বা যক্ষো রুদ্রাদন্যো ব্যবস্থিতঃ।
অহমেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্॥
ততো হৃষ্টমনা জিষ্ণুর্নারাচান্মর্ম্মভেদিনঃ।
ব্যসৃজচ্ছতধা রাজন্ ময়ূখানিব ভাস্করঃ॥
তান্ প্রসন্নেন মনসা ভগবান্ লোকভাবনঃ।
শূলপাণিঃ প্রত্যগৃহ্নাচ্ছিলাবর্ষমিবাচলঃ॥
ক্ষণেন ক্ষীণবাণোহথ সংবৃত্তঃ ফাল্গুনস্তদা।
ভীশ্চৈনমাবিশত্তীব্রা তং দৃষ্ট্বা শরসংক্ষয়ম্॥

চিন্তয়ামাস জিষ্ণুশ্চ ভগবন্তং হুতাশনম্।
পুরস্তাদক্ষয়ৌ দত্তৌ তূণৌ যেনাস্য খাণ্ডবে।
কিং নু মোক্ষ্যামি ধনুষা যন্মে বাণাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।
অয়ঞ্চ পুরুষঃ কোঽপি বাণান্ গ্রসতি সর্ব্বশঃ॥
হত্বা চৈনং ধনুষ্কোট্যা শূলাগ্রেণেব কুঞ্জরম্।
নয়ামি দণ্ডধারস্য যমস্য সদনং প্রতি॥
প্রগৃহ্যাথ ধনুষ্কোট্যা জ্যাপাশেনাবকৃষ্য চ।
মুষ্টিভিশ্চাপি হতবান্ বজ্রকল্পৈর্ম্মহাদ্যুতিঃ॥
সংপ্রযুদ্ধ্যো ধনুষ্কোট্যা কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা।
তদপ্যস্য ধনুর্দ্দিব্যং জগ্রাহ গিরিগোচরঃ॥
ততোঽর্জ্জুনো গ্রস্তধনুঃ খড়্গপাণিরতিষ্ঠত।
যুদ্ধস্যান্তমভীপ্সন্ বৈ বেগেনাভিজগাম তম্॥
তস্য মূর্দ্ধ্নি শিতং খড়্গমসক্তং পর্ব্বতেষ্বপি।
মুমোচ ভুজবীর্য্যেণ বিক্রম্য কুরুনন্দনঃ॥
তস্য মূর্দ্ধানমাসাদ্য পফালাসিবরো হি সঃ।
ততো বৃক্ষৈঃ শিলাভিশ্চ যোধয়ামাস ফাল্গুনঃ॥
তদা বৃক্ষান্মহাকায়ঃ প্রত্যগৃহ্লাদথো শিলাঃ।
কিরাতরূপী ভগবাংস্ততঃ পার্থো মহাবলঃ॥
মুষ্টিভির্ব্বজ্রসঙ্কাশৈ র্ধূমমুৎপাদয়ন্ মুখে।
প্রজহার দুরাধর্ষে কিরাতসমরূপিণি॥
ততঃ শক্রাশনিসমৈর্মুষ্টিভির্ভৃশদারুণৈঃ।
কিরাতরূপী ভগবানর্দ্দয়ামাস পাণ্ডবম্॥
ততশ্চটচটাশব্দঃ সুঘোরঃ সমপদ্যত।
পাণ্ডবস্য চ মুষ্টীনাং কিরাতস্য চ যুধ্যতঃ॥
সুমুহূর্ত্তন্তু তদ্যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণং।
ভুজপ্রহারসংযুক্তং বৃত্রবাসবয়োরিব॥
জঘানাথ ততো জিষ্ণুঃ কিরাতমুরসা বলী।
পাণ্ডবঞ্চ বিচেষ্টন্তং কিরাতোঽপ্যহনদ্বলী॥
তযোর্ভুজবিনিষ্পেষাৎ সঙ্ঘর্ষেণোরসোস্তথা।
সমজায়ত গাত্রেষু পাবকোঽঙ্গারধূমবান্॥

তত এনং মহাদেবঃ পীড্য গাত্রৈঃ[সুপীড়িতম্।
তেজসা ব্যক্রমদ্রোষাচ্চেতস্তস্য বিমোহয়ন্॥
ততোঽভিপীড়িতৈর্গাত্রৈঃ পিণ্ডীকৃত ইবাবভৌ।
ফাল্গুনো:গাত্রসংরুদ্ধো দেবদেবেন ভারত॥
নিরুচ্ছাসো ঽভবচ্চৈব সন্নিরুদ্ধো মহাত্মনা।
পপাত ভূম্যাং নিশ্চেষ্টো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ॥
স মুহূর্ত্তস্তথা ভূত্বা সচেতাঃ পুনরুত্থিতঃ।
রুধিরেণাপ্লুতাঙ্গস্তু পাণ্ডবো ভৃশদুঃখিতঃ॥
শরণ্যং শরণং গত্বা ভগবন্তং পিনাকিনম্।
মৃণ্ময়ং স্থণ্ডিলং কৃত্বা মাল্যেনাপূজয়ন্তবম্॥
তচ্চ মাল্যং তদা পার্থঃ কিরাতশিরসি স্থিতম্।
অপশ্যৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো হর্ষেণ প্রকৃতিঙ্গতঃ॥
পপাত পাদয়োস্তস্য ততঃ প্রীতোঽভবত্তবঃ।
উবাচ চৈনং বচসা মেঘগম্ভীরগীর্হরঃ।
জাতবিস্ময়মালোক্য তপঃক্ষীণাঙ্গসংহতিম্॥

ভব উবাচ।

ভো ভো ফাল্গুন তুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণা ঽপ্রতিমেন তে।
শৌর্য্যেণানেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ॥
সমং তেজশ্চ বীর্য্যঞ্চ মমাদ্য তব চানঘ।
প্রীতস্তে ঽহং মহাবাহো পশ্য মাং ভরতর্ষভ॥
দদামি তে বিশালাক্ষ চক্ষুঃ পূর্ব্বঋষির্ভবান্।
বিজেষ্যসি রণে শত্রূনপি সর্ব্বান্ দিবৌকসঃ॥
প্রীত্যা চ তেঽহং দাস্যামি যদস্ত্রমনিবারিতম্।
ত্বং হি শক্তো মদীয়ং তদস্ত্রং ধারয়িতুং ক্ষণাৎ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দেবং মহাদেবং গিরিশং শূলপাণিনম্।
দদর্শ ফাল্গুনস্তত্র সহ দেব্যা মহাদ্যুতিম্॥
স জানুভ্যাং মহীং গত্বা শিরসা প্রণিপত্য চ।
প্রসাদয়ামাস হরং পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কপর্দ্দিন্ সর্ব্বদেবেশ ভগনেত্রনিপাতন।
দেবদেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাধর॥
কারণানাঞ্চ পরমং জানে ত্বাং ত্র্যম্বকং বিভুম্।
দেবানাঞ্চ গতিং দেব ত্বৎপ্রসূতমিদং জগৎ॥
অজেয়স্ত্বং ত্রিভির্ল্লোকৈঃ সদেবাসুরমানুষৈঃ।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় হরিরুদ্রায় বৈ নমঃ।
ললাটাক্ষায় সর্ব্বায় মীঢুষে শূলপাণয়ে॥
পিনাকগোপ্ত্রে সূর্য্যায় মার্জ্জালীয়ায় বেধসে।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্ব্বভূতমহেশ্বর॥
গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণকারণম্।
প্রধানপুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্॥
ব্যতিক্রমং মে ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর।
ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তোহস্মীমং মহাগিরিম্॥
দয়িতং তব দেবেশ তাপসালয়মুত্তমম্।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্॥
ন মে স্যাদপরাধোঽয়ং মহাদেবাতিসাহসাৎ।
কৃতো ময়াঽয়মজ্ঞানাৎ বিমর্দ্দো যস্ত্বয়া সহ।
শরণং প্রতিপন্নায় তৎক্ষমস্বাদ্য শঙ্কর॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রহস্য বৃষভধ্বজঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং বাহুং ক্ষান্তমিত্যেব ফাল্গুনম্॥
পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রীতাত্মা ভগবান্ হরঃ।
পুনঃ পার্থং সান্ত্বপূর্ব্বমুবাচ বৃষভধ্বজঃ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আরণ্যপর্ব্বণি কৈরাতপর্ব্বণি মহাদেবস্তবে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন যে, বিরাট নগরে মৎস্য-রাজভবনে এক বৎসর কাল প্রচ্ছন্নভাবে অতিবাহিত করাই বিধেয়। স্থির হইল, যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম ধারণ করিয়া অক্ষ-প্রিয় ব্রাহ্মণরূপে, বিরাটরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; ভীমসেন বল্লব নাম ধারণ করিয়া সূপকাররূপে, বিরাট ভবনে কালপাত করিবেন; অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া ক্লীবরূপে, মৎস্য রাজপুরে অবস্থান করিবেন, নকুল গ্রন্থিক নাম ধারণ করিয়া অশ্বরক্ষকরূপে, বিরাটপুরে অবস্থান করিবেন; সহদেব তন্ত্রীপাল নাম ধারণ করিয়া গো-চর্য্যকরূপে, অবস্থান করিবেন এবং দ্রৌপদী সুন্দরী সৈরিন্ধ্রী নাম ধারণ করিয়া পরিচারিকারূপে, রাজপুরে কালাতিবাহিত করিবেন। তখন পাণ্ডবেরা আপনাদিগের আয়ুধ সমূহ পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত এক দুর্গম প্রদেশে রক্ষিত করিলেন। নগরে প্রবেশ করার পর, তাঁহারা আপনাদের প্রকৃত পরিচয় প্রচ্ছন্ন করিয়া বিরাটরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং দ্রৌপদী বিরাট-মহিষীর আশ্রিতা হইলেন। সকলেই দক্ষতা সহকারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। চিত্রসেন-শিষ্য অর্জ্জুন অন্তঃপুরে রাজকন্যা উত্তরাকে গীত ও নৃত্য বিদ্যার শিক্ষা দিতে থাকিলেন।

দশমাস বিনা ব্যাঘাতে অতীত হইল। তদনন্তর একদা লাবণ্যময়ী দ্রুপদনন্দিনী বিরাটরাজের সেনাপতি কীচকের নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইলেন। কামান্ধ কীচক রাজমহিষী সুদেষ্ণার নিকট সেই রমণীরত্নলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল এবং দ্রৌপদীর নিকটেও স্বকীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বিবিধ প্রলোভনে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াসী হইল। দ্রৌপদী বিবিধ বাক্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সে নিরস্ত হইল না। তদনন্তর পাণ্ডবপ্রণয়িনী তাঁহাকে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিলেও, সে আত্ম হৃদয়কে প্রকৃতস্থ করিতে পারিল না। কীচক স্বকীয় ভগ্নী সুদেষ্ণা মহিষীর নিকট অনেক অনুনয় করিলে, তিনি ভ্রাতার পাপ-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তি-বিষয়ে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারই কৌশলে একদা দ্রৌপদীকে একাকিনী অনিচ্ছায় কীচক-ভবনে গমন করিতে হইল। দুরাত্মা কীচক, ঘৃণিত মনোবৃত্তি সংসাধনের

মুচিত সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, বিবিধ প্রণয়-সম্ভাষণে দ্রৌপদীকে মর্ম্মাহত করিল এবং সাদরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দ্রৌপদী দ্রুতবেগে সভাস্থলে যুধিষ্ঠিরের সমীপে আগমন করিলেন। অপমানিত কীচকও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে ভূপাতিত করিয়া পদাঘাত করিল। যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রিয়তমার এই অবমাননা প্রত্যক্ষ করিলেন। কিন্তু আত্ম-প্রকাশ-ভয়ে তাঁহারা অতি কষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিয়া রহিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা দ্রৌপদী, বিরাটরাজকে লক্ষ্য করিয়া তদীয় অধার্ম্মিকত্বের উল্লেখ পূর্ব্বক, নানাপ্রকার তিরস্কার করিলেন এবং সুদেষ্ণা মহিষীর নিকট আসিয়া আপনার দুঃখকাহিনী বিবৃত করিলেন। তদনন্তর গভীর নিশাকালে নিঃশব্দে ভীমসেনের সমীপাগত হইয়া আপনার অবমাননার বিষয় কীর্ত্তন করিলেন এবং যেরূপে হউক সেই দুরন্ত শত্রুকে সমুচিত দণ্ডিত করিবার প্রার্থনা করিলেন। পত্নীর অবমাননাকারী মূঢ়ের দণ্ডবিধানার্থ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া, ভীমসেন দ্রৌপদীকে যথোপযুক্ত পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। পরদিন প্রাতে দ্রৌপদীকে দর্শনমাত্র কীচক পুনরায় তাঁহার প্রণয়-প্রার্থী হইল। দ্রুপদ-রাজতনয়া সংগোপনে তাহার বাসনা সিদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। রজনীযোগে কীচক দ্রৌপদী-নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত স্থানে সমাগত হইল; তাহার সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ ভীমসেন তথায় প্রচ্ছন্নভাবে শয়ন করিয়াছিলেন। মোহান্ধ কীচক দ্রৌপদী-ভ্রমে ভীমসেনকেই আলিঙ্গন করিল। তখন বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর অশেষ নির্য্যাতন করিয়া কীচককে সংহার করিলেন এবং তাহার হস্ত, পদ, গ্রীবা ও মস্তক শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কীচক-বধান্তে ভীমসেন স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, দ্রৌপদী পুরবাসীগণকে আহ্বান করিয়া, স্বকীয় অলক্ষিত গন্ধর্ব্ব পতিগণ কর্ত্তৃক কীচকের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ কীচক-বন্ধুগণ, সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের এইরূপ ভয়ানক মৃত্যুর কারণ বোধে, দ্রৌপদীর উপর রুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে কীচকের সহিত বন্ধন করিয়া এক চিতায় দগ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিল। কীচকের মৃতদেহের সহিত নিবদ্ধ দ্রৌপদী, শ্মশানাভিমুখে নীত হইবার সময় করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপ-ধ্বনি ভীমসেনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তিনি অন্যের অলক্ষিতভাবে গৃহত্যাগ করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং

বহুসংখ্যক কীচকাত্মীয় বধ করিয়া দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিলেন। ভীম-সেনকে বল্লব সূপকার বলিয়া কেহই চিনিতে পারিল না। সকলেই তাঁহাকে সৈরিন্ধ্রীর অন্যতম গন্ধর্ব্ব পতি বলিয়া মনে করিল।

রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্ব হইতেই পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ অনেক চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অনেক সন্ধান করিয়াও পাণ্ডবগণের কোনই সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল না। তাহারা হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইয়া আপনা-দিগের নিষ্ফল চেষ্টার বিষয় কীর্ত্তন করিলে, দুর্য্যোধন ও তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের অবশিষ্ট অত্যল্পকাল অতিবাহিত করিয়াই যে, হস্তিনাপুরের দ্বারদেশে রণরঙ্গে প্রমত্ত হইয়া দণ্ডায়-মান হইবেন, তৎপক্ষে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সেই আগতপ্রায় বিপদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার বাসনায়, সন্নিহিত শত্রুরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ধন-রত্নাদি হরণ করা শ্রেয়স্কর বলিয়া অনেকে মনে করিলেন। কীচকের মৃত্যু হওয়ায় বিরাটরাজকে বিজিত করা ও তদীয় গোধন হরণ করা সহজ-সাধ্য হইবে বলিয়া সকলকেই বিশ্বাস করিলেন এবং যথাসময়ে কৌরব-বন্ধু ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা, বিরাটরাজ্যে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য গোধন অপহরণের প্রয়াস করিলেন। বিরাটরাজের কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশ করিলে, তিনি স্বকীয় সৈনিকগণকে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা উপস্থিত যুদ্ধে সংলিপ্ত হইতে ইচ্ছুক বুঝিয়া, মৎস্যরাজ তাঁহাদিগকে সমরসজ্জা প্রদান করিলেন। যুদ্ধে মৎস্যরাজ পরাজিত ও পাশ-বদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে ভীমসেন রাশিকৃত শত্রু-সংহার করিয়া বিরাটরাজের স্বাধীনতা পুনরায়ত্ত করিয়া দিলেন। মৎস্যরাজ পাণ্ডবগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহাদিগকে সালঙ্কৃতা কন্যা ও বিপুল ধনদান করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

পরদিন বিরাটরাজ ও তাঁহার সহায় স্বরূপ পাণ্ডবগণের অনুপস্থিতিরূপ বিহিত সুযোগে দুর্য্যোধন ও তাঁহার পক্ষ বীরগণ বিরাটরাজের ষষ্ঠি-সহস্র গোধন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিপদ সংবাদ রাজপুত্র উত্তরের কর্ণগোচর হইলে, সৈন্য ও সহায়বিহীন রাজকুমার, একজন উপযুক্ত সারথীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন সারথ্য-ভার গ্রহণ করিলেন। রাজকুমার উত্তর, অসঙ্গত স্পর্দ্ধাসহকারে বৃহন্নলা-

চালিত রথে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থে ধাবিত হইলেন। কিন্তু শত্রুগণকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং রথ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন বৃহন্নলা এই ভীত রাজপুত্রের কেশ ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমিই সম্মুখস্থ বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।" বিরাটভবনে আগমনের পূর্ব্বে যে নিভৃত স্থানে পাণ্ডবগণ অস্ত্র সংগোপন করিয়াছিলেন, তৎসন্নিহিত হইয়া অর্জ্জুন অস্ত্র সমূহ সংগ্রহ করিলেন। সেই সমস্ত অস্ত্রাদি সন্দর্শনে রাজকুমার উত্তর নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এখন কোথায় আছেন, জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে, উত্তর সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন উত্তরকে অভয় প্রদান করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনাদি প্রতিপক্ষগণ তাঁহার কার্য্য দর্শনে তাঁহাকেই অর্জ্জুন বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস কালের অবশেষ থাকিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে পুনর্বায় ত্রয়োদশ বর্ষকাল বনবাসী হইতে হইবে মনে করিয়া উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম বুঝাইয়া দিলেন যে, ত্রয়োদশ বর্ষাপেক্ষাও সাত দিন অধিক হইয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য উল্লাস অনর্থক। ক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ণ ও অর্জ্জুনের বহুক্ষণব্যাপী যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে অর্জ্জুনের আঘাতে কৌরবগণ অবসন্ন হইয়া উঠিল। কর্ণাদি বীরগণ অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কৌরবপক্ষীয় বহুসৈন্য অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ-শূন্য হইল। বীরপ্রবর ভীষ্ম নিশ্চেষ্ট-প্রায় হইয়া পড়িলেন; দুর্য্যোধন রুধিরাক্ত ও ব্যথিত হইয়া পলায়মান হইলেন। সমরে একমাত্র অর্জ্জুনের বাহুবলে বহুবীর সমন্বিত দুর্য্যোধনের পক্ষ পরাজিত হইল এবং বিজয়লক্ষ্মী মৎস্য-রাজকুমারেরই আশ্রিত হইলেন। একটী বাণদ্বারা অর্জ্জুন, দুর্য্যোধনের মুকুট ছিন্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর অপহৃত গোধন সমূহ প্রত্যাহৃত হইল।

এদিকে বিরাটরাজও ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাভূত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দূতগণ রাজকুমার উত্তরের বিজয়বার্ত্তা তাঁহার গোচর করিল। বিরাটরাজ্যে প্রভূত উৎসব ও আনন্দের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজকুমার সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিরাটরাজসমীপে যুদ্ধজয়ের এক-

মাত্র কারণস্বরূপ বৃহন্নলার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবদিগের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া বিরাটরাজের আনন্দের সীমা থাকিল না। আনন্দের নিদর্শন স্বরূপে তিনি উত্তরানাম্নী স্বকীয় কন্যাকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিতে বাসনা করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি পিতার ন্যায় বিশ্বাসভাজন হইয়া রাজকন্যার শিক্ষকতা করিয়াছি, এ অবস্থায় তাঁহার পাণিগ্রহণ করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে।' যদি উভয় বংশের মধ্যে কুটুম্বিতা স্থাপন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অভিমন্যু নামে আমার পুত্রকে কন্যাদান করিলে, মহারাজের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।" বিবাহ স্থিরীকৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণাদির নিকট দূত প্রেরিত হইল। নানা দিগ্দেশীয় আত্মীয়গণের সমাগমে বিরাট-ভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিহিত বিধানে অভিমন্যু ও উত্তরার উদ্বাহক্রিয়া সমাপিত হইয়া গেল।

ভীমসেন উবাচ।

ধিগস্তু মে বাহুবলং গাণ্ডীবং ফাল্গুনস্য চ।
যত্তেরক্তৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃতকিণাবিমৌ॥
সভায়াস্তু বিরাটস্য করোমি কদনং মহৎ।
তত্র মে কারণং ভাতি কৌন্তেয়ো যৎ প্রতীক্ষতে॥
অথ বা কীচকস্যাহং পোথয়ামি পদা শিরঃ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ক্রীড়ন্নিব মহাদ্বিপঃ॥
অপশ্যন্ত্বাং যদা কৃষ্ণে কীচকেন পদাহতাম্।
তদৈবাহং চিকীর্ষামি মৎস্যানাং কদনং মহৎ॥
তত্র মাং ধর্ম্মরাজস্তু কটাক্ষেণ ন্যবারয়ৎ।
তদহন্তস্য বিজ্ঞায় স্থিত এবাস্মি ভামিনি॥
যচ্চ রাষ্ট্রাৎ প্রচ্যবনং কুরূণামবধশ্চ যঃ।
সুযোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ॥
দুঃশাসনস্য পাপস্য যন্ময়া ন হৃতং শিরঃ।
তন্মে দহতি গাত্রাণি হৃদি শল্যমিবার্পিতম্॥
মা ধর্ম্মং জহি সুশ্রোণি ক্রোধং জহি মহামতে।
ইদন্তু সমুপালম্ভং ত্বত্তো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ॥
শৃণুয়াদ্বাঽপি কল্যাণি কৃৎস্নং জহ্যাৎ স জীবিতম্।
ধনঞ্জয়ো বা সুশ্রোণি যমৌ বা তনুমধ্যমে॥
লোকান্তরগতেষ্বেষু নাহং শক্ষ্যামি জীবিতুম্।
পুরা সুকন্যা ভার্য্যা চ ভার্গবং চ্যবনংবনে॥
বল্মীকভূতং শাম্যন্তমন্বপদ্যত ভামিনী।
নারায়ণী চেন্দ্রসেনা রূপেণ যদি তে শ্রুতা॥
পতিমন্বচরদ্বৃদ্ধং পুরা বর্ষসহস্রিণম্।
দুহিতা জনকস্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা॥
পতিমন্বচরৎসীতা মহারণ্যনিবাসিনম্।
রক্ষসা নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া॥

ক্লিশ্যমানাঽপি সুশ্রোণী রামমেবান্বপদ্যত।
লোপামুদ্রা তথা ভীরু বয়োরূপসমন্বিতা॥
অগস্ত্যমন্বয়াদ্ধিত্বা কামান্ সর্ব্বানমানুষান্।
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনিন্দিতা॥
সাবিত্র্যনুচচারৈকা যমলোকং মনস্বিনী।
যথৈতাঃ কীর্ত্তিতা নার্য্যো রূপবত্যঃ পতিব্রতাঃ॥
তথা ত্বমপি কল্যাণি সর্ব্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।
মা দীর্ঘং ক্ষম কালন্তং মাসমর্দ্ধঞ্চ সম্মিতম্।
পূর্ণে ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

আর্ত্তয়ৈতন্ময়া ভীম কৃতং বাষ্পপ্রমোচনম্।
অপারয়ন্ত্যা দুঃখানি ন রাজানমুপালভে॥
কিমুক্তেন ব্যতীতেন ভীমসেন মহাবল।
প্রত্যুপস্থিতকালস্য কার্য্যস্যানন্তরো ভব॥
মমেহ ভীম কৈকেয়ী রূপাভিভবশঙ্কয়া।
নিত্যমুদ্বিজতে রাজা কথং নেয়াদিমামিতি॥
তস্যা বিদিত্বা তং ভাবং স্বয়ং চানৃতদর্শনঃ।
কীচকোঽয়ং সুদুষ্টাত্মা সদা প্রার্থয়তে হি মাম্॥
তমহং কুপিতা ভীম পুনঃ কোপং নিযম্য চ।
অব্রুবং কামসংমূঢ়মাত্মানং রক্ষ কীচক॥
গন্ধর্ব্বাণামহং ভার্য্যা পঞ্চানাং মহিষী প্রিয়া।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ শূরাঃ সাহসকারিণঃ॥
এবমুক্তঃ সুদুষ্টাত্মা কীচকঃ প্রত্যুবাচ হ।
নাহং বিভেমি সৈরিন্ধ্রি গন্ধর্ব্বাণাং শুচিস্মিতে॥
শতং শতসহস্রাণি গন্ধর্ব্বাণামহং রণে।
সমাগতং হনিষ্যামি ত্বন্তীক্ কুরু মে ক্ষণম্॥
ইত্যুক্তে চাব্রুবং মত্তং কামাতুরমহং পুনঃ।
ন ত্বম্প্রতিবলশ্চৈষাং গন্ধর্ব্বাণাং যশস্বিনাম্॥
ধর্ম্মে স্থিতাঽস্মি সততং কুলশীলসমন্বিতা।
নেচ্ছামি কশ্চিদ্বধ্যস্ত্বং তেন জীবসি কীচক॥

এবমুক্তঃ স দুষ্টাত্মা প্রাহসৎ স্বনবত্তদা।
অথ মাং তত্র কৈকেয়ী প্রৈষয়ৎ প্রণয়েন তু॥
তেনৈব দেশিতা পূর্ব্বং ভ্রাতৃপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
সুরামানয় কল্যাণি কীচকস্য নিবেশনাৎ॥
সূতপুত্রস্তু মাং দৃষ্ট্বা মহৎ সান্ত্বমবর্ত্তয়ৎ।
সান্ত্বে প্রতিহতে ক্রুদ্ধঃ পরামর্ষমনাঽভবৎ॥
বিদিত্বা তস্য সঙ্কল্পং কীচকস্য দুরাত্মনঃ।
তথাঽহং রাজশরণং জবেনৈব প্রধাবিতা॥
সন্দর্শনে তু মাং রাজ্ঞঃ সূতপুত্রঃ পরামৃষৎ।
পাতয়িত্বা তু দুষ্টাত্মা পদাঽহস্তেন তাড়িতা॥
প্রেক্ষতে স্ম বিরাটস্তু কঙ্কস্তু বহবো জনাঃ।
রথিনঃ পীঠমর্দ্দাশ্চ হস্ত্যারোহাশ্চ নৈগমাঃ॥
উপালব্ধো ময়া রাজা কঙ্কশ্চাপি পুনঃ পুনঃ।
ততো ন বারিতো রাজ্ঞা ন তস্য বিনয়ঃ কৃতঃ॥
যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম সারথিঃ।
ত্যক্তধর্ম্মো নৃশংসশ্চ নরস্ত্রীসম্মতঃ প্রিয়ঃ॥
শূরোঽভিমানী পাপাত্মা সর্ব্বার্থেষু চ মুগ্ধবান্।
দারামর্ষী মহাভাগ লভতেঽর্থান্ বহূনপি॥
আহরেদপি বিত্তানি পরেষাং ক্রোশতামপি।
ন তিষ্ঠতি স্ম সন্মার্গে নচ ধর্ম্মে বুভূষতি॥
পাপাত্মা পাপভাবশ্চ কামবাণবশানুগঃ।
অবিনীতশ্চ দুষ্টাত্মা প্রত্যাখ্যাতঃ পুনঃ পুনঃ॥
দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্যদি জহ্যাঞ্চ জীবিতম্।
তদ্ধর্ম্মে যতমানানাং মহান্ ধর্ম্মো নশিষ্যতি॥
সময়ং রক্ষমাণানাং ভার্য্যা বো ন ভবিষ্যতি।
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা॥
প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ।
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তেন জায়াং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
ভর্ত্তা তু ভার্য্যয়া রক্ষ্যঃ কথঞ্জায়ান্মমোদরে।
বদতাং বর্ণধর্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণানামিতি শ্রুতং॥

ক্ষত্রিয়স্য সদা ধর্ম্মো নান্যঃ শত্রুনিবর্হণাৎ।
পশ্যতো ধর্ম্মরাজস্য কীচকো মাম্পদাহবধীৎ ॥
তব চৈব সমক্ষং বৈ ভীমসেন মহাবল।
ত্বয়া হ্যহং পরিত্রাতা তস্মাদ্দেবারাজ্জটাসুরাৎ ॥
জয়দ্রথস্তথৈব ত্বমজৈষীর্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
জহীমমপি পাপিষ্ঠং যোহয়ং মামবমন্যতে ॥
কীচকো রাজবাল্লভ্যাচ্ছোককৃন্মম ভারত।
তমেবং কামসংমত্তং ভিন্ধি কুম্ভমিবাশ্মনি ॥
যো নিমিত্তমনর্থানাং বহূনাং মম ভারত।
তঞ্চেজ্জীবন্তমাদিত্যঃ প্রাতরভ্যুদয়িষ্যতি ॥
বিষমালোড্য পাস্যামি মা কীচকবশঙ্গমম্।
শ্রেয়ো হি মরণং মহ্যন্তীমসেন তবাগ্রতঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎকৃষ্ণা ভীমস্যোরঃসমাশ্রিতা।
ভীমশ্চ তাম্পরিষ্বজ্য মহৎসান্ত্বং প্রযুজ্য চ ॥
আশ্বাসয়িত্বা বহুশো ভৃশমার্ত্তাং সুমধ্যমাম্।
হেতুতত্ত্বার্থসংযুক্তৈর্ব্বচোভির্দ্রুপদাত্মজাম্ ॥
প্রমৃজ্য বদনং তস্যাঃ পাণিনাহশ্রুসমাকুলম্।
কীচকং মনসাহগচ্ছৎ সৃক্কণী পরিসংলিহন্।
উবাচ চৈনাং দুঃখার্ত্তাং ভীমঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে একবিং-
শোহধ্যায়ঃ।

ভীমসেন উবাচ।

তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বম্ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহবান্ধবম্ ॥
অস্যাঃ প্রদোষে সর্ব্বর্য্যাঃ কুরুষ্বানেন সঙ্গতম্।
দুঃখং শোকঞ্চ নির্দ্ধূয় যাজ্ঞসেনি শুচিস্মিতে ॥
যৈষা নর্ত্তনশালেহ মৎস্যরাজেন কারিতা।
দিবাহত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥

তত্রাস্তি শয়নং দিব্যং দৃঢ়াঙ্গং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রাস্য দর্শয়িষ্যামি পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্॥
যথা চ ত্বাং ন পশ্যেয়ুঃ কুর্ব্বাণাং তেন সংবিদম্।
কুর্য্যাস্তথা ত্বং কল্যাণি যথা সন্নিহিতো ভবেৎ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তৌ কথয়িত্বা তু বাষ্পমুৎসৃজ্য দুঃখিতৌ।
রাত্রিশেষং তমত্যুগ্রং ধারয়ামাসতুর্হৃদি॥
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরুত্থায় কীচকঃ।
গত্বা রাজকুলায়ৈব দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ॥
সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাহহনম্।
নচৈবালভসে ত্রাণমভিপন্না বলীয়সা॥
প্রবাদেনেহ মৎস্যানাং রাজা নাম্নাঽয়মুচ্যতে।
অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ॥
মাং সুখং প্রতিপদ্যস্ব দাসো ভীরু ভবামি তে।
অহ্নায় তব সুশ্রোণি শতং নিষ্কং দদাম্যহম্॥
দাসীশতঞ্চ তে দদ্যাং দাসানামপি চাপরম্।
রথং চাশ্বতরীযুক্তমস্তু নৌ ভীরু সঙ্গমঃ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এবং মে সময়ং ত্বদ্য প্রতিপদ্যস্ব কীচক।
ন ত্বাং সখা বা ভ্রাতা বা জানীয়াৎসঙ্গতং ময়া॥
অনুপ্রবাদাদ্ভীতাঽস্মি গন্ধর্ব্বাণাং যশস্বিনাম্।
এবং মে প্রতিজানীহি ততোঽহং বশগা তব॥

কীচক উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা সুশ্রোণি ভাষসে।
একো ভদ্রে গমিষ্যামি শূন্যমাবসথং তব॥
সমাগমার্থং রম্ভোরু ত্বয়া মদনমোহিতঃ।
যথা ত্বাং নৈব পশ্যেয়ুর্গন্ধর্ব্বাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যদেতন্নর্ত্তনাগারং মৎস্যরাজেন কারিতম্।
দিবাঽত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্॥

তমিস্রে তত্র গচ্ছেথা গন্ধর্বাস্তন্ন জানতে।
তত্র দোষঃ পরিহৃতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তমর্থমভিজল্পন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন হ।
দিবসার্দ্ধং সমভবন্মাসেনৈব সমং নৃপ॥
ততঃ সা ভীমসেনস্য তমর্থং প্রত্যবেদয়ৎ।
কীচকোঽথ গৃহং গত্বা ভৃশং হর্ষপরিপ্লুতঃ॥
সৈরিন্ধ্রীরূপিণং মূঢ়ো মৃত্যুং তন্নাববুদ্ধবান্।
গন্ধাভরণমাল্যেষু ব্যাসক্তঃ সবিশেষতঃ॥
অলঞ্চক্রে তদাত্মানং সত্বরং কামমোহিতঃ।
তস্য তৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম কালো দীর্ঘ ইবাভবৎ॥
অনুচিন্তয়তশ্চাপি তামেবায়তলোচনাম্।
আসীদভ্যধিকা চাপি শ্রীঃ শ্রিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ॥
নির্ব্বাণকালে দীপস্য বর্ত্তীমিব দিধক্ষতঃ।
কৃতসম্প্রত্যয়স্তস্যাঃ কীচকঃ কামমোহিতঃ॥
নাজ্ঞানাদ্দিবসং যান্তং চিন্তয়ানঃ সমাগমম্।
ততস্তু দ্রৌপদী গত্বা তদা ভীমং মহানসে॥
উপাতিষ্ঠত কল্যাণী কৌরব্যং পতিমন্তিকম্।
তমুবাচ সুকেশান্তা কীচকস্য ময়া কৃতঃ॥
সঙ্গমো নর্ত্তনাগারে যথাঽবোচঃ পরন্তপ।
শূন্যং স নর্ত্তনাগারমাগমিষ্যতি কীচকঃ॥
একো নিশি মহাবাহো কীচকং তং নিসূদয়।
তং সূতপুত্রং কৌন্তেয় কীচকং মদদর্পিতম্॥
গত্বা ত্বং নর্ত্তনাগারং নির্জ্জীবং কুরু পাণ্ডব।
দর্পাচ্চ সূতপুত্রোঽসৌ গন্ধর্ব্বানবমন্যতে॥
তং ত্বং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠ হ্রদান্নাগমিবোদ্ধর।
অশ্রু দুঃখাভিভূতায়া মম মার্জ্জস্ব ভারত।
আত্মনশ্চৈব ভদ্রন্তে কুরু মানং কুলস্য চ॥
ভীমসেন উবাচ। এবং করোম্যহং ভদ্রে যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
স্বাগতং তে বরারোহে যন্মাং বেদয়সে প্রিয়ম্॥

ন হ্যন্যং কঞ্চিদিচ্ছামি সহায়ং বরবর্ণিনি।
যা মে প্রীতিস্ত্বয়াখ্যাতা কীচকস্য সমাগমে॥
হত্বা হিড়িম্বং সা প্রীতির্মমাসীদ্বরবর্ণিনি।
সত্যং ভ্রাতৃংশ্চ ধর্ম্মঞ্চ পুরস্কৃত্য ব্রবীমি তে॥
কীচকং নিহনিষ্যামি বৃত্রং দেবপতির্যথা।
তং গহ্বরে প্রকাশে বা পোথয়িষ্যামি কীচকম্॥
অথ চেদপি যোৎস্যন্তি হিংস্যে মৎস্যানপি ধ্রুবম্।
ততো দুর্য্যোধনং হত্বা প্রতিপৎস্যে বসুন্ধরাম্।
কামং মৎস্যমুপাস্তাং হি কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ। যথা ন সংত্যজেথাস্ত্বং সত্যং বৈ মৎকৃতে বিভো।
নিগূঢ়স্ত্বং তথা পার্থ কীচকং তং নিসূদয়॥

ভীমসেন উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহ বান্ধবৈঃ॥
অদৃশ্যমানস্তস্যাদ্য তমস্বিন্যামনিন্দিতে।
নাগো বিল্বমিবাক্রম্য পোথয়িষ্যাম্যহং শিরঃ।
অলভ্যামিচ্ছতস্তস্য কীচকস্য দুরাত্মনঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমোঽথ প্রথমং গত্বা রাত্রৌ ছন্ন উপাবিশৎ।
মৃগং হরিরিবাদৃশ্যঃ প্রত্যাকাঙ্ক্ষত কীচকম্॥
কীচকশ্চাপ্যলঙ্কৃত্য যথাকামমুপাগমৎ।
তাং বেলাং নর্ত্তনাগারং পাঞ্চালীসঙ্গমাশয়া॥
মন্যমানঃ স সঙ্কেতমাগারং প্রবিশত্ততঃ।
প্রবিশ্য চ স তদ্বেশ্ম তমসা সংবৃতং মহৎ॥
পূর্ব্বাগতং গতস্তত্র ভীমমপ্রতিমৌজসম্।
একান্তাবস্থিতং চৈনমাসসাদ সুদুর্ম্মতিঃ॥
শয়ানং শয়নে তত্র সূতপুত্রঃ পরামৃষৎ।
জাজ্বল্যমানং কোপেন কৃষ্ণাধর্ষণেজন হ॥
উপসঙ্গম্য চৈবৈনং কীচকঃ কামমোহিতঃ।
হর্ষোন্মথিতচিত্তাত্মা স্ময়মানোঽভ্যভাষত॥

প্রাপিতস্তে ময়া বিত্তং বহুরূপমনন্তকম্।
ত্বৎকৃতে ধনরত্নাঢ্যং দাসীশতপরিচ্ছদম্॥
রূপলাবণ্যযুক্তাভির্যুবতীভিরলঙ্কৃতম্।
গৃহং চান্তঃপুরং সুভ্রু ক্রীড়ারতিবিরাজিতম্॥
তৎসর্ব্বং ত্বাং সমুদ্দিশ্য সহসাহহমুপাগতঃ।
অকস্মাৎ মাং প্রশংসন্তি সদা গৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সুবাসা দর্শনীয়শ্চ নাহন্যোহস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্॥

ভীমসেন উবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বং দর্শনীয়োহথ দিষ্ট্যাত্মানং প্রশংসসি।
ঈদৃশস্তু ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্ব্বো ন কর্হিচিৎ॥
স্পর্শং বেৎসি বিদগ্ধস্ত্বং কামধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
স্ত্রীণাং প্রীতিকরো নান্যস্ত্বৎসমঃ পুরুষস্ত্বিহ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ। ইত্যুক্ত্বা তং মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
সহসোৎপত্য কৌন্তেয়ঃ প্রহস্যেদমুবাচ হ॥
অদ্য ত্বাং ভগিনী পাপং কৃষ্যমাণং ময়া ভুবি।
দ্রক্ষ্যতেহদ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাগজম্॥
নিরাবাধা ত্বয়ি হতে সৈরিন্ধ্রী বিচরিষ্যতি।
সুখমেব চরিষ্যন্তি সৈরিন্ধ্র্যাঃ পতয়ঃ সদা॥
ততো জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ।
স কেশেষু পরামৃষ্টো বলেন বলিনাম্বরঃ॥
আক্ষিপ্য কেশান্বেগেন বাহ্বোর্জগ্রাহ পাণ্ডবম্।
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীৎক্রুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ॥
বসন্তে বাসিতাহেতোর্বলবদ্গজয়োরিব।
কীচকানান্তু মুখ্যস্য নরাণামুত্তমস্য চ॥
বালিসুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরেব কপিসিংহয়োঃ।
অন্যোহন্যমভিসংরব্ধৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ॥
ততঃ সমুদ্যম্য ভুজৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
নখদংষ্ট্রাভিরন্যোহন্যং ঘ্নতঃ ক্রোধবিষোদ্ধতৌ॥
বেগেনাভিহতো ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা।
স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ স রণে পদান্ন চলিতঃ পদম্॥

তাবন্যোঽন্যং সমাশ্লিষ্য প্রকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
উভাবপি প্রকাশেতে প্রবৃদ্ধৌ বৃষভাবিব॥
তয়োর্হ্যাসীৎ সুতুমুলঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ।
নখদন্তায়ুধবতোর্ব্যাঘ্রয়োরিব দৃপ্তয়োঃ॥
অভিপত্যাথ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্লাদমর্ষিতঃ।
মাতঙ্গ ইব মাতঙ্গং প্রভিন্নকরটামুখম্॥
স চাপ্যেনং তদা ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
তমাক্ষিপৎ কীচকোঽথ বলেন বলিনাং বরঃ॥
তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদুভয়োর্ব্বলিনোস্তদা।
শব্দঃ সমভবদ্ঘোরো বেণুস্ফোটসমো যুধি॥
অথৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্‌গৃহমধ্যে বৃকোদরঃ।
ধূনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্॥
ভীমেন চ পরামৃষ্টো দুর্ব্বলো বলিনা রণে।
ব্যস্পন্দত যথাপ্রাণং বিচকর্ষ চ পাণ্ডবম্॥
ঈষদাকলিতং চাপি ক্রোধাৎ দ্রুতপদং স্থিতম্।
কীচকো বলবান্ ভীমং জানুভ্যামাক্ষিপদ্‌ভুবি॥
পাতিতো ভুবি ভীমস্তু কীচকেন বলীয়সা।
উৎপপাতাথ বেগেন দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ॥
স্পর্দ্ধয়া চ বলোন্মত্তৌ তাবুভৌ সূতপাণ্ডবৌ।
নিশীথে পর্য্যকর্ষেতাং বলিনৌ নির্জ্জনে স্থলে॥
ততস্তদ্ভবনশ্রেষ্ঠং প্রাকম্পত মুহুর্মুহুঃ।
বলবচ্চাপি সংক্রুদ্ধাবন্যোঽন্যং প্রতি গর্জ্জতাম্॥
তলাভ্যাং স তু ভীমেন বক্ষস্যভিহতো বলী।
কীচকো রোষসন্তপ্তঃ পদান্ন চলিতঃ পদম্॥
মুহূর্ত্তং তু স তং বেগং সহিত্বা ভুবি দুঃসহম্।
বলাদহীয়ত তদা সূতো ভীমবলার্দ্দিতঃ॥
তং হীয়মানং বিজ্ঞায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
বক্ষস্যানীয় বেগেন মমর্দ্দৈনং বিচেতসম্॥
ক্রোধাবিষ্টো বিনিঃশ্বস্য পুনশ্চৈনং বৃকোদরঃ।
জগ্রাহ জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ কেশেষ্বেব তদা ভৃশম্॥

গৃহীত্বা কীচকং ভীমো বিরুরাব মহাবলঃ।
শার্দূলঃ পিশিতাকাঙ্ক্ষী গৃহীত্বেব মহামৃগম্॥
তত এনং পরিশ্রান্তমুপলভ্য বৃকোদরঃ।
যোজয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রসনয়া যথা॥
নদন্তঞ্চ মহানাদং ভিন্নভেরীসমস্বনম্।
ভ্রাময়ামাস সুচিরং বিস্ফুরন্তমচেতসম্॥
প্রগৃহ্য তরসা দোর্ভ্যাং কণ্ঠং তস্য বৃকোদরঃ।
অপীড়য়ত কৃষ্ণায়াস্তদা কোপোপশান্তয়ে॥
অথ তন্তগ্নসর্ব্বাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাম্বরম্।
আক্রম্য চ কটীদেশে জানুনা কীচকাধমম্॥
অপীড়য়ত বাহুভ্যাং পশুমারমমারয়ৎ।
তং বিষীদন্তমাজ্ঞায় কীচকং পাণ্ডুনন্দনঃ॥
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ।
অদ্যাহমনৃণো ভূত্বা ভ্রাতুর্ভার্য্যাপহারিণম্।
শান্তিং লব্ধাঽস্মি পরমা হত্বা সৈরিন্ধ্রি কণ্টকম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীরস্তং কীচকং ক্রোধসরাগনেত্রঃ।
আস্রস্তবস্ত্রাভরণং স্ফুরন্তমুদ্ভ্রান্তনেত্রং ব্যসুমুৎসসর্জ্জ॥
নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং বলী।
সমাক্রম্য চ সংক্রুদ্ধো বলেন বলিনাং বরঃ॥
তস্য পাদৌ চ পাণী চ শিরো গ্রীবাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
কায়ে প্রবেশয়ামাস পশোরিব পিনাকধৃক্॥
তং সংমথিতসর্ব্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃশম্।
কৃষ্ণায়া দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ॥
উবাচ চ মহাতেজা দ্রৌপদীং যোষিতাং বরাম্।
পশ্যৈনমেহি পাঞ্চালি কামুকোঽয়ং যথাকৃতঃ॥
এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
পাদেন পীড়য়ামাস তস্য কায়ং দুরাত্মনঃ॥
ততোঽগ্নিং তত্র প্রজ্বাল্য দর্শয়িত্বা তু কীচকম্।
পাঞ্চালীং স তদা বীর ইদং বচনমব্রবীৎ॥
প্রার্থয়ন্তি সুকেশান্তে যে ত্বাং শীলগুণান্বিতাম্।
এবন্তে ভীরু বধ্যন্তে কীচকঃ শোভতে যথা॥

তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃষ্ণায়াঃ প্রিয়মুত্তমম্ ।
তথা স কীচকং হত্বা গত্বা রোষস্য বৈ শমম্ ॥
আমন্ত্র্য দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং ক্ষিপ্রমায়ান্মহানসম্ ।
কীচকং ঘাতয়িত্বা তু দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥
প্রহৃষ্টা গতসন্তাপা সভাপালানুবাচ হ ।
কীচকোঽয়ং হতঃ শেতে গন্ধর্ব্বৈঃ পতিভির্ম্মম ॥
পরস্ত্রীকামসংমত্তস্তত্রাগচ্ছত পশ্যত ।
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্যা নর্ত্তনাগাররক্ষিণঃ ॥
সহসৈব সমাজগ্মুরাদায়োল্কাঃ সহস্রশঃ ।
ততো গত্বাঽথ তদ্বেশ্ম কীচকং বিনিপাতিতম্ ॥
গতাসুং দদৃশুর্ভূমৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ।
পাণিপাদবিহীনন্তু দৃষ্ট্বা চ ব্যথিতাঽভবন্ ॥
নিরীক্ষন্তি ততঃ সর্ব্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ ।
অমানুষকৃতং কর্ম্ম তং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতম্ ॥
কাস্য গ্রীবা ক্ব চরণৌ ক্ব পাণী ক্ব শিরস্তথা ।
ইতি স্ম তং পরীক্ষন্তে গন্ধর্ব্বেণ হতং তদা ॥

। শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি কীচকবধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সমারোহ-সহকারে অভিমন্যু ও উত্তরার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর-দিবস, পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদরাজ ও বিরাটরাজ প্রভৃতি আত্মীয়-গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, অতঃপর আপনাদিগের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রমুখ পাণ্ডব-সুহৃদ্গণের পরামর্শ ক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে অর্দ্ধরাজ্য প্রার্থনা করিয়া, একজন সুনিপুণ দূত প্রেরণ করা বিধেয়। যদি দূতের বাক্য উপেক্ষা করিয়া কৌরবগণ অর্দ্ধরাজ্য প্রদান-বিষয়ে পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে অগত্যা সমরায়োজন করিতে হইবে। দ্রুপদরাজের পুরোহিত দূতরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন এবং হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণাদি সুহৃদ্গণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধির প্রস্তাব শুভজনক হইবে না বিবেচনায়, অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায়ে, পাণ্ডবগণ বিভিন্ন প্রদেশবাসী নরপতিগণের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা লাভ-লালসায় দ্বারকায় গমন করিলেন। দুর্য্যোধনও গুপ্তচর-মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্বারাবতী নগরে উপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুনের অগ্রেই নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া, তদীয় মস্তক-সমীপস্থ সিংহাসনে উপ-বেশন করিলেন। অর্জ্জুন পরে প্রবেশ করিয়া সবিনয়ে বাসুদেবের চরণ-সমীপস্থ আসন পরিগ্রহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, অর্জ্জুনের বদন প্রথমেই নয়নগোচর হইল। দুর্য্যোধন প্রথমে আগমন করিয়াছেন বলিয়া সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি উভয় পক্ষেই সাহায্য করিব। দুর্য্যোধন অগ্রে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু অর্জ্জুন প্রথম দৃষ্টি-গোচর হইয়াছেন। একপক্ষে আমার অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা থাকিবে অপর পক্ষে আমি নিরস্ত্র ও যুদ্ধ-বিমুখ-ভাবে অবস্থান করিব। দুর্য্যোধ নারায়ণী সেনা লইতে সম্মত হইলেন। অর্জ্জুন নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে সহায় রূপে লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। এইরূপে ভারতীয় রাজন্যগণে প্রায় যাবতেই কোন না কোন পক্ষের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মৎস্যদেশে সমাগত হইলেন। এদিকে দ্রুপদ পুরোহিত কৌরব সভায় উপস্থিত হইয়া নানা রূপ যুক্তি-গর্ভ বাক্যে

মীমাংসার প্রস্তাব উত্থান করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, কর্ত্তব্য অবধারণের নিমিত্ত সঞ্জয়কে পাণ্ডব-সমীপে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া, দূতকে বিদায় করিলেন। অচিরে সঞ্জয় বিরাট্-রাজপুরে সমাগত হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিহিত-বিধানে সৎকৃত ও সমাদৃত হইলেন। যাহাতে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, তাহাই ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত বাসনা। সঞ্জয় এইরূপ নিবেদন করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন "আমারও তাহাই অনুমোদিত। দুর্য্যোধন আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে বিবাদের আর কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।" শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রণ-পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মশীলতার কথা বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিরোধের অবৈধতা প্রতিপাদন করিলেন। সঞ্জয় প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বিদুর নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যদ্বারা পাণ্ডবগণের সচ্চরিত্রতা ও যুদ্ধের অবৈধতা কীর্ত্তন করিলেন। পর দিবস ভীষ্ম, দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি সমবেত হইয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও সঞ্জয়, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনাদির বলবিক্রমের অনেক পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু অহঙ্কৃত দুর্য্যোধন কোন পরামর্শেই কর্ণপাত করিলেন না। তিনি স্বকীয় বাহুবলে পাণ্ডবগণকে সহজেই পরাভূত করিতে পারিবেন মনে করিয়া, সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার এই অভিপ্রায় অমঙ্গলজনক মনে করিলেও, দুর্য্যোধন তাহা উপেক্ষা করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ, হৃদয়-সখা মধুসূদনের সহিত পরামর্শ করিয়া, উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি-স্থাপন বিধেয় বলিয়া অবধারণ করিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থরূপে কৌরব-সভায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া জনপদবাসী নর-নারীগণ নিরতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎকার ও বিহিত সম্ভাষণের পর, কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া, একান্ত-অনুগত মহাত্মা বিদুরের ভবনে আগমন পূর্ব্বক আহারাদি করিলেন। বাসুদেব পরদিন কৌরব-সভায় উপস্থিত হইয়া, মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য পূর্ব্বক অতীব সারগর্ভ বাক্যে সন্ধি-স্থাপনের অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রদান করিলে, তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন; নতুবা

সমরানলে সমস্ত ভারতবর্ষ ছারখার হইয়া যাইবে।" শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পরিতোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মন্দমতি দুর্য্যোধন সদুপদেশে কখনই কর্ণপাত করে না; অতএব সেই পাপ-পরায়ণ দুর্য্যোধনকে, সম্ভাবিত বিপদের বিষয় বিদিত, করিয়া কোন ক্রমে বিহিত পথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। করুণাশীল মাধব, বিবিধ বিনয়-বাক্যে দুর্য্যোধনের ক্রোধ-শান্তির চেষ্টা করিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রও দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ-পরতন্ত্র হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কোন কথাই শ্রবণ করিলেন না। অধিকন্তু বলিলেন, "সুতীক্ষ্ণ সূচাগ্রে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেকও পাণ্ডবগণকে প্রদান করিব না।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "এক্ষণে বুঝিতেছি যুদ্ধ অপ্রতি-বিধেয় এবং সেই যুদ্ধে কৌরব-কুলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! সমস্ত বংশের সর্ব্বনাশ সাধন অপেক্ষা, এক ব্যক্তিকে বন্ধন করাও শ্রেয়স্কর। অতএব আপনি দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া ক্ষত্রিয় কুলের রক্ষা করুন।" মহিষী গান্ধারী, এই আগত-প্রায় বিপদ-বিনিবৃত্তির অভিপ্রায়ে, দুর্য্যোধনকে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন সেই সকল হিতকর কথায় মনঃ-সংযোগ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ হাস্য সহ-কারে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "আমি একাকী বাহুবলে আপনার পুত্র ও তদীয় সহায়গণকে পরাভূত করিতে পারি। কিন্তু আপনার পুত্র আমার প্রতি যতই নিগ্রহ প্রকাশ করুন না কেন, আমি কখনই আপনার সমক্ষে কোন নীতি-বিগর্হিত অবৈধ আচরণ করিব না।" অনন্তর বাসুদেব সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ ও কুন্তীদেবীকে অভিবাদন করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক পাণ্ডব-গণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। আগমন কালে তিনি সঙ্গোপনে কর্ণকে তাঁহার প্রকৃত জন্ম বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া, এই ভ্রাতৃদ্রোহকর অশেষ অনিষ্টের হেতুভূত যুদ্ধ-ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। স্বয়ং কুন্তীদেবীও, প্রচ্ছন্ন-ভাবে স্বকীয় পুত্র কর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সহোদর সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং এই ভ্রাতৃঘাতী সমর হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে অনুমতি করিলেন। সত্যপ্রিয় অঙ্গরাজ কর্ণ উভয়কেই বলিলেন, "যখন আমি বাক্য-বদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষে আত্ম-

নিয়োজন করিয়াছি, তখন আর আমার নিরস্ত হইবার কোনই উপায় নাই।”

পাণ্ডব-সকাশে কৌরব-সভা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, “যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্য-লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমরা সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হও।” তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে পাণ্ডবগণ সেনাপতি নির্ণয় ও সৈন্য বিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপর দিকে রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া, বিহিত-বিধানে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডবগণের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। দুর্য্যোধনের অনুরোধ-ক্রমে মহাত্মা ভীষ্ম সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষে মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুসৈন্য সংহার করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন এবং বাসুদেব তাঁহার সারথি-রূপে রথ পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভগবন্নেবমেবৈতৎ যথা বদসি নারদ।
ইচ্ছামি চাহমপ্যেবং ন ত্বীশো ভগবন্নহম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণমভ্যভাষত কৌরবঃ।
স্বর্গ্যং লোকঞ্চ মামাত্থ ধর্ম্ম্যং ন্যায্যঞ্চ কেশব॥
ন ত্বহং স্ববশস্তাত ক্রিয়মাণং ন মে প্রিয়ম্।
অঙ্গং দুর্য্যোধনং কৃষ্ণ মন্দং শাস্ত্রাতিগং মম॥
অনুনেতুং মহাবাহো যতস্বং পুরুষোত্তম।
ন শৃণোতি মহাবাহো বচনং সাধু ভাষিতম্॥
গান্ধার্য্যাশ্চ হৃষীকেশ বিদুরস্য চ ধীমতঃ।
অন্যেষাঞ্চৈব সুহৃদাং ভীষ্মাদীনাং হিতৈষিণাম্॥
স ত্বং পাপমতিং ক্রূরং পাপচিত্তমচেতনম্।
অনুশাধি দুরাত্মানং স্বয়ং দুর্য্যোধনং নৃপম্।
সুহৃৎকার্য্যন্তু সুমহৎ কৃতন্তে স্যাজ্জনার্দ্দন॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোহভ্যাবৃত্য বার্ষ্ণেয়ো দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
অব্রবীন্মধুরাং বাচং সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ॥
দুর্য্যোধন নিবোধেদং মদ্বাক্যং কুরুসত্তম।
শমার্থং তে বিশেষেণ সানুবন্ধস্য ভারত॥
মহাপ্রজ্ঞকুলে জাতঃ সাধ্বেতৎ কর্ত্তুমর্হসি।
শ্রুতবৃত্তোপসম্পন্নঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥
দৌষ্কুলেয়া দুরাত্মানো নৃশংসা নিরপত্রপাঃ।
ত এতদীদৃশংকুর্য্যুর্যথা ত্বং তাত মন্যসে॥
ধর্ম্মার্থযুক্তা লোকেস্মিন্ প্রবৃত্তির্লক্ষ্যতে সতাম্।
অসতাং বিপরীতা তু লক্ষ্যতে ভরতর্ষভ॥
বিপরীতা ত্বিয়ং বৃত্তিরসকৃল্লক্ষ্যতে ত্বয়ি।
অধর্ম্মশ্চানুবন্ধোহত্র ঘোরঃ প্রাণহরো মহান্॥

অনিষ্টশ্চানিমিত্তশ্চ ন চ শক্যশ্চ ভারত।
তমনর্থং পরিহরন্নাত্মশ্রেয়ঃ করিষ্যসি॥
ভ্রাতৃণামথ ভৃত্যানাং মিত্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
অধর্ম্ম্যাদয়শস্যাচ্চ কর্ম্মণস্ত্বং প্রমোক্ষ্যসে॥
প্রাজ্ঞৈঃ শূরৈর্মহোৎসাহৈরাত্মবদ্ভির্ব্বহুশ্রুতৈঃ।
সঙ্গৎস্ব পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবৈর্ভরতর্ষভ॥
তদ্ধিতঞ্চ প্রিয়ঞ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
পিতামহস্য দ্রোণস্য বিদুরস্য মহামতেঃ॥
কৃপস্য সোমদত্তস্য বাহ্লীকস্য চ ধীমতঃ।
অশ্বত্থাম্নো বিকর্ণস্য সঞ্জয়স্য বিবিংশতেঃ॥
জ্ঞাতীনাঞ্চৈব ভূয়িষ্ঠং মিত্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
শমে শর্ম্ম ভবেত্তাত সর্ব্বস্য জগতস্তথা॥
হ্রীমানসি কুলে জাতঃ শ্রুতবাননৃশংসবান্।
তিষ্ঠ তাত পিতুঃ শাস্ত্রে মাতুশ্চ ভরতর্ষভ॥
এতৎ শ্রেয়ো হি মন্যন্তে পিতা যচ্ছাস্তি ভারত।
উত্তমাপদ্গতঃ সর্ব্বঃ পিতুঃ স্মরতি শাসনম্॥
রোচতে তে পিতুস্তাত পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গমঃ।
সামাত্যস্য কুরুশ্রেষ্ঠ তত্তুভ্যং তাত রোচতাম্॥
শ্রুত্বা যঃ সুহৃদাং শাস্ত্রং মর্ত্ত্যো ন প্রতিপদ্যতে।
বিপাকান্তে দহত্যেনং কিম্পাকমিব ভক্ষিতম্॥
যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রো হীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥
যস্তু নিঃশ্রেয়সং শ্রুত্বা প্রাক্ তদেবাভিপদ্যতে।
আত্মনো মতমুৎসৃজ্য স লোকে সুখমেধতে॥
যোঽর্থকামস্য বচনং প্রাতিকূল্যং ন মৃষ্যতে।
শৃণোতি প্রতিকূলানি দ্বিষতাং বশমেতি সঃ॥
সতাং মতমতিক্রম্য যোঽসতাং বর্ত্ততে মতে।
শোচন্তে ব্যসনে তস্য সুহৃদো ন চিরাদিব॥
মুখ্যানমাত্যানুৎসৃজ্য যো নিহীনান্নিষেবতে।
স ঘোরামাপদং প্রাপ্য নোত্তারমধিগচ্ছতি॥

যোঽসৎসেবী বৃথাচারো ন শ্রোতা সুহৃদাং সতাম্।
পরান্ বৃণীতে স্বান্ দ্বেষ্টি তং গৌস্ত্যজতি ভারত ॥
স ত্বং বিরুধ্য তৈর্বীরৈরন্যেভ্যস্ত্রাণমিচ্ছসি।
অশিষ্টেভ্যোঽসমর্থেভ্যো মূঢ়েভ্যো ভরতর্ষভ ॥
কো হি শক্রসমান্ জ্ঞাতীনতিক্রম্য মহারথান্।
অন্যেভ্যস্ত্রাণমাশংসেত্ত্বদন্যো ভুবি মানবঃ ॥
জন্মপ্রভৃতি কৌন্তেয়া নিত্যং বিনিকৃতাস্ত্বয়া।
ন চ তে জাতু কুপ্যন্তি ধর্ম্মাত্মানো হি পাণ্ডবাঃ ॥
মিথ্যোপচরিতাস্তাত জন্মপ্রভৃতি বান্ধবাঃ।
ত্বয়ি সম্যঙ্ মহাবাহো প্রতিপন্না যশস্বিনঃ ॥
ত্বয়াঽপি প্রতিপত্তব্যং তথৈব ভরতর্ষভ।
স্বেষু বন্ধুষু মুখ্যেষু মা মন্যুবশমন্বগাঃ ॥
ত্রিবর্গযুক্তঃ প্রাজ্ঞানামারম্ভো ভরতর্ষভ।
ধর্ম্মার্থাবনুরুধ্যন্তে ত্রিবর্গাসম্ভবে নরাঃ ॥
পৃথক্ চ বিনিবিষ্টানাং ধর্ম্মং ধীরোঽনুরুধ্যতে।
মধ্যমোঽর্থং কলিং বালঃ কামমেবানুরুধ্যতে ॥
ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাকৃতো লোভাদ্ধর্ম্মং বিপ্রজহাতি যঃ।
কামার্থাবনুপায়েন লিপ্সমানো বিনশ্যতি ॥
কামার্থৌ লিপ্সমানস্তু ধর্ম্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
ন হি ধর্ম্মাদপৈত্যর্থঃ কামো বাঽপি কদাচন ॥
উপায়ং ধর্ম্মমেবাহুস্ত্রিবর্গস্য বিশাম্পতে।
লিপ্সমানো হি তেনাশু কক্ষেঽগ্নিরিব বর্দ্ধতে ॥
স ত্বং তাতানুপায়েন লিপ্সসে ভরতর্ষভ।
আধিরাজ্যং মহদ্দীপ্তং প্রথিতং সর্ব্বরাজসু ॥
আত্মানং তক্ষতি হ্যেষ বনং পরশুনা যথা।
যঃ সম্যগ্বর্ত্তমানেষু মিথ্যা রাজন্ প্রবর্ত্ততে ॥
ন তস্য হি মতিং ছিন্দ্যাৎ যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবম্।
অবিচ্ছিন্নমতেরস্য কল্যাণে ধীয়তে মতিঃ ॥
আত্মবান্নাবমন্যেত ত্রিষু লোকেষু ভারত।
অপ্যন্যং প্রাকৃতং কিঞ্চিৎ কিমু তান্ পাণ্ডবর্ষভান্ ॥

অমর্ষ বশমাপন্নো ন কিঞ্চিদ্‌বুধ্যতে জনঃ।
ছিদ্যতে হ্যাততং সর্ব্বং প্রমাণং পশ্য ভারত ॥
শ্রেয়স্তে দুর্জ্জনাত্তাত পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতম্।
তৈর্হি সম্প্রীয়মাণস্ত্বং সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি ॥
পাণ্ডবৈর্নির্জ্জিতাং ভূমিং ভুঞ্জানো রাজসত্তম।
পাণ্ডবান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ত্রাণমাশংসসেঽন্যতঃ ॥
দুঃশাসনে দুর্ব্বিষহে কর্ণে চাপি সসৌবলে।
এতেষ্বৈশ্বর্য্যমাধায় ভূতিমিচ্ছসি ভারত ॥
ন চৈতে তব পর্য্যাপ্তা জ্ঞানে ধর্ম্মার্থয়োস্তথা।
বিক্রমে চাপ্যপর্য্যাপ্তাঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত ॥
ন হীমে সর্ব্বরাজানঃ পর্য্যাপ্তাঃ সহিতাস্তথা।
ক্রুদ্ধস্য ভীমসেনস্য প্রেক্ষিতুং মুখমাহবে ॥
ইদং সন্নিহিতং তাত সমগ্রং পার্থিবং বলম্।
অয়ং ভীষ্মস্তথা দ্রোণঃ কর্ণশ্চায়ং তথা কৃপঃ ॥
ভূরিশ্রবাঃ সৌমদত্তিরশ্বথামা জয়দ্রথঃ।
অশক্তাঃ সর্ব্ব এবৈতে প্রতিযোদ্ধুং ধনঞ্জয়ম্ ॥
অজেয়ো হ্যর্জ্জুনঃ সংখ্যে সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
মানুষৈরপি গন্ধর্ব্বৈর্ম্মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ ॥
দৃশ্যতাং বা পুমান্ কশ্চিৎ সমগ্রে পার্থিবে বলে।
যোঽর্জ্জুনং সমরে প্রাপ্য স্বস্তিমানাব্রজেৎ গৃহান্ ॥
কিন্তে জনক্ষয়েণেহ কৃতেন ভরতর্ষভ।
যস্মিন্ জিতে জিতং তে স্যাৎ পুমানেকঃ স দৃশ্যতাম্ ॥
যঃ সদেবান্ সগন্ধর্ব্বান্ সযক্ষাসুরপন্নগান্।
অজয়ৎ খাণ্ডবপ্রস্থে কস্তং যুদ্ধ্যেত পাণ্ডবম্ ॥
তথা বিরাটনগরে শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥
যুদ্ধে যেন মহাদেবঃ সাক্ষাৎ সন্তোষিতঃ শিবঃ।
তমজেয়মনাধৃষ্যং বিজেতুং জিষ্ণুমচ্যুতম্ ॥
আশংসসীহ সমরে বীরমর্জ্জুনমূর্জ্জিতম্।
মদ্দ্বিতীয়ং পুনঃ পার্থং কঃ প্রার্থয়িতুমর্হতি ॥

যুদ্ধে প্রতীপমায়ান্তমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
বাহুভ্যামুদ্ধরেৎ ভূমিং দহেৎ ক্রুদ্ধ ইমাঃ প্রজাঃ॥
পাতয়েৎ ত্রিদিবাদ্দেবান্ যোঽর্জ্জুনং সমরে জয়েৎ।
পশ্য পুত্ত্রাংস্তথা ভ্রাতৄন্ জ্ঞাতীন্ সম্বন্ধিনস্তথা॥
ত্বৎকৃতে ন বিনশ্যেয়ুরিমে ভরতসত্তমাঃ।
অস্তু শেষং কৌরবাণাং মা পরাভূদিদং কুলম্॥
কুলঘ্ন ইতি নোচ্যেথা নষ্টকীর্ত্তির্নরাধিপ।
ত্বামেব স্থাপয়িষ্যন্তি যৌবরাজ্যে মহারথাঃ॥
মহারাজ্যেঽপি পিতরং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
মা তাত শ্রিয়মায়ান্তীমবমংস্থাঃ সমুদ্যতাম্॥
অর্দ্ধং প্রদায় পার্থেভ্যো মহতীং শ্রিয়মাপ্নুহি।
পাণ্ডবৈঃ সঙ্গমং কৃত্বা কৃত্বা চ সুহৃদাং বচঃ।
সংপ্রীয়মাণো মিত্রৈশ্চ চিরং ভদ্রাণ্যবাপ্সসি॥

ইতি শ্রী মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি ভগবদ্বাক্যে ত্রয়ো বিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ ভরতর্ষভ॥
কৃষ্ণেন বাক্যমুক্তোঽসি সুহৃদাং শমমিচ্ছতা।
অনুপদ্যস্ব তত্তাত মা মন্যুবশমন্বগাঃ॥
অকৃত্বা বচনং তাত কেশবস্য মহাত্মনঃ।
শ্রেয়ো ন জাতু ন সুখং ন কল্যাণমবাপ্স্যসি॥
ধর্ম্ম্যমর্থ্যং মহাবাহুরাহ ত্বাং তাত কেশবঃ।
তদর্থমভিপদ্যস্ব মা রাজন্নীনশঃ প্রজাঃ॥
জ্বলিতাং ত্বমিমাং লক্ষ্মীং ভারতীং সর্ব্বরাজসু।
জীবতো ধৃতরাষ্ট্রস্য দৌরাত্ম্যাৎ ভ্রংশয়িষ্যসি॥
আত্মানঞ্চ সহামাত্যং সপুত্রভ্রাতৃবান্ধবম্।
অহমিত্যনয়া বুদ্ধ্যা জীবিতাৎ ভ্রংশয়িষ্যসি॥
অতিক্রামন্ কেশবস্য তথ্যং বচনমর্থবৎ।
পিতুশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ বিদুরস্য চ ধীমতঃ॥

মা কুলঘ্নঃ কুপুরুষো দুর্ম্মতিঃ কাপথঙ্গমঃ ।
মাতরং পিতরঞ্চৈব মা মজ্জীঃ শোকসাগরে ॥
অথ দ্রোণোঽব্রবীত্তত্র দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ।
অমর্ষবশমাপন্নং নিশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ ॥
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনমাহ ত্বাং তাত কেশবঃ ।
তথা ভীষ্মঃ শান্তনবস্তজ্জুষস্ব নরাধিপ ॥
প্রাজ্ঞৌ মেধাবিনৌ দান্তাবর্থকামৌ বহুশ্রুতৌ ।
আহতুস্ত্বাং হিতং বাক্যং তজ্জুষস্ব নরাধিপ ॥
অনুতিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণভীষ্মৌ যদুচতুঃ ।
মাধবং বুদ্ধিমোহেন মাঽবমংস্থাঃ পরন্তপ ॥
যে ত্বাং প্রোৎসাহয়ন্ত্যেতে নৈতে কৃত্যায় কর্হিচিৎ ।
বৈরং পরেষাং গ্রীবায়াং প্রতিমোক্ষ্যন্তি সংযুগে ॥
মাজীঘনঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পুত্রান্ ভ্রাতৃংস্তথৈব চ ।
বাসুদেবার্জ্জুনৌ যত্র বিদ্ধ্যজেয়ং বলং হি তৎ ।
এতচ্চৈব মতং সত্যং সুহৃদোঃ কৃষ্ণভীষ্ময়োঃ ।
যদি নাদাস্যসে তাত পশ্চাত্তপ্স্যসি ভারত ॥
যথোক্তং জামদগ্ন্যেন ভূয়ানেষ ততোঽর্জ্জুনঃ ।
কৃষ্ণো হি দেবকীপুত্রো দেবৈরপি সুদুঃসহঃ ॥
কিন্তে সুখপ্রিয়েণেহ প্রোক্তেন ভরতর্ষভ ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথেচ্ছসি তথা কুরু ।
ন হি ত্বামুৎসহে বক্তুং ভূয়ো ভরতসত্তম ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্ বাক্যান্তরে বাক্যং ক্ষত্তাঽপি বিদুরোঽব্রবীৎ ।
দুর্য্যোধনমভিপ্রেক্ষ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রমমর্ষণম্ ॥
দুর্য্যোধন ন শোচামি ত্বামহং ভরতর্ষভ ।
ইমৌ তু বৃদ্ধৌ শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে ॥
যাবনাথৌ চরিষ্যেতে ত্বয়া নাথেন দুর্হৃদা ।
হতমিত্রৌ হতামাত্যৌ লূনপক্ষাবিবাণ্ডজৌ ॥
ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্ ।
কুলঘ্নমীদৃশং পাপং জনয়িত্বা কুপুরুষম্ ॥

অথ দুর্য্যোধনং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যভাষত।
আসীনং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং রাজভিঃ পরিবারিতম্॥
দুর্য্যোধন নিবোধেদং শৌরিণোক্তং মহাত্মনা।
আদৎস্ব শিবমত্যন্তং যোগক্ষেমবদব্যয়ম্॥
অনেন হি সহায়েন কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
ইষ্টান্ সর্ব্বানভিপ্রায়ান্ প্রাপ্স্যামঃ সর্ব্বরাজসু॥
সুসংহিতঃ কেশবেন তাত গচ্ছ যুধিষ্ঠিরম্।
চর স্বস্ত্যয়নং কৃৎস্নং ভরতানামনাময়ম্॥
বাসুদেবেন তীর্থেন তাত গচ্ছস্ব সংশমম্।
কালপ্রাপ্তমিদং মন্যে মা ত্বং দুর্য্যোধনাতিগাঃ॥
শমঞ্চেৎ যাচমানং ত্বং প্রত্যাখ্যাস্যসি কেশবম্।
ত্বদর্থমভিজল্পন্তং ন তবাস্ত্যপরাভবঃ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে চতুর্ব্বিংশত্য-
ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ। ধৃতরাষ্ট্রবচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণৌ সমব্যথৌ।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যমূচতুঃ শাসনাতিগম্॥
যাবৎ কৃষ্ণাবসংনদ্ধৌ যাবত্তিষ্ঠতি গাণ্ডিবম্।
যাবদ্ধৌম্যো ন মেধাগ্নৌ জুহোতীহ দ্বিষদ্বলম্॥
যাবন্ন প্রেক্ষতে ক্রুদ্ধঃ সেনাং তব যুধিষ্ঠিরঃ।
হ্রীনিষেবো মহেষ্বাসস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্॥
যাবন্ন দৃশ্যতে পার্থঃ স্বেষ্বনীকেষ্ববস্থিতঃ।
ভীমসেনো মহেষ্বাসস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্॥
যাবন্নো চরতে মার্গান্ পৃতনামভিধর্ষয়ন্।
ভীমসেনো গদাপাণিস্তাবচ্ছাম্যতু পাণ্ডবৈঃ॥
যাবন্ন শাতয়ত্যাজৌ শিরাংসি গজযোধিনাম্।
গদয়া বীরঘাতিন্যা ফলানীব বনস্পতেঃ॥
কালেন পরিপক্কানি তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ॥
বিরাটশ্চ শিখণ্ডী চ শৈশুপালিশ্চ দংশিতঃ।
যাবন্ন প্রবিশন্ত্যেতে নক্রা ইব মহার্ণবম্॥

কৃতাস্ত্রাঃ ক্ষিপ্রমস্যন্তস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্।
যাবন্ন সুকুমারেষু শরীরেষু মহীক্ষিতাম্॥
গার্দ্ধপত্রাঃ পতন্ত্যগ্রাস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্।
চন্দনাগুরুদিগ্ধেষু হারনিষ্কধরেষু চ॥
নোরঃসু যাবৎ যোধানাং মহেষ্বাসৈর্ম্মহেষবঃ।
কৃতাস্ত্রৈঃ ক্ষিপ্রমস্যদ্ভির্দূরপাতিভিরায়সাঃ॥
অভিলক্ষ্যৈর্নিপাত্যন্তে তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্।
অভিবাদয়মানং ত্বাং শিরসা রাজকুঞ্জরঃ॥
পাণিভ্যাং প্রতিগৃহ্নাতু ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধ্বজাঙ্কুশপতাকাঙ্কং দক্ষিণং তে সুদক্ষিণঃ॥
স্কন্ধে নিক্ষিপতাং বাহুং শান্তয়ে ভরতর্ষভ।
রত্নৌষধিসমেতেন রত্নাঙ্গুলিতলেন চ॥
উপবিষ্টস্য পৃষ্ঠন্তে পাণিনা পরিমার্জ্জতু।
শালস্কন্ধো মহাবাহুস্ত্বাং স্বজানো বৃকোদরঃ॥
সাম্নাঽভিবদতাঞ্চাপি শান্তয়ে ভরতর্ষভ।
অর্জ্জুনেন যমাভ্যাঞ্চ ত্রিভিস্তৈরভিবাদিতঃ॥
মূর্দ্ধ্নি তান্ সমুপাঘ্রায় প্রেম্নাঽভিবদ পার্থিব।
দৃষ্ট্বা ত্বাং পাণ্ডবৈর্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ সঙ্গতম্॥
যাবদানন্দজাশ্রূণি প্রমুঞ্চন্তু নরাধিপাঃ।
ঘুষ্যতাং রাজধানীষু সর্ব্বসম্পন্মহীক্ষিতাম্।
পৃথিবী ভ্রাতৃভাবেন ভুজ্যতাং বিজ্বরো ভব॥

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি ভীষ্মদ্রোণবাক্যে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা দুর্য্যোধনো বাক্যমপ্রিয়ং কুরুসংসদি।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুং বাসুদেবং যশস্বিনম্॥
প্রসমীক্ষ্য ভবানেতদ্বক্তুমর্হতি কেশব।
মামেব হি বিশেষেণ বিভাষ্য পরিগর্হসে॥
ভক্তিবাদেন পার্থানামকস্মান্মধুসূদন।
ভবান্ গর্হয়তে নিত্যং কিং সমীক্ষ্য বলাবলম্॥

ভবান্ ক্ষত্তা চ রাজা বাহ্লীকোচার্য্যো বা পিতামহঃ।
মামেব পরিগর্হন্তে নান্যং কঞ্চন পার্থিবম্॥
ন চাহং লক্ষয়ে কঞ্চিদ্ব্যভিচারমিহাত্মনঃ।
অথ সর্ব্বে ভবন্তো মাং বিদ্বিষন্তি সরাজকাঃ॥
ন চাহং কঞ্চিদত্যর্থমপরাধমরিন্দম।
বিচিন্তয়ন্ প্রপশ্যামি সুসূক্ষ্মমপি কেশব॥
প্রিয়াভ্যুপগতে দ্যূতে পাণ্ডবা মধুসূদন।
জিতাঃ শকুনিনা রাজ্যং তত্র কিং মম দুষ্কৃতম্॥
যৎ পুনর্দ্রবিণং কিঞ্চিত্তত্রাজীয়ন্ত পাণ্ডবাঃ।
তেভ্য এবাভ্যনুজ্ঞাতং তত্তদা মধুসূদন॥
অপরাধো ন চাস্মাকং যত্তে হ্যক্ষৈঃ পরাজিতাঃ।
অজেয়া জয়তাং শ্রেষ্ঠা পার্থাঃ প্রব্রজিতা বনম্॥
কেন বাহপ্যপবাদেন বিরুধ্যন্ত্যরিভিঃ সহ।
অশক্তাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণ প্রহৃষ্টাঃ প্রত্যমিত্রবৎ॥
কিমস্মাভিঃ কৃতং তেষাং কস্মিন্ বা পুনরাগসি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জিঘাংসন্তি পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ॥
ন চাপি বয়মুগ্রেণ কর্ম্মণা বচনেন বা।
প্রভ্রষ্টাঃ প্রণমামেহ ভয়াদপি শতক্রতুম্॥
ন চ তং কৃষ্ণ পশ্যামি ক্ষত্রধর্ম্মমনুষ্ঠিতম্।
উৎসহেত যুধা জেতুং যো নঃ শত্রুনিবর্হণঃ॥
ন হি ভীষ্মকৃপদ্রোণাঃ সকর্ণা মধুসূদন।
দেবৈরপি যুধা জেতুং শক্যাঃ কিমুত পাণ্ডবৈঃ॥
স্বধর্ম্মমনুপশ্যন্তো যদি মাধব সংযুগে।
অস্ত্রেণ নিধনং কালে প্রাপ্স্যামঃ স্বর্গমেব তৎ॥
মুখ্যশ্চৈবৈষ নো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং জনার্দ্দন।
যচ্ছয়ীমহি সংগ্রামে শরতল্পগতা বয়ম্॥
তে বয়ং বীরশয়নম্প্রাপ্স্যামো যদি সংযুগে।
অপ্রণম্যৈব শত্রূণাং ন নস্তপ্স্যতি মাধব॥
কশ্চ জাতু কুলে জাতঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ বর্ত্তয়ন্।
ভয়াদ্বৃত্তিং সমীক্ষ্যৈব প্রণমেদিহ কর্হিচিৎ॥

উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্।
অপ্যপর্ব্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ॥
ইতি মাতঙ্গবচনং পরীপ্সন্তি হিতেপ্সবঃ।
ধর্ম্মায় চৈব প্রণমেদ্ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মদ্বিধঃ॥
অচিন্তয়ন্ কিঞ্চিদন্যং যাবজ্জীবন্তথাচরেৎ।
এষ ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং মতমেতচ্চ মে সদা॥
রাজ্যাংশশ্চাভ্যনুজ্ঞাতো যো মে পিত্রা পুরাঽভবৎ।
ন স লভ্যঃ পুনর্জাতু ময়ি জীবতি কেশব॥
যাবচ্চ রাজা ধ্রিয়তে ধৃতরাষ্ট্রো জনার্দ্দন।
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং তে বাঽপ্যুপজীবাম মাধব॥
অপ্রদেয়ং পুরা দত্তং রাজ্যং পরবতো মম।
অজ্ঞানাদ্বা ভয়াদ্বাপি ময়ি বালে জনার্দ্দন॥
ন তদদ্য পুনর্লভ্যং পাণ্ডবৈর্ব্বৃষ্ণিনন্দন।
ধ্রিয়মাণে মহাবাহৌ ময়ি সম্প্রতি কেশব॥
যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥

তি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি দুর্য্যোধনবাক্যে ষড়্-
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সমরারম্ভের পূর্ব্বে ভগবান্ বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সমীপাগত হইয়া বলি
"এই সময়ে তোমার পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই অ
তিবিধের ব্যাপারের নিমিত্ত শোক নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে যদি তুমি এই
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে দি
চক্ষু প্রদান করিতে সম্মত আছি।" ধৃতরাষ্ট্র তদ্বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করি
বেদব্যাস, সঞ্জয়কে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের নি
যুদ্ধ ব্যাপার বিবৃত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে সৈন্য-বল-সম্পন্ন হইয়া কুরুক্ষেত্র নামক তীর্থ
যুদ্ধার্থী পক্ষদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহাত্মা ভ
আশ্রিত পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গকে যুদ্ধ কার্য্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভী
দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য কৌরব-সেনা সমূহ ব্যূহ-বদ্ধ করি
ফেলিলেন। সৈন্য-বল অল্প হইলেও, পাণ্ডবগণ অহঙ্কার-বিহীন উদ্যম সহকা
যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং যখন স্বয়ং বাসুদেব সহায় রহিয়াছেন, ত
বিজয় বিষয়ে সন্দেহ নাই স্থির করিয়া, ধীরভাবে যুদ্ধের অপেক্ষা করি
লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ-পরতন্ত্র অর্জ্জুন, অভীষ্ট দেবতার স্মরণ করি
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা আত্মীয়-বিনাশ-ভয়ে নিতান্ত শ
কুল হইয়া তিনি যুদ্ধে বিরত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃ
ভগবদ্গীতারূপ পরমশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মোহ-পাশ ছিন্ন করিলেন

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, অনুজগণ পরিবৃত হইয়া গুরুজনগণের আ
গ্রহণাভিপ্রায়ে, শত্রু-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রো
শল্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মগণকে প্রণাম করিয়া, স্বপক্ষ ম
প্রত্যাগত হইলেন যথাসময়ে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শোণিত-স্রো
কুরুক্ষেত্র প্লাবিত হইতে থাকিল এবং উভয় পক্ষীয় বিপুল সংখ্যক বীর প্রতি
দিন প্রাণত্যাগ করিতে থাকিলেন। ধূলি-পটলে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন হই
এবং রণবাদ্যের নির্ঘোষ, বীরগণের শঙ্খ-ধ্বনি, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, আহতগণে
আর্ত্তনাদ ও যোদ্ধৃগণের আস্ফালন-ধ্বনিতে তত্রত্য ব্যক্তিবৃন্দের কর্ণ-কুহ
বধির-প্রায় হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল

থাপি ভীষ্মকে নিপাতিত করিবার কোনই উপায় করিতে নাপারিয়া, পাণ্ডব-
। নিতান্ত হতাশ হইতে থাকিলেন। যুদ্ধকালে স্বপক্ষীয় বলক্ষয় দর্শনে
র্য্যোধন বার বার ভীষ্মদেবের নিকট সমাগত হইয়া হৃদয়ের আশঙ্কা পরি-
ক্ত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম কহিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমাকে
র্ব্বে বারংবার কহিয়াছি যে, পাণ্ডবগণ অজেয়। ন্যায় হউক বা অন্যায়
উক, আমি যখন তোমার পক্ষাবলম্বন করিয়াছি, তখন নিরন্তর প্রাণপণে
ামার হিত চেষ্টায় বিপক্ষগণকে সংহার করাই আমার ব্রত হইয়াছে।
ন্তু আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, পরিণামে বিজয় লক্ষ্মী যে পাণ্ডবদিগকে
শ্রয় করিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।"

অমিত বলশালী ভীষ্মকে বধ করিতে না পারিলে, পাণ্ডবগণের বিজয়াশা
ীক হইয়া পড়িবে; সুতরাং তাঁহারা তদ্বিষয়িণী চিন্তায় ব্যাকুল হইতে
কিলেন। ভীষ্ম পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি শিখণ্ডীকে কখনই
্যা করিব না। শিখণ্ডীও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি যেরূপে
ক অমিত-প্রতাপ ভীষ্মকে বধ করিব। একদা রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের
ীপস্থ হইয়া অভিযোগ করিলেন যে, পাণ্ডবদিগের প্রতি কারুণ্য-পরতন্ত্র
য়া তিনি তাঁহাদিগকে সংহার করিতেছেন না। তাঁহার দুর্ব্বাক্যে মর্ম্মাহত
া ভীষ্ম বলিলেন যে, "আমি পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত
া কোন শৈথিল্যই প্রদর্শন করিতেছি না। তথাপি তুমি আমাকে অকারণ
্য-বাণে জর্জ্জরিত করিতেছ। যাহা হউক আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে
ণ্ডী ব্যতীত আর সকলকেই আমি নিহত করিতে পারিব। কল্য হইতে
মার বাসনানুরূপ কার্য্য আরব্ধ হইবে।" ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ ভীষ্ম-
র নিমিত্ত বিবিধ পরামর্শ করিয়াও কোন মীমাংসা করিতে পারিলেন না।
র অনন্যোপায় হইয়া পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভীষ্ম-
র উপায় পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, তাঁহারই শিবিরে উপনীত হইলেন। অদ্বিতীয়
স্বভাব ভীষ্মদেব বলিয়া দিলেন যে, "বাস্তবিকই আমাকে নিহত করিতে
ারিলে, পাণ্ডবগণের জয়াশা নাই। কিন্তু আমাকে সংহার করিতে
র, এমন বীর জগতে দেখিতেছি না। তবে যদি অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে
খে লইয়া যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমি অস্ত্রক্ষেপে বিরত হইব।
াং পরাজিত হইব সন্দেহ নাই।" এই সঙ্কেতানুসারে পরদিন ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে
 রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিপদের পরিমাণ অনুমান করিয়া

ভীষ্মের সংরক্ষনার্থ সমবেত হইলেন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণও তাঁ দিগকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ত তুমুল যুদ্ধকাণ্ড আরব্ধ হইল। শিখণ্ডী শাণিত শায়ক সমূহদ্বারা শান্তনুতনয় বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। ভীষ্ম অন্যদিকে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া প্রভূত নরহ করিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু শিখণ্ডীর অঙ্গে একটীও অস্ত্রক্ষেপ করি না। সমুচিত সুযোগ দেখিয়া অর্জ্জুন ভীষ্মের চাপচ্ছেদন করিলেন, শিখ নিরন্তর ভীষ্মকে বাণবিদ্ধ করিতে থাকিলেন এবং তাঁহার রথ-ধ্বজ ছে করিয়া দিলেন। তথাপি ভীষ্ম অটল গিরির ন্যায় স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করি লাগিলেন এবং নিরন্তর শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনের বাণাঘাতে জর্জ্জরিত হই থাকিলেন। তাঁহার শরীরের সকল স্থলই বাণকীর্ণ হইয়া উঠিল। অবশে তিনি কাতর হইয়া ভূপতিত হইলেন; কিন্তু ভূমিস্পর্শ না কা শরীর-সংলগ্ন শর-সমূহের উপর শয়ান রহিলেন। ভীষ্মকে ভূপা দেখিয়া উভয় পক্ষ সেদিন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন, এবং তত্রত্য রাজ সসম্ভ্রমে ভীষ্মের সমীপাগত হইলেন। মস্তক অতিশয় লম্বমান রহিয়া বলিয়া ভীষ্ম উপাধান প্রার্থনা করিলে, ভূপতিগণ অতি কোমল উপাধ আনয়ন করিলেন। ভীষ্ম তাহা উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপা করিলে, তিনি তিনটী বাণের দ্বারা ভীষ্মের মস্তক আশ্রয়যুক্ত করি দিলেন। পরদিন সমস্ত লোক শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্মকে দর্শন করিতে আগম করিলেন; অর্জ্জুনও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ভী দারুণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে, রাজভৃত্যগণ স্বর্ণভৃঙ্গা সুপেয় পানীয় আনিয়া উপস্থিত করিল। তদ্দর্শনে বিরক্তি সহকারে সম্মুখ অর্জ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ভীষ্ম কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! আমি তৃষ্ণা নিতান্ত কাতর হইয়াছি, তুমি আমাকে বারিপান করাইয়া পরিতৃপ্ত কর। তখন অর্জ্জুন বাণদ্বারা ভূপৃষ্ঠ বিদার করিলে, সেই ছিদ্রপথাবলম্বনে বারি-ধা সমুত্থিত হইয়া ভীষ্মের বদনে পতিত হইল। তখন মহাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনে সাধুবাদ ও দুর্য্যোধনের নিন্দাবাদ করিতে করিতে, দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে বির হইয়া সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তখনও ঐ সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা মহাত্মা ভীষ্ম নির্ব্বাক্ হইলেন। যখন ভীষ্মদেব পতিত হইয়াছিলেন, তখন দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে প্রাণত্যা অশেষ কল্যাণ-জনক জানিয়া, শান্তনুনন্দন সেই শুভসময়ের প্রতীক্ষায় যোগা বলম্বনে শর-শয্যায় শয়ান রহিলেন।

সঞ্জয় উবাচ।

তেতো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং স শব্দঃ সুমহানভূৎ।
ক্রোশতাং ভূমিপালানাং যুজ্যতাং যুজ্যতামিতি॥
শঙ্খদুন্দুভিঘোষৈশ্চ সিংহনাদৈশ্চ ভারত।
হয়হ্রেষিতনাদৈশ্চ রথনেমিস্বনৈস্তথা॥
গজানাং বৃংহতাঞ্চৈব যোধানাঞ্চ বিগর্জ্জতাম্।
ক্ষ্বেলিতা স্ফোটিতোৎক্রুষ্টৈস্তুমুলং সর্ব্বতোঽভবৎ॥
উদতিষ্ঠন্ মহারাজ সর্ব্বং যুক্তমশেষতঃ।
সূর্য্যোদয়ে মহৎসৈন্যং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥
রাজেন্দ্র তব পুত্রাণাং পাণ্ডবানাং তথৈব চ।
দুষ্প্রধৃষ্যাণি চাস্ত্রাণি সশস্ত্রকবচানি চ॥
ততঃ প্রকাশে সৈন্যানি সমদৃশ্যন্ত ভারত।
ত্বদীয়ানাং পরেষাঞ্চ শস্ত্রবন্তি মহান্তি চ॥
তত্র নাগা রথাশ্চৈব জাম্বূনদপরিষ্কৃতাঃ।
বিভ্রাজমানা দৃশ্যন্তে মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ॥
রথানী কান্যদৃশ্যন্ত নগরাণীব ভূরিশঃ।
অতীব শুশুভে তত্র পিতা তে পূর্ণচন্দ্রবৎ॥
ধনুর্ভির্ঋষ্টিভিঃ খড়্গৈর্গদাভিঃ শক্তিতোমরৈঃ।
যোধাঃ প্রহরণৈঃ শুভ্রৈস্তেষ্বনীকেষ্ববস্থিতাঃ॥
গজা পদাতা রথিনস্তুরগাশ্চ বিশাম্পতে।
ব্যতিষ্ঠন্ বাগুরাকারাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
ধ্বজা বহুবিধাকারা ব্যদৃশ্যন্ত সমুচ্ছ্রিতাঃ।
স্বেষাঞ্চৈব পরেষাঞ্চ দ্যুতিমন্তঃ সহস্রশঃ॥
কাঞ্চনা মণিচিত্রাঙ্গা জ্বলন্তইব পাবকাঃ।
অর্চ্চিষ্মন্তো ব্যরোচন্ত ধ্বজারোহাঃ সহস্রশঃ॥
মহেন্দ্রকেতবঃ শুভ্রা মহেন্দ্রসদনেষ্বিব।
সন্নদ্ধাস্তে প্রবীরাশ্চ দদৃশুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥

উদ্যতৈরায়ুধৈশ্চিত্রৈস্তলবদ্ধাঃ কলাপিনঃ।
ঋষভাক্ষা মনুষ্যেন্দ্রাশ্চমূমুখগতা বভুঃ॥
শকুনিঃ সৌবলঃ শল্য আবন্ত্যোঽথ জয়দ্রথঃ।
বিন্দানুবিন্দৌ কৈকেয়াঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ॥
শ্রুতায়ুধশ্চ কালিঙ্গো জয়ৎসেনশ্চ পার্থিবঃ।
বৃহদ্বলশ্চ কৌরব্যঃ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ॥
দশৈতে পুরুষব্যাঘ্রাঃ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
অক্ষৌহিণীনাং পতয়ো যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ॥
এতে চান্যে চ বহবো দুর্য্যোধনবশানুগাঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নীতিমন্তো মহারথাঃ॥
সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত স্বেষনীকেষবস্থিতাঃ।
বদ্ধকৃষ্ণাজিনাঃ সর্ব্বে বলিনো যুদ্ধশালিনঃ॥
হৃষ্টা দুর্য্যোধনস্যার্থে ব্রহ্মলোকায় দীক্ষিতাঃ।
সমর্থা দশবাহিন্যঃ পরিগৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ॥
একাদশো ধার্ত্তরাষ্ট্রো কৌরবাণাং মহাচমূঃ।
অগ্রতঃ সর্ব্বসৈন্যানাং যত্র শান্তনবোঽগ্রণীঃ॥
শ্বেতোষ্ণীষং শ্বেতচ্ছত্রং শ্বেতবর্ম্মাণমচ্যুতম্।
অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মং চন্দ্রমিবোদিতম্॥
হেমতালধ্বজং বীরং রাজতে স্যন্দনে স্থিতম্।
শ্বেতাভ্র ইব শাতাংশুং দদৃশুঃ কুরুপাণ্ডবাঃ॥
সৃঞ্জয়াশ্চ মহেষ্বাসা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
জৃম্ভমাণং মহাসিংহং দৃষ্ট্বা ক্ষুদ্রমৃগা যথা।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাঃ সর্ব্বে সমুদ্বিবিজিরে মুহুঃ।
একাদশৈতাঃ শ্রীজুষ্টা বাহিন্যস্তব পার্থিব॥
পাণ্ডবানাং তথা সপ্ত মহাপুরুষপালিতাঃ।
উন্মত্তমকরাবর্ত্তৌ মহাগ্রাহসমাকুলৌ॥
যুগান্তে সমবেতৌ দ্বৌ দৃশ্যেতে সাগরাবিব।
নৈব নস্তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্ব্বো ন চ শ্রুতঃ।
অনীকানাং সমেতানাং কৌরবাণাং তথাবিধঃ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি সৈন্যবর্ণনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অক্ষৌহিণ্যা দশৈকাঞ্চ ব্যূঢ়াং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ।
কথমল্পেন সৈন্যেন প্রত্যব্যূহত পাণ্ডবঃ॥
যো বেদ মানুষং ব্যূহং দৈবং গান্ধর্ব্বমাসুরম্।
কথং ভীষ্মং স কৌন্তেয়ঃ প্রত্যব্যূহত সঞ্জয়॥

সঞ্জয় উবাচ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রান্যনীকানি দৃষ্ট্বা ব্যূঢ়ানি পাণ্ডবঃ।
অভ্যভাষত ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজো ধনঞ্জয়ম্॥
মহর্ষের্ব্বচনাত্তাত বেদয়ন্তি বৃহস্পতেঃ।
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তরয়েৎ বহূন্॥
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ।
অস্মাকঞ্চ তথাসৈন্যমল্পীয়ঃ সুতরাং পরৈঃ॥
এতদ্বচনমাজ্ঞায় মহর্ষের্ব্যূহ পাণ্ডব।
এতচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মরাজং প্রত্যভাষত পাণ্ডবঃ॥
এষ ব্যূহামি তে ব্যূহং রাজসত্তম দুর্জ্জয়ম্।
অচলং নাম বজ্রাখ্যং বিহিতং বজ্রপাণিনা॥
যঃ স বাত ইবোদ্ভূতঃ সমরে দুঃসহঃ পরৈঃ।
স নঃ পুরো যোৎস্যতে বৈ ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ॥
তেজাংসি রিপুসৈন্যানাং মৃদ্নন্ পুরুষসত্তমঃ।
অগ্রেঽগ্রণীর্যোৎস্যতি নো যুদ্ধোপায়বিচক্ষণঃ॥
যং দৃষ্ট্বা কুরবঃ সর্ব্বে দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
নিবর্ত্তিষ্যন্তি সংত্রস্তাঃ সিংহং ক্ষুদ্রমৃগা যথা॥
তং সর্ব্বে সংশ্রয়িষ্যামঃ প্রাকারমকুতোভয়াঃ।
ভীমং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠং দেবরাজমিবামরাঃ॥
ন হি সোঽস্তি পুমাল্লোঁকে যঃ সংক্রুদ্ধং বৃকোদরম্।
দ্রষ্টুমত্যুগ্রকর্ম্মাণং বিষহেত নরর্ষভম্॥

এবমুক্ত্বা মহাবাহুস্তথা চক্রে ধনঞ্জয়ঃ।
ব্যূহ্য তানি বলান্যাশু প্রযযৌ ফাল্গুনস্তথা॥
সম্প্রযাতান্ কুরূন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহাচমূঃ।
গঙ্গেব পূর্ণা স্তিমিতা স্যন্দমানা ব্যদৃশ্যত॥
ভীমসেনোঽগ্রণীস্তেষাং ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ বীর্য্যবান্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ পার্থিবঃ॥
বিরাটশ্চ ততঃ পশ্চাৎ রাজাঽথাক্ষৌহিণীবৃতঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ সোঽভ্যরক্ষত পৃষ্ঠতঃ॥
চক্ররক্ষৌ তু ভীমস্য মাদ্রীপুত্রৌ মহাদ্যুতী।
দ্রৌপদেয়াঃ সসৌভদ্রাঃ পৃষ্ঠগোপাস্তরস্বিনঃ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যস্তেষাং গোপ্তা মহারথঃ।
সহিতঃ পৃতনাশূরৈরথমুখ্যৈঃ প্রভদ্রকৈঃ॥
শিখণ্ডী তু ততঃ পশ্চাদর্জ্জুনেনাভিরক্ষিতঃ।
যত্তো ভীষ্মবিনাশায় প্রযযৌ ভরতর্ষভ॥
পৃষ্ঠতোঽপ্যর্জ্জুনস্যাসীৎ যুযুধানো মহাবলঃ।
চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যূত্তমৌজসৌ॥
কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ চেকিতানশ্চ বীর্য্যবান্।
ভীমসেনো গদাং বিভ্রৎ বজ্রসারময়ীং দৃঢ়াম্॥
চরন্ বেগেন মহতা সমুদ্রমপি শোষয়েৎ।
এতে তিষ্ঠন্তি সামাত্যাঃ প্রেক্ষন্তস্তে জনাধিপ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্য দায়াদা ইতি বীভৎসুরব্রবীৎ।
ভীমসেনং তদা রাজন্ দর্শয়স্ব মহাবলম্॥
ব্রুবাণন্তু তথা পার্থং সর্ব্বসৈন্যানি ভারত।
অপূজয়ংস্তদা বাগ্‌ভিরনুকূলাভিরাহবে॥
রাজা তু মধ্যমানীকে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বৃহদ্ভিঃ কুঞ্জরৈর্মত্তৈশ্চলদ্ভিরচলৈরিব॥
অক্ষৌহিণ্যাঽথ পাঞ্চাল্যো যজ্ঞসেনো মহামনাঃ।
বিরাটমন্বয়াৎ পশ্চাৎ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী॥
তেষামাদিত্যচন্দ্রাভাঃ কনকোত্তমভূষণাঃ।
নানাচিহ্নধরা রাজন্ রথেষ্বাসন্ মহাধ্বজাঃ।

সমুৎসার্য্য ততঃ পশ্চাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ সোঽভ্যরক্ষৎ যুধিষ্ঠিরম্॥
ত্বদীয়ানাং পরেষাঞ্চ রথেষু বিপুলান্ ধ্বজান্।
অভিভূয়ার্জ্জুনস্যৈকো রথে তস্থৌ মহাকপিঃ॥
পদাতাস্ত্বগ্রতো গচ্ছন্নসিশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
অনেকশতসাহস্রা ভীমসেনস্য রক্ষিণঃ॥
বারণা দশসাহস্রা প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
শূরা হেমময়ৈর্জালৈর্দীপ্যমানা ইবাচলাঃ॥
ক্ষরন্ত ইব জীমূতা মহার্হাঃ পদ্মগন্ধিনঃ।
রাজানমন্বয়ুঃ পশ্চাচ্চলন্ত ইব পর্ব্বতাঃ॥
ভীমসেনো গদাং ভীমাং প্রকর্ষন্ পরিঘোপমাম্।
প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং দুরাধর্ষো মহামনাঃ॥
তমর্কমিব দুষ্প্রেক্ষ্যং তপন্তমিব বাহিনীম্।
ন শেকুঃ সর্ব্বযোধাস্তে প্রতিবীক্ষিতুমন্তিকে॥
বজ্রো নামৈষ স ব্যূহো নির্ভয়ঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
চাপবিদ্যুৎধ্বজো ঘোরো গুপ্তো গাণ্ডীবধন্বনা॥
যং প্রতিব্যূহ্য তিষ্ঠন্তি পাণ্ডবাস্তব বাহিনীম্।
অজেযো মানুষে লোকে পাণ্ডবৈরভিরক্ষিতঃ॥
সন্ধ্যাং তিষ্ঠৎসু সৈন্যেষু সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
প্রাবাৎসপৃষ্ঠতো বায়ুর্নিরভ্রে স্তনয়িত্নুবান্॥
বিষ্বগ্বাতাশ্চ বিববুর্নীচৈঃ শর্করবর্ষিণঃ।
রজশ্চোদ্ধূয়মানস্তু তমসাচ্ছাদয়জ্জগৎ॥
পপাত মহতী চোল্কা প্রাঙ্মুখী ভরতর্ষভ।
উদ্যন্তং সূর্য্যমাহত্য ব্যশীর্য্যত মহাস্বনা॥
অথ সজ্জীয়মানেষু সৈন্যেষু ভরতর্ষভ।
নিষ্প্রভোঽভ্যুদয়ৌ সূর্য্যঃ সঘোষং ভূশ্চচাল চ॥
ব্যশীর্য্যত সনাদা চ ভূস্তদা ভরতর্ষভ।
নির্ঘাতা বহবো রাজন্ দিক্ষু সর্ব্বাসু চাভবন্॥
প্রাদুরাসীদ্রজস্তীব্রং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ধ্বজানাং ধূয়মানানাং সহসা মাতরিশ্বনা॥

কিঙ্কিণীজালবদ্ধানাং কাঞ্চনস্রগ্‌বরাম্বরৈঃ।
মহতাং সপতাকানামাদিত্যসমতেজসাম্‌॥
সর্ব্বং ঋণঋণীভূতমাসীত্তালবনেষ্বিব।
এবন্তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডবা যুদ্ধনন্দিনঃ॥
ব্যবস্থিতাঃ প্রতিব্যূহ্য তব পুত্রস্য বাহিনীম্‌।
গ্রসন্ত ইব মজ্জা নো যোধানাং ভরতর্ষভ।
দৃষ্ট্বাঽগ্রতো ভীমসেনং গদাপাণিমবস্থিতম্‌।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি পাণ্ডবসৈন্যব্যূহে একোন-
বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম পতিত হইলে, কর্ণ কৌরবগণকে অভয় প্রদান করিলেন। পুনরায়
পুল আয়োজনে সমরারম্ভ হইল ; কৌরবগণ পরম সমাদরে কর্ণকে সম্পূজিত
রিলেন। তখন কর্ণ, দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণকে সঙ্গে লইয়া, কুরুকুল-পিতা-
হ ভীষ্মের সমীপাগত হইলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-
ার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম কর্ণকে বিবিধ সদুপদেশ ও যুদ্ধ
বষয়ক উৎসাহ প্রদান করিলে, কর্ণ স্বপক্ষীয় সৈন্য-মণ্ডলী মধ্যে সমাগত হইয়া
কলকে সমুৎসাহিত করিলেন এবং সমর-বিশারদ দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি
দে অভিষিক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া
দ্রাণাচার্য্য বলিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমার বাসনানুযায়ী সমস্ত কর্ম্মই
সিদ্ধ করিব। কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব না। কারণ আমাকে
ধ করিবার নিমিত্তই ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্ভব হইয়াছে।" যথাবিহিত প্রণালীক্রমে
দ্রাণাচার্য্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় তাবৎ বীরই
দ্রাণাচার্য্যকে বধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের হস্তে
াণ্ডব পক্ষীয় বিপুল সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। দুর্য্যোধনের বাসনা পরিজ্ঞাত
ইয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "হে কৌরবরাজ! অর্জ্জুনকে জয় করা সাধ্যায়ত্ত
লিয়া আমি মনে করি না। তবে কোন উপায়ে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে
াবিলে, তোমার বিজয়-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিবে না। কিন্তু অর্জ্জুন
ম্মুখে থাকিলে, যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করাও অসম্ভব। অর্জ্জুন যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে
পসারিত হন, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে
হণ করিব।" দ্রোণাচার্য্যের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয়গণের
ানন্দের সীমা থাকিল না। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জ্জুন উভয়েই যুধিষ্ঠিরকে
শ্বাস প্রদান করিয়া, দ্রোণের বাক্য কখনই সফল হইতে দিবেন না বলিয়া
তিজ্ঞা করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত আচার্য্য বিবিধ
ধানে যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কৌরবপক্ষীয় সাতজন প্রবীণ বীর একত্রিত হইয়া অন্যায়
প অর্জ্জুনের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান অভিমন্যুকে সংহার করিলেন। অভিমন্যু
ত হইলে, পাণ্ডবগণ নিতান্ত কাতর হইলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যু-বধ-বার্ত্তা
ণ করিয়া, কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পুত্রহন্তা জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত কঠোর

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞাবাক্য জ্ঞাত হই্যা দ্রোণাচার্য্য ও দুর্য্যোধনাদির সহিত আত্মরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও অর্জ্জুনের ভীষণ প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভূত আয়োজন সহকারে পাণ্ডবগণ জয়দ্রথ বধার্থী অর্জ্জুনের সহায়তায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন উন্মত্তপ্রায় হইয়া অনবরত শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহ মধ্যস্থিত জয়দ্রথকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ আরব্ধ হইল। অবশেষে সুযোগ ক্রমে অর্জ্জুন কৌরব-ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু-শোণিতে রণস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। এদিকে দিবাকর অস্তগমনোন্মুখ হইতেছেন দেখিয়া, অর্জ্জুন জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কৌরবগণ ব্যূহ মধ্যস্থিত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রযত্ন করিতে থাকিলেন। শত্রুগণের সকল চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া, ক্রমশঃ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জয়দ্রথের সম্মুখীন হইলেন। যুধিষ্ঠির বৃকোদরাদি বীরেরা নানা স্থান হইতে অর্জ্জুনের সহায়তার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভীম ও সাত্যকি এবং কৌরব পক্ষীয় কর্ণ ও দুর্য্যোধন তুমুল সংগ্রাম করিলেন; অর্জ্জুন ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাশি রাশি শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম ও অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে কৌরবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এদিকে দিনকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করাইয়া, অনতিবিলম্বে জয়দ্রথবধে নিযুক্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। বলবীর জয়দ্রথের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অর্জ্জুন তত্তাবৎকে পরাভূত করিয়া, জয়দ্রথের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। পাণ্ডবগণের আনন্দের সীমা থাকিল না।

দুর্য্যোধন নিতান্ত দুঃখিত ভাবে আচার্য্য-সন্নিধানে গমন করিয়া নানারূপ মর্ম্মবেদনা পরিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য বিবিধ বাক্যে দুর্য্যোধনের পূর্ব্ব অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অপরিসীম বল-বীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "হে দুর্য্যোধন! এই সকলই তোমার আত্মাপরাধ-বৃক্ষের ফল।" ইহাতে দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া আচার্য্যের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

রাত্রেও যুদ্ধ চলিতে লাগিল। স্বয়ং ভীমসেন ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ
ার রণ-রঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। হিড়িম্বানন্দন একাকী বহু শত্রু সংহার
বিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচের মৃত্যু দর্শনে পাণ্ডবগণ নিরতিশয়
র্ম্মবেদনা ভোগ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণকে সংহার করিবার নিমিত্ত
হ্বীর সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন। এদিকে দুর্য্যোধনও নানা রূপ
র্ব্বাক্যে দ্রোণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন, অর্জ্জুন
ভৃতি রণপণ্ডিতেরা দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণাচার্য্যের
তিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের আঘাতে প্রপীড়িত
ইতে থাকিলেন। অনন্তর ভীমসেন, অশ্বত্থামা নামক এক গজ নিহত
বিয়া, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। দ্রোণা-
র্য্য পুত্র-নিধনরূপ অপ্রিয়-সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন, এবং স্বকীয়
মন-স্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ ক্রমে
র্ষ্ঠিরও ব্যক্ত করিলেন যে, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে।" নিতান্ত সত্যনিষ্ঠ
র্মনন্দনের মুখ হইতেও এই সংবাদ শ্রবণে দ্রোণাচার্য্য বিচেতন-প্রায় হইয়া
দ্যুম্নের সম্মুখাগত হইলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে আয়ত্ত-
[illegible], দ্রোণাচার্য্য যোগ-প্রভাবে দেহত্যাগ করিলেন। পিতৃবিয়োগ-
নিত ক্রোধোন্মত্ত দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বৈরনির্য্যাতনে নিযুক্ত হইলেন এবং
তৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অচিরে সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দ্রুপদ-পুত্রকে
রুনহন্তা বলিয়া সকলেই নিন্দা করিতে থাকিলেন। পিতৃ-বধামর্ষ-প্রদীপ্ত
শ্বত্থামার আঘাতে কাতর হইয়া পাঞ্চাল সৈন্য পলায়ন-পরায়ণ হইল।
াবল পরাক্রান্ত সাত্যকি অস্ত্রাঘাত-নিপীড়িত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহায়তা করিতে
াগিলেন। দ্রোণনন্দনের অস্ত্রাঘাতে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিলেন;
এবং ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও পলায়ন-পরায়ণ হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রবিষ্টং তরুণং সৌভদ্রমপরাজিতম্।
কুলানুরূপং কুর্ব্বাণং সংগ্রামেষ্বপলায়িনম্॥
আজানেয়ৈস্তু বলিভির্যান্তমশ্বৈস্ত্রিহায়নৈঃ।
প্লবমানমিবাকাশে কে শূরাঃ পর্য্যবারয়ন্॥

সঞ্জয় উবাচ।

অভিমন্যুঃ প্রবিশ্যৈব তাবকান্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অকরোদ্বিমুখান্ সর্ব্বান্ পার্থিবান্ পাণ্ডুনন্দনঃ॥
তং তু দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিশ্চ স বৃহদ্বলঃ।
কৃতবর্ম্মা চ হার্দ্দিক্যঃ ষড়্রথাঃ পর্য্যবারয়ন্॥
দৃষ্ট্বা তু সৈন্ধবে ভারমতিমাত্রং সমাহিতম্।
সৈন্যং তব মহারাজ যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ॥
সৌভদ্রমিতরে বীরমভ্যবর্ষচ্ছরাম্বুভিঃ।
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ॥
তাংস্তু সর্ব্বান্ মহেষ্বাসান্ সর্ব্ববিদ্যাসু নিষ্ঠিতান্।
ব্যষ্টম্ভয়দ্রণে বাণৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা॥
দ্রোণং পঞ্চাশতাহবিধ্যৎ বিংশত্যা চ বৃহদ্বলম্।
অশীত্যা কৃতবর্ম্মাণং কৃপং ষষ্ঠ্যা শিলীমুখৈঃ॥
রুক্মপুঙ্খৈর্ম্মহাবেগৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ।
অবিধ্যদ্দশভির্বাণৈরশ্বত্থামানমার্জ্জুনিঃ॥
স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পীতেন চ শিতেন চ।
ফাল্গুনির্দ্বিষতাং মধ্যে বিব্যাধ পরমেষুণা॥
পাতয়িত্বা কৃপস্যাশ্বান্ তথোভৌ পার্ষ্ণিসারথী।
অথৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে॥
ততোবৃন্দারকং বীরংকুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
পুত্রাণাং তব বীরাণাং পশ্যতামবধীদ্বলী॥
তং দ্রৌণিঃ পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ।
বরং বরমমিত্রাণামারুজন্তমভীতবৎ॥

সতু বাণৈঃ শিতৈস্তূর্ণং প্রত্যবিধ্যত মারিষ।
পশ্যতাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামশ্বত্থামানমার্জ্জুনিঃ॥
ষষ্ট্যা শরাণাং তং দ্রৌণিস্তির্য্যগ্ধারৈঃ সুতেজনৈঃ।
উগ্রৈর্নাকম্পয়দ্বিদ্ধা মৈনাকমিব পর্ব্বতম্।
স তু দ্রৌণির্দ্বিসপ্তত্যা হেমপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
প্রত্যবিধ্যন্মহাতেজা বলবানপকারিণম্॥
তস্মিন্ দ্রোণো বাণশতং পুত্রগৃদ্ধো ন্যপাতয়ৎ।
অশ্বত্থামা তথা ষষ্টিং পরীপ্সন্ পিতরং রণে॥
কর্ণো দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ।
বৃহদ্বলস্তু পঞ্চাশৎ কৃপঃ শারদ্বতো দশ॥
তাংস্তান্ প্রত্যবধীৎ সর্ব্বান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
তং কোশলানামধিপঃ কর্ণিনাতাড়য়দ্ধৃদি॥
স তস্যাশ্বান্ ধ্বজং চাপং সূতঞ্চাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ।
অথ কোশলরাজস্তু বিরথঃ খড়্গচর্ম্মভৃৎ॥
ইয়েষ ফাল্গুনেঃ কায়াৎ শিরো হর্ত্তুং সকুণ্ডলম্।
কোশলানাং স ভর্ত্তারং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্॥
হৃদি বিব্যাধ বাণেন স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ।
বভঞ্জ চ সহস্রাণি দশ রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্॥
সৃজতামশিবা বাচঃ খড়্গাকার্ম্মুকধারিণাম্।
তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রো ব্যচরদ্রণে।
ব্যষ্টম্ভয়ন্মহেষ্বাসান্ যোধাংস্তব শরাম্বুভিঃ॥

চ শ্রীমহাভারতে দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি বৃহদ্বলজয়ে সপ্তচত্বারিংশো-ঽধ্যায়ঃ।

য় উবাচ।

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পুনর্বিব্যাধ ফাল্গুনিঃ।
শরৈঃ পঞ্চাশতা চৈনমবিধ্যৎ কোপয়ন্ ভৃশম্॥
প্রতিবিব্যাধ রাধেয়স্তাবদ্ভিরথ তং পুনঃ।
শরৈরাচিতসর্ব্বাঙ্গো বহ্বশোভত ভারত॥
কর্ণশ্চাথ শরান্ ক্রুদ্ধো রুধিরোৎপীড়বাহিনম্।
কর্ণোঽপি বিবভৌ শূরঃ শরৈশ্ছিন্নোঽসৃগাপ্লুতঃ॥

তৌ তথা শরচিত্রাঙ্গৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ।
বভূবতুর্মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥
অথ কর্ণস্য সচিবান্ ষট্‌শূরাংশ্চিত্রযোধিনঃ।
সাশ্বসূতধ্বজরথান্ সৌভদ্রো নিজঘান হ॥
তথৈবৈতান্মহেষ্বাসান্ দশভির্দ্দশভিঃ শরৈঃ।
প্রত্যবিধ্যদসম্ভ্রান্তস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥
মাগধস্য পুনঃ পুত্রং হত্বা ষড়্‌ভিরজিহ্মগৈঃ।
সাশ্বং সসূতং তরুণমশ্বকেতুমপাতয়ৎ॥
মার্ত্তিকাবতিকং ভোজং ততঃ কুঞ্জরকেতনম্।
ক্ষুরপ্রেণ সমুন্মথ্য ননাদ বিসৃজন্ শরান্॥
তস্য দৌঃশাসনির্ব্বিদ্ধা চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
সূতমেকেন বিব্যাধ দশভিশ্চার্জ্জুনাত্মজম্॥
ততো দৌঃশাসনিং কার্ষ্ণির্ব্বিদ্ধা দশভিরাশুগৈঃ।
সংরম্ভাদ্রক্তনয়নো বাক্যমুচ্চৈরথাব্রবীৎ॥
পিতা তবাহবং ত্যক্ত্বা গতঃ কাপুরুষো যথা।
দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে যোদ্ধুং ন ত্বদ্য মোক্ষ্যসে॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতম্।
নারাচং বিসসর্জ্জাদৌ তং দ্রৌণিস্ত্রিভিরাচ্ছিনৎ॥
তস্যার্জ্জুনির্বর্জয়িত্বা শল্যং ত্রিভিরতাড়য়ৎ।
তং শল্যো নবভির্বাণৈর্গার্দ্ধপত্রৈরতাড়য়ৎ॥
হৃদ্যসম্ভ্রান্তবদ্রাজন্ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তস্যার্জ্জুনিশ্চিত্ত্বা হত্বোভৌ পার্ষ্ণিসারথী॥
তং বিব্যাধায়সৈঃ ষড়্‌ভিঃ সোঽপাক্রামৎ রথান্তরম্।
শত্রুঞ্জয়ং চন্দ্রকেতুং মহামেঘং সুবর্চ্চসম্॥
সূর্য্যভাসঞ্চ পঞ্চৈতান্ হত্বা বিব্যাধ সৌবলম্।
তং সৌবলস্ত্রিভির্ব্বিদ্ধা দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ॥
সর্ব্ব এনং প্রমথ্নীমঃ পুরৈকৈকং হিনস্তি নঃ।
বধোপায়ং চিন্তয়তাং বৈ নৃপ দ্রোণকৃপাদিভিঃ॥
অথাব্রবীত্ততো দ্রোণং কর্ণো বৈকর্ত্তনো রণে।
পুরা সর্ব্বান্ প্রমথ্নাতি ব্রূহ্যস্য বধমাশু নঃ॥

ততো দ্রোণো মহেষ্বাসঃ সর্ব্বাংস্তান্ প্রত্যভাষত।
অস্তি চাস্যান্তরং কিঞ্চিৎ কুমারস্যাপি পশ্যত॥
অণ্বপ্যস্যান্তরং হ্যদ্য চরতঃ সর্ব্বতো দিশম্।
শীঘ্রতাং নরসিংহস্য পাণ্ডবেয়স্য পশ্যত॥
ধনুর্ম্মণ্ডলমেবাস্য রথমার্গেষু দৃশ্যতে।
সন্দধানস্য বিশিখান্ শীঘ্রঞ্চৈব বিমুঞ্চতঃ॥
আরুজন্নপি মে প্রাণান্ মোহয়ন্নপি সায়কৈঃ।
প্রহর্ষয়তি মাং ভূয়ঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা॥
অতি মাং নন্দয়ত্যেষ সৌভদ্রো বিচরন্রণে।
অন্তরং যস্য সংরব্ধা ন পশ্যন্তি মহারথাঃ॥
অস্যতো লঘুহস্তস্য দিশঃ সর্ব্বা মহেষুভিঃ।
ন বিশেষং প্রপশ্যামি রণে গাণ্ডীবধন্বনঃ॥
অথ কর্ণঃ পুনর্দ্রোণমাহার্জ্জুনিশরাহতঃ।
স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি পীড্যমানোঽভিমন্যুনা॥
তেজস্বিনঃ কুমারস্য শরাঃ পরমদারুণাঃ।
ক্ষিণ্বন্তি হৃদয়ং মেঽদ্য ঘোরাঃ পাবকতেজসঃ॥
তমাচার্য্যোঽব্রবীৎ কর্ণং শনকৈঃ প্রহসন্নিব।
অভেদ্যমস্য কবচং যুবা চারুপরাক্রমঃ॥
উপদিষ্টা ময়া হ্যস্য পিতুঃ কবচধারণা।
তামেষ নিখিলাং বেত্তি ধ্রুবং পরপুরঞ্জয়ঃ॥
শক্যং তস্য ধনুশ্ছেত্তুং জ্যাঞ্চ বাণৈঃ সমাহিতঃ।
সভীষূংশ্চ হয়াংশ্চৈব তথোভৌ পার্ষ্ণিসারথী॥
এতৎ কুরু মহেষ্বাস রাধেয় যদি শক্যসে।
অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু॥
সধনুষ্কো ন শক্যোঽয়মপি জেতুং সুরাসুরৈঃ।
বিরথং বিধনুষ্কঞ্চ কুরুষ্বৈনং যদীচ্ছসি॥
তদাচার্য্যবচঃ শ্রুত্বা কর্ণো বৈকর্ত্তনস্ত্বরন্।
অস্যতো লঘুহস্তস্য পৃষৎকৈর্দ্ধনুরাচ্ছিনৎ॥
অস্যাশ্বানবধীদ্ভোজো গৌতমঃ পার্ষ্ণিসারথী।
শেষাস্তু ছিন্নধন্বানং শরবর্ষৈরবাকিরন্॥

ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে বিরথং ষণ্মহারথাঃ।
শরবর্ষৈরকরুণা বালমেকমবাকিরন্॥
স ছিন্নধন্বা বিরথঃ স্বং ধর্ম্মমনুপালয়ন্।
খড়্গচর্ম্মধরঃ শ্রীমানুৎপপাত বিহায়সা॥
মার্গৈঃ স কৌশিকাদ্যৈশ্চ লাঘবেন বলেন চ।
আর্জ্জুনির্ব্যচরদ্ব্যোম্নি ভৃশং বৈ পক্ষিরাড়িব॥
ময্যেব নিপতত্যেষ সাসিরিত্যূর্দ্ধদৃষ্টয়ঃ।
বিব্যধুস্তং মহেষ্বাসাঃ সমরে ছিদ্রদর্শিনঃ॥
তস্য দ্রোণোঽচ্ছিনন্মুষ্টৌ খড়্গং মণিময়ৎসরুম্।
ক্ষুরপ্রেণ মহাতেজাস্ত্বরমাণঃ সপত্নজিৎ॥
রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈর্ব্যধমচ্চর্ম্ম চোত্তমম্।
ব্যসিচর্ম্মেষু পূর্ণাঙ্গঃ সোঽন্তরীক্ষাৎ পুনঃ ক্ষিতিম্।
আস্থিতশ্চক্রমুদ্যম্য দ্রোণং ক্রুদ্ধোঽভ্যধাবত॥
সচক্ররেণূজ্জ্বলশোভিতাঙ্গো বভাবতীবোন্নতচক্রপাণিঃ।
রণেঽভিমন্যুঃ ক্ষণমাস রৌদ্রঃ স বাসুদেবানুকৃতিং প্রকুর্ব্বন্॥
স্রুতরুধিরকৃতৈকরাগবক্ত্রো ভ্রুকুটিপুটাকুটিলোঽতিসিংহনাদঃ।
প্রভুরমিতবলো রণেঽভিমন্যুর্নৃপবরমধ্যগতো বিরাজতে স্ম॥

ইতি শ্রীমহাভারতে দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুযুদ্ধে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥

সঞ্জয় উবাচ।

বিষ্ণোঃ স্বসুর্নন্দকরঃ সবিষ্ণ্বায়ুধভূষিতঃ।
ররাজাতিরথঃ সঙ্খ্যে জনার্দ্দন ইবাপরঃ॥
মারুতোদ্ধূতকেশান্তমুদ্যতাসিবরায়ুধম্।
বপুঃ সমীক্ষ্য পৃথ্বীশা দুঃসমীক্ষ্যং সুরৈরপি॥
তচ্চক্রং ভৃশমুদ্বিগ্নাঃ সঞ্চিচ্ছিদুরনেকধা।
মহারথস্ততঃ কার্ষ্ণিঃ সঞ্জগ্রাহ মহাগদাম্॥
বিধনুঃস্যন্দনাসিস্তৈর্বিচক্রশ্চারিভিঃ কৃতঃ।
অভিমন্যুর্ম্মহাবাহুরশ্বত্থামানমাদ্রবৎ॥
স গদামুদ্যতাং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তীমশনীমিব।
অপাক্রমদ্রথোপস্থাদ্বিক্রমাংস্ত্রীন্নরর্ষভঃ॥

তস্যাশ্বান্ গদয়া হত্বা তথোভৌ পার্ষ্ণি সারথী ।
শরাচিতাঙ্গঃ সৌভদ্রঃ শ্বাবিদ্বৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥
ততঃ সুবলদায়াদং কালিকেয়মপোথয়ৎ ।
জঘান চাস্যানুচরান্ গান্ধারান্ সপ্তসপ্ততিম্ ॥
পুনর্ব্রহ্মবশাতীয়ান্ জঘান রথিনো দশ ।
কৈকয়ানাং রথান্ সপ্ত হত্বা চ দশ কুঞ্জরান্ ॥
দৌঃশাসনিরথং সাশ্বং গদয়া সমপোথয়ৎ ।
ততো দৌঃশাসনিঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য মারিষ ॥
অভিদুদ্রাব দুর্দ্ধর্ষস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ।
তাবুদ্যতগদৌ বীরাবন্যোঽন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥
ভ্রাতৃব্যৌ সম্প্রজহ্রাতে পুরেব ত্র্যম্বকান্ধকৌ ।
তাবন্যোঽন্যং গদাগ্রাভ্যামাহত্য পতিতৌ ক্ষিতৌ ॥
ইন্দ্রধ্বজাবিবোৎসৃষ্টৌ রণমধ্যে পরন্তপৌ ।
দৌঃশাসনিরথোত্থায় কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥
উত্তিষ্ঠমানং সৌভদ্রং গদয়া মূর্দ্ধ্ন্যতাড়য়ৎ ।
গদাবেগেন মহতা ব্যায়ামেন চ মোহিতঃ ॥
বিচেতা ন্যপতদ্ভূমৌ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
এবং বিনিহতো রাজন্ একো বহুভিরাহবে ॥
ক্ষোভয়িত্বা চমূং সর্ব্বাং নলিনীমিব কুঞ্জরঃ ।
অশোভত হতো বীরো ব্যাধৈর্ব্বনগজো যথা ॥
তং তথা পতিতং শূরং তাবকাঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
দাবং দগ্ধ্বা যথা শান্তং পাবকং শিশিরাত্যয়ে ॥
বিমৃদ্য তরুশৃঙ্গাণি সন্নিবৃত্তমিবানিলম্ ।
অস্তং গতমিবাদিত্যং তপ্ত্বা ভারতবাহিনীম্ ॥
উপপ্লুতং যথা সোমং সংশুষ্কমিব সাগরম্ ।
পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবৃতাক্ষিকম্ ॥
তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্তে মহারথাঃ ।
মুদা পরময়া যুক্তাশ্চুক্রুশুঃ সিংহবন্মুহুঃ ॥
আসীৎ পরমকো হর্ষস্তাবকানাং বিশাম্পতে ।
ইতরেষাস্তু বীরাণাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥

অন্তরীক্ষে চ ভূতানি প্রাক্রোশন্ত বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা নিপতিতং শূরং চ্যুতং চন্দ্রমিবাম্বরাৎ॥
দ্রোণকর্ণমুখৈঃ ষড়্ভির্ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্ম্মহারথৈঃ।
একোঽয়ং নিহতঃ শেতে নৈষ ধর্ম্মো মতো হি নঃ॥
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে বহ্বশোভত মেদিনী।
দ্যৌর্যথা পূর্ণচন্দ্রেণ নক্ষত্রগণমালিনী॥
রুক্মপুঙ্খৈশ্চ সঙ্কীর্ণা রুধিরৌঘৈশ্চ সংপ্লুতা।
উত্তমাঙ্গৈশ্চ বীরাণাং ভ্রাজমানৈঃ সকুণ্ডলৈঃ॥
বিচিত্রৈশ্চ মহোষ্ণীষৈঃ পতাকাভিশ্চ সংবৃতা।
চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ প্রবিদ্ধৈশ্চোত্তমায়ুধৈঃ॥
রথাশ্বনরনাগানামলঙ্কারৈশ্চ সুপ্রভৈঃ।
খড়্গৈশ্চ নিশিতৈঃ পীতৈর্নির্ম্মুক্তভুজগৈরিব॥
চাপৈশ্চ বিশিখৈশ্ছিন্নৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসকম্পনৈঃ।
বিবিধৈশ্চায়ুধৈশ্চান্যৈঃ সংবৃতা ভূবশোভত॥
বাজিভিশ্চাপি নির্জীবৈঃ শ্বসদ্ভিঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
সারোহৈর্ব্বিষমা ভূমিঃ সৌভদ্রেণ নিপাতিতৈঃ॥
সাঙ্কুশৈঃ সমহামাত্রৈঃ সুচর্ম্মায়ুধকেতুভিঃ।
পর্ব্বতৈরিব বিধ্বস্তৈর্ব্বিশিখোন্মথিতৈর্গজৈঃ॥
পৃথিব্যামনুকীর্ণৈশ্চ সাশ্বসারথিযোধিভিঃ।
হ্রদৈরিব প্রক্ষুভিতৈর্হতনাগৈরথোত্তমৈঃ॥
পদাতিসঙ্ঘৈশ্চ হতৈর্বিবিধায়ুধভূষণৈঃ।
ভীরূণাং ত্রাসজননী ঘোররূপাঽভবন্মহী॥
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
তাবকানাং পরা প্রীতিঃ পাণ্ডূনাঞ্চাভবদ্ব্যথা॥
অভিমন্যৌ হতে রাজন্ শিশুকেঽপ্রাপ্তযৌবনে।
সম্প্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্ব্বা ধর্ম্মরাজস্য পশ্যতঃ॥
দীর্য্যমাণং বলং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রে বিনিপাতিতে।
অজাতশত্রুস্তান্ বীরানিদং বচনমব্রবীৎ॥
স্বর্গমেষ গতঃ শূরো যো হতো ন পরাঙ্মুখঃ।
সংস্তম্ভয়ত মা ভৈষ্ট বিজেষ্যামো বয়ং রিপূন॥

ইত্যেবং স মহাতেজা দুঃখিতেভ্যো মহাদ্যুতিঃ।
ধর্ম্মরাজো যুধাং শ্রেষ্ঠো ব্রুবন্ দুঃখমপানুদৎ॥
যুদ্ধে হ্যাশীবিষাকারান্ রাজপুত্রান্ রণে রিপূন্।
পূর্ব্বং নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদার্জ্জুনিরন্বয়াৎ॥
হত্বা দশসহস্রাণি কৌশল্যঞ্চ মহারথম্।
কৃষ্ণার্জ্জুনসমঃ কার্ষ্ণিঃ শক্রসদ্মগতো ধ্রুবম্॥
রথাশ্বনরমাতঙ্গান্ বিনিহত্য সহস্রশঃ।
অবিতৃপ্তঃ সসংগ্রামাদশোচ্যঃ পুণ্যকর্ম্মকৃৎ।
গতঃ পুণ্যকৃতাল্লোকান্ ভাস্বরান্ পুণ্যনির্জ্জিতান্॥

ইতি শ্রীমহাভারতে দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুবধে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

বীরবর দ্রোণাচার্য্য বিনষ্ট হইলে, কৌরবগণ নিতান্ত মনঃ-ক্ষুণ্ণ হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৈন্যগণকে পুনরায় উত্তেজিত করিলেন এবং নবীভূত উৎসাহ সহকারে রণ-রঙ্গে প্রমত্ত হইলেন। সঞ্জয়ের মুখে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং বার বার আপনাকে ও ক্রুরকর্ম্মা শকুনিকে এই সকল অশুভের মূলীভূত জ্ঞান করিয়া ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কর্ণ ব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেনের সহিত অশ্বত্থামার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়েই উভয়ের অঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে আচার্য্য-পুত্রের সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া অশ্বত্থামাকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণপুত্র, নিরুপায় হইয়া, অজেয় ধনঞ্জয়ের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হতাহত হয়, হস্তী, ও যোদ্ধৃবর্গের রুধিরাক্ত কলেবরে আকীর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেই শোচনীয় দশা সন্দর্শনে, অহঙ্কারে প্রমত্ত দুর্য্যোধন-কেই এই নিদারুণ অশুভের নিদান স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অতুলনীয় ভুজবলশালী অর্জ্জুনের পরাক্রমে এই তুমুলকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে থাকিলেন। অন্যদিকে মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ; ভীত ও বিকলিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়ে, অর্জ্জুনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় ক্রূরকর্ম্মা কৃতধর্ম্মা, ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডীকে আক্রমণ করিয়া, পরাজিত করিলেন। যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ; দুর্য্যোধন রথহীন ও নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, অনন্যকর্ম্ম হইয়া কুরুরাজের সহায়তা করিতে আসিলেন। সেইস্থলে কুরুপাণ্ডবগণের অসাধারণ সংগ্রাম হইতে থাকিল। ক্রোধান্ধ অর্জ্জুন কৃতান্তের ন্যায় শত্রু-সংহার করিতে লাগিলেন।

পরদিন অর্জ্জুনকে সংহার করিবার বাসনায় মহাবীর কর্ণ সজ্জিত হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠ মাদ্রীরাজ শল্য, কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য বীরগণ

স্ব স্ব রথারোহণ পূর্ব্বক কর্ণের সাহায্যার্থ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপ আয়োজন সম্পন্ন হইয়া কর্ণ ব্যক্ত করিলেন, তিনি সেইদিন নিশ্চয়ই সমস্ত পাণ্ডবকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন। সূতপুত্রের অহঙ্কৃত ব্যবহার সন্দর্শনে ধীরবুদ্ধি মদ্ররাজ শল্য নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ তিরস্কার বাক্যে ব্যথিত করিলেন। কর্ণও প্রত্যুত্তর স্বরূপে শল্যকে নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন। উভয়েব বাক্‌যুদ্ধ নিতান্ত অমঙ্গল জনক হইতেছে দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন মধ্যস্থ হইলেন এবং বিনীত ব্যবহারে উভয়ের ক্রোধ-শান্তি করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশ ক্রমে, অর্জ্জুন কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ, পাণ্ডবপক্ষীয় অগণিত সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষীয় বীরবৃন্দ অসংখ্য শরজালে কর্ণকে নিপীড়িত করিতে থাকিলেন। তখন কর্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্র-মণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বীবগণ চতুর্দ্দিক হইতে কর্ণকে অস্ত্রাঘাত কবিতে লাগিলেন ; ক্রুদ্ধ কর্ণ যুধিষ্ঠিরের রথ চূর্ণ করিয়া দিলেন। আহত যুধিষ্ঠির প্রস্থানোদ্যত হইলে, কর্ণ সমীপস্থ হইয়া, তাঁহার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিলেন এবং বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলেন। যুধি-ষ্ঠিব সমর-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে, কৌরব পক্ষে মহোল্লাস-ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

অহঙ্কৃত কর্ণ সারথি শল্যকে ভীমসেনের উদ্দেশে রথ চালিত করিতে আদেশ কবিলেন। তাঁহাবা গমন কবিবাব পূর্ব্বেই বৃকোদব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বারংবার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে কর্ণকে বিমোহিত করিলেন। মদ্রবাজ শল্য, কর্ণের এই দুরবস্থা দর্শনে, তাঁহাকে সমরক্ষেত্র হইতে স্থানান্তবিত কবিলেন। তখন ভীমসেন মহাপরাক্রম সহকারে অগণিত শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া কর্ণ পুনরায় ভীমের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় বীরের পুনরায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবপক্ষীয় যাবতীয় বীর ভীমকে আক্রমণ করিল। বীরোত্তম ধনঞ্জয় তখন স্থানান্তরে শত্রু-সংহার-কার্য্যে বিনিযুক্ত ছিলেন। উভয় পক্ষীয় বিপুলসৈন্য বিনষ্ট হইলে, কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে দ্রোণাত্মজ অশ্বথামাও আসিয়া দ্রুপদাত্মজকে আক্রমণ কবিলেন। পিতৃহন্তা দ্রুপদনন্দনকে বিজিত করিবার অভিপ্রায়ে অশ্বত্থামা বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু, রথ, অশ্ব, সারথি সকলই নষ্ট হইল এবং

তাঁহার কলেবর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল। তখন বীরবর অর্জ্জুন উপস্থি হইয়া অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণনন্দনকে নিপীড়িত করি অর্জ্জুন, পুনরায় সংসপ্তকগণকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন।

ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে, দুর্য্যোধন সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, শত্রুগণের দুরভিসন্ধি অনুভব করিয়া, ধর্ম্মনন্দনের রক্ষা কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এদিকে দ্রোণ-নন্দন, অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। ধনঞ্জয় অশ্বত্থামাকে আহত করিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন। অর্জ্জুনের প্রচণ্ড আঘাতে কৌরব-সৈন্য পলায়ন-পরায়ণ হইল। সূতপুত্র কর্ণ এইরূপ বিপদ দর্শনে তথায় আগমন করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন, শরাঘাত প্রপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া, সেইদিকে ধাবিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ধর্ম্মনন্দন ধনঞ্জয়ের বাহুবলের বিবিধ নিন্দাবাদ করিয়া, তাঁহাকে কর্ণ-বধার্থ সমুত্তেজিত করিলেন। বীরবর অর্জ্জুন সেই দিনই কর্ণবধ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে বাসুদেব-চালিত রথারূঢ় অর্জ্জুন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিয়া কর্ণের অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। সমরক্ষেত্রে ভীমসেন অক্লান্ত বিক্রমে অরাতি-নিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে বীরপুঙ্গব কর্ণ অমিত-পরাক্রমে শত্রু-বল-ক্ষয় করিতেছিলেন। ক্রমশঃ অর্জ্জুনের রথ তাঁহার সম্মুখাগত হইল; অর্জ্জুন সাক্ষাৎ যমের ন্যায় সংহার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়া কৌরবগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল। অর্জ্জুনকে নিরস্ত করা আবশ্যক বিবেচনায় কর্ণ তদভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন।

এদিকে ভীমসেন, দুঃশাসনকে বধ করিয়া স্বকীয় পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক, তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়া ঈষদুষ্ণ রুধির পান করিলেন। তাঁহার এই উৎকট কার্য্য দর্শনে শত্রুগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন তিনি বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞার একাংশ সম্পন্ন হইল, এক্ষণে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার অপরাংশ অবশ্যই সম্পাদিত করিব। কর্ণ ও ধনঞ্জয় ঘোরযুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অশ্বত্থামা, অর্জ্জুনের সংহার-মূর্ত্তি ও অরাতি-নিপাত ব্যাপার সন্দর্শনে ভীতভাবে দুর্য্যোধনকে পাণ্ডব-

গণের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তখনও সেই হিতকর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না।

কর্ণ অর্জ্জুন উভয়েই পরস্পরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত কলেবর হইয়া উঠিলেন। উভয়েই উভয়কে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে সুনির্ব্বাচিত শায়কসমূহ প্রক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন। অবশেষে পার্থপ্রযুক্ত এক অস্ত্র কর্ণের শিরশ্ছেদন করিল। অমিততেজা কর্ণের পতনজনিত শোক বিজ্ঞাপক হাহাকার ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকিল। বাসুদেব ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের সমীপাগত হইয়া এই শুভসংবাদ নিবেদন করিলেন। প্রধান শত্রুর নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে যুধিষ্ঠির পরমানন্দ লাভ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই সকল সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইলেন এবং গান্ধারী শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলেন।

সঞ্জয় উবাচ।

তত্রাকরোৎ দুষ্করং রাজপুত্রো দুঃশাসনস্তুমুলং যুধ্যমানঃ।
চিচ্ছেদ ভীমস্য ধনুঃ শরেণ ষড়্ভিঃ শরৈঃ সারথিমপ্যবিধ্যৎ॥
স তৎ কৃত্বা রাজপুত্রস্তরস্বী বিব্যাধ ভীমং নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
ততোঽভিনদ্বহুভিঃ ক্ষিপ্রমেব বরেষুভির্ভীমসেনং মহাত্মা॥
ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনস্তরস্বী শক্তিঞ্চোগ্রাং প্রাহিণোত্তে সুতায়।
তামাপতন্তীং সহসাতিঘোরাং দৃষ্ট্বা সুতস্তে জ্বলিতামিবোল্কাম্।
আকর্ণপূর্ণৈরিষুভির্মহাত্মা চিচ্ছেদ পুত্রো দশভিঃ পৃষৎকৈঃ॥
দৃষ্ট্বা তু তৎ কর্ম্ম কৃতং সুদুষ্করং প্রাপূজয়ন্ সর্ব্বযোধাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
অথাশু ভীমঞ্চ শরেণ ভূয়ো গাঢ়ং স বিব্যাধ সুতস্ত্বদীয়ঃ॥
চুক্রোধ ভীমঃ পুনরাশু তস্মৈ ভৃশং প্রজজ্বাল রুষাঽভিবীক্ষ্য।
বিদ্ধোঽস্মি বীরাশু ভৃশং ত্বয়াদ্য সহস্ব ভূয়োঽপি গদাপ্রহারম্॥
উক্ত্বৈবমুচ্চৈঃ কুপিতোঽথ ভীমো জগ্রাহ তাং ভীমগদাং বধায়।
উবাচ চাদ্যাহমহং দুরাত্মন্ পাস্যামি তে শোণিতমাজিমধ্যে॥
অথৈবমুক্তস্তনয়স্তবোগ্রাং শক্তিং বেগাৎ প্রাহিণোন্মৃত্যুরূপাম্।
আবিধ্য ভীমোঽপি গদাং সুঘোরাং বিচিক্ষিপে রোষপরীতমূর্ত্তিঃ॥
সা তস্য শক্তিং সহসা বিরুজ্য পুত্রং তবাজৌ তাড়য়ামাস মূর্দ্ধ্নি।
স বিস্ফুরন্নাগ ইব প্রভিন্নো গদামস্মৈ তুমুলে প্রাহিণোদ্বৈ॥
তয়াহরদ্দশধন্বন্তরাণি দুঃশাসনং ভীমসেনঃ প্রসহ্য।
তয়া হতঃ পতিতো বেপমানো দুঃশাসনো গদয়া বেগবত্যা॥
হয়াঃ সমগ্রা নিহতা নরেন্দ্র চূর্ণীকৃতশ্চাস্য রথঃ পতন্ত্যা।
বিধ্বস্তবর্ম্মাভরণাম্বরস্রক্ বিচেষ্টমানো ভৃশবেদনাতুরঃ॥
দুঃশাসনং পাণ্ডবাঃ প্রেক্ষ্য সর্ব্বে হৃষ্টাঃ পাঞ্চালাঃ সিংহনাদানমুঞ্চন্।
তং পাতয়িত্বাঽথ বৃকোদরোঽথ জগর্জ্জ হর্ষেণ বিনাদয়ন্ দিশম্।
নাদেন তেনাখিলপার্শ্ববর্ত্তিনো মূর্চ্ছাকুলাঃ পতিতাশ্চাজমীঢ়॥
ভীমোঽপি বেগাদবতীর্য্য যানাদ্দুঃশাসনং বেগবানভ্যধাবৎ।

তস্মিন্ ঘোরে তুমুলে বর্ত্তমানে প্রধানভূয়িষ্ঠতরৈঃ সমন্তাৎ।
দুঃশাসনং তত্র সমীক্ষ্য রাজন্ ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্ম্মা॥
স্মৃত্বাঽথ কেশগ্রহণঞ্চ দেব্যা বস্ত্রাপহারঞ্চ রজস্বলায়াঃ।
অনাগসো ভর্ত্তৃপরাঙ্মুখায়া দুঃখানি দত্তান্যপি বিপ্রচিন্ত্য॥
জজ্বাল ক্রোধাদথ ভীমসেন আজ্যপ্রসিক্তো হি যথা হুতাশঃ।
তত্রাহ কর্ণঞ্চ সুযোধনঞ্চ কৃপং দ্রৌণিং কৃতবর্ম্মাণমেব॥
নিহন্মি দুঃশাসনমদ্য পাপং সংরক্ষতামদ্য সমস্তযোধাঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা সহসাঽভ্যধাবন্নিহন্তুকামোঽতিবলস্তরস্বী॥
তথা তু বিক্রম্য রণে বৃকোদরো মহাগজং কেশরী যদ্বদেব।
নিগৃহ্য দুঃশাসনমেকবীরঃ সুযোধনস্যাধিরথেঃ সমক্ষম্॥
রথাদবপ্লুত্য গতঃ স ভূমৌ যত্নেন তস্মিন্ প্রণিধায় চক্ষুঃ।
অসিং সমুদ্যম্য শিতং সুধারং কণ্ঠে পদাক্রম্য চ বেপমানম্॥
উৎকৃত্য বক্ষঃ পতিতস্য ভূমাবথাপিবচ্ছোণিতমস্য কোষ্ণম্।
ততো নিপাত্যাস্য শিরোঽপকৃত্য তেনাসিনা তব পুত্রস্য রাজন্॥
সত্যাং চিকীর্ষুর্ম্মতিমান্ প্রতিজ্ঞাং ভীমোঽপিবচ্ছোণিতমস্য কোষ্ণম্।
আস্বাদ্য চাস্বাদ্য চ বীক্ষমাণঃ ক্রুদ্ধো হি চৈনং নিজগাদ বাক্যম্॥
স্তন্যস্য মাতুর্ম্মধুসর্পিষোর্ব্বা মাধ্বীকপানস্য চ সংকৃতস্য।
দিব্যস্য বা তোয়রসস্য পানাৎ পয়োদধিভ্যাং মথিতাচ্চ মুখ্যাৎ॥
অন্যানি পানানি চ যানি লোকে সুধামৃতস্বাদুরসানি তেভ্যঃ।
সর্ব্বেভ্য এবাভ্যধিকো রসোঽয়ং মমাদ্য চাস্যাহিতলোহিতস্য॥
অথাহ ভীমঃ পুনরুগ্রকর্ম্মা দুঃশাসনং ক্রোধপরীতচেতাঃ।
গতাসুমালোক্য বিহস্য সুস্বরং কিংবা কুর্য্যাং মৃত্যুনা রক্ষিতোঽসি॥
এবং ব্রুবাণং পুনরাদ্রবন্তমাস্বাদ্যমানং তমতিপ্রহৃষ্টম্।
যে ভীমসেনং দদৃশুস্তদানীং ভয়েন তেঽপি ব্যথিতা নিপেতুঃ॥
যে চাপি নাসন্ ব্যথিতা মনুষ্যাস্তেষাং করেভ্যঃ পতিতং হি শস্ত্রম্।
ভয়াচ্চ সঙ্কুক্রুশুরস্বরৈস্তে নিমীলিতাক্ষা দদৃশুঃ সমন্ততঃ॥
যে তত্র ভীমং দদৃশুঃ সমন্তাদ্দৌঃশাসনিং তদ্রুধিরং পিবন্তম্।
সর্ব্বেঽপলায়ন্ত ভয়াভিপন্না ন বৈ মনুষ্যোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ॥
তস্মিন্ কৃতে ভীমসেনেন রূপে দৃষ্ট্বা জনাঃ শোণিতপীয়মানম্।
সম্প্রাদ্রবংশ্চিত্রসেনেন সার্দ্ধং ভীমং রক্ষোভাষমাণা ভয়ার্ত্তাঃ॥

যুধামন্যুঃ প্রদ্রুতং চিত্রসেনং সহানীকস্তভ্যায়াদ্রাজপুত্রঃ।
বিব্যাধ চৈনং নিশিতৈঃ পৃষৎকৈর্ব্যপেতভীঃ সপ্তভিরাশুমুক্তৈঃ।
সংক্রান্তভোগ ইব লেলিহানো মহোরগঃ ক্রোধবিষং সিসৃক্ষুঃ।
নিবৃত্য পাঞ্চালজমভ্যবিধ্যত্রিভিঃ শরৈঃ সারথিমস্য ষড়্ভিঃ॥
ততঃ সুপুঙ্খেন সুযন্ত্রিতেন সুসংশিতাগ্রেণ শরেণ শূরঃ।
আকর্ণমুক্তেন সমাহিতেন যুধামন্যুস্তস্য শিরো জহার॥
তস্মিন্ হতে ভ্রাতরিচিত্রসেনে ক্রুদ্ধঃ কর্ণঃ পৌরুষং দর্শয়ানঃ।
প্রাদ্রাবযৎ পাণ্ডবানামনীকং প্রত্যুদ্যাতো নকুলেনামিতৌজাঃ॥
ভীমোহপি হত্বা তত্রৈব দুঃশাসনমমর্ষণম্।
পূরয়িত্বাঽঞ্জলিং ভূয়ো রুধিরস্যোগ্রনিস্বনঃ॥
শৃণ্বতাং লোকবীরাণামিদং বচনমব্রবীৎ।
এষ তে রুধিরং কণ্ঠাৎ পিবামি পুরুষাধম॥
ব্রূহীদানীন্তু সংহৃষ্টঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
যে তদাঽস্মান্ প্রনৃত্যন্তি পুনর্গৌরিতি গৌরিতি॥
তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
প্রমাণকোট্যাং শয়নং কালকূটস্য ভোজনম্॥
দংশনঞ্চাহিভিঃ কৃষ্ণৈর্দাহঞ্চ জতুবেশ্মনি।
দ্যূতেন রাজ্যহরণমরণ্যে বসতিশ্চ সা॥
দ্রৌপদ্যাঃ কেশপক্ষস্য গ্রহণঞ্চ সুদারুণম্।
ইষবস্ত্রাণি চ সংগ্রামেষ্বসুখানি চ বেশ্মনি॥
বিরাটভবনে যশ্চ ক্লেশোঽস্মাকং পৃথগ্বিধঃ।
শকুনের্ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য রাধেয়স্য চ মন্ত্রিতে॥
অনুভূতানি চ দুঃখানি তেষাং হেতুস্ত্বমেব হি।
দুঃখান্যেতানি জানীমো ন সুখানি কদাচন॥
ধৃতরাষ্ট্রস্য দৌরাত্ম্যাৎ সপুত্রস্য সদা বয়ম্।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রাজন্ জয়ং প্রাপ্য বৃকোদরঃ।
পুনরাহ মহারাজ স্ময়ংস্তৌ কেশবার্জ্জুনৌ॥
অসৃগ্দিগ্ধো বিস্রবল্লোহিতাস্যঃ ক্রুদ্ধোঽত্যর্থং ভীমসেনস্তরস্বী।
দুঃশাসনে যদ্রণং সংশ্রুতং মে তদ্বৈ সত্যং কৃতমদ্যেহ বীরৌ॥
[illegible] বিশসা॥

শিরো মৃদিত্বা চ পদা দুরাত্মনঃ শান্তিং লপ্স্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্ ॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং প্রহৃষ্টো ননাদ চোচ্চৈঃ রুধিরার্দ্রগাত্রঃ ।
ননর্দ্দ চৈবাতিবলো মহাত্মা বৃত্রং নিহত্যেব সহস্রনেত্রঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে কর্ণপর্ব্বণি দুঃশাসনবধে ত্র্যশীতোঽধ্যায়ঃ ।

কর্ণ-নিধন-জনিত শোক-সন্তপ্ত কৌরবগণ তখনও পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া কুলক্ষয়ের প্রতিবিধান করিলেন না। তাঁহারা মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণও অমিত পরাক্রমে সমরসাগরে ভাসমান রহিলেন। ভীমসেন, অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি প্রবল বলে, শল্যরাজ প্রতিষ্ঠিত ব্যূহ আক্রমণ করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, কৌরব সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল। ভীমসেন, সহদেব, নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শল্যের দেহ বাণাকীর্ণ করিয়া ফেলিল। শকুনি, অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। শল্যের সারথি নিহত হইল; তখন তিনি গদাহস্তে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। গদাঘাতে উভয়েই ব্যথিত হইতে থাকিলেন। কৃপাচার্য্য শল্যকে স্বকীয় রথে স্থাপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শল্যের শরাঘাতে ধর্ম্মনন্দন মর্ম্মাহত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভীম, নকুল সহদেব ও সাত্যকি শল্যকে আক্রমণ করিলেন; বীরবর শল্য সকলের আঘাত উপেক্ষা করিয়া পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিতে থাকিলেন। এদিকে অশ্বত্থামা বীরবর অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলে, সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। এদিকে শল্য যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া সাত্যকি, তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ধর্ম্মনন্দনের আঘাতে শল্যের সারথি, অশ্ব ও কার্ম্মুক নষ্ট হইল। তিনি পুনরায় সুসজ্জিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে আক্রমণ করিলেন ও তাঁহার বক্ষে প্রচণ্ডাঘাত করিলেন। ভীমের আঘাতে পুনরায় শল্য অশ্ব, সারথি ও বর্ম্ম বিহীন হইলে, যুধিষ্ঠিরের শক্ত্যস্ত্র মদ্ররাজের মর্ম্মভেদ করিয়া ফেলিল। তিনি বিগত-চেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুজ বৈরনির্য্যাতন অভিলাষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনিও অচিরকাল মধ্যে মস্তক বিহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন কৌরবগণ

অনুচরগণ শল্য-হন্তা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিল। পঞ্চ পাণ্ডব, তাঁহাদিগের পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রবলবেগে তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন। মদ্রকগণ সকলেই বিনষ্ট হইল এবং কৌরবগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

অনন্তর ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব প্রকাণ্ড করী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডবগণ সেই মহাযোদ্ধার পরাক্রমে অবসন্নপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই গন্ধরাজকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভীমসেন, সাত্যকি ও শিখণ্ডী তাঁহার সাহার্য্যার্থ উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রচণ্ড গদাঘাতে হস্তী নিহত এবং সাত্যকীর ভল্লাস্ত্রে শাল্ব বিগতজীব হইলেন। ক্রমেই দুর্য্যোধনের বলক্ষয় হইতে লাগিল; তিনি একাকী প্রবলপরাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা, শকুনি নন্দন উলুক, স্বয়ং শকুনি এবং কৃপাচার্য্য পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। কৌরবগণ জীবিতাশা বিসর্জ্জন দিয়া নিদারুণ যুদ্ধে উন্মত্ত হইলেন। কৌরব-পক্ষীয় সৈন্য-সংখ্যা তখন নিতান্ত হীন হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধে পশ্চাৎ পদ হইলেন না। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন ও দুর্দ্ধর্ষ ব্যতীত আর সকলেই সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সহদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শকুনি প্রাসাঘাতে তাঁহাকে বিগত-চেতন করিলেন। সহদেব, সংজ্ঞালাভ করিয়া শকুনিপুত্র উলুককে বিনাশ করিলেন। তখন পুত্র শোকাতুর শকুনি প্রবলবেগে সহদেবকে আক্রমণ করিলেন। মাদ্রীতনয়ের বিচিত্র সমর-নৈপুণ্য সন্দর্শনে ভীত হইয়া কৌরব-গণ পলায়ন করিতে থাকিলেন। মহাবীর সহদেব, অনুসরণ করিতে করিতে সুবল-নন্দন শকুনিকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন এবং অচিরে তাঁহার মস্তক ছেদ করিলেন। শকুনি নিহত হইলে, তাঁহার অনুচরগণ প্রবলবেগে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন।

এইরূপে কৌরবপক্ষীয় প্রায় সমুদয় সৈন্যই বিনষ্ট হইল। পাণ্ডবপক্ষে তখনও দুই সহস্র রথ, সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব এবং দশ সহস্র পদাতিক অবশিষ্ট ছিল। তখন দুর্য্যোধন, আপনাকে নিতান্ত সহায়শূন্য দেখিয়া, একাকী [illegible]

এবং বিদুরের ভবিষ্যৎবাণী ও সদুপদেশ সমস্ত স্মরণ করিয়া বিজাতীয় অনুতাপ প্রভাবে দগ্ধীভূত হইতে থাকিলেন। দুর্য্যোধন, অশ্বথামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য ভিন্ন আর কেহই কৌরব পক্ষে জীবিত রহিলেন না। রাজা দুর্য্যোধন সহায়শূন্য, পরাজিত ও মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অষ্টাদশ দিনে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান হইল।

হস্তিনাপুরে এই সকল সংবাদ উপস্থিত হইল, চারিদিকে হাহাকার রব উঠিল। কৌরব পক্ষীয় কৃপাচার্য্য, অশ্বথামা ও কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে হ্রদ সমীপে আগমন করিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ তথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। তাহারা বীরত্রয়ের সহিত কুরুরাজের কথোপকথন শ্রবণ করিল এবং পুরস্কার লোভে পাণ্ডবগণের নিকট দুর্য্যোধনের গুপ্ত নিবাসের সংবাদ গোচর করিল। পাণ্ডবগণ দ্বৈপায়ন হ্রদে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে নানাপ্রকার ধিক্কার প্রদান করিয়া যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে আত্মীয়নাশজনিত মনস্তাপ হেতু দুর্য্যোধন বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন বলিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার এই কৃত্রিম কাতরতায় নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন। অবশেষে দুর্য্যোধন একাকী ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবেন স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর কুরুরাজ সিংহনাদ সহকারে ভীমসেনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। উভয়েই বিচিত্র কৌশল সহকারে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন এবং উভয়েই উভয়ের গদাঘাতে হতচেতন হইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের যুদ্ধ-নৈপুণ্যে ভীমসেন নির্জ্জিতপ্রায় হইতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "দুর্য্যোধনের উরুপ্রদেশে গদাঘাত না করিলে, ভীমসেন কখনই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।" অর্জ্জুন স্বকীয় উরুদেশে করাঘাত করিয়া যুদ্ধ-সঙ্কেত ব্যক্ত করিলেন। তদনুসারে কৌশলক্রমে বৃকোদর কুরুরাজের উরুদেশে প্রচণ্ড গদাঘাত করিলেন এবং রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নজানু হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যে সকল মর্ম্মবেদনা উপভোগ করিয়াছিলেন, ভীমসেন তৎসমস্তের উল্লেখ করিয়া অন্তর্জ্জ্বালা নিবারণ করিতে থাকিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে তিরস্কার করিয়া এই অসাধু ব্যবহার হইতে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া সময়োচিত বাক্যে

তাঁহাকে শান্ত করিলেন। মৃতকল্প দুর্য্যোধন, শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের অসদাচরণ সমস্ত উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার এই পরিণামই সুসঙ্গত হইয়াছে।

এইরূপে দুর্য্যোধনকে নিপতিত করিয়া পাণ্ডবগণ শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পুত্র শোকাতুরা গান্ধারীর শোকাপনোদ-নার্থ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ ক্রমে, গান্ধারীর নিকট আসিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন এবং পাণ্ডবগণের নির্দ্দোষিতার সমর্থন করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া হ্রদ সমীপে নিপতিত রহিলেন, এবং আপনার পূর্ব্বাবস্থার আলোচনা করিয়া হৃদয়ভেদী পরিতাপ করিতে লাগি-লেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই বিপদবার্ত্তা শ্রবণে দুর্য্যোধনের সমীপাগত হইলেন এবং দ্রোণনন্দন বিবিধ বিধানে শোক প্রকাশ করিতে থাকিলেন। সেই অবস্থায় রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া রক্তারক্ত কলেবরে সেই স্থানে নিপতিত রহিলেন।

সঞ্জয় উবাচ।

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদ্গতম্।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং সিংহেন বিনিপাতিতম্।
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ সর্ব্বে তে চাপি সোমকাঃ॥
ততো দুর্য্যোধনং হত্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
পতিতং কৌরবেন্দ্রং তমুপাগম্যেদমব্রবীৎ॥
গৌর্গৌরিতি পুরা মন্দ দ্রৌপদীমেকবাসসম্।
যৎ সভায়াং হসন্নস্মাংস্তদা বদসি দুর্ম্মতে॥
তস্যাবহাসস্য ফলমদ্য ত্বং সমবাপ্নুহি।
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ।
শিরশ্চ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়ৎ॥
তত্রৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দ্দনঃ।
পুনরেবাব্রবীদ্বাক্যং যত্তচ্ছৃণু নরাধিপ॥
যোঽস্মান্ পুরা প্রনৃত্যন্তি মূঢ়া গৌরিতি গৌরিতি।
তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি॥
নাস্মাকং নিকৃতির্ব্বহ্নির্নাক্ষদ্যূতং ন বঞ্চনা॥
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য প্রবাধামো বয়ং রিপূন্॥
সোঽবাপ্য বৈরস্য পরস্য পারং বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্য।
যুধিষ্ঠিরং কেশবসৃঞ্জয়াংশ্চ ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতৌ চ॥
রজস্বলাং দ্রৌপদীমানয়ন্ যে যে চাপ্যকুর্ব্বন্ত সদস্যবস্ত্রাম্।
তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রান্রণে হতাংস্তপসা যাজ্ঞসেন্যাঃ॥
যে নঃ পুরা ষণ্ডতিলানবোচন্ ক্রূরা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ।
তে নো হতাঃ সগণাঃ সানুবন্ধাঃ কামং স্বর্গং নরকং বা পতামঃ॥
পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতস্য ভূমৌ স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্য।
বামেন পাদেন শিরঃ প্রমৃদ্য দুর্য্যোধনং নৈকৃতিকং ন্যবোচৎ॥

হৃষ্টেন রাজন্ কুরুসত্তমস্য ক্ষুদ্রাত্মনা ভীমসেনেন পাদম্।
দৃষ্ট্বা কৃতং মূর্দ্ধনি নাভ্যনন্দন্ ধর্ম্মাত্মানঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ॥
তব পুত্রং তথা হত্বা কথমানং বৃকোদরম্।
নৃত্যমানঞ্চ বহুশো ধর্ম্মরাজোঽব্রবীদিদম্॥
গতোঽসি বৈরস্যানৃণ্যং প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
শুভেনৈবাশুভেনাথ কর্ম্মণা বিরমাধুনা॥
মা শিরোঽস্য পদা মর্দ্দীর্মা ধর্ম্মস্তেঽতিগো ভবেৎ।
রাজা জ্ঞাতির্হতশ্চায়ং নৈতন্ন্যায্যং তবানঘ॥
একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ॥
হতবন্ধুর্হতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মৃধে।
সর্ব্বকারেণ শোচ্যোঽয়ং নাবহাস্যোঽয়মীশ্বরঃ॥
বিধ্বস্তোঽয়ং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ।
উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতন্ন্যায্যং কৃতং ত্বয়া॥
ধার্ম্মিকো ভীমসেনোঽসাবিত্যাহুস্ত্বাং পুরা জনাঃ।
স কস্মাদ্ভীমসেন ত্বং রাজানমধিতিষ্ঠসি॥
ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনস্তু সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
উপসৃত্যাব্রবীদ্দীনো দুর্য্যোধনমরিন্দমম॥
তাত মন্যুর্ন তে কার্য্যো নাত্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা।
নূনং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সুঘোরমনুভূয়তে॥
ধাত্রোপদিষ্টং বিষমং নূনং ফলমসংস্কৃতম্।
যদ্বয়ং ত্বাং জিঘাংসামস্ত্বঞ্চাস্মান্ কুরুসত্তম॥
আত্মনো হ্যপরাধেন মহদ্ব্যসনমীদৃশম্।
প্রাপ্তবানসি যল্লোভান্মদাদ্বাল্যাচ্চ ভারত॥
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথ পিতৄংস্তথা।
পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা চান্যাংস্ততোঽসি নিধনঙ্গতঃ॥
তবাপরাধাদস্মাভির্ভ্রাতরস্তে মহারথাঃ।
নিহতা জ্ঞাতয়শ্চান্যে দিষ্টং মন্যে দুরত্যয়ম্॥
নাত্মানুশোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবানঘ।
বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু কৌরব॥

কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামস্তৈর্হীনা বন্ধুভিঃ প্রিয়ৈঃ।
ভ্রাতৃণাঞ্চৈব পুত্ত্রাণাং নপ্তৄণাং শোকবিহ্বলাঃ।
কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধূঃ শোকপরিপ্লুতাঃ।
ত্বমেকঃ প্রস্থিতো রাজন্ স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ॥
বয়ং নারকিসংজ্ঞা বৈ দুঃখং ভোক্ষ্যাম দারুণম্।
স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ॥
গর্হয়িষ্যন্তি নো নূনং বিধবাঃ শোককর্ষিতাঃ।
এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্ত্তো নিশশ্বাস স পার্থিবঃ।
বিললাপ চিরঞ্চাপি ধর্ম্মপুত্ত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একনোষষ্ঠিতমো-
ঽধ্যায়ঃ।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অসদুপায়ে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার কল্পনা
রিতে লাগিলেন এবং গভীর নিশীথে, অন্ধকারে আবৃতকায় হইয়া পাণ্ডব-
বিরে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধাবশিষ্ট যোদ্ধৃবর্গকে সংহার করিবেন স্থির করিলেন।
তৃবধ জনিত ক্রোধান্ধ দ্রোণনন্দনের এই অভিসন্ধি অবগত হইয়া তদীয়
তুল, কৃপাচার্য্য বিবিধ কল্যাণকরে বাক্যদ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিবার
য়াস করিলেন কৃপাচার্য্যের সেই সকল সদযুক্তি নিষ্ফল হইল; অশ্বত্থামা
ণ্ডবকুল নির্ম্মূল কারিবার বাসনায় এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি
ান সদুপদেশেই কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে তিনি অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন
য়া পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা, দ্বার-
শ অবস্থিত রহিলেন। পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরেরা সে
ত্রিতে শিবিরে ছিলেন না। অবশিষ্ট সকলেই যুদ্ধজনিত শ্রমাবসানে প্রগাঢ়
ায় অভিভূত হইয়া শিবির মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। দ্রোণনন্দন প্রথমেই
তৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার কেশাকর্ষণ
কে তাঁহাকে ভূতলে সম্পেষিত করিতে করিতে নিহত করিলেন। তদন-
অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইয়া বীরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে
কলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী, দ্রুপদরাজার পুত্র ও পৌত্রগণ,
থামার হস্তে নিহত হইলেন। যে কয়েক ব্যক্তি তৎকালে শিবিরে
লন না; কেবল তাঁহাদেরই জীবন রক্ষিত হইল। তদ্ব্যতীত পাণ্ডব-
ায় যাবতীয় বীর নিহত হইলেন। এইরূপে বিপুল শত্রু সংহার করিয়া
ণনন্দন উষা সমাগম সময়ে পাণ্ডব শিবির পরিত্যাগ করিলেন এবং দ্বৈপা-
হ্রদ সমীপে মরণাপন্ন দুর্য্যোধনের নিকটাগত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন
কুলের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত মনে বন্ধুত্রয়কে আলিঙ্গন করি-
। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। বীরত্রয়
াকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন।
এদিকে পাণ্ডব শিবিরে বিপদ বার্ত্তা প্রত্যূষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে নীত
। তিনি শোকাকুলিত চিত্তে সুহৃদগণ সহ শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।
শোকাতুরা দ্রৌপদী, অবিলম্বে অশ্বত্থামাকে নিধন করিবার নিমিত্ত এবং

সেই দুর্বৃত্ত শত্রুর পরাজয়ের প্রমাণ স্বরূপে তদীয় মস্তকস্থিতঃমহার্হ মণি আনয়ন করিবার নিমিত্ত,স্বামীগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথারোহণে শত্রু সংহারে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "একাকী ভীমসেনকে সেই দুর্ব্বার বিপুর সম্মুখীন হইতে দেওয়া বিধেয় নহে। যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয়কে স্বকীয় রথে স্থাপন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বৃকোদরের অনুসরণ করিলেন। ভীমসেন ভাগীরথিতীরে সমাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দ্রোণনন্দন বেদব্যাসাদি মুণিগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দ্রোণনন্দন পাণ্ডবগণকে সমাগত দেখিয়া, পাণ্ডব বংশ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রহ্মসির অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং অর্জ্জুনও তন্নিবারণের জন্য দিব্যাস্ত্র ত্যাগ করিলেন তৎক্ষণাৎ মহর্ষি বেদব্যাস ও নারদ অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগকে সম্মুখাগত দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্রের প্রতিসংহার করিলেন, কিন্তু দ্রোণাত্মজ ইচ্ছুক হইয়াও তাহা করিতে পারিলেন না। বেদব্যাসের মন্ত্রনাক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, দ্রোণাত্মজ পরিত্যক্ত অস্ত্র পাণ্ডবগণের পত্নীদিগের গর্ভোদেশে নিক্ষিপ্ত হইবে। অশ্বত্থামা আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের হস্তে স্বকীয় মস্তক স্থিত মণি প্রদান করিলেন। ভীমসেনাদি প্রত্যাগত হইয়া দ্রৌপদীর হস্তে সেই মণি সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

দুর্য্যোধন প্রাণত্যাগঃ।

য় উবাচ।

ত হত্বা সর্ব্বপাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্ব্বশঃ।
আগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র যত্র দুর্য্যোধনো হতঃ॥
গত্বা চৈনমপশ্যন্ত কিঞ্চিৎ প্রাণং জনাধিপম্।
ততো রথেভ্যঃ প্রস্কন্দ্য পরিবব্রুস্তবাত্মজম্॥
তং ভগ্নসক্থং রাজেন্দ্র কৃচ্ছ্রপ্রাণমচেতনম্।
বমন্তং রুধিরং বক্ত্রাদপশ্যন্ বসুধাতলে॥
বৃতং সমন্তাদ্বহুভিঃ শ্বাপদৈর্ঘোরদর্শনৈঃ।
শালাবৃকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যদ্ভিরন্তিকাৎ॥
নিবারয়ন্তং কৃচ্ছ্রাত্তান্ শ্বাপদাংশ্চ চিখাদিষূন্।
বিচেষ্টমানং মহ্যাঞ্চ সুভৃশং গাঢ়বেদনম্॥
তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ সুরুধিরোক্ষিতম্।
হতশিষ্টাস্ত্রয়োবীরাঃ শোকার্ত্তাঃ পর্য্যবারয়ন্॥
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
তৈস্ত্রিভিঃ শোণিতাদিগ্ধৈর্নিশ্বসদ্ভির্মহারথৈঃ॥
শুশুভে সংবৃতো রাজা বেদী ত্রিভিরিবাগ্নিভিঃ।
তে তং শয়ানং সংপ্রেক্ষ্য রাজানমতথোচিতম্॥
অবিষহ্যেন দুঃখেন ততস্তে কুরুদুস্ত্রয়ঃ।
ততস্তু রুধিরং হস্তৈর্ম্মুখান্নির্মৃজ্য তস্য হি।
রণে রাজ্ঞঃ শয়ানস্য কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্॥

প উবাচ।

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি যদয়ং রুধিরোক্ষিতঃ।
একাদশচমূভর্ত্তা শেতে দুর্য্যোধনো হতঃ॥
পশ্য চামীকরাভস্য চামীকরবিভূষিতাম্।
গদাং গদাপ্রিয়স্যেমাং সমীপে পতিতাং ভুবি॥
ইয়মেনং গদা শূরং ন জহাতি রণে রণে।
স্বর্গায়াপি ব্রজন্তং হি ন জহাতি যশস্বিনম্॥

পশ্যেমাং সহ বীরেণ জাম্বূনদবিভূষিতাম্।
শয়ানাং শয়নে হর্ম্ম্যে ভার্য্যাং প্রীতিমতীমিব ॥
যোঽয়ং মূর্দ্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতঃ পরন্তপঃ।
স হতো গ্রসতে পাংশূন্ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥
যেনাজৌ নিহতা ভূমাবশেরত হতদ্বিষঃ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পরৈরয়ম্ ॥
ভয়ান্নমন্তি রাজানো যস্য স্ম শতসঙ্ঘশঃ।
স বীরশয়নে শেতে ক্রব্যাদ্ভিঃ পরিবারিতঃ ॥
উপাসত দ্বিজাঃ পূর্ব্বমর্থহেতোর্যমীশ্বরম্।
উপাসতে চ তং হ্যদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

তং শয়ানং কুরুশ্রেষ্ঠং ততো ভরতসত্তম।
অশ্বত্থামা সমালোক্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥
আহুস্ত্বাং রাজশার্দ্দূল মুখ্যং সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধে শিষ্যং শঙ্কর্ষণস্য চ ॥
কথং বিবরমদ্রাক্ষীদ্ভীমসেনস্তবানঘ।
বলিনং কৃতিনং নিত্যং স চ পাপাত্মবান্নৃপ ॥
কালো নূনং মহারাজ লোকেঽস্মিন্ বলবত্তরঃ।
পশ্যামো নিহতং ত্বাঞ্চ ভীমসেনেন সংযুগে ॥
কথং ত্বাং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং ক্ষুদ্রঃ পাপো বৃকোদরঃ।
নিকৃত্যা হতবান্মন্দো নূনং কালো দুরত্যয়ঃ ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে হ্যধর্ম্মেণ সমাহূয়ৌজসা মৃধে।
গদয়া ভীমসেনেন নির্ভগ্নে সক্থিনী তব ॥
অধর্ম্মেণ হতস্যাজৌ মৃদ্যমানং পদা শিরঃ।
য উপেক্ষিতবান্ ক্ষুদ্রং ধিক্ কৃষ্ণং ধিগ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥
যুদ্ধেষ্বপবদিষ্যন্তি যোধা নূনং বৃকোদরম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি ভূতানি নিকৃত্যা হ্যসি পাতিতঃ ॥
ননু রামোঽব্রবীদ্রাজং ত্বাং সদা যদুনন্দনঃ।
দুর্য্যোধনসমো নাস্তি গদয়া ইতি বীর্য্যবান্ ॥

শ্লাঘতে ত্বাং হি বার্ষ্ণেয়ো রাজন্ সংসৎসু ভারত।
সুশিষ্যো মম কৌরব্যো গদাযুদ্ধ ইতি প্রভো॥
যাং গতিং ক্ষত্রিয়স্যাহুঃ প্রশস্তাং পরমর্ষয়ঃ।
হতস্যাভিমুখস্যাজৌ প্রাপ্তস্ত্বমসি ত্বাং গতিম্॥
দুর্য্যোধন ন শোচামি ত্বামহং পুরুষর্ষভ।
হতপুত্রৌ তু শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে॥
ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্।
ধিগস্তু কৃষ্ণং বার্ষ্ণেয়মর্জ্জুনঞ্চাপি দুর্ম্মতিম্॥
ধর্ম্মজ্ঞমানিনৌ যৌ ত্বাং বধ্যমানমুপেক্ষতাম্।
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্ব্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ॥
কথং দুর্য্যোধনোঽস্মাভির্হত ইত্যনপত্রপাঃ।
ধন্যস্ত্বমসি গান্ধারে যস্ত্বমায়োধনে হতঃ॥
প্রয়াতোঽভিমুখঃ শত্রূন্ ধর্ম্মেণ পুরুষর্ষভ।
হতপুত্রা হি গান্ধারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা॥
প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্দ্ধর্ষঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্যতে।
ধিগস্তু কৃতবর্ম্মাণং মাং কৃপঞ্চ মহারথম্॥
যে বয়ং ন গতাঃ স্বর্গং ত্বাং পুরস্কৃত্য পার্থিবম্।
দাতারং সর্ব্বকামানাং রক্ষিতারং প্রজাহিতম্॥
যদ্বয়ং নানুগচ্ছামস্ত্বাং ধিগস্মান্নরাধমান্।
কৃপস্য তব বীর্য্যেণ মম চৈব পিতুশ্চমে॥
সভৃত্যানাং নরব্যাঘ্র রত্নবন্তি গৃহাণি চ।
ভবৎ প্রসাদাদস্মাভিঃ সমিত্রৈঃ সহ বান্ধবৈঃ॥
অবাপ্তাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ।
কুতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্ত্তিষ্যামহে বয়ম্॥
যাদৃশেন পুরস্কৃত্য ত্বং গতঃ সর্ব্বপার্থিবান্।
বয়মেব ত্রয়ো রাজন্ গচ্ছন্তং পরমাং গতিম্॥
যদ্বৈ ত্বাং নানুগচ্ছামস্তেন বক্ষ্যামহে বয়ম্।
ত্বৎসঙ্গহীনা হীনার্থাঃ স্মরন্তঃ সুকৃতস্য তে॥
কিং নাম তদ্ভবেৎ কর্ম্ম যেন ত্বাং ন ব্রজাম বৈ।
দুঃখং নূনং কুরুশ্রেষ্ঠ চরিষ্যাম মহীমিমাম্॥

হীনানাং নস্বয়া রাজন্ কুতঃ শান্তিঃ কুতঃ সুখম্।
গত্বৈতস্ত্ব মহারাজ সমেত্য চ মহারথান্॥
যথাশ্রেষ্ঠং যথাজ্যেষ্ঠং পূজয়েব্বচনান্মম।
আচার্য্যং পূজয়িত্বা চ কেতুং সর্ব্বধনুষ্মতাম্॥
হতং ময়াদ্য শংসেথা ধৃষ্টদ্যুম্নং নরাধিপ।
পরিষ্বজেথা রাজানং বাহ্লীকং সুমহারথম্॥
সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ।
তথা পূর্ব্বগতানন্যান্ স্বর্গে পার্থিবসত্তমান্।
অস্মদ্বাক্যাৎ পরিষ্বজ্য পৃচ্ছেথাস্ত্বমনাময়ম্॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ভগ্নসক্থমচেতনম্।
অশ্বত্থামা সমুদ্বীক্ষ্য পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥
দুর্য্যোধন জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো বয়ম্॥
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
অহঞ্চ কৃতবর্ম্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা॥
দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজাঃ।
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্ব্বে মৎস্যশেষঞ্চ ভারত॥
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্ত্রা হি পাণ্ডবাঃ।
সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সনরবাহনম্॥
ময়া চ পাপকর্ম্মাঽসৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহীপতে।
প্রবিশ্য শিবিরং রাত্রৌ পশুমারেণ মারিতঃ॥
দুর্য্যোধনস্তু তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্।
প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ॥
ন মেঽকরোত্তদ্গাঙ্গেয়ো ন কর্ণো ন চ তে পিতা।
যত্ত্বয়া কৃপভোজাভ্যাং সহিতেনাদ্য মে কৃতম্॥
স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রো হতঃ সার্দ্ধং শিখণ্ডিনা।
তেন মন্যে মঘবতা সমমাত্মানমদ্য বৈ॥
স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা তূষ্ণীং স কুরুরাজো মহামনাঃ॥

প্রাণানুদসৃজদ্বীরঃ সুহৃদাং দুঃখমুৎসৃজন্।
অক্রামদ্দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাবিশৎ ॥
এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো নৃপ।
অগ্রে যাত্বা রণে শূরঃ পশ্চাদ্বিনিহতঃ পরৈঃ॥
তথৈব তে পরিষ্বক্তাঃ পরিষ্বজ্য চ তে নৃপম্।
পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুরুহুরথান্॥
ইত্যেহং দ্রোণপুত্রস্য নিশম্য করুণাং গিরম্।
প্রত্যুষকালে শোকার্ত্তঃ প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।
ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ দুর্ম্মন্ত্রিতে তব ॥
তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্ত্তস্য মমানঘ।
ঋষিদত্তং প্রনষ্টং তদ্দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ পুত্রস্য নিধনন্তদা।
নিশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বণিদুর্য্যোধনপ্রাণত্যাগে **নবমোঽধ্যায়ঃ** ॥

স্ত্রী পর্ব্ব।

দুর্য্যোধনাদি আত্মজ ও সুহৃদ্‌গণের নিধন বার্ত্তা আকর্ণন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হইলেন। মহাত্মা সঞ্জয় ও ধার্ম্মিকোত্তম বিদুর নানা প্রকার সদুপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি সঞ্চার করিতে থাকিলেন। মহাত্মা বেদব্যাসও স্বকীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনোদন বাসনায় বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিলেন। এবং তাঁহাকে অনর্থক পুত্র শোক পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন অন্তর্হিত হইলে, অন্ধরাজের আজ্ঞাক্রমে অন্তঃপুরঃ-চারিকাগণ সঙ্গে সন্তান-শোক-সন্তপ্তা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আগমন করিলেন এবং রোদন ধ্বনিতে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। অতঃপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পৌর-কামিনীগণের সমভিব্যাহারে রণস্থলে গমন করিবার অভিলাষে গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির সুহৃদ্ ও ভ্রাতৃগণ সহ অন্ধরাজের চরণ বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং তিনি ও তাঁহার অনুজগণ স্ব স্ব নামোচ্চারণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করিতে থাকিলেন। অপ্রসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রহন্তা ভীমকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অমিত বলশালী বর্ষীয়ান্ নরপতি ভীমসেনকে সম্পেষিত করিয়া নিপাতিত করিবেন, এই আশঙ্কায় দূরদর্শিগণের অগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা সহকারে এক লৌহময় ভীমমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই প্রতি-মূর্ত্তি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে সংস্থাপিত করিলে, প্রকৃত ভীমবোধে আসুরিক বল সম্পন্ন অন্ধরাজ আলিঙ্গন দানে তাহা বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীম হনন জনিত অনুতাপে তিনি আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে, প্রকৃত ভীম বিচূর্ণকৃত হন নাই, এই শুভ সংবাদ তাঁহার গোচর করা হইল। দুর্য্যো-ধনাদির ব্যবহার হেতু এইরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মহাত্মা হৃষীকেশ অন্ধরাজের শোকোচ্ছ্বাস মন্দীভূত করিয়া পাণ্ডবগণ সহ গান্ধারীর সমীপে গমন করিলেন। বিবিধ বিনয় ও নম্র ব্যবহারে বৃকোদর গান্ধারীকে প্রসাদিত করিবার প্রয়াস করিলেন; ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরও আপনাকে মিত্রদ্রোহী মূঢ় এবং অভিসম্পাতের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া রাজ্ঞীর চরণে শরণাগত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবীর সমীপে গমন করিলেন এবং পুত্রহীনা দ্রুপদ-তনয়া ধরাতলে নিপতিতা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলেন। গান্ধার-রাজ নন্দিনী সেই স্থানে আগমন করিয়া দ্রৌপদীকে শান্ত করিতে থাকিলেন। অনন্তর গান্ধারী বেদব্যাস প্রদত্ত বর প্রভাবে সেইস্থান হইতেই সমরক্ষেত্রের অবস্থা ও বিগতজীব পুত্রাদি বীরগণের দুর্দ্দশা দর্শনে অবশেষে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে যুধিষ্ঠির নিহত বীরগণের ঔর্দ্ধদেহিকে ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আয়োজন করিলেন। অবিলম্বে অগুরু কাষ্ঠ সমন্বিত ঘৃতসংযুক্ত চিতায়, প্রাধান্যানুসারে বীরগণের দেহ দগ্ধ হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রাদি ব্যক্তিবৃন্দ ভাগীরথীতীরে সমাগত হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগ করিলেন। কৌরব পৌর-নারীগণ অশ্রু সমাকীর্ণ নয়নে বীরগণের উদ্দেশে উদক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহাকে সহোদর জানিয়া ধর্ম্মনন্দন নিরতিশয় শোক সংক্ষুব্ধ হইলেন এবং পূর্ব্বে এই সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, এই সকল দারুণ দুর্বিপাক কখনই সংঘটিত হইত না বলিয়া পরিতাপ করিতে থাকিলেন।

শান্তি পর্ব্ব।

পাণ্ডবগণ অশৌচ হেতু একমাস কাল ভাগীরথী তীরে অবস্থান করিলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে সমাগত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির নিতান্ত শোকাকুলিত চিত্তে আত্মীয় নিধন, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের সংহার আলোচনা করিয়া, শোকে অধীর প্রায় হইয়া উঠিলেন। জননী কুন্তীদেবী কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন না রাখিলে, কখনই এই সকল অশুভ ঘটনা সংঘটিত হইত না; এজন্য ভ্রাতৃবিয়োগ বিধুর যুধিষ্ঠির অভিসম্পাত করিলেন যে, এখন হইতে স্ত্রীলোকেরা কখনই কোন কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিবেন না। অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস নানাপ্রকার প্রাচীন আখ্যায়িকা ও পৌরাণিক বৃত্তান্তাদির উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনোদিত করিতে থাকিলেন।

আত্মীয়-নিধন-জনিত শোক-সন্তপ্ত যুধিষ্ঠির কথঞ্চিত প্রসন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনাসীন হইয়া রাজ্য পালন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিকলচিত্ত যুধিষ্ঠির জীবনের অবশিষ্ট কাল বনবাসী হইয়া অতিবাহিত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া ভীমসেনকে রাজসিংহাসন অধিকার করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন আত্মীয়গণ তাবতেই তাঁহাকে এই অন্যায় অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম্ম পালন করিবার অনুরোধ করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী নিতান্ত কাতর কণ্ঠে, কোমল স্বরে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য পালনার্থে অনুরোধ করিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিস্তর উপদেশ প্রদান করিলেন, এই উপলক্ষে মহাত্মা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের মত পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে বিবিধ কাহিনী কীর্ত্তন করিলেন। যুধিষ্ঠির নিতান্ত আগ্রহ সহকারে মহর্ষি বিবৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিতে ছিলেন দেখিয়া ব্যাসদেব বলিলেন, যদি ধর্ম্মকথা বিশিষ্টরূপে শ্রবণ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে হে যুধিষ্ঠির! তুমি শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর।" যুধিষ্ঠির সেই মহাপুরুষের সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবেরা প্রথমতঃ হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির বিহিত বিধানে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং বলদৃপ্ত ভীমসেন যুবরাজ, ধীমান্ বিদুর মন্ত্রী, প্রভৃতি যোগ্য পাত্রগণকে যোগ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজধর্ম্মাদি বিষয়ক শিক্ষালাভাভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি ও অনুচরগণ সহ ভীষ্মদেবের সমীপে গমন করিলেন, এবং সকলে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে মহাত্মন্! আপনি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় গুণবান্ ব্যক্তি; আপনার পরম স্নেহ ভাজন যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি বিনাশ হেতু নিতান্ত শোকাতুর হইয়াছেন; অতএব আপনি বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতস্থ করুন; ইহাই আমাদের অনুরোধ।" শান্তনু নন্দন কহিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, এবং মন্ত্রণা কুশলগণের চূড়ামণি; তুমি উপস্থিত থাকিতে আমার উপদেশ প্রদান শোভা পায় না। তুমিই রাজধর্ম্ম আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মানুশাসণ বিবৃত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে মরণাপন্ন ও যন্ত্রণাকাতর, এ অবস্থায় আমার পক্ষে কোনই উপদেশ দান সম্ভবপর নহে; অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের যাবতীয় যাতনা অপনোদিত করিয়া দিলে, বীরবর শান্তনু নন্দন যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মের পরিকীর্ত্তীত সেই সকল উপদেশ-মালা জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের নিকেতন স্বরূপ। শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম রাজাদিগের কর্ত্তব্য, প্রজাদিগের সহিত রাজার ব্যবহার, শত্রুদিগের সম্বন্ধে নরপতির অনুষ্ঠান, লোকরক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকার রাজধর্ম্ম; ইন্দ্রিয় সংযম, সত্যভাষন, ক্ষমা, পবিত্রতা, আশ্রিত পালন, প্রভৃতি লৌকিকধর্ম্ম; সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি আপদ্ধর্ম্ম; আশ্রম চতুষ্টয় বিহিত ধর্ম্ম এবং মোক্ষ লাভ বিষয়ক ধর্ম্ম বিশদরূপে বহুবিধ দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকা সহকারে কীর্ত্তন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে চরিতার্থ করিলেন। ভীষ্মের এই উপদেশ, মহাভারতের মধ্যে মহামূল্য সামগ্রীরূপে পরিগণিত।

অনুশাসন পর্ব্ব।

যুধিষ্ঠির ভীষ্ম প্রদত্ত অমৃত-কল্প উপদেশ শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ নানা বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেবব্রত নানা প্রকার ইতিহাস, কিম্বদন্তী, কাব্য ও পৌরাণিকী কথার অবতারণা করিয়া, তৎ সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে থাকিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলে, দেবব্রত তাঁহাকে অনুজগণ সহ রাজপুরে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার আদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য বোধে বিহিত বিধানে, বিদায় গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে পুনরাগমন করিলেন এবং অবলম্বিত রাজ-কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

যথাকালে উত্তরায়ন উপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর ও পঞ্চ-পাণ্ডব প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বে সমাগত হইলেন। বেদব্যাস, নারদ ও অশিতদেবল প্রভৃতি ঋষিগণ ও শান্তনুনন্দনকে প্রদক্ষিণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি পৌরকামিনীগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস শরশয্যায় শয়ান থাকার পর ভীষ্মের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। তখন শান্তনুনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে শোক পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং ভক্তিসহকারে বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া মরণান্তে মোক্ষ লাভের প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর তাবং লোককে সত্যপথে বিচরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া মহা মনস্বী ভীষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিলেন। বিদুর ও পাণ্ডবগণ বিহিত বিধানে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক ভাগীরথীতীরে সলিল ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অশ্বমেধ পর্ব্ব।

ভীষ্মদেব প্রদত্ত সদুপদেশেও আত্মীয়-বিয়োগ-কাতর যুধিষ্ঠিরের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইল না। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার মন বিগত জীব জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করিয়া কাতর ও অবসন্ন হইতে থাকিল। ভীষ্মের মরণান্তে তর্পণ ক্রিয়া সমাধা করিয়া যুধিষ্ঠির নিদারুণ শোক-ভারে প্রপীড়িত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে অন্যমনস্ক ও সুপবিত্র হইবার অভিপ্রায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। ধর্ম্ম-রাজ অশ্বমেধ যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, অধুনা রাজকোষের যেরূপ দীনাবস্থা তাহাতে এরূপ ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ ব্যাপার নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব। তদুত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে অনায়াসে প্রচুর ধনাগমের সন্ধান বলিয়া দিলেন এবং সেই বিত্ত রাশি সংগ্রহ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে আদেশ করিলেন। এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন ; এবং বিহিত বিধানে রাজ্য শাসন করিতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ দর্শন করিয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

একদা অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "হে বাসুদেব! তুমি আমাকে পূর্ব্বে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ অপূর্ব্ব শাস্ত্র শুনাইয়াছ, তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি ; অতএব পুনরায় তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে অর্জ্জুন! তখন আমি যোগ প্রভাবে যে বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি অসম্ভব ; তবে তোমার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া অধুনা আমি তাহার মর্ম্ম স্বতন্ত্র এক ইতিহাসাকারে পরিব্যক্ত করিতেছি।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপাখ্যান ভাগ অনুগীতা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যেও বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রসঙ্গ বিন্যস্ত আছে। এইরূপে অভিন্ন হৃদয় বান্ধবকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গমনকালে ভগ্নী সুভদ্রাকে তিনি সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

যথাসময়ে দৈবকীনন্দন দ্বারকা নগরে উপস্থিত হইলে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পিতা বাসুদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু দৌহিত্র বধ শ্রবণ করিলে শোক-সন্তপ্ত হইবেন মনে করিয়া অভিমন্যুর নিধন বার্ত্তা পিতৃ সকাশে ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। সুভদ্রা পুত্র বিয়োগ স্মরণ করিয়া রোদন করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর নিধন বৃত্তান্ত, সবিশেষরূপে ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সকলে অভি-মন্যুর শোকে হাহাকার করিতে থাকিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ ব্যাস নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ধন সংগ্রহের নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং শুভদিনে তাঁহারা বিত্তসংগ্রহার্থ যাত্রা করিলেন। তথায় দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া তাঁহারা প্রভূত ধন সংগ্রহ করিলেন এবং ভারবাহী জীব ও মনুষ্যগণের পৃষ্ঠে তৎ সমস্ত আরোহিত করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় অনেক মহাত্মাকে সঙ্গে লইয়া, অর্জ্জুন-প্রণয়িনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারিনী করিয়া এবং বীরাগ্রগণ্য বলদেবকে সম্মুখে লইয়া কৌরব রাজধানীতে অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনাভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলেন, পাণ্ডবগণ তৎকালে ধনসংগ্রহার্থ স্থানান্তরে থাকিতেও বিদুরাদির সুব্যবস্থায় বার্ষ্ণেয়গণের অভ্যর্থনার কোনই ত্রুটি হইল না। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে পর অন্তঃপুরে স্বর্গগত অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাসুদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ সুতিকাগারে গমন করিলেন এবং অবশ্যই পুত্র জীবিত হইবে বলিয়া শোকাতুরা পুরনারীগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। তখন অসাধ্য সাধনক্ষম শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার মৃতপুত্রের দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন, চারিদিকে আনন্দের কোলাহল সমুত্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে অভিমুন্যর সেই পুত্র পরীক্ষিত নামে পরিকীর্ত্তিত হইলেন।

যথা সময়ে পাণ্ডবগণ রত্নকোষ সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইলেন এবং পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়া পর-মানন্দ লাভ করিলেন। অনতিকাল মধ্যে সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস হস্তিনা-

পুরে আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি ও সহায়তা লাভ করিয়া, যজ্ঞের আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন নিয়মিত সময়ে যুধিষ্ঠির ব্যাস কর্ত্তৃক যজ্ঞ দিক্ষিত হইলেন এবং সর্ব্বগুণে গুনান্বিত অর্জ্জুনকে অশ্বরক্ষা ও ভূপতিগণকে নিমন্ত্রণের ভার অর্পণ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব নানা দিগ্দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিল; এবং অশ্বানুসারী অর্জ্জুন কোথাও বা সহজে, কোথাও বা যুদ্ধদ্বারা ভূপালগণকে পাণ্ডবানুগত করিতে লাগিলেন। মনিপুরে যজ্ঞাশ্ব উপনীত হইল অর্জ্জুনের চিত্রঙ্গদা নাম্নী পত্নীর গর্ত্তজাত তনয় বব্রুবাহনের সহিত যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাজিত ও বিগতজীব হইয়াছিলেন। অনেক কাণ্ডের পর জীবন লাভ করিয়া মনিপুর রাজ্য হইতে অর্জ্জুন নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্রমে যাবতীয় রাজগণকে আনুগত্য পাশে বদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন প্রত্যাগত হইলেন।

যজ্ঞের নিমিত্ত অতীব শোভাময় পুরী নির্ম্মিত হইল এবং যজ্ঞ স্থলের চতুপার্শ্বে নিমন্ত্রিত নরপালগণের অবস্থানের নিমিত্ত অনেক অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে নিমন্ত্রিত রাজগণের সমাগমে যজ্ঞস্থল পরিপূরিত হইতে থাকিল। তদানীন্তন তাবৎ ঋত্বিক্ ঋষিমণ্ডলী ও নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলেন। স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস ষোড়শ জন ঋত্বিক্ সমভিব্যাহারে এই যজ্ঞ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। যুধিষ্ঠির যজ্ঞদক্ষিণা স্বরূপে ব্যাসদেবকে অর্জ্জুন-বিজিত যাবতীয় রাজ্য সমর্পণ করিলেন। কিন্তু সত্যবতীনন্দন রাজ্যগ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধনসংগ্রহ করিলেন। দ্বৈপায়ণ সেই ধনরাশি কুন্তীদেবীকে দান করিলে, তিনি তাহা বিবিধ সৎকর্ম্মে ব্যয়িত করিলেন। নিয়মিতকালে যজ্ঞ সমাপিত হইলে, ধর্ম্মনন্দন সমাগত নৃপতিবৃন্দকে বিহিত বিধানে সৎকৃত করিয়া বিদায় করিলেন।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

পাণ্ডবগণ সিংহাসনাসীন হইয়া সর্ব্বথা ধৃতরাষ্ট্রের মতানুবর্ত্তী থাকিতেন; এবং জ্যেষ্ঠতাত ও তৎ পত্নী গান্ধারী দেবীকে পিতা ও মাতার ন্যায় সম্মান করিতেন। অন্ধরাজের সুখৈশ্বর্য্যেরও কোনই ক্রটী ছিল না। ভীম ব্যতীত অন্য পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের সেবা বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। অন্ধরাজের আজ্ঞাক্রমে কপট দ্যূত ক্রীড়া সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ভীমসেন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট ছিলেন না। এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত পরামর্শ করিয়া, বনগমনের সঙ্কল্প করিলেন এবং স্বকীয় হৃদয়ভাব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গোচর করিয়া বন-গমন বিষয়ে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শান্তনুনন্দনের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধর্ম্মনন্দন নিরতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইলেন এবং তাঁহাকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কোনক্রমেই যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং বৃদ্ধ বয়সে বন-গমনই বিহিত ব্যাবস্থা, ইহাই প্রতিপাদনার্থ নানারূপ যুক্তি প্রয়োগ করিলেন। পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইবেন স্থির হইল।

একদা মহাত্মা বিদুর রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদিত করিলেন যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থে দীক্ষিত হইয়াছেন, এবং বন-গমনের পুর্ব্বে তিনি ভীষ্মাদি বিগত জীব আত্মীয়গণ ও পুত্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথাভিরুচি অর্থাদি দান করিয়া অভিলাষানুরূপ ক্রিয়া সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবদিগকে বিহিত বিধানে আশীর্ব্বাদ করিয়া, বন-গমনার্থ যাত্রা করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি অনেকে তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। আর কুন্তী, দ্রৌপদী, উলাপী, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি পৌরকামিনীগণও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। অনন্তর কুন্তী পুত্র ও পুত্রবধূগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্ধরাজ দম্পতীর বনবাস সঙ্গিনী হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবৃত্ত

করিবার নিমিত্ত অনেক অণুনয় করিলেও, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন অগত্যা পাণ্ডবগণ রোদন করিতে করিতে পৌরনারীগণ সহ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বহুদূর গমন করিয়া জাহ্নবী তটে অবস্থান করিলেন, এবং সেই স্থান হইতে ব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় বেদ-ব্যাসের উপদেশ ক্রমে তাঁহারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুর এবং সঞ্জয়ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারাও উৎকট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপঃ প্রভাবে কলেবর ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বিদুর ধর্ম্মনন্দনের দেহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা বহুকাল জননীকে না দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। দ্রৌপদী সুন্দরীও তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ প্রভূত সৈন্য, সামন্ত ও কুলবধূগণকে সঙ্গে লইয়া, ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্রাধিষ্ঠিত অরণ্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। অন্ধরাজ আত্মীয়গণের আগমনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ কয়েক দিবস পরমানন্দে তথায় অবস্থান করিলেন। একদা সকলে উপবেশন করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তোমাদিগের যাহার যে কামনা থাকে আমাকে বলিলে, আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি।" তখন বেদব্যাস সকলের হৃদয়গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, তাঁহারা যাহাতে বিগতজীব আত্মীয়গণের পুনর্দর্শন লাভ করিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর দ্বৈপায়ন জলমধ্যে অবগাহন করিয়া কুরুক্ষেত্র সমর-নিহত বীরগণকে আহ্বান করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের কৃপায় দিব্যদর্শন লাভ করিয়া হতপুত্রাদিকে দেখিতে পাইলেন। গান্ধারী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব পুত্রাদিকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। এইরূপে একরাত্রে বহুকাল পূর্ব্বের মৃত্যুকবলিত আত্মীয়-গণের সহিত মিলিত হইয়া তাবতেই পরমানন্দ উপভোগ করিলেন। অন-ন্তর প্রভাত কালে বিধবা কুরু কামিনীগণ পতি পরিগৃহীত লোকে গমন করিবার বাসনায় ব্যাসাদেশে ভাগীরথী নীরে নিমজ্জিত হইলেন এবং পতির ন্যায় বেশ ভূষা ধারণ করিয়া বিমানারোহণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্রাদি পুত্রাদিকে দর্শন করিয়া শোক শূন্য হইলেন পাণ্ডবগণ বধূগণকে সঙ্গে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিদায়

গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। আগমন কালে জননীকে পরি-ত্যাগ করিয়া আসিতে তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনেক প্রীতি জনক বাক্য ও সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে উপকৃত করিলেন।

দুই বর্ষ পরে একদা মহর্ষি নারদ পাণ্ডব সভায় আগমন করিয়া সংবাদ দিলেন যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীদেবী দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন বিহীন হইয়াছেন। নারদ কহিলেন, আমি স্বচক্ষে তাঁহাদিগের প্রাণ শূন্য দেহ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা বিহিত অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের মৃত্যু শোকজনক নহে। এই সংবাদ শ্রবণে রাজপুরী হইতে উচ্চ রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন প্রকৃতিস্থ হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর উদ্দেশে বিধি বিহিত শ্রাদ্ধ দানাদি সম্পন্ন করিলেন।

মৌষল পর্ব্ব।

এ সকল ঘটনার কিছুকাল পরে বৃষ্টিবংশ ধ্বংশ হওয়ার লক্ষণ সমস্ত পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, একদা দ্বারকা নগরে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদাদি মুণি-গণ সমাগত হইলে, শারস আদি যদুবীরগণ, ঋষিগণের সহিত পরিহাস করিবার বাসনায় শাম্বনামক যদু বালককে অন্তস্বত্তা কামিনীর ন্যায় সজ্জিত করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! বধূর এই পত্নী কি সন্তান প্রসব করিবেন আপনারা নির্দ্দেশ করুন।" ঋষিগণ এই বিদ্রূপাচরণে নিতান্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, "বৃষ্টি ও অন্ধকগণের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণনন্দন এই শাম্ব একটী লৌহমুসল প্রসব করিবে, তোমাদিগের অপরাধে অচিরে যদু বংশ ধ্বংস হইবে। বলরাম সমুদ্রে প্রবেশ করিবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ কর্তৃক বিদ্ধ হইবেন।" এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিয়তি অপ্রাতিবিধেয় বোধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতীকারের কোনই চেষ্টা করিলেন না। পরদিবস প্রাতে শাম্ব, সত্য সত্যই মুসল প্রসব করিল। রাজা উগ্রসেন সেই মুসল সূক্ষ্ম রূপে চুর্ণিকৃত করিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলেন, সুরাপান অশেষ অনর্থের হেতু-ভূত বোধে মদ্য পানের বিরুদ্ধে রাজ্যমধ্যে উৎকট শাসন বাক্য সংঘোষিত হইল। এই সময়ে বাসুদেব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে গমন করিবার উপ-দেশ প্রদান করিলেন। যদুবংশীয়গণ সস্ত্রীক প্রভাসে গমন করিয়া সুখে কালতিবাহিত করিতে থাকিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহারা তথায় মহা-নন্দে মগ্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকেও যথোপযুক্ত সম্মান করিতে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন, তুচ্ছ বাক্য লইয়া তাঁহারা পরস্পর অহঙ্কার প্রকাশ করিতে করিতে বিবাদারম্ভ করিলেন। সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিলেন, সত্যভামা তাহাতে অভিমানিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ক্রোধান্ধ হইয়া খড়্গদ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন করিলেন। ভোজ ও অন্দকগণ সাত্যকিকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রুক্মিণী নন্দন ভোগ-ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয়েই নিহত হইলেন, দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রহারার্থ একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ এরকা সমূহ লৌহময় মুসল হইয়া উঠিল। সেই এরকাঘাত অনেকেই বিনষ্ট হইল,

অনেকেই এরকা গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে আঘাত ও বিনাশ করিতে লাগিল; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এরকাঘাতে প্রায় যদুকুলকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া বলরামের অন্বেষণে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তিনি চিন্তামগ্নভাবে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে যদুবংশ ধ্বংসের সংবাদ প্রদান করিয়া অর্জ্জুনকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দারুককে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন এবং নিঃসহায়া যদুকামিনীগণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং দ্বারকায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের নিকট আসিয়া সংসার-বাস-বাসনায় অনাবশ্যকতা ব্যক্ত করিয়া বনবাসে তপশ্চারণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। এইকথা প্রচারিত হইলে, চারিদিক হইতে মহিলাগণ রোদন করিতে থাকিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "অবিলম্বে মহাত্মা ধনঞ্জয় এথানে আগমন করিয়া তোমাদিগের দুঃখের অবসান করিবেন।" পিতার সহিত তৎকালোচিত কথোপকথন করিয়া এবং রমণী ও শিশুগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অরণ্য মধ্যে হলধর সমীপে আগমন করিয়া দেখিলেন, তিনি যোগ প্রভাবে দেহত্যাগ করিয়া সর্পরূপে সাগর সলিলে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপ দর্শন করিয়া দেবকীনন্দন ইন্দ্রিয় রোধ পূর্ব্বক শয়ান হইলেন। তখন জরানামে একজন ব্যাধ মৃগবোধে বাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিল, অনন্তর লুব্ধক নিকটে আসিয়া স্বকীয় ভ্রান্তি দর্শনে সঙ্কিতমনে তাঁহার চরণ ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবগণ এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। অর্জ্জুন অবিলম্বে দ্বারকাপুরে আসিয়া এই বিষাদজনক ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া হাহাকার করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণ-সখার অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয় মাতুল বাসুদেবের সমীপে গমন করিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ সমস্ত পরিজ্ঞাত হইলেন। বসুদেব কহিলেন, "হে বৎস! তুমি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, শ্রীকৃষ্ণ তোমার হস্তে যদুবংশীয় শিশু ও রমণীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছেন। এই দ্বারকা নগর সপ্তাহ কালমধ্যে সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে, এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ তোমার গোচর করিতে বলিয়াছেন। এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য তুমি সম্পন্ন কর,

আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিও।" অবিলম্বে মহাত্মা বাসুদেব যোগপ্রভাবে তনুত্যাগ করিয়া শোক-সন্তাপের হস্ত হইতে অব্যাহিত লাভ করিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তাঁহার চারিপত্নী স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিয়া বিগতজীব হইলেন। তাঁহাদিগের তর্পনাদি সমাধা করিয়া অর্জ্জুন প্রভাসে গমন করিলেন এবং মৃতব্যক্তিগণের সৎকারাদি শেষ করিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সপ্তম দিবসে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ও পুরমহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সাগর জল সংবর্দ্ধিত হইয়া দ্বারকাপুরী সমাচ্ছন্ন করিল। পথিমধ্যে পঞ্চনারীর সমীপবর্ত্তী প্রদেশ বিশেষে তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইল, তত্রত্য আভীর দস্যুগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল এবং রমণীগণের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, ভারত-সমর-বিজয়ী বীর কেশরী অর্জুন হতবীর্য্য প্রায় হইয়া দস্যুদলনের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। দস্যুগণ সুন্দরীগণকে সবলে লইয়া যাইতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী স্বেচ্ছায় তাহাদের অনুগামিনী হইতে থাকিল। অবশিষ্ট রমণী-গণকে সঙ্গে লইয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন এবং বজ্রকে ইন্দ্র-প্রস্থের সিংহাসনে সমাসীন করিলেন শ্রীকৃষ্ণের কোন কোন মহিষী জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনবাসিনী হইলেন এবং অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অনন্তর ব্যাসদেবের নিকট গমন করতঃ অর্জ্জুন এই সকল ব্যাপারের মর্ম্মাবধারণ করিয়া হস্তিনানগরে প্রত্যাগত হইলেন এবং ধর্ম্ম নন্দনের সমীপে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব।

অর্জ্জুনের মুখে প্রাণোপম শ্রীকৃষ্ণ সংক্রান্ত এই সকল বিষাদজনক বার্ত্তা অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির আপনাদিগের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর বৈশ্যপুত্র যুযুৎসুকে সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং পরীক্ষিতের হস্তে হস্তিনারাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃগণ ও পত্নী দ্রুপদনন্দিনীর সমভিব্যাহারে বন গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পৌর ও জনপদগণ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিলেও তিনি কথায় কর্ণপাত না করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সকলে রাজপরিচ্ছদ ও ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ধারণ করিলেন এবং পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও একটী কুক্কুর এই সাতজনে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইলেন।

নানা দিগ্দেশ পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ উত্তর দিকে হিমগিরি সন্নিহিত হইলেন এবং দ্রুত পাদবিক্ষেপে সুমেরু শিখরে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সহসা দ্রুপদনন্দিনী পতিত হইলে ভীমসেন কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমরা সকলে সমান হইলেও, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর বিশেষ পক্ষপাত ছিল ; এই জন্যই ইনি অগ্রে পতিত হইলেন।" প্রিয়তমার প্রতি আর দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা সহদেব পতিত হইলেন। ভীমের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ইনি কাহাকেও আপনার ন্যায় বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন না ; এই জন্যই এক্ষণে পতিত হইলেন।" সহদেবকে লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ নকুল নিপতিত হইলে, ভীমের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নকুল আপনাকে অতুলনীয় রূপবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন ; এই গর্ব্ব হেতুই এক্ষণে পতিত হইলেন। তাঁহারা পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় ভূপতিত হইলেন, ভীমের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, এক দিবসেই শত্রুগণকে দগ্ধ করি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জ্জুন কার্য্যতঃ তাহা সম্পন্ন করেন নাই ; ইহাই তাঁহার পতনের কারণ। তিনি স্বকীয় ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শিতা হেতু অপরাপর ধানুকী-গণকে অবজ্ঞা করিতেন ; ইহাও তাঁহার পতনের অন্য কারণ।" তাঁহারা

অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে পতনোন্মুখ ভীম বলিলেন, "হে মহারাজ! আমি কেন পতিত হইতেছি বলুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "তুমি অতিভোজন পরায়ণ ও স্বকীয় বলে অহঙ্কৃত ছিলে, এই জন্যই তোমার পতন হইল।" একমাত্র কুক্কুর সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র স্বকীয় রথারূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে সেই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গ গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রাণোপম অনুজগণ ও প্রেমময়ী প্রণয়িনীর সঙ্গশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "তোমার আত্মীয়গণ পূর্ব্বেই স্বর্গপুরে গমন করিয়াছেন, তুমিও আমার সহিত সশরীরে আগমণ কর।" যে কুক্কুর অবিচ্ছিন্ন সহচররূপে এতদিন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, যুধিষ্ঠির তাহাকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণের প্রার্থনা করিলে, ইন্দ্র অধম কুক্কুরকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন না। ধর্ম্ম-নন্দন একান্ত আশ্রিত কুক্কুরকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগ করা অবিধেয় মনে করিলেন এবং রথারোহণে অনিচ্ছুক হইলেন। ধর্ম্ম কুক্কুররূপ ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধর্ম্মশীলতা হেতু তাঁহাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গপুরে গমন করিলেন। তথায় মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের লোকাতীত কীর্ত্তির ঘোষণা করিলেন।

স্বর্গপুরে স্বকীয় আত্মীয়গণকে দেখিতে না পাইয়া যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং যে স্থানে তাঁহারা আছেন, আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে সুররাজ! আমি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সুন্দরীর সঙ্গশূন্য হইয়া এস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব কৃপাপূর্ব্বক যেস্থানে তাঁহারা আছেন, আমাকেও সেইস্থানে লইয়া চলুন।"

———

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

যুধিষ্ঠির দেখিলেন, স্বর্গপুরে রাজা দুর্য্যোধন স্বর্গীয় শ্রী সম্পন্ন হইয়া দিব্যাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। ধর্ম্মনন্দন বলিলেন, "যাহার জন্য আমাদিগকে অশেষ অনর্থ ভোগ করিতে হইয়াছে, সেই দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধনের সহিত একলোকে বাস বা তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই স্থানেই বাস করিতে ইচ্ছা করি। নারদ বলিলেন, "ক্ষত্রিয়োচিত সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধন এই সদ্গতি লাভ করিয়াছেন; স্বর্গে বৈরভাব বিধেয় নহে; অতএব তুমি দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্ভাবে সম্মিলিত হও।" তখন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পাপাত্মা দুর্য্যোধনের যদি এই সদ্গতি লাভ হইল, তবে আমার ধর্ম্মাত্মা অনুজগণের না জানি কিরূপ মহল্লোক লাভ হইয়াছে। আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের অবস্থানের স্থান দর্শনের কামনা করি। আর কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি বীরেরাই বা কোথায় আছেন, তাহাও আমি দেখিতে ইচ্ছা করি।" তখন দেবরাজের আদেশ ক্রমে এক দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। দুর্গন্ধ পরিপূরিত মৃতশরীরাকীর্ণ, ক্রিমি ও কীট সঙ্কুল অতি অন্ধকারময় পথে যুধিষ্ঠির গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পাপীগণের ভোগ্য বিবিধ লোমহর্ষণ ব্যাপার তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন স্থান? আর কতদূরই বা এইরূপ ভাবে আমাদিগকে গমন করিতে হইবে?" দেবদূত বলিলেন, "এই পর্য্যন্তই তোমার গন্তব্যের শেষ। অতঃপর তুমি প্রত্যাগত হইতে পার।" প্রত্যাগমন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির শুনিতে লাগিলেন, অনেক ব্যক্তি করুণ স্বরে তাঁহাকে কিয়ৎকাল তথায় অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে। ধর্ম্মনন্দন জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা কে এবং কেনই বা এখানে আছেন?" চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ হইতে লাগিল; "আমি কর্ণ," "আমি ভীম," "আমি অর্জ্জুন," "আমি নকুল," "আমি সহদেব," "আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন," "আমি দ্রৌপদী" ইত্যাদি। রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সেই সুখ সৌভাগ্য এবং পুণ্যশীল আত্মীয়গণের এই দারুণ দুর্গতি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি দেব দূতকে বলিলেন, "এখানে

আমার অবস্থান হেতু আত্মীয়গণ সুখ লাভ করিতেছেন; অতএব আমি এখানেই থাকিব। স্থানান্তরে গমনের প্রয়োজন নাই।" দেবদূত ইন্দ্রের নিকট এই কথা নিবেদন করিলে, দেবরাজ তথায় সমাগত হইলেন এবং বলিলেন যে, "তোমার ও তোমার আত্মীয়গণের নরক ভোগের অবসান হইয়াছে; অতএব আইস অতঃপর সকলের সদ্গতি সন্দর্শন কর। তুমি দ্রোণের সন্তান বিষয়ে একদা প্রতারনা বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলে, এই জন্য আমি তোমাকে ছল পূর্ব্বক নরক দর্শন করাইলাম।" অনন্তর যুধিষ্ঠির দেবগণ পরিবৃত ও ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গমন করিলেন। তথায় ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, কর্ণ ও দ্রোণ প্রভৃতি সকলেরই অপরিসীম সুখ সহকৃত সদ্গতি দর্শনে যুধিষ্ঠির অপার আনন্দলাভ করিলেন। জিজ্ঞাসাদ্বারা যুধিষ্ঠির অনেক বীরের সন্ধান লইলেন এবং জানিতে পারিলেন, যে সকলেই প্রকৃষ্টগতি লাভ করিয়াছেন।

অনন্তর দেবগণের উপদেশানুসারে মন্দাকিনীর পূত সলিলে অবগাহন করিয়া যুধিষ্ঠির মানুষ ভাব বিরহিত হইলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক বাসুদেব প্রমুখ আত্মীয়গণও মাতৃকাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমানন্দে স্বর্গভোগ করিতে লাগিলেন।

হিন্দুশাস্ত্র।

অষ্টম ভাগ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অষ্টমভাগের ভূমিকা।

খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতার দুই অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশ রিয়াছিলেন ; অবশিষ্ট অধ্যায় গুলি হিন্দুশাস্ত্রের এই ভাগের জন্য অনুবাদ রিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি এ কার্য্য ধন করিয়া যাইতে পারিলেন না ; কিন্তু যে দুই অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশ রিয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকে ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি দান রিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকগণ ভগবদ্গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঙ্কমচন্দ্র কৃত অনুবাদ সযত্নে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতবর দামোদর বিদ্যানন্দ সমস্ত ভগবদ্গীতার একখানি সটীক ও তিশয় মূল্যবান সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই তীয় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই সরল অনুবাদ প্রস্তুত করিয়া আমাকে রকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিলেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীঞ্চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার ও পাণ্ডবেরা কি করিল?১

ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া লেন।২

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যূহিত পাণ্ডব-গর মহতী সেনা দর্শন করুন।৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য, যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান্, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তি-ভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ।৪ ৫.৬

হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগের অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি।৭

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ও জয়দ্রথ ৮

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবন ত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধ বিশারদ।৯

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদিগের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমা-ভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ।১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি ॥১১
তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন।১১

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চৈ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন।১২

তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল।১৩

তখন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথেস্থিত কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন।১৪

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন।১৫।১৬

পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র,—হে পৃথিবীপতে! ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন।১৭।১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্রণসমুদ্যমে ॥২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল।১৯

পরে হে মহীপতে! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।২০

অর্জ্জুন বলিলেন,—যাহারা যুদ্ধকামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয় চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে আগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।২১।২২।২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! অর্জ্জুনের দ্বারা হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎ-

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন পুত্রান্ পৌত্রান্সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১

স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর।২৪।২৫

তখন অর্জ্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ এবং সুহৃদ্গণকে দেখিলেন।২৬

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদ পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।২৭

হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে।২৮

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে।২৯

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি।৩০

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখিনা। হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহিনা, রাজ্যসুখ চাহি না।৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতংনোরাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ, কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা, এবং কুটুম্বগণ, ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন! আমি হত হইব; তথাপিও তাঁহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২।৩৩।৩৪

পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দ্দন? ৩৫

এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব। ৩৬

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তি বুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব? ৩৭।৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বাষ্ণের্য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়।৩৯

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাবির্ভাবে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বাষ্ণের্য় বর্ণসঙ্কর জন্মায়।৪০

এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদক ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়।৪১

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়।৪২

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায় তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়।৪৩

হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি।৪৪

যদি আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে।৪৫

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬

অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ ।

সঞ্জয় বলিলেন,—অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন ।৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে অর্জ্জুনবিষাদো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥৫

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জ্জুন) কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! এই শঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল?২

হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।৩

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণদ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব?৪

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয় সেও শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায় তাহা রুধিরলিপ্ত।৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভুব হ ॥৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১

আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করিনা, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত।৬

কার্পণ্যদোষে আমি অভিভূত হইয়াছি, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয় আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমাকে শিক্ষা দাও।৭

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য থাকিলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না।৮

সঞ্জয় বলিলেন,—শত্রুজয়ী অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।৯

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদ পর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন।১০

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যাম সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭

যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না।১১

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে।১২

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না।১৩

হে কৌন্তেয! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ, ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর।১৪

হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীরপুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন।১৫

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্তদর্শন করিয়াছেন।১৬

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না।১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর।১৮

যে ইহাকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে ইহাকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না।১৯

ইনি জন্মেন না, বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্ত্তমান নাই, বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না।২০

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়।২১

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হন।২২

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটেন না, আগুনে পুড়েন না, জলে ভিজেন না, এবং বাতাসে শুষ্ক হন না।২৩

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষনীয়

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫
অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬
জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১

হন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, বিকার্য্য, বলিয়া কথিত হন।২৪

অতএব ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া শোক করিও না।২৫

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্ব্বদাই জন্মে, সর্ব্বদা মরে, তথাপি মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না।২৬

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে। অতএব যাহা পরিহার্য্য, তাহাতে শোক করিও না।২৭

জীব সকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে ব্যক্ত; সেখানে শোক বিলাপ কি?২৮

এই (আত্মা) কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ লন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন; শুনিয়াও কেহ ইহাকে নিতে পারিলেন না।২৯

হে ভারত! সকলের দেহে আত্মা নিত্য ও অব্যয়। অতএব জীব সকলের না তোমার শোক করা উচিত নহে।৩০

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভীত হইও না। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের ক্ষ শ্রেয়ঃ আর নাই।৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২
অথচেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততোদুঃখতরন্নু কিম্ ॥৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮

মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে।৩২

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে।৩৩

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।৩৪

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহু মান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে।৩৫

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। তার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে ?৩৬

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় হইয়া উত্থান কর।৩৭

অতএব সুখদুঃখ লাভালাভ জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে।৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যথা পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর। তদ্দ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হইবে।৩৯

এই (কর্ম্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ম্মের অল্পেতেই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।৪০

হে কুরুনন্দন! ইহাতে (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে।৪১

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষ বহুল বাক্যবলে, যাহারা বেদবাদরত, (তদ্ভিন্ন) আর কিছুই নাই যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্য আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত; তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয় বিহীন হয় না।৪২।৪৩।৪৪

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্ হও।৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২

সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্রজলাশয়ে যাব প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন।৪৬

কর্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক তুমি কর্ম্মফলহেতু হইও না ; অকর্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক।৪৭

হে ধনঞ্জয় ! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধিং অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। এইরূপ সমত্বকে যোগ বলে।৪৮

হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট।। বুদ্ধিতে আশ্র প্রার্থনা কর, যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট।৪৯

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহ জন্মে তিনি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য, তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ।৫০

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মজনিত ফলত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন।৫১

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।৫৩

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥৫৪

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৮

তোমার "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে।৫৩

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার কি লক্ষণ? স্থিতধীব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপে [চ]লেন?৫৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যখন সকল প্রকার কামনা বর্জ্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।৫৫

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়।৫৬

যিনি সর্ব্বত্র স্নেহ শূন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভ প্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভ প্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।৫৭

কূর্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়,

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪

তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাঁহ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।৫৮

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্র অনুরাগ যায় না। (কেবল) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হই থাকে।৫৯

হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয় বলপূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হই যিনি অবস্থান করেন, যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।৬১

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে, তাহাতে আসক্তি জন্মে আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে।৬২

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হই বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে।৬৩

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপন বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন।৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু
হার বুদ্ধি স্থিত হয়।৬৫

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। তাহার শান্তি নাই; যাহার
ন্তি নাই তাহার সুখ নাই।৬৬

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান্ ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তন করে, যেমন বায়ু
ৗকা জলে মগ্ন করে সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাঁহার প্রজ্ঞা হরণ করে।৬৭

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্ব-
কারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ।৬৮

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ব্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টি-
ন্ মুণির তাহাই রাত্রি।৬৯

যেমন পূর্য্যমান্ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ
গ সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগ
লের কামনা করেন, তিনি পান না।৭০

যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতা
এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২

সাংখ্যযোগঃ।

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয়। কেবল অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো-নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি নিষ্কাম কর্ম্মের অপেক্ষা বুদ্ধিযোগই তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কেন তুমি আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধকর্ম্মে বিনিযুক্ত করিতেছ? ১

কখন কর্ম্মপ্রশংসা কখন বা জ্ঞানপ্রশংসা রূপ অসম্বদ্ধ বাক্যে কেন তুমি আমার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিতেছ; এতদুভয়ের কোন্‌টির অনুসরণ করিলে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পাপবিরহিত সখে! এই লোকে আত্মজ্ঞান সম্পন্নগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মাধিকারীগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ যোগের বিষয় আমি পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। ৩

নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহই কর্ম্মহীনতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগ দ্বারা কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ৪

ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণ প্রভাবে সকলে বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে। ৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১

যে ব্যক্তি বাক্ পানি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকলের চিন্তা করে, সেই মূঢ়মতি মানব কপটাচার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।৬

হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সাহায্যে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই বিশিষ্টরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।৭

তুমি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হও; কেন না কর্ম্মহীনতার অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর; আরও দেথ, কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না।৮

বিষ্ণুর আরাধনা ব্যতীত অন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহা মনুষ্যের কর্ম্মবন্ধন হয়; অতএব হে পার্থ! বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক।৯

আদিকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞসহকৃত প্রজাসমূহ উৎপাদন করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাক; ইহা তোমাদিগের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক।১০

যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণের সংবর্দ্ধনা কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে আপ্যায়িত করুন। এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইলে পরম মঙ্গল লাভ করিবে।১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮

যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য পদার্থ মূহ প্রদান করিবেন ; সেই দেবদত্ত বস্তু সমূহ তাঁহাদিগের উদ্দেশে উৎর্গীকৃত না করিয়া যে ব্যক্তি উপভোগ করে, সে তস্কর তুল্য।১২

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধু পুরুষগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু যে দুরাচারেরা আত্মোদর পূরণার্থ ভোজ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপই উদরস্থ করিয়া থাকে।১৩

অন্ন হইতে প্রাণিগণের উদ্ভব হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টির সমুদ্ভব হয়, সেই যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়।১৪

কর্ম্ম দেবরূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে সঞ্জাত ; অতএব সর্ব্বপ্রকাশক অবিনাশী ব্রহ্ম যজ্ঞে অবস্থিত।১৫

ইহলোকে যে ব্যক্তি উল্লিখিতরূপ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত চক্রের অনুগামী না হয়, সেই পাপজীবন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি অনর্থক জীবন ধারণ করে।১৬

কিন্তু যে ব্যক্তির কেবল আত্মবিষয়েই প্রীতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার আর কোনই কর্ত্তব্য নাই।১৭

তাদৃশ ব্যক্তির ইহলোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা পুণ্য হয় না, অথবা কর্ম্মের

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪

অকরণে কোনও পাপও হয় না। প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যাবতীয় ভূ
মধ্যে কিছুই তাঁহার আশ্রয়নীয় নহে।১৮

অতএব ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থা
যেহেতু অনাসক্ত কর্ম্মপরায়ণ পুরুষই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।১৯

জনকাদি মহাত্মাগণ কেবল নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছে
মানবকুলের কল্যাণ সাধনাভিপ্রায়েও তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়।২

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য লোকও তাহ
সম্পন্ন করে ; শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা প্রামাণ্যরূপে অবলম্বন করেন, অন্যান্য লো
তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।২১

হে পার্থ! আমার কোনই কর্ত্তব্য নাই; কারণ ত্রিলোকে আম
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠানেই প্র
আছি।২২

হে পার্থ! যদি আমি কখনও অনলস হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হ
তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথানুসরণ করিবে।

যদি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে এই লোক সকল উৎসন্ন
প্রাপ্ত হইবে এবং আমিই বর্ণসঙ্করের প্রবর্ত্তক হইব ; এইরূপে আমি প্রজ
গণকে বিনষ্ট করিব।২৪

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০

হে ভারত! কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ জনেরা যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানীগণও লোকহিতসাধনার্থ তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ২৫

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না; বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযোজিত করিবেন। ২৬

মায়ার বিকার স্বরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু অহঙ্কার প্রভাবে বিলুপ্তজ্ঞান মানবগণ আপনাকেই তৎসমস্তের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। ২৭

কিন্তু হে মহাবাহো! যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্ধারণে সক্ষম, ইন্দ্রিয় সমূহই বিষয়ে বিচরণ করে জানিয়া তাঁহারা কোন কর্ম্মেই কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না। ২৮

প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ প্রভাবে আচ্ছন্নচিত্ত মানবগণ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হয়; সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ হীনবুদ্ধিগণকে বিচলিত করিবেন না। ২৯

যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, ভগবদধীনতায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছি এরূপ বিশ্বাস সহকারে, কামনাবিহীন, মমতারহিত ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ।।৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ।।৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ।৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ।।৩৬

যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে অসূয়াবিরহিত ভাবে সতত আমার মতানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকেন।৩১

কিন্তু যাহারা দোষ কল্পনা করিয়া আমার এই মতের অনুগামী না সেই মানবগণকে অবিবেকী হিতাহিতবোধবিহীন ও পুরুষার্থ বির বলিয়া জানিবে।৩২

জ্ঞানবান্ জনও স্বকীয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের অনুরূপ কর্ম্মা করে; প্রকৃতির অনুগমন করাই প্রাণিগণের নিয়ম; অতএব তাহারা প্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে ?৩৩

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ে অনুরাগ বা বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী; অতএব দ্বেষের বশবর্ত্তী হইও না, কারণ তদুভয় পুরুষের শত্রুস্বরূপ।৩৪

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বর্ণান্তর ধর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গহীন নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠ শ্রেয়স্কর; স্বধর্ম্ম পালনে মরণও মঙ্গল; পরধর্ম্ম ভয়ানক। ৩৫

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! পাপাচরণে অভিলাষ না থাকি মানব কাহার দ্বারা, যেন বলপূর্ব্বক বিনিয়োজিত হইয়া পাপা

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাঽদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, অতীব অতৃপ্ত, নিতান্ত উগ্র কামক্রোধকে মুক্তিপথের শত্রু বলিয়া জানিবে।৩৭

অগ্নি যেরূপ ধূমের দ্বারা আবৃত, দর্পণ যেরূপ মল দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং গর্ভ যেরূপ জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, সেইরূপ এই কাম দ্বারা আত্মজ্ঞান সমাচ্ছন্ন থাকে ৩৮

হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীজনের চিরশত্রু এই তৃষ্ণারূপ অনিবার্য্য অনলতুল্য কামের দ্বারা জ্ঞান সমাচ্ছন্ন ।৩৯

ইন্দ্রিয় সমূহ, মন এবং বুদ্ধি কামের আশ্রয়স্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহাদিগেরই দ্বারা কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রাণিগণকে বিমোহিত করে।৪০

হে ভরতর্ষভ ! অতএব তুমি সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপ স্বরূপ এই কামকে নাশ কর।৪১

দেহাদির অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ।৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩

কর্ম্মযোগঃ।

হে মহাবাহো! বুদ্ধির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া এ বুদ্ধির দ্বারা অনেক নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্জ্জেয় শত্রুকে নিপাত কর।৪৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই অক্ষয়ফলপ্রদ যোগের বিষয় আমি প্রথমতঃ সূর্য্যের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম; সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।১

হে অর্জ্জুন! এইরূপে পরম্পরাগত এই যোগের বিষয় রাজর্ষিগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন; সুদীর্ঘ কালাত্যয় হেতু ইহলোকে সেই যোগ নষ্ট হইয়াছে।২

তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; এজন্য সেই সনাতন জ্ঞান কর্ম্মযোগ বৃত্তান্ত অদ্য তোমার নিকট বিবৃত করিলাম। এই যোগতত্ত্ব নিতান্ত গোপনীয়।৩

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, তোমার জন্ম পরবর্ত্তী, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে ঘটিয়াছে; অতএব তুমি যে প্রথমতঃ এই যোগের বিষয় সূর্য্যের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলে ইহা কিরূপে জানিব ?৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১

অনেক জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে; আমি সে সকলের বৃত্তান্ত অবগত আছি কিন্তু তুমি জান না।৫

আমি জন্মরহিত, বিনাশবিহীন, এবং সকল ভূতের ঈশ্বর হইলেও স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি।৬

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের হীনদশা ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।৭

ধর্ম্মাত্মাগণের রক্ষার জন্য, ধর্ম্মভ্রষ্টগণের বধের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।৮

হে অর্জ্জুন! আমার এইরূপ জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্মের তত্ত্ব যিনি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, দেহত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না। আমাকেই তিনি লাভ করেন।৯

বিষয়ানুরাগ, ভয় এবং ক্রোধবিরহিত ভাবে মদেকনিষ্ঠ ও মৎশরণাগত হইয়া, জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্রচিত্ত অনেক ব্যক্তি আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।১০

যাহারা যে প্রকারে আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। হে কৌন্তেয়! মানবেরা সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে।১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ।১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে। ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ।১৬
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ।১৭

কর্ম্মের ফলাভিলাষী মানবগণ এই নরলোকে দেবতাদিগের উপাসনা করে; কারণ কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।১২

গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে আমার দ্বারা বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সে কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ আমাকে কর্তৃত্বহীন ও শ্রমশূন্য জানিবে।১৩

কোন কর্ম্মই আমাকে আসক্ত করে না এবং কোন কর্ম্মফলেই আমার স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমার এই ভাব অবগত হইয়াছেন, তিনি আর কর্ম্মে বদ্ধ হন না।১৪

পূর্ব্বকালীন মুক্তিপ্রয়াসী মানবগণ আমার এই ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন; অতএব তুমিও সেই প্রাচীনগণের পুরাকালানুষ্ঠিত কর্ম্মই কর।১৫

কোন্‌টি কর্ম্ম এবং কোন্‌টি অকর্ম্ম ইহা বিনির্ণয় করিতে বিবেকীগণও মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন; অতএব আমি তোমার নিকট কর্ম্মের তত্ত্ব ব্যক্ত করিব; তাহা জানিলে তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।১৬

কর্ম্মতত্ত্বও জ্ঞাতব্য, বিকর্ম্মতত্ত্বও জ্ঞাতব্য এবং অকর্ম্মতত্ত্বও জ্ঞাতব্য; কর্ম্ম সমূহের স্বরূপ তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়।১৭

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম উপলব্ধি করেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং তিনিই সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠাতা যোগী।১৮

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিশূন্য ভাবে যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ জ্ঞানানল ভস্মীকৃত কর্ম্ম ব্যক্তিগণকে বুধগণ পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন।১৯

তাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য, আকাঙ্ক্ষাবিহীন ও অবলম্বন বিরহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও, বস্তুতঃ কোন কর্ম্মই করেন না।২০

কামনাশূন্য ভাবে, দেহেন্দ্রিয়াদিসংযত করিয়া, এবং সর্ব্ববিধ ভোগোপকরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শরীরধারণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসার বন্ধন ঘটে না।২১

অপ্রার্থিত লাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাতিক্রান্ত, হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ কর্ম্মকরিলেও বদ্ধ হন না।২২

কামনাবিহীন, রাগাদিপরিশূন্য, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের যজ্ঞরক্ষণার্থ কর্ম্মফল সহকারে বিলয় প্রাপ্ত হয়।২৩

যজ্ঞীয় পাত্র সমূহে ব্রহ্মজ্ঞান, ঘৃত ও ব্রহ্মবোধ, ব্রহ্মরূপ অনলে ব্রহ্মরূ

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতো রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯

[য]জমান হোম করেন এইরূপ যাঁহার বিশ্বাস সেই ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মেই গমন করেন।২৪

কোন কোন কর্ম্মযোগী দেবোদ্দেশে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; কোন কোন [জ্ঞ]ানযোগী ব্রহ্মরূপ অনলে আত্মাহুতি দান করিয়া আত্মযজ্ঞ সম্পাদন [ক]রেন।২৫

নৈষ্ঠিক যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের হোম [ক]রেন; অন্যেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকলের হোম [ক]রেন।২৬

অন্যপ্রকার যোগিগণ ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ দর্শনরূপ জ্ঞানসমুজ্জ্বলিত [আ]ত্মসংযম যোগাগ্নিতে ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্ম্ম সমূহের হোম করেন।২৭

কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ তপোযজ্ঞের সাধন [ক]রেন, কেহ কেহ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগযজ্ঞপরায়ণ, তদ্রূপ কেহ [কে]হ বেদালোচনা ও শাস্ত্রার্থাবধারণরূপ স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ সম্পন্ন [ক]রেন।২৮

কেহ কেহ অপানে প্রাণকে, কেহ কেহ প্রাণে অপানকে আহুতি দিয়া [থ]াকেন। কেহ কেহ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান [ক]রেন। অপর কেহ কেহ মিতাহারী হইয়া প্রাণাদিতে ইন্দ্রিয় সকল হোম [ক]রেন।২৯

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬

উল্লিখিতরূপ যজ্ঞজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞজনিত বিনষ্টপাপ, এবং যজ্ঞাবশি[illegible] অমৃতভোজননিরত মানবগণ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।৩০

হে কৌরব! যজ্ঞানুষ্ঠানবিরত ব্যক্তির এই লোকই নাই; অতএব লোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?৩১

বেদমুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে; তৎসমস্তই কর্ম্মজ[illegible] জানিবে। এইরূপ যজ্ঞতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে মুক্তিলাভ করিবে।৩২

হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞের অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রে[illegible] কারণ যাবতীয় কর্ম্ম নিঃশেষরূপে জ্ঞানের অন্তর্ভূত।৩৩

মহাত্মাগণকে প্রণাম, জিজ্ঞাসা ও শুশ্রূষার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় [illegible] জ্ঞাত হইবে। তাহা হইলে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সম্যগ্‌দর্শিগণ তোমাকে জ্ঞা[illegible] পদেশ প্রদান করিবেন।৩৪

হে পাণ্ডব! তাহা জানিলে পুনরায় এরূপ ভ্রম ঘটিবে না; সেই[illegible] প্রভাবে যাবতীয় ভূত অতঃপর পরমাত্মরূপ আমাতেই দেখিতে পাইবে।[illegible]

তুমি যদি যাবতীয় পাপীগণের অপেক্ষাও অধিকতর পাপকারী [illegible] তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যে, সেই পাপসমুদ্র অতি[illegible] করিবে।৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮
শ্রদ্ধাবাংল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২

জ্ঞানবিভাগযোগঃ।

হে অর্জ্জুন! প্রদীপ্ত পাবক যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অনলও তদ্রূপে কর্ম্মসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।৩৭

তপোযাগাদির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই। কালক্রমে কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, জ্ঞান স্বয়ং অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া থাকে।৩৮

শ্রদ্ধাযুক্ত, নিষ্ঠাবান্, এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে চরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৩৯

জ্ঞানবিহীন, শ্রদ্ধাবিরহিত, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ইষ্টনাশ হেতু মৃত্যুতুল্য হয়। সন্দেহাকুল ব্যক্তির এই লোক, পরলোক এবং কোন সুখই নাই।৪০

হে অর্জ্জুন! সমত্ব বুদ্ধি হেতু যাঁহার কর্ম্মসমূহ ভগবানে সমর্পিত, অদ্বৈত দর্শন হেতু যিনি সন্দেহশূন্য, নিশ্চয়জ্ঞান হেতু যিনি ভ্রান্তিবিহীন, কর্ম্মসমূহ তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না।৪১

অতএব হে ভারত! জ্ঞানরূপ কৃপাণসহকারে আত্মার অজ্ঞানতা জনিত হৃদয়স্থ এই অন্ধকার ছেদন করিয়া যোগানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।৪২

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মত্যাগের বিষয় কীর্ত্তন করি পুনরায় কর্ম্মযোগের বিষয় কহিতেছ; এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্ক তাহাই স্থিররূপে নির্দ্দেশ কর।১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষবিধায়ক কিন্তু তদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।২

যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যা বলিয়া জানিবে; কারণ হে ভুজবলশালিন্! রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি অন য়াসে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।৩

শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য জনেরা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক বলিয়া ব্যাখ্ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা কখনই সেরূপ করেন না। শাস্ত্রানুসারে তদুভয়ে একটী অনুষ্ঠান করিলেই উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।৪

জ্ঞানবলে যে স্থান লাভ করা যায়, কর্ম্মযোগীগণও সেই স্থানে গম

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥১২

করেন। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মযোগকে সমতুল্য দর্শন করেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন।৫

হে বাহুবলশালিন্! কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু কর্ম্মযোগপরায়ণ সন্ন্যাসী শীঘ্রই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।৬

কর্ম্মযোগী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, বশীভূত-দেহ, ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্ব্বভূতে আত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মে লিপ্ত হন না।৭

ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয় সমূহই ইন্দ্রিয় ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছে জানিয়া, কিছুই স্বয়ং করিতেছি না বলিয়া মনে করেন।৮।৯

যিনি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া ফলাভিলাষ পরিশূন্য ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি, জলে পদ্মপত্রের ন্যায়, কখনই পাপে প্রলিপ্ত হন না।১০

শরীর দ্বারা, মনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, অভিনিবেশবিহীন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগিগণ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।১১

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া নিষ্ঠাজাত মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥১৩
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮

কামনা যুক্ত ব্যক্তি কামনা জনিত ফলাভিসন্ধি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান ক সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয়।১২

যতচিত্ত ব্যক্তি মনের দ্বারা যাবতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নবদ্বার দেহরূপ আবাসে, স্বয়ং কোপ কর্ম্ম করিতেছি না, বা কাহারও দ্বারা করা তেছি না জানিয়া, সুখে বাস করেন।১৩

ঈশ্বর লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সহিত সংযোগও সৃষ্টি ক নাই; প্রকৃতিই তাহার প্রবর্ত্তক।১৪

পরমেশ্বর কাহার ও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানের দ্ব জ্ঞান সমাচ্ছন্ন, এই জন্যই সংসারিগণ মোহপ্রাপ্ত হয়।১৫

আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যাহাদিগের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্য যে যাবতীয় বস্তু প্রকাশ করেন, তদ্রূপে তাহাদিগের সেই জ্ঞান পরমাত্মা প্রকাশ করে।১৬

পরমাত্মাতে যাঁহাদের স্থিরাবুদ্ধি, তিনিই যাঁহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁ তেই যাঁহাদের স্থিতি, তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, যাঁহাদের জ্ঞানদ্ব পাপ পুণ্য বিনিবৃত্ত, তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম বিহীনতারূপ মুক্তি লাভ করেন।১৭

জ্ঞান ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুকুরে জ্ঞানীগণ স দৃষ্টিসম্পন্ন।১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ॥২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫

যাঁহাদের মন সমবোধসম্পন্ন, তাঁহাদের পক্ষে এই জীবনেই সংসার নিরস্ত হইয়াছে ; যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান ও বিকারবিহীন ; অতএব তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞেরা ব্রহ্মই লাভ করেন।১৯

ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মাবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ব্যক্তি ইষ্টপদার্থ লাভ করিয়া হৃষ্ট হন না, এবং অনিষ্ট সমাগমেও বিষণ্ণ হন না।২০

বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে সুখলাভ করেন; সেই পরমাত্মায় সমাধিযুক্ত ব্যক্তি অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২১

বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজনিত যে সুখ তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের কারণভূত এবং আদি ও অন্তযুক্ত। হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতগণ কখনই তাহাতে অনুরক্ত হন না।২২

যিনি মরণের পূর্ব্বেই কামক্রোধজনিত উত্তেজনা সহ্য করিতে সক্ষম তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী মনুষ্য।২৩

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মাবস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন।২৪

ক্ষীণপাপ, নিবৃত্ত-সন্দেহ, সংযতচিত্ত, সকল প্রাণীর মঙ্গল সাধন নিরত সম্যগ্‌দর্শিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন।২৫

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯
কর্ম্মসন্ন্যাসযোগঃ।

কামক্রোধবিমুক্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সংযতচিত্ত সন্ন্যাসিগণের জীবন ও ম
উভয়েই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ ঘটে।২৬

বাহ্য বিষয় সমূহ হৃদয় হইতে বর্জ্জন করিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে নেত্রা
সংন্যস্ত করিয়া এবং নাসামধ্য প্রবাহী প্রাণ ও আপন বায়ুকে সমান করি
যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, সেই মোক্ষপরায়ণ, বাস
ভীতি-ক্রোধ-বিরহিত সন্ন্যাসী সর্ব্বদা মুক্ত।২৭ ২৮

আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোগকর্ত্তা, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর, সব
প্রাণীর হিতৈষী জানিয়া সন্ন্যাসী মুক্তি লাভ করেন।২৯

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ ॥১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২
আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যিনি কর্ম্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী ; তাদৃশ ব্যক্তি অগ্নিসাধ্য কর্ম্মত্যাগী নহেন এবং অগ্নিনিরপেক্ষ কর্ম্মত্যাগীও নহেন।১

হে অর্জ্জুন ! যাহা সন্ন্যাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকেই কর্ম্ম-যোগ বলিয়া জানিবে ; কারণ ফলাভিসন্ধি না হইলে কেহই যোগী হইতে পারেন না।২

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছুক সন্ন্যাসিগণের পক্ষে কর্ম্মই সাধনস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ; জ্ঞানযোগসম্পন্নগণের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই কারণ স্বরূপ।৩

যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ও কর্ম্মে আসক্তি থাকে না, তখনই সেই কর্ম্ম ও তৎফলত্যাগী ব্যক্তি যোগারূঢ় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।৪

আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার করিবে ; তাহার অধোগতির ব্যবস্থা করিবে না ; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু।৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।১১

যাঁহার আত্মার দ্বারা আত্মা বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই আত্মা আ
বন্ধু ; কিন্তু যাঁহার আত্মা বশীকৃত হয় নাই, তাঁহার আত্মা শত্রুর
শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত।৬

কেবল জিতেন্দ্রিয় রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তির আত্মা শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃ
মানাপমানে অবিচলিত থাকে।৭

জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভাবে যাঁহার আত্মা আকাঙ্ক্ষাহীন, যিনি নির্ব্বি
জিতেন্দ্রিয় ও মৃৎপিণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন যোগী যোগারূঢ়
অভিহিত হন।৮

হিতৈষী, স্নেহবান্, শত্রু, পক্ষপাতহীন, মীমাংসক, দ্বেষের পাত্র,
হেতু উপকারক, সদাচারী ও কদাচারী ইত্যাদি সকলের প্রতিই যঁ
সমান বুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ।৯

যোগী ব্যক্তি সতত জনশূন্য স্থানে, সঙ্গশূন্য ভাবে অন্তঃকরণ ও (
সংযম করিয়া, আকাঙ্ক্ষাবিহীন এবং পরিগ্রহ পরিশূন্য হইয়া মনকে সম
করিবেন।১০

বিশুদ্ধ স্থানে ক্রমশঃ কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম, তদুপরি মৃদুবস্ত্র পা
করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ অচঞ্চল আসন স্থাপিত করিবে।
আসনে উপবিষ্ট হইয়া, চিত্ত ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্য সংযমকারী সাধক, ব

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮

করণ শুদ্ধির নিমিত্ত, মনকে বিক্ষেপরহিত করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন।১১।১২

দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিশ্চল করিয়া, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, প্রযত্ন সহকারে স্বকীয় নাসাগ্রভাগ দেখিতে থাকিবেন। এইরূপে নির্দ্দোষচিত্ত, ভীতিশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ এবং মদ্‌গতচিত্ত ও মদেকনিষ্ঠ হইয়া সমাধিযুক্ত ভাবে উপবেশন করিবেন।১৩।১৪

পূর্ব্বোক্তরূপে মনঃসংযম করিতে করিতে, সংযতচিত্ত যোগী পরিণামে নির্ব্বাণবিধায়িকা মদ্রূপে অবস্থানরূপ শান্তি লাভ করেন।১৫

হে অর্জ্জুন! অতিভোজী বা নিতান্ত আহারহীনের যোগ হয় না; নিতান্ত নিদ্রাশীল অথবা নিদ্রাহীনও যোগের আধিকারী নহেন।১৬

পরিমিত আহার-বিহার-পরায়ণ, কর্ম্মসম্বন্ধে নিয়মিত চেষ্টা সম্পন্ন, এবং পরিমিতরূপ নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ সর্ব্ববিধ সংসারদুঃখ হরণ করিয়া থাকে।১৭

যখন চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত হয়, তখনই যাবতীয় বাসনাবিষয়ে বিগততৃষ্ণ যোগী সমাহিত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫

বায়ুবিহীন প্রদেশস্থ প্রদীপ বিকম্পিত হয় না; আত্মার যোগনি
সংযতমনা যোগিদিগের তাহাই উপমাস্বরূপ।১৯

যে অবস্থায় যোগাভ্যাস প্রভাবে সংযতচিত্ত উপরত হয় এবং যে অব
পরিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে করিতে আপনা
তুষ্টি ভোগ করেন; যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাতী
আত্মদর্শনরূপ অপরিমিত সুখ সম্ভোগ করেন, এবং জ্ঞানী সেই
হইতে পরিভ্রষ্ট হন না; যে অবস্থা লাভ করিয়া অন্য কোন লাভকেই
পেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হই
ভয়ানক ক্লেশেও আর বিচলিত হন না, সেই অবস্থাকেই দুঃখ-সংস্পর্শ
যোগ বলিয়া জানিবে। হৃদয়ের দৃঢ়তার সহিত নির্ব্বেদরহিত চিত্তে
যোগানুষ্ঠান অভ্যাস করা আবশ্যক। সঙ্কল্পসম্ভূত যাবতীয় ভোগাভি
নিঃশেষরূপে পরিবর্জ্জন করিয়া, মনের শক্তিপ্রভাবে ইন্দ্রিয় সমূহকে চতু
হইতে প্রত্যাহার করিয়া, ধারণাযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মসংস্থিত ক
ধীরে ধীরে উপরত হইবে এবং সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিবে।২০।২১
২৩।২৪।২৫

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

বিষয়বিক্ষিপ্ত অস্থির মন যে যে বিষয়ে প্রধাবিত হয়, তৎসমস্ত হইতে ইহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মার অধীনতায় আনয়ন কর।২৬

যাঁহার রজোগুণ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই প্রশান্তচিত্ত, পাপ পুণ্যবিরহিত ব্রহ্মভূত যোগী সমাধিরূপ উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৭

এইরূপে সর্ব্বদা মনকে বশতাপন্ন করিতে করিতে পাপবিহীন যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎরূপ সর্ব্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হন।২৮

যোগপ্রভাবে সমাহিত চিত্ত, সকল ভূত পদার্থে সমদর্শী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং সকল ভূতকে আত্মায় অবস্থিত দেখেন।২৯

যিনি আমাকে সকল ভূতে দেখেন, এবং সকল ভূতকে আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।৩০

যিনি সকল ভূতে অবস্থিত আমাকে একান্ত অভেদ ভাবে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, সকল বিষয়ে থাকিলেও সেই যোগী আমাতেই থাকেন।৩১

হে অর্জ্জুন! যিনি সকল ভূতে সুখ বা দুঃখ আপনার ন্যায় সমান দেখেন, সেই যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহাই আমার অভিমত।৩২

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন! সর্ব্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগের ক তুমি বলিলে, মনের চঞ্চলতা হেতু, ইহা যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, আ এরূপ বোধ করি না।৩৩

হে কৃষ্ণ! মন অস্থির, শরীরেন্দ্রিয়-বিক্ষেপকারী, প্রবল ও দুর্জ্জ এতাদৃশ মনের নিরোধ, বায়ুর ন্যায় অসম্ভব বলিয়া আমি মনে করি।৩৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তদ্বি কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিরোধ ক যাইতে পারে।৩৫

যাঁহার চিত্ত বশীকৃত নহে, তাঁহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহাই আম মত; কিন্তু বশীকৃত-চিত্ত-ব্যক্তি বিহিত উপায়ানুসারে যত্ন করিলে যে লাভ করিতে পারেন।৩৬

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধা সহকারে যোগে প্রবৃত্ত হওয় পর বৈরাগ্যের শিথিলতা হেতু যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত ব্যক্তি যোগফ না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়?৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট শ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩

হে ভগবন্! ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-পরিভ্রষ্ট এবং অবলম্বনশূন্য, কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই ব্যক্তি কি বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় নষ্ট হন? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ নিঃশেষিত রূপে অপনোদিত করিতে তুমিই সক্ষম; তুমি ভিন্ন এই সন্দেহ নিবারণে সক্ষম আর কেহই থাকা সম্ভব নহে।৩৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে তাদৃশ ব্যক্তির বিনাশ নাই; যেহেতু হে বৎস! শুভানুষ্ঠাতা কখনই অধোগতি প্রাপ্ত হন না।৪০

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের ভোগ্য ব্রহ্মাদি লোকে বহুসংবৎসর বাস সুখ অনুভব করেন, তদনন্তর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্ম লাভ করেন।৪১

অথবা ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন যোগিদিগেরই বংশে জন্ম লাভ করেন; এইরূপ জন্ম, বাস্তবিকই সংসারে দুর্লভতর।৪২

উল্লিখিত রূপ জন্মে পূর্ব্বার্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তদনন্তর, হে কৌরব! সিদ্ধিলাভার্থ যত্নবান্ হইয়া থাকেন।৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৫
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥৪৭
অভ্যাসযোগঃ।

তিনি মোক্ষ সাধন বিষয়ে যত্নরহিত হইলেও, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অ
প্রভাবে, আপনাকে বশীভূত করেন। যোগের তত্ত্ব জ্ঞানেচ্ছু ব্যা
বেদবিহিত কর্ম্মফল অতিক্রম করেন।৪৪

কিন্তু প্রযত্নপরায়ণ অপেক্ষাও যত্নবান্ যোগী পাপবিহীনতা এবং অ
জন্মার্জ্জিত সম্যগ্‌দর্শন প্রভাবে শ্রেষ্ঠ মুক্তি লাভ করেন।৪৫

যোগী ব্যক্তি তপস্বী ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানীগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং
পরায়ণগণের অপেক্ষাও বিশিষ্ট, ইহাই আমার মত। অতএব হে অর্জ্জ
তুমিও যোগী হও।৪৬

যিনি আমাতেই সমাহিত চিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভ
করেন, তিনি যাবতীয় যোগীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রেত

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পার্থ! আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ও মদাশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে যেরূপে নিঃসংশয়িতভাবে আমাকে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর।১

আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানের বিষয় বিশিষ্টরূপে বলিব; তাহা জানিলে এই জগতে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে না।২

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধিলাভের যত্ন করেন; যত্নবান্ সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ আমাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারেন।৩

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।৪

হে মহাবাহো! ইহা কিন্তু অপরা; এতদপেক্ষা পরা জীবস্বরূপা আমার অন্য এক প্রকৃতি জানিবে; সেই প্রকৃতির দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে।৫

যাবতীয় ভূত এই দুই প্রকৃতিজাত জানিবে; আমি সপ্রকৃতিক জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০
বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্,।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩

হে ধনঞ্জয়! আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নাই; সূত্রে মণি স
ন্যায় আমাতে এই সমস্ত গ্রথিত রহিয়াছে।৭

হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসস্বরূপ, চন্দ্র সূর্য্যে প্রভাস্বরূপ, সকল
ওঁকার স্বরূপ, আকাশে শব্দস্বরূপ, এবং মনুষ্য সকলে পৌরুষ স্বরূপ।৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সকল ভূতে জীবন,
তপস্বিগণে তপঃ রূপে আছি।৯

হে পার্থ! আমাকে সকল ভূতের সনাতন বীজ জানিও;
বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজঃ রূপে আছি।১০

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্দিগের কামরাগবিরহিত বলরূপে ত
আমি জীব সকলে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামরূপে আছি।১১

যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব, তৎসমস্ত
হইতে উৎপন্ন জানিও; কিন্তু আমি তৎসমস্তে নাই, তৎসমস্ত আ
আছে।১২

এই তিন প্রকার গুণময় ভাব দ্বারা মোহাচ্ছন্ন এই সমুদায় জ
সকলের অতীত নির্ব্বিকার আমাকে জানিতে পারে না।১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭
উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০

আমার এই গুণময়ী অলৌকিকী মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রমনীয়া; যাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন।১৪

পাপপরায়ণ বিবেক-বিহীন নরাধমেরা, মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান-জনগণ, আসুরিক ভাব আশ্রয় করিয়া আমার শরণাগত হয় না।১৫

হে ভরতর্ষভ! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি, আমার ভজনা করেন।১৬

তন্মধ্যে, সতত মন্নিষ্ঠ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্ জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, এবং তিনিও আমার প্রিয়।১৭

ইঁহারা সকলেই উদার স্বভাব; কিন্তু জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ ইহাই আমার অভিমত; কারণ সমাহিতচিত্ত জ্ঞানী, সর্ব্বোৎকৃষ্টা গতিরূপে, আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন।১৮

বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্, সকলই নারায়ণ স্বরূপ জানিয়া আমাকে ভজনা করেন; সেইরূপ বিশুদ্ধাত্মা নিতান্ত দুর্লভ।১৯

বিভিন্ন কামনাদ্বারা বিগত বিবেক মানবগণ বিশেষ বিশেষ নিয়ম স্বীকার করিয়া এবং আপনার স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, অন্যান্য দেবতার ভজনা করে।২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭

যে যে ভক্ত, যে যে দেবমূর্ত্তিকে, শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিতে করেন, আমি সেই সেই ব্যক্তির তাহাতেই, দৃঢ়া শ্রদ্ধা বিধান করি।২১

তিনি সেইরূপ শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া তাঁহার পূজা করেন; এবং সেই মূর্ত্তি হইতে আমার দ্বারা বিহিত কামনা সমূহ প্রাপ্ত হন।২২

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি মানবগণের সেই ফল বিনাশশীল। দেবপূজ অনিত্য দেব সমূহকে প্রাপ্ত হন; আমার ভক্ত সমূহ আমাকে প্রাপ্ত হন

অল্পবুদ্ধিগণ, আমার নিত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ গ্রহণ না ক মায়াতীত আমাকে ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে।২৪

আমি যোগমায়াদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া সকলের গোচরীভূত হই সুতরাং এই অজ্ঞান মনুষ্যগণ, জন্ম রহিত নিত্য স্বরূপ, আমাকে জা পারে না।২৫

হে অর্জ্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্ত্তী বিষয়ই জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।২৬

হে অর্জ্জুন! সৃষ্টিকালে, যাবতীয় প্রাণি ইচ্ছা ও দ্বেষ সম্ভূত দ্বন্দ্ব প্রভাবে সম্মোহ প্রাপ্ত হয়।২৭

যেষামন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০

জ্ঞানযোগঃ।

কিন্তু যে সকল, পুণ্যাচারপরায়ণ মানবের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা দ্বন্দ্ব জনিত মোহ পরিশূন্য ও স্থির সঙ্কল্প হইয়া, আমারই ভজনা করেন।২৮

জরামরণের নিবৃত্তির জন্য, যাঁহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রযত্নশীল হন; তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব, যাবতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব, এবং নিঃশেষ রূপ কর্ম্মতত্ত্ব জানিতে পারেন।২৯

যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানেন; সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন।৩০

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন,—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি
কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? এবং অধিদৈব কাহাকে বলে?১

অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে এই দেহে অবস্থান করেন? হে মধুসূ
মৃত্যুকালে তুমি কি প্রকারে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞেয় হইয়া থাক

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—জগতের মূল কারণ স্বরূপ অক্ষরকে ব্রহ্ম ব
স্বভাবই অধ্যাত্ম কথিত হয়; ভূত সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিধায়ক
ত্যাগরূপ যজ্ঞ, কর্ম্ম শব্দে অভিহিত।৩

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ অধিভূত; পুরুষ অধিদৈ
এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।৪

মৃত্যু সময়ে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ ক
তিনি মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।৫

হে কৌন্তেয়! যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২

ত্যাগ করেন, তিনি সতত সেই ভাবে নিবিষ্ট চিত্ত হওয়ায় সেই সেই ভাবে প্রাপ্ত হন।৬

অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর; আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।৭

হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তদ্বারা, দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।৮

সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, নিয়ামক, সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম, সকলের পালক, অচিন্ত্য রূপ, সূর্য্য প্রভা, প্রকৃতির অতীত পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া অবিচলিত মনের দ্বারা যোগ প্রভাবে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রাণকে সংস্থাপিত করিয়া যিনি স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।৯।১০

ব্রহ্মজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া উল্লেখ করেন, বিরাগী যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তোমাকে সেই প্রাপ্য বস্তুর বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি।১১

ইন্দ্রিয়দ্বার সমূহ সংযম করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আপনার প্রাণকে স্থাপন করিয়া, যোগজনিত স্থিরত্ব

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্য্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯

আশ্রয় করিয়া, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ এবং আমায় স্মরণ ক করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া গমন করেন, তিনি পরম গতি হন।১২।১৩

হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্তে সর্ব্বদা নিয়ত আমাকে স্মরণ করেন, নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।১৪

মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া, আর দুঃখের আলয় স্বরূপ, অ জন্ম গ্রহণ করেন না। কারণ তাঁহারা পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।১৫

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল, হে কৌন্তেয়! আমাকে পাইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।১৬

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একদিন, এবং সহস্র যুগান্ত রাত্রি, ইহা যাঁ জানেন, সেই ব্যক্তিগণ অহোরাত্র বেত্তা।১৭

ব্রহ্মার দিবসের আগমে, অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মরাত্রির উপক্রমে সেই অব্যক্ত স্বরূপেই সকলই প্রলীন হয়।১৮

হে পার্থ! এই ভূত সমূহ জন্ম গ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে প্র হয়, দিনের আগমে অবশভাবে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়।১৯

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬

কিন্তু সেই অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ অন্য অব্যক্ত সনাতনে যে ভাব আছে, মস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও, তাহা বিনষ্ট হয় না।২০

যে অব্যক্ত অক্ষর নামে অভিহিত হয়, তাহাকে পরমা গতি বলে; াহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, তাহাই আমার পরম াম।২১

হে পার্থ! ভূত সমূহ যাঁহার অন্তর্নিহিত আছে, যাঁহাদ্বারা এই জগৎ াপ্ত রহিয়াছে, সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।২২

হে ভরতর্ষভ! যে কালে প্রয়াণ করিলে, যোগীগণকে পুনরাবর্ত্তন রিতে হয় না এবং যে কালে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, সেই কালের বিষয় হিতেছি।২৩

অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণরূপ ছয় মাস, এই সময়ে প্রয়াণ- াল ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মে গমন করেন।২৪

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, এবং দক্ষিণায়ন ছয়মাস, এই সময়ে প্রয়াণশীল াগী, চন্দ্রমস জ্যোতিঃ ভোগ করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হন।২৫

জগতের শুক্ল, কৃষ্ণ, এই দুই মার্গ, অনাদিরূপে কথিত; তদুভয়ের কটী দ্বারা মোক্ষলাভ হয় অপরটী দ্বারা পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়।২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভবার্জ্জুন ॥২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্য

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ।

হে পার্থ! এই দুই পন্থা পরিজ্ঞাত হইলে, কোন যোগী মোহগ্রস্ত
না; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সকল কালে যোগযুক্ত হও।২৭

বেদ সমূহে, যজ্ঞ সকলে, তপস্যা সমুদয়ে, এবং দানে, যে পুণ্য ফল
দিষ্ট আছে, এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী তৎসমস্ত অতিক্রম করেন, এবং
স্বরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন।২৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥৩

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই গুহ্যতম বিজ্ঞানসহকৃত জ্ঞান তোমাকে কহিতেছি; কেননা তুমি দোষদৃষ্টি বিরহিত, ইহা জানিলে অমঙ্গল হইতে ...ক্তি লাভ করিবে।১

ইহা গুহ্যতম, বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, সহজবোধ্য, ধর্ম্মসম্মত, সুখসাধ্য ...বং অক্ষয়।২

হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যু-...াপ্ত সংসার পথে নিবর্ত্তিত হয়।৩

আমি অব্যক্ত রূপ দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। সমুদয় ...ত আমাতে অবস্থিত; আমি সে সকলে অবস্থিত নহি।৪

আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর; ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত ...হে। আমার আত্মা ভূতধারক ও ভূতপালক অথচ আমি ভূত সমূহে ...বস্থিত নহি।৫

সর্ব্বব্যাপী এবং মহান্ বায়ু যেরূপ নিত্য আকাশে অবস্থিত, তদ্রূপ ...ত সমুদয় আমাতে অবস্থিত; ইহা জানিও।৬

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥৮
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥১১
মোঘাশামোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥১৩

হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে ভূত সমুদয় আমার প্রকৃতিতে গমন পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি তৎসমুদয়কে উৎপাদন করি।৭

স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির বশবর্ত্তী এই সমুদ পরবশ ভূত সমূহকে বার বার সৃষ্টি করি।৮

হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্ম, আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি তাহাতে অনাসক্ত উদাসীনবৎ অবস্থিত।৯

অধিষ্ঠাতৃরূপ মৎকর্ত্তৃক প্রকৃতি চরাচরের সহিত বিশ্বের উৎপাদন হে কৌন্তেয়! এই নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়।১০

আমি ভূত সমূহের মহেশ্বর, আমার পরমভাব না জানিয়া আমাকে মনুষ্য শরীরাশ্রিত বলিয়া অবজ্ঞা করে।১১

ইহারা বুদ্ধিনাশকারী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করি মনোরথ, ভ্রষ্টকর্ম্ম, বিলুপ্তজ্ঞান, বিক্ষিপ্তচিত্ত।১২

হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহাত্মাগণ আমাকে ভূত সমূহের কারণ ও নিত্য স্বরূপ জানিয়া অনন্যমনে ভজনা করেন।১৩

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০

তাঁহারা সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করেন, দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্ন করেন, ভক্তিভরে প্রণাম করেন, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন।১৪

অন্যেরা জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া আমার উপাসনা করেন; কেহ কেহ এক ভাবে, কেহ বা পৃথক ভাবে সর্ব্বাত্মক স্বরূপ আমাকে নানা প্রকারে উপাসনা করেন।১৫

আমি শ্রৌতযজ্ঞ, আমি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি অগ্নি, আমিই হোম।১৬

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞাতব্য, পবিত্র, ওঁকার, ঋক্ সাম এবং যজুঃ।১৭।

আমি এই জগতের গতি, পালক, প্রভু, দ্রষ্টা, নিবাস, আশ্রয়, হিতকাম, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয় স্থান এবং অবিনাশী কারণ।১৮

হে অর্জ্জুন! আমি তাপ দান করি, আমি বর্ষণ, এবং আকর্ষণ করি, আমিই জীবন, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমি সৎ এবং আমিই অসৎ।১৯

বেদজ্ঞগণ বেদ-সংগত যজ্ঞদ্বারা আমাকে তৃপ্ত করিয়া, সোমপান পূর্ব্বক

তে তং ভুক্‌ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশ
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহম্ ॥২২

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬

পাপ পরিশূন্য হইয়া স্বর্গ গমন প্রার্থনা করেন। তাঁহাবা পুণ্য স্বরূপ লোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেব-ভোগ সকল ভোগ করেন।২০

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে, পুন মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া (কামনা হেতু বারংবার সংসারে গমনাগমন করেন।২১

অনন্য ভাবে আমার চিন্তা করিতে করিতে যে মানবেরা উপাসনা ক আমি সেই মদেকনিষ্ঠগণের যোগক্ষেম বহন করি।২২

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধা সহকারে ভক্ত ভাবে যাঁহারা অন্য দেবত ভজনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক ভজনা ক থাকেন।২৩

কারণ আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; কিন্তু তাঁহারা আ যথাবৎ জানেন না। এই জন্যই পুনরাবর্ত্তিত হন।২৪

দেবপরায়ণগণ, দেবলোকে গমন করেন; পিতৃপরায়ণগণ পিতৃে গমন করেন, ভূত পূজকগণ ভূত লোকে গমন করেন; কিন্তু আমার অ কারীগণ আমাতেই গমন করেন।২৫

যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান ক আমি সংযতচিত্ত কর্তৃক ভক্ত্যুপহার স্বরূপে প্রদত্ত তৎসমস্ত করি।২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১
মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

হে কৌন্তেয় যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর যাহা তপস্যা কর, তৎ সমস্ত আমাকে অর্পণ করিবে ।২৭

এইরূপে কর্ম্মবন্ধনভূত শুভাশুভ ফল হইতে মোক্ষ্য লাভ করিবে। বিমুক্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইলে তুমি আমাকে পাইবে ।২৮

আমি সকল ভূতেই সমভাবে বিরাজিত ; আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই ; যাঁহারা ভক্তি সহকারে আমায় ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন। এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থান করি ।২৯

অতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য-ভজন-বিমুখ হইয়া আমায় ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনিও সাধুরূপে পরিগণিত। কারণ তিনি উৎকৃষ্ট অধ্যবসায়পরায়ণ ।৩০

তাদৃশ ব্যক্তি ত্বরায় ধর্ম্মাত্মা হন, তদনন্তর চিরশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত বিনষ্ট হন না। ইহা তুমি নিশ্চয় রূপে সমর্থন করিতে পার ।৩১

হে পার্থ! যাহারা পাপিষ্ঠকুলজাত অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র তাহারাও আমার ভজনপরায়ণ হইলে, নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব ?৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগঃ।

তুমি অনিত্য, অশুভপ্রদ এই মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে কর।৩৩

মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী হও, আমাকে নমস্কার কর; মৎপরায়ণ মনকে আমাতে সমাহিত করিয়া আমাকেই লাভ করিবে।৩৪

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরমাত্ম বিষয়ক বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রীতিমান্; আমি তোমার হিতার্থ তাহা কহিতেছি।১

দেবগণ আমার আবির্ভাব জানেন না। মহর্ষিগণও অবগত নহেন, কারণ আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সর্ব্ব প্রকারেই আদি।২

যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও লোক সকলের মহেশ্বর বলিয়া জানেন তিনি মনুষ্য লোকে মোহশূন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অযশ, ভূত সমূহের এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভাব আমা হইতেই জন্মিয়া থাকে।৪।৫

সাতজন মহর্ষি, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন, মনু সকল, আমার প্রভাব বিশিষ্ট এবং আমারই মানস সম্ভূত। জগতে এই সকল মনুষ্য তাহাদের প্রজা।৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩

যিনি আমার এই সকল বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি সমাধিতে যুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই।৭

আমি সকলের উৎপত্তি স্থল ; আমা হইতেই সমুদয় প্রবর্ত্তিত ; জানিয়া বুধগণ মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজনা করেন।৮

মদেক নিষ্ঠ, মদ্‌গতপ্রাণ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার কথা বুঝাই সর্ব্বদা আমার প্রসঙ্গালাপ করিয়া সন্তোষ ও সুখ সম্ভোগ করেন।৯

সর্ব্বদা আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত এবং প্রীতি সহকারে আমার ভজন ব্যক্তিগণকে আমি এই বুদ্ধি যোগ প্রদান করি। এতদ্দ্বারা তাঁহারা আ লাভ করেন।১০

তাঁহাদের অনুগ্রহার্থে আমি আত্মভাবে অবস্থান করিয়া প্র জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করি।১১

অর্জ্জুন বলিলেন,—আপনি পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয়, এবং পরম পবিত্র স দিব্য পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, বিভু। যাবতীয় ঋষি, দেবর্ষি

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯

অসিত দেবল এবং ব্যাস আপনাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন ; আপনি স্বয়ংও এইরূপ বলিতেছেন।১২।১৩

হে কেশব! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, এ সকল সত্য মনে করি। যেহেতু হে ভগবন্! আপনার আবির্ভাব দেবগণ জানেন না, দানবগণও জানেন না।১৪

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি স্বয়ংই আপনার দ্বারা আপনাকে জান।১৫

তুমি যে বিভূতি সমূহ দ্বারা এই সকল লোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই দিব্য বিভূতি সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন কর।১৬

হে যোগীশ! কিরূপে সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমাকে জানিতে পারিব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ ভাবে আমি তোমার চিন্তা করিব।১৭

হে জনার্দ্দন! আপনার যোগৈশ্বর্য্য এবং বিভূতি, বিস্তারিত রূপে পুনরায় বল। যেহেতু তোমার বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার দিব্য বিভূতি সকলের প্রধানগুলির বিষয় তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার বিভূতির শেষ নাই।১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬

হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা; ভূত স
আদি, মধ্য এবং অন্তও আমি।২০

আমিই আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কির
সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র।২১

বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় স
মধ্যে মন, এবং ভূত সমূহের চেতনা।২২

রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুদিগের
অগ্নি, পর্ব্বত সমূহের মধ্যে সুমেরু।২৩

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতদিগের মধ্যে বৃহস্পতি জানিও,
সেনাপতিদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয়। জলাশয়ের মধ্যে সাগর।২৪

মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সমূহের মধ্যে ওঙ্কার, যজ্ঞের
জপযজ্ঞ, স্থাবরদিগের মধ্যে হিমালয়।২৫

যাবতীয় বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ। দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব
মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি।২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥৩৩

অশ্ব এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে অমৃতোদ্ধারার্থ সমুদ্রমন্থনোৎ-ন্ন উচ্চৈঃশ্রবা এবং ঐরাবত জানিও, মানবগণ মধ্যে আমাকে নরাধিপ জানিও।২৭

অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি প্রজা-ণের উৎপত্তির হেতু স্বরূপ কন্দর্প, এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি।২৮

আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিরাসকগণের মধ্যে যম।২৯

দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকারকদিগের মধ্যে আমি কাল, মৃগদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড়।৩০

বেগবানগণের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, স্রোতস্বতীগণের মধ্যে জাহ্নবী।৩১

হে অর্জ্জুন সৃষ্ট পদার্থ সমূহের আমি মধ্য ও আমিই অন্ত, বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা, বাদীগণের মধ্যে আমি বাদ।৩৮

অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমি অক্ষয়কাল, আমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বিধাতা।৩৩

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬
বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥৩৭
দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০

আমি সর্ব্ব সংহারক মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ প্রাণিগণের উদ্ভব, নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা আমিই।৩৪

আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দ সকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত।৩৫

আমি বঞ্চকগণের সম্বন্ধে দ্যূত, তেজস্বীদিগের তেজঃ, আমি জেতৃদিগের জয়, উদ্যমশালীদিগের উদ্যম, সাত্ত্বিকদিগের সত্ত্ব।৩৬

আমি বৃষ্ণিদিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য।৩৭

আমি দমনকারীদিগের সম্বন্ধে দণ্ড, বিজয়কামীদিগের সম্বন্ধে নীতি, গোপ্য সকলের মৌন, জ্ঞানবানগণের জ্ঞান।৩৮

হে অর্জ্জুন! যাহা সকল ভুতের বীজ, তাহা আমি; আমি ব্যতীত থাকিতে পারে এরূপ চর বা অচর ভূত নাই।৩৯

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সকলের শেষ নাই, সেই বিভূতি বাহুল্য তোমার নিকট মৎকর্ত্তৃক সংক্ষেপে কথিত হইল।৪০

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২
বিভূতিযোগঃ।

ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত সম্পত্তি সমন্বিত, প্রভাবাদি বিশিষ্ট যে যে বস্তু আছে তৎ সমস্ত আমার তেজ প্রভাবের অংশ সম্ভূত জানিবে।৪১

অথবা হে ধনঞ্জয়! এইরূপ বহুজ্ঞানের আবশ্যকতা কি? আমি এই নিখিল জগতে একাংশ দ্বারা স্বীয় ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।৪২

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২
এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থরূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—আমাকে অনুগ্রহ প্রকাশার্থ যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-নামাভিধেয় বাক্য, তোমার দ্বারা কথিত হইল, তদ্দ্বারা আমার এই মোহ বিগত হইল।১

হে পদ্মলোচন! তোমার নিকট হইতে ভূত সমূহের সৃষ্টি ও প্রলয় এবং অক্ষয় মাহাত্ম্য মৎ কর্ত্তৃক বিস্তারিতরূপে শ্রুত হইল।২

হে পরমেশ্বর! তুমি আপনার বিষয় যেরূপ বলিলে, ইহা এই [illegible]
হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বরিকরূপ দর্শন করিতে আমি ইচ্ছা [illegible]

হে প্রভো! যদি তাহা দর্শন করিতে আমি সমর্থ [illegible]
তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে সেই অব্যয় আত্মা দেখাও।৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! আমার অলৌকিক নানাবিধ নানা-বর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ।৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২

হে ভারত! আদিত্য সমূহ, বসু সমূহ, রুদ্র সমূহ, অশ্বিদ্বয় এবং মরুৎ মূহ দর্শন কর। অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন কর।৬

হে গুড়াকেশ! এই দেহে একত্র স্থিত যাবতীয় সচরাচর জগৎ এবং ন্য যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, অদ্য দেখ।৭

এই নিজ চক্ষুদ্বারাই কিন্তু তুমি আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। মাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি। আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।৮

সঞ্জয় বলিলেন,—মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তদনন্তর পার্থকে ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন।৯

রূপ অনেক মুখ নেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুতদর্শন সমন্বিত, অনেক রণ সম্পন্ন, এবং অনেক উদ্যত অলৌকিক অস্ত্র সমন্বিত।১০

ব্যমালা ও বস্ত্রধারী দিব্য গন্ধ অনুলেপনযুক্ত সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সমুজ্জ্বল ও এবং সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট।১১

আকাশে সহস্র সূর্য্যের কিরণ যদি এককালে সমুদিত হয় তাহা সেই হাত্মার প্রভার অনুরূপ হইতে পারে।১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮

তখন অর্জ্জুন সেই পরম দেবের শরীরে বহুভাগে বিভক্ত সমুদয় জগৎ একত্রিত দর্শন করিলেন।১৩

তদনন্তর বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত ধনঞ্জয় সেই দেবতাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন।১৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে দেব! তোমার দেহে সমুদয় দেবতা এবং বিশেষ প্রাণি সমূহ, দিব্য ঋষি সকল, সমুদয় সর্প, সকলের ঈশ্বর, কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি।১৫

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! অনেক বাহু, উদর, মুখ, নেত্র সমন্বিত অনন্তরূপ তোমাকে সকল স্থানেই দেখিতেছি। কিন্তু তোমার আদি, মধ্য, অন্ত দেখিতেছি না।১৬

কিরীটি, গদা-হস্ত, চক্রধারী সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ জ্যোতির্ম্ময়, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যবৎ তেজস্বী এবং অপ্রমেয় তোমাকে সকল দেহে দেখিতেছি।১৭

তুমিই অক্ষর পরম জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠাশ্রয়, তুমি অব্যয় ও বর্ণ আশ্রমধর্ম্মরক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ ইহাই আমার মত।১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্ ॥২৩
নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪

আদি, মধ্য ও অন্ত বিরহিত অনন্তবীর্য্য, অনন্ত বাহু, শশিসূর্য্য নেত্র, প্রদীপ্ত পাবক-বদন, স্বীয় তেজদ্বারা এই বিশ্বের সন্তাপক তোমাকে দেখিতেছি।১৯

হে মহাত্মন্! স্বর্গ ও পৃথিবীর ব্যবধানভূত অন্তরীক্ষ, এবং সকল দিক্ একমাত্র তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত; তোমার এই অদ্ভুত ঘোররূপ দর্শন করিয়া লোকত্রয় নিরতিশয় ব্যথিত হইতেছে।২০

এই দেবগণ নিশ্চয়ই তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন; কেহ বা ভয়াকুল হইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'স্বস্তি' এই কথা বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে তোমার স্তব করিতেছেন।২১

রুদ্র ও আদিত্যগণ, বসু সকল, যাহারা সাধ্যদেবতা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ সমূহ, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন।২২

হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ চক্ষুযুক্ত বহু হস্ত-উরু-চরণ-সমন্বিত, বহু উদরবিশিষ্ট, বহু দন্ত জন্য ভয়ানক, মহৎ রূপ দেখিয়া লোক সমূহ এবং আমিও অতিশয় ভয়াকুল হইয়াছি।২৩

হে বিষ্ণো! অন্তরীক্ষস্পর্শী প্রদীপ্ত, অনেক বর্ণ সম্পন্ন, বিবৃত-বদন, অত্যুজ্জ্বল বিশাল-লোচন-বিশিষ্ট তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নিরতিশয় ভয়াকুল চিত্তে ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি না।২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি ॥২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০

হে দেবেশ! দশন বিকৃত প্রলয়াগ্নি সদৃশ তোমার মুখসমূহ দেখিয়া আমি দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না এবং সুখ পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও।২৫

ভূপাল সমূহের সহিত, ধৃতরাষ্ট্রের ঐ সকল পুত্রই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, আমাদিগেরও যোদ্ধৃপ্রধানগণের সহিত ধাবমান হইয়া তোমার বিকৃত দন্তজনিত ভয়ানক মুখ সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কেহ বা, বিচূর্ণিত মস্তক হইয়া দন্ত সন্ধিতে দৃষ্ট হইতেছে।২৬।২৭

যেমন নদী সমূহের অনেক জলপ্রবাহ, সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই নরলোকের বীরসমূহ তোমার সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমান্ মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে।২৮

যেমন পতঙ্গ সমূহ বিবর্দ্ধিত-বেগশালী হইয়া মরণের নিমিত্ত প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে, তদ্রূপই বেগ সহকারে লোকেরা নাশের নিমিত্তই তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে।২৯

প্রজ্বলিত বদনসমূহ দ্বারা লোক সমূহকে গ্রাস করিয়া অবলেহন করিতেছ; হে বিষ্ণো! তোমার উগ্রপ্রভাসমূহ তেজদ্দারা সমগ্র জগৎ আপূরিত করিয়া দগ্ধ করিতেছে।৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫

উগ্রমূর্ত্তিশালী আপনি কে? আমাকে বলুন, তোমাকে নমস্কার; হে দেববর! প্রসন্ন হও; আদি পুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি; যেহেতু তোমার প্রবৃত্তি আমি জানি না।৩১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি লোক-ক্ষয়কারী অনন্ত কাল; লোক সমূহকে সংহার করিবার নিমিত্ত ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি; তুমি বধ না করিলেও প্রতিকূল সৈন্য মধ্যে যে যোদ্ধৃবর্গ অবস্থিত আছেন, তাঁহারা কেহই থাকিবেন না।৩২

অতএব তুমি উত্থিত হও। যশ লাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধি সম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর; ইহারা সকলে মৎ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে। হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।৩৩

মৎ কর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীর-গণকেও তুমি পরাভূত কর; ভীত হইও না; রণে প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে জয় করিতে পারিবে; অতএব যুদ্ধ কর।৩৪

সঞ্জয় কহিলেন,—কেশবের এই বচন শ্রবণ করিয়া কম্পমান্ কিরীটী কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া নিতান্ত ভয়াকুল ভাবে প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় গদ্গদ্ ভাবে কহিতে লাগিলেন।৩৫

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে, জগৎবাসীগণ হর্ষ লাভ করে, এবং অনুরক্ত হইয়া থাকে; রাক্ষসেরা ভয়াকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে; এবং সিদ্ধগণ নমস্কার করে। ইহা উপযুক্ত বটে।৩৬

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মার অপেক্ষাও গুরুতর এবং আদিকর্ত্তা তোমাকে কেননা নমস্কার করিবে? সৎ, অসৎ এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম তুমিই।৩৭

হে অনন্তরূপ! তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি পুরাতন পুরুষ, এই বিশ্বের লয়স্থান, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম তোমা কর্ত্তৃক বিশ্ব ব্যাপ্ত।৩৮

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক; প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্রবার নমস্কার; পুনরায় সহস্র নমস্কার; আবারও বার বার নমস্কার।৩৯

হে সর্ব্ব! তোমাকে সম্মুখে এবং পশ্চাদ্দিকে নমস্কার; তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার; হে অনন্তবীর্য্য অমিতবিক্রম! তুমি সকলই ব্যাপিয়া আছ; তজ্জন্য তুমি সর্ব্বস্বরূপ।৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ॥৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬

তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানায় মৎ কর্ত্তৃক প্রমাদ বশতঃ বা প্রণয় হেতু সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! ইত্যাকার তাচ্ছিল্যসূচক যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে; হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, ভোজন ও উপবেশনকালে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষেও পরিহাসচ্ছলে তুমি যে অনাদৃত হইয়াছ, অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।৪১।৪২

হে অপ্রতিমপ্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা; অতএব পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও শ্রেষ্ঠ; লোকত্রয়েও তোমার সমান কেহ নাই। তোমা অপেক্ষা অধিক কে আর থাকিতে পারে?৪৩

হে দেব! অতএব আমি শরীরকে নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক, স্তবনীয় ঈশ্বর, তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি; পুত্রের পিতার ন্যায়, সখার সখার ন্যায়, প্রেমাস্পদের প্রেমাস্পদের ন্যায় আমার অপরাধ সহ্য কর।৪৪

হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া হৃষ্ট হইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আমার মন ব্যাকুলিত হইতেছে; অতএব তোমার সেইরূপই আমাকে দেখাও। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও।৪৫

আমি পূর্ব্ববৎ তোমাকে কিরীটী, গদাধর ও চক্রপাণি দেখিতে ইচ্ছা করি; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! পূর্ব্ববৎ চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হও।৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তোমার আত্মযোগ প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া মৎ কর্ত্তৃক এই তেজোময় বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্য, আমার পরমরূপ প্রদর্শিত হইল। এইরূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই।৪৭

হে কুরুপ্রবীর! বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া বা উৎকট তপস্যা দ্বারা এইরূপ রূপ তুমি ভিন্ন মনুষ্যলোকে আর কেহ দেখিতে পায় না।৪৮

আমার এই ভয়ানক রূপদর্শনে তুমি ব্যথিত বা বিমূঢ়চিত্ত হইও না; ভীতিশূন্য প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই পূর্ব্বদৃষ্ট রূপই দর্শন কর।৪৯

সঞ্জয় কহিলেন,—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন; মহাত্মা সৌম্য কলেবর হইয়া পুনরায় ভয়াকুল অর্জ্জুনকে আশ্বাসিত করিলেন.।৫০

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন্! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া অধুনা আমি প্রসন্নচিত্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম।৫১

श्रीभगवानुवाच ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার এই কঠোর-দর্শনীয় যে রূপ তুমি দেখিলে, দেবতারাও সর্ব্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী।৫২

আমাকে যেরূপ দেখিলে বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞদ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।৫৩

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যভক্তি দ্বারা এবংবিধ রূপে আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।৫৪

হে পাণ্ডব! যিনি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান পরায়ণ, আমিই যাঁহার পরম পদার্থ, যিনি আমার ভক্ত, যিনি আসক্তিশূন্য এবং যিনি সর্ব্ব প্রাণিতে শত্রু-ভাব বিরহিত তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।৫৫

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—এইরূপ নিত্যযুক্ত যে সকল ভক্ত, তোমার উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া শ্রেষ্ঠা শ্রদ্ধা সহকারে নিত্যযুক্ত ভাবে যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম।২

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচল, ধ্রুব, অক্ষর, কূটস্থের উপাসনা করেন, সেই সর্ব্ব ভূতের হিতপরায়ণগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।৩ ৪

সেই অব্যক্ত আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের সিদ্ধি বিষয়ে অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়া থাকে, কারণ মনুষ্যগণ দুঃখ সহকারে অব্যক্ত সম্বন্ধে নিষ্ঠা লাভ করে।৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি স ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম ॥৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২

কিন্তু যাঁহারা অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন; হে পার্থ! আমি সেই মন্নিষ্ঠচিত্তদিগকে মৃত্যু পরিবৃত সংসার-সাগর হইতে অচিরে সমুদ্ধৃত করি।৬।৭

আমাতেই মন স্থির কর; আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর; তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থান করিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই।৮

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে অভ্যাসযোগসহকারে আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা কর।৯

অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ হও; মদর্থে কর্ম্ম করিতে করিতেও সিদ্ধি লাভ করিবে।১০

যদি ইহাও সম্পাদনে অক্ষম হও, তাহা হইলে মদেক শরণত্ব আশ্রয় পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ কর।১১

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান বিশিষ্ট, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেয়ঃ, ত্যাগ হইতে শীঘ্র শান্তি জন্মে।১২

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥১৯

সকল ভূতে দ্বেষ রহিত, মিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন, কৃপালু, মমতা শূন্য, নিরহঙ্কার সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাবান্, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যোগনিষ্ঠ, সংযতচিত্ত, স্থির সঙ্কল্প, মন্ন্যস্ত মনোবুদ্ধি যে মদ্ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।১৩।১৪

যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না; যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও ক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।১৫

সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচাচারসম্পন্ন, আলস্যবিহীন, পক্ষপাতবিরহিত চিন্তাশূন্য, সঙ্কল্প বিকল্প বিহীন, আমার যে ভক্ত তিনিই আমার প্রিয়।১৬

যিনি হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগী ও মদ্ভক্তিমান্ তিনি আমার প্রিয়।১৭

শত্রু এবং মিত্রে, মান এবং অপমানে শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখে সমান বুদ্ধিযুক্ত, অনাসক্ত, নিন্দা বা স্তবে তুল্যজ্ঞান, সংযতবাক্, যে কিছুতেই সন্তুষ্ট বাসস্থান হীন, স্থিরবুদ্ধি আমাতে ভক্তিমান মানবেরা আমার প্রিয়।১৮।১৯

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০

ভক্তিযোগঃ।

যাঁহারা উল্লিখিত রূপ এই ধর্ম্মামৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অতিশয় প্রিয়।২০

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্বিদঃ॥১
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥২
তৎঃক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥৩
ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্ব্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কেশব! প্রকৃতি এবং পুরুষ, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সকলের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই শরীরই ক্ষেত্র, যিনি ইহাকে জানেন, শরীরতত্ত্ববিদ্গণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।১

হে ভারত! সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই আমার মতানুসারে প্রকৃষ্ট জ্ঞান।২

সেই ক্ষেত্র যাহা, যেরূপ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, যে যে বিকার যুক্ত, যাহা হইতে উৎপন্ন, এবং বিকার সহিত যে রূপ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যিনি, যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।৩

ব্রহ্ম-সূত্র, এবং ব্রহ্মপদদ্বারা ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহু প্রকারে বিনীর্নিত, যুক্তিবানগণ কর্ত্তৃক বিনিশ্চিত, বিবিধ বেদ দ্বারা বহু প্রকারে প্রতিপাদিত।৪

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১১
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥১২

মহাভূত সমূহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন, তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৈর্য্য এই বিকার সহকৃত ক্ষেত্রের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল।৫।৬

শ্লাঘা, রাহিত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরত্ব, আত্ম-নিগ্রহ, বিষয়-বৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি জনিত দুঃখ ও দোষের উপলব্ধি; পুত্র দার প্রভৃতিতে আসক্তিহীনতা, তাহাদের সুখ দুঃখে সুখদুঃখবোধরাহিত্য, ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সতত সমচিত্ততা, আমাতে অনন্যযোগে একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে নিবাস, জনাকীর্ণ স্থানে বিরাগ; সতত আত্মজ্ঞান পরায়ণতা, তত্ত্বজ্ঞান দর্শন, ইহাই জ্ঞান নামে কথিত। যাহা ইহার বিরুদ্ধ তাহাই অজ্ঞান।৭।৮।৯।১০।১১

যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি; তাহা জানিলে মোক্ষ লাভ হয়। তিনি অনাদি, পরব্রহ্ম এবং সৎ ও অসৎ নহেন।১২

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকেচ তৎ ॥১৫
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯

তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র কর্ণ বিশিষ্ট, জগতে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।১৩

তিনি সকলেন্দ্রিয় গুণের আভাসবিশিষ্ট, সকলেন্দ্রিয়বিরহিত, সঙ্গশূন্য, সকলের আধার ভূত, নির্গুণ এবং গুণের পালক।১৪

তিনি ভূত সমূহের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন। স্থাবর এবং জঙ্গম তিনি; রূপবিহীনত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়, তিনি দূরস্থ এবং নিকটস্থ।১৫

ভূত সমূহে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্ত ভাবেই অবস্থিত, সেই জ্ঞেয় বস্তু ভূত সমূহের পালক, গ্রাসকারী এবং আবির্ভাবকর্ত্তা।১৬

তিনি জ্যোতিষ্কদিগের জ্যোতিঃ, অজ্ঞান কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য। সকলের হৃদয়ে নিয়ামকরূপে তিনি অবস্থিত।১৭

এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা বুঝিয়া মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।১৮

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে, দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার, এবং গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে জাত জানিবে।১৯

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্র
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃ ॥২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্ক্তে ...ান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্ ...ন্মসু ॥২১
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬

কার্য্য এবং কারণের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতুরূপে কথিত হন; সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব বিষয়ে পুরুষই হেতুরূপে কথিত হইয়া থাকেন। যে হেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন। এই পুরুষের সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্ম সম্বন্ধে, গুণসংসর্গই কারণ।২০।২১

এই শরীরে থাকিলেও পুরুষ দেহ হইতে স্বতন্ত্র; তিনি সাক্ষী মাত্র, অনুগ্রাহক, ভোক্তা, ভর্ত্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা ইহাও উক্ত আছে।২২

যিনি এইরূপ পুরুষকে জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে কোন প্রকারে অবস্থিত থাকিলেও পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন।২৩

কেহ ধ্যান দ্বারা আপনাতে আত্মাকে দর্শন করেন, অন্যেরা সাংখ্যযোগ দ্বারা, এবং অপরেরা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।২৪

কিন্তু অন্যেরা না জানিয়া অপরের নিকট শুনিয়া উপাসনা করে; সেই শ্রুতিপরায়ণগণও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।২৫

হে ভরতর্ষভ! যে কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব সঞ্জাত হয়, তৎসমস্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ সম্ভূত জানিবে।২৬

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎমু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
র্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭
সমং স্বগুণাভাসংর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যভূচ্চৈবানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮
প্রকৃত্যৈব চনামাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩

সকল ভূতে নির্ব্বিশেষ ভাবে অবস্থিত, ভূতগণের বিনাশেও বিনাশ-বিহীন পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যগ্দর্শী।২৭

সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বর দর্শনশীল ব্যক্তি, আত্মা দ্বারা আত্মাকে অবসন্ন করেন না, তাহা হইতে মোক্ষ লাভ করেন।২৮

যিনি কর্ম্ম সমুদয় সর্ব্ব প্রকারে প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়মান এবং আত্মাকে অকর্ত্তারূপে দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী।২৯

যখন ভূতগণের পৃথক ভাবকে একত্র অবস্থিত দর্শন করেন, এবং তাহা হইতেই তৎসমস্তের বিস্তার দর্শন করেন, তখন ব্রহ্ম হন।৩০

হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব হেতু এই পরমাত্মা বিকাররহিত; শরীরে অবস্থিত হইয়াও কর্ম্ম করেন না এবং কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না।৩১

যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আকাশ সূক্ষ্মত্বহেতু কিছুতেই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সকল দেহে অবস্থিত হইলেও আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হন না।৩২

হে ভারত! যেমন এক সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন তদ্রূপ ক্ষেত্রী যাবতীয় ক্ষেত্র প্রকাশ করিতেছেন।৩৩

হিন্দুশাস্ত্র।

॥৩৪

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনুবাদিত
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চারি ভাগে সম্পূর্ণ যথা ;—

৬।	রামায়ণ	সঙ্কলনকারী	শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৭।	মহাভারত	"	শ্রীদামোদর বিদ্যানন্দ।
৮।	শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা	"	ঐ ঐ
৯।	অষ্টাদশ পুরাণ	"	শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী। শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৪
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ।

এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয় যাঁহারা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা জানেন তাঁহারা পরম পদে গমন করেন ।৩৪
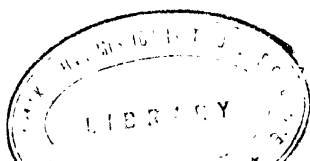
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২
মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জ্ঞান সকলের মধ্যে উত্তম, পরজ্ঞানের বিষয় পুনরায় বলিতেছি ; ইহা জানিয়া মুনি সকল সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষ লাভ করেন।১

এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপত্ব লাভ করায় তাঁহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালে দুঃখ ভোগ করেন না।২

হে ভবত! মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আমার যোনি ; এবং আমি তাহাতেই গর্ভাধান করি। তাহা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয়।৩

হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্‌ব্রহ্ম তৎসমস্তের যোনি। আমি বীজপ্রদ পিতা।৪

হে মহাবাহো! সত্ব, রজ, তম, প্রকৃতিসম্ভূত এই গুণত্রয় দেহে স্থিত অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে।৫

হে অপাপ! তন্মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু প্রকাশক সত্বগুণ জ্ঞানাশক্তি সুখাশক্তি দ্বারা বদ্ধ করে।৬

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহএব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ রাগাত্মক, এবং তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন জানিও। তাহা দেহীকে কর্ম্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।৭

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান সম্ভূত এবং সকল দেহীর মোহকর জানিও; তাহা প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে।৮

হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদে আবদ্ধ করে।৯

হে ভারত! রজো ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়, সত্ত্ব এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ উদ্ভূত হয়।১০

যখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত হয় তখন সত্ত্বগুণ বিবৃদ্ধ হইয়াছে জানিবে।১১

হে ভরতর্ষভ! লোভ, কর্ম্ম প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ এবং বিষয় তৃষ্ণা, এই সকল রজোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে জন্মে।১২

হে কুরুনন্দন! বিবেক ভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, প্রমাদ এবং মোহ, এই কল তমোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে জন্মে।১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসোলোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০

সত্ত্বগুণ বিবৃদ্ধ হইলে, যদি দেহধারীর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের নির্ম্মল লোক সকল প্রাপ্ত হন। রজোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে, যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের মধ্যে জন্ম হয়। এবং তমোগুণের বিবৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হইলে মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়।১৪।১৫

সুকৃত কর্ম্মের নির্ম্মল সাত্ত্বিক ফল, রজো কর্ম্মের দুঃখ ফল, এবং তামস কর্ম্মের অজ্ঞান ফল কথিত হয়।১৬

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ, তমঃ হইতে প্রমাদ মোহই জন্মিয়া অজ্ঞান হয়।১৭

সত্ত্বগুণস্থ লোকেরা ঊর্দ্ধে গমন করেন, রাজসেরা মধ্যে থাকেন, জঘন্য গুণবৃত্তিস্থ তামসেরা অধোদিকে গমন করে।১৮

তত্ত্বদর্শী যখন গুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তা না দেখেন, এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র আত্মাকে জানিতে পারেন তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন।১৯

দেহ সমুদ্ভব এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।২০

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতোভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো! কি লক্ষণে দেহী এই তিন গুণের অতীত হন; তাঁহার আকার কি এবং কিরূপে তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করেন?২১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি, এবং মোহ সংপ্রবৃত্ত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না।২২

যিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত হইয়া গুণ দ্বারা বিচলিত হন না, গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এইরূপই মনে করিয়া অবস্থান করেন ও চঞ্চল হন না।২৩

যাঁহার সুখদুঃখে সমান বোধ; যিনি আত্মাবস্থিত, যাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার তুল্য, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার নিন্দা ও প্রশংসায় সমবোধ।২৪

যিনি মানাপমানে তুল্য ভাব, মিত্র বা শত্রুপক্ষে যিনি সমান; যিনি সর্ব্ব উদ্যম বিরহিত, তিনি গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন।২৫

যিনি আমাকে একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হন।২৬

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭

গুণত্রয়বিভাগ যোগঃ।

আমি ব্রহ্মের স্থিতি স্থান, অব্যয়, অমৃত, সনাতন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় স্থান।২৭

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ঊর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ অব্যয়কে অশ্বত্থ বলে; বেদ সকল যাহার পর্ণ তাহাকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ।১

গুণদ্বারা সম্বর্দ্ধিত বিষয় যাহার পল্লব, যাহার শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত, মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধি মূল সকল অধঃ এবং ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে।২

ইহলোকে এই দেহের রূপ উপলব্ধি হয় না; সেইরূপ অন্ত, আদি, এবং স্থিতিও উপলব্ধি হয় না। এই সুদৃঢ় মূল অশ্বত্থকে সুতীক্ষ্ণ অনাশক্তিরূপ অস্ত্রে ছেদন করিয়া তদনন্তর সেই বস্তু অন্বেষণ করা বিধেয়, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আবর্ত্তিত হইতে হয় না। যাহা হইতে এই সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে সেই আদ্য পুরুষেরই শরণাগত হইলাম।৩।৪

মান এবং মোহ পরিশূন্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি বিজয়ী, সর্ব্বদা আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ, কামনা পরিশূন্য, সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব বিমুক্ত, মোহাতীত ব্যক্তিগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২

যাহা পাইলে নিবর্ত্তিত হইতে হয় না, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না। তাহাই আমার পরম ধাম।৬

আমারই অংশ এই জীব ভূত সনাতন প্রকৃতিজাত জীব, মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসারের উপযোগার্থ জীবলোকে আকর্ষণ করে।৭

ঈশ্বর যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যাহা পরিত্যাগ করেন, এই ইন্দ্রিয়াদিকে পূর্ব্ব শরীর হইতে তাহাতে লইয়া যান, যেমন কুসুমাদি হইতে বায়ু গন্ধ লইয়া যায়।৮

দেহে কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা এবং অন্তঃকরণের আশ্রয় করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন।৯

দেহ হইতে দেহান্তর গমনশীল অথবা একদেহে স্থিত কিম্বা বিষয়ভোগ পরায়ণ অথবা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত দেহীকে মূঢ়জনেরা দেখিতে পায় না। জ্ঞান-চক্ষুসম্পন্ন মানবেরা দেখিয়া থাকেন।১০

প্রযত্নশীল যোগীগণ ইহাকে দেহে অবস্থিত দেখিতে পান। যত্নশীল হইলেও আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ মন্দমতিগণ ইহাকে দেখিতে পান না।১১

সূর্য্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রমাস্থিত যে তেজ, অগ্নিস্থিত যে তেজ নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করে সেই তেজ আমার জানিবে।১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯

আমিই বলপূর্ব্বক পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূতসকলকে ধারণ করি; এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধির পোষণ করি।১৩

আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান সহযোগে চতুর্ব্বিধ ভুক্তপদার্থের পরিপাক করি।১৪

আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমা হইতে স্মৃতি, জ্ঞান এবং তদুভয়ের প্রলয় হয়। সমুদয় বেদের আমিই জ্ঞাতব্য, আমিই বেদান্তকৃৎ এবং বেদার্থবিৎ।১৫

ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে পরিচিত; যাবতীয় ভূত ক্ষর এবং কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর নামে অভিহিত হন।১৬

এই ক্ষর এবং অক্ষর অপেক্ষাও পরমাত্মা উত্তম পুরুষ বলিয়া উদাহৃত, যিনি ঈশ্বর, নির্ব্বিকার, লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন।১৭

আমি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম; অতএব লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে কীর্ত্তিত হই।১৮

হে ভারত! উক্ত প্রকারে মোহ বিহীন হইয়া, যিনি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ মানব সকলভাবে আমাকে ভজনা করেন।১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

হে অনঘ ভারত! এইরূপ গুহ্যতম এই শাস্ত্র মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইল, ইহা বুঝিলে বুদ্ধিমান্ এবং কৃতকৃত্য হয়।২০

পুরুষোত্তমযোগঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবংহ্রীরচাপলম্ ॥২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥৪
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভারত! ভয় বিহীনতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধ বিরহ, কর্ম্মফলত্যাগ, শান্তি, অখলতা, ভূতসমূহে দয়া, লোভহীনতা, নিরহঙ্কারিতা, কুকর্ম্মে লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, হিংসাশূন্যতা, অভিমানবিহীনতা, জাত ব্যক্তির এই সকল দৈবী সম্পদ্ হয়।১।২।৩

হে পার্থ! ধর্ম্মাড়ম্বর, ধনাদি জন্য গর্ব্ব, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, এবং অবিবেক, এইগুলি জাত ব্যক্তির আসুরী সম্পদ্।৪

দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের হেতুভূত; আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ; হে পাণ্ডব! শোক করিও না, কারণ তুমি দৈবী সম্পদ্ সহ জাত হইয়াছ।৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥১২

হে পার্থ! এই লোকে, দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার ভাব; দৈব ভাব বিস্তারিতরূপে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; আসুর ভাব আমার নিকট শ্রবণ কর।৬

আসুর ভাবাপন্ন জনগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না, তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই।৭

তাহারা বলে,—জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বর বিহীন, স্ত্রীপুরুষ সম্ভূত, এবং কামপ্রভাব জাত।৮

অল্পবুদ্ধি আসুরভাবাপন্ন জনগণ, এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া মলিন চিত্ত, হিংস্র, অহিতকারী হইয়া জগৎ ক্ষয়ের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।৯

দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় পুরঃসর দম্ভ, অভিমান, এবং মদান্বিত হইয়া, মোহপ্রভাবে দুরাগ্রহ স্বীকার পূর্ব্বক অশুচিব্রত হইয়া অকার্য্যে রত হয়।১০

শেষকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয় করিয়া কামভোগ নিরত হইয়া, ইহাই সার, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, স্বতঃ আশাপাশে বদ্ধ এবং কাম, ক্রোধ পরায়ণ হইয়া, কামভোগার্থ অন্যায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয় ইচ্ছা করে।১১।১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬
আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯

অদ্য আমার এই লাভ হইল, এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব, ইহা আছে, আবার আমার এই ধনও হইবে ; ঐ শত্রু আমা কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অপর সকলকেও বধ করিব ; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্, এবং সুধীর, আঢ্য, কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে ? আমি যজ্ঞাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, দান করিব, হর্ষলাভ করিব। এইরূপে অজ্ঞান বিমোহিত বহুবিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত, মোহজাল সমাচ্ছন্ন, কামভোগাসক্ত হইয়া অশুচি নরকে পতিত হয়।১৩.১৪।১৫।১৬

স্বারোপিত, পূজ্যতা প্রাপ্ত, অনম্র, ধন-মান-মদান্বিত হইয়া তাহারা দম্ভসহকারে অবিধি পূর্ব্বক নাম প্রচারার্থ যজ্ঞ করে।১৭

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া নিজ ও পরদেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষপূর্ব্বক সাধুদিগের গুণে দোষারোপ করে।১৮

আমি সেই দ্বেষপরায়ণ ক্রূর, নরাধম, অশুভ, জনগণকে সংসারে অনবরতই তীর্য্যগাদি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ।

হে কৌন্তেয়! মূঢ়গণ, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষা অধমা গতি প্রাপ্ত হয়।২০

কাম, ক্রোধ, এবং লোভ, নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার আত্মজ্ঞানের নাশক; অতএব এই তিনটী পরিত্যাগ কর।২১

হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বার ভূত এই তিন হইতে বিমুক্ত মানব আপনার মঙ্গল সাধন করেন। তদনন্তর পরগতি প্রাপ্ত হন।২২

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া যথাভিরুচি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, এবং পরাগতিও পায় না।২৩

অতএব কোনটী কার্য্য, কোনটী অকার্য্য, এতৎ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিষয়ে, শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; এই শাস্ত্র বিধান জ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও।২৪

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ? সত্ত্ব? রজ? অথবা তম? ।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহীদিগের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয়; তাহা স্বভাব জাত; তাহার বিষয় শ্রবণ কর ।২

হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপ হইয়া থাকে; এই পুরুষোত্তম শ্রদ্ধাময়; যে যাদৃশ শ্রদ্ধা যুক্ত, তিনি তাহার পক্ষে সেইরূপ ।৩

সাত্ত্বিকগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসগণ যক্ষ রাক্ষসের পূজা করে, অবশিষ্ট তামসগণ ভূত ও প্রেতগণের পূজা করে ।৪

দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত কামনা, অনুরাগ, ও আগ্রহ বিশিষ্ট যে অবিবেকী জনগণ, শরীরস্থ ভূত সমূহকে এবং অন্তঃ শরীরস্থ আমাকেও কৃশ করিয়া অশাস্ত্র-বিহিত উৎকট তপস্যা করে, তাহাদিগকে ক্রূরকর্ম্মা জানিও ।৫।৬

আহারস্তপি সর্ব্বস্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩

সকলের প্রিয় আহার তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ, এবং দান, ও তাহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর।৭

আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ প্রীতি বর্দ্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ, স্থায়ী, এবং পরিতোষকর আহার সমূহ সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।৮

কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহি, দুঃখ, শোক, রোগজনক আহার সমূহ রাজসদিগের প্রিয়।৯

শীতল, শুষ্ক, দুর্গন্ধ, পর্য্যসিত, উচ্ছিষ্ট, এবং অভক্ষ্য যে আহার, তাহাই তামসগণের প্রিয়।১০

ফলাকাঙ্ক্ষবিহীনগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেই হইবে, এইরূপ মন স্থির করিয়া বিধি সম্মত যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক।১১

কিন্তু ফলাভিসন্ধি সহকারে দম্ভার্থই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে; হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে।১২

বিধিবিহীন, যোগ্যপাত্রে অন্নদান বিরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা রহিত, শ্রদ্ধা শূন্য, যজ্ঞকে তামস বলে।১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮
মূঢ়গ্রাহেনাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্যে, এবং অহিংসা শারীর তপস্যা বলিয়া উক্ত।১৪

অনুদ্বেগকরবাক্য, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বিষয়, এবং বেদাভ্যাস, এই গুলি বাঙ্ময় তপ বলিয়া উক্ত।১৫

মনের প্রসাদ, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, এইগুলি মানস-তপ বলিয়া উক্ত।১৬

ফলকামনাশূন্য ও আত্মযুক্ত নরগণ কর্ত্তৃক পরমাশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপকে সাত্ত্বিক বলে।১৭

সৎকার, মান, এবং পূজা প্রাপ্তির আশায় দম্ভসহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, ইহলোকে সেই অনিত্য ক্ষণিক তপস্যা রাজস কথিত হয়।১৮

অবিবেকিতা হেতু পরের বিনাশার্থ বা আত্মপীড়া দ্বারা যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত।১৯

দান করা উচিত বোধে, প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে পুণ্যক্ষেত্রে, সৎপাত্রে যে দান দেওয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক।২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭

কিন্তু যাহা প্রত্যুপকার কামনায় বা ফলপ্রাপ্তির আশায়, অসন্তোষের সহিত দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত।২১

দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া সৎকার শূন্যভাবে, তিরস্কার সহকারে যে দান করা হয়, তাহা তামস।২২

ওঁ, তৎ, সৎ, এই তিন প্রকার পরমাত্মার নাম, কথিত আছে; তদ্দ্বারা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, এবং বেদ বিহিত হইয়াছে।২৩

এইজন্য 'ওঁ,' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীগণের যজ্ঞ, দান, তপঃক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয়।২৪

মোক্ষকামীগণ, ফলাভিসন্ধি না করিয়া 'তৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করতঃ বিবিধ যজ্ঞ, তপক্রিয়া এবং দানক্রিয়া সম্পন্ন করেন।২৫

হে পার্থ! সদ্ভাবে এবং সাধুভাবে 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অপিচ শুভ কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়।২৬

যজ্ঞ, তপস্যা, এবং দানে, অবস্থানকেও সৎ বলে; তদভিলাষের কর্ম্মও সৎ নামে কথিত হয়।২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ।

অশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হবন, দান, তপস্যা, সকলই অসৎ কথিত হয়; হে পার্থ! তাহা পরলোকে, অথবা ইহলোকে ফলোপধায়ক হয় না।২৮

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! হে মহাবাহো! হে কেশীনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এতদুভয়ের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে সংন্যাস বলিয়া জানেন, বিচক্ষণগণ সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন।২

কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্ম দোষাবহ, এই কারণে তাহা ত্যাজ্য বলেন; মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ম্ম, ত্যাজ্য নহে বলেন।৩

হে ভরতসত্তম পুরুষব্যাঘ্র! সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার স্থিরাভিপ্রায় শ্রবণ কর।—তিন প্রকার ত্যাগ কীর্ত্তিত হয়।৪

যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ম্ম, ত্যাজ্য নহে; তাহা করণীয় বটে; যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মনীষিদিগের পবিত্রকর।৫

হে পার্থ! কিন্তু এই সকল কর্ম্ম ও সঙ্গফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়; ইহাই আমার নিশ্চিত প্রকৃষ্ট অভিপ্রায়।৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩

কিন্তু নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস বিধেয় নহে; মোহ বশতঃ তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।৭

যে লোক দুঃখপ্রদ মনে করিয়া, শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া, ত্যাগফল পায় না।৮

হে অর্জ্জুন! আসক্তি এবং ফল ও ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক।৯

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়বিহীন ত্যাগীব্যক্তি দুঃখপ্রদ কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না এবং সুখাবহ কর্ম্মেও প্রীত হন না।১০

দেহধারীগণ নিঃশেষ রূপে কর্ম্ম সমূহ ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন।

অনিষ্ট, ইষ্ট, ও মিশ্র, সকাম ব্যক্তিদিগের দেহ নাশের পর, এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের তাহা হয় না।১২

হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নির্দ্দিষ্ট পাঁচটী কারণ আমার নিকট জান।১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০

শরীর, অহঙ্কার, নানা ইন্দ্রিয়, নানা প্রকার পৃথক চেষ্টা, এবং দৈবই পঞ্চম ।১৪

মনুষ্য-শরীর, বাক্য, ও মনের দ্বারা যে ন্যায্য, বা তদ্বিপরীত কর্ম্ম সম্পাদন করে, উল্লিখিত পাঁচটীই তাহার হেতু ।১৫

তদ্বিষয়ে এইরূপ হইলে, যে ব্যক্তি কেবল আত্মাকেই কর্ত্তারূপে দর্শন করে, অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি প্রভাবে সে দুর্ম্মতি সম্যক্ দেখিতে পায় না ।১৬

যাঁহার অহঙ্কৃত ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনি এই লোকে সকলকে হত্যা করিলেও হনন করেন না, এবং তজ্জন্য ফলে নিবদ্ধ হন না।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা, তিন প্রকার কর্ম্ম প্রবর্ত্তক ; করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, এই তিন প্রকার কর্ম্মের আশ্রয় ।১৮

জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, গুণভেদ হেতু ত্রিবিধ ; গুণানুসারে তাহাদের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ।১৯

যদ্দ্বারা বিভক্ত ভূত সমূহে অবিভক্ত এক অব্যয় ভাব দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে ।২০

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭

পৃথক্ রূপে যে জ্ঞানে সকল ভূতে পৃথগ্বিধ অনেক ভাব জানা যায়, সেই জ্ঞান রাজস জানিও।২১

কিন্তু যাহাতে এক মাত্র কার্য্যের সমস্ত বলিয়া মনে হয়, ও আসক্তি জন্মে, সেই হেতুশূন্য তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধ-বিহীন তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস বলে।২২

ফলতৃষ্ণা বিরহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিত্যরূপে অনুষ্ঠিত আসক্তি-শূন্য অনুরাগ ও দ্বেষ বিহীন ভাবে কৃত যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত।২৩

কিন্তু ফলকামী বা অহঙ্কৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহুল আয়াসসাধ্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত।২৪

পরিণামে বন্ধন, নাশ, পরহিংসাজনক এবং স্বকীয় সামর্থ্যাতীত ভাবে মোহ বশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত।২৫

আসক্তি-বিরহিত 'অহং,' এই অভিমান বিহীন, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সমন্বিত সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকার রহিত কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলে।২৬

বিষয়ানুরাগী, ফলকামী, লোভী, হিংসাত্মক, অশুচি, এবং হর্ষ শোকযুক্ত কর্ত্তাকে রাজস বলে।২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪

অসমাহিত, বিবেকবিহীন, উদ্ধত, শঠ, অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘ সূত্রী কর্ত্তাকে তামস বলে।২৮

হে ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির ও তিন প্রকার ভেদ পৃথক্ রূপে নিঃশেষভাবে কথিত হইতেছে শ্রবণ কর।২৯

হে পার্থ! প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, যাহাতে জানা যায় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।৩০

হে পার্থ! যাহা দ্বারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কার্য্য এবং অকার্য্য, যথাবৎ নিরূপিত হয় না; সেই বুদ্ধি রাজসী।৩১

হে পার্থ! যাহাতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে হয় এবং সকল অর্থ বিপরীত প্রতীত হয়, সেই তমোগুণাচ্ছন্ন বুদ্ধি তামসী।৩২

হে পার্থ! সমাধান বলে যে অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ধারণ করা যায়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী।৩৩

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, সমূহকে ধারণ করে, এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়; সেই ধৃতি রাজসী।৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ।৪১

হে পার্থ! অবিবেকী ব্যক্তি যদ্দ্বারা নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, এবং অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয় না, সেই ধৃতি তামসী।৩৫

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর।৩৬

যে সুখে অভ্যাস হেতু আনন্দ জন্মে এবং দুঃখের শেষ হয়, যাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে অমৃতোপম, আত্মবুদ্ধির প্রসাদজনিত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত।৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু যাহা প্রথমে অমৃতোপম, পরিণামে বিষবৎ, সেই সুখ রাজস।৩৮

নিদ্রা, আলস্য, ও প্রমাদজনিত যে সুখ প্রথমে ও উত্তর কালে আত্মার মোহ উৎপাদন করে, তাহা তামস বলিয়া কথিত।৩৯

পৃথিবী, স্বর্গ, বা দেবগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে প্রকৃতি সম্ভূত এই তিন গুণ হইতে বিমুক্ত।৪০

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্ম্ম সমূহ, জন্মান্তরীণ সংস্কার দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত।৪১

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬
শ্রেয়ান্ সধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।৪৮

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য এই গুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম।৪২

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, এবং ঈশ্বর ভাব, এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম।৪৩

কৃষি, গোরক্ষণ, এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম। পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রের স্বভাবজ।৪৪

স্ব স্ব কর্ম্মপরায়ণ মানব, সিদ্ধিলাভ করেন; স্বকর্ম্ম নিরত লোক যেরূ সিদ্ধি লাভ করে; তাহা শুন।৪৫

যাঁহা হইতে ভূত সকলে প্রবৃত্তি, যদ্দ্বারা এই সকল ব্যাপ্ত মানব স্বক দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে।৪৬

দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম নির্দোষ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বভাব কর্ম্ম করিয়া কেহই পাপ প্রাপ্ত হয় না।৪৭

হে কৌন্তেয়! সদোষ হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ন সকল কর্ম্মই ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষে আচ্ছন্ন।৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা, নিস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।৪৯

হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত মানব যেরূপে ব্রহ্মলাভ করেন, এবং যাহা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা সংক্ষেপে তাহা আমার নিকট জান।৫০

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতিদ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া রাগ এবং দ্বেষ অপসারিত করিয়া, নির্জ্জন প্রদেশবাসী, লঘুভোজী, বাক্য শরীর ও মনঃসংযমকারী, সতত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ, পরিত্যাগ করিয়া 'আমার' এই অভিমান্ শূন্য হইয়া শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মই হন।৫১।৫২।৫৩

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, প্রসন্নচিত্ত, ব্যক্তি শোক করেন না, এবং আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া, অতি শ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি লাভ করেন।৫৪

আমি যেরূপ এবং যাহা, আমার প্রতি ভক্তি প্রভাবে তত্ত্বতঃ তাহা জানিতে পারেন; আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন।৫৫

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রাসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২

সতত সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেও মৎপরায়ণ মানব আমার প্রসাদে সনাতন অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।৫৬

চিত্ত দ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধি-যোগ আশ্রয় করিয়া সতত মচ্চিত্ত হও।৫৭

মচ্চিত্ত হইলে, আমার প্রসাদে সকল দুঃখে উত্তীর্ণ হইবে। যদি তুমি অহঙ্কার হেতু একথায় কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে।৫৮

অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এই যে মনে করিতেছ, তোমার সে সঙ্কল্প মিথ্যাই। প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।৫৯

হে কৌন্তেয়! মোহ হেতু যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না; স্বকীয় স্বভাবজ কর্ম্ম নিবদ্ধ হইয়া অবশ ভাবে তাহাও করিবে।৬০

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়া দ্বারা শরীরযন্ত্রারূঢ় ভূত সকলকে বিঘূর্ণিত করিতে করিতে সকল ভূতের হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।৬১

হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি, এবং সনাতন স্থান প্রাপ্ত হইবে।৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ। ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯

এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান, মৎকর্ত্তৃক তোমার নিকট ব্যাখাত হইল। সম্যগ্‌রূপে ইহা আলোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা কর সেইরূপ করিও।৬৩

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রেমাস্পদ ; এজন্য তোমাকে হিত বলিতেছি।৬৪

তুমি মচ্চিত্ত, মদ্‌ভক্ত, এবং মদর্চ্চনা পরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার কর ; আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার বদ্ধ হইতেছি ; যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।৬৫

সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।৬৬

এই উপদেশ ধর্ম্মহীন, ভক্তিহীন, শুশ্রূষাহীন, এবং আমার নিন্দাপরায়ণ ব্যক্তির নিকট তুমি কদাচ ব্যক্ত করিও না।৬৭

এই পরম গুহ্য তত্ত্বোপদেশ আমার ভক্তগণকে যিনি বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমাতে পরমাভক্তি করিয়া সংশয়শূন্য হইয়া আমাকেই পাইবেন।৬৮

মনুষ্য মধ্যে সেরূপ ব্যক্তির অপেক্ষা, আমার অধিকতর পরিতোষকর্ত্তা কেহ নাই, এবং অন্য কোন প্রিয়তর ব্যক্তি কখনও পৃথিবীতে হইবে না।৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫

যিনি আমাদের দুইজনের এই ধর্ম্ম-বিষয়ক সংবাদ পাঠ করিবেন, তৎকর্তৃক জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা আমিই আরাধিত হইব। ইহাই আমার মত।৭০

শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যে মানব ইহা শ্রবণও করেন, তিনিও মুক্ত হইয়া পুণ্যকৃৎগণের শুভলোক সকল প্রাপ্ত হন।৭১

হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত? ।৭২

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত! আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে; তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিয়া স্থির হইয়াছি; আমি গত সন্দেহ হইয়া তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব।৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিলাম।৭৪

ব্যাসের প্রসাদে আমি সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ কথিত এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিলাম।৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥৭৮

মোক্ষযোগঃ।

হে রাজন্! কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পুণ্যময় অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি।৭৬

হে রাজন্! হরির সেই অত্যদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, এবং আমি বার বার হৃষ্ট হইতেছি।৭৭

যেখানে যোগীশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই স্থানেই শ্রী, বিজয়, এবং অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজিত; ইহাই আমার ধারণা।

হিন্দুশাস্ত্র।

নবম ভাগ। অষ্টাদশ পুরাণ।

নবম ভাগের বিজ্ঞাপন।

এই ভাগে অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রত্যেক পুরাণ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে তাহার সরল বাঙ্গলা অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী এই ভাগ সঙ্কলন করিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

অষ্টাদশ পুরাণ।

পুরাণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। যে কালে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানাদির নিয়মাবলী বেদের ব্রাহ্মণ অংশে প্রকটিত হয়, যে কালে পরমাত্মা ও পরলোক তত্ত্ব বেদের উপনিষদ্‌ অংশে নিরূপিত হয়, কুরু ও পঞ্চালগণ, বিদেহ ও কাশীগণ, যে কালে গঙ্গা ও যমুনাতীরে নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া যুদ্ধে শৌর্য্য, যাগ যজ্ঞে ধর্ম্মপরায়ণতা, এবং শাস্ত্রানুশীলনে মনীষিতা প্রকাশ করেন সেই অতি প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক কথা অবলম্বন করিয়া "ইতিহাস-পুরাণ" নামক গ্রন্থ রচিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ ঋষি আপনার শিক্ষার পরিচয় দিবার সময় কহিতেছেন, "আমি ঋগ্বেদ, সামবেদ, ও যজুর্ব্বেদ এই তিন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, চতুর্থতঃ অথর্ব্বন অধ্যয়ন করিয়াছি, পঞ্চমতঃ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি।" (৭-১-২)

এই অতি প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ সমূহ যে কি প্রকার গ্রন্থ ছিল তাহা আমরা ঠিক নিরূপণ করিতে পারি না। সে কালের পুরাণ বোধ হয় সমস্ত অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ছিল না, কেননা সেকালের অধিকাংশ গ্রন্থই গদ্য। কিন্তু সে

কালের অনেক ঐতিহাসিক কথা যে পুরাণে বর্ণিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালক্রমে প্রাচীন পুরাণের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, নূতন নূতন ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। এক্ষণে আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণেই মগধরাজ্যের বিস্তীর্ণ ইতিহাস সন্নিবেশিত আছে এবং চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক রাজার কথা লিখিত আছে। এমন কি খৃষ্টাব্দের পর যে অন্ধ্র রাজগণ মগধে ও দাক্ষিণাত্যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও কথা পুরাণ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈদিক যুগে হিন্দুগণ ঐশী শক্তির নানারূপ বিকাশকে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, মরুৎ প্রভৃতি নানারূপ নাম দিয়া উপাসনা করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হিন্দুগণ ঈশ্বরের সৃষ্টি, পোষণ ও বিনাশকারিণী শক্তিকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনটী নাম দিয়া উপাসনা করেন। আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তৎসমুদয় এই ত্রিবিধ ঐশী শক্তি বা দেবতার উপাসনা প্রকটিত করিতেছে। এমন কি কোন কোন পুরাণ, ইহাদের মধ্যে একটী দেবের, এবং অপর পুরাণ অপর দেবের মহিমা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে, ইহাও লক্ষিত হয়। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিতগণ এই অষ্টাদশ পুরাণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ছয়টীকে ব্রহ্মার পুরাণ, ছয়টীকে বিষ্ণুর পুরাণ, এবং ছয়টীকে শিবের পুরাণ বলিয়া বর্ণনা করেন যথাঃ—

ব্রহ্মার পুরাণ।

		শ্লোক সংখ্যা।
১।	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	১২০০০
২।	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	১৮০০০
৩।	মার্কণ্ডেয় পুরাণ	৯০০০
৪।	ভবিষ্য পুরাণ	১৪৫০০
৫।	বামন পুরাণ	১০০০০
৬।	ব্রহ্ম পুরাণ	১০০০০

বিষ্ণুর পুরাণ।

১।	বিষ্ণু পুরাণ	২৩০০০
২।	নারদীয় পুরাণ	২৫০০০
৩।	ভাগবত পুরাণ	১৮০০০
৪।	গরুড় পুরাণ	১৯০০০
৫।	পদ্ম পুরাণ	৫৫০০০
৬।	বরাহ পুরাণ	২৪০০০

শিবের পুরাণ।

১।	মৎস্য পুরাণ	১৪০০০
২।	কূর্ম্ম পুরাণ	১৭০০০
৩।	লিঙ্গ পুরাণ	১১০০০
৪।	বায়ু পুরাণ	২৪০০০
৫।	স্কন্দ পুরাণ	৮১১০০
৬।	অগ্নি পুরাণ	১৫৪০০
	মোট শ্লোক	৪০০,০০০

এই চারি লক্ষ শ্লোকে যে কেবল ঐতিহাসিক কথা আছে তাহা নহে, ইহার অধিকাংশই পৌরাণিক দেব দেবীর কথায় পূর্ণ, ইহাতে ঐতিহাসিক কথা অতি অল্প। অভিধান

রচয়িতা অমরসিংহ পুরাণকে "পঞ্চলক্ষণ" বলিয়া বর্ণনা করেন, অর্থাৎ পুরাণমাত্রেই পাঁচটী লক্ষণ বা পাঁচটী বিষয় আছে। প্রথম আদ্য সৃষ্টি, দ্বিতীয় কল্পে কল্পে জগতের লয় ও পুনঃ সৃষ্টি, তৃতীয় দেব দেবীদিগের কথা, চতুর্থ মন্বন্তর সমূহের কথা, এবং পঞ্চম, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ও অন্যান্য রাজাদিগের কথা। এই পাঁচটী ভাগও আধুনিক পুরাণ গুলিতে স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, অনেকগুলি পুরাণে কেবল দেব দেবীর কথা এবং ভারতবর্ষের আধুনিক তীর্থ সমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা লক্ষিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে সারগর্ভ দুই একটী স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ সহিত পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করা আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। এবং প্রত্যেক পুরাণের পরিচয় দিবার জন্য যে দুই একটী বলা আবশ্যক তাহাও যথাস্থলে উক্ত হইবে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এক্ষণে দুর্লভ। এইরূপ সম্পূর্ণ পুস্তকের অভাব নিবন্ধনই আধুনিক রচয়িতাগণ অনেকগুলি নূতন নূতন খণ্ড রচনা করিয়া যোগ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

পণ্ডিতবর উইল্‌সন বলেন, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দুর্লভ হইলেও একেবারে অপ্রাপ্য নয়, কারণ তিনি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দেখিয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ডে ১২৪ অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৭২ অধ্যায় আছে, এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের শ্লোক সংখ্যা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ উভয় খণ্ডের শ্লোক সংখ্যা মিলাইলে প্রায় তাহাই হয়। কিন্তু এ পুরাণের প্রথম খণ্ডখানি বায়ুপুরাণের সহিত প্রায় একই, মধ্যে মধ্যে কেবল দুএকটী বচন সামান্য বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়, এবং শেষ বাক্য "ইতি বায়ুপুরাণে" স্থলে "ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে" লিখিত হইয়াছে মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডখানি দক্ষিণ দেশে সংহিতা বা খণ্ডনামে প্রচলিত। উহাতে বর্ণিত আছে যে অগস্ত্য কাঞ্চীদেশে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে বিষ্ণু হয়গ্রীব স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মুক্তির উপায় ও পরাশক্তির আরাধনার বিষয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। শক্তিপূজার প্রসঙ্গে ললিতা দেবী কর্ত্তৃক ভাণ্ডা-সুরের বধ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ

অনুসারে ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা ১২০০০ এবং ইহাতে ভবিষ্যৎকালের বিষয় বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে।

আমরা ইহার অনুষঙ্গ পাদ হইতে দুইটী বিষয় উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

অতীত কল্প।

ইত্যেষ প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রুত্বা তু সংহৃষ্টমনাঃ কাশ্যপেয়ঃ সনাতনঃ ॥১
সম্বোধ্য সূতং বচসা পপ্রচ্ছাপোত্তরাং কথাম্।
অতঃ প্রভৃতি কল্পজ্ঞ, প্রতিসন্ধিং প্রচক্ষ্ব নঃ ॥২
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ-
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ প্রতিসন্ধির্যতস্তয়োঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ অত্যন্তকুশলোহসি ॥৩

লোমহর্ষণ উবাচ।

অত্র বোঽহং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিশ্চ যস্তয়োঃ।
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ ॥৪
মন্বন্তরাণি কল্পেষু যেষু যানি চ সুব্রতাঃ।
যশ্চায়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাম্প্রতং শুভঃ ॥৫

সূতমুখনিঃসৃত প্রক্রিয়ার্থ নামক প্রথম পাদ শ্রবণে পরিহৃষ্ট হইয়া কাশ্যপ পুত্র সনাতন যথোচিত বাক্য দ্বারা সূতকে সম্বোধন করিয়া শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কল্পজ্ঞ, যে হেতু আপনি এবিষয়ে বিশেষ সুদক্ষ এজন্য আপনার নিকট আমরা অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের অন্তর (অর্থাৎ মধ্যাবস্থারূপ) প্রতিসন্ধির বিষয় জানিতে অভিলাষী, অতএব আপনি এখন হইতে তাহাই কীর্ত্তন করুন।১।২।৩

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে সুব্রত, আমি এখন আপনাদিগকে অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের প্রতিসন্ধি এবং যে কল্পের যে সকল মন্বন্তর হয়, তাহা বলিব, এবং এক্ষণে বর্ত্তমান যে শুভ বারাহ কল্প তাহার বিষয়ও বলিব।৪।৫

অস্মাৎ কল্পাচ্চ যঃ কল্পঃ পূর্ব্বোঽতীতঃ সনাতনঃ।
তস্য চাস্য চ কল্পস্য মধ্যাবস্থান্নিবোধত ॥৬
প্রত্যাহৃতে পূর্ব্বকল্পে প্রতিসন্ধিশ্চ তত্র বৈ।
অন্যঃ প্রবর্ত্ততে কল্পো জনাল্লোকাৎ পুনঃ পুনঃ ॥৭
ব্যুচ্ছিন্নাৎ প্রতিসন্ধেস্তু কল্পাৎ কল্পঃ পরস্পরম্।
ব্যুচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কল্পান্তে সর্ব্বশস্তদা ॥৮
তস্মাৎ কল্পাত্তু কল্পস্য প্রতিসন্ধির্নিগদ্যতে।
মন্বন্তর-যুগাখ্যানামপ্যচ্ছিন্নাশ্চ সন্ধয়ঃ ॥৯
পরস্পরাঃ প্রবর্ত্তন্তে মন্বন্তর-যুগৈঃ সহ।
উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্ব্বকল্পাঃ সমাসতঃ ॥১০
তেষাং পরার্দ্ধকল্পানাং পূর্ব্বো হ্যস্মাত্তু যঃ পরঃ।
আসীৎকল্পো ব্যতীতো বৈ পরার্দ্ধেন পরস্তু সঃ ॥১১
অন্যে ভবিষ্যা যে কল্পা অপরার্দ্ধাদ্ গুণীকৃতাঃ।
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ ॥১২

এই যে সম্প্রতি শুভ বারাহ কল্প বর্ত্তমান এবং ইহার পূর্ব্বে অতীত যে সনাতন কল্প এই উভয় কল্পের মধ্যাবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।৬

পূর্ব্ব কল্প বিনষ্ট হইয়া অন্য কল্প আরম্ভের পূর্ব্ব কালকে প্রতিসন্ধি কহে। উহার পর জনলোক হইতে পুনর্ব্বার অন্য কল্প প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ কল্পারম্ভ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে।৭

প্রতিসন্ধি দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ কল্পের পরস্পর ব্যবচ্ছেদ হয়। কল্পের অন্তে ক্রিয়া সকল সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়।৮

যে সময়ে পূর্ব্বকল্পের মন্বন্তর ও যুগাদির সন্ধি সকল বিনষ্ট এবং পর-কল্পের মন্বন্তর ও যুগাদির সন্ধি সকল প্রবৃত্ত হয়, ঐ সময়কে প্রতিসন্ধি বলে। প্রক্রিয়ার্থ পাদে যে সকল পূর্ব্ব কল্প সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, সেই পরার্দ্ধ সংখ্যক কল্প সমূহের অন্তিম কল্পই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ব কল্প, অর্থাৎ যে কল্প অতীত হইয়াছে, উহা সেই পরার্দ্ধ কল্প সকলের শেষ কল্প।৯।১০।১১

হে দ্বিজগণ, যে সকল ভবিষ্যৎ কল্প অপরার্দ্ধ দ্বারা গণিত হইয়াছে, এই বর্ত্তমান কল্প তাহাদিগের আদিম। যে সকল কল্প পূর্ব্বগত হইয়াছে

যস্মিন্ পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধে তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে।
এতাবান্ স্থিতিকালশ্চ প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥১৩
অস্মাৎ কল্পাত্তু যঃ পূর্ব্বং কল্পোঽতীতঃ সনাতনঃ।
চতুর্যুগসহস্রান্তে অহোমন্বন্তরৈঃ পুরা ॥১৪
ক্ষীণে কল্পে তদা তস্মিন্ দাহকালে হ্যুপস্থিতে।
তস্মিন্ কল্পে তদা দেবা আসন্ বৈমানিকাস্তু যে ॥১৫
নক্ষত্রগ্রহতারাস্তু চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চ যে।
অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ কোট্যস্তু সুকৃতাত্মনাম্ ॥১৬
মন্বন্তরে তথৈকস্মিন্ চতুর্দ্দশসু বৈ তথা।
ত্রীণিকোটি-শতান্যাসন্ কোট্যা দ্বিনবতিস্তথা ॥১৭
অষ্টাধিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাণাং স্মৃতাঃ পুরা।
বৈমানিকানাং দেবানাং কল্পেঽতীতে তু যেঽভবন্।
একৈকস্মিংস্তু কল্পে বৈ দেবা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৮
অথ মন্বন্তরেষ্বাসংশ্চতুর্দ্দশসু বৈ দিবি ॥১৯
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা।
তেষামনুচরা যে চ মনুপুত্রাস্তথৈবচ ॥২০
বর্ণাশ্রমিভিরীড্যাশ্চ তস্মিন্ কল্পে তু যে সুরাঃ।
মন্বন্তরেষু যে হ্যাসন্ দেবলোকে দিবৌকসঃ ॥২১

এবং যে সকল কল্প পরে হইবে, তত্তাবৎ ব্রহ্মার স্থিতি কাল, উহার পর তাঁহার লয় হইবে।১২।১৩

এই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সনাতনকল্প সহস্র চতুর্যুগান্তে দিবস ও মন্বন্তরসমূহের সহিত অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই কল্পের অবসানে দাহকাল উপস্থিত হইলে যে সকল চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতি বৈমানিক দেবগণ বর্ত্তমান ছিলেন, সেই পুণ্যাত্মাদিগের সংখ্যা, 'প্রতিমন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কোটি' এই অনুসারে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে অর্থাৎ সমুদায় কল্পে উহাদিগের সংখ্যা তিনশত কোটি বিরানব্বই হাজার সাতশত আট। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বিশিষ্ট প্রত্যেক কল্পেই বৈমানিক দেবগণের ঐ সংখ্যা হইয়া থাকে।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

অনন্তর দেবগণ, পিতৃগণ, মুনিগণ, মনুসকল, মনুদিগের অনুচর ও পুত্রগণ এবং সেই কল্পের যাবতীয় মন্বন্তরে বর্ণাশ্রমচারিদিগের পূজ্য স্বর্গবাসী

তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সার্দ্ধং প্রাপ্তে সংকলনে তথা।
তুল্যনিষ্ঠাস্তু তে সর্ব্বে প্রাপ্তে হ্যাভূত-সংপ্লবে ॥২২
ততস্তেঽবশ্যভাবত্বাদ্ বুদ্ধা পর্য্যায়-মাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবাস্তস্মিন্ প্রাপ্তে হ্যুপপ্লবে ॥২৩
তেনোৎসুক্যাবসাদেন ত্যক্ত্বা স্থানানি ভাবতঃ।
মহর্ল্লোকায় সংবিগ্নাস্ততস্তে দধিরে মতিম্ ॥২৪
যে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসিস্তৈঃ শরীরকৈঃ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥২৫
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাসাদিতস্তু যৈঃ।
দশকৃত্ব ইবাবৃত্য তস্মাদ্গচ্ছন্তি স্বস্তপঃ ॥২৬
তত্র কল্পান্ দশ স্থিত্বা সত্যং গচ্ছন্তি বৈ পুনঃ।
এতেন ক্রমযোগেণ যান্তি কল্প-নিবাসিনঃ ॥২৭
এবং দেবযুগানাস্তু সহস্রাণি পরস্পরাৎ।
গতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্ত্তিনীং গতিম্।
আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্য্যেণ তু তৎসমাঃ।
ভবন্তি ব্রহ্মণস্তুল্যা রূপেণ বিষয়েণ চ ॥২৮

দেবগণ, সেই কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে স্ব স্ব দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোজক তন্মাত্র প্রভৃতির সহিত তুল্যরূপে লয় প্রাপ্ত হইবেন। তাদৃশ প্রলয় সময় আগত হইলে সেই ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ আপনার আপনার অবশ্যম্ভাবী বিপর্য্যয় আশঙ্কা করিয়া তাদৃশ আশঙ্কাজনিত অবসাদ নিবন্ধন ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করত উদ্বিগ্নচিত্তে যুগপৎ মহর্ল্লোকে গমন করিবার জন্য অভিলাষ করেন। তথায় গমন পূর্ব্বক সেই মহর্ল্লোকের উপযোগী শরীর বিশিষ্ট হইয়া বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধি লাভ করত মানসী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪ ২৫

যে সকল কল্পবাসীর সহিত মহর্ল্লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত দশবার স্বর্লোকে গমনাগমনের পর তপোলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় দশ কল্প অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সত্যলোকে গমন করেন। এইরূপ ক্রমে সহস্র দেবযুগ অতিবাহিত হইলে ঐ কল্পবাসীরা অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া কেবল আধিপত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য্য, আকৃতি, ও ভোগ্য বিষয়ে ব্রহ্মার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৬।২৭।২৮

তত্র তে হ্যবতিষ্ঠন্তি প্রীতিযুক্তাঃ প্রসঙ্গমাৎ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ ॥২৯
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন প্রাকৃতেনৈব তে স্বয়ম্।
নানাত্বেনাভিসম্বদ্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ ॥৩০
স্বরূপতো বুদ্ধিপূর্ব্বঃ যথা ভবতি জাগ্রতঃ।
তৎকালভাবি তেষান্তু তথা জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥৩১
প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নাতিসূক্ষ্মণাম্।
তৈঃ সার্দ্ধং প্রতিসৃজ্যন্তে কার্য্যাণি কারণানিচ ॥৩২
নানাত্বাদর্শনাত্তেষাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্।
বিনষ্ট-স্বাধিকারাণাং স্বেন ধর্ম্মেণ তিষ্ঠতাম্ ॥৩৩
তে তুল্য-লক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধাত্মানো নিরঞ্জনাঃ।
প্রকৃতৌ কারণাতীতাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৪
প্রখ্যাপয়িত্বা হ্যাত্মানং প্রকৃতিস্তেষু সর্ব্বশঃ।
পুরুষাব্যবহৃতত্বেন প্রতীতা ন প্রবর্ত্ততে ॥৩৫
প্রবর্ত্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বাহকারণাৎ পুনঃ।
সংযোগে প্রাকৃতে তেষাং মুক্তানাং তত্ত্বদর্শিনাম্ ॥৩৬

তাঁহারা তথায় ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে কিছুকাল অবস্থানের পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।২৯

তৎকালে তাঁহারা স্বয়ং অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃত পদার্থের সহিত নানারূপে সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহাদিগের তৎকালে জাগ্রৎ ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধি-পূর্ব্বক স্বরূপ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেই প্রলয় কালে পদার্থনিচয়ের অতি সূক্ষ্ম ভেদ সকলের বিলোপ হওয়ায় তাহাদের সহিত কার্য্য এবং কারণও বিনষ্ট হয়।৩০।৩১ ৩২

তখন সেই স্বাধিকারশূন্য, স্ব-স্ব-ভাবে অবস্থিত, ব্রহ্মলোকবাসিদিগের নানাত্বের অদর্শন হেতু, তাঁহারা তুল্যরূপ, সিদ্ধ, শুদ্ধাত্মা, নিরঞ্জন এবং প্রাকৃতিক কারণের অতীত হইয়া স্বকীয় আত্মাতেই অবস্থিত হন। প্রকৃতি তাঁহাদিগকে আত্মস্বরূপ দর্শন করাইয়া পুরুষের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক শূন্য হওয়ায় তাঁহাদিগের নিকট আর প্রতীত হয় না।৩৩।৩৪।৩৫

পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালের আরম্ভ, পুনর্ব্বার প্রকৃতির সহিত সংযোগের কারণ না থাকায়, মুক্তি প্রাপ্ত, তত্ত্বদর্শী, অপুনর্মার্গগামী সেই মুক্ত পুরুষদিগের

অত্রাপবর্গিণাং তেষামপুনর্মার্গগামিণাম্।
অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শান্তানামর্চ্চিষামিব ॥৩৭
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং ত্রৈলোক্যাৎ সুমহাত্মসু।
তৈঃ সার্দ্ধং যে মহর্ল্লোকাত্তদা নাসাদিতা জনাঃ।
তচ্ছিষ্টাশ্চেহ তিষ্ঠন্তি কল্পাদ্দেহমুপাসতে ॥৩৮
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচান্তা মানুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ ॥৩৯
তিষ্ঠৎসু তেষু তৎকালং পৃথিবীতলবাসিষু ॥৪০
সহস্রং যত্তু রশ্মীনাং সূর্য্যস্যেহ বিভাসতে।
তে সপ্তরশ্ময়ো ভূত্বা হ্যেকৈকো জায়তে রবিঃ ॥৪১
ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানাস্তে ত্রীন্ লোকান্ প্রদহন্ত্যত।
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্ ॥৪২
পূর্ব্বে শুষ্কা হ্যনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যৈস্তৈশ্চ প্রধূপিতাঃ।
তদা তে বিবিশুঃ সর্ব্বে নির্দ্দগ্ধাঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ ॥৪৩
জঙ্গমাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকাস্তু বৈ।
দগ্ধদেহাস্ততস্তে বৈ গতাঃ পাপযুগাত্যয়ে ॥৪৪

নির্ব্বাপিত তেজের ন্যায়, আর পুনরুৎপত্তি হয় না। এই সকল পূতপ্রাণ মহাত্মগণ ত্রৈলোক্য হইতে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলে যাঁহারা মহর্ল্লোক হইতে আর তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে না পারেন, তাঁহারাই কল্লান্তরে "শিষ্ট" নাম গ্রহণ করিয়া দেহান্তর লাভ করেন।৩৬।৩৭।৩৮

গন্ধর্ব্বাদি পিশাচান্ত দেবযোনিগণ, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীসমূহ এবং যাবতীয় স্থাবর পদার্থ সেই প্রলয় কালে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতেই সূর্য্যের রশ্মিসহস্র, সাত সাতটী একত্র হইয়া এক একটি সূর্য্য স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে উদিত হওত তিন লোক এবং স্থাবর, জঙ্গম, নদী ও পর্ব্বত সমুদয়কে দগ্ধ করে। মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি সংহারের পূর্ব্বেই ইহারা অনাবৃষ্টিতে অতিমাত্র বিশুষ্ক হইয়া যায়; তৎপরে সেই সকল সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রধূপিত ও তাহাদের কিরণে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। অনন্তর পাপযুগের অবসানে সেই সকল স্থাবর, জঙ্গম এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক পদার্থ সকল দগ্ধ দেহ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪

যোন্যা তয়া হ্যনির্মুক্তাঃ শুভপাপানুবন্ধয়া।
ততস্তে হ্যুপপদ্যন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ ॥৪৫
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
উষিত্বা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসীঃ প্রজাঃ ॥৪৬
ততস্তেষু প্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিষু ॥৪৭
নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু তেষু সূর্য্যৈস্তু সপ্তভিঃ।
বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্লাবিতায়াং বিশীর্ণেষ্বালয়েষু চ ॥৪৮
সমুদ্রাশ্চৈব মেঘাশ্চ আপঃ সর্ব্বাশ্চ পার্থিবাঃ।
ব্রজন্ত্যেকার্ণবত্বং হি সলিলাখ্যাস্তদাশ্রিতাঃ ॥৪৯
আগতাগতিকং তদ্বৈ যদা তু সলিলং বহু।
সংছাদ্যেমাং স্থিতাং ভূমিমর্ণবাখ্যা তদা চ সা ॥৫০
আভাতি যস্মান্নাভান্তি ভাসন্তো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু।
সর্ব্বতঃ সমনুপ্লাব্য তাসাক্রান্তো বিভাব্যতে ॥৫১
তদন্তস্তনুতে যস্মাৎ সর্ব্বাং পৃথ্বীং সমন্ততঃ।
ধাতূংস্তনোতি বিস্তারে তেনান্তস্তনবঃ স্মৃতাঃ ॥৫২

অনন্তর সেই সকল দগ্ধদেহ প্রাণিগণ পুণ্যপাপানুবন্ধি যোনি হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া স্ব-স্ব-কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্ম লাভ করিতে থাকে।৪৫

শুদ্ধচেতাগণ যাঁহারা পূর্ব্বসৃষ্টিকালে মানসী সিদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রলয়রূপ ব্রহ্মার রজনীতে ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পুনঃ সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মার মানস প্রজা হইয়া থাকেন।৪৬

সেই ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ জনলোকে অবস্থান করিতে থাকিলে, পূর্ব্বে যে সপ্তসূর্য্য দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরেই অতিমাত্র বৃষ্টি দ্বারা ক্ষিতিতল প্লাবিত হওয়ায় যাবতীয় আশ্রয় বিলুপ্ত হইলে পার্থিব, সামুদ্রিক ও মেঘনিঃসৃত সলিল সমুদয় একত্র মিলিত হইয়া একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন অপরিমেয় জলরাশি ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়া অর্ণবরূপে প্রকাশিত হয়, এবং অন্য সকল বস্তুই সেই জলাবরণে আবৃত থাকায় চারিদিকে কেবল জলই দৃষ্টি গোচর হইতে থাকে।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১

তখন পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হওয়ার জন্য (তন) ধাতুর বিস্তার

অরমিত্যেব শীঘ্রস্তু নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।
একার্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রাস্তেন তে নারাঃ ॥৫৩
তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোঽহনি।
রজন্যাং বর্ত্তমানায়াং তাবত্তৎসলিলাত্মনা ॥৫৪
ততস্তু সলিলে তস্মিন্নষ্টেঽগ্নৌ পৃথিবীতলে।
প্রশান্তবাতেঽন্ধকারে নিরালোকে সমন্ততঃ ॥৫৫
যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ।
বিভাগমস্য লোকস্য পুনর্ব্বৈ কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৫৬
একার্ণবে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥৫৭
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥৫৮
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ।
ইমঞ্চোদাহরত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৫৯
আপো নারাখ্যাস্তনব ইত্যপান্নাম শুশ্রুম।
আপূর্য্য নাভিং তত্রাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৬০

অর্থানুসারে জলের অপর নাম তনু এবং কবিগণ শীঘ্রার্থে অর শব্দ ব্যবহার করেন, এজন্য একার্ণব সময়ে জলের তাদৃশ ক্ষিপ্রগতিতা দেখা যায় না বলিয়া তাহাকে নার কহে।৫২।৫৩

যুগসহস্র পরিমিত ব্রহ্ম দিনাবসানে এইরূপে জলময়ী প্রলয়রূপিণী রজনী উপস্থিত হইলে বায়ুনিকর প্রশান্ত হইয়া যায়, এবং পৃথিবীতলে যাবতীয় অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় সমুদায় জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে।৫৪।৫৫

তখন এই জগৎ যাঁহা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সেই স্থাবর জঙ্গম বিরহিত একার্ণবে লোক সকলের বিভাগ কামনায় সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, সহস্রশীর্ষ, স্বর্ণবর্ণ, এবং অতীন্দ্রিয় নারায়ণ মূর্ত্তিতে সেই একার্ণব মধ্যে নিদ্রিত হইয়া থাকেন।৫৬।৫৭।৫৮

অনন্তর তিনি সত্ত্বগুণের উদ্রেকে জাগরিত হইয়া সমুদয় লোক শূন্যময় নিরীক্ষণ করেন। ব্রহ্মার এই নারায়ণ নামের আর এক প্রকার নিরুক্তি আছে, যথা আপ, নারা ও তনু এই কয়েকটী জলের নাম, ব্রহ্মা সেই জলে নাভিদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ কহে।৫৯।৬০

সহস্রশীর্ষাঃ সুমনাঃ সহস্রপাৎ সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রভুক্।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতিস্ত্রয়ীপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ॥৬১
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা।
একোহ্যপূর্ব্বঃ প্রথমস্তুরাষাট্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা।
স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ॥৬২
কল্পাদৌ রজসোদ্রিক্তো ব্রহ্মা ভূত্বাঽসৃজৎ প্রজাঃ।
কল্পান্তে তমসোদ্রিক্তেম্ কালোভূত্বাঽগ্রসৎ পুনঃ ॥৬৩
স বৈ নারায়ণাখ্যস্তু সত্বোদ্রিক্তোঽর্ণবে স্বপন্।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সমবর্ত্তত ॥৬৪
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্তু তান্ ॥৬৫
একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু অপ্রকাশার্ণবে স্বপন্ ॥৬৬

এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাৎ, সহস্রাক্ষ, সহস্রবদন, সহস্রভুক্ সহস্রবাহু, সুমনা, আদি প্রজাপতি, যিনি বেদে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সূর্য্যবর্ণ, সংসার-পালক, অপূর্ব্ব, প্রথম তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ মহাত্মা পুরুষ তমোগুণের অতীত।৬১।৬২

সেই পুরুষ কল্পের আদিকালে রজোগুণোদ্রিক্ত হইয়া ব্রহ্মাস্বরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করেন, কল্পের অবসানে তমোগুণোদ্রিক্ত হইয়া কালস্বরূপে সমুদয় গ্রাস করেন, সেই নারায়ণাখ্য পুরুষ সত্ত্বোদ্রিক্ত হইয়া একার্ণবে নিদ্রিত থাকেন। এইরূপে তিনি আপনাকে ত্রিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্য মধ্যে অবস্থান করেন।৬৩।৬৪

তিনি এইরূপ এক এক অংশদ্বারা সৃষ্টি, গ্রাস, ও পালন করিয়া থাকেন।৬৫

চতুর্যুগসহস্রান্তে নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সলিলাবৃত হইয়া বিনষ্ট হওয়ায়, সমুদয় জগৎ একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইলে, যখন পরম পুরুষ কালরূপী নারায়ণ চতুর্ব্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া ব্রাহ্মী রাত্রিতে তমোময় একার্ণবে সুষুপ্তিলাভ করেন, সেই সময়ে বর্ত্তমান কল্পের ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষির ন্যায় প্রতিকালেই যাঁহারা কল্পাবসানে অবস্থান করেন, সেই সুমহৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ

চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা গ্রস্থা ব্রাহ্ম্যাং রাত্র্যাং মহার্ণবে।
পশ্যন্তি তং মহর্ল্লোকাৎ সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥৬৭
ভৃগ্বাদয়ো যথা সপ্তকল্পে হ্যস্মিন্ মহর্ষয়ঃ।
ততো নিবর্ত্তমানৈস্তৈর্মহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥৬৮
গত্যর্থাৎ ঋষয়ো ধাতোর্নাম নিবৃত্তিরাদিতঃ।
তস্মাদৃষিপরত্বেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ ॥৬৯
মহর্ল্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ।
সত্যাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যাসন্ কল্পেঽতীতে মহর্ষয়ঃ ॥৭০
এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যন্তে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥৭১
কল্পস্যাদৌ তু বহুশো যস্মাৎ সংস্থাশ্চতুর্দ্দশ।
কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্পো নিরুচ্যতে ॥৭২
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।
ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৭৩
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্ব্বঃ কীর্ত্তিতঃ কল্পয়োর্দ্বয়োঃ।
সাম্প্রতাতীতয়োর্মধ্যে প্রাগবস্থা বভূব যা ॥৭৪

মহর্ষি সমূহ মহর্লোক হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। অনন্তর তাঁহারা সেই দর্শনক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম মহান্ পুরুষকে লাভ করেন। ইহাদিগের মহর্ষি নাম হওয়ার কারণ এইরূপ কথিত আছে,—ঋ ধাতুর অর্থ গমন, প্রথমেই গত অর্থাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ঋষি কহে, ইঁহারা সেই ঋষি সমূহের মধ্যে প্রধান বলিয়া মহর্ষি নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতীত কল্পে সত্য প্রভৃতি যে সাতটী মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারাও মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া কালরূপী নারায়ণকে প্রসুপ্ত দেখিয়াছেন। এইরূপে কত শতসহস্র প্রলয়রূপিণী ব্রাহ্মী রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, ইহার প্রতিরাত্রেই মহর্ষিগণ এইরূপ ভাবে প্রসুপ্ত কালকে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১

সেই সর্ব্বভূতস্রষ্টা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ মহাদেব জগদীশ্বর, কল্পপ্রারম্ভে চতুর্দ্দশ ভুবনের বহুবিধ কল্পনা করেন বলিয়া সৃষ্টিকালের নাম কল্প হইয়াছে। তিনি কল্পের আদিতে পুনঃ পুনঃ সকল ভূতের সৃষ্টি করেন। এই নিখিল জগৎ তাঁহারই। এই বর্ত্তমান এবং অতীত কল্পদ্বয়ের প্রতিসন্ধি ও

কীর্ত্তিতা তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা।
সাম্প্রতন্তে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতং নিবোধত ॥৭৫

পূর্ব্বাবস্থা সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি বর্ত্তমান কল্পের বিষয় বর্ণন করিব শ্রবণ করুন।৭২।৭৩।৭৪।৭৫

অষ্টম অধ্যায়।

চারি-আশ্রম।

দারাগ্ন্যোঽথাতিথেয়ইজ্যাশ্রাদ্ধক্রিয়াঃ প্রজাঃ।
ইত্যেষ বৈ গৃহস্থস্য সমাসাদ্ধর্মসংগ্রহঃ ॥১*
দণ্ডী চ মেখলী চৈব হ্যধঃশায়ী তথা জটী।
গুরুশুশ্রূষণং ভৈক্ষ্যং বিদ্যাদ্ বৈ ব্রহ্মচারিণঃ ॥২
চীরপত্রাজিনানি স্যুর্ধান্যমূলফলৌষধম্।
উভে সন্ধ্যেঽবগাহশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্ ॥৩
আসনং বসনে ভৈক্ষ্যমস্তেয়ং শৌচমেব চ।
অপ্রমাদোঽব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা।
অক্রোধো গুরু-শুশ্রূষা সত্যঞ্চ দশমং স্মৃতম্ ॥৪
দশলক্ষণকো হ্যেষ ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
ভিক্ষোর্ব্রতানি পঞ্চাত্র পঞ্চৈবোপব্রতানি চ ॥৫

দার পরিগ্রহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথি সংকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও সন্তানোৎপাদন, সংক্ষেপে এই গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম বলা হইল।১

দণ্ড, মেখলা ও জটাধারণ, ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষা, এই কয়েকটী ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম।২

কৌপীন, পত্র অথবা মৃগচর্ম্ম পরিধান, ধান্য ও ফলমূলাদি আহার, উভয় সন্ধ্যায় অবগাহন ও হোম, এই কয়েকটী বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম।৩

স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগ্রহণ, চৌর্য্যাদি পরিত্যাগ, শৌচাচার, অপ্রমাদ, স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ, ক্রোধত্যাগ, সর্ব্বজীবে দয়া, গুরুশুশ্রূষা ও সত্যানুসরণ এই দশটী ভিক্ষুকের ধর্ম্ম।৪

ভগবান মনু উপরি উক্ত চতুর্বিধ আশ্রমিদিগের সাধারণ ধর্ম্মকে দশ লক্ষণ-সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৫ (১)

---

* এই প্রস্তাবের শ্লোক সংখ্যার মূলের সহিত ঐক্য নাই, মূলের ১৭৫ হইতে আমাদের প্রথম শ্লোক আরম্ভ হইয়াছে।

(১) চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।
ধৃতিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

আচারশুদ্ধির্নিয়মঃ শৌচঞ্চ প্রতিকর্ম চ।
সম্যগ্দর্শনমিত্যেবং পঞ্চৈবোপব্রতান্যপি ॥৬
ধ্যানং সমাধির্মনসেন্দ্রিয়াণাং সনাগরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপগম্য।
মৌনং পবিত্রোপচিতের্বিমুক্তিঃ পারিব্রাজ্যে ধর্মমিমং বদন্তি ॥৭
সর্ব্বে তে শ্রেয়সে প্রোক্তা আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
সত্যার্জ্জবস্তপঃ ক্ষান্তির্যোগেজ্যা দমপূর্ব্বিকা॥
বেদাঃসাঙ্গাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
ন সিধ্যন্তি প্রদুষ্টস্য ভাবদোষ উপাগতে ॥৮
বহিঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ন সিধ্যন্তি কদাচন।
অন্তর্ভাবপ্রদুষ্টস্য কুর্ব্বতোঽপি পরাক্রমাৎ ॥৯
সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেণান্তরাত্মনা।
ন তেন ধর্ম্মভাক্ স স্যাদ্ভাব এবাত্র কারণম্ ॥১০
এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়োমনবস্তথা।
তেষাং স্থানমমুস্মিংস্তু সংস্থিতানাং প্রচক্ষতে ॥১১

এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুগণের পাঁচটী ব্রত এবং পাঁচটী উপব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আচার-শুদ্ধি, নিয়ম, প্রতিকর্ম্ম ও সম্যক্ দর্শন এই পাঁচটীকে উপব্রত কহে।৬

আর—ধ্যান, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, নগরবাসীদিগের নিকট যাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ, মৌন, পবিত্রতার উপচয়ের নিমিত্ত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ, এই পাঁচটী তাহাদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য ব্রত।৭

ব্রহ্মা স্বয়ং এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমকেই বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনুষ্ঠান মাত্রেই চিত্তশুদ্ধির নিতান্ত আবশ্যক; চিত্ত-বৃত্তি অপরিশুদ্ধ থাকিলে, সত্য, সরলতা, তপঃ, ক্ষমা, যোগ, যজ্ঞ, দম; বেদাধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, ও সকল প্রকার বাহ্যকার্য্য সফল হয় না। অন্তর্দুষ্ট ব্যক্তি বলপূর্ব্বক করিলেও এই সকল কর্ম্ম সিদ্ধ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্ত হয় না।৮।৯

অন্তঃকরণ কলুষিত রাখিয়া কোন ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহার ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, যেহেতু চিত্তশুদ্ধিই একমাত্র ধর্ম্মের কারণ। দেব, পিতৃ, ঋষিগণ এবং মনুগণ যে স্থানে বাস করেন, এই সকল বর্ণাশ্রমিগণের অনুষ্ঠানবিশেষানুসারে পরলোকে সেই সকল স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। অষ্টাশীতি-সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ যে স্থানে বাস করেন, গুরুকুলবাসীগণ

অষ্টাশীতি সহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতস্তু তেষাং যৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥১২
সপ্তর্ষীণান্তু যৎস্থানং স্মৃতন্তদ্বৈ দিবৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণোঽক্ষয়ম্ ॥১৩
যোগিনামমৃতং স্থানং নানাধীনাং ন বিদ্যতে।
স্থানান্যাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥১৪
চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ।
ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রেণ আদ্যে মন্বন্তরে ভুবি ॥১৫
পন্থানো দেবযানায় তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ।
তথৈব পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে ॥১৬
এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা।
যদাস্য ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাত্মিকাঃ ॥১৭
ততোঽন্যা মানসীঃ সোঽথ ত্রেতামধ্যেঽসৃজৎ প্রজাঃ।
আত্মনঃ স্বশরীরাচ্চ তুল্যাশ্চৈবাত্মনা তু বৈ ॥১৮

পরলোকে সেই স্থানে গমন করেন। স্বর্গবাসীগণ সপ্তর্ষিসমূহের স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপ গৃহস্থগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে পরলোকে প্রাজাপত্য স্থান, এবং সন্ন্যাসিগণ অক্ষয় ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকেন।১০।১১।১২।১৩

যোগিগণ অমৃত নামক স্থানে গমন করেন, যাহাদের সর্ব্বদা নানা বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য থাকে, তাহারা কোন স্থানই পাইতে পারে না যে হেতু স্ব-স্ব-আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালকগণের জন্যই এই সকল স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে।১৪

আদি মন্বন্তরে লোকনিয়ন্তা ব্রহ্মা এই আশ্রম চতুষ্টয়কেই দেবযান নামক পথরূপে সৃষ্টি করেন। দেবলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যে সকল পথ আছে, সূর্য্য তাঁহাদের দ্বারস্বরূপ। এইরূপ চন্দ্র পিতৃলোকগমনের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।১৫।১৬

এইরূপ বর্ণাশ্রম নির্দ্দেশের পর বর্ণাশ্রমোপেত কোন প্রজাকেই আর জন্ম লাভ করিতে না দেখিয়া, প্রজাপতি ত্রেতাযুগের মধ্য সময়ে আত্মা ও স্ব-শরীর হইতে আত্মতুল্য কতকগুলি মানসী প্রজার সৃষ্টি করিলেন।১৭।১৮

ততঃ সত্ত্বরজোদ্রিক্তাঃ প্রজাঃ সোঽথাসৃজৎপ্রভুঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বার্ত্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ ॥১৯
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা।
যুগানুরূপাদ্ধর্ম্মেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ॥২০
উপস্থিতে তদা তস্মিন্ প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভুবঃ।
অভিদধ্যৌ প্রজাঃ সর্ব্বা নানারূপাস্তু মানসীঃ ॥২১
পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ।
কল্পেঽতীতে তু তে হ্যাসন্ দেবাদ্যাস্তু প্রজা ইহ ॥২২
ধ্যায়তস্তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূত্যর্থমুপস্থিতাঃ।
মন্বন্তরক্রমেণেহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ ॥২৩
খ্যাত্যানুবন্ধৈস্তৈস্তৈস্তু সর্ব্বার্থৈরিহ ভাবিতাঃ।
কুশলাকুশলপ্রায়ৈঃ কর্ম্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ ॥২৪
তৎকর্ম্মফলশেষেণ উপষ্টব্ধাঃ প্রজজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৃত্বৈশ্চ পশুপক্ষিসরীসৃপৈঃ ॥২৫
বৃক্ষনারকিকীটত্বৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপস্থিতাঃ।
আধানার্থং প্রজানাঞ্চ আত্মনো বৈ বিনির্ম্মমে ॥২৬

অনন্তর সেই প্রভু সত্ত্ব ও রজোগুণে উদ্রিক্ত এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বার্ত্তার সাধক, কতকগুলি দেব, পিতৃ, ঋষি এবং মনু প্রভৃতি প্রজার সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা সমুদয় প্রজাকে যুগানুরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিভাগের সময় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা নানাবিধ মানসী প্রজার বিষয় চিন্তা করিলেন। আমি পূর্ব্বে যে আপনাকে জনলোক-বাসীদিগের কথা বলিয়াছি, অতীত কল্পে তাঁহারা দেবাদি প্রজা ছিলেন।১৯।২০।২১।২২

ব্রহ্মা ধ্যান করিবা মাত্র সেই সকল প্রজা জন্ম গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। মন্বন্তর ক্রমে পরবর্ত্তী মন্বন্তরের প্রথমে ব্রহ্মার ধ্যানানুবন্ধ দ্বারাই ঐ সকল প্রজা, সমুদয় আবশ্যক বস্তু ও পাপপুণ্য বহুল কর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা যোজিত হয়। তাহারা ঐ সকল কর্ম্মের অবশিষ্ট ফল ভোগের জন্য, দেবতা, অসুর, পিতৃলোক, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নারকী, কীট প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্তজ্জাতীয় স্বভাবও প্রাপ্ত হয়। প্রজাদিগের আধানের নিমিত্ত ব্রহ্মা আত্মা হইতেই সকল বস্তু নির্ম্মাণ করেন।২৩।২৪।২৫।২৬

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ চারিখণ্ডে বিভক্ত,—যথা ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড, এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ব্রহ্মখণ্ড ৩০ অধ্যায়ে, প্রকৃতিখণ্ড ৬৬ অধ্যায়ে, গণেশখণ্ড ৪৬ অধ্যায়ে এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩৩ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাতে ১৮০০ শ্লোক আছে। এ পুরাণ খানির অবস্থা এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তদ্দ্বারা ইহাকে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার প্রতি খণ্ডের প্রতি অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মখণ্ডে সমুদয় জগতের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং তাঁহার সিসৃক্ষা ও সৃষ্টিক্রিয়ার সবিস্তারে বর্ণনা হইয়াছে।

প্রকৃতিখণ্ডে প্রকৃতির স্বরূপ, তাঁহার কলা ও অংশের ভেদ ও স্বরূপ, তাঁহাদের সকলের কীর্ত্তি ও স্বভাব, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, শুভ, অশুভ, নরক, রোগ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গণেশ খণ্ডে গণেশের জন্মবিবরণ, এবং তৎসম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব বার্ত্তা সকল, গণেশ ও ভৃগুর সংবাদ, সমুদয় তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য, কতিপয় কবচ ও স্তোত্র, এবং নানাবিধ মন্ত্র ও তন্ত্রাদি নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পৃথিবীর ভার হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণেরজন্ম, তাঁহার নানাবিধ ক্রীড়া, এবং তাঁহা কর্ত্তৃক সাধুদিগের উদ্ধা-রণ ইত্যাদি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-

প্রণয়িনীদিগের মধ্যে রাধার নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসারে রাধাই আদ্যা প্রকৃতি, এবং গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা সঙ্গিনী। রাধা শ্রীকৃষ্ণের অনেক পূর্ব্বে বৃন্দাবনে অবতীর্ণা হন। একদা গোপরাজ নন্দ দুগ্ধপোষ্য বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া গোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। গোপবধূ রাধাও সেই সময় গাভী রাখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় আকাশে নিবিড় ঘনঘটা উদিত হইয়া, প্রচণ্ড বাত্যার পূর্ব্ব লক্ষণ সূচিত করিল। উহা দেখিয়া গোপরাজ কৃষ্ণকে রাধার ক্রোড়ে দিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন। রাধা কৃষ্ণকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন এমন সময় পথে শ্রীকৃষ্ণ কিশোরমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার বালকমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই ইতি-বৃত্ত অবলম্বন করিয়াই গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটী রচিত হইয়াছে।

এই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন বলিয়া, ইহার নাম "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" হইয়াছে।

চন্দ্রের উপাখ্যান।

(ব্রহ্ম খণ্ড—নবম অধ্যায়।)

সৌতিরুবাচ।

দানবাশ্চ দনোর্ব্বংশাঃ অন্যাসামন্যজাতয়ঃ।
উক্তঃ কশ্যপবংশশ্চ চন্দ্রাখ্যানং নিবোধ মে ॥১
নামানি চন্দ্রপত্নীনাং সাবধানং নিশাময়।
অত্যপূর্ব্বঞ্চ চরিতং পুরাণেষু পুরাতনম্ ॥২
অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষা তথার্দ্রা চ পুষ্যা সাধ্বী পুনর্ব্বসুঃ ॥৩
পুষ্যাঽশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনী।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিকা ॥৪
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা পূর্ব্বাষাঢ়া চৈবোত্তরা স্মৃতা।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথা শতভিষা শুভা ॥৫

দনুর বংশ সম্ভূত এবং অপরাপর স্ত্রী হইতে উৎপন্ন অন্য জাতীয় দৈত্যগণ ও কশ্যপের বংশ কথিত হইল, এক্ষণে চন্দ্রের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। চন্দ্রের কথা বলিবার পূর্ব্বে একে একে চন্দ্রপত্নীদিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। এই চন্দ্রচরিত অতি বিচিত্র এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। (১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশীর্ষা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্ব-ফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জেষ্ঠ্যা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বা-ষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদা, (২৬) উত্তরভাদ্রপদা, (২৭) রেবতী, এই সাতাইশটী নক্ষত্র চন্দ্রের প্রিয়পত্নী। ইহাদের সকলের মধ্যে আবার রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা

পূর্ব্বোত্তরভাদ্রপদা রেবত্যন্তাঃ বিধু-প্রিয়াঃ।
তাসাং মধ্যে চ সুভগা রোহিণী রসিকা বরা ॥৬
সন্ততং রসভাবেন চকার শশিনং বশম্।
রোহিণ্যুপগতশ্চন্দ্রো ন যাত্যন্যাঞ্চ কামিনীম্ ॥৭
সর্ব্বাঃ ভগিন্যঃ পিতরং কথয়ামাসুরাদৃতাঃ।
সপত্নীকৃতসন্তাপং প্রাণনাশকরম্ পরম্ ॥৮
দক্ষঃ প্রকুপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
দ্রুতং শ্বশুরশাপেন যক্ষ্মগ্রস্তো বভূব সঃ ॥৯
দিনে দিনে যক্ষ্মণা চ ক্ষীয়মানশ্চ দুঃখিতঃ।
বপুষ্যর্দ্ধং ক্ষীয়মাণে শঙ্করং শরণং যযৌ ॥১০
দৃষ্ট্বা চন্দ্রং শঙ্করশ্চ ক্লেশিতং শরণাগতম্।
করুণাসাগরস্তস্মৈ কৃপয়া চাভয়ং দদৌ ॥১১
নির্ম্মুক্তং যক্ষ্মণা কৃত্বা স্বকপালে স্থলং দদৌ।
অমরো নির্ভয়ো ভূত্বা স তস্থৌ শিবশেখরে ॥১২
তং শিবঃ শেখরে কৃত্বা বভূব চন্দ্রশেখরঃ।
নাস্তি দেবেষু লোকেষু শিবাৎ শরণপঞ্জরঃ ॥১৩

চন্দ্রের প্রেমের পাত্র, ইঁহার স্নেহে চন্দ্র ইঁহারই বশীভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্র সর্ব্বদাই রোহিণীর নিকট অবস্থান করিতেন, অপর পত্নীদিগের নিকটে একেবারে গমন করিতেন না।১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮

এই নিমিত্ত অপর পত্নী সকল আপনাদিগের পিতার নিকট গমন করিয়া অত্যন্ত দুঃসহ সপত্নী জনিত সন্তাপ কাতরভাবে তাঁহাকে জানাইল। তাহাতে দক্ষ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে শাপ প্রদান করিলেন। চন্দ্র শ্বশুর শাপে তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হইলেন। যক্ষ্মারোগে তিনি প্রত্যহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরের অর্দ্ধভাগ প্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। করুণাসাগর মহাদেব চন্দ্রকে তাদৃশ ক্লেশে অভিভূত এবং আপনার শরণাগত জানিয়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন।৯।১০।১১

চন্দ্র মহাদেবের কৃপায় তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মারোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে মহাদেব স্বীয় কপালে তাঁহাকে স্থান দান করিলেন, চন্দ্রও অমর ও নির্ভয়

দক্ষকন্যাঃ পতিং যুক্তং দৃষ্ট্বা চ রুরুদুঃ পুনঃ।
আজগ্মুঃ শরণং তাতং দক্ষং তেজস্বিনাং বরম্ ॥১৪
উচ্চৈশ্চ রুরুদুর্গত্বা নিহত্যাঙ্গং পুনঃ পুনঃ।
তমূচুঃ কাতরং দীনা দীননাথং বিধেঃ সুতম্ ॥১৫
স্বামিসৌভাগ্যলাভায় ত্বমুক্তোঽস্মাভিরেব চ।
সৌভাগ্যমস্তু নস্তাত গতঃ স্বামী গুণান্বিতঃ ॥১৬
স্থিতে চক্ষুষি হে তাত দৃষ্টং ধ্বান্তময়ং জগৎ।
বিজ্ঞাতমধুনা স্ত্রীণাং পতিরেব হি লোচনম্ ॥১৭
পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণাং পতিঃ প্রাণাশ্চ সম্পদঃ।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং হেতুঃ সেতুর্ভবার্ণবে ॥১৮
পতির্নারায়ণঃ স্ত্রীণাং ব্রতং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বং কর্ম্ম বৃথা তাসাং স্বামিনাং বিমুখাশ্চ যাঃ ॥১৯
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দক্ষিণা।
সর্ব্বদানানি পুন্যানি ব্রতানি নিয়মানি চ ॥২০
দেবার্চ্চনঞ্চানশনং সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ।
স্বামিনঃ পাদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২১

হইয়া মহাদেবের মস্তকে বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়া মহাদেব চন্দ্রশেখর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। দেবলোকের মধ্যে মহাদেবের তুল্য শরণাগত রক্ষক আর কেহ নাই। এদিকে দক্ষকন্যাগণ পতিকে শিব-শরীরে সংলগ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সমুদয় তেজস্বীর শ্রেষ্ঠ স্বীয় পিতা দক্ষের শরণাগত হইল, তাহারা দক্ষের নিকট গমন করিয়া বারম্বার আপনাদিগের শরীর ভূমিতে আছড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এবং দীন ও কাতর ভাবে দীননাথ বিধাতার পুত্র দক্ষকে বলিল।১২।১৩।১৪।১৫

হে পিতঃ, স্বামিসৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের কপালগুণে সে সৌভাগ্য ত দূরের কথা, আমরা গুণবান্ স্বামী লাভ করিয়াও হারাইলাম। হে পিতঃ, চক্ষু থাকিতেও আমরা সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি। অতএব আমরা এক্ষণে জানিতে পারিলাম পতিই স্ত্রীদিগের প্রকৃত চক্ষু, পতিই স্ত্রীদিগের গতি, পতিই স্ত্রীদিগের প্রাণ ও সম্পদ্, পতিই স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতু

সর্ব্বেষাং বান্ধবানাঞ্চ প্রিয়ঃ পুত্রশ্চ যোষিতাম্।
স এব স্বামিনোংহশশ্চ শতপুত্রাত্ পরঃ পতিঃ ॥২২
অসদ্বংশ-প্রসূতা যা সা দ্বেষ্টি স্বামিনং সদা।
যস্যা মনশ্চলং দুষ্টং সন্ততং পরপুরুষে ॥২৩
পতিতং রোগিণং দুষ্টং নির্ধনং গুণহীনকম্।
যুবানঞ্চৈব বৃদ্ধং বা ভজেত্তং ন ত্যজেত্ সতী ॥২৪
সগুণং নির্গুণং বাপি যা দ্বেষ্টি সন্ত্যজেৎ পতিম্।
পচ্যতে কালসূত্রে সা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥২৫
কীটৈঃ শকুনতুল্যৈশ্চ ভক্ষিতা সা দিবানিশম্।
ভুঙ্‌ক্তে মৃতবসামাংসং পিবেন্মূত্রঞ্চ তৃষ্ণয়া ॥২৬
দেহি নঃ কান্তদানঞ্চ কামপূরং বিধেঃ সুত।
বিধাত্রা সদৃশস্ত্বঞ্চ পুনঃ স্রষ্টুং ক্ষমো জগৎ ॥২৭

স্বর্গের হেতু এবং পতিই তাহাদিগের ভবসমুদ্রের সেতু। পতিই স্ত্রীগণের নারায়ণ, পতিই ব্রত এবং পতিই সনাতন ধর্ম্ম। এই পতি যাহাদের উপর বিমুখ, তাহাদের সকল কর্ম্মই বৃথা। সমুদয় তীর্থে স্নান, নিখিল যজ্ঞে দক্ষিণা-প্রদান, সর্ব্ববিধদান, পবিত্র ব্রতানুষ্ঠান, নিয়ম, দেবার্চ্চনা, উপবাস, তপস্যা এই সমুদয় কর্ম্ম স্বামিপদ সেবার ষোল অংশের একাংশেরও তুল্য নহে। সমুদয় বান্ধব অপেক্ষা পুত্রই স্ত্রীদিগের অধিক প্রিয় হইয়া থাকে, এহেন পুত্র স্বামীর অংশমাত্র, সুতরাং শতপুত্র অপেক্ষাও স্বামী প্রিয়। যাহারা অসদ্বংশ-সম্ভূত এবং যাহাদের দুষ্ট মন সর্ব্বদা পরপুরুষের নিমিত্ত চঞ্চল, তাহারাই অনবরত স্বামীর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে। কিন্তু সতী স্ত্রী, পতি রোগীই হৌক্, দোষযুক্তই হৌক্, নির্ধনই হৌক্, যুবাই হৌক্, অথবা বৃদ্ধই হৌক্, সর্ব্বদা তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত থাকে, কথনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, যে স্ত্রী, পতি সগুণ অথবা নির্গুণ হৌক্, তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, সে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতি কাল যাবৎ কালসূত্র নামক নরকে পচিতে থাকে।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫

সেই ঘোরনরকমধ্যে পক্ষি তুল্য বৃহৎ কীটসমূহ কর্ত্তৃক অহর্নিশ ভক্ষিত হয়, এবং স্বয়ং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মৃতদিগের বসা ও মাংস ভোজন করে ও মূত্রপান করে। অতএব হে পিতঃ! আমাদিগের অভিলাষের পূরণকারী পতি আমাদিগকে প্রদান করুন। কারণ আপনি বিধাতার পুত্র এবং

কন্যানাং বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ শঙ্করসন্নিধিম্।
জগাম শম্ভুস্তং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় ননাম চ ॥২৮
দক্ষস্তস্যাশিষং কৃত্বা সমুবাচ কৃপানিধিম্।
তত্যাজ কোপং দুর্দ্ধর্ষং দৃষ্ট্বা চ প্রণতং শিবম্ ॥২৯
দেহি জামাতরং শম্ভো! মদীয়ং প্রাণবল্লভম্।
মৎসুতানাঞ্চ প্রাণানাং পরমেব প্রিয়ং পতিম্ ॥৩০
ন চেদ্দদাসি জামাতর্ম্মম জামাতরং বিধুম্।
দাস্যামি দারুণং শাপং তুভ্যং ত্বং কেন মুচ্যসে ॥৩১
দক্ষস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ কৃপানিধিঃ।
সুধাধিকঞ্চ বচনং ব্রহ্মন্ শরণপঞ্জরঃ ॥৩২

শিব উবাচ।

করোষি ভস্মসাচ্চেন্মাং দদাসি শাপমেব চ।
নাহং দাতুং সমর্থশ্চ চন্দ্রঞ্চ শরণাগতম্ ॥৩৩
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা দক্ষস্তং শপ্তুমুদ্যতঃ।
শিবঃ সস্মার গোবিন্দং বিপন্মোক্ষণকারকম্ ॥৩৪

বিধাতার তুল্য পুনর্ব্বার জগৎ স্বজন করিতে সমর্থ। অনন্তর দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও নমস্কার করিলেন। দক্ষ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দান করিয়া অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দয়ার আধার শিবকে প্রণত দেখিয়া দুর্জ্জয় কোপ পরিত্যাগ করিলেন।২৬।২৭।২৮।২৯

দক্ষ বলিলেন হে মহাদেব, আমার কন্যাদিগের প্রাণের পরমপ্রিয় এবং আমার প্রাণবল্লভ জামাতাকে প্রদান কর। হে জামাতঃ, যদি তুমি আমার জামাতা চন্দ্রকে প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অতি কঠোর শাপ প্রদান করিব। তুমি তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে ?৩০।৩১।৩২

হে ব্রহ্মন্, কৃপানিধি, শরণাগত রক্ষক মহাদেব দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধা অপেক্ষা অধিকতর মধুর বাক্যে বলিলেন আমাকে ভস্মীভূত করুন অথবা শাপই প্রদান করুন আমি কখন শরণাগত চন্দ্রকে প্রদান করিতে পারিব না।৩২।৩৩

শিবের বাক্য শুনিয়া দক্ষ তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন এবং শিব

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্।
সমাযযৌ তয়োর্ম্মূলং তৌ তঞ্চ নেমতুঃ ক্রমাৎ ॥৩৫
দত্ত্বা শুভাশিষং তাভ্যাং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
উবাচ শঙ্করং ব্যগ্রং তমঃপ্রধ্বংসকো দ্বিজঃ ॥৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ন চাত্মনঃ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বেষু বন্ধুষু।
আত্মানং রক্ষ, দক্ষায় দেহি চন্দ্রং সুরেশ্বর ॥৩৭
তপস্বিনাং বরঃ শান্তস্ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু জীবেষু হিংসাক্রোধবিবর্জিতঃ ॥৩৮
দক্ষঃ ক্রোধী চ দুর্দ্ধর্ষস্তেজস্বী ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
শিষ্টো বিভেতি দুর্দ্ধর্ষং ন দুর্দ্ধর্ষশ্চ কঞ্চন ॥৩৯
নারায়ণ-বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য শঙ্করঃ স্বয়ম্।
উবাচ নীতিসারঞ্চ নীতিবীজং পরাৎপরম্ ॥৪০

শঙ্কর উবাচ।

তপো দাস্যামি তেজশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ সম্পদম্।
প্রাণাংশ্চ, ন সমর্থোঽহং প্রদাতুং শরণাগতম্ ॥৪১

বিপন্নিবারণ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দান করিয়া সেই তমোগুণ ধ্বংসকারী, সনাতন ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, ব্রাহ্মণ, ব্যগ্রতাযুক্ত মহাদেবকে বলিলেন।৩৪।৩৫।৩৬

নারায়ণ বলিলেন হে শঙ্কর, সমুদয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা প্রিয় নহে অতএব হে সুরেশ্বর, দক্ষকে চন্দ্র প্রদান করিয়া আপনাকে শাপ হইতে রক্ষা কর।৩৭

তুমি তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য সমস্ত প্রাণিতে সমদর্শী এবং হিংসা ও ক্রোধ শূন্য; ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ, অত্যন্ত তেজস্বী, ক্রোধী এবং অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ। শিষ্ট ব্যক্তি দুর্দ্ধর্ষকে ভয় করিয়া চলে। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি কাহাকেও ভয় করে না।৩৮।৩৯

নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব একটু হাস্য করিলেন। এবং সমুদয় নীতির বীজস্বরূপ পরাৎপর নারায়ণকে নীতির সারভূত বাক্য বলিলেন আমি তপস্যা, তেজ, সমুদয় সিদ্ধি, সম্পদ্ ও প্রাণ অবধি দান করিতে

যো দদাতি ভয়েনৈব প্রপন্নং শরণাগতম্।
তঞ্চ ধর্ম্মঃ পরিত্যজ্য যাতি শপ্ত্বা সুদারুণম্ ॥৪২
সর্ব্বং ত্যক্তুং সমর্থোঽহং ন স্বধর্ম্মং জগৎপ্রভো।
যঃ স্বধর্ম্মবিহীনশ্চ স চ সর্ব্ববহিষ্কৃতঃ ॥৪৩
যশ্চ ধর্ম্মং সদা রক্ষেৎ ধর্ম্মস্তং পরিরক্ষতি।
ধর্ম্মং বেদেশ্বর স্বঞ্চ কিং মাং ব্রূহি স্বমায়য়া ॥৪৪
ত্বং সর্ব্বপাতা স্রষ্টা চ হন্তা চ পরিণামতঃ।
ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া যস্য তস্য কস্মাদ্ ভয়ং ভবেৎ ॥৪৫
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ সর্ব্বভাববিৎ।
চন্দ্রং চন্দ্রাদ্বিনিষ্কৃষ্য দক্ষায় প্রদদৌ হরিঃ ॥৪৬
প্রতস্থাবর্দ্ধচন্দ্রশ্চ নির্ব্ব্যাধিঃ শিবশেখরে।
নিজগ্রাহ পরং চন্দ্রং বিষ্ণুদত্তং প্রজাপতিঃ ॥৪৭
যক্ষ্মগ্রস্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দক্ষস্তুষ্টাব মাধবম্।
পক্ষে পূর্ণং ক্ষতং পক্ষে তং চকার হরিঃ স্বয়ম্ ॥৪৮

সমর্থ তথাপি শরণাগতকে কখনই প্রদান করিতে পারি না। যে ব্যক্তি ভয় পাইয়া আশ্রিত শরণাগতকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে ধর্ম্ম অতি দারুণ শাপ প্রদান করিয়া পরিত্যাগ করেন।৪০।৪১।৪২

হে জগৎপ্রভো, আমি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, কিন্তু আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সক্ষম নই। যে ব্যক্তি নিজধর্ম্ম পরিত্যাগী হয়, সে সকলের বহিষ্কৃত হয়। এবং যে সর্ব্বদা ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্মও তাহাকে রক্ষা করেন। হে ঈশ্বর, আপনি ধর্ম্মস্বরূপ অবগত হইয়াও আমাকে নিজ মায়া দ্বারা মোহিত করিবার নিমিত্ত এ কি আজ্ঞা করিতেছেন। আপনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা, সৃজনকর্ত্তা ও পরিণামে বিনাশকর্ত্তা, আপনাতে যাহার দৃঢ় ভক্তি থাকে সে কাহাকে ভয় করিবে? শঙ্করের বাক্য শুনিয়া সকলের ভাবজ্ঞ ভগবান্ হরি চন্দ্র হইতে আর একটি চন্দ্র নিষ্ক্রামিত করিয়া দক্ষকে প্রদান করিলেন। নিব্যা‌র্ধি অর্দ্ধচন্দ্র মহাদেবের মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুদত্ত মস্তকে গ্রহণ করিলেন।৪৬।৪৭

দক্ষ ঐ চন্দ্রকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত দেখিয়া নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে একপক্ষে পূর্ণ এবং একপক্ষে ক্ষীণ করিলেন।৪৮

পতিবিয়োগে মালাবতীর বিলাপ।

(ব্রহ্ম খণ্ড—ত্রয়োদশ অধ্যায়।)

বিচেতনা তত্র তস্থৌ কান্তং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
পরিপূর্ণং দিবানক্তং সর্ব্বৈর্দেবৈশ্চ রক্ষিতা ॥১
প্রভাতে চেতনাং প্রাপ্য বিললাপ ভৃশং মুহুঃ।
ইত্যুবাচ পুনস্তত্র হরিং সম্বোধ্য সা সতী ॥২
হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ, নাথ, নাহং জগদ্‌বহিঃ।
ত্বমেব জগতাং পাতা মাং ন পাহি কথং প্রভো ॥৩
অয়ং ভর্ত্তাস্য ভার্য্যাহং মমেতি তব মায়য়া।
ত্বমেব বাস্তবো ভর্ত্তা সর্ব্বেষাং সর্ব্বকারণম্ ।৪
গন্ধর্ব্বঃ কর্ম্মণা কান্তঃ কান্তাহমস্য কর্ম্মণা।
ক্ব গতঃ কর্ম্মভোগান্তে কুত্র সংস্থাপ্য মাং প্রিয়াম্ ।৫

সাধ্বী মালাবতী মৃতপতির দেহ আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করত অচেতনাবস্থায় সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ দিবারাত্র অতিবাহিত করিল। এবং প্রভাতকালে জ্ঞানলাভ করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীহরিকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল। হে কৃষ্ণ, আপনি জগতের নাথ, আমি জগৎ হইতে ভিন্ন নই, আপনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা অতএব হে প্রভো, কেন আমাকে রক্ষা করিবেন না? আপনার মায়াতেই এ আমার ভর্ত্তা, আমি ইহার ভার্য্যা, এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছি। বস্তুতঃ আপনিই জগতের কারণ ও সকলের স্বামী। গন্ধর্ব্ব আপনার কর্ম্ম প্রভাবে আমার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিল এবং আমিও কর্ম্মবশে তাহার পত্নী হইয়াছি। এক্ষণে কর্ম্মভোগের অবসানে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছে।১।২।৩।৪,৫

কো বা কস্যাঃ পতিঃ পুত্রঃ কা বা কস্য প্রিয়া বিভো।
সংযুনক্তি বিধাতা চ বিযুনক্তি চ কর্ম্মণা।
সংযোগে পরমানন্দো বিয়োগে প্রাণশঙ্কটঃ ॥৬
শশ্বজ্জগতি মূর্খস্য নাত্মারামস্য নিশ্চিতম্।
নশ্বরো বিষয়ঃ সত্যং ভোগাশ্চ বন্ধবো ভুবি ॥৭
স্বয়ং ত্যক্তঃ সুখায়ৈব দুঃখায় ত্যাজিতঃ পরৈঃ।
তস্মাৎ সন্তঃ স্বয়ং ত্যক্ত্বা পরমৈশ্বর্য্যমীপ্সিতম্।
ধ্যায়ন্তে সন্ততং কৃষ্ণপাদপদ্মং নিরাপদম্ ॥৮
সর্ব্বত্র জ্ঞানিনঃ সন্তঃ কা স্ত্রী জ্ঞানবতী ভুবি ॥৯
ততো মহ্যং বিমূঢ়ায়ৈ দাতুমর্হসি বাঞ্ছিতম্।
ন মে বাঞ্ছাঽমরত্বে চ শক্রত্বে মোক্ষবর্ত্মনি ॥১০
ইমং কান্তং বরং দেহি চতুর্বর্গকরং পরম্ ॥১১
নারায়ণ জগৎকান্ত নাহমেব জগদ্বহিঃ।
শীঘ্রং জীবয় মৎকান্তমন্যথা ত্বাং শপাম্যহম্ ॥১২

হে প্রভো, কেবা কাহার পতি? কেবা কাহার পুত্র? বিধাতা কর্ম্মবশেই প্রাণিদিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন। এই জগতে মূর্খদিগেরই সংযোগে পরম আনন্দ হয় এবং বিয়োগে অতিশয় দুঃখ হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কখনই এরূপ হয় না। বিষয় সকল ক্ষণভঙ্গুর, ভোগ এবং বান্ধব সকল ও নশ্বর, ইহাদিগকে যে ব্যক্তি স্বয়ং ত্যাগ করিতে পারে সেই সুখী হয়, অপরে ত্যাগ করাইলে কেবল দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ অভীপ্সিত পরম ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব-প্রকার-আপদ্-শূন্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে পণ্ডিতেরাই যথার্থ জ্ঞানী, স্ত্রীজাতি কিরূপে জ্ঞানবতী হইতে পারে? সুতরাং আমি অতি বিমূঢ়া আমাকে আমার অভিলষিত পতি প্রদান করুন। আমার দেবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা নাই, ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা নাই, মোক্ষপথেও ইচ্ছা নাই,—আমাকে চতুর্ব্বর্গের একমাত্র কারণস্বরূপ পতিকে প্রদান করুন।৬।৭।৮।৯।১০।১১

হে জগৎপতে, নারায়ণ, আমি জগৎ হইতে পৃথক্ নই। অতএব শীঘ্র আমার পতিকে উজ্জীবিত করুন। অন্যথা আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব। হে প্রজাপতে, ব্রহ্মন্, আপনি আপনার পুত্রের শাপে এই পৃথিবীতে

প্রজাপতে পুত্রশাপাৎ ত্বমপূজ্যো মহীতলে।
তবৈবানধিকারিত্বং করিষ্যাম্যধুনা ভবে।
হে শম্ভো জ্ঞানলোপস্তে করিষ্যামি শপেন চ ॥১৩
ধর্ম্মলোপঞ্চ ধর্ম্মস্য করিষ্যাম্যবলীলয়া।
যমাধিকারং দূরঞ্চ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৪
সত্যং কালং শপিষ্যামি মৃত্যুকন্যাং সুনিষ্ঠুরাম্।
শপামি সর্ব্বানত্রৈব জরাং ব্যাধিং বিনাহধুনা।
ব্যাধিনা জরয়া মৃত্যুর্ন হ্যভূচ্চ পতের্ম্মম ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা কৌশিকীতীরং জগাম শপ্তুমেব তান্।
মালাবতী মহাসাধ্বী শবং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥১৬
তাং শপ্তুমুদ্যতাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা দেবপুরোগমঃ।
জগাম শরণং বিষ্ণুং তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥১৭
তত্র স্নাত্বা চ তুষ্টাব পরমাত্মানমীশ্বরম্।
বিষ্ণুং ব্রহ্মা জগৎকান্তমভীতং তঞ্চ ভীতবৎ ॥১৮
উপবর্হণপত্নী সা কন্যা চিত্ররথস্য চ।
কান্তহেতোশ্চ মাং দেবান্ শপেৎ ত্বং রক্ষ মাধব ॥১৯

অপূজ্য হইয়াছেন, আমি এক্ষণে আপনাকে এই সংসারে অধিকারশূন্য করিব। হে মহাদেব, আমি শাপপ্রভাবে আপনার জ্ঞানলোপ করিব। এবং অবলীলাক্রমে ধর্ম্মেরও ধর্ম্ম লোপ করিব। আমি নিশ্চয়ই যমের অধিকার দূর করিব। সত্য সত্যই এক্ষণে কাল, নিষ্ঠুর মৃত্যুকন্যা এবং জরাব্যাধি ব্যতীত সমুদয় যমের অনুচরবর্গকে শাপপ্রদান করিব, কেননা আমার পতির জরা বা ব্যাধির দ্বারা মৃত্যু হয় নাই। পরম সাধ্বী মালাবতী এই কথা বলিয়া সেই শবদেহ আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করত পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগকে শাপ দিবার নিমিত্ত কৌশিকী নদীর তীরে গমন করিলেন।১২।১৩।১৪।১৫।১৬

তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত দেখিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে গমন করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। সেই ক্ষীর সমুদ্রে স্নান করিয়া ব্রহ্মা জগতের পতি, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভয়শূন্য বিষ্ণুকে ভয়ে ভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "হে মাধব, চিত্ররথের কন্যা উপবর্হণের পত্নী মালাবতী, আপনার পতির নিমিত্ত আমাকে ও অপর দেবতাদিগকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি রক্ষা করুন।১৭।১৮।১৯

দেবা উচুঃ।

যজ্ঞভাজো ঘৃতভুজো বয়মেব ত্বয়া কৃতাঃ।
যোষিচ্ছাপেন তৎ সর্ব্বমধুনা যাতি মাধব ॥২০
এতস্মিন্নন্তরেহকস্মাদ্বাগ্‌বভূবাশরীরিণী।
যূয়ং গচ্ছত তন্মূলং, বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
পশ্চাদ্‌যাস্যতি শান্ত্যর্থমিতি বো রক্ষণায় চ ॥২১
তত্র স্থিত্বা ক্ষণং দেবা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
যযুর্ম্মালাবতীমূলং পরং মঙ্গলদায়কাঃ ॥২২
মালাবতী সুরান্ দৃষ্ট্বা প্রণনাম পতিব্রতা।
রুরোদ কান্তং সংস্থাপ্য দেবানাং সন্নিধৌ মুনে ॥২৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণবালকঃ।
আজগাম সুরাণাং চ সভামতিমনোহরঃ ॥২৪
সুরান্ সম্ভাষ্য তত্রৈব বিস্মিতান্ বিষ্ণুমায়য়া।
তত্রোবাস সভামধ্যে তারামধ্যে যথা শশী ॥২৫
উবাচ দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ মালতীঞ্চ বিচক্ষণঃ।
কথমত্র সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ॥২৬

সমুদয় দেবগণ বলিলেন, হে মাধব, আপনিই আমাদিগকে যজ্ঞাংশ-ভাগী এবং ঘৃতভোজী করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীলোকের শাপে সে সকল নষ্ট হইতে চলিল ।২০

এই অবসরে হঠাৎ আকাশবাণী শ্রুতিগোচর হইল। "তোমরা তাহার নিকট গমন কর, তোমাদের রক্ষা ও শান্তির নিমিত্ত নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক তোমাদের পশ্চাতেই গমন করিবেন।" নিখিল মঙ্গলের বিধানকারী, ব্রহ্মা ও ঈশানাদি দেবগণ সেই স্থানে ক্ষণমাত্র অবস্থানের পর মালাবতীর নিকট গমন করিলেন। পতিব্রতা মালাবতী দেবতাদিগকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং দেবতাদিগের সম্মুখে নিজ পতির দেহ স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই অবসরে অতি সুন্দর একটী ব্রাহ্মণ বালক সেই দেবতাদিগের সভায় উপস্থিত হইল ।২১।২২।২৩।২৪

ঐ বালক, বিষ্ণুমায়ায় বিস্মিত দেবগণকে সম্ভাষণ করিয়া, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায়, সেই সভামধ্যে উপবেশন করিলেন, ও সমুদয় দেবগণ ও মালাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। কি নিমিত্ত ব্রহ্মা ঈশান

স্বয়ং বিধাতা জগতাং স্রষ্টাঽত্র কেন কর্ম্মণা।
সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডসংহর্ত্তা শম্ভুরত্র স্বয়ং বিভুঃ ॥২৭
অহো ত্রিজগতাং সাক্ষী ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
কথং রবিঃ কথং চন্দ্রঃ কথমত্র হুতাশনঃ ॥২৮
কথং কালো মৃত্যুকন্যা কথং বাঽত্র যমাদয়ঃ ॥২৯
হে মালাবতি! ত্বৎক্রোড়ে শবঃ কস্তেঽতিশুষ্কিতঃ।
জীবিতায়াঃ কথং মূলে যোষিতশ্চ পুমান্ শবঃ ॥৩০
ইত্যুক্ত্বা তাংশ্চ তাং বিপ্রো বিররাম সভাতলে।
মালাবতী তং প্রণম্য সমুবাচ বিচক্ষণম্ ॥৩১
আনন্দপূর্ব্বকং বন্দে বিপ্ররূপং জনার্দ্দনম্।
তুষ্টা দেবা হরিস্তুষ্টো যস্য পুষ্পজলেন চ ॥৩২
অবধানং কুরু বিভো শোকার্ত্তায়া নিবেদনে।
সমা কৃপা সতাং শশ্বৎ যোগ্যাযোগ্যে কৃপাবতাম্ ॥৩৩
উপবর্হণভার্য্যাহং কন্যা চিত্ররথস্য চ।
দেবানুদ্দিশ্য বিলপে যথা জীবতি মৎপতিঃ ॥৩৪

আদি দেবগণ সকলে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? কি হেতুই বা জগতের স্রষ্টা, বিধাতা স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী মহাদেবকেও যে এই স্থানে দেখিতে পাইতেছি? ত্রিজগতের সমুদায় কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম, রবি, চন্দ্র, অগ্নি, কাল, মৃত্যুকন্যা, এবং যম প্রভৃতি সকলেই এস্থানে কি নিমিত্ত উপস্থিত? হে মালাবতি, তোমার ক্রোড়ে অতিশুষ্ক এই শবদেহ কাহার? জীবিতা স্ত্রীর নিকটে পুরুষের শবদেহ কেন? ২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০

সেই ব্রাহ্মণ বালক দেবগণ ও মালাবতীকে এই কথা বলিয়া সভামধ্যে তুষ্ণীংভাব ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। মালাবতী তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণরূপী শ্রীবিষ্ণুকে আনন্দ পূর্ব্বক প্রণাম করি, যাঁহার পুষ্প ও জলে নারায়ণ তুষ্ট হন, তাঁহার উপর সর্ব্বদেবতাও সন্তুষ্ট থাকেন। হে বিভো, এই শোকার্ত্তা কিছু নিবেদন করিতেছে, অবধান প্রদান করুন। কৃপালু সাধুগণ যোগ্য ও অযোগ্য উভয়ের উপরই সর্ব্বদা সমান কৃপা করিয়া থাকেন। আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা এবং উপবর্হণের ভার্য্যা, আমার পতি অকস্মাৎ ব্রহ্মার শাপে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে

স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ জগতীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ ॥৩৫
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকঃ সন্তাপঃ কর্ম্মণাং নৃণাম্।
ঐশ্বর্য্যং পরমানন্দো জন্ম মৃত্যুশ্চ মোক্ষণম্ ॥৩৬
দেবাশ্চ সর্ব্বজনকা দাতারঃ কর্ম্মণাং ফলম্।
কর্ত্তারঃ কর্ম্মবৃক্ষাণাং মূলোচ্ছেদঞ্চ লীলয়া ॥৩৭
ন হি দেবাৎ পরো বন্ধুর্নহি দেবাৎ পরো বলী।
দয়াবান্ নহি দেবাচ্চ ন চ দাতা ততঃ পরঃ ॥৩৮
সর্ব্বান্ দেবানহং যাচে পতিদানং মমেপ্সিতম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলদাংশ্চ সুরক্রমান্ ॥৩৯
যদি দাস্যন্তি দেবা মে কান্তদানং যথেপ্সিতম্।
ভদ্রং তদান্যথা তেভ্যো দাস্যামি স্ত্রীবধং ধ্রুবম্ ॥৪০
শপিষ্যামি চ সর্ব্বাংশ্চ দারুণং দুর্নিবারকম্।
দুর্নিবার্য্যঃ সতীশাপঃ তপসা কেন বার্য্যতে ॥৪১

আমি সমুদায় দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছি, যে আমার পতি পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হউন। এই পৃথিবীতলে সকলেই আপনার কার্য্যসাধনে ব্যস্ত। অপরের ভাব বা অভাব কিছুই বুঝিতে চাহে না, কেবল স্বস্বকার্য্য সাধনেই তৎপর।৩১।৩২।৩৩.৩৪ ৩৫

সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, সন্তাপ, ঐশ্বর্য্য, পরমানন্দ, জন্ম, মৃত্যু, ও মুক্তি, এই সমুদায়ই মনুষ্যদিগের কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। নিখিল কার্য্যের উৎপাদক দেবগণই এই সকল কর্ম্মফলের প্রদাতা, এবং তাঁহারা অবলীলাক্রমে কর্ম্মবৃক্ষের মূলোচ্ছেদও করিয়া থাকেন, দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধুও কেহ নাই, দেবতা অপেক্ষা কেহ বলবানও নাই, দেবতা অপেক্ষা কেহ দয়াবান্ও নাই আর দেবতা অপেক্ষা কেহ দাতাও নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ ফলের কল্পতরু স্বরূপ সমুদয় দেবতার নিকট আমার ঈপ্সিত পতিদান প্রার্থনা করিতেছি। যদি দেবগণ আমার ঈপ্সিত পতিদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের মঙ্গল, নতুবা আমি তাঁহাদিগকে স্ত্রীবধ জনিত পাপ সমর্পণ করিব। এবং তাঁহাদের সকলকেই এইরূপ দারুণ ভাবে শাপ প্রদান করিব যে, তাহা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। কারণ সতীর শাপ অত্যন্ত অনিবার্য্য, তাহা কোন প্রকার তপস্যা দ্বারাও নিবারিত হয় না।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কেন রোগেণ হি মৃতোঽধুনা সাধ্বি, তব প্রিয়ঃ।
সর্ব্বরোগচিকিৎসাঞ্চ জানামি চ চিকিৎসকঃ ॥৪২
যো বা যোগেন খেদেন দেহত্যাগং করোতি চ।
তস্য তং জীবনোপায়ং জানামি যোগধর্ম্মতঃ ॥৪৩
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্ফীতা মালাবতী সতী।
সস্মিতা স্নিগ্ধচিত্তা সা তমুবাচ প্রহর্ষিতা ॥৪৪
অহো শ্রুতং কিমাশ্চর্য্যং বচনং বালবক্ত্রতঃ।
বয়সাতিশিশুর্দৃষ্টো জ্ঞানং যোগবিদাং বরম্ ॥৪৫
ত্বয়া কৃতা প্রতিজ্ঞা চ কান্তং জীবয়িতুং ক্ষমা।
বিপরীতং ন সদ্বাক্যং তৎক্ষণং জীবিতঃ পতিঃ ॥৪৬
স্বামী কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ শাস্তা পোষ্টা চ রক্ষিতা।
অভীষ্টদেবঃ পূজ্যশ্চ ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥৪৭
কন্যা সৎকুলজাতা যা সা কান্তবশবর্ত্তিনী।
যা স্বতন্ত্রা চ সা দুষ্টা স্বভাবাৎ কুলটা ধ্রুবম্ ॥৪৮।
দুষ্টা পরপুমাংসঞ্চ সেবতে যা নরাধমা।
সা নিন্দতি পতিং শশ্বদসদ্বংশপ্রসূতিকা ॥৪৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন হে সাধ্বি, তোমার পতি কোন রোগে মৃত হইয়াছেন? বল আমি চিকিৎসক, সকলরোগের চিকিৎসা জানি। যে ব্যক্তি রোগে বা খেদে দেহত্যাগ করে, আমি যোগধর্ম্মানুসারে তাহারও জীবনোপায় করিতে পারি। ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া, সাধ্বী মালাবতী আহ্লাদে স্ফীত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে ও সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন। অহো! এই বালকের মুখ হইতে কি বিচিত্র বাক্য শ্রুত হইল! ইহার বয়স অতি অল্প হইলেও জ্ঞান কিন্তু যোগিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আপনার কৃত প্রতিজ্ঞাই আমার পতিকে জীবিত করিতে সক্ষম, যেহেতু সাধুদিগের বাক্য কখনই বিপরীত হয় না। আপনি যেক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেইক্ষণ হইতেই আমার পতিকে জীবিত বলিয়া স্থির করিয়াছি।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬

স্বামী স্ত্রীদিগের কর্ত্তা, হর্ত্তা, শাসিতা, পোষণকর্ত্তা, রক্ষিতা ও অভীষ্টদেবতা, এবং পূজ্য। স্ত্রীদিগের স্বামী অপেক্ষা আর কেহই গুরু নাই। সৎকুলোৎপন্না-কামিনীগণ সর্ব্বদাই ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, এবং যাহারা পতি

উপবর্হণভার্য্যাহং কন্যা চিত্ররথস্য চ।
বধূর্গন্ধর্ব্বরাজস্য কান্তভক্তা সদা দ্বিজ ॥৫০
সর্ব্বং কলয়িতুং শক্তস্ত্বঞ্চ বেদবিদাং বর।
কালং যমং মৃত্যুকন্যাং মদভ্যাসং সমানয় ॥৫১
মালাবতীবচঃ শ্রুত্বা বিপ্রো বেদবিদাং বরঃ।
সভামধ্যে সমাহূয় তান্ প্রত্যক্ষং চকার হ ॥৫২
তাংশ্চ দৃষ্ট্বা চ নিঃশঙ্কা পপ্রচ্ছ প্রথমং যমং।
মালাবতী মহাসাধ্বী প্রহৃষ্টবদনেক্ষণা ॥৫৩
হে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ।
কালব্যতিক্রমে কান্তং কথং হরসি মে বিভো ॥৫৪

যম উবাচ।

অপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে ন কশ্চিৎ জগতীতলে।
ঈশ্বরাজ্ঞাং বিনা সাধ্বি, নামৃতং চালয়াম্যহম্ ॥৫৫
অহংকালো মৃত্যুকন্যা ব্যাধয়শ্চ সুদুর্জ্জয়াঃ।
নিষেকেন প্রাপ্তকালং কালয়ন্তীশ্বরাজ্ঞয়া ॥৫৬

হইতে স্বতন্ত্র, তাহারাই দুষ্টা এবং নিশ্চয়ই স্বভাবতঃ কুলটা, দুষ্ট ও অধম স্ত্রীগণই পর পুরুষের সেবা করে এবং সেই অসদ্বংশ সম্ভূত স্ত্রী সকলই সর্ব্বদা আপনার ২ পতির নিন্দা করে। হে দ্বিজ, আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা গন্ধর্ব্বরাজ কুমার উপবর্হণের ভার্য্যা, গন্ধর্ব্বরাজের কুলবধূ এবং সর্ব্বদাই পতিভক্তিপরায়ণা। হে বেদবিদাংবর, আপনি সকলকেই এখানে আহ্বান করিতে সক্ষম, অতএব কাল, যম ও মৃত্যুকন্যাকে আমার নিকটে আনয়ন করুন।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১

মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবিদের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া সকলের প্রত্যক্ষ করাইলেন।৫২

মহাসাধ্বী মালাবতী তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া প্রহৃষ্টবদনে প্রফুল্ল-নেত্রে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে প্রথম যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৫৩

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ অতএব হে বিভো! অকালে আমার পতিকে কি কারণ হরণ করিলেন।৫৪

যম বলিলেন—এই পৃথিবীতলে কেহই অকালে মরে না, হে সাধ্বি! আমি ঈশ্বরাজ্ঞা ব্যতীত কোনও জীবিত ব্যক্তিকে চালিত করি না, আমি,

মৃত্যুকন্যা বিচারজ্ঞা যং প্রাপ্নোতি নিবেকতঃ।
তমহং কালয়ামেব পৃচ্ছ তাং কেন হেতুনা ॥৫৭

মালাবত্যুবাচ।

ত্বমপি স্ত্রী মৃত্যুকন্যা জানাসি স্বামিবেদনম্।
কথং হরসি মৎকান্তং জীবিতায়াং ময়ি প্রিয়ে ॥৫৮

মৃত্যুকন্যোবাচ।

পুরা বিশ্বসৃজা সৃষ্টাপ্যহমেবাত্র কর্ম্মণি।
ন চ ক্ষমা পরিত্যক্তুং বহুনা তপসা সতি ॥৫৯
সতী সতীনাং মধ্যে চ কাচিত্তেজস্বিনী বরা।
প্রক্ষ।
মামেব [illegible] ন বিদুর্ব্বেদা [illegible] ক্ষমা যদি ভবেদ্ ভবে ॥৬০
সর্ব্বা[illegible] ণাণানি চ সর্ব্বাণি যে[illegible] ভবতি সুন্দরি।
পুত্রাণাং স্বামিনঃ পশ্চাদ্ ভবিতা যদ্ভবিষ্যতি ।৬১
কালেন প্রেরিতাঽহঞ্চ মৎপুত্রা ব্যাধয়শ্চ বৈ।
ন মৎসুতানাং দোষশ্চ ন চ মে শৃণু নিশ্চিতম্ ॥৬২

কাল, মৃত্যুকন্যা এবং দুর্জ্জয় ব্যাধিসকল, ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারেই গর্ভাধান হইতে জীবের মৃত্যুকাল অপেক্ষা করি। বিবেকিনী মৃত্যুকন্যা গর্ভাধান হইতে যাহার শরীরে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি যথাকালে তাহাকে আনয়ন করি মাত্র। অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি হেতু তোমার স্বামীর অকালে মৃত্যু হইয়াছে ।৫৫।৫৬।৫৭

মালাবতী বলিলেন, হে মৃত্যুকন্যে, আপনি স্ত্রীজাতি, স্বামীবিরহের দুঃখও জ্ঞাত আছেন, অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমার পতিকে কি নিমিত্ত হরণ করিলেন ?৫৮

মৃত্যুকন্যা বলিলেন, পূর্ব্বকালে বিধাতা কর্ত্তৃক আমি এই কর্ম্মের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছি। হে সাধ্বি, আমি বহু তপস্যা করিয়াও এই নিয়োগ হইতে নিজকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম হই নাই, কোন তেজস্বিনী সমুদয় সতীসাধ্বীর অগ্রগণ্যা যদি এই সংসারে আমাকে ভস্মসাৎ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সকল আপদের শান্তি হয়, পরে আমার পুত্র ও স্বামীর ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে। ইহাতে আমি বা আমার পুত্র ব্যাধিগণের কোন দোষ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। হে ভদ্রে!

পৃচ্ছ কালং মহাত্মানং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মসংসদি।
তদা যদুচিতং ভদ্রে তৎ করিষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥৬৩

মালাবত্যুবাচ।

হে কাল কর্ম্মণাং সাক্ষিন্ কর্ম্মরূপ সনাতন।
নারায়ণাংশ ভগবন্ নমস্তভ্যং পরায় চ ॥৬৪
কথং হরসি মৎকান্তং জীবিতায়াং ময়ি প্রভো।
জানাসি সর্ব্বদুঃখঞ্চ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং কৃপানিধে ॥৬৫

কালপুরুষ উবাচ।

কোবাহহং কো যমঃ কা চ মৃত্যুকন্যা চ ব্যাধয়ঃ।
বয়ং ভ্রমামঃ সততমীশাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥৬৬
যস্য স্রষ্টা চ প্রকৃতির্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ
সুরা মুনীন্দ্রা মনবো মানবাঃ সর্ব্ব জগতীতলে।
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং যোগিনশ্চ বিচক্ষণাঃ।
জপন্তে শশ্বন্নামানি পুণ্যানি পরমাত্মনঃ ॥৬৮
যস্তয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
স্রষ্টা ব্রহ্মাজ্ঞয়া যস্য পাতা বিষ্ণুর্যদাজ্ঞয়া ॥৬৯

এই ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কালকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার পর যাহা উচিত বোধ করিবে তাহাই করিবে।৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩

মালাবতী বলিলেন, হে নিখিল কর্ম্মের সাক্ষী, কর্ম্মস্বরূপ, সনাতন কাল আপনি নারায়ণের অংশ, আপনাকে নমস্কার করি, হে প্রভো, আমি জীবিত থাকিতে কিনিমিত্ত আমার পতিকে হরণ করিয়াছেন। হে কৃপানিধে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলেরই দুঃখ জ্ঞাত আছেন।৬৪।৬৫

কাল বলিলেন আমি কে! যমই বা কে? মৃত্যুকন্যাই বা কে? এবং ব্যাধিগণই বা কে? আমরা সকলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিপালন করতঃ ভ্রমণ করিতেছি মাত্র। যিনি প্রকৃতিকেও সৃজন করিয়াছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি দেবগণ, মুনীন্দ্র, মনু, মানব, ও সর্ব্বপ্রকার জন্তুগণ ও বিচক্ষণ যোগিগণ, যাঁহার চরণ পদ্ম সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং যে পরমাত্মার পবিত্র নাম সর্ব্বদা জপ করেন, যাঁহার ভয়ে বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু জগৎ পালন করেন, এবং যাঁহার আজ্ঞায় মহাদেব সমুদায় জগৎকে সংহার করেন।

সংহর্ত্তা শঙ্করঃ সর্ব্ব-জগতাং যস্য শাসনাৎ।
ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী যস্যাজ্ঞা-পরিপালকঃ ॥৭০
রাশিচক্রং গ্রহাঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তি যস্য শাসনাৎ।
দিগীশাশ্চৈব দিক্‌পালা যস্যাজ্ঞা-পরিপালকাঃ ॥৭১
যস্যাজ্ঞয়া চ তরবঃ পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
বিভ্রত্যেব দদত্যেব কালে মালাবতি সতি ॥৭২
যস্যাজ্ঞয়া জলাধারাঃ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
ক্ষমাবতী চ পৃথিবী কম্পিতা চ ভয়েন চ ॥৭৩
সহসা মোহিতা মায়া মায়য়া যস্য সন্ততম্।
সর্ব্বপ্রসূর্যা প্রকৃতিঃ সা ভীতা যদ্‌ভয়াদহো ॥৭৪
যস্যান্তং ন বিদুর্ব্বেদা বস্তূনাং ভাবগা অপি।
পুরাণানি চ সর্ব্বাণি যস্যৈব স্তুতিপাঠকাঃ ॥৭৫
যস্য নাম বিধির্বিষ্ণুঃ সেবতে সুমহান্ বিরাট্।
ষোড়শাংশো ভগবতঃ স এব তেজসো বিভোঃ ॥৭৬
সর্ব্বেশ্বরঃ কালকালো মৃত্যোর্ম্মৃত্যুঃ পরাৎ পরঃ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় তং কৃষ্ণং পরিচিন্তয় ॥৭৭

সকল কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম যাঁহার আজ্ঞার প্রতিপালক এবং সমুদায় গ্রহগণ যাঁহার শাসনে রাশিচক্রের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। দিগধিপতি দিক্‌পালগণ, যাঁহার আজ্ঞার পরিপালক, যাঁহার আজ্ঞায় বৃক্ষ সকল যথাকালে ফল ও পুষ্প ধারণ ও অর্পণ করে, যাঁহার আজ্ঞায় জলাশয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই পৃথিবী সকলের আধার হইয়াছে। যাঁহার ভয়ে পৃথিবী ক্ষমাবতী হইয়াও প্রকম্পিত হয়, যাঁহার মায়া দ্বারা মায়াকেও সহসা মোহিত হইতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রসবিনী প্রকৃতিও যাঁহার ভয়ে ভীত। সমস্ত বস্তুর তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও বেদ যাঁহার অন্ত জানিতে পারে নাই এবং সমুদয় পুরাণ যাঁহার স্তুতি গান করিতেছে। বিশ্ববিধাতা বিষ্ণু যাঁহার নাম সর্ব্বদাই গ্রহণ করেন। সুমহান্ সেই বিরাট্ পুরুষ, যে ভগবানের তেজের ষোড়শাংশ মাত্র। যিনি সকলের ঈশ্বর, কালেরও কাল, মৃত্যুরও মৃত্যু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সমুদয় বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত সেই কৃষ্ণের ধ্যান কর।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭

সর্ব্বাভীষ্টঞ্চ ভর্ত্তারং প্রদাস্যতি কৃপানিধিঃ।
ইমে যৎপ্রেরিতাঃ সর্ব্বে স দাতা সর্ব্বসম্পদাম্॥৭৮

সেই দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ সমুদয় অভীষ্ট এবং তোমার ভর্ত্তাকে প্রদান করিবেন। এই দেবগণ যাঁহাকর্ত্তৃক আপন আপন অধিকারে প্রেরিত হইয়াছেন। সেই কৃষ্ণই সর্ব্ব সম্পদের প্রদান কর্ত্তা।৭৮

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৩৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৯০০০। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিলে, ইহাকে কোন সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়া বোধ হয় না। তবে ইহার স্থান বিশেষে জন্মান্তর-কর্ম্মানুগত-জন্মান্তর ও নাগদিগের উপাখ্যান পাঠ করিয়া ইহার অধিকাংশ উপাখ্যান যে, বৌদ্ধদিগের উপাখ্যান গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

যাহা হউক, ইহা যে একখানি সদুপদেশপ্রদ উপাখ্যান গ্রন্থ, সে বিষয় আর কোন সন্দেহ নাই। রচনার প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্যে ইহাকে অনেক স্থানে বিষ্ণুপুরাণের সমকক্ষ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার অন্তর্গত শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যের তুল্য মধুর হৃদয়হারী ও সদুপদেশপূর্ণ, উপাদেয় গ্রন্থ অতি বিরল। ভারতবর্ষে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, এই চারিদিকেই একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত, কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল অবস্থাতেই মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অতি ভক্তিসহকারে পঠিত হয়। দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে বিপদ্ দূরীভূত হয়, এবং সম্পদ্ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, এই রূপই ভারতীয় সকল লোকের বিশ্বাস। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সকল অবস্থার লোকই দেবীমাহাত্ম্যের প্রতি ভক্তিমান্। সকলেই দেবীমাহাত্ম্য-পুস্তকের পূজা করিয়া থাকে, বিশেষ শারদীয়া ও বাসন্তী পূজার নবরাত্রের কয়দিন দেবীমাহাত্ম্য

ভক্তিপূর্ব্বক ঘরে ঘরে পঠিত হয়, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেবীমাহাত্ম্য ভিন্ন, মার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মদালসার উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে এক একটী উপাখ্যানকে এক এক খানি উৎকৃষ্টকাব্য, অদ্বিতীয় হিতোপদেশ এবং অসাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কথিত আছে, এই পুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয়ের নিকট কথিত হয়, মার্কণ্ডেয় আবার জৈমিনির নিকট বলেন। তদনন্তর ব্যাসশিষ্য সূতকর্ত্তৃক নৈমিষারণ্যে ঋষিসমাজে ইহা কথিত হয়। ইহাতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়ের নিকট জৈমিনির মহাভারত বিষয়ে চারিটী প্রশ্ন, পক্ষিগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে তাহাদের উত্তর, বলরামকর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যার কারণ কথন; হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান, পিতাপুত্র সংবাদ, মহারৌরবাদি নরক-বৃত্তান্ত-কথন, বৈশ্য রাজা ও যমপুরুষ-সংবাদ, পতিব্রতামাহাত্ম্য, দত্তাত্রেয়োৎপত্তি, দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্য সংবাদ, কুবলয়াশ্বচরিত ও মদালসোপাখ্যান, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মনিরূপণ, শ্রাদ্ধকল্প, সদাচারাদি-ব্যবস্থানিরূপণ, যোগাধ্যায়, সুবাহু ও কাশীরাজের কথোপকথন, কাল নিরূপণ ও তাহার প্রমাণাদি কথন, রুদ্রসর্গ, স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরকথন, ভুবনকোষ-কথনপ্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপের বর্ণন, গঙ্গাবতার, ভারতবর্ষ-বিভাগ, কূর্ম্মসংস্থান, বর্ষবর্ণন, স্বারোচিষ-মন্বন্তর কথন, যথাক্রমে অবশিষ্ট মন্বন্তরগুলির বর্ণন, সাবর্ণিক মন্বন্তর প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণন, রুচির প্রতি পিতৃদিগের গার্হস্থ্যোপদেশ, ইত্যাদি পরিশেষে অষ্টাদশ পুরাণের মাহাত্ম্যও কথিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়—হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান।

পক্ষিণ উচুঃ।

হরিশ্চন্দ্রেতি রাজর্ষিরাসীৎ ত্রেতাযুগে পুরা।
ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীপালঃ প্রোল্লসৎকীর্ত্তিরুত্তমঃ ॥১
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকাল-মরণং নৃণাম্।
নাধর্ম্মরুচয়ঃ পৌরাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে ॥২
বভূবুর্ন তথোন্মত্তা ধনবীর্য্য-তপোমদৈঃ।
নাজায়ন্ত স্ত্রিয়শ্চৈব কাশ্চিদপ্রাপ্ত-যৌবনাঃ ॥৩
স কদাচিন্মহাবাহুররণ্যেঽনুসরন্ মৃগম্।
শুশ্রাব শব্দমসকৃৎ ত্রায়স্বেতি চ যোষিতাম্ ॥৪
স বিহায় মৃগং রাজা মাভৈষীরিত্যভাষত।
ময়ি শাসতি দুর্ম্মেধাঃ কোঽয়মন্যায়-বৃত্তিমান্ ॥৫
তৎক্রন্দিতানুসারী চ সর্ব্বারম্ভ-বিঘাতকৃৎ।
এতস্মিন্নন্তরে রৌদ্রোবিঘ্নরাট্ সমচিন্তয়ৎ ॥৬

পক্ষিগণ বলিল, পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে, উজ্জ্বল-কীর্ত্তিশালী, ধর্ম্মাত্মা, হরিশ্চন্দ্রনামে বিখ্যাত রাজর্ষি এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, মানবগণের অকালে মরণ ও পুরবাসি-দিগের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ ধন, বীর্য্য, তপস্যা বা মদদ্বারা উন্মত্ত হয় নাই, এবং কোন স্ত্রী অপ্রাপ্তযৌবনাও ছিল না। কোন সময় সেই মহাবাহু অরণ্যে মৃগের অনুসরণকরত স্ত্রীকণ্ঠ হইতে বারম্বার নিঃসৃত "রক্ষা করুন্" এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন।১।২।৩।৪

সেই রাজা মৃগের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই" আমার শাসনকালে কোন্ দুর্বৃত্ত এইরূপ অন্যায় আচরণ করিতেছে?৫

এই সময়, সেইস্থানে, সেই ক্রন্দন ধ্বনির অনুসরণে আগত, সকল কর্ম্মেরই বিঘ্নকারী, রুদ্রের পুত্র বিঘ্নরাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীর্য্য-

বিশ্বামিত্রোঽয়মতুলং তপ আস্থায় বীর্য্যবান্।
প্রাগসিদ্ধা ভবাদীনাং বিদ্যাঃ সাধয়তি ব্রতী॥৭
সাধ্যমানাঃ ক্ষমা-মৌন-চিত্ত-সংযমিনাঽমুনা।
তা বৈ ভয়ার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি কথং কার্য্যমিদং ময়া॥৮
তেজস্বী কৌশিক-শ্রেষ্ঠো বয়মস্য সুদুর্ব্বলাঃ।
ক্রোশন্ত্যেতাস্তথা ভীতা দুষ্পারং প্রতিভাতি মে॥৯
অথবাঽয়ং নৃপঃ প্রাপ্তো মাভৈরিতি বদন্ মুহুঃ।
ইমমেব প্রবিশ্যাশু সাধয়িষ্যে যথেপ্সিতম্॥১০
ইতি সঞ্চিন্ত্য রৌদ্রেণ বিঘ্নরাজেন বৈ ততঃ।
তেনাবিষ্টো নৃপঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ॥১১
কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ।
বলোষ্ণতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে॥১২
কোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপবিদীপিত-দিগন্তরৈঃ।
শরৈর্ব্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি॥১৩

বান্, সংযমী বিশ্বামিত্র অতুল তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্ব্বে মহাদেবাদিরও অসিদ্ধ, বিদ্যাদিগের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমাশীল, মৌনী, সংযতচিত্ত মুনি কর্ত্তৃক সাধ্যমান বিদ্যাগণ ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে, আমি এক্ষণে কি করিব? কুশিকবংশাবতংস বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, আমরা তাঁহার নিকট নিতান্ত দুর্ব্বল, এই বিদ্যাগণও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে! আমি যেন আপনা আপনি দুষ্পার সাগরে পতিত বলিয়া মনে করিতেছি।৬।৭।৮।৯

অথবা এই রাজা বারম্বার "ভয় নাই" বলিয়া এই দিকেই আগমন করিতেছেন, আমি শীঘ্র ইঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া আপনার অভীপ্সিত সাধন করি। অনন্তর রুদ্রাত্মজ বিঘ্নরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার শরীরে প্রবেশ করিলে, তৎকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া রাজা সকোপে বলিলেন,—বল ও তীব্র তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত আমি অধিপতি উপস্থিত থাকিতে, কোন্ পাপকারী মনুষ্য, বস্ত্রাঞ্চলে অগ্নি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? অদ্য কোন ব্যক্তি আমার এই ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত দিগন্ত উজ্জ্বলকারী শরদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে ইচ্ছা করিতেছে?।১০।১১।১২।১৩

বিশ্বামিত্রস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা তন্নৃপতের্বচঃ।
ক্রুদ্ধে ঋষিবরে তস্মিন্ নেশুর্বিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ ॥১৪
স চাপি রাজা তং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্।
ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ ॥১৫
স দুরাত্মন্নিতি যদা মুনিস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ততঃ স রাজা বিনয়াৎ প্রণিপত্যাভ্যভাষত ॥১৬
ভগবন্নেষ ধর্ম্মো মে নাপরাধো মম প্রভো।
ন ক্রোদ্ধুমর্হসি মুনে নিজধর্ম্মরতস্য মে ॥১৭
দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞেন মহীক্ষিতা।
চাপঞ্চোদ্যম্য যোদ্ধব্যং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ ॥১৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

দাতব্যং কস্য কে রক্ষ্যাঃ কৈর্যোদ্ধব্যঞ্চ তে নৃপ।
ক্ষিপ্রমেতৎ সমাচক্ষ্ব যদ্যধর্ম্ম-ভয়ং তব ॥১৯

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাতব্যং বিপ্রমুখ্যেভ্যো যে চান্যে কৃশবৃত্তয়ঃ।
রক্ষ্যা ভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরিপন্থিভিঃ ॥২০

অনন্তর রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইলে, সেই বিদ্যাসকল ক্ষণকালের মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে সহসা দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইয়া অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। যখন মুনি "দুরাত্মন্, তিষ্ঠ" এই বাক্য বলিলেন, তখন সেই রাজা সবিনয়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন। হে ভগবন্, ইহাই আমার ধর্ম্ম, এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। হে মুনে, আমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে রত হইয়াছি অতএব আমার উপর কোপ করা আপনার উচিত নয়। ধর্ম্মজ্ঞ রাজার ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দান করা, রক্ষা করা এবং ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

বিশ্বামিত্র বলিলেন হে নৃপ, যদি তুমি অধর্ম্ম হইতে ভীত হও, তবে শীঘ্র বল কাহাকে দান করা উচিত, কাহাকে রক্ষা করা উচিত এবং কাহার সহিতই বা যুদ্ধ করা উচিত? ।১৯

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং দরিদ্রদিগকে দান করা উচিত,

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজা ভবান্ সম্যগ্রাজ-ধর্ম্মমবেক্ষতে।
নির্ব্বেষ্টুকামো বিপ্রোঽহং দীয়তামিষ্টদক্ষিণা ॥২১

পক্ষিণ উচুঃ।

এতদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে প্রাহ চ কৌশিকম্ ॥২২
উচ্যতাং ভগবন্ যৎ তে দাতব্যমবিশঙ্কিতম্।
দত্তমিত্যেব তদ্বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥২৩
হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা পুত্রঃ পত্নী কলেবরম্।
প্রাণা রাজ্যং পুরং লক্ষ্মীর্যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥২৪

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজন্ প্রতিগৃহীতোঽয়ং যস্তে দত্তঃ প্রতিগ্রহঃ।
প্রযচ্ছ প্রথমং তাবদ্দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্ ॥২৫

ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করা উচিত, এবং প্রতিকূলকারীর সহিত যুদ্ধ করা উচিত ।২০

বিশ্বামিত্র বলিলেন, তুমি রাজা বলিয়া যদি রাজ ধর্ম্মের সম্যক্‌রূপ প্রতিপালনই কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমি ভৃতি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে অভিলষিত দক্ষিণা দান কর ।২১

পক্ষিগণ বলিল, রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টঅন্তঃকরণে আপনাকে যেন পুনর্ব্বার জাত অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, হে ভগবন্, আপনাকে কি দিতে হইবে? তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলুন। যদি ঐ বস্তু অতিশয় দুর্লভও হয়, তথাপি উহা আপনাকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াই স্থির করুন। হিরণ্য, সুবর্ণ, পুত্র, কলত্র, দেহ, প্রাণ, রাজ্য, নগর, অথবা রাজলক্ষ্মী, ইহার মধ্যে কি আপনার অভিপ্রেত, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন ।২২।২৩।২৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন হে রাজন্, আপনি আমাকে যাহা দান করিলেন, তাহা আমিও গ্রহণ করিলাম। যাহা হউক অগ্রে আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দান করুন ।২৫

রাজোবাচ।

ব্রহ্মংস্তামপি দাস্যামি দক্ষিণাং ভবতেহহম্।
ব্রিয়তাং দ্বিজশার্দূল যস্তবেষ্টঃ প্রতিগ্রহঃ॥২৬

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সসাগরাং ধরামেতাং সভূভৃদ্-গ্রামপত্তনাম্।
রাজ্যঞ্চ সকলং বীর রথাশ্ব-গজ-সঙ্কুলম্॥২৭
কোষ্ঠাগারঞ্চ কোষঞ্চ যচ্চান্যদ্বিদ্যতে তব।
বিনা ভার্য্যাঞ্চ পুত্রঞ্চ শরীরঞ্চ তবানঘ।২৮
ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যোযান্তমনুগচ্ছতি।
বহুনা বা কিমুক্তেন সর্ব্বমেতৎ প্রদীয়তাং॥২৯

পক্ষিণ উচুঃ।

প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোঽবিকারমুখো নৃপঃ।
তস্যর্ষের্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥৩০

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সর্ব্বস্বং যদি মে দত্তং রাজ্যমুর্ব্বী বলং ধনম্।
প্রভুত্বং কস্য রাজর্ষে রাজ্যস্থে তাপসে ময়ি॥৩১

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্, আমি আপনাকে সেই দক্ষিণাও দান করিব। হে দ্বিজশার্দূল, তদ্ভিন্ন আপনার যদি আরও কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাও প্রার্থনা করুন।২৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে বীর, নিখিল পর্ব্বত, গ্রাম, ও পত্তনের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী, রথ, অশ্ব, ও গজ সমূহে পরিপূর্ণ সমুদয় রাজ্য, কোষ্ঠাগার, কোষ, অধিক আর কি বলিব, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, আপনার ভার্য্যা, পুত্র, শরীর, এবং অন্তকালে অনুগামী ধর্ম্ম ব্যতীত, আর যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদায়ই আমাকে প্রদান করুন।২৭।২৮।২৯

পক্ষিগণ বলিল, রাজা ঋষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবিকৃত মুখে এবং প্রহৃষ্টঅন্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "তাহাই হইল"।৩০

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজর্ষে, যদি আমাকে রাজ্য, পৃথিবী, বল, ধন, ইত্যাদি সর্ব্বস্বই প্রদত্ত হইল, তবে রাজ্যের অধিকারী তপস্বী আমি বর্ত্তমান থাকিতে, উহার উপর কাহার প্রভুত্ব? ৩১

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

পূর্ব্বং যস্মিন্ ন দত্তা তে কালে রাজ্যবতী মহী।
তস্মিন্নপি ভবান্ স্বামী কিমুতাদ্য মহীপতিঃ॥৩২

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজংস্ত্বয়া দত্তা মম সর্ব্বা বসুন্ধরা।
যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তস্মান্নিষ্ক্রান্তুমর্হসি॥৩৩
শ্রোণীসূত্রাদি সকলং মুক্ত্বা ভূষণসংগ্রহম্।
তরুবল্কলমাবধ্য সহ পত্ন্যা সুতেন চ॥৩৪

পক্ষিণ উচুঃ।

তথেতি চোক্ত্বা কৃত্বা চ রাজা গন্তুং প্রচক্রমে।
স্বপত্ন্যা শৈব্যয়া সার্দ্ধং বালকেনাত্মজেন চ॥৩৫
ব্রজতঃ স ততো রুদ্ধা পন্থানং প্রাহ তং নৃপম্।
ক যাস্যসীত্যদত্ত্বা মে দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্॥৩৬

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ রাজ্যমেতৎ তে দত্তং নিহতকণ্টকম্।
অবশিষ্টমিদং ব্রহ্মন্নদ্য দেহ-ত্রয়ং মম॥৩৭

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, পূর্ব্বে যৎকালে আপনাকে এই রাজ্য প্রদত্ত হয় নাই, তখনও আপনি ইহার স্বামী ছিলেন, অদ্য ত আপনি রাজা হইয়াছেন।৩২

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজন্, যদি আপনি আমাকে সমুদয় বসুন্ধরা দান করিয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমার স্বামিত্ব ঘটিয়াছে, সেই স্থান হইতে মেখলাদি সমুদয় অঙ্গভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, তরুবল্কল পরিধান পূর্ব্বক পত্নী ও পুত্রের সহিত নির্গত হওয়াই ত আপনার উচিত।৩৩।৩৪

পক্ষিগণ বলিল, রাজা "যে আজ্ঞা" এই কথা বলিয়া এবং বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া স্বীয় পত্নী শৈব্যা এবং বালক পুত্রের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, রাজা গমন করিতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া বলিলেন, আমাকে রাজসূয়ের দক্ষিণা না দিয়া কোথায় গমন করিতেছেন?৩৫।৩৬

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, আপনাকে নিঃসপত্ন এই সমুদয় রাজ্যই প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে হে ব্রহ্মন্, অবশিষ্ট এই তিনটী দেহ মাত্র আমার অধিকারে আছে।৩৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

তথাপি খলু দাতব্যা ত্বয়া মে যজ্ঞদক্ষিণা।
বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হন্ত্যদত্তং প্রতিশ্রুতম্ ॥৩৮
যাবৎ তোষো রাজসূয়ে ব্রাহ্মণানাং ভবেন্নৃপ।
তাবদেব তু দাতব্যা দক্ষিণা রাজসূয়িকী ॥৩৯
প্রতিশ্রুত্য চ দাতব্যং যোদ্ধব্যঞ্চাততায়িভিঃ।
রক্ষিতব্যাস্তথা চার্ত্তাস্ত্বয়ৈব প্রাক্ প্রতিশ্রুতম্ ॥৪০
ভগবন্ সাম্প্রতং নাস্তি দাস্যে কালক্রমেণ তে।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে সদ্ভাবমনুচিন্ত্য চ ॥৪১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কিম্প্রমাণো ময়া কালঃ প্রতীক্ষ্যস্তে জনাধিপ।
শীঘ্রমাচক্ষ্ব শাপাগ্নিরন্যথা ত্বাং প্রধক্ষ্যতি ॥৪২

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

মাসেন তব বিপ্রর্ষে প্রদাস্যে দক্ষিণাধনম্।
সাম্প্রতং নাস্তি মে বিত্তমনুজ্ঞাং কর্ত্তুমর্হসি ॥৪৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন, তাহা হইলেও আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা অবশ্য দাতব্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে অঙ্গীকৃত বস্তু দান না করিলে, বিনাশ সম্ভাবিত হয়। হে নৃপ, রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে পরিমাণ অর্থে পরিতোষ হয়, সেই পরিমাণ অর্থই রাজসূয়যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ দেওয়া উচিত। আপনি নিজেই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়া দান করা উচিত, আততায়ী দিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, এবং আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষা করা উচিত।৩৮।৩৯।৪০

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, এক্ষণে আমার অর্থের সঙ্গতি নাই, কালক্রমে উহা আপনাকে অবশ্যই দান করিব, হে বিপ্রর্ষে, অন্ততঃ নিজের সাধুতার বিষয় স্মরণ করিয়াও আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।৪১

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে জননাথ, আপনার নিমিত্ত আমি কতকাল প্রতীক্ষা করিব তাহা শীঘ্র বলুন। অন্যথা শাপাগ্নি আপনাকে দগ্ধ করিবে।৪২

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে, একমাসের পর আপনাকে দক্ষিণা দান করিব, এক্ষণে আমার অর্থসঙ্গতি নাই, অতএব গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন।৪৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।

শিবশ্চ তেঽধ্বা ভবতু মা সন্তু পরিপন্থিনঃ ॥৪৪

পক্ষিণ উচুঃ।

তং সভার্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠং নির্যান্তং সসুতং পুরাৎ।

দৃষ্ট্বা প্রচুক্রুশুঃ পৌরা রাজ্ঞশ্চৈবানুযায়িনঃ ॥৪৫

হা নাথ কিং জহাস্যস্মান্ নিত্যার্ত্তিপরিপীড়িতান্।

মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ভবতো মুখপঙ্কজম্।

পিবামো নেত্রভ্রমরৈঃ কদা দ্রক্ষ্যামহে পুনঃ ॥৪৬

যস্য প্রযাতস্য পুরো যান্তি পৃষ্ঠে চ পার্থিবাঃ।

তস্যানুযাতি ভার্য্যেয়ং গৃহীত্বা বালকং সুতম্ ॥৪৭

যস্য ভৃত্যাঃ প্রযাতস্য যান্ত্যগ্রে কুঞ্জরস্থিতাঃ।

স এষ পদ্ভ্যাং রাজেন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রোঽদ্য গচ্ছতি ॥৪৮

তিষ্ঠ তিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।

আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥৪৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ, তুমি গমন কর, নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তোমার পথ নিরাপদ হউক, এবং তোমার প্রতিকূলকারী সকল বিনষ্ট হউক।৪৪

পক্ষিগণ বলিল, ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত সেই নৃপশ্রেষ্ঠকে নগর হইতে নির্গমন করিতে দেখিয়া, পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং বলিতে লাগিল, হা রাজন্! সর্ব্বদা উপদ্রবে প্রপীড়িত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন! হে রাজেন্দ্র! আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আমরা নেত্ররূপ ভ্রমর দ্বারা আপনার মুখপদ্ম পান করিয়া লই, কারণ ইহার পর পুনরায় কবে যে উহা দর্শন করিব তাহা জানিনা। হায়! যিনি প্রস্থান করিলে অগ্রে ও পৃষ্ঠে অন্যান্য রাজা সকল গমন করিত, অদ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালক পুত্র লইয়া একমাত্র ভার্য্যা গমন করিতেছেন! যাঁহার প্রস্থানকালে ভৃত্যগণও হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিত, হায়! সেই রাজশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র অদ্য পাদচারে গমন করিতেছেন!৪৫।৪৬।৪৭ ৪৮

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, একটু অবস্থান করুন, একটু অবস্থান করুন, স্বধর্ম্মের

কিং দারৈঃ কিং সুতৈর্নাথ ধনৈর্ধান্যৈরথাপি বা।
সর্ব্বমেতৎ পরিত্যজ্য ছায়াভূতা বয়ং তব ॥৫০
ইতি পৌরবচঃ শ্রুত্বা রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
অতিষ্ঠৎ স তদা মার্গে তেষামেবানুকম্পয়া ॥৫১
বিশ্বামিত্রোঽপি তং দৃষ্ট্বা পৌরবাক্যাকুলীকৃতম্।
রোষামর্ষ-বিবৃত্তাক্ষঃ সমাগম্য বচোঽব্রবীৎ ॥৫২
ধিক্ ত্বাং দুষ্টসমাচারমনৃতং জিহ্ম-ভাষিণম্।
মম রাজ্যঞ্চ দত্ত্বা যঃ পুনঃ প্রাক্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৫৩
ইত্যুক্তঃ পরুষং তেন গচ্ছামীতি সবেপথুঃ।
ব্রুবন্নেবং যযৌ শীঘ্রমাকর্ষন্ দয়িতাং করে ॥৫৪
অথ বিশ্বে তদা দেবাঃ পঞ্চ প্রাহুঃ কৃপালবঃ।
তদবস্থং কৃতং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রং নরেশ্বরম্ ॥৫৫
বিশ্বামিত্রঃ সুপাপোঽয়ং লোকান্ কান্ সমবাপ্স্যতি।
যেনায়ং যজ্বনাং শ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥৫৬

প্রতিপালন করুন, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের সদয় ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হে নাথ, আমাদিগের দারা, পুত্র, ধন, অথবা ধান্যে প্রয়োজন কি? আমরা এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিব।৪৯।৫০

রাজা পৌরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্দ্রহৃদয়ে তাহা-দিগের উপর দয়া করিয়া সেই সময় পথে কিছু কাল অবস্থান করিলেন।৫১

এদিকে বিশ্বামিত্রও তাঁহাকে পৌরগণের বাক্যে আকুলীকৃত দেখিয়া ক্রোধ এবং অমর্ষে চক্ষু বিস্ফারিত করত সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন। রে দুষ্টাচার, মিথ্যাবাদী এবং কুটিলভাষী, তোকে ধিক্! তুই আমাকে রাজ্যদান করিয়া পুনর্ব্বার অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্?৫২।৫৩

বিশ্বামিত্রের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কাঁপিতে কাঁপিতে "চলিলাম" এই কথা বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করত শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।৫৪

অনন্তর পাঁচ জন বিশ্বদেব, নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে তথাবিধ অবস্থায় নীত হইতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন, যে এই যাগকারীদিগের শ্রেষ্ঠ নৃপতিকে স্বরাজ্য হইতে চ্যুত করিল, সেই সুপাপিষ্ঠ বিশ্বামিত্র,

কস্য বা শ্রদ্ধয়া পূতং সুতং সোমং মহাধ্বরে।
পীত্বা বয়ং প্রযাস্যামো মুদং মন্ত্রপুরঃসরম্ ॥৫৭
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকোঽতিরুষান্বিতঃ।
শশাপ তান্ মনুষ্যত্বং সর্ব্বে যূয়মবাপ্স্যথ ॥৫৮
প্রসাদিতশ্চ তৈঃ প্রাহ পুনরেব মহামুনিঃ।
মানুষত্বেঽপি ভবতাং ভবিত্রী নৈব সন্ততিঃ ॥৫৯
ন দারসংগ্রহশ্চৈব ভবিতা ন চ মৎসরঃ।
কাম-ক্রোধবিনির্ম্মুক্তাঃ ভবিষ্যথ সুরাঃ পুনঃ ॥৬০
ততোঽবতেরুরংশৈঃ স্বৈর্দেবাস্তে কুরুবেশ্মনি।
দ্রৌপদীগর্ভসম্ভূতাঃ পঞ্চ বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৬১
এতস্মাৎ কারণাৎ পঞ্চ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
ন দারসংগ্রহং প্রাপ্তাঃ শাপাৎ তস্য মহামুনেঃ ॥৬২
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা স রাজা প্রযযৌ শনৈঃ।
শৈব্যয়ানুগতো দুঃখী ভার্য্যয়া বালপুত্রয়া ॥৬৩

না জানি, কোন লোকে গমন করিবে? এক্ষণে আমরা কাহারই বা শ্রদ্ধায় পবিত্রীকৃত, মহাযজ্ঞে মন্ত্রপূর্ব্বক নিষ্কাসিত সোমরস পান করিয়া আনন্দলাভ করিব?৫৫।৫৬।৫৭

তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া, 'তোমরা সকলে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে' এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন।৫৮

অনন্তর তাঁহাদিগকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া, সেই মহামুনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বলিলেন, মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেও তোমাদিগের সন্ততি হইবে না, তোমাদিগের দার পরিগ্রহও হইবে না, তোমাদের মৎসর, কাম, এবং ক্রোধও হইবে না। তোমরা পুনর্ব্বার দেবত্ব লাভ করিবে।৬০

অনন্তর সেই দেবগণ কুরুকুলে দ্রৌপদীর গর্ভে নিজ নিজ অংশে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচটী পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত মহারথ পাণ্ডবগণের পঞ্চ পুত্র সেই মহামুনির শাপে দারপরিগ্রহ না করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।৬১।৬২

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজা বালপুত্র এবং ভার্য্যা শৈব্যার সহিত দুঃখিত চিত্তে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাজা,

স গত্বা বসুধাপালো দিব্যাং বারাণসীং পুরীং।
নৈষা মনুষ্যভোগ্যেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ ॥৬৪
জগাম পদ্ভ্যাং দুঃখার্ত্তঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া।
পুরীপ্রবেশে দদৃশে বিশ্বামিত্রমুপস্থিতম্ ॥৬৫
পূর্ণঃ স মাসো রাজর্ষে! দীয়তাং মম দক্ষিণা।
রাজসূয়নিমিত্তং হি স্মর্য্যতে স্ববচো যদি ॥৬৬

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ব্রহ্মন্নদ্যৈব সম্পূর্ণো মাসোঽম্লান-তপোধন।
তিষ্ঠত্যেতদ্দিনার্দ্ধং যৎ তৎ প্রতীক্ষস্ব মা চিরম্ ॥৬৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রদাস্যসি ॥৬৮

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ৎ তদা।
কথমস্মৈ প্রদাস্যামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা ॥৬৯

বারাণসী মহাদেবের অধিকৃত, উহাতে মনুষ্যের স্বামিত্ব নাই, এই বিবেচনা করিয়া সেই রম্য বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। তিনি অনুকূলা পত্নীর সহিত দুঃখিতচিত্তে পাদচারে গমন করিয়া পুরী প্রবেশ সময়ে দেখিলেন, বিশ্বামিত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজর্ষে, তোমার যদি নিজের বাক্য স্মরণ থাকে, তবে একমাস পূর্ণ হইল, আমাকে রাজসূয়ের দক্ষিণা প্রদান কর।৬৩ ৬৪।৬৫।৬৬

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে প্রদীপ্ততপঃশালিন্ ব্রাহ্মণ, অদ্যই একমাস পূর্ণ হইল, এখনও দিনার্দ্ধ অবশিষ্ট রহিয়াছে, অতএব এই কালটুকুমাত্র প্রতীক্ষা করুন, অধিক বিলম্ব করিতে হইবে না।৬৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে মহারাজ, তাহাই হউক, আমি পুনর্ব্বার আগমন করিব। যদি অদ্য আমাকে দক্ষিণা না দান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব।৬৮

পক্ষিগণ বলিল, এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র গমন করিলেন এবং রাজাও তৎকালে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইঁহাকে অঙ্গীকৃত দক্ষিণা কিরূপে প্রদান করিব।৬৯

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখং।
প্রত্যুবাচ তদা পত্নী বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা ॥৭০
রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
স মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥৭১
এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ।
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং স বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥৭২
মহদ্দুঃখমিদং ভদ্রে যৎত্বমেবং ব্রবীষি মাম্।
ইত্যুক্ত্বা স নরশ্রেষ্ঠো ধিগ্ধিগিত্যসকৃদ্‌ব্রুবন্।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ ॥৭৩
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
দৃষ্ট্বা তু তং হরিশ্চন্দ্রং পতিতং ভুবি মূর্চ্ছিতম্ ॥৭৪
স বারিণা সমভ্যুক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র তাং দদস্বেষ্টদক্ষিণাম্ ॥৭৫
ঋণং ধারয়তো দুঃখমহন্যহনি বর্দ্ধতে।
দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥৭৬

রাজাকে এইরূপ ব্যাকুলচিত্তে, কাতর ভাবে, অধোমুখে চিন্তা করিতে দেখিয়া, তাঁহার পত্নী বাষ্পগদ্‌গদস্বরে বলিলেন, হে রাজন্, আমার গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছে, সাধুগণ পুত্রের নিমিত্তই দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া যে ধন পাইবেন, তাহাই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করুন ৭০।৭১

এই কথা শুনিয়া রাজা মোহ প্রাপ্ত হইলেন এবং কিছুকালের পর চেতনা লাভ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা প্রিয়ে! আজ তুমি আমাকে এইরূপ বলিলে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা! এই বলিয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজা বারম্বার আত্মাকে ধিকার দিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন। এই অবকাশে মহাতপা বিশ্বামিত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে মূর্চ্ছিত ও পৃথিবীতে পতিত দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল সিঞ্চন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।৭২।৭৩।৭৪।৭৫

হে রাজেন্দ্র, উঠ উঠ আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা দান কর, কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিদিনই দুঃখ বাড়িতে থাকে। হে রাজন্, যদি ধর্ম্মের প্রতি

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৭৭
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥৭৮
অথ বা কিং মমৈতেন সাম্না প্রোক্তেন কারণম্।
অনার্য্যে পাপসঙ্কল্পে ক্রূরে চানৃতবাদিনি।
ত্বয়ি রাজ্ঞি প্রভবতি সদ্ভাবঃ শ্রূয়তামযম্ ॥৭৯
অদ্য মে দক্ষিণাং রাজন্ ন দাস্যতি ভবান্ যদি।
অস্তাচলং প্রযাতেঽর্কে শপ্স্যামি ত্বাং ততো ধ্রুবম্ ॥৮০
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদ্ভয়াতুরঃ।
ভার্য্যাঽস্য ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম ॥৮১
মা শাপানলনির্দগ্ধঃ পঞ্চত্বমুপযাস্যসি।
স তথা চোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃ পুনঃ।

তোমার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে আমাকে দক্ষিণা প্রদান কর। সত্য হেতুই সূর্য্য কিরণ দান করেন, সত্যের উপরই ভর করিয়া পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, সত্যই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য একটী তুলা দণ্ড দ্বারা তুলিত করা হইয়াছিল, তৎকালে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যেরই অধিক গৌরব লক্ষিত হয়। অথবা আমার এরূপ মিষ্ট কথা বলিবার প্রয়োজন কি? তোমার মত অনার্য্য, পাপবুদ্ধি, ক্রূরস্বভাব, মিথ্যাবাদী ও যথেচ্ছাচারী রাজারপ্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯

হে রাজন্, যদি তুমি অদ্য সূর্য্য অস্তাচল গমন করিবার পূর্ব্বে, আমাকে দক্ষিণা দান না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব।৮০

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ গমন করিলেন, রাজাও ভয়ে বিহ্বল হইলেন, তখন তাঁহার মহিষী আবার বলিলেন, আপনি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, শাপানলে দগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না। পত্নী কর্তৃক বারম্বার এইরূপে উত্তেজিত হইয়া রাজা বলিলেন, প্রিয়ে এই আমি

প্রাহ ভদ্রে করোম্যেষ বিক্রয়ং তব নির্ঘৃণঃ।
নৃশংসৈরপি যৎ কর্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্ ॥৮২।৮৩
এবমুক্ত্বা ততো ভার্য্যাং গত্বা নগরমাতুরঃ।
বাষ্পাপিহিতকণ্ঠাক্ষস্ততো বচনমব্রবীৎ ॥৮৪
ভো ভো নাগরিকাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম।
কিং মাং পৃচ্ছথ কস্ত্বং ভো নৃশংসোঽহমমানুষঃ ॥৮৫
রাক্ষসো বাতিকঠিনস্ততঃ পাপতরোঽপি বা।
বিক্রেতুং দয়িতাং প্রাপ্তো যো ন প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥৮৬
যদি বঃ কস্যচিৎ কার্য্যং দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥৮৭
অথ বৃদ্ধো দ্বিজঃ কশ্চিদাগত্যাহ নরাধিপম্।
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ ॥৮৮
অস্তি মে বিত্তমস্তোকং সুকুমারী চ মে প্রিয়া।
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ॥৮৯

নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিতেছি। অতি কঠোর-হৃদয় মনুষ্যেরাও যে কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, আমি অদ্য তাহাই করিব।৮০।৮১।৮২।৮৩

ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া, রাজা দীনভাবে নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন। হে নগরবাসী মনুষ্যগণ আপনারা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি কে? আমি অতি নৃশংস, অমানুষ, অথবা অতি-কঠোর-হৃদয়-রাক্ষস, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক পাপকারী। যে হেতু আমি নিজের প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া, আপনার প্রেয়সী ভার্য্যাকে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি আপনাদের মধ্যে কেহ, আমার এই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দাসী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার জীবন থাকিতে থাকিতে তাহা শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বলুন।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭

অনন্তর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আগমন করিয়া রাজাকে বলিলেন আমাকে দাসী অর্পণ কর, আমি যথোচিত ধনদান করিয়া ক্রয় করিব। আমি বিপুল ধনের অধিপতি, আমার পত্নী অতি-কোমলাঙ্গী, সে গৃহকর্ম্ম সমুদয় করিতে অক্ষম, এই হেতু আমাকে এই দাসী অর্পণ কর। আমি এই তোমার ভার্য্যার সামর্থ্য, বয়স, রূপ ও চরিত্রের অনুরূপ বিত্ত প্রদান

কর্ম্মণ্যতা-বয়োরূপ-শীলানাং তব যোষিতঃ।
অনুরূপমিদং বিত্তং গৃহাণার্পয় মেঽবলাম্ ॥৯০
ততঃ স বিপ্রো নৃপতের্বল্কলান্তে দৃঢ়ং ধনম্।
বদ্ধা কেশেষথাদায় নৃপপত্নীমকর্ষয়ৎ ॥৯১
রুরোদ রোহিতাশ্বোঽপি দৃষ্ট্বা কৃষ্টান্তু মাতরম্।
হস্তেন বস্ত্রমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ শিশুঃ ॥৯২

রাজপত্ন্যুবাচ।

মুঞ্চার্য্য মুঞ্চ তাবন্মাং যাবৎ পশ্যাম্যহং শিশুম্।
দুর্লভং দর্শনং তাত পুনরস্য ভবিষ্যতি ॥৯৩
পশ্যেহি বৎস মামেবং মাতরং দাস্যতাং গতাম্।
মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র অস্পৃশ্যাহং তবাধুনা।
ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃষ্টান্তু মাতরম্।
সমভ্যধাবদম্বেতি রুদন্ সাস্রাবিলেক্ষণঃ ॥৯৪
তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্বালমভ্যাহনৎ পদা।
বদংস্তথাপি সোঽম্বেতি নৈবামুঞ্চত মাতরম্ ॥৯৫

করিতেছি, গ্রহণ কর, এবং আমাকে এই অবলা প্রদান কর। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, নৃপতির বল্কলান্তে দৃঢ়রূপে ধন বাঁধিয়া দিয়া, রাজমহিষীর কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।৮৮৮৯ ৯০ ৯১

স্বীয়জননীকে এইরূপে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া, কাকপক্ষধর, রাজতনয়, বালক, রোহিতাশ্বও মাতার বস্ত্র ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল।৯২

রাজপত্নী বলিলেন, হে আর্য্য, আমাকে অল্পকালের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিউন, আমি একবার এই বালককে দেখিয়া লই, হে তাত! যে হেতু পুনর্ব্বার ইহার দর্শন লাভ আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। এস, বৎস, তোমার মাতাকে এইরূপ দাসীভাবাপন্ন দর্শন কর। তুমি আর আমাকে স্পর্শ করিও না। হে রাজপুত্র এক্ষণে আমি তোমার অস্পৃশ্যা হইয়াছি। অনন্তর সেই বালক স্বীয়জননীকে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মা, মা, বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বালককে সেইভাবে আগমন করিতে দেখিয়া, ক্রোধে চরণদ্বারা আঘাত করিল, তথাপি সেই বালক 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আপনার মাতাকে পরিত্যাগ করিল না।৯৩.৯৪।৯৫

রাজপত্ন্যুবাচ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ক্রীণীষ্বেমঞ্চ বালকম্।
ক্রীতাপি নাহং ভবতো বিনৈনং কার্য্যসাধিকা॥৯৬
ইত্থং মমাল্পভাগ্যায়াঃ প্রসাদ-সুমুখো ভব।
মাং সংযোজয় বালেন বৎসেনেব পয়স্বিনীম্॥৯৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গৃহ্যতাং বিত্তমেতৎ তে দীয়তাং বালকো মম।
স্ত্রীপুংসোর্ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্।
শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমূল্যং তথাপরৈঃ॥৯৮

পক্ষিণ উচুঃ।

তথৈব তস্য তদ্বিত্তং বদ্ধোত্তরপটে ততঃ।
প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ॥৯৯
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ।
বিললাপ সুদুঃখার্ত্তো নিশ্বস্যোষ্ণং পুনঃ পুনঃ॥১০০
যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো নেন্দুর্ন চ পৃথগ্জনঃ।
দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতা॥১০১

রাজমহিষী বলিলেন, হে প্রভো, আমার উপর অনুগ্রহ করুন, এই বালককেও ক্রয় করুন, কারণ এই বালককে ছাড়িয়া আমি আপনা কর্তৃক ক্রীতা হইয়াও, আপনার কার্য্যসাধনে সমর্থা হইব না। আমি এইরূপই অভাগ্যবতী, আমার উপর আপনি প্রসন্ন হউন, দুগ্ধবতী গাভীকে যেমন বৎসের সহিত সংযুক্ত করে, সেইরূপ এই বালকের সহিত আমাকেও সংযুক্ত করুন।৯৬।৯৭

ব্রাহ্মণ বলিল, আমি এই ধন দিতেছি, আমাকে বালক দান কর, ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই যোগ্যতা অনুসারে কেহ শত, কেহ সহস্র, কেহ লক্ষ, আর কেহ বা কোটি মুদ্রা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।৯৮

পক্ষিগণ বলিল, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই ধনও রাজার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বালককে লইয়া মাতার সহিত একত্রে আবদ্ধ করিল।৯৯

রাজা, ভার্য্যা ও পুত্রকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে, বারম্বার উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। হায়! পূর্ব্বে যাহাকে বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অপর মনুষ্যও দেখিতে পায় নাই,

সূর্য্যবংশপ্রসূতোঽয়ং সুকুমারকরাঙ্গুলিঃ।
সম্প্রাপ্তোবিক্রয়ং বালো ধিঙ্মামস্তু সুদুর্ম্মতিম্॥১০২
হা প্রিয়ে হা শিশো বৎস মমানার্য্যস্য দুনয়ৈঃ।
দৈবাধীনাং দশাং প্রাপ্তৌ ন মৃতোঽস্মি তথাপি ধিক্॥১০৩
এবং বিলপতো রাজ্ঞঃ স বিপ্রোঽন্তরধীয়ত।
বৃক্ষগেহাদিভিস্তূর্ণস্তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ॥১০৪
বিশ্বামিত্রস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপং বিত্তমযাচত।
তস্মৈ সমর্পয়ামাস হরিশ্চন্দ্রোঽপি তদ্ধনম্॥১০৫
তদ্বিত্তং স্তোকমালোক্য দারবিক্রয়সম্ভবম্।
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকোঽব্রবীৎ॥১০৬
ক্ষত্রবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্।
মন্যসে যদি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে বলং পরম্॥১০৭
তপসোঽত্র সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণ্যস্যামলস্য চ।
মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ॥১০৮

আমার সেই পত্নী আজ দাসীত্ব প্রাপ্ত হইল! এই বালক সূর্য্যবংশপ্রসূত, ইহাব হস্তাঙ্গুলিসকল অতি কোমল, ইহাকেও আমি বিক্রয় করিলাম। আমি অত্যন্ত দুর্ম্মতি, আমাকে ধিক্! হা প্রিয়ে! হা শিশো! তোমরা, এই অনার্য্যচরিত আমারই অত্যাচারে এইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইলে! তথাপি আমি মরিলাম না, আমাকে ধিক্! রাজার এইরূপ বিলাপের প্রতি কর্ণপাত না করিয়াই, সেই ব্রাহ্মণ অত্যুচ্চ বৃক্ষ ও গৃহাদির অন্তরাল দিয়া মহিষী ও রাজপুত্রকে লইয়া সত্বর অন্তর্হিত হইল।১০০।১০১।১০২।১০৩।১০৪

অনন্তর বিশ্বামিত্র সেই স্থানে আসিয়া রাজার নিকট ধন যাচ্ঞা করিলেন। হরিশ্চন্দ্রও সেই সমুদয় অর্থ বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই দারা ও পুত্র বিক্রয়ে সংগৃহীত ধন যেন অতি অল্প হইয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত, ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শোকাভিভূত রাজাকে বলিলেন, রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তুই যদি ইহাই আমার অনুরূপ যজ্ঞদক্ষিণা বিবেচনা করিয়া থাকিস, তাহা হইলে শীঘ্রই আমার তপস্যার, নির্ম্মলব্রাহ্মণ্যের, উগ্রপ্রভাবের, এবং বিশুদ্ধ অধ্যয়নের বল দর্শন কর্।১০৫।১০৬।১০৭।১০৮

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অন্যাং দাস্যামি ভগবন্ কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
সাম্প্রতং নাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ॥১০৯

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোঽয়ং দিবসস্য নরাধিপ।
এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয়া॥১১০

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুরং নির্ঘৃণং বচঃ।
তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকোযযৌ॥১১১
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ভয়শোকাব্ধিমধ্যগঃ।
সর্ব্বাকারং বিনিশ্চিত্য প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ॥১১২
বিত্তক্রীতেন যো হ্যর্থী ময়া প্রেষ্যেণ মানবঃ।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ তপতি ভাস্করঃ॥১১৩
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্ম্মশ্চণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতো রুক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরো ঘৃণী॥১১৪

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ভগবন্, আরও দক্ষিণা দান করিব, কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, এক্ষণে আমার অর্থসঙ্গতি নাই, আমি পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎসমুদয়ই আপনাকে দান করিয়াছি।১০৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে নরাধিপ, এই যে দিবসের চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, এতাবন্মাত্র কালই আমি প্রতীক্ষা করিব, তুমি আর কিছু উত্তর করিও না।১১০

পক্ষিগণ বলিল, বিশ্বামিত্র রাজাকে এইরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় বাক্য বলিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে সেই ধন গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া গেলেন।১১১

বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা যুগপৎ ভয় ও শোকের সাগরে নিমগ্ন হইয়া সকলের চেষ্টা পরীক্ষা করত, অধোমুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'যদি কোন মনুষ্য আমাকে ধন দ্বারা ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তে না যান, সেই সময়ের মধ্যে তিনি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।১১২।১১৩

অনন্তর ধর্ম্ম, চণ্ডালের বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর পূতিগন্ধযুক্ত, দেখিতে বিকৃত, কর্কশ, শ্মশ্রুল, দন্তুর, অবজ্ঞার

কৃষ্ণো লম্বোদরঃ পিঙ্গরুক্ষাক্ষঃ পরুষাক্ষরঃ।
গৃহীতপক্ষিপুঞ্জশ্চ শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ॥১১৫
কপালহস্তো দীর্ঘাস্যো ভৈরবোঽতিবদন্ মুহুঃ।
শ্বগণাভিবৃতো ঘোরো যষ্টিহস্তো নিরাকৃতিঃ॥১১৬
চণ্ডাল উবাচ।
অহমর্থী ত্বয়া শীঘ্রং কথয়স্বাত্মবেতনম্।
স্তোকেন বহুনা বাপি যেন বৈ লভ্যতে ভবান্॥১৭
পক্ষিণ উচুঃ।
তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রূরদৃষ্টিং সুনিষ্ঠুরম্।
বদন্তমতিদুঃশীলং কস্ত্বমিত্যাহ পার্থিবঃ॥১১৮
চণ্ডাল উবাচ।
চণ্ডালোঽহমিহাখ্যাতঃ প্রবীরেতি পুরোত্তমে।
বিখ্যাতো বধ্যবধকো মৃতকম্বলহারকঃ॥১১৯
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
নাহং চণ্ডালদাসত্বমিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতম্।
বরং শাপাগ্নিনা দগ্ধো ন চণ্ডালবশং গতঃ।১২০

পাত্র, কৃষ্ণবর্ণ এবং লম্বোদর, চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ ও রুক্ষ এবং বাক্য অতিকর্কশ। তাঁহার একহস্তে কতকগুলি পক্ষী, গলদেশে শবের মাল্য, অপর হস্তে মনুষ্যের কপাল, মুখ লম্বা এবং প্রকৃতি অতি ভীষণ ও নিন্দনীয়। তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বদাই বাক্য নির্গত হইতেছে, হস্তে একগাছি লাঠিও আছে এবং চারিদিকে কুক্কুরগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।১১৪।১১৫।১১৬

চণ্ডাল বলিল, আমি তোমার প্রার্থী, অল্পই হউক বা অধিক হউক, যে মূল্যে তুমি আপনাকে বিক্রয় করিবে, সেই মূল্য শীঘ্র বল।১১৭

পক্ষিগণ বলিল, নিতান্ত নিষ্ঠুর, ক্রূর দৃষ্টি, এবং অতিদুর্ব্বাক্যভাষী সেই চণ্ডালকে দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে?১১৮

চণ্ডাল বলিল, আমি এই শ্রেষ্ঠ নগরীতে বাস করি, চণ্ডাল জাতি, আমার নাম প্রবীর, আমি বধ্যদিগের বধ ও মৃতের বস্ত্রাদিগ্রহণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।১১৯

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, আমি, অতিনিন্দনীয়চণ্ডালদাসত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না, শাপাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হই, সেও ভাল, তথাপি চণ্ডালের বশীভূত হইব না।১২০

পক্ষিণ উচুঃ।

তস্যৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ।
কোপামর্ষ-বিবৃত্তাক্ষঃ প্রাহ চেদং নরাধিপম্ ॥১২১
চণ্ডালোঽয়মনল্পং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ।
কস্মান্ন দীয়তে মহ্যমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥১২২

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ সূর্য্যবংশোত্থমাত্মানং বেদ্মি কৌশিক।
কথং চণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামুকঃ ॥১২৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি চণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম।
ন প্রদাস্যসি কালেন শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্ ॥১২৪

পক্ষিণ উচুঃ।

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা চিন্তাবস্থিতজীবিতঃ।
প্রসীদেতি বদন্ পাদাবৃষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ ॥১২৫

পক্ষিগণ বলিল, রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই তপোনিধি বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধ ও অমর্ষে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রাজাকে বলিলেন। এই চণ্ডাল তোমাকে অধিক ধন দান করিতে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা নিঃশেষ করিয়া কেন না দিতেছ?১২১।১২২

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ কৌশিক, আমি আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া অভিমান করি। অতএব ধনলোভে কিরূপে চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইব?১২৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি তুমি চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া অর্থ-গ্রহণ পূর্ব্বক যথাকালে আমাকে না প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব।১২৪

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র চিন্তাক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল ভাবে "প্রসন্ন হউন" বলিয়া বিশ্বামিত্রের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন।১২৫

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাসোঽস্ম্যার্ত্তোঽস্মি ভীতোঽস্মি ত্বদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ।
কুরু প্রসাদং বিপ্রর্ষে কষ্টশ্চণ্ডাল-সঙ্করঃ॥১২৬
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মকরো বশঃ।
তবৈব মুনিশার্দ্দূল প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্ত্তকঃ॥১২৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি প্রেষ্যো মম ভবান্ চণ্ডালায় ততো ময়া।
দাসভাবমনুপ্রাপ্তো দত্তো বিত্তার্ব্বুদেন বৈ॥১২৮

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এবমুক্তে তদা তেন শ্বপাকো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্ত্বা বদ্ধা নরেশ্বরম্॥১২৯
দণ্ডপ্রহার-সম্ভ্রান্ত-মতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্।
ইষ্টবন্ধু-বিয়োগার্ত্তমনয়ন্নিজপত্তনম্॥১৩০
হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা বসংশ্চণ্ডাল-পত্তনে।
প্রাতর্মধ্যাহ্ণ-সময়ে সায়ঞ্চৈতদগায়ত॥১৩১

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে, আমি আপনার দাস, শরণাগত, ভীত এবং আপনার বিশেষ ভক্ত, আমার উপর অনুগ্রহ করুন, চণ্ডালের সম্পর্ক অতিকষ্টকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি অবশিষ্ট ধনের নিমিত্ত আপনারই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহক, চিত্তানুবর্ত্তী, বশীভূত ভৃত্য হইব।১২৬।১২৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি তুমি আমারই দাস হইলে, তবে আমি এক্ষণে অর্ব্বুদমুদ্রা লইয়া তোমাকে এই চণ্ডালের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করিলাম।১২৮

পক্ষিগণ বলিল, বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, সেই চণ্ডাল হৃষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে সেই পরিমাণে ধন দান করিয়া, চিরপ্রেমাস্পদ-বন্ধুগণের বিয়োগে ব্যাকুলহৃদয়, সেই রাজাকে বাঁধিয়া, দণ্ড প্রহার করিতে করিতে আপনার নগরে লইয়া যাইল।১২৯।১৩০

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র, চণ্ডাল নগরে বাস করত, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ণ এবং সায়ংকালে এই বলিয়া খেদ করিতেন। হায়! সেই দীনমুখী বালা মহিষী, মলিনমুখ বালক তনয়কে সম্মুখে দেখিয়া, দুঃখে কাতর চিত্তে, অবশ্যই আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতেছেন! এবং হয়ত, মনে মনে ভাবিতেছেন, রাজা কোন দিন ধন

বালা দীনমুখী দৃষ্ট্বা বালং দীনমুখং পুরঃ।
মাং স্মরত্যসুখাবিষ্টা মোচয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ।
উপাত্তবিত্তো বিপ্রায় দত্ত্বা বিত্তমতোঽধিকম্ ॥১৩২
ন সা মাং মৃগশাবাক্ষী বেত্তি পাপতরং কৃতম্ ॥১৩৩
রাজ্যনাশঃ সুহৃৎত্যাগো ভার্য্যাতনয়-বিক্রয়ঃ।
প্রাপ্তা চণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা ॥১৩৪
এবং স নিবসন্ নিত্যং সস্মার দয়িতং সুতম্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমামিষ্টাং হৃতসর্ব্বস্ব আতুরঃ ॥১৩৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মৃতচেলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ ॥১৩৬
চণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতচেলাপহারিণা।
শবাগমনমন্বিচ্ছন্নিহ তিষ্ঠ দিবানিশম্ ॥১৩৭
ইদং রাজ্ঞেঽপি দেয়ঞ্চ ষড়্ভাগস্তু শবং প্রতি।
ত্রয়স্তু মম ভাগাঃ স্যুর্দ্বৌ ভাগৌ তব বেতনম্ ॥১৩৮

লাভ করিয়া, এই ব্রাহ্মণ আমাদিগের মূল্যস্বরূপ যে ধন দিয়াছেন, ইহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক ধন প্রত্যর্পণ করিয়া, আমাদিগকে নিশ্চয়ই মুক্ত করিবেন! কিন্তু সেই মৃগশাবাক্ষী, আমি যে কিরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তাহা জানিতেছেন না! রাজ্যনাশ, বন্ধুবিয়োগ, ভার্য্যা ও পুত্র বিক্রয় আর পরিশেষে এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি, হায়! আমার উত্তরোত্তর কেবল দুঃখই বর্দ্ধিত হইয়াছে! সেই হৃতসর্ব্বস্ব, আতুর রাজা চণ্ডালনগরে নিবাস করত এইরূপে প্রিয়পুত্র এবং আত্মানুরাগিণী প্রেয়সী ভার্য্যাকে স্মরণ করিতেন।১৩১।১৩২।১৩৩।১৩৪।১৩৫

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে চণ্ডালের বশতা প্রাপ্ত, সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে মৃত দিগের বস্ত্র সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃত-বস্ত্রাপহারী চণ্ডাল তাঁহাকে শ্মশানে থাকিয়া দিবারাত্র শবাগমনের প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছিল। এবং ইহাও বলিয়াছিল, যে, প্রত্যেক শবের বস্ত্রাদি হইতে যে লাভ হইবে, তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিতে হইবে, তিন ভাগ আমি গ্রহণ করিব এবং অবশিষ্ট দুইভাগ তোমার বেতন হইবে। এইরূপে চণ্ডাল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজা, বারাণসীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত শবসমূহের আলয়ভূত শ্মশানে গমন করিলেন। সেই শ্মশান শত শত শিবাদ্বারা পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বদা ভীষণধ্বনিপূর্ণ, শবমস্তকে সমাকীর্ণ, দুর্গন্ধ, চিতাধূমে আবৃত, পিশাচ

ইতি প্রতি সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্।
দিশস্তু দক্ষিণাং যত্র বারাণস্যাং স্থিতং তদা॥১৩৯
শ্মশানং ঘোরসংনাদং শিবাশত-সমাকুলম্।
শবমৌলিসমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধূমকম্॥১৪০
পিশাচ ভূত-বেতাল ডাকিনী-যক্ষ-সঙ্কুলম্।
গৃধ্র-গোমায়ু-সঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্॥১৪১
অস্থিসঙ্ঘাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্।
নানামৃত-সুহৃন্নাদ-রৌদ্রকোলাহলাকুলম্॥১৪২
হা পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতর্বৎস প্রিয়াদ্য মে।
হা পতে ভগিনি মাতর্হা মাতুল পিতামহ॥১৪৩
মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক্ব গতোঽস্যেহি বান্ধব।
ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রূয়তে মহান্॥১৪৪
স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো দুঃখিতঃ শোচনোদ্যতঃ।
হা ভৃত্যা মন্ত্রিণো বিপ্রাঃ ক্ব তদ্রাজ্যং বিধে গতম্॥১৪৫
হা শৈব্যে পুত্র হা বাল মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্।
বিশ্বামিত্রস্য দোষেণ গতাঃ কুত্রাপি তে মম॥১৪৬

ভূত, বেতাল, ডাকিনী, ও যক্ষগণে বেষ্টিত, গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুরসমূহে পরিবৃত, চারিদিকে অস্থিসমূহে আকীর্ণ, তীব্রপূতিগন্ধযুক্ত, বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ এবং মৃতব্যক্তিদিগের নানাবিধ সুহৃদ্গণের ভীষণ আর্ত্তনাদে আকুলিত। সেই স্থানে সর্ব্বদা হা পুত্র! হা মিত্র! হা বন্ধো! হা ভ্রাতঃ! হা বৎস! হা পতে! হা ভগিনি! হা মাতঃ! হা মাতুল! হা পিতামহ! হা মাতামহ! হা পিতঃ! হা পৌত্র! হা বান্ধব! অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ? একবার আইস, এইরূপ ক্রন্দনকারীদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইয়া থাকে।১৩৬।১৩৭।১৩৮.১৩৯।১৪০।১৪১ ১৪২।১৪৩ ১৪৪

সেই রাজা, সেই স্থানে গমন করিয়া, দুঃখিতান্তঃকরণে আপনার দশার উপর এরূপ অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হা ভৃত্যগণ! হা মন্ত্রিগণ! হা বিপ্রগণ! হা বিধাতঃ! আমার সেই রাজ্য কোথায় গিয়াছে। হা মহিষি! শৈব্যে! হা বালকপুত্র! হায়! বিশ্বামিত্রের দোষে ইহারা সকলে এই ভাগ্যহীন হরিশ্চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিয়াছে! এইরূপ চিন্তা করত এবং সেই স্থানে বারম্বার চণ্ডালের আদেশমত কার্য্য করত সেই রাজা ক্রমশঃ

ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র চণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ।
মলিনো রুক্ষসর্ব্বাঙ্গঃ কেশবান্ গন্ধবান্ ধ্বজী ॥১৪৭
লকুটী কালকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ।
অস্মিন্ শব ইদং মূল্যং প্রাপ্তং প্রাপ্স্যামি চাপ্যত ॥১৪৮
ইদং মম ইদং রাজ্ঞে মুখ্যচণ্ডালকে ত্বিদম্।
ইতি ধাবন্ দিশো রাজা জীবন্ যোন্যন্তরং গতঃ ॥১৪৯
জীর্ণকর্পট-সুগ্রন্থি-কৃতকন্থা-পরিগ্রহঃ।
চিতাভস্মরজো-লিপ্ত-মুখবাহূদরাঙ্ঘ্রিকঃ ॥১৫০
নানামেদো-বসা-মজ্জলিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্।
নানাশবোদন-কৃতাহারতৃপ্তিপরায়ণঃ ॥১৫১
তদীয়মাল্য-সংশ্লেস-কৃতমস্তকমণ্ডনঃ।
ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হাহেতি প্রবদন্ মুহুঃ।
এবং দ্বাদশ মাসাস্তু নীতাঃ শতসমোপমাঃ ॥১৫২
অথাজগাম স্বসুতং মৃতমাদায় লাপিনী।

মলিন, রুক্ষাকৃতি, দীর্ঘকেশবিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইলেন। তিনি দেখিতে যমের ন্যায় হইলেন এবং ধ্বজা ও লকুট গ্রহণ করিয়া সেই শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই শবে এই মূল্য লাভ হইয়াছে, আরও কিছু পাওয়া যাইবে, ইহার মধ্যে আমি এই পাইব, রাজাকে এই দিতে হইবে, এবং মুখ্য চণ্ডালকে এই দিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করত শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই রাজার জীবিত অবস্থাতেই যেন জন্মান্তর লাভ হইল।১৪৫।১৪৬।১৪৭।১৪৮।১৪৯

তিনি জীর্ণবস্ত্র সকল গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিতে লাগিলেন। মৃতদিগের কন্থাদ্বারা শরীর আবরণ করিতে লাগিলেন। চিতাভস্মের রজদ্বারা মুখ, বাহু, উদর, ও অঙ্ঘ্রি লেপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তাঙ্গুলিতে নানাপ্রকার মেদ, বসা, ও মজ্জার লেপ সংলগ্ন হইল। তিনি শবসমূহের উদ্দেশে প্রদত্ত ওদন আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। এবং শবের মাল্য দ্বারা মস্তকের ভূষণ সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এইরূপ অবস্থায় তিনি দিন ও রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন, একবারও শয়ন করিতেন না, মুখে সর্ব্বদা হাহা রব করিতেন, এইরূপে একশতবৎসরের তুল্য দীর্ঘ দ্বাদশ মাস অতীত হইল।১৫০।১৫১।১৫২

ভার্য্যা তস্য নরেন্দ্রস্য সর্পদষ্টং হি বালকম্ ॥১৫৩
হা বৎস হা সুত শিশো ইত্যেবং বদতী মুহুঃ।
কৃশা-বিবর্ণা বিমনাঃ পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা ॥১৫৪
স তাং রোরুদতীং ভার্য্যাং নাভ্যজানাত্তু পার্থিবঃ।
চিরপ্রবাস-সন্তপ্তাং পুনর্জাতামিবাবলাম্ ॥১৫৫
সাপি তং চারুকেশান্তং পুরা দৃষ্ট্বা জটালকম্।
নাভ্যজানান্নৃপসুতা শুষ্কবৃক্ষোপমং নৃপম্ ॥১৫৬
সোঽপি কৃষ্ণপটে বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্।
নরেন্দ্র-লক্ষণোপেতং চিন্তামাপ নরেশ্বরঃ ॥১৫৭
স্মৃতিমভ্যাগতোবালো রোহিতাশ্বোঽব্জলোচনঃ।
সোঽপ্যেতামেব মে বৎসো বয়োঽবস্থামুপাগতঃ।
নীতো যদি ন ঘোরেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্ ॥১৫৮

রাজপত্ন্যুবাচ।

হা বৎস কস্য পাপস্য অপধ্যানাদিদং মহৎ।
দুঃখমাপতিতং ঘোরং যস্যান্তো নোপলভ্যতে ॥১৫৯

অনন্তর তাঁহার ভার্য্যা সর্পদংশনে মৃত, স্বকীয় বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া হা পুত্র! হা বৎস! হা শিশো! এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃশা, মলিনা, দুঃখিতহৃদয়া, হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কেশকলাপ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত সেই রাজা, বহুকালব্যাপিবিরহে সন্তপ্তা, সুতরাং যেন জন্মান্তর প্রাপ্তা, রোরুদ্যমানা সেই মহিষীকে চিনিতে পারেন নাই।১৫৩।১৫৪।১৫৫

মহিষীও পূর্ব্বে তাঁহাকে সুন্দর কেশে সুশোভিত দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে জটাযুক্ত এবং শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় বিকৃতি প্রাপ্ত সেই রাজাকে চিনিতে পারেন নাই।১৫৬

সেই রাজারও, কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত, রাজচিহ্নযুক্ত, সর্পদংশনে মৃত বালককে দেখিয়া, নিজের বালক পদ্মনেত্র রোহিতাশ্ব স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, যদি নৃশংস কৃতান্ত আমার পুত্রকে নিজের বশে না লইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেও এতদিন নিশ্চয়ই এইরূপ বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।১৫৭।১৫৮

এমন সময়ে রাজপত্নী এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হা বৎস! আমার

হা নাথ রাজন্ ভবতা মামনাশ্বাস্য দুঃখিতাম্।
ক্বাপি সন্তিষ্ঠতা স্থানে বিশ্রব্ধং স্থীয়তে কথম্॥১৬০
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়-বিক্রয়ঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধে ন কৃতং ত্বয়া॥১৬১
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্বস্থানতশ্চ্যুতঃ।
প্রত্যভিজ্ঞায় দয়িতাং পুত্রঞ্চ নিধনং গতম্॥১৬২
কষ্টং শৈব্যেয়মেষা হি স বালোঽয়মিতীরয়ন্।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো মূর্চ্ছামভিজগাম চ॥১৬৩
সা চ তং প্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থামুপাগতম্।
মূর্চ্ছিতা নিপপাতার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে॥১৬৪
চেতঃ সম্প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্।
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারাবপীড়িতৌ॥১৬৫

রাজোবাচ।

প্রিয়ে ন রোচয়ে দীর্ঘং কালং ক্লেশমুপাসিতুম্।
নাত্মায়ত্তশ্চ তন্বঙ্গি পশ্য মে মন্দভাগ্যতাম্।

কোন পাপের পরিণামে এই ঘোর মহৎ দুঃখ আপতিত হইয়াছে! যাহার শেষ দৃষ্ট হইতেছে না। হা নাথ, হা নৃপতে, আপনি এমন সময় এতাদৃশ-দুঃখ-ভাগিনী আমাকে সান্ত্বনা না করিয়া কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন? রাজ্যনাশ, বন্ধুবিয়োগ, ভার্য্যাপুত্র-বিক্রয়, এই সকলই সজ্ঘটিত হইয়াছে, অতএব হে বিধাতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের আর কি করিতে বাকী রাখিয়াছ?১৫৯।১৬০।১৬১

রাজ্ঞীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা তাঁহাকে নিজের দয়িতা এবং স্বকীয় পুত্র নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, স্বস্থান হইতে চ্যুত হইলেন। হায় কি কষ্ট! এই সেই শৈব্যা! সেই বালকও এই! এইরূপ বলিতে বলিতে, রাজা রোদন করিতে লাগিলেন এবং দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজ্ঞীও তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত রাজাকে জানিতে পারিয়া আর্ত্ত, মূর্চ্ছিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। অনন্তর সেই রাজেন্দ্র এবং রাজপত্নী যুগপৎ চৈতন্য লাভ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত ও অত্যন্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন।১৬২।১৬৩।১৬৪।১৬৫

রাজা বলিলেন, হে প্রিয়ে, আমি আর অধিক কাল এরূপ ক্লেশ ভোগ

চণ্ডালেনাননুজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি।
চণ্ডাল-দাসতাং যাস্যে পুনরপ্যন্যজন্মনি॥
নরকে চ পতিষ্যামি কীটকৃমিভোজনঃ।
বৈতরণ্যাং মহাপূয়-বসাসৃক্-স্নায়ুপিচ্ছিলে॥
অসিপত্র-বনং প্রাপ্য চ্ছেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্।
তাপং প্রাপ্স্যামি বা প্রাপ্য মহারৌরব-রৌরবৌ॥
মগ্নস্য দুঃখজলধৌ পারঃ প্রাণ-বিয়োজনম্।
একোঽপি বালকো যোঽয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ॥
মম দৈবাম্বুবেগেন মগ্নঃ সোঽপি বলীয়সা।
কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ত্তোঽস্মি দুর্গতঃ॥১৬৬
অথবা নার্ত্তিনা ক্লিষ্টো নরঃ পাপমবেক্ষতে।
তির্য্যক্ত্বে নাস্তি তদ্দুঃখং নাসিপত্রবনে তথা।
বৈতরণ্যাং কুতস্তাদৃগ্ যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে॥১৬৭

করিতে রুচি করিনা, কিন্তু হে তন্বঙ্গি, আমার নিজের উপর ও প্রভুতা নাই, আমার অভাগ্য দেখ! যদি আমি চণ্ডালের নিকট হইতে অনুজ্ঞা না লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করি, তাহা হইলে অন্য জন্মে আবার চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইব। কেবল তাহা নহে, বৈতরণী নদীর তীরে মহাপূয়, বসা, অসৃক্ ও স্নায়ু দ্বারা পিচ্ছিল নরকে পতিত হইয়া কীট ও কৃমি ভোজন করিতে থাকিব। অসিপত্র নামক নরকে যাইয়া দারুণ ছেদ প্রাপ্ত হইব, রৌরব ও মহারৌরব নরক প্রাপ্ত হইয়া তাপ প্রাপ্ত হইব। এই দুঃখ সাগরের মৃত্যুই পার। কারণ যে বালক আমার এক মাত্র বংশধর পুত্র ছিল, আমার দুর্দ্দৈবরূপ জলের প্রবল বেগে সেই বালকও মগ্ন হইল! আমি পরের আয়ত্ত, সুতরাং এরূপ দুর্গত অবস্থাতেও কিরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করি। অথবা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি পাপের প্রতি লক্ষ্য করে না। তির্য্যগ্ যোনিতে পতিত হইলে, অসিপত্রবননামক নরকে বা বৈতরণীতে মগ্ন হইলেও সেরূপ দুঃখ হয় না, পুত্র বিয়োগে যেরূপ দুঃখ হয়। সেই আমি পুত্রের শরীর দ্বারা প্রদীপ্ত হুতাশনে নিপতিত হইব, অতএব হে তন্বঙ্গি, আমি যদি কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিও। হে শুচিস্মিতে, তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি ব্রাহ্মণের গৃহে গমন কর এবং শ্রদ্ধা

সোঽহং স্বতশরীরেণ দীপ্যমান-হুতাশনে।
নিপতিষ্যামি তন্বঙ্গি ক্ষন্তব্যং কুকৃতং মম॥১৬৮
অনুজ্ঞাতা চ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে।
মম বাক্যঞ্চ তন্বঙ্গি নিবোধাদৃতমানসা॥১৬৯
যদি দত্তং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ।
পরত্র সঙ্গমো ভূয়াৎ পুত্রেণ সহ চ ত্বয়া॥১৭০
ইহ লোকে কুতস্ত্বেতদ্ভবিষ্যতি মমেপ্সিতম্।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং পুত্রমার্গণে॥১৭১
যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহস্যে বা শুচিস্মিতে।
অশ্লীলমুক্তং তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাচতঃ॥১৭২
রাজপত্নীতি গর্ব্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স তে দ্বিজঃ।
সর্ব্বযত্নেন তে তোষ্যঃ স্বামিদৈবতবচ্ছুভে॥১৭৩

রাজপত্ন্যুবাচ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে দীপ্যমানে হুতাশনে।
দুঃখভারাসহাদ্যৈব সহ যাস্যামি বৈ ত্বয়া॥১৭৪

পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। যদি আমি কিছু দান করিয়া থাকি, হবন করিয়া থাকি অথবা গুরুগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা হইলে পরকালে পুত্র ও তোমার সহিত পুনর্ব্বার সঙ্গম হইবে।১৬৬।১৬৭।১৬৮।১৬৯।১৭০

ইহ লোকে তোমার সহিত আমার অভীষ্ট মিলন হইবার আর কোন উপায় নাই, সুতরাং এই অবস্থায় পুত্রের অন্বেষণে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হে শুচিস্মিতে, যদি আমি উপহাসের সময় অথবা রহস্যে তোমাকে কিছু অশ্লীল বলিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমি প্রার্থনা করিতেছি, তুমি উহা ক্ষমা কর। তুমি আপনাকে রাজপত্নী ভাবিয়া, সেই অহঙ্কারে যেন সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিওনা, তুমি সর্ব্ব প্রকারে স্বামী ও দেবতার ন্যায় তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিবে।১৭১।১৭২।১৭৩

রাজপত্নী বলিলেন হে রাজর্ষে, আমিও দুঃখভার সহনে অসমর্থ সুতরাং অদ্য আপনার সহিতই প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিব।১৭৪

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্।
ভার্য্যয়া সহিতশ্চাসৌ বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা।
চিন্তয়ন্ পরমাত্মানমীশং নারায়ণং হরিম্।
হৃৎকোটরগুহাসীনং বাসুদেবং সুরেশ্বরম্।
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম কৃষ্ণং পীতাম্বরং শুভম্॥১৭৬
তস্য চিন্তয়মানস্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ধর্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ॥১৭৭
আগত্য সর্ব্বে প্রোচুস্তে ভো ভো রাজন্ শৃণু প্রভো।
অয়ং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্॥১৭৮
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সবাহনাঃ।
নাগাঃ সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ।
এতে চান্যে চ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈবচ॥১৭৯

ধর্ম্ম উবাচ।

মা রাজন্ সাহসং কার্ষীর্ধর্ম্মোঽহং ত্বামুপাগতঃ।
তিতিক্ষা-দম-সত্যাদ্যৈঃ সদ্‌গুণৈঃ পরিতোষিতঃ॥১৮০

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর, রাজা চিতারচনা করিয়া তাহাতে নিজের তনয়কে স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর ভার্য্যার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে হৃদয়-কোটররূপ-গুহামধ্যে আসীন, অনাদি. অনন্ত, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পীতাম্বর, শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭৫।১৭৬

রাজা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্ম্মকে অগ্রে লইয়া সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সেই স্থানে আগমন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, শ্রবণ কর, ইনি সাক্ষাৎ পিতামহ, ইনি স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্ম, আর ইহাঁরা সাধ্য, বিশ্বেদেব, মরুদ্‌গণ, স্বস্ববাহনে আরূঢ়লোকপালগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, দ্বাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বিশ্বামিত্রও আসিয়াছেন।১৭৭।১৭৮।১৭৯

ধর্ম্ম বলিলেন, হে রাজন্, এরূপ সাহসের কার্য্য করিবেন না, আমি ধর্ম্ম, আপনার তিতিক্ষা, দম ও সত্যাদি সদ্‌গুণে সন্তুষ্ট হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।১৮০

ইন্দ্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র মহাভাগ প্রাপ্তঃ শক্রোঽস্মি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়া সভার্য্যপুত্রেণ জিতা লোকাঃ সনাতনাঃ ॥১৮১
আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপং নরৈরন্যৈর্জ্জিতমাত্মীয়কর্ম্মভিঃ ॥১৮২

পক্ষিণ উচুঃ।

ততোঽমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্।
ইন্দ্রঃ প্রাসৃজদাকাশাচ্চিতাস্থানগতঃ প্রভুঃ ॥১৮৩
পুষ্পবর্ষঞ্চ সুমহৎ দেবদুন্দুভিনিস্বনম্।
ততস্ততো বর্ত্তমানে সমাজে দেবসঙ্কুলে ॥১৮৪
সমুত্তস্থৌ ততঃ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুকুমারতনুঃ স্বস্থঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥১৮৫

ইন্দ্র বলিলেন, হে মহাভাগ, হরিশ্চন্দ্র, আমি ইন্দ্র আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত সনাতন লোক সকল জয় করিয়াছেন, হে রাজন্, আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত নিজ কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত, অন্য মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য, সুরলোকে আরোহণ করুন।১৮১।১৮২

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর প্রভাবসম্পন্ন, ইন্দ্র চিতাসমীপে গমন করিয়া আকাশ হইতে অপমৃত্যুর বিনাশক অমৃত বর্ষণ করিলেন।১৮৩

তাহার পর, দেবদুন্দুভি-নিনাদের সহিত সুমহৎ পুষ্পবর্ষণও হইল। তৎপরে দেবগণপরিপূর্ণসভাস্থলে সেই মহাত্মা রাজপুত্র পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সুকুমার শরীরে, সুস্থভাবে এবং প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থিত হইলেন।১৮৪।১৮৫

দেবী-মাহাত্ম্য।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্‌গদতো মম ॥১
স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥২
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥৩
তস্য তৈরভবদ্-যুদ্ধ-মতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ ॥৪
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৫
অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥৬
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥৭

সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি-নামে যে অষ্টম মনু হইবেন, আমি তাঁহার, উৎপত্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশ-প্রসূত সুরথ নামক নৃপ নিখিলধরামণ্ডলের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রকৃতি মণ্ডলকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতেন। কোন সময় কোলাবিধ্বংসিনামক রাজাদিগের সহিত তাঁহার শত্রুতা হইল। ক্রমে উহা-দিগের সহিত যুদ্ধও বাধিল। তিনি প্রচণ্ডদোর্দণ্ডান্বিত হইয়াও সেই হীনবল-দিগের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ১।২।৩।৪

অনন্তর, নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কেবল সেইস্থানেরই আধিপত্য করিতে লাগিলেন। সেই মহাভাগ নরপতি, নিজপুরে থাকিয়াও সেই প্রবল শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন, সেই অবসরে প্রবল-বলশালী দুষ্ট, দুরাত্মা সেই অমাত্যগণ ঐ দুর্ব্বল রাজার ধনাগার এবং সৈন্য সকল আত্মসাৎ করিল। তখন সেই হৃতসর্ব্বস্ব নরপতি, একক একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়াছলে

স তত্রাশ্রম-মদ্রাক্ষীদ্‌দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ ॥৮
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।
সোঽচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥৯
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥১০
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥১১
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥১২
অসম্যগ্ব্যয়-শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥১৩
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥১৪

গহন বনে পলায়ন করিলেন। এবং সেই বন-মধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে সেই মুনি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ঐ আশ্রমের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করত মমতায় আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।৫।৬।৭।৮।৯

পূর্ব্বে, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত সেই রাজধানী, এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, আমার সেই অসদ্বৃত্ত ভৃত্যগণ দ্বারা ন্যায়তঃ প্রতিপালিত হইতেছে কি না? আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সর্ব্বদা মদমত্ত প্রধান নামক আমার সেই বলবান্ হস্তীটি, এক্ষণে আমার শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া কীদৃশ ভোগ লাভ করিতেছে। যে সকল মনুষ্য অনুগ্রহ, ধন এবং ভোজন লাভের প্রত্যাশায় সর্ব্বদা আমার অনুগত ছিল, এক্ষণে নিশ্চয়, তাহারা অপর রাজাদিগের অনুবৃত্তি করিতেছে। সেই সকল অবিবেকী শত্রুগণ সর্ব্বদা অন্যায় ব্যয় করিয়া অতি দুঃখে সঞ্চিত সেই ধনরাশি অতি অল্পদিনের মধ্যেই, বোধ হয়, নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে। সেই রাজা এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়, সেই ব্রাহ্মণের আশ্রমসমীপে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন।১০।১১।১২।১৩।১৪

স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
স শোক ইব কস্মাৎ ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৫
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥১৬
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥১৭
বিহীনশ্চ ধনৈর্দ্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥১৮
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলা-কুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥১৯
কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেম-মক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্।
কথং তে কিন্নু সদ্বৃত্তাঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥২০

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহ-মনুবধ্নাতি মানসম্ ॥২১

তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? এই স্থানে আগমনের কারণই বা কি ? আপনাকে শোকযুক্ত এবং বিমনায়মান দেখিতেছি কেন ? প্রণয়পূর্ব্বকজিজ্ঞাসিত, ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই বৈশ্য সবিনয়ে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, আমি বৈশ্য জাতীয়, আমার নাম সমাধি, আমি ধনীর কুলে উৎপন্ন। ধনের লোভে অসাধু চরিত স্ত্রী, ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাষিত হইয়াছি, পুত্র ও দারগণ আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করায় আমি ধনহীন হইলে, আপ্তবন্ধুগণ, ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং দুঃখিত চিত্তে এই বনে আগমন করিয়াছি .১৫।১৬ ১৭।১৮

আমি এক্ষণে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, পুত্র, দার এবং স্বজনদিগের মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তাহাদিগের গৃহে মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল ঘটিতেছে ? আমার সেই পুত্রগণ সদ্বৃত্ত কিম্বা দুর্ব্বৃত্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না। রাজা বলিলেন—আপনি যে সকল লুব্ধ পুত্র ও ভার্য্যাদি কর্ত্তৃক ধনের নিমিত্ত নিরাকৃত হইয়াছেন, তাহাদের নিমিত্ত ও আপনার মন কি স্নেহে আকৃষ্ট হইতেছে ? বৈশ্য

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতদ্‌যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥২২
যৈঃ সংত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলোভান্নিরাকৃতঃ।
পতি-স্বজন-হার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥২৩
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেম-প্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিব-সত্তমঃ ॥২৫

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥২৬
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥২৭

বলিলেন—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে, কি করিব! আমার চিত্ত কোনরূপে নৈষ্ঠুর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছে না! যাহারা ধনের লোভে পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম, স্বজনের সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, তাহাদের উপরই আমার চিত্ত স্নেহযুক্ত রহিয়াছে। অতএব হে মহামতে, প্রতিকূল বন্ধুগণের উপরও চিত্ত যে, কেন প্রেমে প্রবণ হয়, ইহার রহস্য আমি জানিয়াও যেন জানিতে পারিতেছি না।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে বিপ্র, এইরূপে কথাবার্ত্তা করিয়া সেই সমাধি নামক বৈশ্য এবং রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ, উভয়ে মিলিত হইয়া সেই মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন।২৫

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দিউন। আমার চিত্ত নিজের বশীভূত না হওয়ায়, আমার মনে যে দুঃখ হইতেছে, তাহার কারণ কি? হে মুনিসত্তম, আমার জ্ঞানসত্ত্বেও অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় রাজ্য ও নিখিল

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্ত্রৈর্দ্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্‌ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি ॥২৮
এবমেষ তথাহহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্ট-মানসৌ ॥২৯
ঋষিরুবাচ।
জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩০
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাহপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্য-দৃষ্টয়ঃ ॥৩১
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশু-পক্ষি-মৃগাদয়ঃ ॥৩২
জ্ঞানেহপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাব-চঞ্চুষু।
কণ-মোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৩
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপ-কারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥৩৪

রাজ্যাঙ্গের উপর মমত্ব হইতেছে কেন? আর কিনিমিত্তই বা এই বৈশ্য স্ত্রী ও পুত্র কর্ত্তৃক নিরাকৃত এবং ভৃত্য ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি অতিশয় মমতাযুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপ এই বৈশ্য এবং আমি বিষয় সকলের দোষ দেখিয়াও তাহাতে মমতাযুক্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি কেন? ২৬।২৭।২৮।২৯

ঋষি বলিলেন, হে মহারাজ, সমস্ত জন্তুরই বিষয় জ্ঞান আছে, কিন্তু ব্যক্তি-ভেদে বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। দেখুন, কোন কোন জীব দিবা-ভাগে অন্ধ হইয়া থাকে, অপর প্রকার জীব আবার রাত্রিকালে অন্ধ হইয়া থাকে, অন্যদিকে কোন কোন প্রাণী আবার দিবা কি, রাত্রি উভয় কালেই সমান ভাবে দেখিতে পায়। মনুষ্যগণ জ্ঞানবান্ বটে, কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানবান্, তাহা নহে, যে হেতু পশু, পক্ষী এবং মৃগ আদি সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞান দৃষ্ট হয়। দেখুন, জ্ঞান থাকিতেও পক্ষী সকল স্বয়ং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও শাবকদিগের চঞ্চুপুটে যত্নপূর্ব্বক খাদ্য যোগাইতেছে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ, আপনি কি দেখিতেছেন না? মনুষ্যগণ যে, পুত্রদিগের উপর স্নেহ যুক্ত হয়, তাহার কারণ কেবল লোভ অথবা প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা মাত্র। ফলত এই সকল জীবগণ

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতি-কারিণঃ ॥৩৫
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥৩৬
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥৩৭
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥৩৮
রাজোবাচ।
ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥৩৯
ঋষিরুবাচ।
নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাম্ মম ॥৪০
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥৪১

মহামায়ার প্রভাবেই মমতারূপ আবর্ত্তযুক্ত মোহময় গর্ত্তে পতিত হইয়া সংসারের স্থিতি সাধন করিতেছে।৩০।৩১ ৩২।৩৩।৩৪।৩৫

সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে অভিভূত করেন। তিনিই এই জগন্মণ্ডলের সৃজন করেন, আবার তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিলে, মনুষ্যগণ এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিও লাভ করে। সেই সনাতনী পরমা বিদ্যা সংসার-বন্ধন এবং মোক্ষ, এই উভয়েরই হেতু, তিনি যাবতীয় ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী।৩৬।৩৭।৩৮

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কোন দেবী? কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন? এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি প্রকার? ।৩৯

ঋষি বলিলেন, সেই জগন্ময়ী দেবী নিত্যা, তিনিই নিখিল জগতের বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নানাপ্রকারে আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করুন।৪০

তিনি এই বিশ্বকে মোহিত করেন, এবং এই বিশ্বের প্রসবকারিণীও তিনি।

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥৪২
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥৪৩
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥৪৪

তিনি প্রার্থিত হইয়া জ্ঞান প্রদান করেন এবং তুষ্ট হইয়া সমৃদ্ধি দান করেন। হে মনুজেশ্বর, প্রলয়কালে সেই মহাকালী মহামারীস্বরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। মনুষ্যদিগের ভবকালে তিনিই গৃহে লক্ষ্মীরূপা হইয়া সমৃদ্ধি প্রদান করেন। আবার ক্ষয়কালে তিনিই অলক্ষ্মীরূপা হইয়া বিনাশের কারণ হন। অতএব হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হউন, তিনি আরাধিত হইয়া মনুষ্যদিগকে ঐহিক সুখভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ অর্থাৎ (মোক্ষ) অবধি প্রদান করেন।৪১।৪২।৪৩।৪৪

ভবিষ্য পুরাণ।

এই ভবিষ্যপুরাণ, চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা-কর্তৃক মনুর নিকট অঘোর কল্পের বৃত্তান্ত কথন প্রসঙ্গে, সূর্য্যের মাহাত্ম্য প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া জগতের স্থিতি ও সৃষ্ট-পদার্থনিচয়ের স্বরূপ কথনব্যপদেশে, কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে বহুল পরিমাণে ভবিষ্যবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ভবিষ্য পুরাণ। ইহার শ্লোক সংখ্যা চৌদ্দহাজার পাঁচ শত (১)।

কিন্তু এক্ষণে এরূপ লক্ষণান্বিত একখানি পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। এক্ষণে সম্পূর্ণ ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া যে সকল পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে ৭ হাজারের অধিক শ্লোক দৃষ্ট হয় না। ভবিষ্যোত্তর নামে আর একখানি পুরাণও দৃষ্ট হয়, যাহার অর্থ ভবিষ্যপুরাণের উত্তর ভাগ, উহার শ্লোক সংখ্যাও অনুমান সাত হাজার হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে উভয় পুরাণই মৎস্য পুরাণ-কথিত ভবিষ্যপুরাণের লক্ষণের অনুযায়ী নহে। ফল, সম্পূর্ণ একখানি ভবিষ্য পুরাণ কোন পুস্তকালয়ে আছে কিনা জানি না। আমরা ত এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

(১) "যত্রাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য চতুর্ম্মুখঃ।
অঘোরকল্পবৃত্তান্তপ্রসঙ্গেন জগৎস্থিতিম্।
মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্য লক্ষণম্।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি তথা পঞ্চ শতানি চ।
ভবিষ্যচরিতপ্রায়ং ভবিষ্যং তদিহোচ্যতে।"

মৎস্য পুরাণ।

উইলসন্ বলেন, তাঁহার নিকট যে একখানি ভবিষ্য পুরাণ ছিল, উহা একশত ছাব্বিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথমে যদিও স্বষ্টির কথা আছে বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহাকে মনুর প্রথম অধ্যায়ের একখানি প্রতিলিপি বলা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অবশিষ্ট ভাগে কেবল কতকগুলি ধর্ম্মকার্য্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যোপাসনা এবং গুরুপূজা, বর্ণাশ্রমীদিগের কর্ত্তব্য, বিভিন্ন জাতির কর্ত্তব্য, ও নানাবিধ ব্রতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ উপাখ্যানও আছে, তাহার মধ্যে দুএকটী মহাভারত হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের তৃতীয়াংশ প্রায় এইরূপ বিষয়েই পরিপূর্ণ; অবশিষ্ট ভাগে মৎস্য পুরাণোক্ত লক্ষণের কিছু কিছু গন্ধ পাওয়া যায়, উহাতে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপুত্র শাম্বের কথোপকথনে সূর্য্য মাহাত্ম্যের উল্লেখ দেখা যায়।

ভবিষ্যোত্তরপুরাণের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির, ভারত যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় উহা কথিত হয়। অধিক ভাগই ব্রতানুষ্ঠানের এবং দানধর্ম্মের কথাতেই নিঃশেষিত হইয়াছে, উহাতে রথযাত্রা ও মদনোৎসবের অনুষ্ঠানপদ্ধতিও উক্ত হইয়াছে।

কল্কিপুরাণও ভবিষ্যপুরাণের অন্তর্গত, ইহা তিন অংশে সম্পূর্ণ। প্রথম অংশে ছয়টী অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশে সাতটী অধ্যায়, এবং তৃতীয় অংশে একুশটী অধ্যায় আছে। কল্কি-অবতারের বিষয় প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কল্কি-পুরাণ। ইহাতে কল্কির জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্তের সবিস্তর বর্ণন আছে

এবং তৎপ্রসঙ্গে কলিযুগ ও বুদ্ধাবতার প্রভৃতির কথাও উক্ত হইয়াছে।

কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন, কল্কি পুরাণ খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং ভবিষ্যপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনেকে আবার ইহাকে একখানি স্বতন্ত্র উপপুরাণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

যাহা হউক, ক্রমশঃ প্রক্ষিপ্ত অংশ বাড়িতে বাড়িতে এক্ষণে ভবিষ্য পুরাণের কলেবর যে কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয় হইতে ভবিষ্য পুরাণের যে হস্ত লিখিত পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে অনেক আধুনিক প্রচলিত উপন্যাসেরও সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রহাসের কথা।

আসীৎ পুরা মহীপালো ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ।
তস্য রাজ্যসমীপে তু গ্রামাধীশস্ততো নৃপঃ ॥১
তস্যৈকস্তনয়ো জাতঃ চন্দ্রহাসেতি নামতঃ।
তস্য বৈ পঞ্চমে বর্ষে শত্রুণা নিহতঃ পিতা ॥২
গৃহীতো গ্রামনিচয়ঃ পত্নী তস্য শুচিব্রতা।
চন্দ্রহাসং সুতং নীত্বা প্রাণত্রাণপরায়ণা ॥৩
ধৃষ্টদ্যুম্নপুরং প্রাপ্তা গতা সচিববেশ্মনি।
সচিবস্তাস্তু সম্মান্য নিবাসার্থং দদৌ গৃহম্ ॥৪
সা তস্মিন্ ভবনে নিত্যং চন্দ্রহাসেন সঙ্গতা।
বসন্তী পতিশোকার্ত্তা সস্মার হরিমীশ্বরম্ ॥৫
একদা ক্রীড়য়া যুক্তশ্চন্দ্রহাসঃ শিশুর্মুদা।
মন্ত্রিপুত্রেণ সাকন্তু গতবান্ রাজসন্নিধৌ ॥৬
তত্র গেহবস্থিতা বিপ্রাঃ সামুদ্রিকবিচক্ষণাঃ।
নিমন্ত্রিতাঃ সমায়াতা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ বৈ তদা।
অব্রুবন্ ভূপতিং সর্ব্বে চন্দ্রহাসং নিরীক্ষ্য তে ॥৭

পূর্ব্বকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে কোন এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যসমীপে কোন গ্রামাধীশ বাস করিত। ঐ গ্রামাধীশের চন্দ্রহাস নামে একটী পুত্র ছিল। ঐ পুত্রের পঞ্চম বর্ষ বয়সে, তাহার পিতা শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয়, এবং তাহাদের অধিকারস্থিত গ্রাম সমূহও অপহৃত হয়। পতিব্রতা চন্দ্রহাসের মাতা, পুত্র চন্দ্রহাসকে লইয়া প্রাণ পরিত্রাণের নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের রাজ্যে গমন করিয়া মন্ত্রীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে আদরের সহিত বাসের নিমিত্ত একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পতি-শোকার্ত্তা চন্দ্রহাসজননী, পুত্রের সহিত সেই গৃহে বাস করত নিত্য জগদীশ্বর হরির স্মরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।১।২।৩।৪।৫

একদা বালক চন্দ্রহাস মন্ত্রিপুত্রের সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে রাজসভায় গমন করিল। সেই সময় রাজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া কতকগুলি

অহোঽয়ং বালকো রাজন্ ভবিষ্যতি পরাক্রমী।
জামাতা তু তবৈবায়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮
ভাগ্যবান্ ধনসম্পন্নো রাজা ভবিতুমর্হতি।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং বিপ্রাণাং স তু ভূপতিঃ ॥৯
তূষ্ণীংস্থিতো ভোজয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ বিসসর্জ্জ হ।
ততশ্চিন্তাপরো রাজা বিপ্রবাক্যমনুস্মরন্ ॥১০
মনসা তস্য হননে নিশ্চয়ং কৃতবান্ নৃপঃ।
চণ্ডালন্তু সমাহূয় প্রাহৈকান্তগতো নৃপঃ ॥১১
চন্দ্রহাসন্তু তং বালং নীত্বা বৈ কাননান্তরে।
জহি শীঘ্রং প্রত্যয়ার্থং তস্য কিঞ্চিৎ প্রদর্শয় ॥১২
ইত্যুক্তো ধৃষ্টদ্যুম্নেন চণ্ডালস্তমথ দ্রুতম্।
প্রতার্য্য বনমধ্যে তু নিন্যে মারয়িতুং শিশুম্ ॥১৩
শালগ্রামশিলাভক্তের্মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ হরিঃ।
চণ্ডালায় দদৌ বুদ্ধিং সাত্ত্বিকীং শিশুরক্ষণে ॥১৪
অহোঽয়ং বালকোঽনাথো মাতাস্য শরণাগতা।

সামুদ্রিকবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণ আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা চন্দ্রহাসকে দেখিয়া নরপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন।৬।৭

হে রাজন্, এই বালক অতিশয় পরাক্রমশালী হইবে এবং আপনার জামাতাও হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই বালক ভাগ্যবান্, ধনসম্পন্ন, অধিক কি রাজা হইবারও উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে চিন্তান্বিত হইয়া রাজা মনে মনে চন্দ্রহাসকে মারিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। নির্জ্জনে চণ্ডালকে ডাকিয়া বলিলেন, এই চন্দ্রহাস বালককে বনের মধ্যে লইয়া গিয়া শীঘ্র বধ কর এবং আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত উহার কিছু চিহ্ন আনয়ন কর।৮।৯।১০।১১।১২

ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, চণ্ডাল সেই বালককে বঞ্চিত করিয়া মারিবার নিমিত্ত বনমধ্যে লইয়া যাইল। শালগ্রামশিলার প্রতি ভক্তির মাহাত্ম্যপ্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ ঐ চণ্ডালকে শিশুর রক্ষার্থ সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রদান করিলেন। চণ্ডাল মনে মনে চিন্তা করিল, এই বালক অনাথ,

মৃতে পত্যৌ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স কথং হন্তুমিচ্ছতি ॥১৫
অহন্তু ন হনিষ্যামি বালকং শুভদর্শনম্।
পরন্ত্বস্যাঙ্গুলীমেকাং প্রত্যয়ায় নৃপস্য চ।
ছিত্ত্বা নেষ্যামি নগরে দর্শয়িষ্যামি তং নৃপম্ ॥১৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পাণৌ ষষ্ঠীং স্থিতাঙ্গুলীং।
ছিত্ত্বা তামাগতো রাজ্ঞে চণ্ডালস্তামদর্শয়ৎ।
দৃষ্ট্বা রাজাঙ্গুলীং চিত্তে মৃতোঽয়মিত্যমন্যত ॥১৭
অথ তং বালকং দীনং রুদন্তং গহনে বনে।
হরিণাঃ পক্ষিণশ্চৈব ররক্ষুঃ সমুপেত্য তে ॥১৮
অত্রান্তরে নৃপঃ কশ্চিত্তত্রৈব মৃগয়াং চরন্।
আগত্য দৃষ্টবান্ বালং রুদন্তং গহনে বনে।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কোঽসি ত্বং কথমত্রাগতঃ শিশো।
শ্রুত্বা তদ্রাজবচনং বালঃ প্রোবাচ ভূপতিম্ ॥২০
ন জানে কস্য পুত্রোঽহং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য মন্ত্রিণঃ।
গৃহে বসন্নিহানীতঃ কেনাপি রিপুণা বনে ॥২১

ইহার মাতা পতির মৃত্যুর পর আমাদের রাজারই শরণাগত হইয়াছে, এক্ষণে এই ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা কেন ইহাকে মারিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? আমি কিন্তু এই শুভদর্শন বালককে মারিব না, কেবল নৃপতির বিশ্বাসের নিমিত্ত ইহার একটী অঙ্গুলী ছেদ করিয়া নগরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখাইব।১৩।১৪।১৫।১৬

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া চণ্ডাল, ঐ চন্দ্রহাসের যে হস্তে ছয়টী অঙ্গুলী ছিল, তাহার মধ্য হইতে অতিরিক্তটি কর্ত্তন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজাকে উহা দেখাইল। রাজা সেই অঙ্গুলী দেখিয়া ঐ বালক মৃত হইয়াছে, ইহা মনে মনে স্থির করিলেন। অনন্তর সেই বনমধ্যে দীনভাবে রোদনকারী বালককে হরিণ এবং পক্ষীগণ আসিয়া রক্ষা করিল। এই অবকাশে অপর কোন রাজা সেই বনে মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করত গহন বন মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে রোদনকারী ঐ বালককে দেখিতে পাইলেন। উহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিশো, তুমি কে ? কি নিমিত্তই বা এই বনে আগমন করিয়াছ, বালক রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল।১৭ ১৮।১৯।২০

আমি কাহার পুত্র জানি না, ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক রাজার মন্ত্রীর গৃহে বাস করিতাম, কোন শত্রু এই বনে আমাকে আনিয়াছে। হে রাজন্, আমার

ষষ্ঠীং করাঙ্গুলিং ছিত্বা স গতঃ কুত্রচিন্নৃপ।
জানাম্যেতদহং রাজন্ নান্যজ্ জানামি কিঞ্চন ॥২২
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বালস্য স মহীপতিঃ।
মনসা প্রাহ বালোঽয়ং সম্যগ্ বদতি নির্ভয়ঃ ॥২৩
অতোঽয়ং কস্যচিদ্রাজ্ঞঃ পুত্রো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
অহমদ্য নয়াম্যেনং পুত্রবৎ পালয়ামি চ।
ন মমাস্তি চ পুত্রোঽয়ং পুত্রো ভবিতুমর্হতি ॥২৪
নিশ্চিত্যৈবন্তু মনসা তং বালং লালয়ন্ মুদা।
আরোপ্য শিবিকায়ান্তু নিনায় স্বগৃহং নৃপঃ ॥২৫
তত্র পত্ন্যৈ দদৌ বালং পুত্রোঽয়ং প্রতিপাল্যতাম্।
ইতি শ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো দৃষ্ট্বা বালং মুমোদ সা ॥২৬
পালয়ামাস সততং ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।
অথ কালেন তত্রৈব চন্দ্রহাসোযুবাঽভবৎ ॥২৭
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ শূরঃ সাক্ষাৎ কাম ইবাপরঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু শ্রুত্বা তং তস্য রাজ্ঞোনিবেশনে ॥২৮

ষষ্ঠ অঙ্গুলী ছেদ করিয়া সে, জানি না, কোথায় গমন করিয়াছে। আমি এই মাত্র জানি, আর কিছুই জানি না। সেই মহীপতি ঐ বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই বালক যখন নির্ভয়ে বলিতেছে, তখন ইহা সত্যই বলিতেছে। অতএব এই বালক যে, কোন রাজার পুত্র হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। আমি অদ্য ইহাকে লইয়া যাই এবং পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করি, আমার পুত্র নাই অতএব এই বালকই আমার পুত্র হইবে।২১।২২।২৩ ২৪

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা আনন্দের সহিত সেই বালককে সান্ত্বনা করত শিবিকাতে স্থাপন করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যাইলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া নিজ পত্নীকে বালক অর্পণ করিয়া বলিলেন, ইহাকে প্রতিপালন কর। রাজার এই বাক্য শ্রবণে রাজপত্নী বালককে দেখিয়া আনন্দিতা হইলেন এবং ভোজন আচ্ছাদনাদি দান করত সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, চন্দ্রহাস সেই স্থানেই যৌবন প্রাপ্ত হইল। যৌবন কালে চন্দ্রহাস শূর এবং দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, চন্দ্রহাস সেই রাজার

সচিবং প্রেষ্য তেনাথ কৃত্বা সন্ধিঞ্চ তৎসুতম্।
চন্দ্রহাসং সমানীয় দৃষ্ট্বা রাজাতিচিন্তিতঃ ॥২৯
অথৈনং ছলতো হন্মীত্যেবং কৃত্বা তু নিশ্চয়ম্।
চন্দ্রহাসায় পত্রন্তু লিখিত্বা প্রদদৌ স্বয়ম্ ॥৩০
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্থিতোঽন্যত্র স্বগৃহাদ্রাজকার্য্যতঃ।
মদনায় স্বপুত্রায় পত্রে স্বয়মলীলিখৎ।
স্বস্তি শ্রীত্যাদি সংলিখ্য বৃত্তান্তং তদনন্তরম্।
বিষমস্মৈ প্রদাতব্যং দর্শনাদেব তৎক্ষণাৎ ॥৩২
ইত্যেবমলিখদ্রাজা মুদ্রয়িত্বা চ তৎপুনঃ।
দদৌ স চন্দ্রহাসায় ত্বং গচ্ছ মম বেশ্মনি ॥৩৩
মদনায় সুতায়ৈতৎ পত্রং দেহি রহস্যহো।
পত্রং দৃষ্ট্বা স তেঽভীষ্টং করিষ্যত্যবিচারয়ন্ ॥৩৪
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সোঽদ্ভুতম্।
জগাম রাজনগরে মধ্যাহ্নাৎ পরতোদিনে ॥৩৫

গৃহে অবস্থান করিতেছে, শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ মন্ত্রিদ্বারা তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র চন্দ্রহাসকে স্বসমীপে আনাইলেন, এবং উহাকে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯

অনন্তর, ইহাকে ছলপূর্ব্বক বিনাশ করিব, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া স্বয়ং চন্দ্রহাসের হস্তে অর্পণ করিলেন। ঐ সময় রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজকার্য্যের অনুরোধে রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ স্থান হইতেই স্বীয় পুত্র মদনকে স্বহস্তে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। প্রথমে যথারীতি স্বস্তি শ্রী ইত্যাদি লিখিলেন, অনন্তর অন্যান্য বৃত্তান্ত লিখিয়া শেষকালে এই কথা লিখিয়াদিলেন যে, "ইহাকে দেখিবামাত্র বিষ প্রদান করিবে।" এইরূপে পত্র শেষ করিয়া ঐ পত্র মুদ্রাঙ্কিত করিলেন এবং উহা চন্দ্রহাসের হস্তে দান করিয়া বলিলেন, তুমি আমার গৃহে গমন কর এবং এই পত্র আমার পুত্র মদনের হস্তে নির্জ্জনে অর্পণ করিও। এই পত্র দেখিয়া, সে কোন প্রকার দ্বৈধ না করিয়া তোমার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিবে।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪

ধৃষ্টদ্যুম্নের এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রহাস দিবাভাগে মধ্যাহ্নের

তাবত্তু মদনোভুক্ত্বা তুথায়ান্তঃপুরে গতঃ।
চন্দ্রহাসোনৃপদ্বারি জ্ঞাত্বা স সুপ্তবানিতি।
তাবৎ তৎপুষ্পবাট্যান্তু বিশশ্রাম শ্রমাতুরঃ ॥৩৬
তত্র বিশ্রাম্যতস্তস্য নিদ্রাসীদথ বাটিকাম্।
দ্রষ্টুং সমাগতা রাজ্ঞঃ কন্যা সা বিষয়াঽভিধা ॥৩৭
সখীভিঃ সহিতা চেষৎসমাভাসিতযৌবনা।
সা দদর্শ শয়ানং তং চন্দ্রহাসং তরোস্তলে ॥৩৮
সশঙ্কা সা সখীমধ্যে কোঽয়ং পুরুষভূষণঃ।
স্বপিত্যত্র সমাগত্য জ্ঞাতব্য ইতি মে মতিঃ ॥৩৯
পরন্তস্য তু পত্রৈকং দৃশ্যতে শিরসি স্থিতম্।
তদেব প্রথমং সখ্যঃ সমানয়ত যত্নতঃ ॥৪০
যথায়ং জাগৃয়ান্নৈব তথা গচ্ছত যত্নতঃ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাস্তাস্বেকা প্রযযৌ শনৈঃ ॥৪১
গত্বা তন্মস্তকাৎ পত্রং কৌশলাজ্জগৃহে দ্রুতম্।
আনীয় বিষয়ায়ৈ সা দদৌ পত্রং ততস্তু সা ॥৪২

পর রাজধানীতে গমন করিল। এই সময় মদন ভোজনান্তে সভা হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়াছিলেন, চন্দ্রহাস রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া মদনকে নিদ্রাগত জানিয়া পথশ্রমে কাতর হওয়ায় পুষ্পবাটীতে বিশ্রাম করিতে যাইল। সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে তাহার নিদ্রা আসিল। এই সময় বিষয়ানাম্নী রাজার কন্যা পুষ্পবাটী সন্দর্শনার্থ সখীগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বিষয়ার শরীরে যৌবনের ঈষৎ রেখামাত্র প্রভাসিত হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রহাসকে তরুমূলে শয়ান দেখিয়া সশঙ্কচিত্তে সখীদিগকে বলিলেন, দেখ, কে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ এই স্থানে আসিয়া নিদ্রা যাইতেছে? আমি বিবেচনা করি, ইহার পরিচয় জানা উচিত।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯

তিনি আরও বলিলেন "দেখ, ইহার মস্তকে একখানি পত্রও দৃষ্ট হইতেছে, অতএব হে সখীগণ, যত্নপূর্ব্বক অগ্রে উহাই লইয়া আইস। যাহাতে তোমাদের পদশব্দে উহার নিদ্রাভঙ্গ না হয়, সেইরূপ সাবধানে গমন করিও।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন সখী ধীরে ধীরে গমন করিল। গমন করিয়া তাহার মস্তক হইতে কৌশলে শীঘ্র শীঘ্র পত্রখানি

উদ্ধৃত্য পত্রং সাহপাঠীৎ পিতুরাজ্ঞাং বিষার্পণে ॥৪৩
সাধ্বসাচ্চিন্তিতা বালা গর্হয়ন্তী পিতুর্মনঃ।
কথং কন্দর্পসঙ্কাশং ইমং পুরুষভূষণম্।
হন্তুমিচ্ছতি তাতো মে তস্মাদ্ দুষ্টং হি তন্মনঃ।
অহন্তু পতিমেনং বৈ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৪৪।৪৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গত্বৈকান্তে মনস্বিনী।
বিষমস্মৈ প্রদাতব্যমিত্যত্র কুশলালিখৎ ॥৪৬
বিষয়াস্মৈ প্রদাতব্যেত্যেতৎপূর্ব্বাক্ষরোপমম্।
ততঃ সংমুদ্র্য তৎপত্রং সখীনাং নিকটে গতা ॥৪৭
কিমত্রাস্তীতি তাভিঃ সা বিষয়া সস্মিতাবদৎ।
গৃহকৃত্যং কিমপ্যস্তি পিতা মে মদনায় ভোঃ ॥৪৮
অলিখদ্দেহি তস্যৈব মস্তকে পত্রমুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা তদ্দদৌ পত্রং বিষয়া তৎ সখীকরে ॥৪৯

গ্রহণ করিল। সখী পত্র আনিয়া বিষয়ার হস্তে প্রদান করিলে, বিষয়া পত্র খুলিয়া পিতার বিষপ্রদান বিষয়ে আজ্ঞা পাঠ করিলেন।৪০।৪১।৪২।৪৩

সেই বালা রাজনন্দিনী স্বীয় পিতার নিষ্ঠুর হৃদয়কে নিন্দা করত সভয়ান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি নিমিত্ত আমার পিতা এই কন্দর্পতুল্য পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার মন অতিশয় দুষ্ট। যাহা হউক, আমি কিন্তু ইহাকেই স্বকীয় পতিত্বে বরণ করিব, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মনস্বিনী রাজকন্যা একটু নির্জ্জনে গমন করিয়া পত্রের যে স্থলে "ইহাকে বিষ প্রদান করিবে" এইরূপ লেখা ছিল, সেই স্থানে কৌশলক্রমে পূর্ব্ব অক্ষরের সহিত মিলাইয়া "ইহাকে বিষয়া প্রদান করিবে" এইরূপ লিখিয়া দিলেন। অনন্তর সেই পত্র পূর্ব্বের মত মুদ্রিত করিয়া সখীদিগের নিকট গমন করিলেন।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

"ইহাতে কি লেখা আছে" এইরূপ সখীগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষয়া ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন, "ইহাতে পিতা মদনকে কোন গৃহকার্য্যের কথা লিখিয়াছেন। অতএব এই পত্র উহার মস্তকে উত্তমরূপে রক্ষা করুন" এই বলিয়া বিষয়া ঐ পত্র সখীর হস্তে অর্পণ করিলেন।৪৮।৪৯

সাপি গত্বা শনৈস্তত্র পত্রং তন্মস্তকে ন্যধাৎ।
অথ সা বিষয়া শীঘ্রং নিজবেশ্ম সমাগতা ॥৫০
চন্দ্রহাসোঽপি চোত্থায় যযৌ নৃপতিমন্দিরম্।
মদনায় দদৌ পত্রং দৃষ্ট্বা তন্মদনো মুদা ॥৫১
চন্দ্রহাসায় বেশ্মাদান্নিবাসায়াতিশোভনম্।
ভৃত্যানাজ্ঞাপয়ামাস চন্দ্রহাসস্য সেবনে ॥৫২
অঙ্গরাগং তথা বস্ত্রং যানং পাত্রাদিকং দদৌ।
ততঃ পুরোহিতং বিপ্রমানায্য মদনস্তদা।
উদ্‌যোগং কারয়ামাস স্বসুর্বৈবাহিকস্য সঃ।
অলঞ্চক্রুশ্চ নগরং রাজবেশ্ম দ্রুতং নরাঃ ॥৫৩।৫৪
আগত্য স পুরোধাস্তু সর্ব্বং সম্পাদ্য চাব্রবীৎ।
সম্পন্না সর্ব্বসামগ্রী বিবাহে যা হ্যপেক্ষিতা ॥৫৬
শ্রুত্বা তন্মদনস্তূর্ণং মহোৎসববিধানতঃ।
বিষয়াং প্রদদৌ তস্মৈ চন্দ্রহাসায় হর্ষিতঃ ॥৫৭
অথ রাত্রির্গতোৎসাহৈর্মদনঃ প্রাতরেব হি।
সমুত্থায় লিলেখাথ পত্রং পিত্রেতিভক্তিতঃ।
মহোৎসববিধানেন বিবাহঃ সম্ভূত্তয়োঃ ॥৫৮

সেই সখীও শনৈঃ শনৈঃ গমন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে সেই পত্র রাখিয়া আসিল, তৎপরে বিষয়া শীঘ্র নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে চন্দ্রহাসও জাগরিত হইয়া রাজগৃহে গমন পূর্ব্বক মদনের হস্তে পত্র অর্পণ করিল, ঐ পত্র দেখিয়া মদন সানন্দচিত্তে চন্দ্রহাসকে অবস্থানের জন্য অতি-সুন্দর একটী গৃহ প্রদান করিলেন এবং ভৃত্যদিগকে তাহার সেবার্থ আজ্ঞা করিলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত অঙ্গরাগ, বস্ত্র, যান এবং পাত্রাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর মদন পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ভগিনীর বিবাহের উদ্‌যোগ করিলেন। রাজপুরুষগণ অবিলম্বে নগর এবং রাজপুরী অলঙ্কৃত করিল।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪

পুরোহিত আগমন পূর্ব্বক বিবাহের প্রয়োজনীয় সমগ্র বস্তু সম্পাদন করিয়া বলিলেন, বিবাহে অপেক্ষিত যাবদ্বস্তু সম্পন্ন হইয়াছে। তাহা শুনিয়া মদন মহোৎসবের সহিত হৃষ্টচিত্তে বিলম্ব না করিয়া চন্দ্রহাসকে বিষয়া প্রদান করিলেন। সেই রাত্রি উৎসবে অতিবাহিত হইল। মদন প্রাতঃকালেই

ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা মহাচিন্তাকুলোঽভবৎ।
কিং চিন্তিতমভূৎ কিং নু কথং তল্লিখিতং ময়া।
ইতি সন্দিগ্ধহৃদয়ঃ প্রতস্থে তৎক্ষণান্নৃপঃ ॥৫৯
অথাগত্য নিজং বেশ্ম মদনং প্রাহ ভূপতিঃ।
বিষয়ায়া বিবাহার্থং যৎ পত্রং প্রেষিতং ময়া ॥৬০
তদানয়াহং পশ্যামীত্যুক্তঃ স মদনো মুদা।
দর্শয়ামাস তৎ পত্রং রাজা দৃষ্ট্বাতি বিস্মিতঃ ॥৬১
অহো মমাক্ষরাণ্যেব পত্রেঽস্মিন্নাত্র সংশয়ঃ।
কথমেতন্ময়ালেখি বিষয়ায়ৈ প্রদীয়তাম্ ॥৬২
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুনশ্চ প্রাপ চিন্তনম্।
জাতো বিবাহঃ কিন্ত্বেনং ছলেন বিনিহন্ম্যহম্ ॥৬৩
অন্যথা রাজ্যমেবেহ হরিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
বিষয়া বিধবা ভূত্বা নিবৎস্যতি মমালয়ে ॥৬৪

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পিতাকে পত্র লিখিলেন যে, চন্দ্রহাস ও বিষয়ার বিবাহ মহোৎসবের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এই সংবাদে রাজা অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি কি চিন্তা করিয়াছিলাম? আর কিইবা সজ্ঘটিত হইল? আমিই কি বাস্তবিক ঐ কথাই লিখিয়াছিলাম? মহীপতি এইরূপ সন্দেহাকুলহৃদয়ে তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

অনন্তর রাজা নিজালয়ে আগমন করিয়া মদনকে বলিলেন, আমি বিষয়ার বিবাহার্থ যে পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি লইয়া আইস দেখি। মদন এইরূপে আদিষ্ট হইয়া আহ্লাদের সহিত সেই পত্র দেখাইলেন। দেখিয়া রাজা বিস্মিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ পত্রে যে সকলই আমার অক্ষর তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমিই কি লিখিয়াছি "ইহাকে বিষয়া প্রদান কর?" এই চিন্তা করিয়া রাজা পুনর্ব্বার মনে মনে ভাবিলেন "বিবাহ হইয়াছে তাহাতে কি? আমি ছল পূর্ব্বক ইহাকে বিনাশ করিবই করিব। তাহা না হইলে এই ব্যক্তি যে আমার রাজ্য হরণ করিবে, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। না হয় বিষয়া বিধবা হইয়া আমার আলয়ে চিরকাল থাকিবে" ।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুত্রাদীন্ স নৃপোঽব্রবীৎ।
অহোঽত্র গ্রামে যা দেবী সা তু নঃ কুলদেবতা ॥৬৫
তাং সম্পূজ্য সমায়াতু চন্দ্রহাসোঽত্র বৈ নিশি।
ইত্যুক্ত্বা তানথৈকান্তে চাণ্ডালায়াব্রবীন্নৃপঃ ॥৬৬
দেবীং পূজয়িতুং গচ্ছেচ্চন্দ্রহাসো যদা নিশি।
তদা ত্বং মঠমধ্যস্থঃ খড়্গেন জহি তং দ্রুতম্ ॥৬৭
তাবন্মঠে ন কোঽপ্যন্যো গমিষ্যতি মমাজ্ঞয়া।
ইত্যুক্ত্বা তং তথান্যেভ্য উবাচ নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥৬৮
সায়মারভ্য যাবত্তাং চন্দ্রহাসঃ প্রপূজয়েৎ।
তাবন্মঠে ন গন্তব্যং কেনাপীতি মমাজ্ঞয়া ॥৬৯
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ রাজান্যে নাগরা জনাঃ।
চন্দ্রহাসং পুরস্কৃত্য নিশি পূজার্থমাগতাঃ ॥৭০
অথান্তরে তু মদনশ্চন্দ্রহাসেন সংযুতঃ।
ততো বিস্মৃত্য রাজাজ্ঞাং প্রথমং গিরিজামঠে।
জগাম দেবীপূজার্থং স্নেহেন তদ্বশং গতঃ ॥৭১

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা আপনার পুত্র প্রভৃতিকে বলিলেন। এই গ্রামে যে দেবী আছেন, তিনি আমাদের কুলদেবতা, অতএব চন্দ্রহাস অদ্য রাত্রেই তাঁহাকে পূজা করিয়া আসুক। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া নৃপতি চণ্ডালকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, চন্দ্রহাস যে সময় রাত্রে দেবীর পূজা করিতে যাইবে, সেই সময় তুমি মঠের মধ্যে অবস্থান করত খড়্গ দ্বারা তাহাকে অবিলম্বে বিনাশ করিবে, সে পর্য্যন্ত আমার আজ্ঞায় মঠের দিকে আর কেহই যাইবে না। তাহাকে এইরূপ আদেশ করিয়া রাজা অন্যান্য পরিজনবর্গকে স্বয়ং ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন সায়ংকাল হইতে যে অবধি চন্দ্রহাস দেবীর পূজা সমাপ্ত না করিবে, সেই অবধি কেহই যেন মঠের দিকে না যায়, ইহাই আমার আজ্ঞা।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯

এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। তখন অপরাপর নগরবাসী মনুষ্যেরা চন্দ্রহাসকে অগ্রে লইয়া পূজার নিমিত্ত রাত্রে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মদন চন্দ্রহাসের প্রতি অসাধারণ স্নেহনিবন্ধন রাজার তাদৃশ আজ্ঞাও বিস্মৃত হইয়া চন্দ্রহাসের সহিত একত্রে সেই ভগবতীর

অত্রাসীৎ স তু চাণ্ডালো মদনস্য শিরোঽসিনা।
চিচ্ছেদ চন্দ্রহাসোঽয়মিতি মত্বা নিরীক্ষ্য তৎ।
চন্দ্রহাসো নিববৃতে গন্তুং তত্র স্বয়ং সুধীঃ ॥৭২
ববন্ধ তং তু চণ্ডালং বদ্ধা কস্মৈচিদর্পয়ৎ।
অথ কোলাহলো জাতস্তমুলো লোমহর্ষণঃ ॥৭৩
স্বয়ং তত্র গতো রাজা যত্রাসীন্মদনো মৃতঃ।
বিললাপাতিশোকেন দৃষ্ট্বা তং বিনিপাতিতম্ ॥৭৪
অতিশোকেন রাজা সঃ পাষাণেন শিরঃ স্বয়ম্।
প্রস্ফোট্য বিজহৌ প্রাণান্ চন্দ্রহাসস্ততঃ পরম্ ॥৭৫
স্থাপয়িত্বা মঠদ্বারি শালগ্রামশিলাং নিজাম্।
নিমীলিতাক্ষো মনসা তুষ্টাব জগদীশ্বরম্।
দেবীঞ্চৈবৈকচিত্তেন মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৭৬
ততো রাত্রির্গতা সর্ব্বা প্রভাতে সমুপস্থিতে।
জিজীব মদনো দেবী মন্দিরাদাজহাব চ ॥৭৭

মন্দিরে পূজার্থ গমন করিলেন। সেই স্থানে পূর্ব্ব হইতেই সেই চণ্ডাল দণ্ডায়মান ছিল, সে চন্দ্রহাস ভ্রমে খড়্গ দ্বারা মদনের মস্তকচ্ছেদ করিল। সুধী চন্দ্রহাস ঐ ঘটনা দেখিয়া স্বয়ং মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না।৭০।৭১।৭২

তিনি ঐ চণ্ডালকে বদ্ধ করিয়া অপর একজনের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় একটি তুমুল লোমহর্ষণ কোলাহল উত্থিত হইল। অনন্তর যে স্থানে মদন মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই স্থানে রাজা স্বয়ং আগমন করিলেন এবং মদনকে নিহত দেখিয়া অতিশয় শোকাবেগে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পাষাণ দ্বারা আপনার মস্তক প্রস্ফুটিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর চন্দ্রহাস নিজের শালগ্রাম শিলাকে সেই মন্দিরের দ্বারে স্থাপিত করিয়া এবং স্বয়ং প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একাগ্রচিত্তে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া মনে মনে নারায়ণ ও দেবীর স্তব করিতে লাগিল।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬

এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতীত হইল, প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মদন জীবিত হইল ও দেবী মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে ডাকিতে লাগিল।৭৭

কোঽপ্যস্মি দ্বারি বাহ্যে তু কপটোদ্ভবশৃঙ্খলঃ।
উদ্ঘাট্যতাময়ং শীঘ্রমাগমিষ্যাম্যহং বহিঃ ॥৭৮
ইতি শ্রুত্বা চন্দ্রহাসঃ সমুদ্ঘাট্য কপাটকম্।
দৃষ্ট্বা তু মদনং হৃষ্টঃ প্রণনাম হরিং শিবাম্।
অথাগতং বহিস্তং তু মদনং নাগরা জনাঃ।
দৃষ্ট্বাতি পরমাশ্চর্য্যমাপুস্তজ্জীবনাদহো ॥৭৯।৮০
অথ তং মদনো দৃষ্ট্বা পিতরং গতজীবিতম্।
কিং জাতমিদমিত্যুক্তশ্চন্দ্রহাসোঽব্রবীচ্চ তম্ ॥৮১
অয়ং ত্বাং নিহতং শ্রুত্বা সমাগত্যাত্র বৈ শিরঃ।
মমার স্বয়মাস্ফোট্য পাষাণেন মহাশুচা ॥৮২
শ্রুত্বৈতন্মদনঃ প্রাহ কেনাহং নিহতঃ কথম্।
শ্রুত্বৈতচ্চন্দ্রহাসস্তু বদ্ধং চণ্ডালমাহ্বয়ৎ ॥৮৩
আগত্য স তু চণ্ডালঃ সচিবস্যাগ্রতোঽব্রবীৎ ॥৮৪

বহির্দ্বারে কে আছে, সত্বর কপাটের অর্গল উন্মোচন করিয়া দাও আমি বাহিরে যাইব।৭৮

ইহা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রহাস দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিল মদন জীবিত হইয়াছে, তখন হৃষ্টচিত্তে চন্দ্রহাস হরি ও দেবীকে প্রণাম করিল। মদনও গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, নগরবাসীগণ মদনকে পুনর্জীবিত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল।৭৯।৮০

অনন্তর মদন পিতাকে গতাসু দেখিয়া চন্দ্রহাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি হইয়াছে? চন্দ্রহাস বলিল।৮১

ইনি তোমার মৃত্যু শ্রবণে অতিশয় শোকান্বিত হইয়া এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পাষাণদ্বারা আপনার মস্তক প্রস্ফুটিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।৮২

মদন ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কে কি নিমিত্ত নিহত করিয়াছিল। চন্দ্রহাস মদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বদ্ধ চণ্ডালকে সেই স্থানে আনয়ন করিল।৮৩

চণ্ডাল আসিয়া সচিবের সম্মুখে বলিতে লাগিল।৮৪

রাজা মাং প্রাহ রহসি চন্দ্রহাসো মঠে যদা।
দেবীং পূজয়িতুং গচ্ছেৎ খড়্গেন জহি তং দ্রুতম্ ॥৮৫
তাবদন্যো মঠে নৈব কোঽপি গচ্ছেন্মমাজ্ঞয়া।
ত্বমেব মঠমধ্যে চ গত্বা তাবৎ স্থিতোভব ॥৮৬
ইত্যুক্তোঽহং সমায়াতো গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমম্।
দেবী পূজার্থমেতস্মিন্ নাগতে প্রথমং তদা।
মদনঃ প্রবিশন্নেব চন্দ্রহাসধিয়া হতঃ ॥৮৭
অহমেতত্তু জানামি যথেচ্ছসি তথা কুরু।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য মদনং সচিবোঽব্রবীৎ।
সত্যমেতন্ন সন্দেহোরাজ্ঞো বুদ্ধিস্তু তাদৃশী ॥৮৮
মৃতে ত্বয়ি সমাগত্য রাজ্ঞি চাপি মৃতে সতি।
প্রতিজজ্ঞে চন্দ্রহাসো ন জীবামি বিনামুনা ॥৮৯
ততো দেবীং হরিং ভক্ত্যা স্তুত্বা ত্বাং স ত্বজীবয়ৎ।
এতাবত্তেন কথিতমজ্ঞাতং তে নৃপাত্মজ ॥৯০

রাজা নির্জনে ডাকিয়া আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, চন্দ্রহাস যখন দবীপূজার নিমিত্ত মঠমধ্যে প্রবেশ করিবে, তুমি তখন সত্বর খড়্গদ্বারা গাহার প্রাণবধ করিবে।৮৫

আমার আদেশে তখন ঐ মঠে আর কেহই যাইবে না, তুমি একাকীই র্ব্বে তথায় গিয়া থাকিবে।৮৬

এইরূপ রাজাদেশে আমি তীক্ষ্ণধার অসি লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলাম। দিকে দেবীপূজার্থ চন্দ্রহাসের পরিবর্ত্তে মদনই প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। তরাং আমি চন্দ্রহাস ভাবিয়া মদনকেই নিহত করিয়াছি।৮৭

আমি এইমাত্র জানি, অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন। হা শ্রবণ করিয়া সচিব মদনকে বলিলেন। ইহা যে সত্য, সে বিষয়ে কোন ন্দেহ নাই, রাজার বুদ্ধি এই প্রকারই ছিল।৮৮

আপনাকে গতাসু দেখিয়া রাজাও যখন স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন। খন এই চন্দ্রহাস প্রতিজ্ঞা করিলেন, মদনকে বাঁচাইতে না পারিলে আমি বন রাখিব না।৮৯

তাহার পর ইনি ভক্তিপূর্ব্বক দেবী ও হরির স্তব করিয়া আপনাকে বিত করিয়াছেন। হে নৃপনন্দন, এ সকল আপনি জানেন না, এই

অদ্যাপি জননী হ্যস্য চন্দ্রহাসস্য দুর্ব্বলা।
রুদন্তী পুত্রশোকার্ত্তা বসতীহ মমালয়ে॥৯১
অতঃ পরং রাজপুত্র যথেচ্ছসি তথা কুরু।
ইতি শ্রুত্বা তু মদনঃ প্রাহ তং সচিবং বচঃ॥৯২
যদভূত্তদভূন্মন্ত্রিন্নতচ্ছক্যং নিবর্ত্তিতুম্।
অতঃপরন্তু কোঽপ্যন্যশ্চন্দ্রহাসসমোনহি॥৯৩
রাজ্যার্দ্ধমস্য মেত্বর্দ্ধং সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্॥৯৪
অতঃপরন্তু কর্ত্তব্যং নৃপতেরৌর্দ্ধদেহিকম্।
ইত্যুক্ত্বা সচিবৈঃ সার্দ্ধং সঞ্চস্কার পিতুঃ শবম্॥৯৫

চন্দ্রহাস আমার নিকট সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন। এই চন্দ্রহাসের জননী আমার আলয়ে পুত্রশোকে, অতিশয় কৃশ ও কাতরা হইয়া এখনও রোদন করত বাস করিতেছেন।৯০।৯১

হে রাজনন্দন, অতঃপর আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া মদন সচিবকে বলিলেন।৯২

হে মন্ত্রিবর, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইবার উপায় নাই, এক্ষণে ইহলোকে চন্দ্রহাস সদৃশ মদীয় (বন্ধু) আর কেহই নাই।৯৩

অতএব এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ ইহার, এবং অর্দ্ধভাগ আমার হৌক, আমি ইহা সত্যই বলিতেছি।৯৪

এক্ষণে নৃপতির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া পিতার শবদাহাদি করিলেন।৯৫

বামন পুরাণম্।

বামণ পুরাণও একখানি মহাপুরাণ। ইহা ৫৫ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ভাগবতপুরাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা ১০০০০। এই পুরাণ নারদ কর্তৃক পৃষ্ট মহর্ষি পুলস্ত্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে হরপার্ব্বতীর মধ্যে আপনাদিগের দরিদ্র অবস্থা বিষয়ে কথোপকথন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গে, মহাদেবের হস্তে কিরূপে নরকপাল সংযুক্ত হইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কিরূপে, এবং কোন স্থানে তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল মোচিত হইয়াছিল, সেই সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের ধ্বংস। পঞ্চম অধ্যায়ে মহাদেব কর্তৃক সূর্য্যের নিগ্রহ এবং মহাদেবের কালরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে দ্বাদশরাশি ও নক্ষত্রাদির স্বরূপ বর্ণন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সতী-বিরহিত হইয়া মহাদেবের উন্মত্তবেশে নানাদেশ ভ্রমণ, মহাদেব কর্তৃক মদনদাহ ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে নারায়ণ ঋষির ঊরু হইতে উর্ব্বসীর উৎপত্তি, ইন্দ্রকে উর্ব্বসী প্রদান, প্রহ্লাদের রাজ্যে চ্যবন ঋষির গমন, চ্যবনের মুখে নৈমিষারণ্যের প্রশংসা ও সসৈন্যে প্রহ্লাদের তথায় আগমন। অষ্টমে নরনারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ, প্রহ্লাদের পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় তাঁহাদিগের নিকট নতি স্বীকার এবং নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন, এই সকল কথা সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে। একাদশ হইতে পঞ্চদশ

অধ্যায় পর্য্যন্ত, সুকেশী নামক রাক্ষসের কথা বিবৃত হইয়াছে ষোড়শ অধ্যায়ে কতকগুলি শৈবব্রত উল্লিখিত হইয়াছে সপ্তদশ অধ্যায় হইতে বিংশ অধ্যায় অবধি কাত্যায়নী মাহাত্ম্য, ও মহিষাসুরাদির বধ বর্ণিত হইয়াছে। একবিং অধ্যায়ে শুম্ভ নিশুম্ভ কথা প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রের কথা উত্থাপি হইয়া এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে নিঃশেষিত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে পার্ব্বতীর জন্ম, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে পার্ব্বতীর সহি মহাদেবের বিবাহ, পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে গণেশের জন্ম, ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শুম্ভনিশুম্ভ বধ, অষ্টাবিংশ ও ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চভেদন, ত্রিংশ হইতে একচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্ধকাসুরেব কথা আশ্রয় করিয়া নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে বায়ু-দিগের উৎপত্তি এবং চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় হইতে বলির প্রাদুর্ভাব এবং বামনাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

বামন পুরাণ পাঠ করিলে ইহাকে স্বতন্ত্র একখানি পুরাণ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ইহাতে কতকগুলি পৌরাণিক উপন্যাস কিছু কিছু বিকৃত করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। পুরাণখানি এখন যে অবস্থায় দেখা যায় তাহাতে ইহা যে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। ইহার ভাষাও প্রাচীন সংস্কৃতের মত সুললিত নয়।

বামন পুরাণ।

ব্রহ্মসনৎকুমার সংবাদ।

পুলস্ত্য উবাচ।

ধর্ম্মস্ত ভার্য্যা হিংসাখ্যা তস্যাঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্।
সাম্প্রতং মুনিশার্দ্দূল! সর্ব্বশাস্ত্রবিচারকম্ ॥১
জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারেতি দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ।
তৃতীয়ঃ সনকোনাম চতুর্থশ্চ সনন্দকঃ ॥২
সাংখ্যবেত্তারমপরং কপিলং বোঢ়ুমাসুরিম্।
দৃষ্ট্বা পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠো যোগযুক্তং তপোনিধিম্ ॥৩
জ্ঞানযোগং ন তে দদ্যুর্জ্জ্যায়সোঽপি কনীয়সে।
মানযুক্তো মহাযোগী কপিলাদীনুপাগতঃ ॥৪
সনৎকুমারশ্চাভ্যেত্য ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্।
অপৃচ্ছজ্জ্ঞানং বিজ্ঞানং তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥৫

ব্রহ্মোবাচ।

কথয়িষ্যামি তে সাধ্যং যদি পুত্রেতি মে বচঃ ।৬

পুলস্ত্য বলিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল, ধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাঁহার প্রথমে সর্ব্বশাস্ত্রের বিচারক চারিটী মাত্র পুত্র উৎপন্ন হয়। উহাঁদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক এবং চতুর্থ সনন্দ। পরে উহাঁর আবার সাংখ্যবিৎ কপিল, বোঢ়ু, আসুরি এবং পঞ্চশিখ, এই চারিটী পুত্র ও হইয়াছিল। প্রথম উল্লিখি ৃ সনৎকুমারপ্রভৃতি কনীয়ান্ পঞ্চশিখকে যোগযুক্ত ও তপশ্চরণে নিরত দেখিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও সেই জিজ্ঞাসু সর্ব্বকনিষ্ঠকে জ্ঞানযোগ দান করেন নাই। পঞ্চশিখ সেই অভিমানে কপিলাদির অনুগমন করিয়াছিলেন। উহাঁদিগের মধ্যে সনৎকুমার পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।১।২।৩।৪।৫

যদি তোমাকে আমি "পুত্র" এই শব্দদ্বারা সম্বোধন করিতে পারি, তাহা

সনৎকুমার উবাচ।

পুত্র এবাস্মি দেবেশ যতঃ শিষ্যোঽস্ম্যহং বিভো!।
ন বিশেষোঽস্তি পুত্রস্য শিষ্যস্য চ পিতামহ! ॥৭

ব্রহ্মোবাচ।

বিশেষঃ সুতশিষ্যাভ্যাং বিদ্যতে ধর্ম্মনন্দন!।
ধর্ম্মকর্ম্মপ্রজাযোগে তচ্চাপি বদতঃ শৃণু ॥৮
পুন্নাম্নোনরকাত্ত্রাতা পুত্রস্তেনেহ গীয়তে।
শেষপাপহরঃ শিষ্যঃ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥৯

সনৎকুমার উবাচ।

কোঽয়ং পুন্নামেকাদ্দেব নরকাত্ত্রাতি পুত্রকঃ।
তস্মাচ্ছেষং তথা পাপং হরেৎ শিষ্যস্তু তদ্বদ ॥১০

ব্রহ্মোবাচ।

এতৎপুরাণং পরমং মহর্ষে যোগাঙ্গযুক্তঞ্চ সদৈব যচ্চ।
তথৈব চোগ্রং ভয়কারি মানবে বদামি তে সাধ্য নিশাময়েহ ॥১১

হইলেই আমি তোমাকে জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিব। সনৎকুমার বলিলেন, হে বিভবসম্পন্ন পিতামহ! আমি আপনার শিষ্য, সুতরাং পুত্রও আমি, যে হেতু, হে দেবেশ, পুত্র ও শিষ্য ইহাদের মধ্যে কিছুই বিশেষ নাই। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! পুত্র ও শিষ্যের মধ্যে অন্য বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও ধর্ম্মকর্ম্ম ও প্রজাযোগবিষয়ে পুত্র ও শিষ্যের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। উহাও আমি তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্র, এই নাম হইয়াছে। এবং যে শেষ পাপ হরণ করে, তাহার নাম শিষ্য; ইহাই বেদের মত।৬.৭৮৯

সনৎকুমার বলিলেন, কিরূপে পুত্র, পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে এবং শিষ্যই বা কিরূপে তাহা হইতে অবশিষ্ট পাপের হরণ করে, তাহা আপনি আমাকে বলুন।১০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহর্ষে! তুমি আমার শিষ্য বলিয়াই তোমার নিকট সর্ব্বদা যোগাঙ্গযুক্ত, মনুষ্যদিগের উগ্রভয়হেতু, এই পরম পুরাতন রহস্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর।১১

পুলস্ত্য উবাচ।

পরদারাভিগমনং পানীয়মুপসেবনম্।
পারুষ্যং সর্ব্বভূতানাং প্রথমং নরকং স্মৃতম্ ॥১২
চৌর্য্যাদানং তথাধৃষ্ট্যমবধ্যবধবন্ধনম্।
বিবাদমর্থহেতুত্থং তৃতীয়ং নরকং স্মৃতম্ ॥১৩
ভয়দং সর্ব্বসত্বানাং ভবভূতি বিনাশনম্।
ভ্রংশনং সর্ব্বভূতাচ্চ চতুর্থং নরকং স্মৃতম্ ॥১৪
মারণং মিত্রকৌটিল্যং মিত্রাভিশপনঞ্চ যৎ।
মিষ্টৈকাশনমেবোক্তং পঞ্চমন্তু নৃপার্চ্চনম্ ॥১৫
প্ররোহণং পুত্রকরং যমনং যোগনাশনম্।
যানযুগ্যস্য হরণং ষষ্ঠমুক্তং নৃপার্চ্চনম্ ॥১৬
রাজভার্য্যাহরং গুঢ়ং রাজভার্য্যানিষেবনম্।
রাজ্ঞস্বহিতকারিত্বং সপ্তমং নিরয়ং স্মৃতম্ ॥১৭
লুব্ধত্বং লোলুপত্বঞ্চ লব্ধধর্ম্মার্থনাশনম্।
নানাসঙ্কীর্ণমেবোক্তমষ্টমঃ নরকং স্মৃতম্ ॥১৮

পুলস্ত্য বলিলেন, পরদারগমন, মদ্যপান, সকল প্রাণিদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার, ইহা প্রথম নরক।১২

চৌর্য্য, পরদ্রব্যহরণ, ধৃষ্টতা, অবধ্যের বধ ও বন্ধন ইহা দ্বিতীয় নরক, অর্থের নিমিত্ত বিবাদ তৃতীয় নরক।১৩

যাহাতে সমুদয় প্রাণীর ভীতি উৎপন্ন হয়, এইরূপে মঙ্গল ও ঐশ্বর্য্যের বিনাশ সাধন, বা সর্ব্বভূত হইতে উহাদের ভ্রংশন, ইহা চতুর্থ নরক।১৪

মারণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার বা অভিসম্পাত করা, দশজনের মধ্যে থাকিয়া একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ, এবং রাজসেবা, ইহারা পঞ্চম নরক।১৫

প্ররোহণ, অপরক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন, বন্ধন, যোগভঙ্গ, শকট প্রভৃতি যানের বাহনাপহরণ, এবং রাজসম্মান এই সকল ষষ্ঠ নরক।১৬

রাজভার্য্যাপহরণ, নির্জ্জনে রাজভার্য্যার সহিত অবস্থান, এবং রাজার অহিতসাধন, ইহারা সপ্তম নরক।১৭

লুব্ধতা, লোলুপতা, লব্ধধর্ম্ম ও অর্থের বিনাশ, এবং নানা বিষয়ে সাঙ্কর্য্য উৎপাদন, ইহা অষ্টম নরক।১৮

বৃত্তিব্রহ্মস্বহরণং ব্রাহ্মণানাং বিনিন্দনম্।
বিরোধং ব্রহ্মভিশ্চোক্তং নবমং নরপাচনম্ ॥১৯
শিষ্টাচারবিনাশঞ্চ শিষ্টদ্বেষং শিশোর্ব্বধম্ ॥
শাস্ত্রস্তেয়ং ধর্ম্মনিন্দা দশমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২০
ষড়ঙ্গনিধনং ঘোরং ষাড়্গুণ্য-প্রতিষেধনম্।
হানির্ধর্ম্মার্থকামানাং পাপস্যাপ্রতিষেধনম্।
একাদশমমেবোক্তং নরকং সদ্ভিরুত্তমম্ ॥২১
সংসু নিত্যং সদা বৈরমনাচারেষু সৎক্রিয়াম্।
সংস্কারপ্রতিহানং তদিদং দ্বাদশমং স্মৃতম্ ॥২২
হানির্ধর্ম্মার্থকামানামপবর্গস্য হারণম্।
হর্ত্তুর্হন্তুরাশ্রয়মিদং ত্রয়োদশমমুচ্যতে ॥২৩
কৃপণং ধর্ম্মহীনঞ্চ দুর্জ্জয়ং যচ্চ বহ্নিদম্ ॥
চতুর্দ্দশমমেবোক্তং নরকং সদ্বিগর্হিতম্ ॥২৪
অজ্ঞানঞ্চাপ্যসূয়ত্বমশৌচমশুভা চ বাক্।
স্মৃতন্তৎপঞ্চদশমমসত্যবচনানি চ ॥২৫

ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি ও ব্রহ্মস্বের অপহরণ, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিরোধ, ইহা নবম নরক।১৯

শিষ্টাচারবিনাশ, শিষ্টদ্বেষ, শিশুদিগের বধসাধন, শাস্ত্রাপহরণ, এবং ধর্ম্মনিন্দা ইহা দশম নরক।২০

ষড়ঙ্গের নিধন, ষড়্গুণের প্রতিষেধ, ধর্ম্মার্থকামের হানি, পাপের অপ্রতিষেধ, পণ্ডিতগণ এই সকলকে একাদশ নরক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।২১

সৎব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা শত্রুতাচরণ, অসদাচার ব্যক্তিদিগের প্রতি সংকার দর্শন, এবং সংস্কারের বিনাশ, এই সকল দ্বাদশ নরক।২২

ধর্ম্মার্থকামের হানি, অপবর্গের বিনাশন, অপহর্ত্তা ও হন্তা, এই উভয়কে আশ্রয়দান, ইহারা ত্রয়োদশ নরক।২৩

কার্পণ্য, ধর্ম্মহীনতা, দুর্নিবার্য্যরূপে গৃহাদিতে বহ্নিপ্রদান, এই সকল চতুর্দ্দশ নরক।২৪

অজ্ঞান, অসূয়া, অশৌচ, অশুভবাক্য, এবং মিথ্যাকথা এই সকল পঞ্চদশ নরক।২৫

আলস্যঞ্চ ষোড়শক মাক্রোশঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বস্য চাততায়িত্বমাবাসেষগ্নিদায়িনম্।
ইচ্ছা চ পরদারেষু নরকোঽয়ং নিগদ্যতে।
ঈর্ষ্যাভাবশ্চ সাধ্বেন্দ্র তদ্বৃত্তত্বং বিগর্হিতম্।২৬।২৭
এতৈস্তু পাপৈঃ পুরুষঃ পুন্নামভির্ন সংশয়ঃ॥
সংমুক্তঃ প্রীণয়েদ্দেবং স্তুতৈঃ সততমচ্যুতম্॥২৮
পুন্নাম নরকং ঘোরং বিনাশয়তি পুত্রকঃ।
এতস্মাৎকারণাৎ সাধ্য ততঃপুত্রেতি গদ্যতে॥২৯
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শেষপাপস্য লক্ষণম্॥৩০
গণদেবর্ষিভূতানাং অন্তর্বর্ণেষু চৈকতা।
ঋণং দেবর্ষিভূতানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ॥৩১
পিতৃণাঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববর্ণেষু চৈকতা।
ওঁকারাদপি নিবৃত্তিঃ পাপকার্য্যকৃতিশ্চ যা॥৩২
খ্যাতিহরং মহাপাপং কুগম্যাগমনং তথা।
ঘৃতাদিবিক্রয়ং ঘোরং চণ্ডালাদি পরিগ্রহম্॥৩৩

আলস্য, আক্রোশ, আততায়িত্ব, গৃহে অগ্নিদান, পরদারে ইচ্ছা এবং ঈর্ষা এই ষোড়শ প্রকার গর্হিত কার্য্যও নরক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, হে শিষ্যশ্রেষ্ঠ, ইহাদের অনুষ্ঠানও অতি নিন্দনীয়।২৬।২৭

এই সমুদয়ই পুন্নাম নরক নামে প্রসিদ্ধ, মনুষ্যমাত্রই এই সকল নরক দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং পুত্রের সম্পর্কে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবান্ নারায়ণের প্রীতি উৎপাদন করে।২৮

পুত্র, এই ঘোর পুন্নাম নরক সকলের ধ্বংস করে, এই নিমিত্ত হে শিষ্য! ইহার নাম পুত্র হইয়াছে।২৯

অনন্তর শেষ পাপের লক্ষণ বলিতেছি।৩০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, গণ, দেব, ঋষি, ভূত ও সঙ্করবর্ণের মধ্যে ভেদজ্ঞানরাহিত্য, দেব, ঋষি ভূত, মনুষ্য, বিশেষতঃ পিতৃদিগের ঋণ অপরিশোধ করা, সকল বর্ণে একবুদ্ধি, ওঁকার অবধি উচ্চারণ না করা, সর্ব্ববিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান। যশা লোকের যশঃ অপহরণ, অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণ হইয়া ঘৃতাদির বিক্রয় করা, চণ্ডালাদির দান গ্রহণ, এই সকল ঘোর মহাপাপ। নিজের দোষ আচ্ছাদন,

স্বদোষাচ্ছাদনং পাপং পরদোষপ্রকাশনম্ ।
অর্থবিদ্ধবাক্কটুত্বং নিষ্ঠুরত্বং বদেৎ সদা ॥৩৪
কিং ত্বং বৈতালবাদিত্বং নামবাধঞ্চ ধর্ম্মজ ! ।
দারুণত্বমধার্ম্মিষ্ঠ্যং নরকং ঘোরমুচ্যতে ॥৩৫
এতৈশ্চ পাপৈঃ সংযুক্তঃ প্রীণয়েদ্‌যদি শঙ্করম্ ।
জ্ঞানাধিকমশেষেণ শেষান্ পাপান্ ক্ষিপেত্ততঃ ॥৩৬
শারীরং বাচিকং যচ্চ মানসং কায়িকঞ্চ যৎ ।
পিতৃমাতৃকৃতং যচ্চ কৃতং যচ্চাশ্রিতৈর্নরৈঃ ॥৩৭
ভ্রাতৃভির্বান্ধবৈশ্চাপি তস্মিন্ জন্মনি ধর্ম্মজ ! ।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি স ধর্ম্মঃ সুতশিষ্যয়োঃ ॥৩৮
বিপরীতে ভবেৎসাধ্যো বিপরীতঃ পরাক্রমঃ ।
তস্মাৎসুপুত্রশিষ্যোহি বিনেতব্যো বিপশ্চিতা ॥৩৯
এতদর্থন্তুবিজ্ঞায় শিষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরঃ সুতঃ ।
শেষান্তারয়তে শিষ্যঃ সর্ব্বতোঽপি হি পুত্রকঃ ॥৪০

পরের দোষ প্রকাশ, যাহাতে পরের মর্ম্মব্যথা হয়, এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ সর্ব্বদা নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ, এই সকল পাপকার্য্য। হে ধর্ম্মজ, লোককে তুই, তা করিয়া বা ভূত প্রেত ইত্যাদি বাক্যে আহ্বান করা, লোকের নাম লোপ কর অপরের প্রতি দারুণ ব্যবহার করা, এবং অধর্ম্ম আচরণ করা এই সকল ঘো নরকের কারণ। এই সকল পাপসংযুক্ত মনুষ্য যদি শঙ্করের প্রীতিসাধ কার্য্য করে, তাহা হইলে জ্ঞানের আধিক্য হয় এবং সেই জ্ঞানের প্রভা উক্তশেষ পাপ সকল নিঃশেষে ক্ষয় করিতে সমর্থ হয় ।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬

হে ধর্ম্মপুত্র, ইহজন্মে শারীরিক, বাচিক, মানসিক, পিতৃমাতৃকৃত, আশ্রি মনুষ্য দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং ভ্রাতৃ ও বান্ধবগণ দ্বারা আচরিত পাপ সকল পুত্র ও শিষ্যের ধর্ম্ম প্রভাবে বিলয় প্রাপ্ত হয় ।৩৭।৩৮

পুত্র ও শিষ্য বিপরীত অর্থাৎ ধর্ম্মপথের বিরুদ্ধাচারী হইলে, তা দিগের কার্য্য এবং সামর্থ্যও বিপরীত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত পণ্ডিত ব্যক্তি শিষ্য ও পুত্রকে সুশিক্ষিত করা উচিত। এই সমুদয় বৃত্তান্ত বিশেষ জ্ঞা হইলে শিষ্য হইতে পুত্রই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ শিষ্য অর্বা কতকগুলি পাপ হইতে উদ্ধার করে মাত্র, কিন্তু পুত্র সর্ব্ববিধ পাপ হই উদ্ধার করে ।৩৯।৪০

ব্রহ্ম পুরাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি যে সকল পুরাণে অষ্টাদশ মহা-পুরাণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদায়েই ব্রহ্মপুরাণের প্রথম গণনা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই ব্রহ্মপুরাণ আদি পুরাণ নামেও অভিহিত হয়। এবং ইহার অধিক ভাগে সূর্য্যের পূজাদি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরপুরাণও বলা হয়। এস্থলে একথা বলাও অসঙ্গত নয় যে, আদিপুরাণ ও সৌরপুরাণ নামক দুইখানি স্বতন্ত্র পুস্তকও উপপুরাণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

মৎস্যপুরাণের মতে ব্রহ্মপুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মরীচির নিকট কীর্ত্তিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ব্রহ্মা দক্ষের নিকট প্রকাশ করেন। ইহার শ্লোকসংখ্যা দশ হাজার। কিন্তু আজকাল যে ব্রহ্মপুরাণ আমাদের হস্তগত হয়, উহার শ্লোকসংখ্যা সাত আট হাজারের অধিক নহে। ব্রহ্মোত্তর পুরাণ নামে ইহার একটী শেষ বা পরিশিষ্ট ভাগও আছে, উহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মোত্তর খণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উহার শ্লোকসংখ্যা তিনহাজার হইতে পারে। সুতরাং উভয়ের মিলিত শ্লোকসংখ্যা দশ হাজার কি বরং তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকও হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মোত্তর পুরাণকে একখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়।

ব্রহ্মপুরাণের বক্তা লোমহর্ষণ, শ্রোতা নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ।

অনেকে বলিয়া থাকেন ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মারই মহিমার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাণখানি এখন যে অবস্থায় দেখা যায়, তাহাতে ইহা একখানি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার অনেক স্থলেই কৃষ্ণকে জগন্নাথ বলিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণচরিতের সহিত বিষ্ণুপুরাণীয় কৃষ্ণচরিতের প্রত্যক্ষর ঐক্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে যে যোগ ও ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুকেই তাহাদের প্রধান অবলম্ব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিস্তৃত বর্ণন এবং ঐ স্থানে যে সকল দেবমন্দির আছে তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ মন্দিরগুলি অধিক পুরাতন নহে, সুতরাং ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত মন্দির বর্ণনাও যে আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম পুরাণ।

আদিত্যোৎপত্তি,—মনুদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম ও যমী।

লোমহর্ষণ উবাচ।

বিবস্বান্ কাশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
তস্য ভার্য্যাঽভবৎ সংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী দেবী বিবস্বতঃ॥১
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী।
সা বৈ ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ॥২
ভর্ত্তৃরূপেণ নাতুষ্যদ্রূপযৌবনশালিনী।
সংজ্ঞা নাম স্বতপসা সুদীপ্তেন সমন্বিতা॥৩
আদিত্যস্য হি তদ্রূপং মণ্ডলস্য সুতেজসঃ॥
গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ॥৪
তেজস্ত্বভ্যধিকং তস্য নিত্যমেব বিবস্বতঃ।
যেনাতিতাপয়ামাস কন্যাং দ্বৌ চ প্রজাপতী॥৫

লোমহর্ষণ বলিলেন,—কাশ্যপ হইতে দাক্ষায়ণীর গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের ভার্য্যা হইলেন।১

মহাত্মা ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের সেই সুন্দরী ভার্য্যা ত্রিভুবনে সুরেণু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।২

সুদীপ্ত তপঃসম্পন্না, রূপযৌবনশালিনী সংজ্ঞা ভর্ত্তার রূপে সন্তোষ লাভ করেন নাই।৩

তেজঃসম্পন্ন আদিত্যমণ্ডলের সেই রূপ তাঁহার শরীরে উত্তপ্ত বোধ হওয়ায় উহা তাঁহার মনে ভাল লাগে নাই।৪

বিবস্বানের তেজ নিত্য নিত্য আধিক্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত উত্তাপের হেতু হইয়াছিল। তথাপি তিনি একটী কন্যা ও দুইটী লোকপাল পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।৫

মনুর্বৈবস্বতঃ পূর্ব্বং শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ॥
যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সম্বভূবতুঃ॥৬
শ্যামবর্ণন্তু তদ্রূপং সংজ্ঞা দৃষ্ট্বা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী তু স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নির্ম্মমে ততঃ॥৭
মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্যাং ছায়া সমুত্থিতা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং ততো দ্বিজাঃ॥৮
উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়াশু শুচিস্মিতে।
স্থিতাস্মি তব নির্দ্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি॥৯

সংজ্ঞা উবাচ।

অহং যাস্যামি ভদ্রন্তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।
ত্বয়েহ ভবনে মৎকে বস্তব্যং নির্ব্বিশঙ্কয়া॥১০
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চেয়ং সুমধ্যমা।
সংভাব্যাস্তে ন চাখ্যেয়মিদং ভগবতে শুভে॥১১

তাঁহার গর্ভে প্রথমে "শ্রাদ্ধদেব-প্রজাপতি" নামে বিখ্যাত বৈবস্বত মনু, তদনন্তর যমুনা ও যম এই দুইটী যমজ কন্যা ও পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।৬

কোন সময় সংজ্ঞা বিবস্বানের শ্যামবর্ণ অবলোকনে নিস্তেজ বিবেচনায় সমীপে গমনপূর্ব্বক উহার তেজ সহন করিতে অক্ষম হইয়া আপনার সবর্ণ একটী ছায়া নির্ম্মাণ করিলেন।৭

হে দ্বিজগণ, সেই মায়াময়ী সংজ্ঞা ছায়া প্রকৃত সংজ্ঞা হইতে নির্গত হইয়া বিনীতভাবে করযোড়ে তাঁহাকে বলিল,—হে শুচিস্মিতে, আমি আপনার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র আজ্ঞা করুন।৮

হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার শাসন প্রতিপালনে প্রস্তুত রহিয়াছি, আমাকে আদেশ করুন।৯

সংজ্ঞা বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি স্বীয় পিতৃগৃহে গমন করিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার গৃহে বাস কর। আমার এই দুইটি বালক এবং এই সুমধ্যমা কন্যাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিও। হে শুভে, ভগবান্ সূর্য্যের নিকট এ সকল কথা প্রাকশ করিও না।১০।১১

সবর্ণা উবাচ।

আ কচগ্রহণাদ্দেবি আ শাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি নমস্তভ্যং গচ্ছ দেবি, যথাসুখম্ ॥১২

লোমহর্ষণ উবাচ।

সমাদিশ্য সবর্ণান্তু তথেত্যুক্ত্বা তপোবশাৎ।
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমৎ ব্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥১৩
পিতুঃ সমীপে গত্বা তু পিত্রা নির্ভৎসিতা পুরা।
ভর্ত্তুঃ সমীপং গচ্ছেতি নিযুক্তা চ পুনঃ পুনঃ ॥১৪
অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা।
কুরূন্ তথোত্তরান্ গত্বা তৃণান্যথ চচার হ ॥১৫
দ্বিতীয়ায়াস্তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তয়ন্।
আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রমাত্মসমং তদা ॥১৬
পূর্ব্বজস্য মনোর্ব্বিপ্রাঃ সদৃশোঽয়মিতি প্রভুঃ।
মনুরেবাভবন্নাম্না সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥১৭

সবর্ণা বলিল, হে দেবি, যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব আমার কেশাকর্ষণ করিয়া তাড়না না করিবেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আমাকে শাপ প্রদান না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিব না, আপনি মনের সুখে গমন করুন, আপনাকে প্রণাম করি।১২

লোমহর্ষণ বলিলেন,—"তাহাই করিও" বলিয়া এবং সবর্ণাকে কতকগুলি কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া, সেই তপস্বিনী সংজ্ঞা যেন কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে তপঃপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মার সমীপে গমন করিলেন।১৩

পিতার নিকট গমন করিলে, পিতা প্রথমে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। পরে পিতা কর্ত্তৃক "ভর্ত্তার সমীপে গমন কর" এইরূপে বারম্বার আদিষ্ট হইয়া, সেই অনিন্দিতা সংজ্ঞা নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া, বড়বা রূপে উত্তর কুরুপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক তৃণ ভোজন করিতে লাগিলেন।১৪।১৫

এদিকে সূর্য্য সেই সংজ্ঞার প্রতিকৃতি ছায়াকে সংজ্ঞা বলিয়াই স্থির করিয়া তাহার গর্ভে আত্মতুল্য একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন।১৬

হে বিপ্রগণ, সেই পুত্র পূর্ব্বজাত মনুর তুল্যাকার হওয়ায় সাবর্ণ মনু নামে অভিহিত হইলেন।১৭

দ্বিতীয়োযঃ সুতস্তস্যাং স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ।
সংজ্ঞাতু পার্থিবী বিপ্রাঃ স্বস্য পুত্রস্য বৈ তদা ॥১৮
চকারাত্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্ব্বজেষু বৈ।
মনুস্তস্যাঃ ক্ষমত্তৎতু যমস্তস্যা ন চক্ষমে ॥১৯
স বৈ রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোর্থস্য বানঘ।
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতোপমঃ ॥২০
শশাপ চ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী তদা।
চরণঃ পততামেষস্তবেতি ভৃশদুঃখিতা ॥২১
যমস্ত তৎপিতুঃ সর্ব্বং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাশাপৈর্ব্বিবেজিতঃ ॥২২
শাপোহয়ং বিনিবর্ত্তেত প্রোবাচ পিতরং তদা।
মাত্রা স্নেহেন সর্ব্বেষু বর্ত্তিতব্যং সুতেষু বৈ ॥২৩
সেয়মস্মানপাহায় যবীয়াংসং বুভূষতি।
তস্যা ময়োদ্যতঃ পাদো নতু দেহে নিপাতিতঃ ॥২৪

ঐ ছায়ার গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার নাম শনৈশ্চর। হে দ্বিজগণ, সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি ছায়া নিজ পুত্রদিগের উপর যেরূপ অধিক স্নেহ করিতে লাগিল, সূর্য্যের প্রথম সন্তানদিগের উপর সেরূপ স্নেহ করিত না।১৮।১৯

মনু ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু যম তাহা ক্ষমা করিলেন না। সেই বৈবস্বততুল্যপরাক্রম যম, ক্রোধ হেতুই হোক, বালকতানিবন্ধনই হোক অথবা ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিতা প্রযুক্তই হোক, সংজ্ঞাকে চরণ উঠাইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন।২০

ইহাতে সাবর্ণজননী অতিশয় ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার এই চরণ খসিয়া পড়ুক।২১

যম কৃতাঞ্জলি হইয়া, পিতার নিকট সেই সকল কথা বলিলেন। কারণ তিনি সংজ্ঞার শাপে উদ্বেজিত হইয়া পুনর্ব্বার যদি পিতা আরও অধিক কঠোর শাপ প্রদান করেন এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।২২

তিনি পিতাকে বলিলেন,—এই অন্যায় শাপ নিবৃত্ত হোক। মাতার সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করা উচিত কিন্তু আমাদের এই জননী আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকেই অধিক স্নেহ সহকারে প্রতিপালন করিতেছেন। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার প্রতি চরণ উঠাইয়াছিলাম

বাল্যাদ্ বা যদিবা মোহাত্তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ।২৫
শপ্তোঽহমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাংবর।
ভবৎপ্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মম গোপতে ॥২৬

বিবস্বানুবাচ।

অসংশয়ং পুত্র, মহদ্ভবিষ্যত্যত্র কারণম্।
যেন ত্বামশপৎ ক্রোধাদ্ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনং ॥২৭
ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতৃবচস্তব।
কৃময়ো মাংসমাদায় পৎস্যন্ত্যত্র মহীতলে ॥২৮
কৃতমেব বচস্তথ্যং মাতুস্তব ভবিষ্যতি।
মাংসস্য পরিহারেণ ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি ॥২৯
আদিত্যশ্চাব্রবীৎ সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ।
তুল্যেষ্বভ্যধিকঃ স্নেহঃ একস্মিন্ ক্রিয়তে ত্বয়া ॥৩০
সা তৎ পরিহরন্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে।
স চাত্মানং সমাধায় যোগাত্তথ্যমপশ্যত ॥৩১

মাত্র, আঘাত করি নাই, যাহাহৌক, আমি এই কার্য্য বালকতানিবন্ধন অথবা মোহবশতঃই করিয়াছি, আপনি ইহা ক্ষমা করুন। হে তপতাম্বর, লোকনাথ, জননী আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে হে কিরণ-মালিন্ আপনার প্রসাদে যেন আমার চরণ নিপতিত না হয়।২৩।২৪।২৫।২৬

সূর্য্য বলিলেন, হে পুত্র এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন মহৎ কারণ আছে, যাহার জন্য তোমার ন্যায় সত্যবাদী ও ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রকেও ক্রোধভরে শাপ প্রদান করিয়াছেন। তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, কৃমিগণ তোমার এই চরণ হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে পাতত হইবে। তাহা হইলে তোমার মাতার বাক্যও সত্য হইবে, এবং ঐ মাংস ক্ষয়ে তোমারও রক্ষা হইবে।২৭।২৮।২৯

পরে সূর্য্য সংজ্ঞাকে বলিলেন, সকল পুত্রকে সমানভাবে স্নেহ প্রদর্শন উচিত হইলেও তুমি একের উপর অধিক স্নেহ করিতেছ কেন ? ৩০

এক্ষণে সেই ছায়া, প্রকৃত কথা গোপন করিবার নিমিত্ত, মৌনভাবে রহিলেন, সূর্য্যদেবকে কিছুই বলিলেন না, তখন সূর্য্যদেব সমাধিস্থ হইয়া যোগবলে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন।৩১

তাং শপ্তু কামো ভগবান্ নাশায় মুনিসত্তমাঃ।
ততঃ সর্ব্বং যথা বৃত্তং সাচচক্ষে বিবস্বতে।
বিবস্বানথ সংশ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্ত্বষ্টারমভ্যগাৎ ॥৩২
ত্বষ্টা তত্র যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা বিভাবসুম্।
নির্দ্দগ্ধু কামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ তদা ॥৩৩

ত্বষ্টোবাচ।

তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে।
অনুকূলং তু তে দেব যদি স্যান্মম সম্মতম্ ॥৩৪
রূপং নির্ব্বর্ত্তয়াম্যদ্য তব কান্তমরিন্দম ॥৩৫
ততোঽভ্যুপগমাত্তস্য মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ।
ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃ শাতয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥৩৬
ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংহৃতেন বৈ।
কান্তাৎ কান্ততরং দ্রষ্টু মধিকং শুশুভে তদা ॥৩৭
দদর্শ যোগমাস্থায় স্বাং ভার্য্যাং বড়বাং ততঃ।
অধৃষ্যাং সর্ব্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠসকল, ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, সেই ছায়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।৩২

সূর্য্যদেব এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলে বিশ্বকর্ম্মা, ক্রোধে দহন করিতে উদ্যত সেই বিভাবসুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া সান্ত্বনা করিলেন।৩৩

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, তোমার এই অতি তেজযুক্ত শরীরের কিছুই শোভা নাই। অতএব হে দেব, যদি আমার প্রস্তাব তোমার অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে হে অরিন্দম, আমি তোমার কমনীয় রূপ সম্পাদন করিতে পারি।৩৪.৩৫

হে দ্বিজগণ, সূর্য্যদেব স্বীকৃত হইলে, বিশ্বকর্ম্মা ভ্রমি চক্রে আরোপিত করিয়া তাঁহার তেজের শান্তি করিলেন।৩৬

তেজের সংহার হইলে, সূর্য্যদেবের শরীরকান্তি লাবণ্যে উদ্ভাসিত এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কমনীয় সুতরাং দৃষ্টির অধিক প্রীতিকর হইল।৩৭

অনন্তর মার্ত্তণ্ড যোগের অনুষ্ঠান করিয়া তেজ ও নিয়ম প্রভাবে সকল

বড়বাবপুষং বিপ্রাশ্চরন্তীমকুতোভয়ম্।
সোঽশ্বরূপেণ ভগবাংস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥৩৮
দেবৌ তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাম্বরৌ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি ॥৩৯
তাং স্ব রূপেণ কান্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥৪০
সা তু দৃষ্টৈব ভর্ত্তারং তুতোষ মুনিসত্তমাঃ ॥৪১
যমস্তু কর্ম্মণা তেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ।
ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মরাজ ইমাঃ প্রজাঃ ॥৪২
স লেভে কর্ম্মণা তেন শুভেন পরমদ্যুতিঃ।
পিতৃণামধিপত্বঞ্চ লোকপালত্বমেব চ ॥৪৩
মনুঃ প্রজাপতিস্ত্বাসীৎ সাবর্ণিঃ স তপোধনঃ।
ভাব্যঃ সোঽনাগতে তস্মিন্ মনুঃ সাবর্ণিকেঽন্তরে ॥৪৪
মেরুপৃষ্ঠে তপো নিত্যমদ্যাপিচ চরত্যুত।
ভ্রাতা শনৈশ্চরশ্চাস্য গ্রহত্বং স তু লব্ধবান্ ॥৪৫

প্রাণীর অদৃষ্য বড়বারূপিণী স্বীয় ভার্য্যাকে দেখিতে পাইলেন। হে বিপ্রগণ, বড়বারূপে অকুতোভয়ে ভ্রমণকারিণী সংজ্ঞাকে সূর্য্যদেব অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহার মুখে মুখ সংলগ্ন করিয়া সম্ভাবিত করিলেন।৩৮

সূর্য্যদেব অশ্বরূপেই সেই বড়বার গর্ভে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ যমজ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম নাসত্য, অপরের নাম দস্র।৩৯

অনন্তর সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকে আপনার অভিনব কমনীয় রূপে দর্শন প্রদান করিলেন। হে মুনিগণ, সংজ্ঞাও আপনার স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।৪০।৪১

যম নিজের গর্হিত কার্য্যে অতিশয় মনোব্যথা পাইয়া ধর্ম্মাচরণদ্বারা লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ধর্ম্মরাজ হইল।৪২

তিনি সেই শুভকর্ম্ম নিবন্ধন উজ্জ্বল কান্তি লাভ করিয়া পিতৃদিগের আধিপত্য এবং লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইলেন।৪৩

মনু প্রজাপতি হইয়াছিলেন, সাবর্ণি তপঃপরায়ণ হইলেন, তিনিই ভাবি সাবর্ণিকমন্বন্তরের অধিপতি মনু হইবেন, তিনি অদ্যাপি সুমেরুর পৃষ্ঠদেশে তপশ্চরণ করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর একটী গ্রহ হইলেন।৪৪।৪৫

ত্বষ্টা তু তেজসানেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ।
তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবান্তচিকীর্ষয়া ॥৪৬
যবীয়সী তু যাচাসীৎ যমী কন্যা যশস্বিনী।
অভবচ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকভাবিনী ॥৪৭

বিশ্বকর্ম্মা অপহৃত সূর্য্য তেজের দ্বারা যুদ্ধে দানবদিগকে নিঃশেষ করিবা অভিলাষে অপ্রতিহত বৈষ্ণব চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। সূর্য্যের সংজ্ঞাগর্ভজা যমী নাম্নী যবীয়সী কন্যা লোকপবিত্রতাসম্পাদনী যমুনা নামে প্রসিদ্ধ শ্রে নদীরূপে পরিণত হইলেন।৪৬,৪৭

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

চন্দ্রবংশ বর্ণন ।—পরশুরাম ও বিশ্বামিত্র ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বুধস্য তু মতিশ্রেষ্ঠো বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরূরবাঃ ।
তেজস্বী দানশীলোঽভূদ্‌যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥১
ব্রহ্মবাদী স নাক্রান্তঃ শত্রুভির্যুধি দুর্দ্দমঃ ।
আহর্ত্তা চাগ্নিহোত্রস্য যজ্ঞানাং চ মহীপতিঃ ॥২
সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ সম্যক্ সংবৃতমৈথুনঃ ।
অতীব ত্রিষু লোকেষু যশসাঽপ্রতিমঃ সদা ॥৩
বিশ্বং হি ব্রহ্মতপসা তদৈতস্মিন্ সমর্পিতং ॥৪
উর্ব্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥৫
তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি পঞ্চচ ।
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ বাষ্টৌ চ ভোদ্বিজঃ ॥৬
বনে চৈত্ররথে রম্যে তদা মংদাকিনীতটে ।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥৭

লোমহর্ষণ বলিলেন, মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, তেজস্বী, দানশীল, যজ্বা, বিপুলদক্ষিণাপ্রদ, পুরুরবা নামে বুধের একমাত্র পুত্র হইয়াছিলেন ।১

সেই মহীপতি, ব্রহ্মাবাদী, শত্রুগণের অজেয়, যুদ্ধে দুর্দ্দম, অগ্নিহোত্র ও অন্যান্যযজ্ঞের আহর্ত্তা, সত্যবাদী, এবং পুণ্য কার্য্য প্রিয় ছিলেন ।২

তিনি মিথুনসম্পাদ্য কার্য্যে সংযত এবং ত্রিভুবনে অতুল্য কীর্ত্তিশালী ছিলেন, ব্রহ্মার তপস্যা প্রভাবে সমুদয় বিশ্বের আধিপত্য তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল ।৩।৪

যশস্বিনী উর্ব্বশী অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিল ।৫

হে দ্বিজগণ রাজা সেই উর্ব্বশীর সহিত রম্য চৈত্ররথ বনে পঞ্চদশ বৎসর, মন্দাকিনীর তটে একাদশ বৎসর, বিশালা ও অলকা পুরীতে পঞ্চদশ বৎসর এবং বনশ্রেষ্ঠ নন্দনে অষ্টাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ।৬।৭

উত্তরান্ স কুরূন্ প্রাপ্য মনোরথফলদ্রুমান্।
গংধমাদনপাদেষু মেরুপৃষ্ঠে তথোত্তরে ॥৮
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাবরিতেষু চ।
উর্ব্বশীসহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥৯
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে।
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ॥১০
এবং প্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু নরসত্তমঃ।
ঐলপুত্রো বভূবুস্তে তস্যাং দেবসুতোপমাঃ ॥১১
দিবি জাতা মহাত্মান আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ।
বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা শতায়ুশ্চ তথা পরঃ॥১২
দৃঢ়ায়ুশ্চ বলায়ুশ্চ সুতায়ুশ্চোর্ব্বশীসুতাঃ।
অমাবসোশ্চ দায়াদো ভীমোরাজা প্রয়াগরাট্ ॥১৩
শ্রীমান্ ভীমস্য দায়াদো রাজাসীৎ কাঞ্চন প্রভুঃ।
বিদ্বাংস্তু কাঞ্চনস্যাপি সুহোত্রোঽভূন্মহাবলঃ॥১৪

রাজা উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদ কল্প বৃক্ষে শোভি উত্তর কুরুমণ্ডলে গমন পূর্ব্বক গন্ধমাদনের পাদ প্রদেশে, সুমেরুর উত্ত পার্শ্বে এবং দেবগণে পরিবেষ্টিত রমণীয় বন সমূহে পরম আনন্দের সহি ক্রীড়া করিয়াছিলেন।৮।৯

সেই পৃথিবীপতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত, অতিপবিত্র প্রয়াগ প্রদে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইলার পু নরশ্রেষ্ঠ পুরুরবা এইরূপই প্রভাব সম্পন্ন রাজা হইয়াছিলেন। উর্ব্বশী গর্ভে পুরুরবার দেবপুত্র সদৃশ অধোলিখিত পুত্র সকল উৎপন্ন হইয় ছিলেন।১০।১১

তাহারা সকলেই মহাত্মা ছিলেন এবং স্বর্গভূমিতে প্রসূত হইয়াছিলেন আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু এবং সুতায়ু উর্ব্বশীর এ কয়টী পুত্র হইয়াছিল, ইহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।১২।১৩

অমাবসুর পুত্র ভীম নামক রাজা প্রয়াগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ভীমের উত্তরাধিকারী কাঞ্চনপ্রভু। কাঞ্চনের বিদ্বান্ ও মহাবল সম্প সুহোত্র নামে পুত্র হইয়াছিল। সুহোত্রের কেশিনীর গর্ভে জহ্নু নাম

সুহোত্রস্যাভবজ্জহ্নুঃ কেশিন্যা গর্ভসংভবঃ।
আজহ্রে যো মহৎ সত্রং সর্ব্বমেধং মহামখম্ ॥১৫
পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিত্বেন সসার হ।
নেচ্ছতঃ প্লাবয়ামাস তস্য গঙ্গা মহৎ সদঃ ॥১৬
স তয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ।
সৌহোত্রিরব্রবীদ্গঙ্গাং ক্রুদ্ধো রাজা দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৭
এষ তে বিফলং যত্নং পিবন্নম্ভঃ করোম্যহম্।
অস্য গংগেঽবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি ॥১৮
রাজর্ষিণা ততঃ পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।
উপনিন্যুর্মহাভাগা দুহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্ ॥১৮
যুবনাশ্বস্য পুত্রীং তু কাবেরীং জহ্নুরাবহৎ।
যুবনাশ্বস্য শাপেন গঙ্গার্দ্ধেন বিনির্ম্মিতাম্ ॥১৯
জহ্নুস্তু দয়িতং পুত্রং সৌহোত্রং নাম ধার্ম্মিকঃ।
কাবের্য্যাং জনয়ামাস অজকস্তস্য চাত্মজঃ ॥২০

পুত্র উৎপন্ন হয়। এই জহ্নু সর্ব্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন ।১৪।১৫

পতিলাভাভিলাষিণী গঙ্গা পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট অভিসার করিয়াছিলেন। জহ্নু প্রত্যাখ্যান করিলে গঙ্গা সলিল দ্বারা তাঁহার সেই বিস্তৃত যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়াছিলেন ।১৬

হে দ্বিজগণ, সুহোত্রের পুত্র জহ্নু গঙ্গাদ্বারা যজ্ঞভূমি সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলিয়াছিলেন ।১৭

এই আমি সমস্ত জল পান করিয়া তোমার যত্ন বিফল করিতেছি। হে গঙ্গে, তুমি এই অহঙ্কারের ফল সদ্যই প্রাপ্ত হও ।১৮

মহর্ষিগণ জহ্নু কর্ত্তৃক গঙ্গাকে পীত দেখিয়া, তাঁহার কন্যারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার নাম জাহ্নবী রাখিলেন। যুবনাশ্বের দুহিতা কাবেরীকে জহ্নু বিবাহ করিয়াছিলেন, যুবনাশ্বের শাপ প্রভাবে গঙ্গার অর্দ্ধভাগ দ্বারা ঐ কাবেরীর শরীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। হে ধার্ম্মিকগণ, জহ্নু কাবেরীর গর্ভে সৌহোত্র নামক অতি প্রিয়দর্শন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।১৯।২০

অজকস্য তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহীপতিঃ।
বভূব মায়াশীলোপ কুশস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥২১
কুশপুত্রা বভূবুর্হি চত্বারো দেববর্চ্চসঃ।
কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাশ্বো মূর্ত্তিমাংস্তথা ॥২২
পহ্লবৈঃ স নিরাক্রামদ্রাজা বনচরস্তদা।
কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমং প্রভুঃ।
লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জগ্মিবান্ ॥২৩
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ততঃ শক্রোহ্যদৃশ্যত।
অত্যুগ্রং তাপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥২৪
সমর্থং পুত্রজননে স্বয়মেবান্বপদ্যত ॥২৫
পুত্রার্থং কল্পয়ামাস দেবেন্দ্রঃ স সুরোত্তমঃ ॥২৬
গাধেঃ কন্যাং মহাভাগাং নাম্না সত্যবতীং শুভাং।
স গাধিঃ কাব্যপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥২৭
তস্যাঃ প্রীতঃ স বৈ ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ।
পুত্রার্থং সাধয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥২৮

তাহার পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব নামক নৃপতি অতিশয় মায়াশীল ছিলেন। বলাকাশ্বের কুশ নামে একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ।২১

কুশের কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব এবং মূর্ত্তিমান্ এই চারিটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কুশিক রাজা পহ্লবগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করত ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভের সঙ্কল্প করিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে তাঁহার নিকট একবার (অদৃশ্যভাবে) আসিয়া চলিয়া গেলেন ।২২।২৩

বর্ষসহস্র পূর্ণ হইলে, ইন্দ্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। তখন সহস্রাক্ষ পুরন্দর সেই উগ্র তপস্যায় নিরত রাজাকে স্বসদৃশ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া আপনাকেই তাঁহার পুত্ররূপে কল্পিত করিলেন ।২৪।২৫।২৬

কুশিকের পুত্র গাধির সত্যবতী নাম্নী একটী শুভ লক্ষণা কন্যা ছিল। রাজা গাধি শুক্রাচার্য্যের পুত্র ঋচীককে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। ভৃগুবংশের আনন্দ বর্দ্ধন ঋচীক সেই ভার্য্যার উপর প্রীত হইয়া তাহার এবং গাধির পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত দুইটী পৃথক পৃথক চরু প্রস্তুত করিলেন ।২৭।২৮

উবাচাহূয় তাং ভর্ত্তা ঋচীকো ভার্গবস্তদা।
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা ত্বয়ং তব ॥২৯
তস্যাং জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
অজেয়ঃ ক্ষত্রিয়ৈা লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥৩০
তবাপি পুত্রং কল্যাণি ধৃতিমন্তং তপোধনং।
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥৩১
এবমুক্ত্বা তু তাং ভার্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ।
তপস্যভিরতোনিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ॥৩২
গাধিঃ সদারস্তু তদা ঋচীকাশ্রমমভ্যগাৎ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুতাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ ॥৩৩
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা তু ঋষেঃ সত্যবতী তদা।
চরুমাদায় যত্নেন সাতু মাত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥৩৪
মাতা তু তদভেদেন দুহিত্রে স্বচরুং দদৌ।
তস্যাশ্চরুমথাজ্ঞানাদাত্মসংস্থং চকার হ ॥৩৫

অনন্তর, ভৃগুনন্দন ঋচীক আপনার পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এই চরু তুমি ভোজন করিবে, আর ঐ দ্বিতীয় চরু তোমার মাতা ভোজন করিবেন। উহা ভোজন করিলে, তাঁহার দীপ্তিমান্, অজেয়, প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের সংহর্ত্তা, এবং ক্ষত্রিয় কুলের গৌরবস্বরূপ একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে।২৯।৩০

হে কল্যাণি তোমার এই চরু তোমার পুত্রকে ধৃতিমান্, তপোনিধি, প্রশান্ত এবং ব্রাহ্মণকুলের শ্রেষ্ঠ করিবে।৩১

ভার্য্যাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিত্য তপোনিরত ভৃগুনন্দন ঋচীক পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।৩২

সেই সময় গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভার্য্যার সহিত স্বীয় কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত ঋচীকের আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন সত্যবতী ঋষি প্রস্তুত চরু আনয়ন করিয়া নিজ মাতাকে অর্পণ করিলেন।৩৩।৩৪

মাতা ঐ চরুদ্বয়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া নিজের নিমিত্ত কল্পিত চরু কন্যাকে প্রদান করিলেন এবং কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন।৩৫

অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা।
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনাম্ ॥৩৬
তামৃচীকস্ততো দৃষ্ট্বা যোগেনাভ্যনুসৃত্য চ।
ততোঽব্রবীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তাং ভার্য্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥৩৭
মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে বস্তুব্যত্যাসহেতুনা।
জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্ম্মাঽতিদারুণঃ ॥৩৮
ভ্রাতা জনিষ্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ।
বিশ্বং হি তপসা ব্রহ্ম ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্ ॥৩৯
এবমুক্তা মহাভাগ ভর্ত্রা সত্যবতী তদা।
প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নেদৃশো ভবেৎ ॥৪০
ব্রাহ্মণাপসদস্তত্র ইত্যুক্তো মুনিরব্রবীৎ।
নৈষ সংকল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাস্ত্বিতি ॥৪১
পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাঽব্রবীদিদম্।
শমাত্মকমৃজুং ত্বং মে পুত্রং দাতুমিহার্হসি ॥৪২

অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়কুলের অন্তকর গর্ভ ধারণ করিলেন, ঋচীক তাঁহাকে শরীরের তেজাধিক্যহেতু উগ্রস্বরূপা দেখিয়া সমাধিদ্বারা সকলই বুঝিতে পারিলেন। পশ্চাৎ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বরবর্ণিনী ভার্য্যাকে বলিলেন, হে ভদ্রে, বস্তুর বৈপরীত্য ঘটাইয়া তোমার মাতা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তোমার গর্ভে অতিদারুণস্বভাব ক্রূরকর্ম্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে, অন্যদিকে তোমার ভ্রাতা তপোধন এবং ব্রাহ্মণতুল্য শান্তস্বভাব হইবে।৩৬।৩৭।৩৮

আমি তপস্যাপ্রভাবে সমুদয় বেদ উহাতে সমর্পণ করিয়াছি। ভর্ত্তৃ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাভাগা সত্যবতী আপনার ঔরসে আমার যেন এরূপ ব্রাহ্মণাপসদ পুত্র না হয়, এই বলিয়া স্বামীর নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিলেন।৩৯।৪০

এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মুনি বলিলেন, হে ভদ্রে, আমি এরূপ সঙ্কল্প করি নাই, কিন্তু আমি যেরূপ কল্পনা করিয়াছি তাহাই হইবে।৪১

এইরূপে উক্ত হইয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিলেন, আপনি আমাকে ঋজু ও শান্তস্বভাব পুত্র প্রদান করুন, হে দ্বিজোত্তম, যদি আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যথা করিতে না পারেন, তবে আপনি যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন আমার পৌত্র না হয়, সেইরূপই হৌক। অনন্তর

কামমেবং বিধঃ পৌত্রো মম স্যাত্তু বচস্তয়া।
যদ্যন্যথা ন শক্যং বৈ কর্ত্তুমেতদ্দ্বিজোত্তম ॥৪৩
ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্যাং সুতপোধনঃ।
ভদ্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রার্থং বরবর্ণিনি ॥৪৪
ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥৪৫
ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্।
তপস্যভিরতং নিত্যং জমদগ্নিং শমাত্মকম্ ॥৪৬
ভৃগোর্জগত্যাং বংশেঽস্মিন্ জমদগ্নিরজায়ত।
সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যধর্ম্মপরায়ণা।
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী ॥৪৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ।
তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ॥৪৮
রেণুকাযাং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ।
আর্চীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যং সুদারুণম্ ॥৪৯
সর্ব্ববিদ্যানুগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্ব্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥৪৯
বিশ্বামিত্রং তু দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ।
জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিদ্যাসমন্বিতম্ ॥৫০

তপোধন ঋচীক ভার্য্যার উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে বরবর্ণিনি, আমার পুত্রে ও পৌত্রে কিছু বিশেষ নাই, অতএব হে ভদ্রে, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। অনন্তর সত্যবতী নিত্যতপোনিরত শান্তস্বভাব জমদগ্নি নামে পুত্র প্রসব করিলেন। এই পৃথিবী তলে ভৃগুর বংশে জমদগ্নি উৎপন্ন হইবামাত্র, সেই সত্যধর্ম্মপরায়ণা, পুণ্যশীলা, সত্যবতী কৌশিকী নামে বিশ্রুত মহানদীরূপে পরিণত হইলেন।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

ইক্ষ্বাকুবংশে রেণু নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম কামলী, তাঁহাকে লোকে রেণুকাও বলিত। তাঁহার সহিত জমদগ্নির বিবাহ হয়। তপোবিদ্যাসম্পন্ন ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি ঐ কামলীর গর্ভে সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন, ধনুর্বিদ্যায় পারগ, ক্ষত্রকুলের উচ্ছেদক, অতি দারুণস্বভাব প্রদীপ্তপাবকসদৃশ জামদগ্ন্য রামকে উৎপাদন করিলেন। এদিকে কুশিকের পুত্র গাধি তপোবিদ্যাসমন্বিত বিশ্বামিত্র নামক পুত্র উৎপাদন

প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং যোয়ং ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ ॥৫১
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্বংশবর্দ্ধনঃ ॥৫২
বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামান্যতঃ পরম্ ॥৫৩
দেবরাতঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।
শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণো জজ্ঞেঽথ রেণুকঃ ॥৫৪
সাংকৃতির্গালবশ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ।
কচ্ছপো হারীতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে সুতাঃ ॥৫৫
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্।
প্রাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈবচ।
পার্থিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবাস্কলাঃ।
লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কারূষকাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৬
পৌরবস্য মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য চ।
সম্বন্ধোঽপ্যস্য বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ ॥৫৭

করিলেন। এই ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রের প্রথম নাম বিশ্বরথ ইনি তপঃ প্রভা[বে] ব্রহ্মর্ষিদিগের তুল্য ক্ষমতা লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ভৃগুনন্দন ঋচীকের প্রসাদেই কুশিকনন্দন গাধির ঔরসে তাদৃশ বংশবর্দ্ধ[ক] পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত প্রভৃতি ত্রিভুবনে বিখ্যাত। অতঃপ[র] তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। দেবরাত, কতি, (যাঁহার সন্তানগ[ণ] কাত্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ), হিরণ্যাক্ষ, রেণ, রেণুক, সাংকৃতি, গালব, দেব[ল] অষ্টক, কচ্ছপ এবং হারীত।৫৩।৫৪।৫৫

ইঁহারা বিশ্বামিত্রের ঔরসে শালাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এ[ই] সকল মহাত্মা কুশিক বংশসম্ভূত, দেবরাত প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক এক বিখ্যাত গোত্র আছে যথা প্রাণী, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরা[ত] শালঙ্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, যমদূত এবং কারূষক।৫৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, পৌরব ও কৌশিক বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ম[ধ্যে] বৈবাহিকসম্বন্ধ বহুদিন হইতে প্রচলিত। বিশ্বামিত্রের পুত্রের ম[ধ্যে]

বিশ্বামিত্রাত্মজানাস্তু শুনঃশেফোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ।
হরিদশ্বস্য যজ্ঞে তু পশুত্বে বিনিযোজিতঃ ॥৫৮
দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেফো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ।
দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাৎ দেবরাত ইতি স্মৃতঃ।
দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্য বৈ সুতাঃ ॥৫৯

শুনঃশেফ জ্যেষ্ঠ। হরিদশ্ব নামক রাজার যজ্ঞে এই শুনঃশেফকে পশুরূপে কল্পনা করা হয়।৫৭।৫৮

পরে দেবগণ শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করেন বলিয়া ইহার নাম দেবরাত হয়, দেবরাত প্রভৃতি সাতটী পুত্র বিশ্বামিত্রের প্রথমে উৎপন্ন হয়।৫৯

বিষ্ণুপুরাণ।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় বিষ্ণুপুরাণও একখানি বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রধান পুরাণ, ইহাও অষ্টাদশমহাপুরাণের অন্তর্গত। ইহার রচনার প্রাঞ্জলতা এবং বিশুদ্ধতা দেখিয়া সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিত-গণই অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা ইহার প্রাচীনত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার পদ্যভাগ যেমন প্রাঞ্জল, গদ্য ভাগও সেইরূপ প্রসাদগুণসম্পন্ন। অধিকন্তু ইহাতে পুরাণের সমুদয় লক্ষণই সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত দৃষ্ট হয়।

এই বিষ্ণুপুরাণ ছুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দ্বাবিংশ, দ্বিতীয় অংশে ষোড়শ, তৃতীয় অংশে অষ্টাদশ, চতুর্থ অংশে চতুর্ব্বিংশতি, পঞ্চম অংশে অষ্টাত্রিংশৎ এবং ষষ্ঠ অংশে আটটী অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে চতুর্থ অংশটি সম্পূর্ণই গদ্যময়, অবশিষ্ট অংশগুলি পদ্যময়। ভাগবত পুরাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা তেইশ হাজার মৎস্যপুরাণেও ইহার শ্লোক সংখ্যা এইরূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রলয়, পৃথিবীর বিস্তার, দ্বীপ, বর্ষ ও দেশবিভাগ, সমুদ্র, পর্ব্বত ও নদ, নদীর সংস্থান, সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান ও প্রমাণ, দেব ও রাজর্ষিদিগের বংশ-বর্ণন, মনু ও মন্বন্তর কথন, কল্প ও বিকল্প, যুগবিভাগ, যুগধর্ম্ম, কল্পান্ত স্বরূপ, দেব, ঋষি ও রাজাদিগের চরিত, বেদ ও তাহার শাখা বিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয় পৌরাণিক বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভাগবতের দশমস্কন্দের ন্যায় ইহার পঞ্চম অংশটী কেবল কৃষ্ণচরিত বর্ণনায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রহ্লাদ চরিত।

১ম অংশ—সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ।
প্রহ্লাদস্য সদোদারচরিতস্য মহাত্মনঃ॥১
দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ॥২
ইন্দ্রত্বমকরোৎ দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্।
বায়ুরগ্নিরপাংনাথঃ সোমশ্চাভূন্মহাসুরঃ॥৩
ধনানামাধিপঃ সোঽভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ।
যজ্ঞভাগানশেষাংস্তু স স্বয়ং বুভুজেঽসুরঃ॥৪
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তত্রাসান্মুনিসত্তম।
বিচেরুরবনৌ সর্ব্বে বিভ্রাণা মানবীং তনুম্॥৫
জিত্বা ত্রিভুবনং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদর্পিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্॥৬

পরাশর বলিলেন, সেই উদারচরিত ধীমান্ মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত্র সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।১

পূর্ব্বকালে দিতির পুত্র মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া সমুদয় ত্রৈলোক্য বশীভূত করিয়াছিল। সেই অসুরশ্রেষ্ঠ স্বয়ং ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, এবং সোমের অধিকার গ্রহণ করিয়াছিল। সে নিজেই কুবের ও যমের কার্য্য করিত এবং ঐ সকল দেবগণের প্রাপ্য সমুদয় যজ্ঞভাগ সে নিজেই ভোগ করিত। হে মুনিসত্তম! তৎকালে দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন।২।৩।৪।৫

সেই অসুর, সমুদয় ত্রিভুবন জয় করিয়া সেই ত্রৈলোক্য বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছিল। এবং সর্ব্বদা গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া

তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ।
পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতোঽর্ভকঃ ॥৭
একদা তু স ধর্ম্মাত্মা জগাম গুরুণা সহ।
পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥৮
পাদপ্রণামাবনতং তমুত্থাপ্য পিতা সুতম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদ মমিতৌজসম্ ॥৯
পঠ্যতাং ভবতা বৎস! সারভূতং সুভাষিতম্।
কালেনৈতাবতা যত্নে সদোদ্যুক্তেন শিক্ষিতম্ ॥১০

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং তাত বক্ষ্যামি সারভূতং তবাজ্ঞয়া।
সমাহিতমনা ভূত্বা যন্মে চেতস্যবস্থিতম্ ॥১১
অনাদিমধ্যান্তমজম্ অবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১২

অভিলষিত বিষয় সকল ভোগ করিত। প্রহ্লাদ নামে তাহার পুত্র অতিশয় মহাভাগ হইয়াছিলেন। ঐ প্রহ্লাদ শৈশবে গুরুগৃহে অবস্থিত হইয়া বালপাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন সময়ের মধ্যে কোন দিন সেই ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ গুরুর সহিত পানাসক্ত নিজ পিতা দৈত্যাধিপতির সমীপে গমন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া অবনতভাবে অবস্থিত থাকিলে, হিরণ্যকশিপু সেই অমিতোজা পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া বলিয়াছিলেন।৬।৭।৮।৯

হে পুত্র! তুমি এইকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মনোযোগসহকারে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ, তাহার মধ্যে যাহা সার এবং সুভাষিত, তাহা পাঠ কর।১০

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিত! আমি আপনার আজ্ঞায়, আমার হৃদয়ে যাহা সাররূপে অবস্থিত, তাহা বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সেই আদি, মধ্য, অন্ত এবং ক্ষয় ও বৃদ্ধি রহিত অজ, অচ্যুত এবং সকল কারণেরও কারণ স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করিতেছি।১১।১২

পরাশর উবাচ।

এবং নিশম্য দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বিলোক্য তদ্‌গুরুং প্রাহ স্ফুরিতাধরপল্লবঃ ॥১৩
ব্রহ্মবন্ধো! কিমেতত্তে বিপক্ষস্তুতিসংহিতম্।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে।

গুরুরুবাচ।

দৈত্যেশ্বর ন কোপস্য বশমাগন্তুমর্হসি।
মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে সুতঃ ॥১৫

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অনুশাস্তোঽসি কেনেদৃক্? বৎস! প্রহ্লাদ! কথ্যতাম্।
মমোপদিষ্টং নেত্যেষ প্রব্রবীতি গুরুস্তব ॥১৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত! কঃ কেন শাস্যতে ॥১৭

পরাশর বলিলেন, এই বাক্য শ্রবণমাত্র দৈত্যপতির লোচনদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হইল, অধর কম্পিত হইল, সেই দৈত্যেন্দ্র তাঁহার গুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, ওরে ব্রাহ্মণাধম! তোমার এ কি কার্য্য? হে দুর্ম্মতে! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া এই বালককে আমার বিপক্ষের অসার স্তুতি শিখাইয়াছ?১৩।১৪

গুরু বলিলেন, হে দৈত্যেশ্বর, আপনি ক্রোধের বশীভূত হইবেন না, আপনার পুত্র যাহা বলিতেছে, উহা আমার উপদেশের অনুরূপ নয়।১৫

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে বৎস, প্রহ্লাদ, তোমার গুরু বলিতেছেন, তুমি যাহা বলিলে উহা তাঁহার উপদেশানুরূপ নহে, তবে কাহার নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ?১৬

প্রহ্লাদ বলিলেন, সমুদয় জগতের হৃদয়ে যিনি অবস্থিত, সেই বিষ্ণুই আমার উপদেশক, হে পিতঃ, সেই পরমাত্মা ভিন্ন কে কাহাকে শিক্ষা প্রদান করে?১৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

কোঽয়ং বিষ্ণুঃ? সুদুর্ব্বুদ্ধে! যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ।
জগতামীশ্বরস্যেহ পুরতঃ প্রসভং মম॥১৮

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥১৯

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোঽজ্ঞ! কিমন্যো? ময্যবস্থিতে।
তবাস্তি মর্ত্তুকামস্ত্বং প্রব্রবীষি পুনঃ পুনঃ॥২০

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং তাত? মম প্রজানাং স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্॥২১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রবিষ্টঃ কোঽস্য হৃদয়ে দুর্ব্বুদ্ধেরতিপাপকৃৎ।
যেনেদৃশান্যসাধূনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ॥২২

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে দুর্ব্বুদ্ধে, আমিই সমুদয় জগতের ঈশ্ব আমার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত যাহার নাম কীর্ত্তন করিতেছি সেই বিষ্ণু কে?।১৮

প্রহ্লাদ বলিল, যাহার পরম পদ শব্দ দ্বারা অপ্রকাশ্য কেবল যো গণের ধ্যান মাত্রে অবগম্য, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, ও যিনি স্বয়ং বিশ্বস্বরূপ সেই পরমেশ্বরই বিষ্ণু।১৯

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে অজ্ঞ, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোর নি কে আবার পরমেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল? তুই আপনার মৃত্যু কা করিয়াই বারম্বার এইরূপ বলিতেছিস্?২০

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু কেবল আমার অন্য প্রজাগণের নহে। প্রত্যুত আপনারও ধাতা, বিধাতা, ও পরমে আপনি প্রসন্ন হউন, কি নিমিত্ত ক্রোধ করিতেছেন।২১

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই দুর্ব্বুদ্ধির হৃদয়ে অতি পাপকারী কোন প্রবেশ করিয়া থাকিবে, যাহা দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হইয়া এইরূপ অসাধু বা বলিতেছে।২২

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলম্মদ্ধৃদয়ং স বিষ্ণুরাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ! সমস্তান্ সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ॥২৩

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নিষ্ক্রাম্যতাময়ং দুষ্টঃ শাস্যতাঞ্চ গুরোর্গৃহে।
যোজিতো দুর্ম্মতিঃ কেন? বিপক্ষবিতথস্তবে॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে স তদা দৈত্যৈর্নীতো গুরুগৃহং পুনঃ।
জগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রূষণোদ্যতঃ॥২৫
কালেঽতীতে চ মহতি প্রহ্লাদমসুরেশ্বরঃ।
সমাহূয়াব্রবীৎ পুত্র! গাথা কাচিৎ প্রগীয়তাম্॥২৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

যতঃ প্রধান-পুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥২৭

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! সেই বিষ্ণু কেবল আমার হৃদয়ে নয়, কিন্তু সমুদয় লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, তিনি আমাকে, আপনাকে এবং অপর সকলকে সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, কারণ তিনি সর্ব্বগত।২৩

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই দুষ্টকে এই স্থান হইতে নিষ্কাশিত কর এবং গুরু গৃহে রাখিয়া শাসিত কর, এই দুর্ম্মতি অবশ্য কোন দুষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিপক্ষের মিথ্যাস্তুতি করিতে শিক্ষিত হইয়াছে।২৪

পরাশর বলিলেন, হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিলে, দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার গুরুর গৃহে লইয়া যাইল, প্রহ্লাদও সেই স্থানে অনবরত গুরু সেবায় নিরত হইয়া বিদ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইলে, অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডাকিয়া বলিল, হে পুত্র! একটী উত্তম শ্লোক পাঠ কর।২৫।২৬

প্রহ্লাদ বলিলেন, যাহা হইতে প্রধান, পুরুষ এবং এই চরাচর বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে সেই সমস্ত জগতের কারণ বিষ্ণু আমাদিগের উপর প্রসন্ন হউন।২৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুরাত্মা বধ্যতামেষ নানেনার্থোঽস্তি জীবতা।
স্বপক্ষহানিকর্তৃত্বাৎ মৎকুলাঙ্গারতাং গতঃ ॥২৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাস্ততস্তেন প্রগৃহীতমহাযুধাঃ।
উদ্যতাস্তস্য নাশায় দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥২৯

প্রহ্লাদ উবাচ।

বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথাস্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মাক্রামন্ত্বায়ুধানি মে ॥৩০

পরাশর উবাচ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈত্যৈঃ শস্ত্রৌঘৈরাহতোঽপি সন্।
নাবাপ বেদনামল্পামভূচ্চৈব পুনর্নবঃ ॥৩১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুর্ব্বুদ্ধে! বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব ॥৩২

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই দুরাত্মাকে বধ কর, ইহার বাঁচিয়া থাক কোন প্রয়োজন নাই, যে হেতু এই বালক স্বপক্ষের হানিকারক ও ম কুলের অঙ্গার স্বরূপ হইয়াছে।২৮

পরাশর বলিলেন, অনন্তর সেই দৈত্যপতিকর্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া শত দৈত্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রহ্লাদের বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে দৈত্যগণ, বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রে যেমন বিদ্য আমার শরীরেও সেই রূপ বিদ্যমান আছেন, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হ তোমাদিগের অস্ত্র কখনই আমার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিবে না

পরাশর বলিলেন, অনন্তর সেই দৈত্যগণ কর্তৃক অস্ত্রসমূহ দ্বারা বা আহত হইয়াও প্রহ্লাদ অল্পমাত্রও বেদনা প্রাপ্ত হন নাই বরং তিনি অস্ত্র আঘাতের পরও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত অবস্থান ক ছিলেন।৩১

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে দুর্ব্বুদ্ধে? এই শত্রুপক্ষ স্তব হইতে নিবৃত্ত তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, অতিশয় নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য ক না।৩২

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদিভয়ানি সর্ব্বাণ্যপয়ান্তি তাত ॥৩৩

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অাল্যতামসুরা বহ্নিরপসর্পত দিগ্‌গজাঃ।
বায়ো সমেধয়াগ্নিং ত্বং দহ্যতামেষ পাপকৃৎ ॥৩৪

পরাশর উবাচ।

মহাকাষ্ঠচয়-চ্ছন্নমসুরেন্দ্র-সুতং ততঃ।
প্রজ্বাল্য দানবা বহ্নিং দদহুঃ স্বামিনোদিতাঃ ॥৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহং।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥৩৬

পরাশর উবাচ।

অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচুর্ভার্গবস্যাত্মজা দ্বিজাঃ।
পুরোহিতা মহাত্মানঃ সাম্না সংস্তূয় বাগ্মিনঃ ॥৩৭

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ যাঁহার স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও যম প্রভৃতির সর্ব্ববিধ ভয় অপগত হয়, ভয়ের অপহারক সেই অনন্ত যখন আমার চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমার ভয় কোথায় ?৩৩

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে অসুরগণ, দিগ্‌গজ সকলকে সরাইয়া বহ্নি প্রজ্বলিত কর, হে বায়ো! তুমি ঐ অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিয়া এই পাপকারীকে দগ্ধ কর।৩৪

পরাশর বলিলেন, অনন্তর দানবগণ প্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই অসুরেন্দ্র পুত্রকে মহৎ কাষ্ঠরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।৩৫

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! এই বহ্নি বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াও আমাকে দহন করিতেছে না, আমি ইহার চারিদিকে পদ্মের আস্তরণ বিস্তৃত দেখিতেছি এবং সমুদয় দিঙ্মুখ শীতল অনুভব করিতেছি।৩৬

পরাশর বলিলেন, অনন্তর ভার্গবের পুত্র সুবক্তা, মহাত্মা পুরোহিতগণ মিষ্টবাক্যে স্তব করিয়া দৈত্যপতিকে বলিল, হে রাজন্, এই নিজ বালক পুত্রের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ আপনি দেবসমূহ বা অন্য যাহার

পুরোহিতা উচুঃ।

রাজন্ নিয়ম্যতাং কোপো বালেঽত্র তনয়ে নিজে।
কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥৩৮
তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ।
যথা বিপক্ষনাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥৩৯
বালত্বং সর্ব্বদোষাণাং দৈত্যরাজাস্পদং যতঃ।
ততোঽত্র কোপমত্যর্থং যোক্তুমর্হসি নার্ভকে ॥৪০
নতক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদ্যদি।
ততঃ কৃত্যাং বধায়াস্য করিষ্যামো নিবর্ত্তিনীম্ ॥৪১

পরাশর উবাচ।

এবমভ্যর্থিতস্তৈস্তু দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ।
দৈত্যৈর্নিষ্কাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঞ্চয়াৎ ॥৪২
ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্।
অধ্যাপয়ামাস মুহু-রুপদেশান্তরে গুরোঃ ॥৪৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ।
ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্ ॥৪৪

প্রতি কোপ করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই আপনার কোপ সফল হইয়াছে হে নৃপ! আমরা এই বালককে সেইরূপে শাসন করিব, যাহাতে বিনী হইয়া আপনার বিপক্ষ নাশের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হয়, হে দৈত্যরাজ, বালকত নিখিল দোষের আস্পদ, অতএব আপনি এই বালকের প্রতি অতি কোপ করিবেন না, যদি এই বালক আমাদের কথায় হরির পক্ষ ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমরা ইহার বধের নিমিত্ত অভিচার করিব।৩৭—৪১

পরাশর বলিলেন, পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া দৈ পতি দৈত্যগণ দ্বারা পুত্রকে অগ্নিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিলেন, অন সেই বালক প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বাস করতঃ গুরু যখন অধ্যাপনায় বি থাকিতেন, সেই অবকাশে দানব বালকদিগকে বারম্বার এইরূপে শি প্রদান করিতেন।৪২।৪৩

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে দৈত্যবালকগণ, প্রকৃততত্ত্ব কথা শ্রবণ কর, কখনই মিথ্যা বিবেচনা করিও না, কারণ ইহাতে কোন প্রলোভনাদি ন

জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা ॥৪৫
ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষন্দৃশ্যতে চৈতদস্মাকন্তবতান্তথা ॥৪৬
মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ ॥৪৭
গর্ভবাসাদি যাবত্তু পুনর্জন্মোপপাদনম্।
সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥৪৮
ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎপুনঃ ॥৪৯
অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাম্ ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥৫০
ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব কান্তিশোভাসৌরভ্যকমনীয়াদয়োগুণাঃ ॥৫১

সমুদয় জীব যথাক্রমে জন্ম, বাল্য এবং যৌবন প্রাপ্ত হয়, অনন্তর প্রতিদিবস বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বর পুত্রগণ, বার্দ্ধক্যের পরই জন্তুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন তোমাদের, আমার এবং সকল জীবেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে।৪৪।৪৫।৪৬

মৃতব্যক্তির যে পুনরায় জন্ম হয় তাহাতেও কোন সংশয় নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, কিন্তু উপাদান ব্যতীতও দেহের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব পুনর্জন্মের উপাদান স্বরূপ গর্ভবাস প্রভৃতি সমুদয় অবস্থাই দুঃখপ্রদ বলিয়া অবগত হও। অপরিণামদর্শী বালকেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতোষ্ণাদির উপশমকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই না। তোমরা কি দেখিতে পাও না অত্যন্ত বাতরোগে নিশ্চলাঙ্গ, ব্যায়াম দ্বারা সুখলিপ্সু, ভ্রান্তব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ দুঃখপ্রদ প্রহারকেও সুখ বোধ করে।৪৭।৪৮।৪৯।৫০

অশেষবিধ শ্লেষ্মাদির রাশি স্বরূপ এই ভৌতিক শরীর কোথায়? আর কান্তি, শোভা, সৌরভ্য এবং সৌন্দর্য্যাদি গুণই বা কোথায়? অর্থাৎ উহাদের কখনই একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। যে মূঢ়বুদ্ধি মাংস, রক্ত, পূঁয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থির সংঘাতস্বরূপ, এই দেহে প্রীতি লাভ

মাংসাসৃক্ পূয় বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥৫২
অগ্নেঃ শাতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখ কর্তৃত্বং তদ্বিলোমস্য চেতরৈঃ॥৫৩
করোতি হে দৈত্যসুতা যাবন্মাত্রং পরিগ্রহং।
তাবন্মাত্রং সএবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি॥৫৪
যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥৫৫
যদ্ যদ্ গৃহে তন্মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ।
নাশদাহাপহরণং তত্র তস্যৈব তিষ্ঠতি॥৫৬
জন্মন্যত্র মহদ্দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ॥৫৭
গর্ভেচ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ॥৫৮

করিতে পারে, সে নরকেও যে প্রীতিমান্ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেমন প্রথমে শীত লাগিলে উত্তাপ সুখকর হয়, প্রথমজাত তৃষ্ণা জল সুখকর হয়, ও ক্ষুধায় অন্ন সুখকর হয়, সেইরূপ প্রথম উত্তাপ লাগিলে শীতও সুখকর হয় এবং সময় বিশেষে তৃষ্ণা ও ক্ষুধারও সুখকরত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব হে দৈত্যগণ, ইহা দ্বারা এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে আমরা যে পরিমাণে সুখকর বলিয়া যাহাদের গ্রহণ করি, তাহাই আমাদের সেই পরিমাণে দুঃখপ্রদ হয়।৫১।৫২।৫৩

মনুষ্যগণ যত পরিমাণে মনের ভালবাসা সম্বন্ধের বিস্তার করে, সেই পরিমাণেই তাহাদের হৃদয়ে শোকশঙ্কু নিখাত হয়, সংসারাসক্ত ব্যক্তির নিজ গৃহে যে সকল বস্তু থাকে, সে অন্যত্র অবস্থান করিলেও তাহার হৃদয়ে সেই সকল বস্তু জাগরূক থাকে, সুতরাং কি গৃহে, কি প্রবাসে, সর্ব্বত্রই তাহার সহিত ঐ সকল বস্তুর বিনাশ, দাহ এবং অপহরণের ভয় বিদ্যমান থাকে।৫৪।৫৫।৫৬

এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিবার সময় অতিশয় দুঃখ হয়, মরিবার সময়ও সেইরূপ দুঃখ হয়, মরিবার পর যমালয়ে নরক ভোগে অতি দুঃখ এবং পুনর্ব্বার গর্ভে সংক্রমিত হইবার সময়ও বিষম দুঃখ অনুভূত হয়।

তদেবমতিদুঃখানামাস্পদেঽত্র ভবার্ণবে।
ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্ ॥৫৯
মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরাযৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ ॥৬০
বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্ ॥৬১
বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎ কৃতম্ ॥৬২
এবং দুরাশয়াক্ষিপ্তমানসঃ পুরুষঃ সদা।
শ্রেয়সোঽভিমুখং যাতি ন কদাচৎ পিপাসিতম্ ॥৬৩
বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।
অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্দ্ধকং সমুপস্থিতম্ ॥৬৪

যদি গর্ভবাসসময়ে তোমরা কিছুমাত্র সুখ অনুভব করিয়া থাক, তাহলে তাহা ব্যক্ত কর, ফলতঃ নিখিল জগৎকে কেবল দুঃখময় বলিয়া জানিও। অতএব অতিদুঃখসমূহের আস্পদ এই সংসারসমুদ্রে একমাত্র বিষ্ণুই পরম আশ্রয়; ইহা আমি তোমাদিগের নিকট সত্য বলিতেছি।৫৭।৫৮।৫৯

হে বালকগণ, তোমরা বিবেচনা করিও না যে আমরা বালক, কারণ আমাদের দেহবর্ত্তী পরমাত্মা সনাতন; জরা, যৌবন, এবং জন্মাদি এই সকল দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মার নয়। মনুষ্যেরা সর্ব্বদা এইরূপ বিবেচনা করে যে, এক্ষণে আমি বালক, যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইচ্ছানুসারে হিতসাধনের চেষ্টা করিব, পরে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বিবেচনা করে বার্দ্ধক্য আসিলে আপনার হিত করিব, অনন্তর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করে, এক্ষণে ঐ সমুদয় কর্ম্ম করিতে আমার সামর্থ্য নাই, আর সমর্থাবস্থায় যাহা না করিয়াছি, এক্ষণে তাহা কিরূপেই বা করিব? দুরাশাগ্রস্ত মনুষ্যগণ সর্ব্বদা এইরূপে ভোগ-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া কখনও আকাঙ্ক্ষিত হিতের দিকে গমন করে না।৬০।৬১।৬২।৬৩

মূঢ় মনুষ্যগণ বাল্যকালে নানাবিধ ক্রীড়ায় আসক্ত থাকে, যৌবনে বিষয়ভোগে নিরত হয়, সুতরাং দৌর্ব্বল্যেঅভিভূত হইয়াই সমাগত বার্দ্ধক্যকে অতিবাহিত করে। অতএব বিবেকী পুরুষ বাল্যকালেই আপনার হিতের

তস্মাদ্বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা।
বাল্যযৌবনবৃদ্ধাদ্যৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥৬৫
তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদখিলং জগৎ।
তদা শোচ্যেষু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ ॥৬৬
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ ॥৬৭
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেত্ততঃ।
শোচ্যান্যহোতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥৬৮
এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম ॥৬৯
বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥৭০
সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্ যূয়ং তথা বয়ম্।
তথা যত্নং করিষ্যাম যথা প্রাপ্স্যাম নির্বৃতিম্ ॥৭১
যা নাগ্নিনা ন বার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়ুনা।
পর্জ্জন্যবরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥৭২

নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিবে। কারণ আত্মার বাল্য যৌবন বা বার্দ্ধক্য ইত্যা কোন অবস্থাই নাই ।৬৪।৬৫

যখন এই সমস্ত জগতই তাপত্রয়ে অভিভূত, তখন সমস্ত বস্তুর নিমি শোক করা উচিত, কারও প্রতি দ্বেষ করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে, সমস্ত বস্তুই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় এবং কেবল আমিই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাপিও আনন্দ করা উচিত। কারণ দ্বেষ করিলে আপনার হা হইয়া থাকে। যদি অপর ভূতগণ অকারণ বদ্ধবৈর হইয়া দ্বেষ ক তথাপি পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মোহান্ধ জানিয়া তাহাদিগের প্রতি দ করিয়া থাকেন ।৬৬।৬৭।৬৮

হে দৈত্যপুত্রগণ, আমি এ পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদীদিগের মত সকল বলি মাত্র, ঐ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া এক্ষণে সার কথা শ্রবণ কর ।৬৯

এই জগৎ সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র, অতএব পণ্ডিতগণের স বস্তুকেই আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। নিমিত্ত, আইস তোমরা, এবং আমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ ক

প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতত্তে বিচেষ্টিতম্।
এতন্মন্ত্রাদিজনিতমুতাহো সহজং তব ॥৭৯
এবং পৃষ্টস্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোঽসুরবালকঃ।
প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮০
ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত নবা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতোহৃদি ॥৮১
অন্যেষাং যোন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে ॥৮২
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্বীজজন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য বাশুভম্ ॥৮৩
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্ ॥৮৪
পরাশর উবাচ।
গৃহীতনীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ যদা গুরুঃ।
মেনে তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥৮৫

ইহা কি তোমার কোন মন্ত্রাদি সাধনে উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা স্বাভাবিক?।৭৮।৭৯

পিতা কর্তৃক ঐরূপে পৃষ্ট হইয়া, সেই অসুরনন্দন প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে পিতঃ! ইহা আমার কোন মন্ত্রাদি সাধনে সিদ্ধ হয় নাই, অথবা স্বাভাবিকও নহে, ভগবান্ নারায়ণ যে যে ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের সকলেরই এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট চিন্তায় যেরূপ পরাঙ্মুখ, অন্যের অনিষ্টচিন্তাতেও সেইরূপ পরাঙ্মুখ, হে পিতঃ, তাহার অনিষ্টের হেতু না থাকায়, কখনই অনিষ্ট হয় না।৮০।৮১।৮২

যে মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অপরের পীড়া উৎপাদন করে, ঐ পরপীড়ারূপবীজ হইতেই তাহার প্রচুর অনিষ্ট সংঘটিত হয়, আমি ভগবান্ নারায়ণকে সর্ব্বভূত এবং আপনাতে অবস্থিত জানিয়া কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না, কার্য্যতঃও করি না এবং মুখেও বলি না।৮৩।৮৪

পরাশর বলিলেন, এইরূপে কিছুকাল গত হইলে গুরু যখন প্রহ্লাদকে নীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও বিনীত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তখন তাঁহার

গৃহীতনীতিশাস্ত্রস্তে পুত্রো দৈত্যপতে কৃতঃ।
প্রহ্লাদস্তত্ত্বতোবেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥৮৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

মিত্রেষু বর্ত্ততে কথং অরিবর্গেষু ভূপতিঃ।
প্রহ্লাদ ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথঞ্চরেৎ ॥৭৮
কথং মন্ত্রিষমাত্যেষু বাহ্যেষ্বভ্যন্তরেষু চ।
চরেষু পৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষ্বিতরেষু চ ॥৮৮
কৃত্যাকৃত্যবিধানেষু দুর্গাটবিকসাধনে।
প্রহ্লাদ কথ্যতাং সম্যক্ তথা কণ্টকশোধনে ॥৮৯
এতচ্চান্যচ্চ সকলমধীতং ভবতা যথা।
তথা মে কথ্যতাং জ্ঞাতুং তবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥৯৬

পরাশর উবাচ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশ্রয়ভূষণঃ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥৯১

পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন, হে দৈত্যপতে! আপনার পুত্র প্রহ্লাদকে নীতি শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন করিয়াছি, শুক্রাচার্য্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, প্রহ্লাদ সেই সমুদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছে ৷৮৫ ৮৬

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে প্রহ্লাদ, রাজা কালত্রয়ে মিত্র, শত্রুবর্গ, এবং মধ্যস্থের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? এবং মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সহিত, বাহ্য ও মূল প্রকৃতির সহিত, দূতগণের সহিত, পুরবাসীগণের সহিত, এবং শঙ্কিত ও অশঙ্কিতের সহিতই বা কিরূপ ব্যবহার করিবে? অপিচ কৃত্য ও অকৃত্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে, দুর্গ ও আটবিকের পরিপালন বিষয়ে এবং শত্রুবর্গের সমুচ্ছেদ বিষয়েই বা কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে? হে প্রহ্লাদ, ইত্যাদি সকল বিষয়ে তুমি গুরুর নিকট যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছ, তাহা আমার নিকট সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত কর, যাহাতে আমি তোমার মনোগত ভাব উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হই ৷৮৭৷৮৮৷৮৯৷৯০

পরাশর বলিলেন, সেই বিনয়ালঙ্কৃত প্রহ্লাদ তৎকালে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে দৈত্যপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, গুরু আমাকে এই সকল বিষয়েরই যে, উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কিছু

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতন্মম ॥৯২
সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথা পরৌ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥৯৩
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত, মা ক্রুধঃ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিম্প্রয়োজনম্ ॥৯৪
সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ।
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পৃথক্কুতঃ ॥৯৫
তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্টারম্ভোক্তিবিস্তরৈঃ।
অবিদ্যান্তর্গতৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্যস্তাত, শোভনে ॥৯৬
বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানাত্তাত জায়তে।
বালোঽগ্নিং ন চ খদ্যোতং অসুরেশ্বর মন্যতে ॥৯৭
তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পিনৈপুণম্।

মাত্র সংশয় নাই, আমিও তাঁহার উপদেশ যথাযথ গ্রহণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু উহা আমার নিকট সাধু বলিয়া প্রতীত হইতেছে না ।৯১।৯২

মিত্রাদির সাধন বিষয়ে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়ই কথিত হইয়াছে, কিন্তু হে পিতঃ, আপনি ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই মিত্রদিগকেই দেখিতে পাইতেছি না। হে মহাবাহো, যখন সাধ্যই নাই, তখন সাধনের প্রয়োজন কি? হে পিতঃ, যখন সেই জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ নিখিল ভূতেরই আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র বা অমিত্রের কথাই বা কি? সেই ভগবান্ বিষ্ণু যখন আপনাতে, আমাতে এবং অন্যেতেও বর্ত্তমান, তখন এই ব্যক্তি মিত্র এবং এই ব্যক্তি শত্রু, এইরূপ প্রভেদইবা কিরূপে হইতে পারে? অতএব কেবল পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় বৃদ্ধিকর নীতিশাস্ত্রের এই সকল বাক্যাড়ম্বরে কি প্রয়োজন? এই সকলই অবিদ্যা প্রকল্পিত, সুতরাং উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হে পিতঃ, সাধু কার্য্যেই যত্ন করা উচিত, হে পিতঃ, অজ্ঞান বশতঃই অবিদ্যাকে বিদ্যা বলিয়া

তদেতদবগম্যাহমসারং সারমুত্তমম্।
নিশাময় মহাভাগ! প্রণিপত্য ব্রবীমি তে।
ন চিন্তয়তি কোরাজ্যং কোধনং নাভিবাঞ্ছতি।
তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
সর্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমঃ।
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভুতিহেতবঃ ॥৯৭
জড়ানামবিবেকানামশূরাণামপি প্রভো।
ভাগ্যভোজ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি।
তস্মাদ্‌যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ং।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা ॥৯৮
দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিবস্থিতম্ ॥৯৯
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥১০০

জ্ঞান হয়, হে অসুরেশ্বর বালক কি অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে খদ্যোত বলিয়া বিবেচনা করে না?৯৩৷৯৪ ৯৫৷৯৬৷৯৭

যাহার অনুষ্ঠান করিলে, পুনর্ব্বার সংসারবন্ধন হয় না, তাহার নামই কর্ম্ম, এবং যে জ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নামই বিদ্যা। এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম, কেবল আয়াসের নিমিত্ত এবং বিদ্যা, শিল্পিদিগের নিপুণতা-মাত্র। হে মহাভাগ, এই সকলকে অসার জানিয়া যাহা উত্তম সার বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, তাহা প্রণাম পূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন্ ব্যক্তি রাজা হইব বলিয়া ইচ্ছা না করে? আর কে বা ধনের অভিলাষ না করে? কিন্তু মনুষ্য, আপনার প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারেই রাজ্য বা ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে মহাভাগ, সকল ব্যক্তিই উন্নতি লাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে থাকিলেও ভাগ্যই উন্নতি লাভের কারণ। দেখুন জড়, অবিবেকী, বাহুবলশূন্য, এবং নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি-দিগেরও ভাগ্যাধীন রাজ্যভোগ হইয়া থাকে। অতএব যে মহতী শ্রী লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্য কার্য্যেই যত্ন করা উচিত, এবং যে নির্ব্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সমতা বিষয়ে যত্ন করা উচিত, দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, এবং সরীসৃপ এই সকলই সেই অনন্ত বিষ্ণুরই

এবং জ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥১০১

দেহ, ভিন্নাকারে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র, এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎকে আত্মবৎ দর্শন করাই উচিত, কারণ সেই বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলে, সেই ভগবান্ অনাদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়েন এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সমুদয় ক্লেশ দূরীভূত হয় ৯৮।৯৯।১০০।১০১

ভরতোপাখ্যান।

২য় অংশ—ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় উবাচ।

ষন্মেতদ্‌ভগবানাহ ভরতস্য মহীপতেঃ।
কথয়িষ্যামি চরিতং তন্মমাখ্যাতুমর্হসি॥ ১

পরাশর উবাচ।

শালগ্রামে মহাভাগোভগবন্ন্যস্তমানসঃ।
স উবাস চিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ॥২
অহিংসাদিষ্বশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ।
অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে॥৩
যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
বিষ্ণো কৃষ্ণ হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্॥৪
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেঽপি চ।
এতৎপরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ॥৫
সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে।
নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গোযোগতপসঃ॥৬

মৈত্রেয় বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যে ভরত রাজার চরিত কীর্ত্তন করিবেন বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন।১

পরাশর বলিলেন, হে মৈত্রেয়, সেই মহাভাগ মহীপতি ভরত ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া শালগ্রাম নামক স্থানে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ নৃপতি অহিংসাদি সমুদয় গুণের এবং মনঃসংযমের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই রাজা সর্ব্বদা কেবল যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, ইত্যাদি কৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণ করিতেন, এতদ্ভিন্ন আর কোন কথাই বলিতেন না এবং স্বপ্নাবস্থায়ও ঐ সকল নামেরই উচ্চারণ করিতেন, তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতেন না। সেই যোগরত তাপস নৃপতি নিঃসঙ্গ হইয়া দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত সমিৎ, পুষ্প ও কুশের আহরণ ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম করিতেন না।২।৩।৪।৫।৬

জগাম সোঽভিষেকার্থমেকদাতু মহানদীম্‌।
সস্নৌ তত্র তদা চক্রে স্নানস্যানন্তরক্রিয়াঃ ॥৭
অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা।
আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্‌ একৈব হরিণী বনাৎ ॥৮
ততঃ সমভবত্তত্র পীতপ্রায়ে জলে তয়া।
সিংহস্য নাদঃ সুমহান্‌ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥৯
ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্‌।
অত্যুচ্চারোহণেনাস্যা নদ্যাং গর্ভঃ পপাত সঃ ॥১০
তমুহ্যমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্‌।
জগ্রাহ স নৃপোগর্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্‌ ॥১১
গর্ভপ্রচ্যুতিদোষেণ প্রোত্তুঙ্গাক্রমণেন চ।
মৈত্রেয় সাপি হরিণী পপাত চ মমার চ ॥১২
হরিণীং তাং বিলোক্যাথ বিপন্নাং নৃপতাপসঃ।
মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥১৩

সেই রাজা কোন দিন স্নানার্থ মহানদীতে গমন করিয়া স্নান ও স্নানের অনন্তর কর্ত্তব্য ক্রিয়াসকল করিতেছেন, এমন সময় হে ব্রহ্মন্‌, কোন একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসিতা হইয়া জলপান করিবার নিমিত্ত বন হইতে সেই তীর্থে আগমন করিয়াছিল। অনন্তর হরিণীর জল পান প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর অতিমহান্‌ সিংহনাদ সেই স্থানে শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।৭।৮।৯

সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ঐ হরিণী ভয়ে সহসা নদীর তটে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছিল এবং অতি উচ্চস্থানে আরোহণনিবন্ধন নদীতে তাহার গর্ভ পতিত হইয়াছিল। তখন সেই রাজা তরঙ্গমালায় আপ্লুত নদীর বেগে প্রবাহিত গর্ভ হইতে পতিত ঐ মৃগপোতককে গ্রহণ করিলেন। হে মৈত্রেয়, গর্ভপ্রচ্যুতিদোষ এবং অতি উচ্চস্থান আক্রমণ এই দুই কারণে সেই হরিণী পড়িবা মাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।১০।১১ ১২

সেই তাপস নৃপ হরিণীকে বিপন্না দেখিয়া, ঐ মৃগ শাবককে গ্রহণ করত আপনার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই নৃপ প্রত্যহ ঐ মৃগশাবকের পোষণ করিতে লাগিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া সেই মৃগপোতও বৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল। সেই মৃগ আশ্রমের পর্য্যন্তভাগস্থিত

চকারানুদিনঞ্চাসৌ মৃগপোতস্য বৈ নৃপঃ।
পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন ববৃধে মুনে ॥১৪
চচারাশ্রমপর্য্যন্তং তৃণানি গহনেষু সঃ।
দূরং গত্বা চ শার্দ্দূলত্রাসাদভ্যাযযৌ পুনঃ ॥১৫
প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যথাশ্রমম্।
পুনশ্চ ভরতস্যাভূদাশ্রমস্যোটজাজিরে ॥১৬
তস্য তস্মিন্ মৃগে দূরসমীপপরিবর্ত্তিনি।
আসীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যযাবন্যতোদ্বিজ ॥১৭
বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্ঝিতাশেষবান্ধবঃ।
মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥১৮
কিং বৃকৈর্ভক্ষিতোব্যাঘ্রৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ।
চিরায়মাণে নিষ্ক্রান্তে তস্যাসীদিতি মানসম্ ॥১৯
কালেন গচ্ছতা সোঽথ কালঞ্চক্রে মহীপতিঃ।
পিতেব সাস্রং পুত্রেণ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥২০

বনে ভ্রমণ করতঃ তৃণাদি ভোজন করিত এবং অতিদূরে যাইয়া ব্যাঘ্রাদির ভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে আগমন করিত। প্রাতঃকালে অতিদূর গমন করিয়া সায়ংকালে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত এবং পুনর্ব্বার ভরতের পর্ণশালার অজিরে রাত্রিযাপন করিত।১৩।১৪।১৫।১৬

হে দ্বিজ, সেই রাজার চিত্ত এই দূর ও সমীপে বিচরণশীল মৃগের উপর অতিশয় আসক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তপস্যাদি অন্য কোন বিষয়েই আর গমন করিত না। সেই রাজা, রাজ্য, পুত্র এবং সমুদয় বন্ধুবান্ধবের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও সেই হরিণীশিশুর উপর অত্যন্ত মমতাযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই মৃগশিশু আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিলে, রাজার মনে২ এইরূপ আশঙ্কা হইত, সেই মৃগপোতক, হয়ত, বৃক বা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, অথবা সিংহ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, সেই রাজা, পিতা যেমন অন্তিম সময় সাশ্রুনেত্র পুত্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কালকবলে পতিত হয়, সেইরূপ সাশ্রুনেত্র মৃগশাবক কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, হে মৈত্রেয় সেই রাজা প্রাণত্যাগ করিবার সময় মৃগকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় তন্ময় হওয়াতে তিনি আর কিছুরই চিন্তা করেন নাই।১৭।১৮।১৯।২০

মৃগমেব তদাদ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥২১
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতোজাতিস্মরোমৃগঃ ॥২২
তত্র চোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ জজ্ঞে জাতিস্মরোদ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥২৩

এই নিমিত্ত অর্থাৎ সেই মৃত্যুকালে তাদৃশ ভাবনা হওয়াতে রাজা জম্বু প্রদেশে কোন মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাল-গ্রামক্ষেত্রে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সদাচারশালী যোগরত ব্রাহ্মণদিগের বংশে জাতিস্মর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারদীয় পুরাণ।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে প্রদর্শিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকায় "নারদীয়" পুরাণের নাম দৃষ্ট হয়। উহার শ্লোক সংখ্যা ২৫০০। কেহ কেহ বলেন, এই নারদীয় পুরাণ এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ একই, অপরে নারদীয়কে মহাপুরাণ এবং বৃহন্নারদীয়কে উপপুরাণ বলিয়া অনুমান করেন। আর কতকগুলি পণ্ডিত বৃহন্নারদীয়কে নারদীয় পুরাণের অংশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

শব্দকল্পদ্রুমে এই শেষ মতই সমর্থিত হইয়াছে, যথাঃ—

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কং।
পঞ্চবিংশতি সাহস্রং বৃহচ্চিত্রকথাশ্রয়ং॥

* * * *

সনাতনেন মুনিনা নারদায় চতুর্থকে।
পূর্ব্বভাগোঽয়মুদিতো বৃহদাখ্যানসংজ্ঞিতঃ॥

আমরাও বৃহন্নারদীয়কে নারদীয় পুরাণের অংশ বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

এই বৃহন্নারদীয় পুরাণ পাঠ করিলে, ইহা যে ভারতবর্ষে পাঁচপ্রকার উপাসক সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হইবার পরে রচিত হইয়াছে, অন্তত এ সময় ইহাতে যে, অনেক নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। এমন কি, ইহার কোন কোন অংশ পাঠ করিলে এইরূপও বুঝা যায়

যে, ভারতবর্ষে যবনদিগের আগমনের পর ঐ সকল অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার ভাষার জড়তা দেখিয়াও ইহার আধুনিকত্ব প্রতীয়মান হয়। ফল, ইহা একখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ, সুতরাং ইহাতে বিষ্ণুই অপরাপর দেব দেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা এস্থলে এই বৃহন্নারদীয়পুরাণ হইতেই সগর রাজার জন্মবিষয়ে সুন্দর ও সারগর্ভ উপাখ্যানটী উদ্ধৃত করিতেছি।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

(সগররাজার জন্মকথা।)

ঋষয় উচুঃ।

কোঽসৌ রাক্ষসভাবেন মোচিতঃ সগরান্বয়ে।
সগরঃ কতমোরাজা কুত্র জাতোমুনীশ্বর ॥১
ভগীরথস্তৎকুলজো গঙ্গামাহৃতবান্ কিল।
সূত তৎসর্ব্বমস্মাকং বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি ॥২

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয় সর্ব্বে নারদেন প্রভাষিতম্।
সম্যক্ সনৎকুমারায় গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৩
সর্ব্বে যূয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ।
যতঃ প্রভাবং গঙ্গায়া ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদ্যতাঃ ॥৪
মাহাত্ম্যশ্রবণং যস্যা গঙ্গায়াঃ সুকৃতাত্মনাম্।
দুর্লভং প্রাহুরত্যন্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৫

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত, সগরবংশে কোন ব্যক্তি রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়া মোচিত হইয়াছিলেন? সগর সেই বংশের কতম রাজা? কোথায়ইবা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল? আমরা শুনিতেপাই, তদ্বংশীয় ভগীরথ এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। হে মুনীশ্বর, এই সকল কথা আমাদের নিকট বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।১।২

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ, পূর্ব্বে নারদ সনৎকুমারের নিকট যে গঙ্গা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনারা সকলে তাহা শ্রবণ করুন। যে হেতু আপনারা সকলে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব আপনারা মহাভাগ এবং কৃতার্থ, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ অতিশয় পুণ্যবান্‌দিগেরও গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।৩।৪।৫

শৃণুধ্বমৃষয়শ্চিত্রং সগরান্বয়মুত্তমম্।
গঙ্গাজলাভিষেকেণ গতং বিষ্ণুপদং যথা ॥৬
আসীদ্রবিকুলে প্রাজ্ঞো বাহুর্নাম বৃকাত্মজঃ।
বুভুজে পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্মতোধর্মতৎপরঃ ॥৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে চ জন্তবঃ।
পালিতাঃ স্বস্ববৃত্ত্যৈব তস্মাদ্ বাহুর্বিশাম্পতিঃ ॥৮
ইয়াজ সোঽশ্বমেধান্ বৈ সপ্তদ্বীপেষু সপ্ততিম্।
অতর্পয়ৎ সুরান্ সর্ব্বান্ গেহে মাল্যাদিভির্দ্বিজাঃ ॥৯
অরংস্ত নীতিশাস্ত্রেষু ব্যজেষ্ট পরিপন্থিনঃ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানমনন্যমুপকারিণম্ ॥১০
চন্দনানি মনোজ্ঞানি অনুলিম্পন্নরঃ সদা।
বিভূষণান্যুপস্কুর্ব্বংস্তদ্রাষ্ট্রে সুখিনো জনাঃ ॥১১
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী ফলপুষ্পসমন্বিতা।
ববর্ষ বৃষ্টিং দেবেন্দ্র কালে কালে মুনীশ্বরাঃ ॥১২

হে ঋষিগণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সগরবংশ গঙ্গাজলাভিষেক প্রভাবে যেরূপে বিষ্ণুপদ-প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করুন।৬

সূর্য্যবংশে বৃকের পুত্র বাহুনামে একজন প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্মতঃ সমুদয় পৃথিবীর পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য এবং অপর জীব সকল তৎকর্ত্তৃক নিজ নিজ বৃত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত বাহু প্রকৃত বিশাম্পতি শব্দের বাচ্য হইয়াছিলেন।৭

হে দ্বিজগণ, সেই বাহু সপ্তদ্বীপে সপ্ততি অর্থাৎ ৭০টী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং আপনার গৃহে সমুদয় দেবতাকে মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তিনি নীতিশাস্ত্রে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। এবং শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি পরের উপকার করিয়া আপনাকে অদ্বিতীয় কৃতার্থ বিবেচনা করিতেন।৯।১০

তাঁহার রাজ্যে প্রজাসকল মনোহর চন্দন দ্বারা শরীরের অনুলেপন করিত, সুন্দর ভূষণ ধারণ করিত এবং সম্পূর্ণ সুখী হইয়াছিল। হে মুনীশ্বরগণ, বাহুর শাসন সময় পৃথিবী বিনা কর্ষণে নানাবিধ ফলপুষ্পে যুক্ত হইয়াছিল, এবং ইন্দ্রও যথা সময় বর্ষণ করিতেন ॥১১।১২

মনোদধুর্নাপরাধে প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ।
ঋষয়শ্চাতপন্ সাধু নিষ্প্রত্যূহেন সর্ব্বদা ॥১৩
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ শুভলক্ষণঃ।
অরক্ষদ্ গাং মহাভাগাং সমানানুরতিং গুণাম্ ॥১৪
একদা তস্য রাজ্ঞো বৈ সর্ব্বসম্পদ্‌বিনাশকৃৎ।
অহঙ্কারোমহান্ জজ্ঞে সাহ্বয়ো লোভহেতুকঃ ॥১৫
অহং রাজা সমস্তানাং লোকানাং শাসকো বলী।
ময়াহকারি ক্রতুচয়ো মত্তঃ পূজ্যোহস্তি কঃ পরঃ ॥১৬
অহং বিচক্ষণঃ শ্রীমান্ জিতাঃ সর্ব্বে হ্যরাতয়ঃ।
পাতা সমস্তদ্বীপানাং বিশ্বজিচ্ছিক্ষকো গুণী ॥১৭
অহঙ্কারস্থিতোহস্ত রক্ষিতা শিক্ষকোগুণী।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥১৮
অজেয়োব্যাহতৈশ্বর্য্যো মত্তঃ কোহন্যোহধিকোবিভুঃ।
এবং তস্য মহীপস্য হ্যহঙ্কারোবিমোহজঃ।
নাশহেতুঃ সমস্তানাং সম্পদামভবন্মনে ॥১৯

প্রজাগণ তৎকর্তৃক ন্যায়তঃ প্রতিপালিত হইয়া কোন পাপ কার্য্যের প্রতি মন করিত না এবং ঋষিগণ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে তপস্যার আচরণ করিতেন। সেই রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং শুভ লক্ষণ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অক্ষুণ্ণ রাজভক্তিশালিনী, সর্ব্বগুণসম্পন্না পৃথিবীকে যথাবিধি রক্ষা করিয়াছিলেন।১৩.১৪

কালক্রমে সেই রাজার সকল সম্পদের বিনাশক, লোভের উদ্দীপক, প্রবল অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অহঙ্কার প্রভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, আমি প্রবলবলসম্পন্ন এবং সমস্ত লোকের একমাত্র দণ্ডমুণ্ড বিধাতা রাজা, আমি সমস্ত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব আমি ছাড়া আর কে লোকের পূজনীয় আছে? ।১৫।১৬

আমি সর্ব্ব কার্য্যে বিচক্ষণ এবং সুশ্রীসম্পন্ন। আমি নিখিল অরাতিবর্গের জয় করিয়াছি, সমস্ত দ্বীপের আমিই রক্ষক। আমি বিশ্ববিজয়ী, আমি লোকদিগের সমুচিত শিক্ষাদাতা এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন। আমিই অভিমানের যোগ্যপাত্র, লোকের রক্ষক, বেদবেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, অজেয়, অব্যাহতৈশ্বর্য্য, অতএব আমা অপেক্ষা অধিক বিভবশালী আর কে আছে?।

অহঙ্কারঃ স্থিতো যত্র তত্র কামাদয়ো ধ্রুবম্।
যেষু স্থিতেষু স নরো বিনশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২০
যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥২১
অসূয়া মহতী জাতা সর্ব্বলোকবিরোধিনী।
স্বদেহনাশিনী পাপা সর্ব্বসম্পদ্বিনাশিনী ॥২২
বিবেকহীনে পুরুষে যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে।
অতীব চঞ্চলা জ্ঞেয়া তটিনী শারদীব সা ॥২৩
অসূয়াবিষ্টমনসাং যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে।
তুষাগ্নিবায়ুসংযোগমিব জানীধ্বমুত্তমাঃ ॥২৪
অসূয়োপেতমনসাং দম্ভাচারবতাং তথা।
পরুষোক্তিরতানাঞ্চ সুখং নেহ পরত্র চ ॥২৬
অসূয়াবিষ্টমনসাং সদা নিষ্ঠুরভাষিণাম্।
প্রিয়া বা তনয়া বাপি বান্ধবা বাপ্যরাতয়ঃ ॥২৭

হে মুনিসত্তম সেই রাজার বিমোহজনিত এবম্বিধ অহঙ্কার নিখিল সম্পদ্-বিনাশের কারণ হইয়া উঠিল।১৭।১৮।১৯

যে স্থানে প্রবল অহঙ্কার বিদ্যমান, সেই স্থানে নিশ্চয়ই কাম প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয়, এবং কাম প্রভৃতি রিপুগণ যে মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই বিনাশ লাভ করে। যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকিতা, ইহাদের এক একটীই অনর্থের হেতু, যাহাতে এই চারিটীই বিদ্যমান, তাহার কথা আর কি বলিব? সেই রাজার সর্ব্বলোক-বিরোধিনী, সর্ব্বসম্পদ্-বিনাশিনী, এমন কি স্বদেহেরও ক্ষয়কারিণী, এইরূপ মহতী অসূয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। অবিবেকী পুরুষের সম্পৎ শরৎকালীন নদীর ন্যায় সর্ব্বদাই শেষোন্মুখী। হে সাধুগণ, অসূয়াবিষ্টচিত্তদিগের সম্পদ তুষ, অগ্নি এবং বায়ু, এই ত্রিতয়ের সংযোগের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হয়, জানিবে।২[illegible]।২১।২৩।২৪।২৫

[illegible] ''য়চিত্ত, দম্ভাচা[illegible]ত ও অপ্রিয়ভাষীদিগের ইহ বা পরলোকে কখনই সুখ হয় না। অসূয়াবিষ্ট[illegible]ত্ত এবং সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষীদিগেব প্রিয় মিত্র, পুত্র বা বন্ধুবর্গ, সকলেই শত্রু রূপে প[illegible]ণত হয়। যে মনুষ্য, পরের সম্পদ দেখিয়া নিত্য অসূয়া প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই [illegible] আপনার নিখিল স্বপক্ষ-ছেদ করি-

যোঽসূয়াং কুরুতে নিত্যং সমীক্ষ্য চ পরশ্রিয়ম্।
সর্ব্বস্বপক্ষচ্ছেদায় কুঠারো নাত্র সংশয়ঃ ॥২৮
যঃ স্বশ্রেয়োবিনাশায় কুর্য্যাদ্ যত্নং নরো যদি।
সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং দম্ভাৎ স কুর্য্যাৎ মৎসরং সদা ॥২৯
মিত্রাপত্যগৃহক্ষেত্রধনধান্যযশঃসু চ।
হানিমিচ্ছন্ নরঃ কুর্য্যাদসূয়াং সততং দ্বিজাঃ ॥৩০
অথ তস্য স্থিরাপৎস্যাদসূয়াবিষ্টচেতসঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ বলিনোঽরাতয়োঽভবন্ ॥৩১
যস্যানুকূলঃ পদ্মেশঃ সৌভাগ্যং তস্য বর্দ্ধতে।
স এব যস্য বিমুখঃ সৌভাগ্যং তস্য হীয়তে ॥৩২
তাবৎ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ধনধান্যগৃহাদয়ঃ।
যাবদীক্ষেত লক্ষ্মীশঃ কৃপাপাঙ্গেন সত্তমাঃ ॥৩৩
অপি মূর্খান্ধবধিরজড়াঃ শূরা বিবেকিনঃ।
শ্লাঘ্যা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রেক্ষিতা মাধবেন যে ॥৩৪

বার নিমিত্ত নিজেই কুঠার ধারণ করে। যদি কোন মনুষ্যের নিজের কল্যাণের উচ্ছেদ করিতে যত্ন থাকে, তাহা হইলে সে দম্ভবশতঃ সর্ব্বদা অপরের মঙ্গলের প্রতি মৎসর প্রকাশ করুক। যে মনুষ্য আপনার মিত্র, অপত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য এবং যশের হানি ইচ্ছা করে, হে ব্রাহ্মণগণ, সে সর্ব্বদা পরের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করুক।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০

যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অসূয়া দ্বারা আবিষ্ট, তাহার উপর আপৎ সকল স্থির-ভাবে আপতিত হয়, সুতরাং সেই রাজার হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি বলবান্ রাজাসকল শত্রু হইয়া উঠিল। ভগবান্ নারায়ণ যাহার প্রতি অনুকূল থাকেন, তাহার সৌভাগ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, আর তিনি যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার সৌভাগ্য দিন দিন বিনষ্ট হইতে থাকে। হে সাধুগণ, যে পর্য্যন্ত ভগবান্ কমলাপতি কৃপাকটাক্ষদ্বারা অবলোকন করেন, সেই পর্য্যন্ত লোকের পুত্র, পৌত্র, ধন, ধান্য, এবং গৃহাদি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজমান থাকে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ, যে সকল ব্যক্তির উপর ভগবান্ নারায়ণের কটাক্ষ পতিত হয়, তাহারা মূর্খ, অন্ধ, বধির, জড়, শূর, (গোঁয়ার) এবং অবিবেকী হইলেও অনায়াসে শ্লাঘ্যতা লাভ করে। যাহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হয়, তাহারই

সৌভাগ্যং যস্য হীয়তে তস্যাসূয়াদিদুর্গুণাঃ।
ভবন্তি নাত্র সন্দেহোজন্তুদ্বেষোঽবিশেষতঃ ॥৩৫
যস্তু কস্যাপি যো দ্বেষং কুরুতে মূঢ়ধীর্নরঃ।
তস্য সর্ব্বাণি নশ্যন্তি শ্রেয়াংসি মুনিসত্তমাঃ ॥৩৬
অসূয়া বর্ত্ততে যস্মিন্ তস্য বিষ্ণুঃ পরাঙ্মুখঃ।
তস্য শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি বিনশ্যন্তি ততো ধ্রুবম্ ॥৩৭
বিবেকং হন্ত্যহঙ্কারোঽবিবেকানুজীবিনঃ।
আপদং সম্ভবন্ত্যেব অহঙ্কারং ত্যজেত্ততঃ ॥৩৮
অহঙ্কারো ভবেদ্যস্য তস্য নাশোঽতিবেগতঃ।
অসূয়াদ্যা অহঙ্কারমনুগচ্ছন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥৩৯
অসূয়াবিষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞঃ পরৈঃ সহ।
আয়োধনং ঘোরমাসীন্মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥৪০
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ রিপুভিঃ স পরাজিতঃ।
সজায়ো বিপিনং ভেজে সহসা ভ্রষ্টপিষ্টপঃ ॥৪১
তৈরেব রিপুভিস্তস্য ভার্য্যায়াং বিবুধোত্তমাঃ।
দত্তোগরো মহাঘোরো গর্ভস্থস্যায় ভীরুভিঃ ॥৪২

যে অসূয়া প্রভৃতি দুর্গুণের উদয় ও অবিশেষে প্রাণীদিগের উপর দ্বেষ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।৩১।৩২।৩৩ ৩৪।৩৫

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, যে মূঢ়বুদ্ধি, মনুষ্য সকলের উপর দ্বেষ করে, তাহার নিখিল মঙ্গল বিনষ্ট হয়। যাহার হৃদয়ে অসূয়া স্থিতি করে, তাহার প্রতি ভগবান্ বিমুখ হন, এবং সেই ভগবানের বিমুখতানিবন্ধনই তাহার নিখিল মঙ্গল বিনষ্ট হয়। অহঙ্কার বিবেককে নষ্ট করে, এবং অবিবেকী ব্যক্তির সর্ব্ববিধ আপৎ সম্ভূত হয়, সুতরাং অহঙ্কারকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। যাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহার শীঘ্রই বিনাশ ঘটে, কারণ হে দ্বিজগণ, অসূয়াদি দোষ সকল অহঙ্কারেরই অনুগমন করে। অনন্তর সেই অসূয়াবিষ্টচিত্ত নৃপতির শত্রুদিগের সহিত একমাস ধরিয়া নিয়ত ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০

সেই রাজা হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও তৎক্ষণাৎ রাজ্যচ্যুত হইয়া ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিলেন। হে বিবুধশ্রেষ্ঠ মুনিগণ, সেই ভীরু শত্রুগণ গর্ভস্থ বালকের বিনাশ সাধনার্থ ঐ রাজার

স বাহুঃ সহিতো দুঃখী অন্তর্ব্বত্ন্যা চ ভার্য্যয়া।
বনাদ্‌বনান্তরং গচ্ছন্নৌর্ব্বাশ্রমপদং যযৌ ॥৪৩
নিদাঘতাপিতো বাহুঃ পাদচার্য্যতিদুঃখিতঃ।
স্বকর্ম্ম বিলপংস্তত্র ক্ষুৎক্ষামস্তৃষিতোঽভবৎ ॥৪৪
ক্ষুৎক্ষাময়া তয়া যুক্তো গর্ভিণ্যা ভার্য্যয়া সহ।
অবাপ পরমাং তুষ্টিং তত্র দৃষ্ট্বা মহৎ সরঃ ॥৪৫
অসূয়াপেতমনসস্তস্য ভাবং নিবীক্ষ্য চ।
সরোগতা বিহঙ্গাস্তে লীনাশ্চিত্রমিদং জগুঃ ॥৪৬
অহো কষ্টমসৌ নূনং পাপকর্ম্মা সমাগতঃ।
বিশধ্বমগুজা বাসমিত্যূচুস্তে বিহঙ্গমাঃ ॥৪৭
অসূয়োপেতমনসং তং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুঃ খগাঃ।
অহোঽসূয়াং কষ্টতরাং ধিগ্‌ জগৎকষ্টহেতুকীম্ ॥৪৮
সোঽবগাহ্য সরো ভূপঃ স্নাত্বা পীত্বা জলং বহু।
বৃক্ষমূলং সমাশ্রিত্য সভার্য্যঃ প্রজহৌ শ্রমম্ ॥৪৯

গর্ভিণী ভার্য্যার শরীরে অতি তীব্র বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই দুঃখী রাজা বাহু, গর্ভিণী ভার্য্যার সহিত বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ঔর্ব্ব ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গ্রীষ্ম সন্তাপিত পাদচারী অতিদুঃখিত বাহু, স্বকৃত কর্ম্মের অনুশোচন করত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছিলেন। ক্ষুধায় কাতরীভূত গর্ভবতী ভার্য্যার সহিত ভ্রমণকারী রাজা সেই আশ্রমে একটী বৃহৎ সরোবর দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই অসূয়াবিষ্টচিত্ত রাজার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সরোবরস্থিত পক্ষী সকল বৃক্ষের অন্তরালে লীন হইয়া পরস্পর এইরূপ বিচিত্র আলাপ করিয়াছিল।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬

তাহারা বলিয়াছিল, হায় কি কষ্ট! একজন পাপাচারী এই সরোবরে সমাগত হইয়াছে, অতএব হে বিহঙ্গগণ, স্ব স্ব আবাসে প্রবেশ কর। সেই অসূয়াবিষ্টচিত্ত রাজাকে দেখিয়া পক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল, অহো জগতের ক্লেশকারিণী ক্রূররূপা অসূয়াকে ধিক্।

সেই নৃপতি ভার্য্যার সহিত ঐ সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান ও বহু জলপান করিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করতঃ শ্রম দূর করিলেন।৪৭।৪৮।৪৯

তস্মিন্ বাহৌ বনং যাতে তেনৈব পরিরক্ষিতাঃ।
স্মৃত্বা দোষান্ সংগণয্যাস্য ধিগ্ধিগিত্যবদন্ জনাঃ॥৫০

যো বা কো বা গুণী মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বশ্লাঘ্যতরো দ্বিজাঃ।
সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তো হপ্যগুণী নিন্দিতোজনৈঃ॥৫১

অহোঽকীর্ত্তিসমো মৃত্যুস্ত্রিষু লোকেষু নো নৃণাম্।
তথা কীর্ত্তিসমা মাতা ত্রিষু লোকেষু নো নৃণাম্॥৫২

যদা বাহুর্ব্বনং যাতস্তদা তদ্রাষ্ট্রগা জনাঃ।
সন্তোষং পরমং যাতাঃ স্বরিপৌ নিহতে যথা॥৫৩

নিন্দিতো বাহুজোবাহুর্মৃতবৎ কাননে স্থিতঃ।
ন হন্তি কমপযশোলোকে বিবুধসত্তমাঃ॥৫৪

নাস্ত্যকীর্ত্তিসমো মৃত্যু র্নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ।
নাস্তি নিন্দাসমং পাপং নাস্তি মোহসমং ভয়ম্॥৫৫

নাস্ত্যসূয়াসমাঽকীর্ত্তির্নাস্তি কামসমোঽনলঃ।
নাস্তি রাগসমঃ পাশো নাস্তি সঙ্গসমং বিষম্॥৫৬

বাহু বনে গমন করিলে তৎকর্ত্তৃক পরিপালিত প্রজাগণ তাঁহার দোষ সকল স্মরণ করত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ধিক্কার দিয়াছিল।৫০

হে ব্রাহ্মণগণ, গুণবান্ মনুষ্য যে কোন অবস্থা লাভ করুক না কেন, সকলের শ্লাঘার পাত্র হয়, আর গুণহীন ব্যক্তি সর্ব্ববিধ সম্পৎশালী হইলেও লোকের নিকট নিন্দার পাত্র রূপে পরিগণিত হয়।৫১

ত্রিভুবনে মনুষ্যদিগের অকীর্ত্তিসদৃশ মৃত্যু অর্থাৎ অনিষ্টকারী আর কিছুই নাই; এবং কীর্ত্তিতুল্য মাতা অর্থাৎ হিতকারিণী আর কেহ নাই। বাহু বনে গমন করিলে, তাঁহার রাজ্যবাসী প্রজাগণ, শত্রু নিহত হইলে যাদৃশ আনন্দ হয়, তদ্রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কুলজাত বাহু, নিখিল প্রজার নিন্দার পাত্র হইয়া বনে যাইয়া লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে বিবুধসত্তম ঋষিগণ, ইহলোকে অপযশ কাহাকে না নিহত করে? অকীর্ত্তিতুল্য মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নাই, ক্রোধতুল্য আর রিপুও নাই, নিন্দাতুল্য পাপও নাই, মোহতুল্য ভয়ও নাই, এবং অসূয়ার সমান আর অকীর্ত্তিও নাই। কামের সমান অগ্নিও আর নাই, বিষয়তৃষ্ণার সমান পাশও আর নাই, এবং বিষয়াসক্তির সমান বিষও আর নাই।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

এবং বিলপ্য বহুধা বাহুরত্যন্তদুঃখিতঃ।
জীর্ণাঙ্গো মনসন্তাপাৎ বৃদ্ধভাবমুপাগতঃ ॥৫৭
গতে বহুতিথে কালে ঔর্ব্বাশ্রমসমীপগঃ।
স বাহুর্ব্যাধিসংযুক্তো মমার মুনিসত্তমাঃ ॥৫৮
তস্য ভার্য্যাতিদুঃখার্ত্তা গর্ভিণী বিজনে বনে।
বিলপ্য বহুধা তত্র সহগন্তুং মনো দধে ॥৫৯
আনীয় সা ততস্তিৃন্ধান্ চিতাং কৃত্বাঽতিদুঃখিতা।
আরোপ্য পতিমারোঢুং স্বয়ং সমুপচক্রমে ॥৬০
এতস্মিন্নন্তরে ধীমান্ ঔর্ব্বস্তেজোনিধির্ম্মুনিঃ।
এতদ্বিজ্ঞাতবান্ সর্ব্বং পরমেণ সমাধিনা ॥৬১
ভূতঞ্চ বর্ত্তমানঞ্চ ভাবি চাপি মুনীশ্বরাঃ।
গতাসূয়া মহাত্মানঃ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা ॥৬২
তপোধিস্তেজসাং রাশিরৌর্ব্বঃ পুণ্যতমো মুনিঃ।
প্রাপ্তবাংস্তরসা সাধ্বী যত্র বাহুপ্রিয়া স্থিতা ॥৬৩
চিতামারোঢুমুদ্যুক্তাং তাং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমঃ।
প্রোবাচ ধর্ম্মমূলানি বাক্যানি বিবুধর্ষভাঃ ॥৬৪

অত্যন্ত দুঃখিত বাহু এইরূপ অনেক প্রকার বিলাপ করতঃ মনের দুঃখে জীর্ণাঙ্গ হইয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠসকল, এই অবস্থায় বহুকাল গত হইলে বাহু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার গর্ভিণী ভার্য্যা দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া সেই নির্জ্জন বনে অনেক বিলাপ করিয়া সহগমন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। সেই দুঃখসন্তপ্তা রাজ্ঞী কাষ্ঠসঞ্চয় করিয়া চিতা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাতে নিজ পতিকে আরোপিত করিয়া স্বয়ং চিতাধিরোহণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়, ধীমান্ তেজোনিধি মহামুনি ঔর্ব্ব পরম সমাধিপ্রভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬১

অসূয়াশূন্য মহাত্মা মুনীশ্বরেরা জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই তপোনিধি, তেজোরাশি, অতি পবিত্রচরিত মহামুনি ঔর্ব্ব, যে স্থানে সেই সাধ্বী বাহুপত্নী অবস্থান করিতেছিলেন, অতি ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। হে মুনিগণ, সেই মুনিপ্রধান ঔর্ব্ব, তাঁহাকে চিতাধিরোহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ধর্ম্মমূলক বচন পরম্পরায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।৬২।৬৩।৬৪

ঋষিরুবাচ।

রাজবর্য্যপ্রিয়ে সাধ্বি মাকুরুষাতিসাহসম্।
তবোদরে চক্রবর্ত্তী শক্রহন্তা হি তিষ্ঠতি ॥৬৫
বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে ॥৬৬
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রোক্তা নিষ্কৃতিকত্তমৈঃ।
দম্ভস্য নিন্দকস্যাপি ভ্রূণঘ্নস্য ন নিষ্কৃতিঃ ॥৬৭
নাস্তিকস্য কৃতঘ্নস্য ধর্ম্মোপেক্ষারতস্য চ।
বিশ্বাসঘাতকস্যাপি নিষ্কৃতি র্নাস্তি সুব্রতে ॥৬৮
তস্মাদেতন্মহাপাপং কর্ত্তুং নার্হসি ভাবিনি।
যদেতৎদুঃখমুৎপন্নং তৎ সর্ব্বং শান্তি মেষ্যতি ॥৬৯
ইত্যুক্তা মুনিনা সাধ্বী নিশম্য তদনুগ্রহম্।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা নিগৃহ্য চরণৌ মুনেঃ ॥৭০
ঔর্ব্বোঽপি তাং পুনঃ প্রাহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
মারোদীরাজতনয়ে শ্রিয়মগ্র্যাং গমিষ্যসি ॥৭১

ঋষি বলিলেন, অয়ি সাধ্বি, রাজাধিরাজমহিষি, এইরূপ অতি সাহসের অনুষ্ঠান করিবেন না। আপনার উদরে শক্রনিহন্তা চক্রবর্ত্তী পুত্র অবস্থান করিতেছে। হে শুভে রাজপুত্রি, বালাপত্যা, গর্ভবতী, অজাতরজস্কা কন্যা, এবং রজস্বলা, ইহারা সকলেই চিতাধিরোহণে অর্থাৎ সহগমনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতগণ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও নিষ্কৃতির উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু দাম্ভিক, নিন্দক এবং ভ্রূণঘাতীর নিষ্কৃতির উপায় বলেন নাই। হে সুব্রতে, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ধর্ম্মাবজ্ঞাকারী, এবং বিশ্বাসঘাতক, ইহাদিগের আর নিষ্কৃতি নাই। অতএব হে ভাবিনি, এরূপ পাপ কার্য্য করিও না। তুমি যে সকল দুঃখভোগ করিতেছ, অচিরেই উহাদের নিবৃত্তি হইবে। মুনি এইরূপ বলিলে, তাঁহার অনুগ্রহের কথা শুনিয়া সেই অতি দুঃখার্ত্তা সাধ্বী রাজপত্নী মুনির চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০

সেই সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ঔর্ব্ব তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজপুত্রি রোদন করিও না অস্তবিধ সম্পদ্ লাভ করিবে। হে বুদ্ধিমতি, অশ্রুমোচন

স্বা মুঞ্চাস্রু মহাবুদ্ধে প্রেতং দহতি তত্ত্বতঃ।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য কুরু কালোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥৭২
পণ্ডিতে বাঽতিমূর্খে বা দরিদ্রে বা শ্রিয়ান্বিতে।
দুর্ব্বৃত্তে বা যতৌ বাপি মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা ॥৭৩
নগরে বা বনে বাপি সমুদ্রে পর্ব্বতেঽপি চ।
যৎ কৃতং জন্তুনা যেন তদ্ভোক্তব্যং ন সংশয়ঃ ॥৭৪
অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥৭৫
যৎ যৎ পুরাতনং কর্ম্ম তত্তদেবেহ ভুজ্যতে।
কারণং দৈবমেবাত্র নান্যোঽস্ত্যোপাধিকো জনঃ ॥৭৬
গর্ভে বা বাল্যভাবে বা যৌবনে বার্দ্ধকেঽপি বা।
মৃত্যোর্ব্বশং প্রয়াতব্যং জন্তুভিঃ কমলাননে ॥৭৭

করিও না, অশ্রুজল বস্তুতই প্রেতকে দগ্ধ করে। অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। পণ্ডিতই হউক, অতিমূর্খই হউক, দরিদ্রই হউক, ধনীই হউক, দুর্ব্বৃত্তই হউক বা যতিই হউক, ইহাদের সকলের উপরেই মৃত্যুর সমান প্রভুত্ব। নগর মধ্যেই হউক, ঘোর অরণ্যাভ্যন্তরেই হউক, সমুদ্রমধ্যেই হউক বা পর্ব্বতশিখরেই হউক, এই সকল স্থানেই যে যে কার্য্য করিয়াছে, সে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিবে। মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অচিন্তিত দুঃখ আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ অতর্কিত সুখও উপস্থিত হয়, সুতরাং এ বিষয়ে দৈবেরই প্রাধান্য ।৭১-৭৫।

মনুষ্য সকল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই ইহজন্মে ভোগ করে, সুতরাং এই জগতের যাবতীয় কার্য্যের প্রতি দৈবই হেতু, লোক সকল দৈব ভিন্ন অপর কান উপাধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। হে কমলাননে! জীবগণ, গর্ভেই উক, বাল্যেই হউক, যৌবনেই হউক, অথবা বৃদ্ধাবস্থাতেই হউক, এক ময় অবশ্যই মৃত্যুর বশ্যতা প্রাপ্ত হইবে। পরমেশ্বরই কর্ম্মফলের বশীভূত জীব- দিগের বিনাশ বা রক্ষা বিধান করেন, কিন্তু তাহা না জানিয়া অজ্ঞেরা বাহ্- কারণ স্বরূপ অপর ব্যক্তি বিশেষে রক্ষা বা বিনাশের কর্তৃত্ব আরোপ করে। অতএব এই মহদ্দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখিনী হও। স্বামীর পারলৌকিক

হন্তি পাতি চ গোবিন্দো জন্তূন্ কর্ম্মবশস্থিতান্।
প্রবাদং রোপয়ন্ত্যজ্ঞা হেতুমাত্রেষু জন্তুষু ॥৭৮
তস্মাদেতন্মহদ্দুঃখং পরিত্যজ্য সুখী ভব।
কুরু পত্যুশ্চ কর্ম্মাণি বিবেকেষু স্থিরা ভব ॥৭৯
এতচ্ছরীরং দুঃখানাং ব্যাধীনামযুতৈর্যুতম্।
দুঃখভোগমহৎক্লেশকর্ম্মপাশেন যন্ত্রিতম্ ॥৮০
ইত্যাশ্বাস্য মহাবুদ্ধিস্তথা কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ।
ত্যক্তশোকা চ সা তন্বী ববন্দে চাব্রবীন্মুনিম্ ॥৮১
কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরার্থফলকাঙ্ক্ষিণঃ।
ন হি দ্রুমাঃ স্বভোগার্থং ফলন্তি পৃথিবীতলে ॥৮২
যোঽন্যদুঃখানি বিজ্ঞায় সাধুবাক্যৈঃ প্রবোধয়েৎ।
স এব বিষ্ণুসত্ত্বস্থো যতঃ সর্ব্বহিতে রতঃ ॥৮৩
অন্যদুঃখেন যো দুঃখী সোঽন্যহর্ষেণ হর্ষিতঃ।
স এব জগতামীশো নররূপধরো হরিঃ ॥৮৪
সদ্ভিঃ শ্রুতানি শাস্ত্রাণি সুখদুঃখবিমুক্তয়ে।
সর্ব্বেষাং দুঃখনাশায় যদি সন্তো বদন্তি হি ॥৮৫

কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। বিবেককে স্থির কর। এই শরীর অসংখ্য দুঃখ ও ব্যাধিতে পরিবৃত, এবং দুঃখভোগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশকর কর্ম্মস্বরূপ পাশ দ্বারা আবদ্ধ।৭৬-৮০।

মহাবুদ্ধি ঔর্ব্ব এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া তৎকালোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইলেন। অনন্তর সেই কৃশাঙ্গী রাজমহিষীও শোক পরিত্যাগ করিয়া ঋষিকে বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন। সাধুগণ স্বভাবতঃ যে পরার্থ ফলের আকাঙ্ক্ষী হন, ইহা বিচিত্র নয়। এই পৃথিবীতে বৃক্ষেরা কিছু নিজের ভোগার্থ ফল প্রসব করে না। যে অন্যের দুঃখ জানিয়া মিষ্ট বাক্য দ্বারা প্রবোধ দান করে, সেই ব্যক্তিই নারায়ণের অবতার। কারণ সে সকলের হিতসম্পাদন করে। যে মনুষ্য অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং অন্যের হর্ষে হৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তিই জগতের ঈশ্বর নররূপধারী সাক্ষাৎ নারায়ণ। পণ্ডিতেরা সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্তির নিমিত্তই শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে সকলের দুঃখ শান্তি হয়।৮১-৮৫

যত্র সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে তত্র দুঃখং ন বাধতে।
বর্ত্ততে যত্র মার্ত্তণ্ডঃ কথং তত্র তমো ভবেৎ ॥৮৬
ইত্যেবং বাদিনী সা তু স্বপত্যুশ্চোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রচকার সরিত্তীরে মুনিচোদিতমার্গতঃ ॥৮৭
তস্মিন্ মুনৌ শবে দৃষ্টে স রাজা দেবরাড়িব।
জ্বলদ্বিমানকোটীশঃ প্রপেদে পরমং পদম্ ॥৮৮
কলেবরং বা তদ্ভস্ম তদ্ধূমঞ্চাপি সত্তমাঃ।
যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স যাতি পরমং পদম্ ॥৮৯
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
পরং পদং প্রয়াত্যেব মহদ্ভিরবলোকিতঃ ॥৯০
পত্যুঃ কৃতক্রিয়া সা তু গত্বাশ্রমপদং মুনেঃ।
চকারানুদিনং তত্র শুশ্রূষামাদরাৎ পরাম্ ॥৯১

সূত উবাচ।

সা তস্যানুদিনং চক্রে শুশ্রূষাং ভক্তিসংযুতাম্।
ভূলেপনাদিভিঃ সম্যক্ সাধ্বী সদ্ভাবসংযুতা ॥৯২

সুতরাং যেখানে সাধুগণ বাস করেন, সেখানে কোন লোকই দুঃখে অভিভূত হয় না, কারণ যেখানে সূর্য্য বিরাজমান, সেখানে অন্ধকার কিরূপে থাকিতে পারে? সেই রাজপত্নী মুনিকে এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহারই উপদেশানুসারে সেই নদীতীরে নিজ পতির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। সেই পূতচরিত মহর্ষির পবিত্র দৃষ্টিপাতে রাজার মৃতদেহ সুপবিত্র হওয়ায় রাজা দেবরাজের ন্যায় দীপ্যমান বিমান কোটীর অধীশ্বর হইয়া পরম পদ লাভ করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, যদি কোন পুণ্যাত্মা কোন মৃত শরীর বা তাহার ভস্ম বা তাহার ধূম অবলোকন করে, তাহা হইলে ঐ মৃত ব্যক্তি পরম পদ লাভ করে। মহাপাতক অথবা অশেষবিধ পাতকযুক্ত মনুষ্য সাধুগণ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া নিশ্চয়ই পরম পদ লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।৮৬-৯০।

সেই রাজপত্নী পতির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আশ্রমে যাইয়া প্রতিদিন অতি যত্নের সহিত মুনির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।৯১।

সূত বলিলেন, সেই সদ্ভাবসম্পন্না সাধ্বী স্থণ্ডিললেপনাদি পরিচর্য্যা করিয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মুনির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

গতে বহুতিথে কালে গরেণ সহিতং সুতম্।
লেভে পুণ্যতমে কালে শুশ্রূষাগতকল্মষা ॥৯৩
অহো সৎসঙ্গতির্লোকে কিং বিষং ন নিবারয়েৎ।
ন দদাতি শুভং কিংবা নরাণাং মুনিসত্তমাঃ ॥৯৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং যচ্চাপি কারিতং পরৈঃ।
তৎ সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু পরিচর্য্যা মহাত্মনাম্ ॥৯৫
জড়োঽপি যাতি পূজ্যত্বং সৎসঙ্গাজ্জগতীতলে।
কলামাত্রোঽপি যশ্চন্দ্রঃ শম্ভুনা স্বীকৃতো যথা ॥৯৬
সৎসঙ্গতিঃ পরামৃদ্ধিং দদাতি হি নৃণাং সদা।
ইহামুত্র চ বিপ্রেন্দ্রাঃ সন্তঃ পূজ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৭
অহো মহদ্‌গুণান্ বক্তুং কঃ সমর্থো মুনীশ্বরাঃ।
গর্ভস্থিতো গরো নষ্টঃ সত্বেষপি সমাশ্রয়ঃ ॥৯৮
গরেণ সহিতং পুত্রং দৃষ্ট্বা তেজোনিধির্মুনিঃ।
জাতকর্ম্ম চকারাসৌ নাম্না চ সগরং তথা ॥৯৯

এইরূপে বহুকাল অতীত হইবার পর মুনির শুশ্রূষায় নিখিল পাপ অপনীত হইলে, সেই রাজ্ঞী শুভ ক্ষণে বিষসংলিপ্ত একটি পুত্র প্রসব করিলেন। অহো! এই সংসারে এমন কি বিষ আছে, যাহা সৎ সঙ্গতি দ্বারা নিবারিত না হয়! আর এমন কি শুভ আছে, যাহা মনুষ্য সৎ সঙ্গতি হইতে না লাভ করিতে পারে? জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অথবা অন্যের প্ররোচনায় আচরিত সর্ব্বপ্রকার পাপই মহাত্মাদিগের পরিচর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।৯২-৯৫।

সৎসঙ্গ-প্রভাবে জড়ও পূজ্যতা লাভ করে, দেখ, জড়স্বরূপ চন্দ্রের কলা-মাত্র মহাদেব আপনার মস্তকে স্থাপিত করিয়াছেন বলিয়াই চন্দ্র লোকের পূজ্য হইয়াছেন। সৎসঙ্গতি সর্ব্বদা মনুষ্যদিগকে পরম ঋদ্ধি প্রদান করে বলিয়াই সাধুগণ ইহ ও পরলোকে পূজ্যতম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হে মুনীশ্বরগণ, মহৎদিগের গুণ গণনা করিতে কে সমর্থ হয়? দেখ, মহর্ষির সংসর্গে গর্ভস্থ সত্বকে আশ্রয় করিয়াও বিষ বিনষ্ট হইল। সেই তেজো-নিধি মুনি যথাবিধি সেই সদ্যোজাত বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন, এবং বিষের সহিত প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম সগর

পুপোষ সগরং বালং মধুক্ষীরাদিভির্মুনিঃ।
তপঃপ্রভাবসম্পন্নৈরৌর্ব্বস্তেজোনিধিস্তথা ॥১০০

কৃত্বা চৌড়াদিকর্ম্মাণি সগরস্য মুনীশ্বরঃ।
শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়ামাস রাজযোগ্যানি মন্ত্রবিৎ ॥১০১
সমর্থং সগরং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনম্।
মন্ত্রবৎসর্ব্বশস্ত্রাণি দত্তবান্ মুনিসত্তমঃ ॥১০২
সগরঃ শিক্ষিতস্তেন সম্যগৌর্ব্বেণ সত্তমাঃ।
বভূব বলবান্ ধন্বী কৃতজ্ঞো গুণবান্ শুচিঃ ॥১০৩

রাখিলেন। সেই তেজোনিধি মুনি ঔর্ব্ব আপনার তপঃপ্রভাবে সমুদ্ভাবিত মধু ও দুগ্ধাদি দ্বারা বালক সগরকে পোষণ করিতে লাগিলেন।৯৫-১০০।

মন্ত্রবিৎ মুনীশ্বর সগরের চূড়াদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাহাকে রাজযোগ্য শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করাইলেন। এবং শৈশব অতীত হওয়ার কিছুকাল পরে সগরকে সমর্থ দেখিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে সমুদায় অস্ত্রবিদ্যাও প্রদান করিলেন। হে সচ্চরিত ঋষি সকল, সগর ঔর্ব্ব কর্তৃক সম্যক্ শিক্ষিত হইয়া বলবান্, ধন্বী, গুণবান্, কৃতজ্ঞ, এবং বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন।১০১-১০৩।

শ্রীমদ্ভাগবত-সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের যে একটি অনর্ঘ রত্ন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে যিনি অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ অন্য ভাষায় দুর্ল্লভ—সংস্কৃতেও অতি বিরল।

ধর্ম্মের পবিত্রতা, জ্ঞানের বিকাশ, যোগের গাম্ভীর্য্য, প্রেমের উচ্ছ্বাস, নীতির দূরদর্শিতা এবং ভক্তির প্রবাহ, এ সকল শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতি স্কন্ধে, প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি উপন্যাসে জ্বলন্ত রূপে বিরাজ করিতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে, স্মৃতির সদাচারে, দর্শনের তত্ত্ববিচারে, পুরাণের পুরাবৃত্তে, নীতির লোকতত্ত্বে যে প্রগাঢ় বুৎপত্তি হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাগবত বেদ, ভাগবত দর্শন, ভাগবত স্মৃতি, ভাগবত পুরাণ, আবার ভাগবত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহাতে কবিনৈপুণ্য পদলালিত্য, রসমাধুর্য্য, অর্থগাম্ভীর্য্য কিছুরই অভাব নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবত ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে পাণ্ডিত্যের কোন অংশে ত্রুটি থাকেনা।

এই শ্রীমদ্‌ভাগবত একখানি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে ১৯, দ্বিতীয় স্কন্ধে

১০, তৃতীয়ে ৩৩, চতুর্থে ৩১, পঞ্চমে ২৬, ষষ্ঠে ১৯, সপ্তমে ১৫, অষ্টমে ২৪, নবমে ২৪, দশমে ৯০, একাদশে ৩১, এবং দ্বাদশে ১৩টি অধ্যায় আছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টা-দশ সহস্র শ্লোক আছে।

প্রথম স্কন্ধে সর্ব্ববিধ শাস্ত্র হইতে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কথন, ঈশ্বরের অবতারবর্ণন, ভাগবতের অবতরণিকা, অশ্ব-ত্থামার নিগ্রহ, ভীষ্মের দেহত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বনে গমন, পরীক্ষিতের রাজ্যপ্রাপ্তি, কলির নিগ্রহ, পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শুকের নিকট হইতে ভাগবত শ্রবণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় স্কন্ধে শুক কর্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্যাদি কথন, পরী-ক্ষিতের সৃষ্ট্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মনারদসংবাদ, ভগবৎ-লীলা-কথন, পরীক্ষিতের পরমাত্মাদিবিষয়ক প্রশ্ন এবং শুক-প্রদত্ত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রকরণ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের ইতিবৃত্ত, কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির কথা প্রসঙ্গে কপিলের জন্ম, সাংখ্যসিদ্ধান্ত-কথন, যোগনিরূপণ, সংসার-বিবৃতি ও জীবের নানাবিধ গতি ইত্যাদি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। চতুর্থস্কন্ধে যজ্ঞসমূহের বর্ণন, মনুকন্যাদিগের বংশবিবরণ, শিব ও দক্ষের মধ্যে মনান্তর, দক্ষযজ্ঞপ্রকরণ, ধ্রুবচরিত-বর্ণন, বেণ রাজার বৃত্তান্ত, পৃথুবংশকথন, পুরঞ্জনের কথাচ্ছলে রূপক দ্বারা জীবাত্মার সাংসারিক দশার বিবৃতি, প্রচেতস্-দিগের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রতের বংশবর্ণন, ভরতবংশবর্ণন এবং ভূগোল ও খগোলের সবিস্তর বর্ণন করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলকথা, দক্ষপুত্রদিগের বৃত্তান্ত, দক্ষ-কন্যাদিগের বংশকীর্ত্তন, বৃত্রাসুরকথা, বৃত্রাসুরবধ, চিত্র-কেতুর ইতিহাস, দিতির গর্ব্তে বায়ুদিগের উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের সবিস্তর বর্ণন করা হইয়াছে।

সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে প্রহ্লাদচরিত্র ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকথন এই দুইটিই উল্লেখের যোগ্য।

অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তর সমূহের সবিস্তর বর্ণন, সমুদ্রমন্থন, দেব-কর্ত্তৃক দৈত্যদিগের বিনাশ, বলি রাজার বৃত্তান্ত এবং মৎস্যাবতারের লীলা ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

নবম স্কন্ধে শর্য্যাতি, নভস, অম্বরীষ, মান্ধাতা, রোহি-তাশ্ব, অংশুমান্, খট্টাঙ্গ এবং নহুষ প্রভৃতি রাজগণের বংশ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এবং কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাম ও পরশুরামাদির কথাও কথিত হইয়াছে।

দশমস্কন্ধ, অপর সমুদায় স্কন্ধ অপেক্ষা অতিবৃহৎ এবং ইহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণচরিতই বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ স্কন্ধে যদুবংশবর্ণন, কৃষ্ণোদ্ধবসংবাদ এবং নানা-বিধ ধর্ম্ম ও যোগের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাদশ স্কন্ধে—মগধবংশীয় ভাবিরাজাদিগের বর্ণনপ্রসঙ্গে নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি কতকগুলি ঐতিহাসিক পুরুষও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবতের সকল গুলিই জ্ঞানগর্ব্ভ এবং সমান মধুর। ইহার কোনটি ছাড়িয়া কোনটির উদ্ধার করিব, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই।

কর্ম্মবিপাক।

শ্রীভগবানুবাচ।

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥১
যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে।
তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমান্ শোচতি যৎকৃতে ॥২
যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাৎ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥৩
জন্তুর্ব্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্ব্বৃতিং, ন বিরজ্যতে ॥৪
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্ব্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥৫

ভগবান্ বলিলেন, মেঘরাশি যেমন প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়াও তাহার বিক্রম জানিতে অক্ষম, সেইরূপ জীবসকল বলবান্ কাল দ্বারা পরিচালিত হইয়াও নিশ্চয় উহার প্রবল বিক্রম জানিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য সুখপ্রাপ্তির আশায় বহুক্লেশ করিয়া যে যে উপায় অবলম্বন করে, ভগবান্ কাল তাহাদের সেই সেই উপায়কেই বিনাশ করেন, এবং মনুষ্যগণ উহার নিমিত্ত পরিশেষে কেবল শোক করিতেই থাকে। এই কালের বশে মোহিত হইয়া দুর্ম্মতি মনুষ্যগণ পুত্র কলত্রাদি দ্বারা সম্বদ্ধ, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনকে একেবারে অবিনাশী বলিয়া বিবেচনা করে। জন্তুগণ এই সংসারে যে যে যোনিতে জন্মলাভ করে, তাহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং নির্বৃতিই প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব, ঈশ্বরের মায়ায় বিমোহিত মনুষ্য নরকস্থ হইয়াও সেই স্থানে কেমন একটি অনির্ব্বচনীয় নির্বৃতি প্রাপ্ত হয় যে, সেই নারকী দেহও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।১-৫।

সৎসঙ্গরহিতোমর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ।
মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ॥৬
আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে ॥৭
স দহ্যমানসর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়োদুরিতানি দুরাশয়ঃ॥৮
আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়স্ত্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া।
রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্।৯
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী॥১০
অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্ যাত্যধঃ স্বয়ম্॥১১
বার্ত্তায়াং লুপ্যমানায়ামাবদ্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্॥১২

সৎসঙ্গরহিত, বৃদ্ধসেবাপরাঙ্মুখ মনুষ্য আমার আরাধনা না করিয়া, কেবল কুটুম্বভরণে আসক্ত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে; তথাপি নিজের কলত্র, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধুতে নিতান্ত আসক্ত চিত্ত হইয়া কেবল আত্মশ্লাঘাই করিতে থাকে। ঐ সকল স্বজনের ভারবহন জন্য মনঃপীড়ায় তাহার স্বকীয় সমুদয় অঙ্গ দহ্যমান হইলেও সেই দুরাশয় মূঢ়মতি কেবল পাপকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে। অসতী স্ত্রীদিগের রহঃপ্রদর্শিত কাপট্য-পরম্পরায়, ও কলভাষী বালকদিগের সুমধুর আলাপে সম্যক্ প্রকারে বিমোহিত গৃহিগণ এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ, দুঃখবহুল সংসারে অস্বাধীনভাবে দুঃখের প্রতীকার করাকেও সুখ বলিয়া বিবেচনা করে।৬-১০।

ইতস্ততঃ প্রবল হিংসা কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ দিয়া সেই সকল ব্যক্তিরই পোষণ করে, যাহাদিগের পোষণ করিতে করিতে সেই অবশিষ্টভোজী ক্রমে স্বয়ং অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল ব্যক্তি প্রথমে নিজে বারম্বার ব্যবসা বাণিজ্যাদি নানাবিধ জীবনোপায় আরম্ভ করে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির বিরহে ঐ সকল ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিঃস্ব এবং লোভাভিভূত হইয়া পরের ধনের প্রতি স্পৃহা করে। পরিশেষে সেই নিষ্ফল উদ্যমকারী, শ্রীহীন, মূঢ়বুদ্ধি অভাগা কুটুম্বপোষণে অসমর্থ হইয়া

কুটুম্বভরণেঽকল্পো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥১৩
এবং স্বভরণাকল্পং তৎকলত্রাদয়স্তদা।
নাদ্রিয়ন্তে যথাপূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরম্ ॥১৪
তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥১৫
আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্।
আময়াধ্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥১৬
বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥১৭
শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ।
বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ ॥১৮
এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥১৯

দীনভাবে চিন্তা করত জীবন অতিবাহিত করে। নির্দ্দয় কৃষীবলেরা যেমন বৃদ্ধ বলীবর্দ্দের পূর্ব্বের মত আদর করে না, সেইরূপ পুত্র কলত্রাদিও আপনাদের পোষণে অসমর্থ সেই গৃহস্বামীকে আর পূর্ব্বের মত মান্য করে না। তাহাতেও সে আপনার উপর অনাদর প্রাপ্ত না হইয়া পূর্ব্বপোষিত পুত্রাদি দ্বারা পুষ্যমাণ এবং বার্দ্ধক্য হেতু বৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়া গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় অবজ্ঞাপূর্ব্বক সম্মুখে প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হওত সেই গৃহেই বাস করে। সেই সময় সর্ব্বদা ব্যাধি প্রভাবে জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ হওয়ায় আর পূর্ব্বের মত অধিক-পরিমাণে আহার বা কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না।১১-১৬।

সেই সময় উর্দ্ধগত বায়ুর নির্গম পথ কফ দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়ায় কাস এবং শ্বাস নিক্ষেপ করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়, চক্ষু বাহিরে নির্গত হয় এবং কণ্ঠ ঘুর ঘুর করে। এইরূপে অন্তিম দশা প্রাপ্ত হইয়া যখন শয়ন করিয়া থাকে, তখন বন্ধুগণ রোদন করিতে করিতে তাহার চারি দিকে ঘিরে বসিয়া তাহাকে অভীষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে অনুরোধ করিলেও সে কিন্তু আর কিছুই বলিতে পারে না। এইরূপে কুটুম্ব পোষণে ব্যাপৃত অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য রোরুদ্যমান স্বজনের প্রবল দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া মৃত্যু-

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥২০
যাতনাদেহমাবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥২১
তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণঃ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥২২
ক্ষুত্তৃট্‌পরীতোঽর্কদবানলানিলৈস্
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িতশ্-
চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রয়োদকে ॥২৩
যাস্তমিস্রান্ধতামিস্ররৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃসঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ ॥২৪

মুখে পতিত হয়। সেই সময় ক্রোধে আরক্তনেত্র ভয়ঙ্করাকৃতি দুইটি যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে দেখিয়া উহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলে।১৭-২০

রাজার অনুচরেরা যেরূপ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া দূর পথে লইয়া যায়, সেইরূপ এই যমদূতেরা যাতনাময় শরীর নিরোধ করিয়া এবং বলপূর্ব্বক তাহার গলে পাশ বদ্ধ করিয়া তাহাকে যমালয়ে লইয়া যায়। পথে তাহাদের তর্জ্জনে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শরীর কম্পিত হয় এবং কুক্কুরগণ কর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া সে আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করত অত্যন্ত কাতরতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় অভিভূত, সূর্য্য, দাবানল ও বায়ু দ্বারা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ পথে সংস্থাপিত এবং পৃষ্ঠে কশা দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই অশক্ত ব্যক্তি বিশ্রাম স্থান এবং উদক শূন্য প্রদেশে অতি কষ্টে গমন করে।২১-২৩

নর ও নারীগণ, পরস্পরের অবৈধ সঙ্গহেতু তামিস্র, অন্ধতামিস্র ও রৌরবপ্রভৃতি নরক ভোগ করে। হে মাতঃ, ইহলোকেই স্বর্গ এবং নরক উভয়ই বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। যে সকল যাতনা নরকে অনুভূত হয়, ইহলোকেও সেই সকলই লক্ষিত হইয়া থাকে। কুটুম্বভরণাসক্ত ও উদরম্ভরি মনুষ্যগণ ইহলোকে কুটুম্ব এবং দেহ এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইয়া আপনার কর্ম্মানুরূপ বক্ষ্যমাণ ফল সকল প্রাপ্ত হয়। এই সংসারে যে মনুষ্য পরের অপকার দ্বারা যে দেহ পোষিত করিয়াছিল, সে তাহা পরিত্যাগ

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ! প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥২৫
এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্॥২৬
একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তম্ হিত্বেহ স্বং কলেবরং।
কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্‌ভৃতম্॥২৭
দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্।
ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতচিত্ত ইবাতুরঃ॥২৮
কেবলেন হ্যধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্॥২৯
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে।
কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপূর্ত্তি তান্॥৩১
স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥৩২

করিয়া সেই পরদ্রোহজনিত পাপকে পাথেয়রূপে সঙ্গে লইয়া একাকীই ঘোর অন্ধকারপূর্ণ তামিস্র নামক নরকে গমন করে। এবং সেই নরকে আতুরের ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে দৈব কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কুটুম্বপোষণার্থ অনুষ্ঠিত স্বকীয় পাপও ভোগ করে। যাহারা কেবল অধর্ম্মাচরণ করিয়া কুটুম্ব পোষণে উদ্যত হয়, তাহারা অন্ধকারের চরম আশ্রয় অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করে। এবং ক্রমশঃ নরলোকের অধস্তলে বর্ত্তমান সমুদায় নরক ভোগ করিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার এই নরলোকে আসিয়া উৎপন্ন হয়।২৪-৩০

ভগবান্ বলিলেন, যে সকল গৃহস্থ গৃহে বাস করত নিজ গৃহমেধীয় ধর্ম্মের নিকট হইতে কাম ও অর্থের দোহন করে এবং সেই সকল পূর্ব্ব দুগ্ধ ধর্ম্মকে আবার পূরিতও করে, তাদৃশ ব্যক্তিরাও কামে বিমোহিত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হওত শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ দ্বারা কেবল দেব এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা করে। তাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন,

তৎশ্রদ্ধয়া ক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥৩৩
যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥৩৪
যে স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে।
নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্ম্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥৩৫
নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
স্বধর্ম্মাপ্তেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥৩৬
সূর্য্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥৩৭
দ্বিপরার্দ্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরিচিন্তকাঃ ॥৩৮
ক্ষ্মাম্ভোনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসংজিহীর্ষুঃ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা
কালং পরাখ্যমনুভূয় পরং স্বয়ম্ভূঃ ॥৩৯
এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।

পিতৃদেবব্রত মনুষ্যগণ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কিছুকাল অবস্থানের পর পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে সোমপায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।৩১।৩২।৩৩

যখন অনন্তাসন নারায়ণ সর্পরাজরূপশয্যায় শয়ন করেন, সেই সময় গৃহমেধীদিগের গন্তব্য লোক সকল লয় প্রাপ্ত হয়। যে সকল ধীর ব্যক্তি কাম অর্থের নিমিত্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, এবং যাহারা নিঃসঙ্গ, কর্ম্মফলে অনাসক্ত, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তি ধর্ম্মে নিরত, নির্ম্মম, এবং নিরহঙ্কার হয়, তাহারা সেই স্বধর্ম্ম প্রতিপালন হেতু সত্ত্ববহুল বিশুদ্ধ চিত্ত লাভ করিয়া সূর্য্য দ্বারা এই জগতের প্রকৃতি এবং উৎপত্তি ও লয়ের কারণ পরিপূর্ণ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা হিরণ্যগর্ভকে পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার লয় না হয়, তাবৎ কাল ব্রহ্মলোকে বাস করে।৩৪-৩৮

গুণত্রয়াত্মা হিরণগর্ভরূপী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধকাল জীবিত থাকিয়া পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু এবং ভূতাদি পরিবৃত

তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপাযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥৪০

এই ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিতে অভিলাষী হইয়া সেই অব্যাকৃত পরম পুরুষে প্রবেশ করেন। যে সকল নিরভিমান, বিরাগ ও জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ দেহান্তে ব্রহ্মাতে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারাও তৎকালে ঐ ব্রহ্মার সহিতই পরমানন্দস্বরূপ পুরাণ পুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করেন।৩৯-৪০

শ্রুতি অধ্যায়।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ ॥২
সৈষা হ্যুপনিষদ্ব্রাহ্মী পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈর্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্‌যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥৩
অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥৪

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ করিবার অযোগ্য নির্গুণ এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথগ্‌ভূত পরব্রহ্মে সগুণ শ্রুতি সকল কিরূপে প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ শ্রুতিরা সগুণ হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশে কিরূপে সমর্থ হইল? ১

শুকদেব বলিলেন, প্রভু অর্থাৎ মায়ার অনধীন, পরমেশ্বর জীবদিগের বিষয়ভোগ, সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আত্মার লোকান্তরীয় ভোগ এবং মুক্তির নিমিত্ত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকলের সৃষ্টি করেন। শ্রুতি সকল এই রূপ গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেন বলিয়া ব্রাহ্মী উপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্রহ্মের প্রতিপাদিকা উপনিষৎ সমূহ অতি প্রাচীন কালসম্ভূত ঋষিগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ইহা হৃদয়ে ধারণ করে, সে অকিঞ্চন অর্থাৎ দেহাদি উপাধি শূন্য হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে আমি আপনার নিকট নারায়ণ ঋষি ও নারদের সংবাদপ্রসঙ্গে নারায়ণ ঋষি কর্ত্তৃক কথিত আপনার প্রশ্নের অনুকূল একটি ইতিহাসে কীর্ত্তন করিতেছি।২।৩ ৪

একদা নারদোলোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥৫
যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥৬
তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥৭
তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবান্ ঋষীণাং শৃণ্বতামিমম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥৮
স্বায়ম্ভুবব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা।
তত্রস্থানাং মানবানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥৯
শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে ॥১০

কোন সময় ভগবানের প্রিয়ভক্ত নারদ ঋষি, নিখিল লোক পর্য্যটন করিয়া সেই সনাতন ঋষি নারায়ণকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই নারায়ণ ঋষি এই ভারতবর্ষে মনুষ্যদিগের হিত এবং কল্যাণের নিমিত্ত কল্পের আদি হইতে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত আছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত, মহর্ষি নারদ, স্বীয় আশ্রমে উপবিষ্ট এবং কলাপগ্রামনিবাসী ঋষিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিয়া আপনাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নেরই অবতারণা করিলেন। ভগবান্ নারায়ণও সেই ঋষিনিচয়ের সমক্ষে নারদের ঐ প্রশ্নের উত্তরে অতি পূর্ব্বকালে জনলোকনিবাসী ঋষিগণের মধ্যে যে ব্রহ্মবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহারই উল্লেখ করিলেন।৫।৬।৭।৮

ভগবান কহিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র নারদ, পূর্ব্বকালে জনলোকে অত্রত্য মানসসম্ভূত উর্দ্ধরেতা মুনিগণের স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসার্থ 'ব্রহ্মসত্র' নামে একটী সভা হইয়াছিল। হে নারদ, তৎকালে তুমি শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বরকে দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলে; সেই সভায়, এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। ঐ ঋষিদিগের পরস্পরের শাস্ত্রজ্ঞান, তপশ্চর্য্যা, প্রভাব ও শীল তুল্যরূপই ছিল, তাঁহারা আত্মীয়, শত্রু এবং উদাসীন, এই সকলকেই সমানচক্ষে

তত্রহায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি।
তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে॥১১

শ্রীসনন্দ উবাচ।

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্॥১২
যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥১৩

শ্রুতয় উচুঃ।

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাম্
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥১৪

দর্শন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বক্তা এবং অপরে শ্রোতা হইয়াছিলেন।৯।১০।১১

তাঁহাদিগের মধ্যে সনন্দ বলিলেন, প্রলয় সময়ে নিজ নির্ম্মিত নিখিল জগৎ সংহার করিয়া স্বীয় শক্তি সমূহের সহিত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত পরমেশ্বরকে, প্রলয়ের অবসানে শ্রুতিগণ সম্মিলিত হইয়া, প্রত্যূষসময়ে অনুজীবী বন্দিগণ সমস্বরে যেরূপ শয়ান সম্রাট্‌কে তাঁহার পরাক্রমব্যঞ্জক সুললিত পদ্যময় স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রবোধিত করে, সেইরূপ তাঁহার ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক স্তুতিবাক্যদ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিল।১২।১৩

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত, (মায়ার অনধীন) আপনার জয় হউক, হে প্রভো, আপনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন (সুতরাং মায়ার বিনাশে সক্ষম) এবং আপনিই জীবদিগের সমুদায় শক্তির উদ্বোধক (অর্থাৎ আপনার সাহায্য ব্যতীত জীব স্বয়ং জ্ঞান বৈরাগ্যাদি দ্বারা মায়া বিনাশে অক্ষম), অতএব আপনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবনিচয়ের মায়া বিনাশ করুন, কারণ এই মায়া জীবদিগের আনন্দাদির আবরণ করিবার নিমিত্তই গুণ সকল গ্রহণ করিয়াছে। আপনার এতাদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন রূপে প্রতীত হওয়ার প্রতি বেদই প্রমাণ, যেহেতু এই বেদ আপনি যে সময় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদিবাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতম্
কতমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥১৫
ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্॥১৬

হইয়া মায়ার সহিত বিচরণ করেন, এবং যে সময় মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বাভাবিক সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করেন, এই উভয় সময়ই আপনার অনুগমন করে। অর্থাৎ আপনার সগুণ ও নির্গুণ, এই উভয়বিধ স্বরূপই শ্রুতিতে ব্যক্ত হইয়াছে।১৪

যদি বলেন, বেদেত ইন্দ্রাদি অনেক দেবতার কথাই আছে, তবে বেদ সকল কেবল আমার স্বরূপেরই প্রতিপাদক, ইহা কিরূপে বলা যায়। এইরূপ আশঙ্কার কল্পনা করিয়া শ্রুতিগণ উত্তর করিতেছেন।—বেদে য, ইন্দ্রাদির বা অন্য কোন ব্যক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই সূচিত হইয়াছে, কারণ ব্রহ্মেই সকলের শেষ। আরও দেখুন, যেরূপ বিকৃত ঘটাদির অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি এবং তাহাতেই বিলয় হয়, সেইরূপ এই বিশ্বের ব্রহ্ম হইতে উদয় এবং ব্রহ্মেতেই অস্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত ঋষিগণ মন দ্বারা বিজ্ঞাত এবং শব্দ দ্বারা সঙ্কেতিত যাবৎ পদার্থকেই আপনা (ব্রহ্ম) হইতে অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কেন না, মনুষ্যের পদ, পর্ব্বতাগ্র, সৌধশিখর, অথবা বৃক্ষশাখা ইত্যাদি যেকোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, পৃথিবীকে ছাড়াইবে কিরূপে? অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরিহার্য্য।১৫

হে ত্র্যধিপতে (বশীকৃতমায়), এই নিমিত্ত বিবেকী সূরিগণ অখিল লোকের পাপ প্রক্ষালনে সমর্থ ভবদীয় কথারূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়াই যখন সর্ব্ববিধ আধিজনিত তাপ বিস্মৃত হন, তখন যাঁহারা স্বকীয় তেজোময় স্বরূপের চিত্তে বিকাশহেতু অন্তঃকরণের বৃত্তি রাগাদিকে অভিভূত করিয়া অজস্র সুখানুভবের হেতু ভবদীয় পদই কেবল আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?১৬

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥১৭
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৮
স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
তরতমতশ্চকাশ্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমম্
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥১৯

যে সকল জীব আপনার অনুগামী ভক্ত, তাহাদিগের জীবনই সার্থক। তদ্ভিন্ন আর সকল জীবই ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস প্রশ্বাস বহন করে মাত্র। যাঁহার অনুপ্রবেশ রূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া মহৎ ও অহঙ্কার আদি মিলিত হইয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ দেহের সৃষ্টি করিয়াছে, যিনি অন্নময়াদি কোষে অনুপ্রবেশ করত তত্তদধিষ্ঠিত পুরুষের আকারে পরিণত হইয়াছেন এবং যিনি তাহাদের মধ্যে চরম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপুচ্ছ নামে উক্ত হন, আপনিই সেই ব্রহ্মপুচ্ছ, সৎ ও অসৎ হইতে অতিরিক্ত, নির্ব্বাধ এবং সত্য-স্বরূপ।১৭

ঋষিদিগের মধ্যে যাহারা ধূলিপিহিতদৃষ্টি অর্থাৎ অদূরদর্শী তাহারা উদরকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, অপর কতকগুলি আরুণি নামক অতত্ত্বদর্শীরা আবার নাড়ীসমূহের প্রসরণস্থান হৃদয়স্থিত দহর অর্থাৎ সূক্ষ্ম মার্গকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে। হে অনন্ত, তত্ত্বদর্শীরা কিন্তু হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ আপনার জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠধাম সেই মস্তকের দিকেই উদ্গত হন, যাহা লাভ করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার এই সংসারে পতিত হন না।১৮

অনল যেমন দাহ্য বস্তুর আকৃতি অনুসারে ন্যূনাধিকভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আপনিও নিজকৃত বস্তুসমূহে উপাদান কারণ রূপে প্রবিষ্ট হইয়াই যেন তৎতদ্‌বস্তুর অনুকরণ করতঃ ন্যূনাধিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, কিন্তু নির্ম্মলবুদ্ধি যোগিগণ সাংসারিক ব্যাপার হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিরত হইয়া

স্বকৃতপুরেষমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং তব
পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোহংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনম্
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥২০

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥২১

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়ব-
চ্চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো-
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যুরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥২২

এই মিথ্যা বস্তুসমূহেও আপনার অধিকৃত, একরস, সত্যস্বরূপেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।১৯

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এই স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত নানাবিধ দেহে বর্ত্তমান বস্তুতঃ কার্য্যকারণাদি আবরণ শূন্য জীবকে সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণস্বরূপ আপনার অংশ-রূপে নির্দ্দেশ করেন। জীবের এই গূঢ়রহস্য সম্যক্‌রূপে বিজ্ঞাত হইয়া বিশ্বাসাপন্ন কবিগণ সংসারের নিবর্ত্তক এবং বেদোক্ত কর্ম্মের ফলপ্রদ ভবদীয় শ্রীচরণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।২০

হে ঈশ্বর, এইরূপ দুর্ব্বোধ নিজ তত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত সাকাররূপে অবতীর্ণ ভবদীয় চরিতরূপ অমৃতময় মহাসমুদ্রে নিরন্তর অবগাহনে বিগতশ্রম, আপনার চরণপদ্মাশ্রিত হংসকুল সদৃশ ভক্তগণের সংসর্গে গার্হস্থ্যসুখে বিমুখ কোন কোন ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না।২১

এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আপনার সেবার উপযোগী হইয়া আত্মা, সুহৃৎ ও প্রিয়জনের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন (উপাসকের নিজের অধীন) হইয়া রহিয়াছে, এবং হিতকারী প্রিয়বন্ধু পরমাত্মস্বরূপ আপনিও সর্ব্বদা অনুকূল হইয়া সন্নিহিত রহিয়াছেন, হায়! তথাপি অসৎ উপাসনায় ব্যাপৃত অতএব আত্মঘাতী মনুষ্যগণ আপনার সেবায় অনুরক্ত হয় না, তাহারা কেবল এই কুৎসিত শরীরের লালন পালনে নিরত থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপ নিরন্তর এই ভয়সঙ্কুল সংসারেই পরিভ্রমণ করে।২২

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥২৩
ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ।২৪
জনিমসতঃ সতো মৃতি মুতাত্মনি যে চ ভিদাম্
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র সভবেদববোধরসে ॥২৫

মুনিগণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের নিরোধ পূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া হৃদয় মধ্যে আপনার যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণ বৈরভাবে আপনার নাম স্মরণ করিয়াও সেই তত্ত্বের লাভ করে, আবার ভুজগেন্দ্রদেহ সদৃশ ভবদীয় কোমল অথচ আয়ত বাহুদণ্ডের আশ্লেষ লিপ্সায় বিমোহিত বুদ্ধি-সম্পন্ন কামার্ত্ত স্ত্রীগণ এবং আমরাও (শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা সকলও) সমভাবে সর্ব্বত্র সমদর্শী আপনার চরণ পদ্ম সুখে ধারণ করিয়া থাকি ।২৩

হে ভগবন্, আপনি সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী আর এই সংসারে সকলেরই আপনার পরে জন্ম এবং সম্মুখে বিনাশ হয়, সুতরাং এই সংসারের কোন্ পুরুষ আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে? আপনা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মা হইতে আবার আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই উভয়বিধ দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অপিচ যৎকালে আপনি সমুদয় জগৎ উপসংহার করিয়া শয়ন করেন, তখন জ্ঞানসাধন স্থূল আকাশাদি, সূক্ষ্ম মহদাদি, তদুভয়ারব্ধ শরীর, কালবৈষম্য এবং শাস্ত্র, এ সকলের কিছুই বিদ্যমান থাকে না ।২৪

যে বৈশেষিকগণ অসৎ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, যে পাতঞ্জলাদি সতেরই আবির্ভাব বর্ণন করেন, যে নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার দুঃখের বিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া অবধারিত করেন, যে সাংখ্যগণ আত্মার নানাবিধ ভেদ স্বীকার করেন এবং যে মীমাংসকেরা কর্ম্মফল ব্যবহারকেই সত্য বলিয়া

সদিবমনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥২৬
তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরোনির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২৭
ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥২৮

স্মরণ করেন তাঁহাদের সকলের উপদেশই ভ্রমসঙ্কুল, কল্পনাপ্রসূত মাত্র। আর নির্ব্বোধ পুরুষেরা আপনাতে যে 'ত্রিগুণ পুরুষ' বলিয়া ভেদ কল্পনা করে, তাহাদের সে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আপনাকে 'জ্ঞানঘন' স্বরূপে জানিতে পারে, সুতরাং সে ভেদ আর থাকে না।২৫

মনুষ্য দেহ হইতে মন অবধি এই ত্রিগুণাত্মক সমস্ত জগৎ অসৎ হইয়াও আপনার অধিষ্ঠান মাত্রে সৎরূপে প্রতীত হয়, আত্মজ্ঞানীরা এই সমুদয় জগৎকে আত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া সৎ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন, কারণ লোকে সুবর্ণের বিকৃতি কুণ্ডলাদিকে সুবর্ণের সহিত অভিন্নজ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। অতএব নিজ নির্ম্মিত বিশ্বমধ্যে আপনি যে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধ হইল।২৬

যাঁহারা আপনাকে নিখিল জগদাধার বিবেচনা করিয়া পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা অবলীলাক্রমে মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। আর যাহারা আপনার উপাসনায় বিমুখ, তাহারা পণ্ডিত হইলেও পশুর ন্যায় বাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হয়, অন্যদিকে যাহারা আপনাতে প্রেম করে, তাহারা আপনার অভক্তভিন্ন সমুদয় জগৎকেই পবিত্র করে।২৭

আপনি ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়াও স্বপ্রকাশ, অখিল বিশ্বের কর্ত্তা এবং সমুদয় শক্তির আধার। সমুদয় দেবগণ মায়ার সহযোগে আপনার পূজা সম্পাদন করেন এবং আপনারাও মনুষ্যপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করেন। যেরূপ প্রাদেশিক

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থে নিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
নহি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবে-
দ্বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥২৯
অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতে তে নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদ্ বিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥৩০
ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো
রুভয়যুজোভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥৩১

নৃপতিগণ সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতির পূজা করে সেইরূপ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদিও আপনার সেবা বিধান করেন। আপনি যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে ভয়েভয়েই সেই কার্য্য সম্পাদন করে।২৮

হে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর, আপনি সঙ্গরহিত হইয়াও যখন মায়ার সহিত ঈক্ষণ মাত্রে ক্রীড়া করেন তখন সেই ঈক্ষণ নিমিত্ত সম্ভূত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জাতি সকল উৎপন্ন হয়। পরম কারুণিক, আকাশ সদৃশ সমদর্শী এবং শূন্য সদৃশ বাক্যমনের অগোচর যে আপনি, আপনার আত্মীয় বা পর কেহই নাই।২৯

হে ধ্রুব, (হে নিত্য), যদি দেহধারী জীব সকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে আপনার সহিত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আপনার আর নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, তাহা না হইলেই আপনার নিয়ন্তৃত্ব থাকে। জীব সকল যাহার বিকার রূপে উৎপন্ন হয়, সেই বিকৃত বস্তুরই নিয়ামক হয় এবং সেই উপাদানীভূত বস্তুকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহারই সহিত অনুস্যূত হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞাতস্বরূপ আপনাকে যাঁহারা "জানি" বলিয়া নিজের মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সে মত ভ্রান্ত, কারণ বস্তুতঃ তাঁহারা আপনাকে জানেন না।৩০

কেবল অজা প্রকৃতি বা অজপুরুষ হইতে প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্ভবে না, কিন্তু যেরূপ বায়ু সহকৃত জল হইতে বুদ্‌বুদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও

নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং
ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্।
কথমনুবর্ত্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ ভ্রুকুটিঃ
সৃজতি মুহুস্ত্রিনেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্ ॥৩২
বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগম্
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণম্
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥৩৩
স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈঃ
ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্ব্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাম্
সুখয়তি কোন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে ॥৩৪

পুরুষ এই উভয়ের যোগ হইতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব নদী সকল যেমন মহাসমুদ্রে এবং অন্নাদি নিখিল রস যেমন মধুতে লীন হয়, তেমনি এই সকল প্রাণিগণ নানাবিধ কার্য্যকারণাত্মক উপাধির সহিত পরম রসস্বরূপ আপনাতেই লীন হয়।৩১

সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণ, আপনার মায়াপ্রভাবেই মনুষ্যলোকের এই ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া আপনাকে এই সংসারের নিবর্ত্তক জানিয়া আপনারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা আপনার অনুবৃত্তি করেন, তাঁহাদিগের আর ভবভয় হইবে কেন? কারণ আপনার ভ্রুকুটি আপনার অশরণাপন্ন ব্যক্তিদিগেরই ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে॥৩২

যাহারা গুরুর চরণরূপ উপায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণবায়ুর সংযম করিয়াই অতি চঞ্চল ও অদম্য মনরূপ অশ্বকে বশীভূত করিতে যত্নশীল হয়, তাহারা প্রকৃত উপায়ের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ক্লেশভোগ করিয়া নানাবিধ বাসনায় আকুল হওত এই সংসারে অবস্থান করে। কর্ণধার-শূন্য নৌকারোহী বণিকগণ সমুদ্রে যাদৃশী দশা প্রাপ্ত হয়, হে অজ, সেই গুরূপদেশ শূন্য ব্যক্তিগণও এই সংসারে সেইরূপ দশা প্রাপ্ত হয়।৩৩

পরমানন্দ রসস্বরূপ আপনি বিদ্যমান থাকিতে যে সকল মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, গৃহ, রাজ্য ও রথাদি তুচ্ছ বিষয় আশ্রয় করিয়া তাহাতেই রত হয়, তাহাদের কি সুখ লাভ হয়? আর সদ্বস্তু না জানিয়া যাহারা

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদাস্ত
উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসার হরাবসথান্ ॥৩৫
সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতম্
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ॥৩৬

মিথুনীভাবে কেবল রতিসুখেরই বশীভূত হয়, এই সুখবিহীন নশ্বর সংসারে কে তাহাদের সুখ বিধান করিতে সমর্থ হয় ? ৩৪

হে ভগবন্, ঋষিগণ স্বীয় পাদোদক দ্বারা অন্যের পাপনাশক হইলেও আপনার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করত নিরহঙ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে মহৎ পুণ্যতীর্থ সকলের সেবা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আর বিবেক-ধৈর্য্যাদিনাশক গৃহ ও রাজ্যাদিসম্ভূত কুৎসিত সুখের উপাসনা করেন না, অথবা ঋষিদিগের কথা আর কি বলিব ? নিত্য সুখস্বরূপ আপনাতে যাহারা একবার মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই আর কুৎসিত সুখে প্রবৃত্তি হয় না।৩৫

সৎ হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া যদি এই জগৎকে সৎ মনে করেন, তাহা হইলে যুক্তির বিরুদ্ধ বলা হয়, কারণ কোন কোন স্থলে কার্য্য কারণের বৈরূপ্য দৃষ্ট হয়, যেমন পিতা ও পুত্রের, ঘটধ্বংস ও মুদ্গরের সম্পূর্ণ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন স্থলে কারণ সৎ হইলেও কার্য্য মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয়, যেমন রজ্জু হইতে যে সর্পের ভ্রম হয়, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন স্থলে কার্য্য ও কারণের বাস্তবিক সত্যত্ব দৃষ্ট হয় না, যেমন এই জগৎ কেবল সৎ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অবিদ্যাযুক্ত সৎ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহার উপাদান বাস্তবিক সৎ নয়, কার্য্যও বাস্তবিক সৎ নয়। অতএব আপনার বাক্য রূপ বেদ সকল গৌণবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মজড় লোক-দিগকে অন্ধপরম্পরাক্রমে ব্যবহারার্থ মিথ্যা জগতে সত্য জ্ঞানে ভ্রমণ করাইতেছে।৩৬

ন যদিদমগ্র আসন্ ভবিষ্যদতো নিধনা-
দনুমিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈঃ
বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥৩৭
স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেহষ্টগুণিতেহপরিমেয়ভগঃ ॥৩৮
যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোহসতাং হৃদিগতোহস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপযোগিনামুভয়তোহপ্যসুখং ভগব-
ন্ননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥৩৯

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না এবং প্রলয়ের পরও ইহার কিছুই থাকিবে না, সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে এই মিথ্যা জগৎ সত্য ও একরসস্বরূপ অপনাতে ভাসমান হয়, অতএব মৃৎসুবর্ণাদিজনিত ঘট কুণ্ডলাদির সহিত ইহার উপমা হইতে পারে। এই মিথ্যা মনঃকল্পনাকে যাহারা সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা অতি অজ্ঞ।৩৭

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করে, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতি পূর্ব্বক জন্ম মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়, আর যখন উহা ত্বচ্নির্মুক্ত সর্পের ন্যায় মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, তখন অণিমাদি অষ্ট পরমৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে পূজনীয় হয়।৩৮

হে ভগবন্, যদি যোগিগণ হৃদিস্থিত কামজটা সকলকে উদ্ধৃত না করেন, তাহা হইলে হৃদয়স্থিত অথচ বিস্মৃত কণ্ঠভূষণের স্বরূপ আপনাকে সেই অসাধুগণ কখনই লাভ করিতে পারে না। কারণ যাহারা ইন্দ্রিয়াদিগের পরিতৃপ্তি করিতে তৎপর অথচ বাহিরে যোগের ভাণ করে, তাহাদের ইহ ও পর, এই উভয় কালেই অসুখ, ইহ কালে সর্ব্বদা সমীপস্থিত যমের ভয়ে অসুখ এবং পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জন্য অসুখ। হে সগুণ, যিনি আপনাকে অবগত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মফল প্রদাতা ঈশ্বর স্বরূপ আপনা হইতে অধিগত শুভ ও অশুভ কর্ম্মসকলের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ অনুভব করেন

ত্বদবগামী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো-
র্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণগীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ॥৪০
দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যেতদ্ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্।
সনন্দনমথানর্চ্চুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্॥৪২
ইত্যশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ।
সমুদ্ধৃতঃ পূর্ব্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ॥৪৩
ত্বঞ্চৈতদ্ব্রহ্মদায়াদশ্রদ্ধয়াত্মানুশাসনম্।
ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভজনং নৃণাম্॥৪৪

না, এবং দেহাভিমানীদিগের বিধি ও নিষেধ বাক্যেরও বশীভূত হয়েন না; যেহেতু তাদৃশ মনুষ্যগণ যুগে যুগে দিন দিন মোক্ষফল প্রদাতা আপনাকে গীতপরম্পরা দ্বারা শ্রবণ করত হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! আপনি অনন্ত স্বর্লোকের অধিপতি ইন্দ্রাদি দেবগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন্ না, কারণ আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে কালচক্রের সহিত রজঃকণের ন্যায় আপনার অন্তরে ভ্রমণ করে। আর শ্রুতি সকল "তন্ন তন্ন" করিয়া আপনাতেই পর্য্যবসিত এবং ফলবতী হয়।৩৯-৪০

শ্রীভগবান্ বলিলেন, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ এইরূপে আত্মানুশাসন শ্রবণ করিয়া আত্মার গতি অবগত হইলেন এবং সনন্দকে পূজা করিতে লাগিলেন। সেই গগনবিহারী পূর্ব্ব কালোৎপন্ন মহাত্মাগণ এই উপনিষদ্রহস্য অশেষ বেদ পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মপুত্র নারদ! তুমিও শ্রদ্ধাসহকারে মনুষ্যদিগের সর্ব্ব-কামপ্রদ এই আত্মানুশাসন হৃদয়ে ধারণ করত যথেচ্ছ পৃথিবী পর্য্যটন কর।৪২।৪৩।৪৪

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স ঋষিণাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্।
পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ ॥৪৫

শ্রীনারদ উবাচ।

নমস্তস্মৈ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণামলকীর্ত্তয়ে।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োংশতীঃ কলাঃ ॥৪৬
ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাশ্চ মহাত্মনঃ।
ততোঽগাদাশ্রমং সাক্ষাৎ পিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে ॥৪৭
সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
তস্মৈ তদ্বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥৪৮

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া।
যথা ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নিগুণেঽপি মনশ্চরেৎ ॥৪৯

শ্রীশুকদেব বলিলেন, সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, ঋষি নারায়ণ কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট অর্থ ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃত-কৃত্য হইলেন।৪৫

তখন নারদ বলিতে লাগিলেন,—সেই নির্ম্মলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। কারণ সর্ব্বভূতের সংসার মোচনার্থ তিনিই অংশ-কলা ধারণ করিয়াছেন। এইরূপে মহর্ষি নারদ সেই আদ্যঋষি নারায়ণও তাঁহার মহাত্মা শিষ্যগণকে প্রণাম করিয়া আমার পিতা দ্বৈপায়ন ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন।৪৬।৪৭

সেই স্থানে ভগবান্ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট নারায়ণ ঋষির মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্, আপনি যে আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "অনির্দ্দেশ্য ও নির্গুণ পরব্রহ্মে মন কিরূপে বিচরণ করে, তাহার উত্তর ইহাতেই কথিত হইল।৪৮ ৪৯

গরুড় পুরাণ—সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গরুড় পুরাণ অষ্টাদশ মহা পুরাণের অন্তর্গত। ইহাও একখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ। এক্ষণে যে গরুড় পুরাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কিন্তু আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কোন সময় এই গরুড় পুরাণখানি সম্পূর্ণরূপে না হউক অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে, পরে কোন পণ্ডিত বা পণ্ডিতমণ্ডলী মিলিত হইয়া নানাবিধ প্রাচীন ও আধুনিক নিবন্ধ হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া মূল পুরাণের বিলুপ্ত শ্লোক গুলির সংখ্যা পূর্ণ করিয়া থাকিবেন। এই নিমিত্ত আমরা ইহাতে কেবল প্রাচীন মহাভারতাদির অনুরূপ শ্লোক যে দেখিতে পাই তাহা নহে, চাণক্য, নীতিশতক, বানরাষ্টক প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থনিচয়ের এমন কি, বাণভট্টকৃত কাদম্বরীর অবধি, অবিকল অনুরূপ অনেক শ্লোক ইহাতে দেখিতে পাইয়া থাকি। বোধ হয় এই নিমিত্তই বর্ত্তমান গরুড় পুরাণে পৌরাণিক বিষয় অপেক্ষা পূজাপদ্ধতি, কর্ম্মবিপাক, যমালয় ও নরক প্রভৃতির সবিস্তর বর্ণনই দৃষ্ট হয়, আবার অগ্নিপুরাণ প্রভৃতির ন্যায় ইহাতে ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিঃশাস্ত্র আদির কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ক্রমশঃ বিবৃত হইয়াছে।

সূত কর্ত্তৃক গরুড় পুরাণ কথনের প্রতিজ্ঞা, গরুড় পুরাণোৎপত্তি কথা, রুদ্র বিষ্ণুসংবাদে সৃষ্টিকথন, দক্ষের

প্রাচেতসরূপে উৎপত্তি, কশ্যপসৃষ্টি, সূর্য্যাদিপূজা, দীক্ষা-বিধি, বিষ্ণুপঞ্জরকথন, সংক্ষেপে যোগোপদেশ, বিষ্ণুসহস্র-নামকথন, মৃত্যুঞ্জয়পূজন, গারুড়বিদ্যা, শিবোক্ত সর্পমন্ত্র, পঞ্চবক্ত্র পূজা, শিবপূজা, গণপত্যাদিপূজা, পাদুকাপূজা, কর-ন্যাসাদি, বিষহরণ, সোপানপূজা, শ্রীধরপূজা, পঞ্চতত্ত্বপূজন, সুদর্শনাদিপূজন, হয়গ্রীবপূজা, গায়ত্রীমাহাত্ম্য, দুর্গাপূজা, মহেশ্বরপূজা, নানাবিদ্যাকথন, মুক্তামুক্তধ্যান, শালগ্রামলক্ষণ-কথন, আহ্নিককৃত্য, দানধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, প্রিয়ব্রতবংশ-বর্ণনপ্রসঙ্গে সপ্তদ্বীপাদির কথা, ভারতবর্ষকথন, প্লক্ষদ্বীপাদির কথা, সপ্তপাতালবর্ণন, জ্যোতিঃশাস্ত্র, সামুদ্রিকলক্ষণ, রত্ন-পরীক্ষা, গয়ামাহাত্ম্য, মন্বন্তরকথন, উপনয়ন, গৃহস্থধর্ম্ম, অশৌচনির্ণয়, নীতিসার, নানাবিধ ব্রত, রামায়ণাদির কথন, বস্তুনির্ণয়, নানাবিধ রোগের নিদান, স্বরূপ ও ঔষধের কথন, বিষ্ণুকবচ, বিষ্ণুবিদ্যা, ত্রিপুরা-কথা, প্রশ্নকল্প, অশ্বচিকিৎসা, ঔষধদিগের নাম, ব্যাকরণনিয়ম, ছন্দঃশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, যুগ-ধর্ম্মকথন, নৈমিত্তিক প্রলয়কথন, সংসারকথন-প্রস্তাবে পাপের পরিণামকথন, অষ্টাঙ্গযোগ, বিষ্ণুভক্তি, নারায়ণ-নমস্কার ও আরাধনাদি, বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথন, ব্রহ্মজ্ঞানকথন, আত্ম-জ্ঞানকথন, গীতাসার। উত্তরখণ্ড—ইহাতে প্রেতকৃত্য ও যমালয় প্রভৃতিরই অধিক বর্ণনা করা হইয়াছে।

গরুড়পুরাণম্ ।

নীতিসারঃ ।

সূত উবাচ ।

গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ ।
পণ্ডিতস্য* গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ ॥১
সদ্‌ভিরাসীত সততং সদ্‌ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিম্ ।
সদ্‌ভির্ব্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্‌ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ ॥২
পণ্ডিতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞৈঃ সত্যবাদিভিঃ ।
বন্ধনস্থোঽপি তিষ্ঠেত ন তু রাজ্যং খলৈঃ সহ ॥৩
সবিশেষাণি কার্য্যাণি কুর্ব্বন্নর্থৈশ্চ যুজ্যতে ।
তস্মাৎ কার্য্যাণি সর্ব্বাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥৪
মধুহেব দুহেদ্রাষ্ট্রং কুসুমঞ্চ ন ঘাতয়েৎ ।
বৎসাপেক্ষী দুহেৎ ক্ষীরং ভূমিং গাঞ্চৈব পার্থিবঃ ॥৫

সূত বলিলেন, গুণবান্‌কেই কার্য্যে নিয়োগ করিবে, গুণহীনকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ পণ্ডিতের সকলই গুণ এবং মূর্খের সকলই দোষ ।১

সর্ব্বদা সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সহিত উপবেশন করিবে, সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সহিত সঙ্গতি করিবে, বিবাদ বা মৈত্রীও সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সহিত করিবে, অসদ্‌ব্যক্তিদিগের সহিত কিছুই করিবে না ।২

বিনীত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী পণ্ডিতদিগের সহিত একত্র থাকিলে যদি বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তথাপি তাহাদিগের সহিতই বাস করিবে, রাজ্যভোগ হইলেও খলদিগের সহিত বাস করিবে না ।৩

কার্য্য নিঃশেষে সম্পাদন করিলে সিদ্ধি লাভ হয়, এই নিমিত্ত সমুদায় কার্য্য নিঃশেষে সম্পাদন করিবে ।৪

ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে, অথচ পুষ্পের কোন অপকার করে না, সেইরূপ রাজা কোন প্রকার উৎপীড়ন না করিয়া রাজ্য হইতে করগ্রহণ করিবেন এবং দোগ্ধা যেমন বৎসের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ রাখিয়া গাভী দোহন করে, রাজাও পৃথিবী হইতে সেই ভাবে ধন গ্রহণ করিবেন ।৫

* সচরাচর লোকে "পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে" এইরূপ বলিয়া থাকে ।

বল্মীকং মধুজালঞ্চ শুক্লপক্ষে তু চন্দ্রমাঃ।
রাজদ্রব্যঞ্চ ভৈক্ষ্যঞ্চ স্তোকস্তোকেন বর্দ্ধতে ॥৬
বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥৭
সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে।
মৃজয়া রক্ষ্যতে পাত্রং কুলং শীলেন রক্ষ্যতে ॥৮
বরং বিন্ধ্যাটব্যাং বসনমতিশুষ্কস্য মরণং বরং সর্পাকীর্ণে শয়নমথ কূপে নিপতনম্
বরং ভ্রান্তাবর্ত্তে সভয়জলমধ্যে প্রবিশনং নতু স্বীয়ে পক্ষে সুধনমনুদেহীতি কথনম্ ॥৯।
ভাগ্যক্ষয়েষু ক্ষীয়ন্তে নোপভোগেন সম্পদঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি সন্ত্যত্র সুকৃতানি চ দুষ্কৃতম্ ॥১০
বিপ্রাণাং ভূষণং বিদ্যা পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ।
নভসো ভূষণং চন্দ্রঃ শীলং সর্ব্বস্য ভূষণম্ ॥১১

বল্মীক, মধুচক্র, শুক্লপক্ষের চন্দ্র, রাজার ধন এবং ভিক্ষোপার্জ্জিত বস্তু, ইহারা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়াই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।৬

বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি বনে বাস করিলেও তাহার পাপ বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং গৃহে বাস করিয়াও ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিতে পারিলেই তপঃ-সঞ্চয় হয়। সর্ব্বদা অগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত, লোভশূন্য গৃহীর গৃহই তপোবন স্বরূপ।৭

সত্যের দ্বারা ধর্ম্ম, যোগের দ্বারা বিদ্যা, মার্জ্জন দ্বারা তৈজস পাত্র এবং শীলের দ্বারা কুল রক্ষিত হয়।৮

দুর্গম বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে যদি বাস করিতে হয়, যদি অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরিতে হয়, যদি সর্পাকীর্ণ স্থানে শয়ন করিতে হয়, যদি কূপমধ্যে পতিত হইতে হয়, অথবা যদি সর্ব্বদা ভীষণ আবর্ত্তময় জলমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি স্বকীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে ধনবানের নিকট ভিক্ষা করা বিধেয় নহে।৯

সম্পৎ সকল ভাগ্যক্ষয় হইলেই ক্ষীণ হয়, উপভোগে উহাদের ক্ষয় হয় না। কারণ মনুষ্যদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ উভয়েই বিদ্যমান থাকে।১০

ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যাই ভূষণ, পৃথিবীর রাজাই ভূষণ, চন্দ্রই আকাশের ভূষণ এবং সুশীলতাই মনুষ্যমাত্রের ভূষণ।১১

ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্ব্বতানাং বিবরপ্রদেশে।
ন মাতৃমূর্দ্ধি প্রধৃতস্তথাঙ্কে ত্যক্তুং ক্ষমঃ কর্ম্ম কৃতং নরো হি ॥১২
দুর্গস্ত্রিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো রক্ষাংসি যোধাঃ পরমা চ বৃত্তিঃ।
শাস্ত্রং চ নীত্যোশনসা সমগ্রং স রাবণঃ কালবশাদ্বিনষ্টঃ ॥১৩
পুরাধীতা চ যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ যদ্ধনম্।
পুরা কৃতানি কর্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ ॥১৪
কর্ম্মাণ্যত্র প্রধানানি সম্যগৃক্ষে শুভগ্রহে।
বশিষ্ঠদত্তে লগ্নেঽপি জানকী দুঃখভাজনম্ ॥১৫
ন পিতুঃ কর্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্ম্মণা।
স্বয়ং কৃতেন গচ্ছন্তি স্বয়ং বদ্ধাঃ স্বকর্ম্মণা ॥১৬
কর্ম্মজন্যশরীরেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ।
শরা ইব পতন্তীহ বিমুক্তা দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥১৭
অন্যথা শাস্ত্রগর্ভিণ্যা ধিয়া ধীরোঽর্থমীহতে।
স্বামিবৎ প্রাক্তনং কর্ম্ম বিদধাতি তদন্যথা ॥১৮

মনুষ্য আকাশে, সমুদ্রমধ্যে, পর্ব্বতের গুহায়, মাতার মস্তকে অথবা ক্রোড়ে রক্ষিত হইয়াও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না।১২

যাহার ত্রিকূট পর্ব্বত দুর্গ, সমুদ্র পরিখা, সৈন্য রাক্ষসসমূহ, বৃত্তি শ্রেষ্ঠ, এবং শুক্রাচার্য্য-প্রণীত সমুদয় শাস্ত্রই নীতি, সেই রাবণও কালের বশে বিনষ্ট হইয়াছে।১৩

পূর্ব্বকালে অধীত বিদ্যা, পূর্ব্বকালে প্রদত্ত ধন এবং প্রথম অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল মনুষ্যের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়।১৪

এই সংসারে যাবদীয় ঘটনার প্রতি কর্ম্মই প্রধান কারণ। দেখ শুভ নক্ষত্রে, শুভগ্রহে এবং বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত লগ্নে বিবাহ হইলেও জানকী কেবল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন।১৫

পুত্র পিতৃকর্ম্ম দ্বারা অথবা পিতা পুত্রকর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না, সকলই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া গমন করে।১৬

স্থিরহস্ত ধন্বী কর্ত্তৃক বিমুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিশ্চিত পতিত হয়, সেই রূপ কর্ম্মজন্য শরীরে শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল নিপতিত হয়।১৭

পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানানুগত বুদ্ধি দ্বারা উপায় স্থির করিয়া

প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি ॥১৯
কিঞ্চাল্পয়তি সদ্বিদ্যা দীয়মানাপি বর্দ্ধতে।
কূপস্থমিব পানীয়ং ভবত্যেব বহূদকম্ ॥২০
অন্নার্থী যানি দুঃখানি করোতি কৃপণো জনঃ।
তান্যেব যদি ধর্ম্মার্থী ন ভূয়ঃ ক্লেশভাজনম্ ॥২১
সর্ব্বেষামেব শৌচানামন্নশৌচং বিশিষ্যতে।
যোঽন্নার্থৈরশুচিঃ শৌচান্ন মৃদা বারিণা শুচিঃ ॥২২
সত্যং শৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচঞ্চ পঞ্চমম্ ॥২৩
মৃত্তিকানাং সহস্রেণ উদকানাং শতেন চ।
ন শুধ্যতি দুরাচারো ভাবোপহতচেতনঃ ॥২৪

অর্থলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম, প্রভুর ন্যায়, তাঁহার সেই উপায়কে অন্য প্রকারে পরিণত করে।১৮

মনুষ্যের অদৃষ্টে যে অর্থের প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা সে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, দৈবও তাহা বারণ করিতে সমর্থ হন না, এই নিমিত্ত আমার অনুতাপ বা বিস্ময় নাই, কারণ কপালের লেখা কখনও অন্যথা হয় না।১৯

কূপস্থিত জল যেরূপ ব্যয়ের সহিতই বাড়িতে থাকে, উত্তম বিদ্যা আপাততঃ অল্প পরিমাণে অর্জ্জিত হইলেও, দানের সহিত বৃদ্ধি পায়।২০

দরিদ্র ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া যে সকল কষ্টকর কার্য্য সম্পাদন করে, যদি ধর্ম্মার্থী হইয়া সেইরূপ ক্লেশ স্বীকার করে, তাহা হইলে আর তাহায় কষ্ট পাইতে হয় না।২১

সকল প্রকার শৌচের মধ্যে অন্নশৌচই শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি অন্ন ও অর্থে অশুচি, সে মৃত্তিকা ও বারি দ্বারা সহস্র শৌচ করিলেও শুচি হয় না।২২

শাস্ত্রে শুচিতার প্রতি পাঁচ প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সত্য, মনের নির্ম্মলতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সকল প্রাণীর উপর দয়া এবং সলিল দ্বারা শরীরের মলাপনয়ন।২৩

ভাবদুষ্ট দুরাচার ব্যক্তি সহস্র বার মৃত্তিকা-লেপন বা শত শত বার উদক প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না।২৪

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥২৫
প্রহৃষ্যতি ন সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণম্ ॥২৬
নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণ তু সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥২৭
যত্র মৃত্যুর্যতো হন্তা যত্র শ্রীর্যত্র সম্পদঃ।
তত্র তত্র স্বয়ং যাতি প্রেষ্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥২৮
ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ॥২৯
নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥৩০
রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিদ্ দ্বিজ!।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ ॥৩১

যাহার হস্ত, পাদ এবং মন সম্যক্ প্রকারে সংযত এবং বিদ্যা, তপশ্চর্য্যা ও সুকীর্ত্তিও বিদ্যমান, সেই তীর্থে যাইয়া প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হয়।২৫

সম্মানে হৃষ্ট না হওয়া, অবমানে ক্রোধ না করা এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পরুষ বাক্যের প্রয়োগ না করা, এই সকলই সাধুর লক্ষণ।২৬

জীবগণ শত শত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও অকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে কুশের অগ্রভাগ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করে।২৭

মনুষ্য স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া যেখানে মৃত্যু, যেখানে হন্তা, যেখানে শ্রী এবং যেখানে সম্পদ্‌লাভ ললাটে লিখিত হইয়াছে, সেই স্থানেই স্বয়ং গমন করে।২৮

যেরূপ সহস্র সহস্র গাভীর মধ্যে বৎস আপনার মাতাকে জানিতে পারে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম আপনা হইতে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়।২৯

নীচ ব্যক্তি সর্ষপ পরিমিতও অপরের ছিদ্র দেখিতে পায় এবং নিজের বিল্বপরিমিত ছিদ্র দেখিয়াও দেখে না।৩০

হে দ্বিজ, রাগ দ্বেষাদি যুক্ত মনুষ্যের কোন স্থানেই সুখ নাই। আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, যেখানে সন্তোষ, সেই খানেই সুখ।৩১

যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনম্।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখম্॥৩২
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ।
জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাত্যৈব সহ জায়তে॥৩৩
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥৩৪
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥৩৫
যদ্গতং তদতিক্রান্তং যদি স্যাৎ তচ্চ দূরতঃ।
বর্ত্তমানেন বর্ত্তেত ন স শোকেন বাধ্যতে॥৩৬
ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥৩৭
শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্বাসভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্।৩৮

যে স্থানে স্নেহ, সেই স্থানেই ভয়, স্নেহই দুঃখের আধার এবং স্নেহই সমুদয় দুঃখের মূল, অতএব এই স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মহৎ সুখলাভ হয়।৩২

শরীর, সুখ ও দুঃখ এই উভয়েরই আয়তন, জন্মের সহিতই জীবিত ও শরীর উৎপন্ন হয়।৩৩

যাহা পরাধীন তাহাই দুঃখের হেতু এবং যাহা আপনার আয়ত্ত, তাহাই সুখের কারণ; সুখ ও দুঃখের ইহা অপেক্ষা আর কোনরূপ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ হইতে পারে না।৩৪

মনুষ্যদিগের সুখের অনন্তর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ দৃষ্ট হয়। এই সুখ ও দুঃখ চক্রের মত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন করিতেছে।৩৫

যে ব্যক্তি, যাহা গত, তাহাত অতীত হইয়াছে, যাহা ভাবী, তাহাত অনিশ্চিত, এই বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমানের অনুগমন করে, সে কখন শোক দ্বারা পীড়িত হয় না।৩৬

এই সংসারে স্বভাবতঃ কেহ কাহারও মিত্র বা কেহ কাহারও শত্রু নাই, মনুষ্য কার্য্য বশতঃই অপরের শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে।৩৭

অমূল্য রত্নস্বরূপ মিত্র এই দুইটি অক্ষরের কে সৃষ্টি করিয়াছে? কারণ ইহা শোক ও ভয়ের পরিত্রাতা, এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের আধার।৩৮

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥৩৯

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে ॥৪০

নাত্মচ্ছিদ্রং পরে দদ্যাৎ বিন্দ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য চ।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি পরভাবঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥৪১

স পণ্ডিতো যো হ্যনুরঞ্জয়েদ্বৈ সান্ত্বেন বালান্ বিনয়েন শিষ্টম্।
অর্থেন নারীং তপসা হি দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ লোকাংশ্চ সুসংগ্রহেণ ॥৪২

শাঠ্যেন মিত্রং কলুষেণ ধর্ম্মং পরোপতাপেন সমৃদ্ধিভাবম্।
সুখেন বিদ্যাং পরুষেণ নারীং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ন চ পণ্ডিতাস্তে ॥৪৩

ফলার্থী ফলিনং বৃক্ষং যশ্ছিন্দ্যাৎ দুর্ম্মতির্নরঃ।
ন ছিন্দ্যাৎ তস্য তন্মূলং মহান্তং দোষমাপ্নুয়াৎ ॥৪৪

যে মনুষ্য কেবল মাত্র 'হরি' এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করে, তাহার মোক্ষ লাভের পথ পরিষ্কৃত হয়।৩৯

মনুষ্যদিগের স্বাভাবিক মিত্রের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস, নিজের জননী, দারা, সহোদর বা পুত্রের প্রতি সেইরূপ বিশ্বাস হয় না।৪০

আপনার ছিদ্র কখনও পরের নিকট প্রকাশ করিবে না, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পরের ছিদ্র জানিতে চেষ্টা করিবে। কূর্ম্মের ন্যায় নিজের অঙ্গ সকল আবরণ করিয়া রাখিবে, অথচ অভিনিবেশ সহকারে পরের চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।৪২

যে ব্যক্তি মিষ্ট বাক্য দ্বারা বালকদিগকে, বিনয় দ্বারা শিষ্টদিগকে, অর্থদ্বারা রমণীদিগকে, তপস্যাদ্বারা দেবতাদিগকে এবং সদ্ব্যবহারদ্বারা সকল লোককে অনুরঞ্জিত করে, সেই পণ্ডিত।৪২

যাহারা শঠতা দ্বারা মিত্রতা, কপটবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্ম, পরপীড়া দ্বারা সম্পৎ, বিনা পরিশ্রমে বিদ্যা, এবং কঠোর ব্যবহারে রমণীকে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই মূর্খ।৪৩

মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যেরাই ফলার্থী হইয়া ফলবান বৃক্ষের ছেদন করিয়া থাকে, ফল, যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, কখনই তাহার মূলোচ্ছেদন করিবে না, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট লাভই হইয়া থাকে ৪৪

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে মিত্রস্যাপি ন বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্ব্বং গুহ্যং প্রকাশয়েৎ ॥৪৫
দীপস্য পশ্চিমা ছায়া ছায়া শয্যাসনস্য চ।
রজকস্য চ যত্তীর্থমলক্ষ্মীস্তত্র তিষ্ঠতি ॥৪৬
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।
বিষং কুশিক্ষিতা বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্ ॥৪৭
যস্য তস্য তু পুষ্পস্য পাণ্ডরস্য বিশেষতঃ।
শিরসা ধার্য্যমাণস্য অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্যতে ॥৪৮
অত্যম্বুপানং কঠিনাশনঞ্চ ধাতুক্ষয়ো বেগবিধারণঞ্চ।
দিবাশয়ো জাগরণঞ্চ রাত্রৌ ষড়্ভির্নরাণাং নিবসন্তি রোগাঃ ॥৪৯
কুচেলিনং দন্তমলোপধারিণং বহ্বাশিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণম্।
সূর্য্যোদয়ে হ্যস্তময়েঽপি শায়িনং বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং ॥৫০

অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, মিত্রকেও বিশ্বাস করিবে না, কারণ মিত্র যদি কখন বিরক্ত হয়, তাহা হইলে সমুদয় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে পারে।৪৫

দীপের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ছায়া, শয্যা ও আসনের ছায়া এবং যে ঘাটে রজকেরা বস্ত্র প্রক্ষালন করে, সেই ঘাট পরিত্যাগ করিবে, কারণ ঐ সকল স্থানে অলক্ষ্মী বাস করে।৪৬

দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে আত্মীয় কুটুম্বের সভা বিষের স্বরূপ, বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যা বিষের স্বরূপ, অসম্যক্ অভ্যস্ত বিদ্যা বিষের স্বরূপ, এবং অজীর্ণে ভোজন বিষের স্বরূপ।৪৭

কোন প্রকার পুষ্প বিশেষতঃ শ্বেত পুষ্প মস্তকে ধারণ করিলে অলক্ষ্মী দূরীভূত হয়।৪৮

অতিশয় জলপান, কঠিন দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, বেগের নিরোধ, দিবা নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ এই ছয়টী মনুষ্যদিগের নানাবিধ রোগের কারণ।৪৯

নারায়ণের সদৃশ লক্ষ্মীর প্রিয় ব্যক্তিও যদি মলিন বস্ত্র পরিধান করে, দন্তের মলা পরিষ্কার না করে, অধিক ভোজন করে, সকলের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়েও শয্যা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন।৫০

গবাং রজো ধান্যরজঃ পুত্রস্যাঙ্গভবং রজঃ।
এতদ্রজো মহাশস্তং মহাপাতকনাশনম্ ॥৫১
অজারজঃ খররজো যত্তু সম্মার্জ্জনীরজঃ।
এতদ্রজো মহাপাপং মহাকিল্বিষকারণম্ ॥৫২
শূর্পবাতো নখাগ্রাম্বু স্নানবস্ত্রঘটোদকম্।
মার্জ্জনীরেণুকেশাম্বু হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৫৩
দ্বৌ বিপ্রৌ বিপ্রবহ্ন্যোশ্চ দম্পত্যোঃ স্বামিনোস্তথা।
অন্তরেণ ন গন্তব্যং হয়স্য বৃষভস্য চ ॥৫৪
স্ত্রীষু রাজাগ্নিসর্পেষু স্বাধ্যায়ে শত্রুসেবনে।
ভোগাস্বাদেষু বিশ্বাসং ন প্রাজ্ঞঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৫৫
বৈরিণা সহ সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি।
স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তোঽপি পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥৫৬

গোদিগের চরণোত্থিত ধূলি, ধান্যের ধূলি এবং নিজ পুত্রের অঙ্গসংলগ্ন ধূলি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; কারণ ঐ সকল ধূলি দ্বারা মহাপাতকও বিনষ্ট হয়।৫১

ছাগ এবং গর্দ্দভের চরণোত্থিত ধূলি এবং সম্মার্জ্জনীর ধূলি অত্যন্ত অপবিত্র এবং অতিশয় মলিনতার কারণ।৫২

কুলার বাতাস, নখের অগ্রভাগ সংলগ্ন জল, স্নানবস্ত্র সংলগ্ন জল এবং স্নানকলসনির্গতজল, মার্জ্জনীর ধূলি এবং কেশসংলগ্ন জল স্পর্শ করিলে পূর্ব্বজন্মের পুণ্যও নষ্ট হয়।৫৩

যে স্থানে দুইজন ব্রাহ্মণ অবস্থান করেন তাহার মধ্যদিয়া, ব্রাহ্মণ ও বহ্নির মধ্যদিয়া, দম্পতীর মধ্য দিয়া, প্রভুদ্বয়ের মধ্যদিয়া এবং অশ্ব ও বৃষভের মধ্যদিয়া গমন করিবে না।৫৪

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রী, রাজা, অগ্নি, সর্প, কণ্ঠস্থ বিদ্যা, শত্রুর আদর, ভোগ এবং আস্বাদে বিশ্বাস করিয়া থাকে ?৫৫

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্ত ভাবে অবস্থান করে, সে বৃক্ষের অগ্রভাগে প্রসুপ্ত হইয়াও আপনাকে ভূমিতে পতিত বলিয়া স্থির করিবে।৫৬

নাত্যন্তং মৃদুনা ভাব্যং নাত্যন্তং ক্রূরকর্ম্মণা।
মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি দারুণেনৈব দারুণম্ ॥৫৭
নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিদ্যন্তে ন নমন্তি চ ॥৫৮
ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ চতুঃকর্ণশ্চ ধার্য্যতে।
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে ॥৫৯
তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা দোগ্ধ্রী ন চ গর্ব্বিণী।
কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ ॥৬০
একো হি গুণবান্ পুত্রো নির্গুণেন শতেন কিম্?
চন্দ্রো হন্তি তমাংস্যেকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ ॥৬১
বহূনামল্পসারাণাং সমুদায়ো হি দারুণম্।
তৃণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তয়া নাগোঽপি বধ্যতে ॥৬২
ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্ব্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥৬৩

অত্যন্ত মৃদু বা অত্যন্ত ক্রূর হইবে না, মৃদু উপায়ের দ্বারা মৃদু বস্তুর বিনাশ করিবে এবং কঠোর উপায় দ্বারা কঠোর বস্তুর বিনাশ করিবে।৫৭

বৃক্ষ সকল ফলবান্ হইলে আপনিই নত হয় এবং মনুষ্য গুণবান্ হইলে স্বয়ংই নত হইয়া থাকে, কিন্তু শুষ্ক বৃক্ষ এবং মূর্খ বরং ভাঙ্গিয়া যাইবে, তথাপি নত হইবে না।৫৮

মন্ত্র ষট্‌কর্ণগোচর হইলে প্রকাশ হইয়া পড়ে, চারিকর্ণের গোচর হইলে রক্ষিত হয়, কিন্তু দ্বিকর্ণগোচর অর্থাৎ একজনের মন্ত্র ব্রহ্মাও জানিতে সক্ষম হন না।৫৯

যে গাভীর দুগ্ধ বা গর্ভ হয় না, সেরূপ গাভীর পোষণ করিয়া লাভ কি? যে পুত্র ধার্ম্মিক বা বিদ্বান্ নয়, এইরূপ পুত্র জন্মিলেই বা লাভ কি?৬০

শত নির্গুণ পুত্র অপেক্ষা গুণবান্ পুত্র একটি মাত্র হওয়াও ভাল, কারণ একমাত্র চন্দ্র অন্ধকার সমূহ নষ্ট করে, শত সহস্র নক্ষত্রাদি কিছুই করিতে পারে না।৬১

অল্পসার বস্তুও বহু পরিমাণে একত্র সংযুক্ত হইলে দুঃসাধ্য কার্য্যের নির্ব্বাহক হয়। সামান্য তৃণের একত্র সংযোগ দ্বারা যে রজ্জু নির্ম্মিত হয়, তাহার দ্বারা বৃহৎ হস্তীও আবদ্ধ হইয়া থাকে।৬২

শাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং ব্রতভঙ্গ এই সকল পাপকারীরও

নোপেক্ষিতব্যো দুর্ব্বুদ্ধিঃ শত্রুরল্পোঽপ্যবজ্ঞয়া।
বহ্নিরল্পোঽপ্যসংগ্রাহ্যঃ কুরুতে ভস্মসাজ্জগৎ ॥৬৪
নবে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি মে মতিঃ।
ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে ॥৬৫
ধন্যাস্তে যে ন পশ্যন্তি দেশভঙ্গং কুলক্ষয়ম্।
পরচিত্তগতান্ দারান্ পুত্রং কুব্যসনে স্থিতম্ ॥৬৬
পরান্নঞ্চ পরস্বঞ্চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ।
পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্ ॥৬৭
আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্ ॥৬৮
স্ত্রিয়ো নশ্যন্তি রূপেণ তপঃ ক্রোধেন নশ্যতি।
গাবো দূরপ্রচারেণ শূদ্রান্নেন দ্বিজোত্তমঃ ॥৬৯

প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কৃতঘ্নের কোন রূপই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় নাই।৬৩

শত্রু অতি তুচ্ছ হইলেও যদি অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না, কারণ হস্ত দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য অতি অল্পমাত্র বহ্নিও সমুদয় জগৎকে ভস্মসাৎ করিতে পারে।৬৪

যৌবন সময়ে যাহার চিত্ত শান্তিকে আশ্রয় করে, সেই প্রকৃত শান্ত। রক্তের তেজ কমিলে কাহার না শান্তি উৎপন্ন হয়।৬৫

যাহারা স্বকীয় দেশের পরাধীনতা, কুলক্ষয়, স্ত্রীদিগের ব্যভিচার এবং পুত্রদিগের ব্যসনাসক্তি না দেখে, তাহারাই ধন্য ৬৬

পরান্নভোজন, পরধনে জীবিকা-নির্ব্বাহ, পরশয্যায় শয়ন, পরস্ত্রীর সংসর্গ, এবং পরগৃহে বাস, এই সকল কার্য্য ইন্দ্রেরও সম্পৎ নষ্ট করে।৬৭

সম্ভাষণ, শরীরস্পর্শ, নিশ্বাস সম্পর্ক, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, এবং এক যানে আরোহণ এই সকল কার্য্য দ্বারা এক মনুষ্য হইতে অপর মনুষ্যে পাপের সংক্রম হয়।৬৮

রূপ স্ত্রীর, ক্রোধ তপস্যার, দূর ভ্রমণ গাভীর, এবং শূদ্রান্ন ভোজন ব্রাহ্মণের নাশের কারণ হয়।৬৯

অধমাঃ কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥৭০
মানো হি মূলমর্থস্য মানে সতি ধনেন কিম্।
প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিং ধনেন কিমায়ুষা ॥৭১
বনেঽপি সিংহা ন নমন্তি কস্ত বুভুক্ষিতা মাংসনিরীক্ষণঞ্চ।
ধনৈর্ব্বিহীনাঃ সুকুলেষু জাতা ন নীচকর্ম্মাণি সমারভন্তি ॥৭২
নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
নিত্যমূর্জ্জিতসত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা ॥৭৩
দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোঽর্থযুক্তঃ
পুত্রোঽবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা ॥৭৪
পরোপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ
প্রজায়তে দুশ্চরিতানি পঞ্চ ॥৭৫
কান্তাবিয়োগঃ স্বজনাপমানমৃণস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা।
দরিদ্রভাবাদ্বিমুখাশ্চ মিত্রা বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রাঃ ॥৭৬

অধমগণ কেবল কলহ করিতে ভালবাসে, মধ্যম পুরুষেরা মিলিয়া মিসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, উত্তম পুরুষেরা সম্মানই প্রার্থনা করে, কারণ মহৎদিগের সম্মানই পরম ধন।৭০

মানই অর্থের মূল, মান লাভ হইলে ধনের আবশ্যকতা নাই, যাহার মান ও দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ধন ও আয়ুতে কিছুই প্রয়োজন নাই।৭১

বনেও সিংহেরা বুভুক্ষিত হইয়া কাহারও নিকট নত হয় না, অথচ প্রত্যহ প্রচুর মাংস ভোজন করে, এইরূপ সৎকুলে উৎপন্ন মনুষ্যেরা ধনহীন হইয়াও কখন নীচের কার্য্য করে না।৭২

বনে সিংহের কেহ অভিষেক বা অন্য কোন রূপ প্রভুত্ব সম্পাদক সংস্কারও করে না, তথাপি প্রত্যহ তাহার বল বৃদ্ধি হওয়ায় আপনা আপনিই মৃগদিগের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হয়।৭৩

দাতার দারিদ্র্য, ধনবানের কার্পণ্য, পুত্রের অবশ্যতা, প্রভুর দৌর্জ্জন্য এবং পরের উপকারে মৃত্যু এই পাঁচটিই দুঃসহ দুঃখকর।৭৪।৭৫

স্ত্রীবিয়োগ, স্বজনের অপমান, ঋণের শেষ, কুজনের সেবা এবং নিজের দারিদ্র্য হেতু মিত্রগণের বৈমুখ্য এই পাঁচটি অগ্নিতুল্য অতি তীব্রভাবে মনুষ্যের হৃদয়কে দগ্ধ করে।৭৬

চিন্তাসহস্রাণি বহূনি মধ্যাচ্চিন্তাশ্চতস্রোঽপ্যসিধারতুল্যাঃ।
নীচাপমানঃ ক্ষুধিতং কলত্রং ভার্য্যা বিরক্তা সহজোপরোধঃ॥৭৭
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা অরোগিতা সজ্জনসঙ্গতিশ্চ।
ইষ্টা চ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী চ দুঃখস্য মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ॥৭৮
ন ধীরঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুচেলঃ স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥৭৯
আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ।
পঞ্চৈতানি বিবিচ্যন্তে জায়মানস্য দেহিনঃ॥৮০
শৌর্য্যে তপসি দানে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ॥৮১
যস্য ত্রিবর্গশূন্যানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥৮২
স্বাধীনবৃত্তেঃ সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা।
যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবন্তোঽপি চ তে মৃতাঃ॥৮৩

মনুষ্যের নানাবিধ সহস্র সহস্র চিন্তা থাকিলেও বক্ষ্যমাণ চারিটি বিষয়ে চিন্তা অসিধারের তুল্য মর্ম্মভেদী, নীচ কর্ত্তৃক অপমানবিষয়ে, ক্ষুধিত কলত্রের ক্ষুৎপ্রতিকারে অসামর্থ্যবিষয়ে, ভার্য্যার বিরক্তিবিষয়ে এবং জ্ঞাতিগণের দ্বারা উৎপীড়নবিষয়ে।৭৭

বশীভূত পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, আরোগ্য, সজ্জনসমিতি, প্রিয় ও বশীভূত ভার্য্যা এই পাঁচটি দুঃখের মূল উচ্ছেদ করে।৭৮

চঞ্চল, কর্কশ, অহঙ্কারী, মলিনবস্ত্রধারী এবং স্বয়ং আগত, এই পাঁচ প্রকার ব্রাহ্মণ যদি বৃহস্পতি তুল্যও পণ্ডিত হয়, তথাপি সম্মান প্রাপ্ত হয় না।৭৯

মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিলেই তাহার আয়ু, কর্ম্ম, বিদ্যা এবং মৃত্যুসময় এই পাঁচটির বিচার করা হয়।৮০

যাহার নাম পরাক্রমে, তপস্যায়, দানে, বিদ্যায় অথবা অর্থোপার্জ্জনে প্রসিদ্ধ না হয়, সে জননীর পুরীষ তুল্য।৮১

যাহার জীবিত কাল ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গশূন্য হইয়া অতিবাহিত হয়, সে লোহকারের জাঁতার ন্যায় কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহার জীবন জীবনের মধ্যেই গণ্য নয়।৮২

যাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের জীবনই সফল,

কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতম্।
ন তত্র দোষং পশ্যামি দুষ্টে দোষং সমাচরেৎ ॥৮৪
পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং মায়াময়মরিং তথা ॥৮৫
দুর্জ্জনস্য হি সঙ্গেন সুজনোঽপি বিনশ্যতি।
প্রসন্নং জলমিত্যাহুঃ কর্দ্দমৈঃ কলুষীকৃতম্ ॥৮৬
তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্নং তজ্জীবনং যন্ন পরস্য সেবা।
তদর্জ্জিতং যৎ স্বজনেন ভুক্তং তদূর্জ্জিতং যৎ সমরে রিপূণাম্ ॥৮৭
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তাঃ নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥৮৮
অশ্বং শ্রান্তং গজং মত্তং গাবঃ প্রথমসূতিকাঃ।
অনুদকে চ মণ্ডূকান্ প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ ॥৮৯

পরের অধীনে জীবিকা স্বীকার উচিত নয়। যাহারা পরের অধীনে কর্ম্ম করে, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃতের তুল্য।৮৩

লোকের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রত্যুপকার করিবে এবং হিংসাকারীর প্রতি প্রতিহিংসা করিবে, কারণ দুষ্ট ব্যক্তির সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিলে কোন দোষই হয় না।৮৪

যে মিত্র অসমক্ষে অনিষ্ট চেষ্টা করে, এবং প্রত্যক্ষে মিষ্টবাক্য বলে, এইরূপ কপটাচারী মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে।৮৫

দুর্জ্জনের সংসর্গে সজ্জনও বিনষ্ট হয়, জল স্বাভাবিক নির্ম্মল হইলেও কর্দ্দমের সংযোগে মলিন হয়।৮৬

যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত মঙ্গল, যে জীবনে পরের সেবা করিতে হয় না তাহাই প্রকৃত জীবন, যে উপার্জ্জন দ্বারা আত্মীয় স্বজনের পোষণ করা হয়, তাহাই সার্থক উপার্জ্জন এবং যে বল দ্বারা যুদ্ধে শত্রুদিগের পরাভব করা হয়, তাহাই প্রকৃত বল।৮৭

সমুদায় পদার্থেরই ক্ষয় হইবে। উন্নতি হইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটিয়া থাকে এবং জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য।৮৮

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিশ্রান্ত অশ্ব, উন্মত্ত হস্তী, প্রথম প্রসূতা গাভী এবং উদকশূন্য স্থানে স্থিত মণ্ডূকদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।৮৯

অন্তসঃ পরিমাণেন উন্নতং কমলং ভবেৎ।
স্বস্বামিনা বলবতা ভৃত্যো ভবতি গর্ব্বিতঃ ॥৯০
অভ্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নির্নীচসেবা পথে জলম্।
বেশ্যারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ ॥৯১
অবলস্য বলং রাজা বালস্য রুদিতং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং তস্করস্যানৃতং বলম্ ॥৯২
যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
যথা যথাস্য মেধা স্যাদ্বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে ॥৯৩
লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতি ত্রিভিঃ।
তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ ॥৯৪
তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
উৎপন্নে তু ভয়ে তীব্রে স্থাতব্যং বৈ ভীতবৎ ॥৯৫
ঋণশেষঞ্চাগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ।
পুনঃ পুনঃ প্রবর্দ্ধন্তে তস্মাচ্ছেষং ন কারয়েৎ ॥৯৬

জলের বৃদ্ধিতে পদ্মদিগের উন্নতি হয়, স্বামীর বল অধিক হইলেই ভৃত্যেরা গর্ব্বিত হয়।৯০

মেঘের ছায়া, তৃণের অগ্নি, নীচসেবা, পথিস্থিত সলিল, বেশ্যার অনুরাগ এবং খল জনের প্রীতি এই ছয়টি জলবুদ্বুদসদৃশ ক্ষণিক মাত্র।৯১

দুর্ব্বলের রাজাই বল, বালকের রোদনই বল, মূর্খের মৌনভাবে অবস্থানই বল এবং চোরের মিথ্যাই বল।৯২

মনুষ্য যেমন যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তেমনি তেমনিই তাহার মেধা বৃদ্ধি হয় এবং জ্ঞানে রুচি হয় ৯৩

মনুষ্য, লোভ, অনবধানতা এবং বিশ্বাস এই তিনটি দ্বারা বিনষ্ট হয়, অতএব লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে।৯৪

যে পর্য্যন্ত ভয়ের কারণ উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই উহা হইতে ভয় করিবে, ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কিন্তু অভীতের ন্যায় কার্য্য করিবে।৯৫

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ এবং শত্রুর শেষ যতই রাখিবে, ততই উহা বর্দ্ধিত হইবে, অতএব উহাদের শেষ রাখা কর্ত্তব্য নয়।৯৬

পদে স্থিতস্য মিত্রা যে তে তস্য রিপুতাং গতাঃ।
ভানোঃ পদ্মে জলে প্রীতিঃ স্থলোদ্ধরণশোষিণঃ ॥৯৭
স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদে স্থিতাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশা দন্তা নখা নরাঃ ॥৯৮
আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষিতম্।
সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনম্ ॥৯৯
বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রস্য তৃপ্তস্য ভোজনং বৃথা।
বৃথা দানং সমৃদ্ধস্য নীচস্য সুকৃতং বৃথা ॥১০০
দূরস্থোঽপি সমীপস্থো যো যস্য হৃদয়ে স্থিতঃ।
হৃদয়াদপি নিষ্ক্রান্তঃ সমীপস্থোঽপি দূরতঃ ॥১০১
জগৎপতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ।
কোঽন্যোঽধিকতরস্তস্য যোঽর্থী যাতি ন লাঘবম্ ॥১০২

নিজস্থানে স্থিতিকালীন যাহারা মিত্র হয়, ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইলে তাহারাই আবার শত্রু হয়, যেমন জলের অবস্থান সময়ে পদ্মের উপর সূর্য্যের প্রীতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু জল হইতে উঠাইলে সেই পদ্মকেই আবার সূর্য্য শুষ্ক করেন।৯৭

স্বস্থানে এবং স্বপদে স্থিত মনুষ্যদিগেরই সম্মান দৃষ্ট হয়, দেখ কেশ, দন্ত, নখ এবং মনুষ্য স্থানভ্রষ্ট হইলে, কেহই তাহাদের আদর করে না।৯৮

আচারের দ্বারাই কুলের পরিচয় হয়, কথা দ্বারাই বাসস্থান জ্ঞাত হওয়া যায়, সম্ভ্রম দ্বারাই স্নেহ প্রকাশ পায় এবং শরীর দ্বারা ভোজনের অনুমান হয়।৯৯

সমুদ্রের উপর বৃষ্টির কিছুই প্রয়োজন নাই, তৃপ্ত ব্যক্তির ভোজন নিষ্ফল, ধনবান্ ব্যক্তিকে দান করা বৃথা, এবং নীচ ব্যক্তির সহিত সদ্ব্যবহারও নিষ্ফল।১০০

যাহার উপর যাহার প্রীতি আছে, সে দূরস্থিত হইলেও সর্ব্বদা তাহার নিকটে অবস্থান করে, আর যাহার উপর প্রীতি নাই, সে সমীপে থাকিয়াও দূরে অবস্থান করে।১০১

জগৎপতি বিষ্ণুও যাচ্ঞা করিয়া বামনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাচক হইয়াও লঘুতা প্রাপ্ত হয় নাই, এমন যাচক কে আছে?১০২

বিদ্যা নাম কুরূপরূপমধিকং বিদ্যাতিগুপ্তং ধনম্
বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা
বিদ্যা রাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥১০৩

বিদ্যা কুরূপেরও রূপ, বিদ্যা অতিগুপ্ত ধন, বিদ্যা কল্যাণ সম্পাদন করে, এবং মনুষ্যদিগের প্রিয় কার্য্য নিষ্পাদন করে। বিদ্যা গুরুরও গুরু, বিদ্যা বন্ধুজনদিগের আর্ত্তির অপনোদক, বিদ্যা পরম দেবতা এবং বিদ্যা রাজা ও ধনিদিগের নিকট সম্মানপ্রাপ্তির কারণ, এই বিদ্যা যাহার নাই সে পশু।১০৩

পদ্মপুরাণ।

সংক্ষিপ্ত-বিবরণ।

পদ্মপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। মৎস্যপুরাণে পদ্মপুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপে লিখিত হইয়াছে। "যে সময় এই জগৎ সুবর্ণময় পদ্মাকার ধারণ করিয়াছিল, এই পুরাণে তাদৃশ পদ্মের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম পদ্মপুরাণ। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৫৫০০০।"* এই পদ্মপুরাণের আদিখণ্ডের প্রারম্ভে ঋষিগণের নিকট সূত ইহার যেরূপ প্রস্তাবনা করিয়াছেন, নিম্নে আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"আমি আপনাদিগের নিকট অতি পবিত্র, পদ্ম নামে প্রসিদ্ধ পুরাণ পাঠ করিতেছি। ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চান্ন হাজার এবং ইহা ছয় খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, পাতালখণ্ড, ক্রিয়াখণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। এই পুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় ইহার পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমে দেবদেব নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট এবং পরে নারদ আমাদের গুরু মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট ইহার প্রকাশ করেন। শ্রীমান্ মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের মধ্যে আমাকে অতি প্রিয়পাত্র জ্ঞানে ইতিহাসের সহিত নিখিল

---

* এতদেব যদা পদ্মমভূদ্ধৈরণ্ময়ং জগৎ।
তদ্‌বৃত্তান্তশ্চ যত্তদ্বৎ পদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
পদ্মং তৎপঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাণীহ কথ্যতে॥

পুরাণ ও সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছেন। আমি এক্ষণে সেই অতি দুর্ল্ভ পুরাণ আপনাদের নিকট বলিতেছি।”

উপরি উক্ত বাক্য হইতে একপ্রকার আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, পদ্মপুরাণ একখানি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পুরাণ এবং অতিদুর্ল্ভ। বাস্তবিক পদ্মপুরাণ অতিশয় দুর্ল্ভই বটে। বোম্বাই-নিবাসী স্বর্গবাসী মহাত্মা নারায়ণ বিশ্বনাথ মণ্ডলিক মহাশয় ইহার সংস্করণসময়ে বহুল পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ে নানা স্থান হইতে খণ্ড খণ্ড ক'রে আনয়ন করাইয়া সম্পূর্ণ পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (১) তিনি ভারতবর্ষের কথা কি, য়ুরোপেরও নানা স্থান হইতে পুস্তক আনাইয়া পরস্পর মিলাইয়া পুস্তক খানি মুদ্রিত করিলেও অনেক স্থলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতির অভাব দৃষ্ট হয়।

মৎস্যপুরাণে ইহার শ্লোকসংখ্যা ৫৫,০০০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মণ্ডলিক মহাশয় এক একটি করিয়া শ্লোক গণিয়া সর্ব্বশেষে যে শ্লোক সংখ্যা স্থির করিয়াছেন, তাহা ৪৮,৪৫২।

পদ্মপুরাণে সর্ব্বশুদ্ধ ৬২৮ অধ্যায়, আদিখণ্ডে ৬২, ভূমি-খণ্ডে ১২৫, ব্রহ্মখণ্ডে ২৬, পাতালখণ্ডে ১১৩, ক্রিয়াখণ্ডে ৮২ এবং উত্তরখণ্ডে ২৮২।

(১) আদিখণ্ডে পুরাণের প্রস্তাবনা; নদী ও পর্ব্বত-দিগের নাম ও সংস্থান-বর্ণনা; বর্ষ ও দ্বীপাদির বর্ণনা,

---

(১) বঙ্গদেশ-প্রচলিত পদ্মপুরাণের অনেক কথাই তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকে দেখা যায় না। এমন কি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া যে সরস্বতী-স্তব ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, তাহাও তাঁহার পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

পৃথিবীর পরিমাণ, তীর্থফলশ্রুতি, নানা তীর্থবর্ণনা এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(২) ভূমিখণ্ডে কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৃত্রাসুরোপাখ্যান; পৃথুচরিত ও বেণোপাখ্যানই প্রধান।

(৩) ব্রহ্মখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে নানাবিধ ব্রতের নাম ও অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষের নানাবিধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর কৃষ্ণচরিত, রামের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও বৈশাখমাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) ক্রিয়াখণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণ ও মন্বন্তর প্রভৃতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

(৬) উত্তরখণ্ডে বদরিকাশ্রম-বর্ণন, জলন্ধরোপাখ্যান, শ্রীশৈল-মাহাত্ম্য, হরিদ্বার-মাহাত্ম্য; গঙ্গা-মাহাত্ম্য ; তুলসী-মাহাত্ম্য, দীপব্রত; জন্মাষ্টমীব্রত; একাদশীব্রত; পুণ্ডরীকাখ্যান এবং আরও কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ফল ইহার সমুদয় বিষয়েই যেন এক প্রকার বৈষ্ণবপ্রাধান্য লক্ষিত হয়। রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে যেরূপ দিলীপ রাজার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে; ইহাতেও দিলীপের সেইরূপ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ফল পদ্মপুরাণের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহাকে কতকগুলি ভিন্নকালীন বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। অধিকন্তু ইহাতে চাণক্য, শান্তিশতক, নীতিসার প্রভৃতিরও অনেক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবপুরাণে যেরূপ কুমারসম্ভবের তুল্যার্থক শ্লোক দৃষ্ট হয়, আমরা বঙ্গদেশে প্রচলিত পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে সেই-রূপ কালিদাসকৃত সম্পূর্ণ অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমভাবের শ্লোক সকলও দেখিতে পাই। ইহাতে বেশ বুঝা যাই-তেছে যে, মণ্ডলিকমহাশয় যে সকল আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোনখানিতে শকুন্তলার আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হন নাই, পাইলে তিনি অবশ্যই টীকাতেও তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেন। উইলসন্-কৃত অষ্টাদশমহা-পুরাণের বিবরণীতেও এত বড় একটা রহস্যের নামমাত্রও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, শকুন্তলার আখ্যায়িকাটি বঙ্গদেশের প্রচলিত পদ্ম-পুরাণসমূহের মধ্যে কোন কোন পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

পদ্মপুরাণে যে দিলীপের কথা আছে; রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের সহিত উহার সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনোনিবেশসহকারে বিচার করিলে উহাই যে রঘুবংশ হইতে সংগৃহীত ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। মোট কথা এই যে, এক্ষণে পদ্মপুরাণের অনেক অংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

পদ্মপুরাণ।

ভূমিখণ্ড—৬৬ অধ্যায়।

বেণ রাজা ও জৈন পরিব্রাজক।

ঋষয় উচুঃ।

এবং বেণস্য বৈ রাজ্ঞঃ সৃষ্টিরেব মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মাচারং পরিত্যজ্য কথং পাপে মতির্ভবেৎ ॥১

সূত উবাচ।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্না মুনয়স্তত্ত্ববেদিনঃ।
শুভাশুভং বদন্ত্যেনং তন্ন স্যাদিহ চান্যথা ॥২
তপ্যমানেন তেনাপি সুশঙ্খেন মহাত্মনা।
দত্তঃ শাপঃ কথং বিপ্রা ন যথাবচ্চ জায়তে।
বেণস্য পাতকাচারং সর্ব্বমেব বদাম্যহম্ ॥৩
তস্মিঞ্ছাসতি ধর্ম্মজ্ঞে প্রজাপালে মহাত্মনি।
পুরুষঃ কশ্চিদায়াতো ব্রহ্মলিঙ্গধরস্তদা ॥৪

ঋষিগণ বলিলেন, মহাত্মা বেণ রাজার ধর্ম্মাচার পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত পাপ কার্য্যে বুদ্ধি হইয়াছিল?।১

সূত বলিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন তত্বজ্ঞ মুনিগণ যেরূপ শুভাশুভের নির্দ্দেশ করেন, এই সংসারে তাহার কখনও অন্যথা হয় না।২

অতএব সেই মহাত্মা সুশঙ্খ অনুতপ্ত হইয়া যে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, হে ঋষিগণ, তাহা সফল না হইবে কেন? এক্ষণে বেণের সমুদয় পাপাচারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি।৩

সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা নরপতি বেণ প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিলে কোন ব্রহ্মচারি-বেশধারী পুরুষ তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিল।৪

নগ্নরূপো মহাকায়ঃ সিতমুণ্ডো মহাপ্রভঃ।
মার্জ্জনীং শিখিপত্রাণাং কক্ষায়াং স হি ধারয়ন্ ॥৫
গৃহীত্বা পানপাত্রঞ্চ নারিকেলময়ং করে।
পঠমানো মরুচ্ছাস্ত্রং বেদশাস্ত্রবিদূষকম্।
যত্র বেণো মহারাজস্তত্রোপায়াত্বরান্বিতঃ
সভায়াং তস্য বেণস্য প্রবিবেশ স পাপবান্ ॥৬
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং বেণঃ প্রশ্নং তদাকরোৎ।
ভবান্ কো হি সমায়াত ঈদৃক্‌রূপধরো মম ॥৭
সভায়াং বদ মামত্র তূর্ণং কস্মাৎ সমাগতঃ।
কো বেশঃ কিন্নু তে নাম কো ধর্ম্মঃ কর্ম্ম কিন্তব ॥৮
কো বেদস্তে ক আচারঃ কো নয়ঃ কা প্রভাবনা।
কিং জ্ঞানং কঃ প্রভাবস্তে কিং সত্যং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৯
তত্ত্বং সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব মমাগ্রে সত্যমেব চ।
শ্রুত্বা বেণস্য তদ্বাক্যং পাপো বাক্যমুদাহরৎ ॥ ১০

ঐ ব্যক্তির শরীর দীর্ঘ, মস্তক মুণ্ডিত ছিল। উহার পরিধানে কোন বস্ত্রাদি ছিল না, শরীরের প্রভা অতিশয় উজ্জ্বল, এবং কক্ষদেশে ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত মার্জ্জনী ছিল। উহার হস্তে নারিকেলনির্ম্মিত পানপাত্র ছিল এবং ঐ ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের দূষণকারী মরুৎপ্রদর্শিত শাস্ত্রবিশেষ পাঠ করিতে-ছিল। যে সভায় বেণ রাজা বসিয়াছিলেন, ঐ পাপীয়ান্ পুরুষ ত্বরান্বিত হইয়া সেই সভায় প্রবেশ করিয়াছিল।৫।৬

উহাকে আগত দেখিয়া মহারাজ বেণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ঈদৃগ্‌বেশ-ধারী আপনি কে আমার সভায় সমাগত হইয়াছেন? কি নিমিত্তই বা আগমন করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র আমার নিকট বলুন। আপনার এই বেশই বা কোন শাস্ত্রানুমোদিত, আপনার কি নাম? ধর্ম্ম এবং কর্ম্মই বা কি প্রকার? আপনি কোন বেদের অনুগমন করেন? আপনার আচার কিরূপ? নীতি কিরূপ? এবং ভাবনা, জ্ঞান ও প্রভাবই বা কিরূপ? আপনি সত্যের স্বরূপ কিরূপই বা জানেন এবং ধর্ম্মের লক্ষণ কিরূপই বা বিবেচনা করেন, এই সকল আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন। বেণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ পাপ পুরুষ বলিল।৭।৮।৯।১০

করোষ্যেবং বৃথাভাবং মহামূঢ়ো ন সংশয়ঃ
অহং ধর্ম্মস্য সর্ব্বস্বমহং পূজ্যতমঃ সুরৈঃ।
অহং জ্ঞানমহং সত্যমহং ধাতা সনাতনঃ
অহং ধর্ম্মঃ অহং মোক্ষঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্ ॥১১
ব্রহ্মদেহাৎ সমুদ্ভূতঃ সত্যসন্ধোঽস্মি নান্যথা।
জিনরূপং বিজানীহি সত্যধর্ম্মকলেবরম্ ॥১২
ধ্যায়ন্তি মম রূপং হি যোগিনো জ্ঞানতৎপরাঃ।১৩

বেণ উবাচ।

তবৈব কীদৃশো ধর্ম্মঃ কিন্তে দর্শনমেব চ।
কিমাচারো বদস্বৈতদিত্যুক্তং তেন ভূভুজা ॥১৪

পাপ উবাচ।

অর্হন্তো দেবতা যত্র নির্গ্রন্থো গুরুরুচ্যতে।
দয়া বৈ পরমো ধর্ম্মস্তত্র মোক্ষঃ প্রদৃশ্যতে ॥১৫
ঈদৃশোঽস্মিন্ন সন্দেহ আচারং প্রবদাম্যহম্।
যজনং যাজনং নাপি বেদাধ্যয়নমেব চ ॥১৬

হে মহারাজ, আপনি এই সকল বৃথা ভাব পোষণ করিতেছেন, অতএব আপনি যে অতিশয় মূঢ়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব, আমি দেবতাদিগেরও পূজ্যতম, আমিই জ্ঞান, আমিই সত্য, আমিই সনাতন বিধাতা, আমিই ধর্ম্ম, আমিই মোক্ষ, আমিই সর্ব্ব দেবতার স্বরূপ, আমিই ব্রহ্মদেহ হইতে উদ্ভূত, সুতরাং আমি যে সত্যপ্রতিজ্ঞ, সে বিষয়ে সংশয় নাই, আমাকে সত্যধর্ম্মের কলেবর জিনস্বরূপ জানিবেন। জ্ঞানবান্ যোগিগণ আমার রূপই ধ্যান করিয়া থাকে ১১।১২।১৩

বেণ বলিলেন, আপনার ধর্ম্ম কীদৃশ? উহা কোন দর্শনেরই বা অনুমোদিত? আপনি কীদৃক্ আচার-সম্পন্ন, ইহা আমার নিকট বলুন।১৪

সেই পাপ পুরুষ বলিল, অর্হন্ত আমার দেবতা, নির্গ্রন্থ আমার গুরু, দয়াই পরম ধর্ম্ম, তাহাতেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার আচার বলিতেছি, আমার যজন, যাজন, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যা, তপ, দান, এ সকল কিছুই নাই। আমার আচার স্বধা ও স্বাহা-বর্জ্জিত, উহাতে হব্য, কব্য, যজ্ঞাদিক্রিয়া, পিতৃদিগের তর্পণ, অতিথি সেবা

নাস্তি সন্ধ্যা তপো দানং স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতম্ ।
হব্যকব্যাদিকং নাস্তি নাস্তি যজ্ঞাদিকা ক্রিয়া ॥১৭
পিতৃণাং তর্পণং নাস্তি নাতিথির্বৈশ্বদেবিকম্।
কৃষ্ণস্য ন তথা পূজা হ্যর্হন্তধ্যানমুত্তমম্ ॥১৮
এবং ধর্ম্মসমাচারো জৈনমার্গে প্রদৃশ্যতে ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং জৈনধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥১৯

বেণ উবাচ।

বেদে প্রোক্তো যথা ধর্ম্মো যত্র যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
পিতৃণাং তর্পণং শ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবং ন দৃশ্যতে ॥২০
ন দানং ন তপো বাস্তি কিংবৈ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ।
বদ সত্যং মমাগ্রে ত্বং দয়াধর্ম্মশ্চ কীদৃশঃ ॥২১

পাপ উবাচ।

পঞ্চতত্ত্বপ্রবৃদ্ধোঽয়ং প্রাণিনাং কায় এব চ ।
আত্মা বায়ুস্বরূপোঽয়ং তেষাং নাস্তি প্রসঙ্গতা ॥২২
যথা জলেষু ভূতানামপি সঙ্গমবেহি তৎ ।
জায়তে বুদ্বুদাকারং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ ॥২৩

বা বৈশ্বদৈবিক ক্রিয়া নাই। উহাতে কৃষ্ণের পূজাও নাই, কেবল অর্হন্তের ধ্যানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জৈনদিগের মতে ধর্ম্মসমাচার এই-রূপই জানিবেন। আপনার নিকট জৈনধর্ম্মের এই সমুদয় লক্ষণ বলি-লাম।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯

বেণ বলিলেন, বেদে যেরূপ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া কথিত হইয়াছে। আপনার ধর্ম্মে পিতৃদিগের তর্পণ, শ্রাদ্ধ, বৈশ্বদেব, দান, ও তপস্যা এ সকল কিছুই নাই, এ কিরূপ ধর্ম্ম, তাহার লক্ষণ কিরূপ, এবং দয়াধর্ম্মই বা কিরূপ? তাহাও আমার নিকট সত্যরূপে কীর্ত্তন করুন।২০।২১

সেই পাপ পুরুষ বলিল, প্রাণিদিগের শরীর ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে সম্বর্দ্ধিত। আত্মা বায়ুস্বরূপ, সুতরাং আত্মা ও শরীরাদির পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই।২২

যেরূপ জলে নানাবিধ বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, প্রাণিদিগের সমাগমও সেইরূপ

পৃথ্বীভাবো রজঃস্বস্ত চাপস্তত্রৈব সংস্থিতাঃ।
জ্যোতিস্তত্র প্রদৃশ্যেত বায়ুরাবর্ত্ততে চ ত্রীন্ ॥২৪
আকাশমাবৃণোৎ পশ্চাদ্ বুদ্বুদত্বং প্রজায়তে।
অপ্সু মধ্যে প্রভাত্যেব সুতেজো বর্ত্তুলং পরম্ ॥২৫
ক্ষণমাত্রং প্রদৃশ্যেত তৎক্ষণং নৈব দৃশ্যতে।
তদ্বদ্ ভূতসমাযোগঃ সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যতে ॥২৬
অন্তকালে প্রযাত্যাত্মা পঞ্চ পঞ্চসু যান্তি তে।
মোহমুগ্ধাস্ততো মর্ত্ত্যা বর্ত্তন্তে চ পরস্পরম্ ॥২৭
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি মোহেন ক্ষয়াহে পিতৃতর্পণম্।
কাস্তে মৃতঃ সমশ্নাতি কীদৃশোঽসৌ নরোত্তম ॥২৮
কিং জ্ঞানং কীদৃশং কার্য্যং কেন দৃষ্টং বদস্ব নঃ।
মিষ্টমন্নং প্রভুক্ত্বা তু তৃপ্তিং যান্তি চ ব্রাহ্মণাঃ ॥২৯
কস্য শ্রাদ্ধং প্রদীয়েত সা তু শ্রদ্ধা নিরর্থিকা।
অন্যদেবং প্রবক্ষ্যামি বেদানাং কর্ম্ম দারুণম্ ॥৩০

জানিবেন, প্রথমে কতকগুলি পার্থিব ধূলিকণার সমাবেশে পৃথিবীর সত্তা হয়, পরে তাহাতেই জল ও তেজ আসিয়া মিলিত হয়, অনন্তর ঐ তিনটি বায়ু দ্বারা আবর্ত্তিত হয়, তাহার পর আকাশ উহাদিগকে আবরণ করে। পশ্চাৎ উহাতে বুদ্বুদ স্বরূপ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেরূপ জলমধ্যে দীপ্তিমান্ বর্ত্তুলাকার বুদ্বুদ প্রভাসিত এবং ক্ষণমাত্র দৃশ্য হইয়া তৎক্ষণেই অদৃশ্য হয়, ভূতসমাগমও সর্ব্বত্র সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্তকালে আত্মা প্রয়াণ করে এবং পঞ্চভূত পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পঞ্চে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহাতেই মনুষ্যগণ পরস্পর মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭

এই মোহ প্রভাবেই মৃতাহে শ্রাদ্ধ করে, এবং পিতৃগণের তর্পণ করে; হে নরোত্তম, মৃত ব্যক্তি কোথায় থাকে, কি ভোজন করে এবং কিরূপ অবস্থাতেই বা থাকে। উহার জ্ঞান কিরূপ, কার্য্যই বা কিরূপ? কে বা তাহা দেখিয়াছে, আমাকে বলুন। কেবল ব্রাহ্মণগণই মিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়।২৮।২৯

শ্রাদ্ধীয় বস্তু কাহাকেই বা দান করা হয়? ফল শ্রদ্ধা ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপেই নিরর্থক। বেদের দারুণকর্ম্মসম্বন্ধে আরও কিছু বলিব; যখন অতিথি

যদা।।তাৎগৃহং যাতি ভোজনং লভতে ধ্রুবম্।
তদা চাহত্যা রাজেন্দ্র অতিথিং পরিভোজয়েৎ ॥৩১
অশ্বমেধে মখে ত্বশ্বং গোমেধে বৃষমেব চ।
নরমেধে নরং রাজন্ বাজপেয়ে তথাহজম্ ॥৩২
রাজসূয়ে মহারাজ প্রাণিনাং ঘাতনং বহু।
পুণ্ডরীকে গজং হন্যাদ্ গজমেধে তু কুঞ্জরম্ ॥৩৩
সৌত্রামণ্যাং পশুঃ মেধ্যমেবমেব প্রদৃশ্যতে।
নানারূপেষু সর্ব্বেষু শ্রূয়তাং নৃপনন্দন ॥৩৪
নানাজাতিবিশেষাণাং পশূনাং ঘাতনং স্মৃতম্।
কস্মাদ্ধি দীয়তে দানং কিন্নু দানস্য লক্ষণম্ ॥৩৫
ন দত্তমুৎকটং জ্ঞেয়ং ক্রিয়তে যদি ভোজনম্।
অত্যন্তদোষহীনাংস্তান্ হিংসন্তি যান্ মহামখে ॥৩৬
তত্র কিং দৃশ্যতে ধর্ম্মঃ কিং ফলং তত্র ভূপতে।
পশূনাং মারণং যত্র নির্দ্দিষ্টং বেদপণ্ডিতৈঃ ॥৩৭

গৃহে আগমন করে, তখন নিশ্চয়ই অন্যবিধ ভোজ্য বস্তুর লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও হে রাজেন্দ্র, কি নিমিত্ত জীবহত্যা করিয়া অতিথি ভোজনের বিধান করা হইয়াছে? আর কি নিমিত্তই বা অশ্বমেধযজ্ঞে সুন্দর অশ্বের, গোমেধযজ্ঞে বৃষভের, নরমেধে মনুষ্যের, বাজপেয়যজ্ঞে ছাগের, রাজসূয়যজ্ঞে প্রাণিগণের, পুণ্ডরীকযজ্ঞে গজের এবং গজমেধযজ্ঞে কুঞ্জরের বধ বিহিত হইয়াছে, এইরূপে সৌত্রামণীযজ্ঞে পশুর বধও বিহিত দৃষ্ট হয়। হে নৃপনন্দন, আরও শ্রবণ করুন, নানারূপ যজ্ঞে এইরূপ নানাজাতীয় পশুদিগের হিংসা বিহিত হইয়াছে। যদি বলেন, উহা দেবতাবিশেষকে দান করিবার নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে; ভাল, ঐ দানই বা কি নিমিত্ত প্রদত্ত হয়, দানের লক্ষণই বা কি? দান ত কখন এরূপ উৎকট হয় না। যদি কেবল ভোজনের নিমিত্তই এই হিংসাপূর্ণ কার্য্যের বিধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে, হে রাজন্, বলুন দেখি, যজ্ঞে যে সকল নিতান্ত নিরপরাধ পশুর হিংসা করা হয়, উহাতে কিরূপ ধর্ম্ম লাভ হয়? এবং যে যে কার্য্যে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ পশুহিংসার বিধান করিয়াছেন, তাহার ফল বা কিরূপ?৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে পুণ্য কর্ম্মে ধর্ম্ম নাই, সে পুণ্যকর্ম্ম কখনই মোক্ষপ্রদ হইতে পারে না। কারণ দয়া বিনা যে

তস্মাদ্বিনষ্টধর্ম্মঞ্চ ন পুণ্যং মোক্ষদায়কম্।
দয়াং বিনা হি যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো বিফলায়তে ॥৩৮
জীবানাং পালনং যত্র তত্র ধর্ম্মো ন সংশয়ঃ।
স্বাহাকারঃ স্বধাকারস্তপঃ সদ্যোঽভিজায়তে ॥৩৯
দয়াহীনং নিষ্ফলং স্যাৎ নাস্তি ধর্ম্মস্তু তত্র হি।
এতে বেদা অবেদাঃ স্যুর্দ্দয়া যত্র ন বিদ্যতে ॥৪০
দয়াদানপরো নিত্যং জীবমেব প্ররক্ষয়েৎ।
চাণ্ডালো বা স শূদ্রো বা স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৪১
ব্রাহ্মণো নির্দ্দয়ো যো বৈ পশুঘাতপরায়ণঃ।
স বৈ সুনির্দ্দয়ঃ পাপী কঠিনঃ ক্রূরচেতনঃ ॥৪২
বচনৈঃ কথ্যতে বেদঃ স বেদো জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
যত্র জ্ঞানং ভবেন্নিত্যং স বৈ বেদঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪৩
দয়াহীনেষু বেদেষু বিপ্রেষু চ মহামতে।
নাস্তি সত্যং ক্রিয়া তত্র বেদবিপ্রেষু বৈ কদা ॥৪৪
বেদা অবেদা রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণাঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ।
দানস্যাপি ফলং নাস্তি তস্মাদ্দানং ন দীয়তে ॥৪৫

ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মের কোন ফল নাই। যে সকল ক্রিয়াতে জীবদিগের পালন বিহিত হইয়াছে, ধর্ম্মও যে তাহাতেই অবস্থিত হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। স্বাহাকার, স্বধাকার অথবা যে সকল তপশ্চরণ সদ্য সদ্য ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এ সমস্তই দয়াশূন্য হইলে সম্পূর্ণরূপ নিষ্ফল হয় এবং ঐ সকল কার্য্যে ধর্ম্ম লাভেরও সম্ভাবনা নাই। অধিক কি বলিব, যে সকল বেদে দয়ার উল্লেখ নাই, উহা কখন বেদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।৩৮।৩৯।৪০

যে মনুষ্য দয়ার্দ্রচিত্তে সর্ব্বদা জীবগণকে রক্ষা করে, সে চণ্ডালই হউক, অথবা শূদ্রই হউক, তাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ নির্দ্দয় এবং পশুহিংসাপরায়ণ সেই ক্রূরচিত্ত কঠিনহৃদয়ই মহাপাপী। যে বেদ কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ, তাহাতে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। যাহাতে নিত্য জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত বেদ। হে মহামতে দয়াহীন বেদ এবং ব্রাহ্মণে সত্যক্রিয়া কখনই থাকিতে পারে না।৪১।৪২।৪৩।৪৪

হে রাজেন্দ্র, ব্রাহ্মণগণ বেদ বলিয়া যাহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, তাহারা প্রকৃত বেদ নহে, সত্যহীন দানেরও ফল নাই, অতএব ঐরূপ দান না দেওয়াই

যথা শ্রাদ্ধস্য বৈ চিহ্নং তথা দানস্য লক্ষণং।
জিনস্যাপি চ যদ্ধর্ম্মং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥৪৬
তবাগ্রেঽহং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যপ্রদায়কম্।
আদৌ দয়া প্রকর্ত্তব্যা শান্তভূতেন চেতসা ॥৪৭
আরাধয়েদ্ধৃদা দেবং জিনমেকং চরাচরম্।
মনসা শুদ্ধভাবেন জিনমেকং প্রপূজয়েৎ ॥৪৮
নমস্কারঃ প্রকর্ত্তব্যস্তস্য দেবস্য নান্যথা।
মাতাপিত্রোস্তু বৈ পাদৌ কদা নৈবাভিবন্দয়েৎ।
অন্যেষামেব কা বার্ত্তা শ্রূয়তাং রাজসত্তম ॥৪৯

বেণ উবাচ।

এতে বিপ্রাশ্চ হ্যাচার্য্যা গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বদন্তি পুণ্যতীর্থানি বহুপুণ্যপ্রদানি চ।
তৎ কিং বদস্ব সত্যং মে যদি ধর্ম্মমিহেচ্ছসি ॥৫০

পাপ উবাচ।

আকাশাদ্বৈ মহারাজ, সদ্যো বর্ষন্তি বৈ ঘনাঃ।
ভূমৌ হি পর্ব্বতেষ্বেব সর্ব্বত্র পততে জলম্ ॥৫১

ভাল। যেরূপ শ্রাদ্ধের লক্ষণ, দানের লক্ষণও সেইরূপ। এক্ষণে আপনার নিকট ভক্তিমুক্তিপ্রদ বহুপুণ্যের আকর জিনপ্রদর্শিত ধর্ম্ম বলিতেছি। প্রথমে প্রশান্তচিত্তে সকল ভূতের প্রতি দয়া কর্ত্তব্য এবং হৃদয়দ্বারা চরাচরাত্মক অদ্বিতীয় জিনদেবের আরাধন, এবং শুদ্ধভাবাপন্ন মন দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। কেবল তাঁহাকেই নমস্কার করিবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কদাচ মাতাপিতার চরণও বন্দনা করা উচিত নহে, অন্যের কথা আর কি বলিব।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯

বেণ বলিলেন, এই সকল আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাদি নদীদিগকে বহু পুণ্যপ্রদ পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, ইহা কতদূর সত্য তাহা আপনি ধর্ম্মতঃ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।৫০

পাপপুরুষ বলিল, হে মহারাজ আকাশ হইতে মেঘগণ সদ্য যাহা বর্ষণ করে, ঐ জল ভূমি, পর্ব্বত এবং সকল স্থানেই সমভাবে পতিত হয়, ঐ জল প্রবাহিত হইয়া নানাবিধ নদ-নদীরূপে পরিণত হয়, সুতরাং নদীসকল

তদাপ্লাব্য ততস্তিষ্ঠেন্নদ্যাং সর্ব্বত্র ভাবয়েৎ।
নদ্যো জলপ্রবাহাস্ত তাসু তীর্থং শ্রুতং কথম্ ॥৫২
জলাশয়া মহারাজ তড়াগাঃ সাগরাস্তথা।
পৃথিব্যা ধারকাশ্চৈব গিরয়ো হ্যশ্মরাশয়ঃ ॥৫৩
নাস্ত্যেতেষু চ বৈ তীর্থং জলৈর্জ্জলদমুত্তমং।
স্নানে দানে যথা পুণ্যং কস্মাৎ সর্ব্বেষু নৈব হি ॥৫৪
দৃষ্ট্বা স্নানেন বৈ সিদ্ধির্মীনাঃ সিধ্যন্তি নান্যথা।
যত্র জীবস্তত্র তীর্থং তত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৫৫
তপোদানাদিকং সর্ব্বং পুণ্যং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৬
একো জিনঃ সর্ব্বময়ো নৃপেন্দ্র
নাস্ত্যেব ধর্ম্মং পরমং হি তীর্থম্।
অয়স্ত লোকে পরমস্ত তস্মাদ্ধ্যায়স্ব
নিত্যং সুসুখো ভবিষ্যসি ॥৫৭

জলপ্রবাহ মাত্র, উহারা কিরূপে তীর্থ হইতে পারে? হে মহারাজ, তড়াগ এবং সাগর সকল জলাশয় মাত্র এবং পৃথিবীর পর্ব্বতগণ প্রস্তররাশি মাত্র। ঐ সকলে নিশ্চয়ই কোন তীর্থ নাই। জলের অবস্থান জন্যই যদি তীর্থ হয়, তাহা হইলে জলদ অর্থাৎ মেঘই উত্তম তীর্থ। যদি স্নান-দানহেতুকই উহারা পবিত্র তীর্থ হয়, তবে সমুদায় জলাশয় কেন তীর্থ না হইবে? স্নানের দ্বারায় যদি সিদ্ধি লাভ হয়, তবে মৎস্যগণকেও নিশ্চয়ই সিদ্ধ বলা যাইতে পারে। যেখানে জীব, সেইখানেই তীর্থ, সেইখানেই সনাতন ধর্ম্ম এবং তপোদানাদিজন্য পুণ্য প্রতিষ্ঠিত।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

হে নৃপেন্দ্র, একমাত্র জিনদেবই সর্ব্বময়, তিনিভিন্ন ধর্ম্ম বা তীর্থ আর কিছুই নাই, ইনিই লোকে পরম বস্তু, তাঁহাকেই ধ্যান করুন, উত্তম সুখ লাভ হইবে।৫৭

বরাহপুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বরাহপুরাণও অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। এই বরাহপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশশাস্ত্রী মহাশয় যে বরাহপুরাণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টভাগে প্রত্যেক অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যাপ্রদর্শনানন্তর সম্পূর্ণ গ্রন্থেরও শ্লোক-সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বরাহপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ১০,০০০ বা ১০,৫০০ এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়।

অন্যান্য পুরাণের ন্যায় বরাহপুরাণ প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহা যে আধুনিক সময়ে সঙ্কলিত, ইহার আদ্যো-পান্ত পাঠ করিলেই উহা জ্ঞাত হওয়া যায়। আর এক কথা এই যে, আজ কাল ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে যে হস্ত-লিখিত বরাহপুরাণের প্রতিলিপি পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেরই শেষে নিম্নলিখিত কবিতাটি দৃষ্ট হয়।

" ত্রিঃসপ্তষট্‌ক্ষিতিমিতে নৃপবিক্রমস্য
কালে গতে ভগবতো হরিবোধনস্য।
বীরেশ্বরেণ সহ মাধবভট্টনাম্না
কাশ্যাং বরাহকথিতং লিখিতং পুরাণম্॥

১৬২১ বিক্রমাব্দে হরবোধনের পর বীরেশ্বরের সহিত মাধব-

ভট্ট কাশীধামে এই বরাহপুরাণ লিখিয়াছেন। যখন সর্ব্বদেশীয় সকল প্রতিলিপিতেই এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়, তখন এরূপ অনুমান অযৌক্তিক বোধ হয় না যে, এই শ্লোকোক্ত সময়েই বরাহপুরাণ বর্ত্তমান আকারে পুনঃসংকলিত হইয়াছে। উহা যদি পুস্তকবিশেষের প্রতিলিপিসমাপনের দিবস হইত, তবে ভিন্ন দেশীয় লেখকগণ কখনই উহা গ্রহণ করিতেন না।

যাহা হউক, ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম বহুব্যাপী ও বদ্ধমূল হইবার পর যে, ইহা বর্ত্তমান আকারে সংকলিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ ইহার প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি উপন্যাসে অপরাপর দেব দেবী অপেক্ষা বিষ্ণুমাহাত্ম্যোৎকর্ষ সূচিত করা হইয়াছে।

বরাহপুরাণে পুরাণের লক্ষণসমূহ সম্যক্‌রূপে লক্ষিত হয় নাই। ইহাতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এবং রাজবংশগুলি অতি সংক্ষেপে এবং বিশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রজাপতি-দিগের বংশধারা এবং মন্বন্তরগুলি একেবারে বর্ণিত হয় নাই। প্রত্যুত ইহা কেবল নানাবিধ পূজাও ব্রতাদির ব্যবস্থা এবং স্তবাদিতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বরাহপুরাণ আদ্যন্ত পাঠ করিলে ইহার পুরাণত্বের বিষয় সংশয় হয় বটে; কারণ ইহাতে প্রথমতঃ পৌরাণিক ইতিহাসের ভাগ অতি অল্পই দৃষ্ট হয় এবং যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশেই রূপকের আশ্রয় করা হইয়াছে।

এতদ্বর্ণিত মহিষাসুরের সহিত ভগবতী কাত্যায়নীর যুদ্ধ প্রভৃতি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, পাপ ও পুণ্যের পরস্পর স্বাভাবিক প্রতিকূলতাই রূপকসহকারে এরূপ

আকার ধারণ করিয়াছে। অনেক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আবার অন্যান্য পুরাণ হইতে সম্পূর্ণ অভিনব রীতিতে লিখিত হইয়াছে; যেমন দক্ষযজ্ঞপ্রভৃতি।

বরাহপুরাণের বিষয় সূচী।—বরাহপুরাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে, প্রথমে মুনিগণ সূতের নিকট হরিকথাবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন; সূত, সনৎকুমার ও নারদের সংবাদ বলিলেন, পুনর্ব্বার ঋষিগণের প্রশ্ন অনুসারে সূত মার্কণ্ডেয়োপাখ্যান, প্রয়াগমাহাত্ম্য, গঙ্গানয়ন-বৃত্তান্ত, বাহুরাজার উপাখ্যান, সগররাজার উপাখ্যান, অংশুমানের উপাখ্যান, সৌদাসের উপাখ্যান, গঙ্গামাহাত্ম্য, কলিরাজার উপাখ্যান, বামনোপাখ্যান, ভূমিদানপ্রশংসা, বলির বন্ধন, দানফলের বিবৃতি, ভগীরথোপাখ্যান, সগরসুত-দিগের উদ্ধার, দ্বাদশ্যাদিকতিপয়ব্রতমাহাত্ম্য, গালব ও ভদ্রশীলের উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমবিধি, সমুদ্রযাত্রাদির নিষেধ, বর্ণাশ্রমাচার বিধান, শ্রাদ্ধবিধি, ব্রত ও দানাদির যোগ্যতিথির নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত ও পাপের স্বরূপনির্ণয়, মদ্যভেদাদি-নিরূপণ ও মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত, চৌর্য্যস্বরূপকথন, নানা-বিধপরিমাণনির্ণয়, নানাবিধ চৌর্য্য ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ, গুরুতল্পগমন ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, অগম্যাগমনের প্রায়শ্চিত্ত, মহাপাতকীর সংসর্গে প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্যভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত, চৌর্য্যের প্রায়শ্চিত্ত, প্রাণিহিংসার প্রায়শ্চিত্ত, অশুচিস্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত, অশুচির অন্নভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, মহাপাপসমজাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বিষ্ণুস্মরণের ফল, যমমার্গস্বরূপ, পাপভোগ, মোক্ষোপায়, নারায়ণের তুষ্টি, নারায়ণমাহাত্ম্য, দেবমালীর উপাখ্যান, যজ্ঞমালী ও সুমালীর

উপাখ্যান, বিষ্ণুচরণামৃতধারণের ফল, কনিকনামক ব্যাধের উপাখ্যান, যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যান, ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ, যুগ-মাহাত্ম্যবর্ণন, কলির স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের ক্রমশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বরাহপুরাণ।

বিষ্ণুমাহাত্ম্য—সপ্তদশ অধ্যায়।

নৃপ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কথং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
পূজ্যতে মোক্ষমিচ্ছদ্ভিঃ পুরুষৈর্ব্বদ তত্ত্বতঃ॥১

মহাতপা উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ যথা বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং সর্ব্বযোগীশ্বরো হরিঃ॥২
সর্ব্বে দেবাঃ সপিতরো ব্রহ্মাদ্যাশ্চান্তমধ্যগাঃ।
বিষ্ণোঃ সকাশাদুৎপন্না ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥৩
অগ্নিস্তথাশ্বিনৌ গৌরী গজবক্ত্রভুজঙ্গমাঃ।
কার্ত্তিকেয়স্তথাদিত্যা মাতরো দুর্গয়া সহ॥৪
দিশোধনপতির্বিষ্ণুর্যমো রুদ্রঃ শশী তথা।
পিতরশ্চেতি সম্ভূতাঃ প্রাধান্যেন জগৎপতেঃ॥৫

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি সমুদয় ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন অতএব মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষী মনুষ্যগণ কি নিমিত্ত সেই সনাতন বিষ্ণুর উপাসনা করে, তাহা আপনি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।১

মহাতপা বলিলেন, হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন রাজেন্দ্র, যেরূপ আচরণ করিলে সেই সর্ব্বযোগীশ্বর হরি পুরুষ এবং স্ত্রীদিগের উপর প্রসন্ন হন, তাহা শ্রবণ করুন। এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণ এবং পিতৃগণ বিষ্ণুর সকাশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন; ইহাই বেদের মত। অগ্নি, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, গৌরী, গণেশ, ভুজঙ্গগণ, কার্ত্তিকেয়, দ্বাদশ আদিত্য এবং দুর্গার সহিত মাতৃগণ, দিক্‌সকল, কুবের, বিষ্ণু, যম, রুদ্র, চন্দ্র এবং পিতৃগণ, ইহারা সকলেই সেই জগৎপতির প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইতেই সম্ভূত হইয়াছে।২।৩।৪।৫

হিরণ্যগর্ভস্য তনৌ সর্ব্ব এব সমুদ্ভবাঃ।
পৃথক্ পৃথক্ ততো গর্ব্বং বহমানাঃ সমন্ততঃ ॥৬
অহং যোগ্যস্ত্বহং যাজ্য ইতি তেষাং স্বনো মহান্।
শ্রূয়তে দেবসমিতৌ ক্ষুব্ধসাগরসন্নিভঃ ॥৭
তেষাং বিবদমানানাং বহ্নিরুত্থায় পার্থিবঃ।
উবাচ মাং যজধ্বেতি ধ্যায়ধ্বং মামিতি ব্রুবন্ ॥৮
প্রাজাপত্যমিদং নূনং শরীরং মদ্বিনাকৃতম্।
বিনাশমুপপদ্যেত যতো নায়ং মহানহম্ ॥৯
এবমুক্ত্বা শরীরন্তু ত্যক্ত্বা বহ্নির্বিনির্যযৌ।
নির্গতেঽপি ততস্তস্মিংস্তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে ॥১০
ততোঽশ্বিনৌ মূর্ত্তিমন্তৌ প্রাণাপানশরীরগৌ।
আবাং প্রধানাবিত্যেবমূচতুর্যাজ্যমুত্তরৌ ॥১১
এবমুক্ত্বা শরীরন্তু বিহায় ক্বচিদাস্থিতৌ।
তয়োরপি ক্ষয়ং কৃত্বাঽক্ষীণস্তৎ পুরমাস্থিতং ॥১২

প্রথমে ইহারা সকলে হিরণ্যগর্ভের শরীরে উৎপন্ন হয়, অনন্তর ইহাদের প্রত্যেকে গর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া "আমিই যোগ্য, আমিই যাজ্য," এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে, ক্ষোভপ্রাপ্ত সমুদ্রের শব্দের ন্যায় তাহাদিগের মুখনির্গত অতি মহৎ কোলাহল সেই দেবসভায় শ্রুতিগোচর হইল।৬.৭

তাহারা এইরূপে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে "আমারই পূজা কর, আমারই ধ্যান কর," এইরূপ বলিতে বলিতে পার্থিব অগ্নি উত্থিত হইল, এবং বলিল, আমি পরিত্যাগ করিলে এই প্রাজাপত্য দেহ অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, কারণ প্রজাপতি অপেক্ষা আমিই শ্রেষ্ঠ ৮ ৯

এই কথা বলিয়া ঐ অগ্নি সেই শরীর ত্যাগ করিয়া নির্গত হইল ; অগ্নি নির্গত হইলেও ঐ দেহ কিন্তু শীর্ণ হইল না।১০

তদনন্তর অশ্বিনীকুমাররূপী শরীরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয় বলিল, "আমরাই প্রধান, আমরাই যজনীয়," এই কথা বলিয়া তাহারা সেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে চলিয়া গেল। তাহাদের অভাব হইলেও সেই শরীর পূর্ব্বমত অক্ষীণ ভাবেই রহিল।১১ ১২

ততো বাগব্রবীদ্ গৌরী প্রাধান্যং ময়ি সংস্থিতম্।
সাপ্যেবমুক্ত্বা ক্ষেত্রাত্তু নিশ্চক্রাম বহিঃ শুভা ॥১৩
তয়া বিনাপি তৎক্ষেত্রং বাগূনং ব্যবতিষ্ঠত।
ততোগণপতির্বাক্যমাকাশাখ্যোঽব্রবীত্তদা ॥১৪
ন ময়া রহিতং কিঞ্চিচ্ছরীরং স্থায়ি দূরতঃ।
কালান্তরেত্যেবমুক্ত্বা সোঽপি নিষ্ক্রম্য দেহতঃ ॥১৫
পৃথগ্ভূতস্তথাপ্যেতচ্ছরীরং নাপ্যনীনশৎ।
বিনাশিতঞ্চ তত্তেন তথাপি ন বিশীর্য্যতে ॥১৬
সুশিরৈস্তু বিহীনস্তু দৃষ্ট্বা ক্ষেত্রং ব্যবস্থিতম্।
শরীরধাতবঃ সর্ব্বে তে ব্রূয়ুর্বাক্যমেব হি ॥১৭
অস্মাভির্ব্যতিরিক্তস্য ন শরীরস্য ধারণম্।
ভবতীত্যেবমুক্ত্বা তে জহুঃ সর্ব্বে শরীরিণঃ।
তৈর্ব্যপেতমপি ক্ষেত্রম্পুরুষেণ প্রপাল্যতে ॥১৮
তদ্ দৃষ্ট্বা ত্বব্রবীৎ স্কন্দঃ সোঽহঙ্কারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ময়া বিনা শরীরস্য সম্ভূতিরপি নেষ্যতে ॥১৯

অনন্তর গৌরীরূপিণী বাক্‌শক্তি বলিলেন, "প্রাধান্য আমাতেই অবস্থাপিত।" তিনিও এই কথা বলিয়া সেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে নির্গত হইলেন। তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও সেই বাক্‌শক্তিহীন শরীর পূর্ব্বের ন্যায়ই অবস্থান করিতে লাগিল। পরে আকাশরূপী গণপতি বলিলেন, "আমা কর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া এই শরীর অধিক কালস্থায়ী হইবে না," এই কথা বলিয়া আকাশ সেই শরীর হইতে নির্গত হইয়া পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তাহার নাশ হইল না, আকাশ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও সেই শরীর শীর্ণ হইল না।১৩।১৪।১৫।১৬

আকাশবিহীন হইয়াও সেই শরীরকে অবস্থিত হইতে দেখিয়া শরীরস্থিত ধাতু সকল বলিতে লাগিল, "আমরা পরিত্যাগ করিলে এই শরীর কখনই অবস্থিতি করিবে না।" এই বলিয়া তাহারা সেই শরীর পরিত্যাগ করিল। তাহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও ঐ শরীর পুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিল।১৭।১৮

তখন স্কন্দরূপী অহঙ্কার বলিলেন, "আমি ব্যতীত এই শরীরের উৎপত্তি

এবমুক্ত্বা শরীরাত্তু স ব্যপেতঃ পৃথক্ স্থিতঃ।
তেনাক্ষতেন তৎ ক্ষেত্রং বিনা মুক্তবদাস্থিতম্ ॥২০
তদ্ দৃষ্ট্বা কুপিতো ভানুঃ স আদিত্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ময়া বিনা কথং ক্ষেত্রমিদং ক্ষণমপীষ্যতে।
এবমুক্ত্বাথ যাতঃ স তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে ॥২১
ততঃ কামাদিরুত্থায় গণো মাতৃবিসংজ্ঞিতঃ।
ন ময়া ব্যতিরিক্তস্য শরীরস্য ব্যবস্থিতিঃ।
এবমুক্ত্বা স যাতস্তু শরীরং তন্ন শীর্য্যতে ॥২২
ততো মায়াব্রবীৎ কোপাৎ সা চ দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।
ন ময়াস্য বিনা ভূতিরিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে পুনঃ ॥২৩
ততো দিশঃ সমুত্তস্থুরূচুশ্চেদং বচো মহৎ।
নাস্মাভীরহিতং কার্য্যন্তবতীতি ন সংশয়ঃ।
চতস্র আগতাঃ কাষ্ঠাস্তাঃ প্রয়াতাঃ ক্ষণাত্তদা ॥২৪

অবধিই হইতে পারে না। তিনি এই কথা বলিয়া শরীর-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিলেন। সেই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেও ঐ শরীর পূর্ব্বের মতই অবস্থান করিতে লাগিল।১৯।২০

তাহা দেখিয়া আদিত্যরূপী তেজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমি পরিত্যাগ করিলে, এই শরীর কিরূপে ক্ষণকালের নিমিত্তও অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে?" এই কথা বলিয়া উহা শরীরত্যাগ করিয়া গমন করিল; তথাপি শরীর শীর্ণ হইল না।২১

অনন্তর মাতৃসংজ্ঞক কামাদিগণ উত্থিত হইয়া বলিল, আমাব্যতিরেকে এই শরীরের কখনই স্থিতি হইবে না। এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। কিন্তু শরীর শীর্ণ হইল না!

অনন্তর দুর্গারূপিণী মায়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমি না থাকিলে এই শরীর কখনই থাকিতে পারে না;" এই বলিয়া উহাও অন্তর্হিত হইল।২৩

তাহার পর দিক্ সকল উত্থিত হইয়া বলিল, "আমরা না থাকিলে নিশ্চয়ই কোন কার্য্য হইবে না।" ইহা বলিয়া চারিদিক্ মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।২৪

ততো ধনপতির্ব্বায়ুর্ম্মধ্যতস্ত্যক্তসম্ভবঃ।
শরীরস্যেতি সোঽপ্যেবমুক্ত্বা মূর্দ্ধানগোঽভবৎ॥২৫
ততোবিষ্ণুর্ম্মনো ভ্রয়াম্নায়ং দেহো ময়া বিনা।
ক্ষণমপ্যুৎসহেৎ স্থাতুমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে পুনঃ॥২৬
ততো ধর্ম্মোঽব্রবীৎ সর্ব্বমিদম্পালিতবানহম্।
ইদানীম্মব্যপগতে কথমেতদ্ভবিষ্যতি।
এবমুক্ত্বা গতো ধর্ম্মস্তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে॥২৭
ততোঽব্রবীন্মহাদেবঃ অব্যক্তো ভূতভাবনঃ।
মহৎসংজ্ঞো ময়া হীনং শরীরং নো ভবেদ্‌যথা।
এবমুক্ত্বা গতঃ শম্ভুস্তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে॥২৮
তদ্দৃষ্ট্বা পিতরশ্চোচুস্তন্মাত্রং যাবদস্মভিঃ।
প্রাণান্তরেভিরেতশ্চ শরীরং শীর্য্যতে ধ্রুবম্।
এবমুক্ত্বা তু তদ্দেহন্ত্যক্ত্বান্তর্ধানমাগতাঃ॥২৯
অগ্নিঃ প্রাণা অপানৌ চ আকাশশ্চৈব ধাতবঃ।
ক্ষেত্রন্তদ্বদহঙ্কারো ভানুঃ কামাদয়ো ময়া॥৩০

তাহার পর ধনপতিরূপী বায়ু পূর্ব্বোক্ত রূপ বাক্য বলিয়া শরীরের মধ্যভাগ ত্যাগ করিয়া মস্তকগত হইল।২৫

তাহার পর বিষ্ণুরূপী মন, "আমি পরিত্যাগ করিলে এই দেহ ক্ষণকালও থাকিতে সমর্থ হইবে না," এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইল।২৬

তদনন্তর ধর্ম্ম বলিলেন, "আমিই এই পর্য্যন্ত এই শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছি," এক্ষণে আমি চলিয়া গেলে, ইহা কিরূপে থাকিতে পারে? এই বলিয়া ধর্ম্ম চলিয়া গেলেন, তথাপি শরীর শীর্ণ হইল না।২৭

অনন্তর মহৎসংজ্ঞক অব্যক্তরূপী মহাদেব বলিলেন, "আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই শরীর কখনও থাকিবে না।" এই কথা বলিয়া মহান্‌ও চলিয়া গেলেন, কিন্তু শরীর শীর্ণ হইল না।২৮

তাহা দেখিয়া তন্মাত্ররূপী পিতৃগণ বলিলেন, "প্রাণস্বরূপ আমরা পরিত্যাগ করিলে এই শরীর নিশ্চয়ই শীর্ণ হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারাও সেই দেহ ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।২৯

এইরূপে অগ্নি, প্রাণ, অপানদ্বয়, আকাশ, ধাতুসকল, ক্ষেত্র, অহংকার,

কাষ্ঠাবায়ুর্বিষ্ণুধর্ম্মৌ শম্ভুশ্চৈবেন্দ্রিয়ার্থকাঃ।
এতৈর্মুক্তস্তু তৎ ক্ষেত্রম্মুক্তোবিব তু সংস্থিতম্ ॥৩১

সোমেন পাল্যমানস্ত পুরুষেণেন্দুরূপিণা।
এবং ব্যবস্থিতে সোমে ষোড়শাত্মন্যথাক্ষরে ॥৩২

প্রাগ্বত্তত্র গুণোপেতং ক্ষেত্রমুত্থায় বভ্রম।
প্রাগবস্থং শরীরস্তু দৃষ্ট্বা সর্ব্বজ্ঞপালিতম্ ॥৩৩

তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্ব্বা বৈলক্ষণ্যাবমাস্থিতাঃ।
তমেবস্তুষ্টুবুঃ সর্ব্বাস্তং দেবং পরমেশ্বরম্ ॥৩৪

স্বস্থানমাশিষুঃ সর্ব্বাস্তদা নৃপতিসত্তম।
ত্বমগ্নিস্ত্বস্তথা প্রাণস্ত্বমপানঃ সরস্বতী ॥৩৫

ত্বমাকাশন্ধনাধ্যক্ষস্ত্বং শরীরস্থ ধাতবঃ।
অহঙ্কারো ভবান্দেব ত্বমাদিত্যোহষ্টকো গণঃ ॥৩৬

ত্বং মায়া পৃথিবী দুর্গা ত্বং দিশস্ত্বং মরুৎপতিঃ।
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং তথা ধর্ম্মস্ত্বং জিষ্ণুস্ত্বং পরাজিতঃ ॥৩৭

তেজ, কামাদি, দুর্গা, দিক্‌সকল, বায়ু, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, মহাদেব এবং তন্মাত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও ঐ শরীর পুরুষরূপী চন্দ্রমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া যেন জীবন্মুক্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে ষোড়শকলাত্মক, অবিনাশী, পুরুষরূপী চন্দ্র শরীর রক্ষার্থ অবস্থিত হইলে পূর্ব্বের মত গুণসম্পন্ন ঐ শরীর সেই স্থানে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞপুরুষকর্তৃক প্রতিপালিত সেই শরীরকে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রপাল সকল অতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইল এবং সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া স্তব করিতে লাগিল।৩০।৩১।৩২।৩৩ ৩৪

হে নৃপতিসত্তম, তখন আবার তাহারা ঐ শরীরে আপনার স্থান প্রার্থনা-করত বলিতে লাগিল, আপনিই অগ্নি, আপনিই প্রাণ, আপনিই অপান, আপনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, আপনিই আকাশ, আপনিই ধনের অধ্যক্ষ কুবের এবং শরীরস্থ ধাতু সকলও আপনি, আপনিই অহঙ্কার, আপনিই আদিত্য, আপনিই কামাদি অষ্টগণ, আপনিই পৃথিবী, আপনিই মায়া, আপনিই দুর্গা এবং দিক্‌সমূহও আপনি। আপনিই বায়ু, আপনিই বিষ্ণু, ধর্ম্মও আপনি, জেতাও আপনি এবং পরাজিতও আপনি। অধিক আর কি বলিব, "পরমেশ্বর" এই শব্দের প্রত্যক্ষর আপনাতেই

অক্ষরার্থস্বরূপেণ পরমেশ্বরসংজ্ঞিতঃ।
অস্মাভিরপযাতৈস্তু কথমেতত্তুবিষ্যতি ॥৩৮
এবমত্র শরীরস্তু ত্যক্তমস্মাভিরেব চ।
ন পরস্তবতো দেব তদত্র স্বঞ্চ পাল্যতে ॥৩৯
স্থানভঙ্গো ন নঃ কার্য্যঃ স্বয়ং সৃষ্ট্বা প্রজাপতে।
এবং স্তুতস্ততো দেবস্তেষাং তোষং পরং যযৌ ॥৪০
উবাচ চৈতান্ ক্রীড়ার্থং ভবন্তোৎপাদিতা ময়া।
কৃতকৃত্যস্য চৈকস্তু ভবদ্ভির্মে প্রয়োজনম্ ॥৪১
তথা চেদপ্রিয়ং রূপে দ্বে দ্বে প্রত্যেকশোঽধুনা।
ভূতকার্য্যেষমূর্ত্তেন দেবলোকে তু মূর্ত্তিনা ॥৪২
তিষ্ঠধ্বমপি কল্পান্তে লয়ং ত্বাবিশত দ্রুতম্।
শরীরেণ বিনা নৈব কর্ত্তব্যোঽহমিব কচিৎ ॥৪৩

সার্থক হইয়াছে। আমরা অপগত হইলে এই শরীর কিরূপে অবস্থিত হইবে, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। হে দেব, আপনা হইতে ভিন্ন পদার্থ কিছুই নাই। এই সংসারে যাহা কিছু রক্ষিত হইতেছে, তাহাই আপনি, হে প্রজাপতে, আপনি স্বয়ং আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, এক্ষণে স্থানচ্যুত করিবেন না।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০

অনন্তর পরমাত্মা সেই দেবগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি ক্রীড়ার নিমিত্তই তোমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছি বটে, এবং যদিও আমি কৃতকৃত্য অর্থাৎ কিছুরই অভাব বা অপেক্ষা রাখি না, তথাপি তোমাদের সৃষ্টি সর্ব্বথা প্রয়োজনশূন্য নহে। তোমাদিগকে আমার একটি উদ্দেশ্যের সিদ্ধি করিতে হইবে, অপ্রিয় হইলেও তোমাদিগের উহা কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমরা প্রত্যেকে অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত এই দুই প্রকার স্বরূপ ধারণ কর। ভূতকার্য্যের নিমিত্ত অমূর্ত্তরূপে এবং দেবলোকে মূর্ত্তরূপে অবস্থিত হও।৪১।৪২

পরে কল্পের শেষে তোমরা সকলে আমাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, আর একটি কথা তোমরা যেমন আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়াছ, অপর ভৌতিক শরীরগুলিকে কখনও এইরূপে পরিত্যাগ করিও না।৪৩

মূর্ত্তীনাঞ্চ তথা স্তুত্যমগ্নিনামানি বোঽধুনা।
অগ্নের্বৈশ্বানরো নাম প্রাণাপানৌ তথাশ্বিনৌ।
ভবিষ্যতি তথা গৌরী হিমশৈলসুতা তথা ॥৪৪
পৃথিব্যাদিগুণস্ত্বেষ গজবক্ত্রো ভবিষ্যতি।
শরীরধাতবশ্চেমে নানাভূতানি এব তু ॥৪৫
অহঙ্কারস্তথা স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ো ভবিষ্যতি।
শরীরমায়া দুর্গৈষা কারণান্তে ভবিষ্যতি ॥৪৬
দশ কন্যা ভবিষ্যন্তি কাষ্ঠাস্বেতাস্তু বারুণাঃ।
অয়ং বায়ুর্ধনেশস্তু কারণান্তে ভবিষ্যতি ॥৪৭
অয়ং মনো বিষ্ণুনামা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ধর্ম্মোঽপি যমনামা চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪৮
মহত্তত্বঞ্চ ভগবান্ মহাদেবো ভবিষ্যতি।
ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চ পিতরো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৪৯
চৈতন্যরূপী পুরুষোযোয়ং দেহে ব্যবস্থিতঃ।
অয়ং সোমঃ পুরা ভূত্বা যামিত্রং সর্ব্বদাঽমরাঃ ॥৫০

এক্ষণে তোমাদিগকে ঐ মূর্ত্তস্বরূপের ও অগ্নির নাম বলিতেছি, হে অগ্নে, তোমার নাম বৈশ্বানর, হে প্রাণ, ও অপান, তোমাদিগের নাম অশ্বিনীকুমার হইবে, বাক্‌শক্তি গৌরী হিমালয়সুতা নামে, এবং পৃথিব্যাদি মহাভূতধর্ম্মী আকাশ গজানন নামে অভিহিত হইবে। আমার এই শরীরস্থ ধাতু সকল নানাবিধ ভূত নামে প্রসিদ্ধ হইবে। অহঙ্কার স্কন্দ নাম প্রাপ্ত হইবে এবং শরীরস্থ মায়ার নাম দুর্গা হইবে।৪৪।৪৫।৪৬

এই দশদিক্ বরুণের দশ কন্যা নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং শরীরমধ্যগত প্রাণবায়ুর নাম কুবের হইবে।৪৭

মন বিষ্ণু নামে অভিহিত হইবে, আর ধর্ম্মের নাম যম হইবে, এ বিষয় কোন সংশয় নাই। এই শরীরস্থ মহত্তত্বই ভগবান্ মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং তন্মাত্রেরা নিশ্চয়ই পিতৃনামে অভিহিত হইবে। এই চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ পূর্ব্বে যামিত্র হইয়া এক্ষণে সোমরূপ ধারণ করিয়াছে, ইহারা সকলেই সকল অবস্থায় অমর।৪৮।৪৯।৫০

এবং বেদান্তপুরুষঃ প্রোক্তো নারায়ণাত্মকঃ।
স্বস্থানে দেবতাঃ সর্ব্বাঃ দেবস্তু বিররাম হ ॥৫১
এবং প্রভাবো দেবোঽসৌ বেদবেদ্যো জনার্দ্দনঃ।
কথিতো নৃপতে তুভ্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥৫২

সেই বেদান্তপ্রসিদ্ধ পুরুষ নারায়ণ নামে অভিহিত, পরম পুরুষ, দেবদেব, পরমাত্মা এইরূপে সেই সকল দেবতাকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করিয়া বিরত হইলেন। হে, নৃপতে সেই বেদবেদ্য জনার্দ্দনের প্রভাব এই রূপই বটে। আমি আপনার নিকট তাঁহার অলোকসামান্য মাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ৫১।৫২

মৎস্য পুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

"মৎস্য" একখানি অন্যতম মহাপুরাণ। ইহার চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়ে, অন্যান্য পুরাণ প্রসঙ্গে ইহার আপনার বিষয়ও এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"হে মুনীশ্বরগণ, যে পুরাণে কল্পের আদিতে বেদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত ভগবান্ নারায়ণ মৎস্যরূপধারণ পূর্ব্বক বৈবস্বত মনুর নিকট নরসিংহ কল্প অধিকার করিয়া সপ্ত কল্পের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহার নামই মৎস্য পুরাণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র।"* এই মৎস্য পুরাণ ২৯১ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতেও মৎস্য পুরাণের শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উইলসন সাহেব বিষ্ণু পুরাণের ভূমিকাতে ইহার শ্লোকসংখ্যার পরিমাণ ঐরূপই বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বঙ্গবাসী—কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মৎস্য পুরাণের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদর্শিত শ্লোকসংখ্যার সমষ্টি ধরিয়া উহা অপেক্ষা কিছু কম বলিয়া বুঝিয়াছি, তবে আমাদের গণনায় কিঞ্চিৎ প্রমাদ হওয়াও অসম্ভব নয়।

---

* শ্রুতীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্ত্যর্থং জনার্দ্দনঃ
মৎস্যরূপেণ মনবে নরসিংহোপবর্ণনম্।
অধিকৃত্যাব্রবীৎ সপ্তকল্পবৃত্তং মুনীশ্বরাঃ
তন্মাৎস্যমিতি জানীধ্বং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ॥
মৎস্যপুরাণং ৫৪ অধ্যায়ঃ।

মৎস্য পুরাণের উপক্রম এইরূপ; যথা—পূর্ব্বে নৈমিষ্যা-রণ্যবাসী ঋষিগণ সূতকে মৎস্য পুরাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন। হে দ্বিজগণ, এক্ষণে অতি পবিত্র ও আয়ুর বৃদ্ধিকর মৎস্য পুরাণের কথা শ্রবণ করুন। এই মৎস্য পুরাণ স্বয়ং নারায়ণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে সূর্য্য-পুত্র, বৈবস্বত মনু নিজ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন পুর্ব্বক অতিবিপুল তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। অযুত বর্ষ তপস্যার পর ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরদান করিতে আগমন করিলেন। মনু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন; আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি যে, "প্রলয় উপস্থিত হইলে, আমি যেন নিখিল স্থাবর এবং জঙ্গম পদার্থের রক্ষণে সমর্থ হই" ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তাহার পর কোন দিন মনু তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হস্তস্থিত জলাঞ্জলিতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য লাফাইয়া পড়িল। মনু মৎস্যটির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহাকে পালন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি স্বকীয় কমণ্ডলুর জলে তাহাকে রক্ষা করিলেন। মৎস্য এক রাত্রের মধ্যেই এত বৃদ্ধি পাইল যে ঐ কমণ্ডলু মধ্যে তাহার শরীর ধরিল না। তখন মনু তাহাকে একটি জালার মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, সেইরাত্রেই তাহার শরীর এত বৃদ্ধি পাইল যে ঐ জালাতেও কুলাইল না, তখন মনু তাহাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপ প্রত্যহই তাহার শরীর বর্দ্ধিত হওত নূতন নূতন আধারে পরিমিত না হওয়ায়, অবশেষে মনু তাহাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময়

মনু বুঝিতে পারিলেন, ইনি সামান্য মৎস্য নহেন, ভগবান্ নারায়ণই স্বয়ং মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন মনু প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া নারায়ণ বলিলেন "অচিরকালেই এই পৃথিবী জলমগ্না হইবে। আমি তোমাকে এই দিব্য নৌকা প্রদান করিতেছি, সেই প্রলয় সময়ে তুমি এই নৌকামধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় জীব ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি পদার্থ স্থাপন পূর্ব্বক, নৌকাখানি আমার শৃঙ্গে বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিবে।" অনন্তর পৃথিবী জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইলে, একটি সুবিশাল-শরীর মৎস্য আসিয়া মনুর নিকট উপস্থিত হইল, মনু পূর্ব্ব কথামত ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে সেই নৌকাখানি আবদ্ধ করিয়া নিজে তাহার উপরে চড়িয়া বসিলেন। তাদৃশ ভাবে অবস্থান কালে, মনু সেই মৎস্যের নিকট যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে ঐ মৎস্য যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই জগতে মৎস্য পুরাণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ইহাতে মৎস্য পুরাণ যে, অপর পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা সহজেই মনে উদিত হয়। বিশেষ মহাভারতে উপরি উক্ত গল্পটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হওয়ায় অন্ততঃ ইহা যে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে এই উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে, মহাভারতে গল্পটি যে, কল্পনাশূন্য সরলভাবে কথিত, আর মৎস্য পুরাণে কিঞ্চিৎ কল্পনা সংযুক্ত করিয়া কথিত, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং মহাভারতের গল্প অপেক্ষা মৎস্য পুরাণের গল্পটি যে পরে রচিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান্

ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইতে আর বাকী থাকে না। কেবল তাহা নয়, মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত সাবিত্রীর চরিত, যযাতির চরিত প্রভৃতি গল্পগুলি যে মহাভারত হইতে প্রত্যক্ষর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িবামাত্রই সকলেই অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন ইহার বংশবর্ণন ও ইতিহাসাংশগুলি যেন বিষ্ণুপুরাণ হইতে, এবং পিতৃবংশ প্রভৃতি অংশগুলি পদ্মপুরাণের স্থষ্টি খণ্ড হইতে উদ্ধৃত বলিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার অন্যোন্য অংশেও অন্যোন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কেবল ছায়া নয়, বাক্যগুলি অবধি ঠিক্ ঠিক্ দেখিতে পাওয়া যায়। কাযেই, আমরা এক্ষণে মৎস্যপুরাণখানিকে যেরূপ আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে উহা যে একখানি আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ, এইরূপ সিদ্ধান্তই সহজে হইয়া পড়ে।

কিন্তু তাহা হইলেও আমরা যেমন কতকগুলি পুরাণকে সম্পূর্ণরূপে পুরাণলক্ষণ শূন্য দেখিয়াছি, মৎস্য পুরাণ সেরূপ নয়, ইহাতে, স্থষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর এবং রাজাদিগের বংশের বর্ণন প্রভৃতি পুরাণ লক্ষণ সকলই দৃষ্ট হয়, তবে শৃঙ্খলতা-শূন্য। তদ্ভিন্ন ইহাতে নানাবিধ ব্রত এবং বর্ণাশ্রমাচারীদিগের কর্ত্তব্য প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ও অনেক উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি পূর্ব্বকালে মৎস্য পুরাণের স্বরূপ অন্যবিধ ছিল, কালবশে ইহার কতক অংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া অপর গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বিষয় বিশেষ-দ্বারা সেই অংশগুলির পূর্ত্তি করায়, ইহা এক্ষণে এই বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের সহিত শ্লোক সংখ্যায় ঐক্য রাখিবার বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে।

মৎস্য পুরাণে কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িকতা লক্ষিত হয়না।

ইহাতে শিব এবং বিষ্ণু এই উভয়ের মাহাত্ম্যই তুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।—

মনু ও মৎস্যের বৃত্তান্ত, ব্রহ্মাণ্ড কথন, দেব ও অসুর-দিগের উৎপত্তি, বায়ুদিগের উৎপত্তি, মদনদ্বাদশী, লোক-পালপূজা, মন্বন্তরদিগের উল্লেখ, বৈন্যচরিত, সূর্য্য হইতে বৈবস্বতমনুর উৎপত্তি, পিতৃবংশকীর্ত্তন, শ্রাদ্ধকাল কথন পিতৃতীর্থ, চন্দ্রোৎপত্তি, চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন, যযাতিচরিত, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মাহাত্ম্য, বৃষ্ণিবংশ বর্ণন, অগ্নিবংশ বর্ণন, পুরাণদিগের স্বরূপ ও শ্লোকসংখ্যা কথন, ক্রিয়াযোগ, নক্ষত্রদিগের সংস্থান, মার্ত্তণ্ডশয়ন, বুধাষ্টমী প্রভৃতি কতক-গুলি ব্রত, তড়াগোৎসর্গ, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, সৌভাগ্যশয়ন প্রভৃতি কতকগুলি ব্রত, অন্নমেরু প্রভৃতি দশবিধ মেরু প্রদানের ফল, গ্রহশান্তি, দ্বীপ ও লোক সমূহের কীর্ত্তন, চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি নিরূপণ, ধ্রুবমাহাত্ম্য, ত্রিপুরাসুরের বৃত্ত, তারকাসুর বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে পার্ব্বতীর জন্ম প্রভৃতির বর্ণন, বারাণসীমাহাত্ম্য, নর্ম্মদামাহাত্ম্য, প্রবরানুক্রম, পিতৃগাথা, উভয়মুখীগোদানফল, সাবিত্র্যুপাখ্যান, রাজধর্ম্ম, যাত্রার শুভাশুভ নিমিত্তের কথন, বামনমাহাত্ম্য, সাগরমন্থন, দেবাসুরযুদ্ধ, ভবিষ্যৎ রাজাদিগের বর্ণন ইত্যাদি।

মৎস্য পুরাণ।

১৫০ অধ্যায়।

রাজনীতি-প্রসঙ্গ।

মনুরুবাচ।

রাজ্ঞোঽভিষিক্তমাত্রস্য কিং নু কৃত্যতমং ভবেৎ।
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব সম্যগ্বেত্তি যতো ভবান্॥১

মৎস্য উবাচ।

অভিষেকার্দ্রশিরসা রাজ্ঞা রাজ্যাবলোকিনা।
সহায়বরণং কার্য্যং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥২
যদ্যপ্যল্পতরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুশ্চরম্।
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্॥৩
তস্মাৎ সহায়ান্ বরয়েৎ কুলীনান্ নৃপতিঃ স্বয়ম্।
শূরান্ কুলীনজাতীয়ান্ বলযুক্তাঞ্ছ্রিয়ান্বিতান্॥৪
রূপসত্ত্বগুণোপেতান্ সজ্জনান্ ক্ষময়ান্বিতান্।
ক্লেশক্ষমান্ মহোৎসাহান্ ধর্ম্মজ্ঞাংশ্চ প্রিয়ম্বদান্॥৫
হিতোপদেশকালজ্ঞান্ স্বামিভক্তান্ যশোর্থিনঃ।
এবংবিধান্ সহায়াংশ্চ শুভকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥৬

মনু বলিলেন, আপনি সকল বিষয়ই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, অতএব অভিষেকের পরই রাজার কি কি অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা আমাকে বলুন।১

মৎস্য বলিলেন, রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে উৎসুক রাজা অভিষেকের পরই আপনার সহকারী রাজপুরুষদিগের নির্ব্বাচন করিবেন, কারণ তাহাদের হস্তেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। কোন একটি ক্ষুদ্র কর্ম্মও সহায়-হীন একক মনুষ্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়া দুষ্কর, নানা কার্য্যে সঙ্কুল, বহু-প্রসর রাজ্যের কথা আর কি বলিব? অতএব নরপতি নিজেই আভিজাত্য-সম্পন্ন, বলবান্, সুশ্রীক, বীরপুরুষদিগকে নিজের সহকারী করিবেন।২।৩।৪

রাজা, রূপ, মানসিক বল ও গুণসম্পন্ন, সাধুচরিত, ক্লেশসহিষ্ণু, ক্ষমা ও উৎসাহ যুক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ, প্রিয়ম্বদ, হিতোপদেশে নিপুণ, কালজ্ঞ, স্বামিভক্ত এবং

কুলীনঃ শীলসম্পন্নো ধনুর্ব্বেদবিশারদঃ।
হস্তিশিক্ষাশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষ্ণভাষিতঃ।
নিমিত্তে শকুনে জ্ঞাতে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে।
কৃতজ্ঞঃ কর্ম্মণাং শূরস্তথা ক্লেশসহ ঋজুঃ।
ব্যূহতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ ফল্গুসারবিশেষবিৎ।
রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যোব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহথবা ॥৭।৮।৯
প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী নচোদ্ধতঃ।
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতীহারী বিধীয়তে ॥১০
যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাষাবিশারদঃ।
শক্তঃ ক্লেশসহোবাগ্মী দেশকালবিভাগবিৎ।
বক্তা নয়স্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ ॥১১
প্রাংশবো ব্যায়তাঃ শূরা দৃঢ়ভক্তা নিরাকুলাঃ।
রাজ্ঞা তু রক্ষিণঃ কার্য্যাঃ সদা ক্লেশসহা হিতাঃ ॥১২
নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ।
হয়ায়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞো ভুবো ভাগবিচক্ষণঃ।

যশোলিপ্সু সহায়দিগকে শুভকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন্। সৎকুলে উৎপন্ন, সুশীল, ধনুর্ব্বিদ্যায় নিপুণ, হস্তী ও অশ্ব শিক্ষায় কুশল, মধুরভাষী, কৃতজ্ঞ, কর্ম্মে দক্ষ, শুভাশুভ নিমিত্তজ্ঞ, প্রতিকূল দৈব প্রতীকারে নিপুণ, ক্লেশসহিষ্ণু, ঋজু, ব্যূহ রচনায় অভিজ্ঞ, সার এবং অসারের ভেদজ্ঞানে পটু এইরূপ ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়জাতীয় মনুষ্যকে রাজার সেনাপতি করা কর্ত্তব্য।৫।৬।৭।৮।৯

দীর্ঘাকার, সুন্দর, কার্য্যদক্ষ, প্রিয়বাদী, অনুদ্ধত এবং সকলের চিত্তগ্রাহী, এইরূপ মনুষ্যকে প্রতিহারী করা উচিত। সকল দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ, সমর্থ, ক্লেশসহিষ্ণু, বদন্যাংবর, যথোক্তবাদী, দেশ ও কালের বিভাগে অভিজ্ঞ এবং অবসরে নীতির প্রদর্শক ব্যক্তিই রাজার দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। দীর্ঘাকার, ব্যায়ামে পটু, শূর, সুদৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, স্থিরমতি, ক্লেশসহিষ্ণু এবং হিতচিন্তক ব্যক্তিদিগকেই রাজা নিজশরীর-রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। শুভাশুভ নিমিত্তসূচকচিহ্নাদির বিজ্ঞাতা, অশ্বশিক্ষায় পণ্ডিত, অশ্ব চিকিৎসায় নিপুণ, ভূমির উচ্চ নীচাদি বিভাগে অভিজ্ঞ, রথির বলাবল

বলাবলজ্ঞো রথিনঃ স্থিরদৃষ্টিঃ প্রিয়ম্বদঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৩
অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাংবরঃ।
সূপশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে ॥১৪
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদঃ।
বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণোভবেৎ ॥১৫
কার্য্যাস্তথাবিধাস্তত্র দ্বিজমুখ্যাঃ সভাসদঃ।১৬
সর্ব্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ ॥১৭
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান্।
অন্তরান্ বৈ লিখেদ্ যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ ॥১৮
লৌহবস্ত্রাজিনাদীনাং রত্নানাঞ্চ বিধানবিৎ।
বিজ্ঞাতা ফল্গুসারাণামনাহার্য্যঃ শুচিঃ সদা।
নিপুণশ্চাপ্রমত্তশ্চ ধনাধ্যক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৯
আয়দ্বারেষু সর্ব্বেষু ধনাধ্যক্ষসমা নরাঃ।
ব্যয়দ্বারেষু চ তথা কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতা ॥২০

বুঝিতে সমর্থ, স্থিরদৃষ্টি, প্রিয়বাদী, শূর এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিই রাজার সারথি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।১০।১১।১২।১৩

পরকর্ত্তৃক অপ্রতারণীয়, স্বয়ং প্রবঞ্চনাশূন্য, ক্ষিপ্রকারী, চিকিৎসা শাস্ত্রের তত্বজ্ঞ এবং পাক বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ব্যক্তিই রাজার রন্ধনশালার অধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত পাত্র। শত্রু ও মিত্রে তুল্য ব্যবহারী, ধর্ম্মশাস্ত্রে সুনিপুণ, সৎকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকেই রাজা ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত করিবেন। তাদৃশ শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণই সভাসদ্‌রূপে নিযুক্ত হইবেন। সর্ব্ব দেশীয় অক্ষরে অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, ব্যক্তিদিগকেই রাজা যাবতীয় অধিকারে লেখক রূপে নিযুক্ত করিবেন। যাহাদিগের অক্ষর গুলি সমান হয়, মাথায় মাথায় মিলিত ও সম্পূর্ণ হয়, পংক্তি গুলি সমান হয় এবং সমানান্তরাল হয়, তাহারাই সুলেখক। লৌহ, বস্ত্র, অজিন এবং রত্নের স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ, ঝুঁটা ও খাটি বুঝিতে সক্ষম, অপ্রতারণীয়, প্রতারণাশূন্য, নিপুণ এবং প্রমাদশূন্য ব্যক্তিকেই রাজা ধনাধ্যক্ষ করিবেন।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯

রাজা নিখিল আয় ও ব্যয়ঘটিত কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত ধনাধ্যক্ষ সদৃশ ব্যক্তিকেই

পরম্পরাগতো যঃ স্যাদষ্টাঙ্গে সুচিকিৎসিতে।
অনাহার্য্যঃ স বৈদ্যঃ স্যাৎ ধর্ম্মাত্মা চ কুলোদ্ভবঃ ॥২১
অনাহার্য্যশ্চ শূরশ্চ তথা প্রাজ্ঞঃ কুলোদ্গতঃ।
দুর্গাধ্যক্ষঃ স্মৃতো রাজ্ঞ উদ্যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥২২
বাস্তুবিদ্যাবিধানজ্ঞো লঘুহস্তো জিতশ্রমঃ।
দীর্ঘদর্শী চ শূরশ্চ স্থপতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৩
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি রাজ্ঞো নৃপকুলোদ্বহ।
উত্তমাধমমধ্যানি বুদ্ধা কর্ম্মাণি পার্থিবঃ।
উত্তমাধমমধ্যেষু পুরুষেষু নিয়োজয়েৎ ॥২৪
নিয়োগং পৌরুষং ভক্তিং শ্রুতং শৌচং কুলং নয়ং।
জ্ঞাত্বা বৃত্তির্বিধাতব্যা পুরুষাণাং মহীক্ষিতা ॥২৫
বহুভির্ম্মন্ত্রয়েৎ কামং রাজা মন্ত্রং পৃথক্ পৃথক্।
মন্ত্রিণামপি নো কুর্য্যান্মন্ত্রিমন্ত্রপ্রকাশনম্ ॥২৬
ক্বচিন্ন কস্য বিশ্বাসো ভবতীহ সদা নৃণাম্।
বিষয়স্তু সদা মন্ত্রে কার্য্যোনৈকেন সূরিণা ॥২৭

নিযুক্ত করিবেন। কুলপরম্পরাগত, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে নিপুণ, অপ্রতারণীয়, ধর্ম্মাত্মা এবং কুলীন মনুষ্যই রাজার বৈদ্য হইবেন। অপ্রতারণীয়, শূর, বিদ্বান্, সৎকুলোদ্ভব এবং সকল কর্ম্মে উদ্যমশীল ব্যক্তিকেই রাজা দুর্গাধ্যক্ষ করিবেন। গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যায় সুনিপুণ, ক্ষিপ্রকারী, শ্রমসহিষ্ণু, দীর্ঘদর্শী এবং শূর ব্যক্তিকেই রাজা স্থপতি (ইঞ্জিনিয়র) করিবেন। হে রাজকুল-তিলক রাজার কর্ম্ম অসংখ্য, অতএব রাজা বিবেচনা করিয়া উত্তম, মধ্যম এবং অধম ব্যক্তিকে যথাযোগ্য উত্তম, মধ্যম এবং অধম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।২০।২১।২২।২৩।২৪

রাজা অধিকৃতপুরুষদিগের কার্য্য, পুরুষকার, ভক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, চিত্ত-শুদ্ধি, কৌলিন্য এবং নীতিবিচার করিয়া বেতন স্থির করিবেন। রাজা অনেকের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মন্ত্রণা করিবেন, কিন্তু একজনের মন্ত্রণা অপরের নিকট প্রকাশ করিবেন না। কারণ মনুষ্যদিগের কোন এক ব্যক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস হয় না এই জন্য মন্ত্রণা বিষয়ে একজন পণ্ডিতের মত লইয়াই কার্য্য করিবেন না। রাজা সর্ব্বদা বেদশাস্ত্রে স্থিরবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-

ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত ত্রয়ীশাস্ত্রসুনিশ্চিতান্।
নাসচ্ছাস্ত্রবতো মূঢ়াংস্তেহি লোকস্য কণ্টকাঃ॥২৮
বৃদ্ধান্ হি নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
তেভ্যঃ শিক্ষেত বিনয়ান্ বিনীতাত্মা চ নিত্যশঃ॥২৯
সবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥৩০
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি প্রাপ্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥৩১
কৃপণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ পালনং।
যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ তথৈব পরিকল্পয়েৎ॥৩২
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তথা কার্য্যং বিশেষতঃ।
স্বধর্ম্মপ্রচ্যুতান্ রাজা স্বধর্ম্মে স্থাপয়েৎ তথা॥৩৩
যথার্হঞ্চাপ্যসুভৃতো রাজা কর্ম্মসু যোজয়েৎ।
ধর্ম্মিষ্ঠান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু শূরান্ সংগ্রামকর্ম্মসু।
নিপুণানর্থকৃত্যেষু সর্ব্বত্রৈব তথা শুচীন্॥৩৪
যস্মিন্ কর্ম্মণি যস্য স্যাদ্বিশেষেণ চ কৌশলম্।
তস্মিন্ কর্ম্মণি তং রাজা পরীক্ষ্য বিনিযোজয়েৎ॥৩৫

দিগেরই সেবা করিবেন, কিন্তু অসৎশাস্ত্রজ্ঞ, মূঢ় ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবেন না, কারণ তাহারা লোকের কণ্টক স্বরূপ। প্রতারণা শূন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে বিনয় শিক্ষা করিয়া রাজা বিনীত হইবেন।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯

রাজা বিদ্বান্ দিগের নিকট হইতে বেদ, দণ্ডনীতি এবং তর্ক বিদ্যার শিক্ষা করিবেন, এবং লোক হইতে অর্থ শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন। তিনি দিবা-রাত্র ইন্দ্রিয় দিগের জয়ে মনোযোগ স্থাপন করিবেন, কারণ জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাদিগকে স্ববশে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। রাজা দরিদ্র, বৃদ্ধ এবং বিধবা দিগের আয়ের উপায় এবং বৃত্তি স্থাপন করিয়া প্রতিপালন করিবেন। তিনি বিশেষরূপে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন, এবং ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থাপিত করিবেন। রাজা, যে, যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ ধার্ম্মিক দিগকে ধর্ম্ম-কার্য্যে, বীরদিগকে যুদ্ধ কার্য্যে, নিপুণ দিগকে অর্থঘটিত কার্য্যে এবং সকল কার্য্যেই প্রতারণা শূন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। ফল রাজা যে কার্য্যে যাহার

কর্ম্মাণি পাপসাধ্যানি যানি রাজ্ঞো নরাধিপ।
সন্তস্তানি ন কুর্ব্বন্তি ততস্তানি ত্যজেন্নৃপঃ ॥৩৫
নৃণাং চারেণ চারিত্রং রাজা বিজ্ঞায়ঃনিত্যশঃ।
গুণিনাং পূজনং কুর্য্যান্নির্গুণানাঞ্চ শাসনম্ ॥৩৬
কথিতাঃ সততং রাজন্ রাজানশ্চারচক্ষুষঃ।
স্বকে দেশে পরে দেশে জ্ঞাতশীলান্ বিচক্ষণান্।
অনাহার্য্যান্ ক্লেশসহান্ নিযুঞ্জীত তথা চরান্ ॥৩৭
রাজন্ পুত্রস্য রক্ষা চ কর্ত্তব্যা পৃথিবীক্ষিতা।
আচার্য্যশ্চাত্র কর্ত্তব্যো নিত্যযুক্তশ্চ রক্ষিভিঃ ॥৩৮
ধর্ম্মার্থকামশাস্ত্রাণি ধনুর্ব্বেদঞ্চ শিক্ষয়েৎ।
রথে চ কুঞ্জরে চৈনং ব্যায়ামং কারয়েৎ সদা।
শিল্পানি শিক্ষয়েচ্চৈনং নাপ্তো মিথ্যাপ্রিয়ং বদেৎ ॥৩৯
তথাচ শিক্ষয়েদেনং যথা যৌবনগোচরে।
ইন্দ্রিয়ৈর্নাপকৃষ্যেত সতাং মার্গাৎ সুদুর্গমাৎ ॥৪০

বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষা করিবেন, সেই কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করিবেন।৩০।৩১।৩২।৩৩.৩৪।৩৫

হে নরাধিপ, রাজার যে সকল পাপসাধ্য কার্য্য পণ্ডিতগণ করিতে অস্বীকার করিবেন, রাজা সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। রাজা প্রত্যহ চর দ্বারা মনুষ্যদিগের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া গুণবান্ দিগের আদর এবং নির্গুণ দিগকে শিক্ষা দিবেন। হে রাজন্, রাজাগণ চারচক্ষু বলিয়াই বিখ্যাত, অতএব কি স্বদেশে কি পরদেশে পরীক্ষিতস্বভাব, বিচক্ষণ, অপ্রতারণীয়, ক্লেশসহিষ্ণু চর দিগকে নিযুক্ত করিবেন। হে রাজন্, পৃথিবীপতি স্বকীয় পুত্রের এইরূপে রক্ষা করিবেন। তাহার শিক্ষার্থ রক্ষিবর্গদ্বারা সুরক্ষিত আচার্য্য নিযুক্ত করিবেন এবং উহা দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম শাস্ত্র এবং ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইবেন, উহাকে রথারোহণ, কুঞ্জরারোহণ এবং ব্যায়াম ও শিল্প বিষয়েও শিক্ষিত করাইবেন। এবং তাহার নিকট কোন আপ্ত ব্যক্তি যাহাতে মিথ্যা অথচ প্রিয়বাক্য না বলে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। ফল, তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দিবেন, যাহাতে যৌবনসহচর ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে অতি দুর্গম সৎপথ হইতে কখনও আকৃষ্ট না করিতে পারে।৩৫।৩৬.৩৭।৩৮।৩৯।৪০

ত্রয়োবিংশাধ্যায়—ত্রিচত্বারিংশাধ্যায়।

চন্দ্রবংশ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের চরিত অবধি।

ঋষয় উচুঃ।

সোমঃ পিতৃণামধিপঃ কথং শাস্ত্রবিশারদ।
তদ্বংশ্যাঃ কে চ রাজানোবভূবুঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥১

সূত উবাচ।

আদিষ্টো ব্রহ্মণা পূর্ব্বমত্রিঃ সর্গবিধৌ পুরা।
অমুত্তমং নাম তপঃ সৃষ্ট্যর্থে তপ্তবান্ প্রভুঃ ॥২
যস্মাদুমাপতিঃ সার্দ্ধমুময়া তং প্রতিষ্ঠিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা চাষ্টমাংশেন তস্মাৎ সোমোঽভবচ্ছিশুঃ ॥৩
অধঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং ধাম তচ্চাম্বুসম্ভবম্।
দীপয়ন্ বিশ্বমখিলং জ্যোৎস্নয়া সচরাচরম্ ॥৪
তদ্দিশো জগৃহুর্ধাম স্ত্রীরূপেণ সুতেচ্ছয়া।
গর্ভো ভূতোদরে তাসামাস্থিতোঽব্দশতত্রয়ম্ ॥৫

ঋষিগণ বলিলেন, হে শাস্ত্রজ্ঞ সূত, ভগবান্ চন্দ্রমা কিরূপে পিতৃগণের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং তদ্বংশীয় রাজগণের মধ্যে কাহারা কীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছিলেন।১

সূত বলিলেন, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টির বর্দ্ধনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া, শক্তিসম্পন্ন, ভগবান্ অত্রি সৃষ্টির নিমিত্ত সর্ব্বোত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যে তপস্যার প্রভাবে উমাপতি মহাদেব উমার সহিত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনান্তর ঐ মহাদেবের অষ্টমাংশ শিশু চন্দ্ররূপে সেই অত্রি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহাদেবের সেই জলময় মূর্ত্তি হইতে সম্ভূত তেজঃ পদার্থ জ্যোৎস্না দ্বারা সচরাচর বিশ্ব মণ্ডল আলোকিত করত অত্রির নেত্রদ্বয় হইতে অধঃনিঃসৃত হইয়াছিল, দিক্‌সকল পুত্র প্রসবের আশয়ে স্ত্রীরূপে সেই তেজ গ্রহণ করিল। এবং উহা তাহাদের গর্ভস্বরূপে পরিণত হইয়া তিনশত বৎসর তাহাদের উদরে বাস করিয়াছিল।২।৩।৪।৫

আশাস্তং মুমুচুর্গর্ভমশক্তা ধারণে ততঃ।
সমাদায়াথ তং গর্ভমেকীকৃত্য চতুর্ম্মুখঃ॥
যুবানমকরোদ্ব্রহ্মা সর্ব্বায়ুধধরং নরম্॥৬
স্যন্দনেঽথ সহস্রাশ্বে বেদশক্তিময়ে প্রভুঃ।
আরোপ্য লোকমগমদাত্মীয়ং স পিতামহঃ॥
তত্র ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তমস্মৎস্বামী ভবত্বয়ম্।
পিতৃভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরোষধীভিস্তথৈবচ॥৭
বিংশতিঞ্চ তথা সপ্ত দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ।
রূপলাবণ্যসম্পন্নাঃ কন্যাস্তস্মৈ সুবর্চ্চসঃ॥৮
কদাচিদুদ্যানগতামপশ্যদনেকপুষ্পাভরণৈশ্চ শোভিতাম্।
ভার্য্যাঞ্চ তাং দেবগুরোঃ স তারাং বিধুর্গৃহীত্বা স্বগৃহং জগাম॥৯
বৃহস্পতিস্তদ্বিরহাগ্নিদগ্ধস্তদ্ধ্যাননিষ্ঠৈকমনা বভূব।
স যাচয়ামাস ততস্তু দৈন্যাৎ স যাচ্যমানোঽপি দদৌ ন তারাম্॥১০

অনন্তর দিক্‌গণ ঐ গর্ভ ধারণে অসমর্থ হইয়া ঐ গর্ভ ত্যাগ করিল। তখন ব্রহ্মা ঐ গর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন নবযৌবনে শোভিত একটি মনুষ্যাকারে পরিণত করিলেন। তাহার পর, সেই প্রভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মা, তাহাকে বেদশক্তিময় সহস্র অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোপিত করিয়া আত্মীয় লোকে গমন করিলেন। সেই স্থানে ব্রহ্মর্ষিগণ, পিতৃগণ, দেব, গন্ধর্ব্ব এবং ওষধিগণ বলিল, এই যুবা আমাদিগের অধিপতি হৌক। তখন প্রচেতার পুত্র দক্ষ, তাহাকে রূপ লাবণ্য সম্পন্না, শোভন কান্তিশালিনী সাতাইশটী কন্যা দান করিলেন।৬।৭।৮

কোন সময় চন্দ্র, নানাবিধ পুষ্পাভরণে শোভিত, দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে স্বকীয় উদ্যানে আগত দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। বৃহস্পতি তারার বিরহানলে দগ্ধ হওত, কেবল তাঁহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতে লাগি-লেন। পরিশেষে তিনি কাতরভাবে তারাকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত চন্দ্রের নিকট প্রার্থনাও করিলেন। চন্দ্র কিন্তু প্রার্থিত হইয়াও তারাকে ফিরাইয়া দিলেন না। অনন্তর স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা, সাধ্যগণ, অন্যোন্য দেবগণ এবং লোকপালগণ আসিয়া প্রার্থনা করিলেও চন্দ্র যখন কোনক্রমে তারাকে

মহেশ্বরেণাথ চতুর্ম্মুখেন সাধ্যৈর্ম্মরুদ্ভিরথ লোকপালৈঃ।
দদৌ যদা তাং ন কথঞ্চিদিন্দুস্তদা শিবঃ ক্রোধপরো বভূব ॥১১
ধনুর্গৃহীত্বাজগবং পুরারির্জ্জগাম ভূতেশ্বরসিদ্ধজুষ্টঃ।
যুদ্ধায় সোমেন বিশেষদীপ্ততৃতীয়নেত্রানলভীমবক্ত্রঃ ॥১২
স সোমমবাভ্যগমৎ পিনাকী গৃহীতদীপ্তাস্ত্রবিশালবহ্নিঃ।
তথাভবদ্ভীষণভীমসেনসৈন্যদ্বয়স্যাপি মহাহবোঽসৌ ॥১৩
রুদ্রঃ কোপাদ্ব্রহ্মশীর্ষং মুমোচ সোমোঽপি সোমাস্ত্রমমোঘবীর্য্যম্।
তয়োর্নিপাতেন সমুদ্রভূম্যোরথান্তরীক্ষস্য চ ভীতিরাসীৎ ॥১৪
তদস্ত্রযুগ্মং জগতাং ক্ষয়ায় প্রবৃদ্ধমালোক্য পিতামহোঽপি।
অন্তঃ প্রবিশ্যাথ কথং কথঞ্চিন্নিবারয়ামাস সুরৈঃ সহৈব ॥১৫
যস্মাৎ পরস্ত্রীহরণায় সোম কৃতং ত্বয়া যুদ্ধমতীব ভীমম্।
পাপগ্রহস্ত্বং ভবিতা জনেষু ভার্য্যামিমামর্পয় বাক্পতেশ্চ ॥১৬

প্রত্যর্পণ করিলেন না, তখন মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইলেন। তখন পুরারি মহাদেব, ভূতেশ্বর এবং সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অজগব ধনুক ধারণ পূর্ব্বক গমন করিলেন, তৎকালে তাঁহার তৃতীয় নেত্রস্থিত অগ্নি বিশেষরূপে প্রদীপ্ত হওয়াতে তাঁহার মুখ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল।৯।১০।১১।১২

অনন্তর পিনাকী নিজ প্রদীপ্ত অস্ত্র সমূহের বিশাল জ্বালা বিকিরণ করত চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। অতঃপর উভয় পক্ষীয় ভীষণাকৃতি সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাদেব ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মশীর্ষ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, চন্দ্রও অমোঘ সোমাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। উহাদের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষে সমুদ্র, ভূমি মণ্ডল এবং আকাশ মণ্ডলেরও ভীতি হইয়াছিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই অস্ত্র যুগলকে জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রবৃত্ত দেখিয়া, সমুদয় দেবগণের সহিত অতি কষ্টে তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং চন্দ্রকে বলিলেন, হে সোম, যেহেতু তুমি পরস্ত্রী হরণে প্রবৃত্ত হইয়া অতি তুমুল যুদ্ধের সংঘটন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি জনসমাজে পাপগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে, এক্ষণে বাচস্পতির ভার্য্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর।১৩।১৪।১৫।১৬

সূত উবাচ।

তথেতি চোবাচ শীতাংশুমালী যুদ্ধাদপক্রামদতঃ প্রশান্তঃ।
বৃহস্পতিস্তামুপগৃহ্য তারাং তুষ্টো জগাম স্বগৃহং সরুদ্রঃ ॥১৭
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ।
দিব্যপীতাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ।
তারোদরাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ কুমারশ্চন্দ্রসন্নিভঃ ॥১৮
রাজ্ঞঃ সোমস্য পুত্রত্বাদ্রাজপুত্রো বুধঃ স্মৃতঃ।
জাতমাত্রঃ স তেজাংসি সর্ব্বস্যৈবাজয়দ্বলী ॥১৯
ব্রহ্মাদয়স্তত্রাজগ্মু র্দেবা দেবর্ষিভিঃ সহ।
বৃহস্পতিগৃহে সর্ব্বে জাতকর্ম্মোৎসবে তদা ॥২০
অপৃচ্ছংস্তে সুরাস্তারাং কেন জাতঃ কুমারকঃ।
অথ সা লজ্জিতা তেষাং ন কিঞ্চিদবদত্তদা ॥২১
পুনঃ পুনস্তদা পৃষ্টা লজ্জয়ন্তী বরাঙ্গনা।
সোমস্যেতি চিরাদাহ ততোহগৃহ্ণাদ্বিধুঃ সুতম্ ॥২২
বুধ ইত্যকরোন্নাম্না প্রাদাদ্রাজ্যঞ্চ ভূতলে।
অভিষেকং ততঃ কৃত্বা প্রধানমকরোদ্বিভুঃ ॥২৩

সূত বলিলেন, চন্দ্র, তাহাই করিব, বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রশান্ত ভাব ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে অপক্রান্ত হইলেন। বৃহস্পতিও তারাকে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে রুদ্রের সহিত নিজ গৃহে গমন করিলেন।১৭

ইহার একবৎসর পরে, তারার উদর হইতে দ্বাদশ সূর্য্যসন্নিভ, দিব্য পীতাম্বরধারী, দিব্য আভরণে ভূষিত চন্দ্রসদৃশ পুত্র নির্গত হইল। রাজা চন্দ্রের পুত্র বলিয়া, বুধ রাজপুত্র নামে বিশ্রুত হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই বলবান্ বুধ অপর তেজ সকলকে জয় করিয়াছিলেন। তাহার জাতকর্ম্ম উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবর্ষিগণের সহিত বৃহস্পতির গৃহে উপস্থিত হইলেন।১৮।১৯।২০

সেই সকল সমবেত দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পুত্র কাহার ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে? তারা লজ্জাপরবশ হইয়া প্রথমে তাঁহাদের কথার কিছুই উত্তর দিলেন না। পরে বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই বরাঙ্গনা লজ্জায় অধোবদন হইয়া অনেকক্ষণের পর বলিলেন "চন্দ্রের"।

গ্রহসাম্যং প্রদায়াথ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিসংযুতঃ।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৪
ইলোদরে চ ধর্ম্মিষ্ঠং বুধঃ পুত্রমজীজনৎ।
অশ্বমেধশতং সাগ্র্যমকরোদ্যঃ স্বতেজসা।
পুরূরবা ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥২৫
হিমবচ্ছিখরে রম্যে সমারাধ্য জনার্দ্দনম্।
লোকৈশ্বর্য্যমগাদ্রাজা সপ্তদ্বীপপতিস্তদা ॥২৬
কেশিপ্রভৃতয়ো দৈত্যাঃ কোটিশো যেন দারিতাঃ।
উর্ব্বশী যস্য পত্নীত্বমগমদ্রূপমোহিতা ॥২৭
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সশৈলবনকাননা।
ধর্ম্মেণ পালিতা তেন সর্ব্বলোকহিতৈষিণা ॥২৭
ধর্ম্মার্থকামান্ ধর্ম্মেণ সমমেবাভ্যপালয়ৎ।
ধর্ম্মার্থকামাঃ সন্দ্রষ্টুমাজগ্মুঃ কৌতুকাৎ পুরা ॥২৮

এই কথা শুনিয়া চন্দ্র সেই পুত্রকে লইয়া গেলেন। তাহার নাম "বুধ" রাখিলেন এবং পৃথিবীতে তাহার রাজ্য নির্দ্দেশ করিলেন। অনন্তর প্রভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মা তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহাকে প্রাধান্য এবং গ্রহদিগের সাম্য প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। বুধ ইলার উদরে পুরূরবা নামক সর্ব্বলোকনমস্কৃত ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি নিজের প্রভাবে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সহিত একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সুরম্য হিমালয়শৃঙ্গে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া লোকোত্তর ঐশ্বর্য্য এবং সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেশি প্রভৃতি অসংখ্য দৈত্যগণের দলন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া উর্ব্বশী নামক অপ্সরা তাঁহার পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সর্ব্বলোক-হিতৈষী পুরূরবা পর্ব্বত, বন ও অরণ্যের সহিত সপ্তদ্বীপ বসুমতীকে যথাধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে যুগপৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিতেন। একদা ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম "আমরা যুগপৎ গমন করিলে রাজা আমাদিগের মধ্যে কাহাকে কি ভাবে দেখিবেন" মনে মনে এইরূপ জিজ্ঞাসু হইয়া কৌতুক সহকারে তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসব সুচ্চরিতং কথং পশ্যতি নঃ সমম্।
ভক্ত্যা চক্রে ততস্তেষামর্ঘ্যপাদ্যাদিকং নৃপঃ ॥২৯
আসনত্রয়মানীয় দিব্যং কনকভূষিতং।
নিবেশ্যাথাকরোৎ পূজামীষদ্ধর্ম্মেঽধিকাং পুনঃ ॥৩০
জগ্মতুস্তেন কামার্থাবতিকোপং নৃপং প্রতি।
অর্থঃ শাপমদাৎ তস্মৈ লোভাৎ ত্বং নাশমেষ্যসি ॥২১
কামোঽপ্যাহ তবোন্মাদো ভবিতা গন্ধমাদনে।
কুমারবনমাশ্রিত্য বিয়োগাদুর্ব্বশীভবাৎ ॥৩২
ধর্ম্মোঽপ্যাহ চিরায়ুস্ত্বং ধার্ম্মিকশ্চ ভবিষ্যসি।
সন্ততিস্তব রাজেন্দ্র যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥
শতশোবৃদ্ধিমায়াতু ন নাশং ভুবি যাস্যতি ॥৩৩
শাপান্তে ভরতস্যাথ উর্ব্বশী বুধসূনুতঃ।
অজীজনৎ সুতানষ্টৌ নামতস্তান্নিবোধত ॥৩৪
আয়ু র্দৃঢ়ায়ু রাগায়ুর্ধনায়ুর্ধৃতিমান্ বসুঃ।
শুচিবিদ্যঃ শতায়ুশ্চ সর্ব্বে দিব্যবলৌজসঃ ॥৩৫

তাঁহারা আগত হইলে, রাজা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলেন। পরে সুবর্ণনির্ম্মিত সুন্দর আসনত্রয় আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলেন, কিন্তু পূজার সময় ধর্ম্মের একটু অধিক পূজা করিলেন। তাহাতে কাম এবং অর্থ রাজার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অর্থ তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি লোভেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।২১-৩১

কামও এইরূপ শাপ দিলেন যে, গন্ধমাদনস্থিত কুমারবনে তোমার উর্ব্বশীর বিরহে উন্মত্ততা হইবে। অন্যদিকে ধর্ম্ম বলিলেন, হে রাজেন্দ্র, তুমি চিরায়ু এবং ধার্ম্মিক হইবে এবং তোমার সন্ততিবর্গ যাবৎ কাল চন্দ্র ও সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত অসংখ্যরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীতে কখনও তাহাদের উচ্ছেদ হইবে না।৩২।৩৩

কোন সময়, উর্ব্বশী ইন্দ্রসভায় লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামক নাটকের অভিনয় করত পুরূরবার অনুরাগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অভিনয় কার্য্যের ব্যত্যয় করিয়াছিল। তাহাতে নাট্যাচার্য্য ভরত মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুরূরবার সহিত

আয়ুষো নহুষঃ পুত্রো বৃদ্ধশর্ম্মা তথৈব চ।
রজির্দম্ভো বিপাপ্মা চ বীরাঃ পঞ্চ মহারথাঃ ॥৩৬
রজিরারাধয়ামাস নারায়ণমকল্মষং।
দেবাসুরমনুষ্যাণামভূৎ স বিজয়ী ততঃ ॥৩৭
অথ দেবাসুরং যুদ্ধমভূদ্বর্ষশতত্রয়ং।
ততোদেবাসুরৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥৩৮
অনয়োর্বিজয়ী স স্যাদ্রজির্যতেতি সোহব্রবীৎ।৩৯
জয়ায় প্রার্থিতো রাজা সহায়স্তং ভবস্ব নঃ।
দৈত্যৈঃ প্রাহ যদি স্বামী বো ভবানি ততস্থলম্ ॥৪০
নাসুরৈঃ প্রতিপন্নং তৎ প্রতিপন্নং সুরৈস্তথা।
ততো বিনাশিতাস্তেন যেঽবধ্যা বজ্রপাণিনা ॥৪৫

দীর্ঘকাল তাহার বিরহ হইবে, এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ভরতের সেই শাপের অবসান হইলে, উর্ব্বশী পুরুরবার সহিত মিলিত হইয়া আটটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আয়ু, দৃঢ়ায়ু, আগায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিদ্য এবং শতায়ু, ইহারা সকলেই দিব্য বল ও তেজঃসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে আয়ুর নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজি, দম্ভ, বিপাপ্মা এই পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল, ইহারা সকলেই বীর এবং মহারথ হইয়াছিলেন।৩৪ ৩৫ ৩৬

রজি কল্মষসম্পর্কশূন্য, ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য দিগের বিজয়ী হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনশত বৎসর ব্যাপিয়া দেব ও অসুরগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়, "এই যুদ্ধে কাহারা জয়ী হইবে" দেব ও অসুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলিলেন, ইহাদিগের মধ্যে যে পক্ষে রজি থাকিবে, সেই পক্ষই জয়লাভ হইবে। অনন্তর দৈত্যগণ জয়ের নিমিত্ত রজির নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিল, আপনি আমাদিগের সহায় হউন, তাহাতে তিনি বলিলেন, তোমরা যদি আমাকে প্রভু কর, তাহা হইলে, আমি তোমাদের সাহায্য করিব। অসুরেরা তাহাতে সম্মত হইল না, কিন্তু দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন রজি দেবতাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের অবধ্য অসুর দিগের বিনাশ করিলেন। এবং ইন্দ্রকে স্বর্গ-রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যার নিমিত্ত

দত্ত্বেন্দ্রায় ততো রাজ্যং জগাম তপসে রজিঃ।
রজিপুত্রৈস্তদাচ্ছিন্নং বলাদিন্দ্রস্য শাসনম্ ॥৪৬
ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা ॥৪৭
গত্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ ॥৪৮
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্।
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্ব্বান্ ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্ ॥৪৯
নহুষস্য প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ সপ্তৈব ধার্ম্মিকান্।৫০
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরুদ্ভবঃ পাতিরেব চ।
শর্য্যাতির্ম্মেঘজাতিশ্চ সপ্তৈতে বংশবর্দ্ধনাঃ ॥৫১
যতিঃ কুমারভাবেঽপি যোগী বৈখানাসোঽভবৎ।
যযাতিশ্চাকরোদ্রাজ্যং ধর্ম্মৈকশরণঃ সদা ॥৫২
শর্ম্মিষ্ঠা তস্য ভার্য্যাভূদ্দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ।
ভার্গবস্যাত্মজা তদ্বদ্দেবযানী চ সুব্রতা ॥৫৩

গমন করিলেন, কিন্তু রজির পুত্রেরা বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের অধিকার গ্রহণ করিল।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১,৪২।৪৩ ৪৪ ৪৫।৪৬

অনন্তর বৃহস্পতি গ্রহশান্তি এবং পৌষ্টিক কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রকে বলদর্পিত করিলেন। এবং সেই বেদবিৎ সুরগুরু রজির পুত্র-দিগের নিকট গমন করিয়া, বেদবহির্ভূত জৈন ধর্ম্মের প্রচার করত তাহা-দিগকে মোহিত করিলেন। তখন শক্র তাহাদিগকে হেতুবাদে পটু এবং বেদ হইতে বহির্ভূত জানিতে পারিয়া, সেই সকল বিধর্ম্মীকে বজ্র দ্বারা নিহত করিলেন।৪৭।৪৮।৪৯

এক্ষণে নহুষের সাত জন ধার্ম্মিক পুত্রের কথা বলিতেছি। যাতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব, পাতি, শর্য্যাতি এবং মেঘজাতি এই সাতজনই বংশের উন্নতি করিয়াছিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে যাতি কৌমার অবস্থাতেই যতি ধর্ম্ম এবং বৈখানস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং যযাতি সর্ব্বদা ধর্ম্মের অনুসরণ করত রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।৫০।৫১।৫২

যযাতির বৃষপর্ব্ব নামক অসুররাজের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা পতিব্রতা দেবযানি, এই দুই ভার্য্যা ছিলেন। যযাতি

দেবযানৌ যদুং পুত্রং তুর্ব্বসুঞ্চাপ্যজীজনৎ।
তথা দ্রুহ্যমনুং পুরুং শর্ম্মিষ্ঠাঽজনয়ৎ সুতান্ ॥৫৪
স শাশ্বতীঃ সমা রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ।
জরামাচ্ছর্ন্ মহাঘোরাং নাহুষোরূপনাশিনীম্ ॥৫৫
যযাতিরব্রবীৎ পুত্রান্ জরা মে প্রতিগৃহ্যতাং।
যৌবনেনাথ ভবতাং চরেয়ং বিষয়ানহম্ ॥৫৬
ন তেঽস্য প্রত্যগৃহ্নন্ত যদুপ্রভৃতয়ো জরাম্।
চতুরস্তান্ স রাজর্ষিরশপচ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥৫৭
তমব্রবীৎ ততঃ পুরুঃ কনীয়ান্ সত্যবিক্রমঃ।
জরাং মাং দেহি নবয়া তন্বা মে যৌবনাৎ সুখী ॥৫৮
ততো বর্ষসহস্রান্তে যযাতিরপরাজিতঃ।
অতৃপ্ত ইব কামানাং পুরুং পুত্রমুবাচ হ ॥৫৯
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥৬০

দেবজানির গর্ভে যদু এবং তুর্ব্বসু নামক দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু নামক তাঁহার আর তিনটি পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই নহুষপুত্র যযাতি বহুকাল রাজধর্ম্ম অনুসারে প্রজাদিগের পরিপালন করত রূপনাশিনী মহাঘোরা জরা প্রাপ্ত হইলেন। জরাগ্রস্ত হইয়া যযাতি পুত্রদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমাদের যৌবন গ্রহণ করিয়া আরও কিছুকাল বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। যদু প্রভৃতি চারিজন পুত্র তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই জন্য সেই রাজর্ষি তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি ।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭

তখন সত্যবিক্রম, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহাকে বলিল, আপনি আমার যৌবন গ্রহণ পূর্ব্বক নবীন শরীর ধারণ করত সুখভোগ করুন এবং আমাকে জরা প্রদান করুন। অনন্তর একসহস্র বৎসরের পর, সেই শত্রু দ্বারাও অপরাজেয় যযাতি, যেন বিষয় ভোগে অতৃপ্ত হইয়াই, স্বকীয় পুত্র পুরুকে বলিলেন। ভোগ্য বস্তু সমূহের উপভোগ দ্বারা কখন বিষয়বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাহুতি দ্বারা যেরূপ অগ্নির বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অধিক

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥৬১
ত্বয়া দায়দবানস্মি ত্বং মে বংশকরঃ সুতঃ।
পৌরবো বংশ ইত্যেষ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৬২
ততঃ স নৃপশার্দ্দূলঃ পুরুং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
কালেন মহতা পশ্চাৎ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥৬৩
যদোর্ব্বংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্যোত্তমতেজসঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ গদতো মে নিবোধত ॥৬৪
যদোঃ পুত্রা বভূবুর্হি পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
সহস্রজিরথো জ্যেষ্ঠঃ ক্রোষ্টু নীলোঽন্তিকো লঘুঃ ॥৬৫
সহস্রজেস্তু দায়াদো শতজির্নাম পার্থিবঃ।
শতজেরপি দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমকীর্ত্তয়ঃ ॥৬৬
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব তথা বেণুহয়স্তথা।
হৈহয়স্য তু দায়াদো ধর্ম্মনেত্রঃ প্রতিশ্রুতঃ ॥৬৭

পরিমাণে বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যতপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, যত পরিমাণে সুবর্ণ, পশু এবং সুন্দরী যুবতী বর্ত্তমান আছে, সেই সমুদয় যদি এক ব্যক্তির অধিকারগত হয়, তথাপি তাহার তৃপ্তি হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়াই শান্তি পথ আশ্রয় করিবে। হে পুরো, তোমাদ্বারাই আমি পুত্রবান্ হইলাম, তুমি আমার বংশধর পুত্র, এই নিমিত্ত আমার এই বংশ লোকে তোমার নামেই অর্থাৎ পৌরববংশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। অনন্তর, রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বহুকালের পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।৫৮।৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩

এক্ষণে উত্তম তেজঃসম্পন্ন যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশের কথা বিস্তরে এবং যথাক্রমে বলিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। যদুর দেবপুত্র সদৃশ রূপসম্পন্ন পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। যথা, সহস্রজি, ক্রোষ্টু, নীল, অন্তিক এবং লঘু, ইহাদিগের মধ্যে সহস্রজিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।৬৪.৬৫

সহস্রজির পুত্র শতজি, শতজির সুকীর্ত্তিশালী তিনটি পুত্র হইয়াছিল। হৈহয়, হয় এবং বেণু হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের কুন্তি এবং কুন্তির সংহত নামে পুত্র হইয়াছিল। সংহতের পুত্র মহিষ্মান্, মহিষ্মানের পুত্র প্রতাপশালী রুদ্রশ্রেণ্য, বারাণসীতে রাজা হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে

ধর্ম্মনেত্রস্য কুন্তিস্তু সংহতস্তস্য চাত্মজঃ।
সংহতস্য তু দায়াদো মহিষ্মান্ নাম পার্থিবঃ ॥৬৮
আসীন্মহীষ্মতঃ পুত্রো রুদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান্।
বারাণস্যামভূদ্রাজা: কথিতং পূর্ব্বমেব তু ॥৬৯
রুদ্রশ্রেণ্যস্য পুত্রোঽভূদ্দুর্দ্দমো নাম পার্থিবঃ।
দুর্দ্দমস্য সুতো ধীমান্ কনকো নাম বীর্য্যবান্ ॥৭০
কনকস্য তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ।
কৃতবীর্য্যঃ কৃতাগ্নিশ্চ কৃতবর্ম্মা তথৈব চ
কৃতৌজাশ্চ চতুর্থোঽভূৎ কৃতবীর্য্যাৎ তু সোঽর্জ্জুনঃ ॥৭১
জাতঃ করসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ।
বর্ষাযুতং তপস্তেপে দুশ্চরং পৃথিবীপতিঃ ॥৭২
দত্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যোঽত্রিসম্ভবম্।
তস্মৈ দত্তা বরাস্তেন চত্বারঃ পুরুষোত্তম ॥৭৩
অধর্ম্মং চরমাণস্য সদ্ভিশ্চাপি নিবারণম্।
যুদ্ধেন পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্মেণৈবানুপালনম্ ॥৭৪
তস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা।
কার্ত্তবীর্য্যস্য রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য সঃ ॥৭৫

বলা হইয়াছে। রুদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের পুত্র বুদ্ধি এবং বীর্য্যসম্পন্ন কনক নামক রাজা। কনকের লোকপ্রসিদ্ধ চারিটি পুত্র হইয়াছিল, কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা এবং চতুর্থ কৃতৌজা। কৃতবীর্য্যের পুত্র লোকপ্রসিদ্ধ সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, যিনি সহস্র হস্তের বলে সপ্তদ্বীপের ঈশ্বর হইয়াছিলেন। পৃথিবীপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অত্রিপুত্র দত্ত অর্থাৎ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে পুরুষোত্তম দত্তাত্রেয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চারিটি বর প্রদান করেন। তিনি সৎ উপায় দ্বারা অধর্ম্মাচরণের নিবারণ করিতেন এবং যুদ্ধে পৃথিবী জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞে নারদ নামক গন্ধর্ব্ব তাঁহার মহিমা অবলোকন করিয়া এই গান করিয়াছিলেন। কোন ক্ষত্রিয় কার্ত্তবীর্য্য তুল্য যজ্ঞ, দান, তপোনুষ্ঠান,

স নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্থ গতিং যাস্যন্তি ক্ষত্রিয়াঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ॥৭৬
স হি সপ্তস্থু দ্বীপেষু খড়্গী চক্রী শরাসনৌ।
রথী দ্বীপান্যনুচরন্ যোগী পশ্যতি তস্করান্॥৭৭
এষ নাগং মনুষ্যেষু মাহিষ্মত্যাং মহাদ্যুতিঃ।
কর্কোটকসুতং জিত্বা পুর্য্যাং তত্র ন্যবেশয়ৎ॥৭৮
তস্থ বাহুসহস্রেণ ক্ষোভ্যমানে মহোদধৌ।
ভবন্ত্যতীব নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ॥৭৯
এবং বদ্ধা ধনুর্জ্যায়ামুৎসিক্তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
লঙ্কায়াং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ॥৮০
নির্জ্জিত্য বদ্ধা চানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ চ।
ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তু অর্জ্জুনং সম্প্রসাদয়ৎ।
মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনেহ সান্ত্বিতঃ॥৮১
তস্থ পুত্রশতন্ত্বাসীৎ সপ্ত তত্র মহারথাঃ।
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মানো মহাবলাঃ॥৮২

বিক্রম এবং শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে না। তিনি সপ্তদ্বীপের মধ্যে সকল দ্বীপেই খড়্গ, চক্র এবং শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণে বিচরণ করত যোগবলে তস্করদিগকে দেখিতে পাইতেন। এই মহাদ্যুতি নৃপতি, মনুষ্য-লোকের অপকারকারী কর্কোটকপুত্র নাগকে মাহিষ্মতী নগরে পরাভূত করিয়া, সেই স্থানে স্বকীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। জলাবগাহন সময়, তাঁহার বাহুসহস্রদ্বারা মহোদধি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে, পাতালবাসী অসুরগণ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯

তিনি লঙ্কা নগরে অতি গর্ব্বিত রাক্ষসেশ্বর দশাননকে পাঁচটি মাত্র শরদ্বারা মোহিত করত স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে জয় করিয়া ধনুর্জ্যাদ্বারা বাঁধিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে আনয়নপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর রাবণের পিতা পুলস্ত্য ঋষি আসিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য পুলস্ত্যের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্র রাক্ষসেশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের একশত পুত্র হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সাতজন মহারথ, শূর, ধর্ম্মাত্মা, কৃতাস্ত্র এবং মহাবলসম্পন্ন ছিলেন। হে বিশাম্পতে, তাহাদের

শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টঃ ক্রোষ্টুস্তথৈব চ।
জয়ধ্বজশ্চ বৈকর্ত্তা অবন্তিশ্চ বিশাংপতে ॥৮৩
তেষাং পঞ্চ কুলাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাং।
বীতিহোত্রাশ্চ শার্য্যাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা।
কুন্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ ॥৮৪
সদ্ভাবেন মহারাজ রাজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রবান্ ॥৮৫
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী।
যস্তস্য কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥৮৬

নাম যথা, শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, ক্রোষ্টু, জয়ধ্বজ, বৈকর্ত্তা এবং অবন্তি। হৈহয়-বংশীয় মহাত্মা নৃপতি দিগের পাঁচটি কুলই বিখ্যাত। বীতিহোত্র, শর্য্যাত, অবন্তি, ভোজ, কুন্তিকের এবং তালজঙ্ঘ, ইহারা সকলেই বিক্রমশালী ছিল।৮০।৮১।৮২।৮৩।৮৪

হে মহারাজ, সহস্রবাহুশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এই পৃথিবীকে সদ্ভাব এবং ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বকীয় ধনুকের প্রভাবেই সাগরান্ত পৃথিবী আপনার অধিকারে আনিয়াছিলেন। যে মনুষ্য প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নাম কীর্ত্তন করে, তাহার ধনক্ষয়ত হয়ই না, প্রত্যুত নষ্ট বস্তুর পুনর্দ্ধার লাভ হয়।৮৫।৮৬

কূর্ম্মপুরাণ।

সংক্ষিপ্তবিবরণ।

কূর্মপুরাণ একখানি মহাপুরাণ। কূর্মরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু এই পুরাণের আদি বক্তা।

ভাগবত পুরাণ অনুসারে এই কূর্ম্মপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৭০০০। মৎস্য এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। কিন্তু এক্ষণে যে কূর্ম্ম পুরাণ দেখা যায়, তাহার নিজ উক্তি অনুসারে শ্লোকের সংখ্যা ৬০০০ মাত্র।

এই কূর্ম্মপুরাণ কূর্ম্মরূপী ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক কথিত হইলেও ইহা একখানি শৈব সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ। ইহাতে শিব ও তাঁহার শক্তির অন্যোন্য দেবদেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এরূপ হইলেও ইহাতে বৈষ্ণব বা অন্য সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতার প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা সূচক বা তাঁহাদের হীনত্বপ্রতিপাদক কোন বাক্য প্রয়োজিত হয় নাই। বরং মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণের গৌরব এরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে, ইহাকে একখানি বৈষ্ণবপুরাণ বলিয়াও ভ্রম হয়। ফল, ইহার অনেকস্থল পাঠ করিয়া সকল প্রকারবিভিন্নসম্প্রদায়ের মধ্যে যেন একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রযত্ন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

ইহাতে ভাগবতাদি পুরাণের ন্যায় দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি উপন্যাস কথিত হইয়াছে, বটে, কিন্তু ঐ উপন্যাস গুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন বিহিত হইয়াছে। আমরা এইস্থলে দুই একটি উদাহরণ দেখাইতেছি। ইহাতে দক্ষযজ্ঞের ঘটনাটি এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। দক্ষ প্রচেতস্ দিগের পুত্র, তাঁহার সতী নাম্নী কন্যার সহিত, কপটক্রমে মহাদেবের বিবাহ হয়। সেইজন্য সতী গৃহে আসিলে, দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ত্তার সহিত তাঁহার নিন্দা করিয়া, আদরের পরিবর্ত্তে, ভৎ‌র্সনা করত বলিলেন, তোমার স্বামীর অপেক্ষা আমার সকল জামাতাই শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অসৎ কন্যা, অতএব অবিলম্বে আমার গৃহ হইতে নির্গত হও। পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সতী পিতাকে নিন্দা করিয়া নিজ দেহ দগ্ধ করিলেন, এবং হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাদেব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দক্ষকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তুমি অবিলম্বে এই ব্রাহ্মণ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আপনার পুত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিবে।

দক্ষ এইরূপ শপ্ত হইয়া শিবকে অপমানিত করিবার নিমিত্ত হরিদ্বারে একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে শিবকে বাদ দিয়া সমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিষ্ণু সেই যজ্ঞের রক্ষকরূপে বৃত হইয়াছিলেন। সমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে, পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিলেন, আমার পূর্ব্বজন্মের পিতা দক্ষ, যজ্ঞ করিতেছেন, সেই যজ্ঞে আপনাকে বাদ দিয়া সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষিগণের সহিত সেইস্থানে

উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই যে, আপনি অবিলম্বেই সে যজ্ঞের বিনাশ সাধন করুন। এই কথা শুনিবামাত্র মহাদেব ক্রোধে অধীর হইয়া বীরভদ্রকে উৎপাদন করিলেন। এবং দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থ দলবলের সহিত তাহাকে প্রেরণ করিলেন, স্বয়ংও পার্ব্বতীর সহিত তথায় গমন করিলেন। বীরভদ্র যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা, দক্ষ এবং দেবগণ পার্ব্বতীর স্তব করিলেন, স্তবে তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে দক্ষাদির উপর অনুগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলে, মহাদেব তাহাই করিলেন।

এইরূপ প্রহ্লাদচরিত্রও ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এই কূর্ম্মপুরাণ অনুসারে প্রহ্লাদ আজন্ম কৃষ্ণভক্ত নয়। প্রত্যুত অপরাপর অসুরের ন্যায় দেবদ্বেষী ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করা দূরে থাকুক, সর্ব্বদা তাঁহার উপর দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ স্বীয় অনুজবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি জন্মে। এইরূপ অপরাপর উপন্যাস বিষয়েও অন্যোন্য পুরাণের সহিত কূর্ম্মপুরাণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

পতিব্রতার প্রস্তাবে ইহাতে সীতার যে চরিত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে অধ্যাত্মরামায়ণের কতক কতক আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, রাবণ সীতাকে হরণ করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে, সাধ্বী সীতা পরপুরুষস্পর্শ ভয়ে আপনার প্রকৃত স্বরূপ অগ্নির মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া

সীতার মায়া-নির্ম্মিত একটি প্রতিরূপ সেই স্থানে স্থাপিত করিয়া রাখিলেন, রাবণ সেই মায়া সীতাকেই হরণ করিয়া লইয়া যায়। রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষার সময় অগ্নি সেই প্রকৃত সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। উত্তর ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মহেশ্বরের যে মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ শ্লোকেই ভগবদ্গীতার সম্পূর্ণ ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে যে কূর্মপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বভাগ এবং উত্তর ভাগ। পূর্ব্বভাগে ৫৩ এবং উত্তর ভাগে ৪৩টি অধ্যায় আছে, সর্ব্বসমেত ইহার অধ্যায়সংখ্যা ৯৬। ইহাতে ক্রমশঃ লক্ষ্মীর জন্ম, প্রজাপতি দিগের সৃষ্টি, বর্ণধর্ম্ম, বৃত্তিভেদ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের লক্ষণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব, পৃথকৃত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন, ভক্তের লক্ষণ, আচার ও ভোজন, বর্ণাশ্রমের লক্ষণ, আদিসর্গ, হিরণ্যগর্ভ সর্গ, কালসংখ্যা, ঈশ্বরমাহাত্ম্য, ব্রহ্মের জলে শয়ন, বরাহ-রূপে ভূমির উদ্ধার, মুখ্যাদি সর্গ, মুনিসর্গ, রুদ্রসর্গ, ঋষিসর্গ, ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রজাসর্গ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ, মহাদেবকর্ত্তৃক সেই বিবাদ ভঞ্জন, এবং উভয়কে বরপ্রদান, মধুকৈটভ-বধ, নাভিপঙ্কজ হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব, ললাট হইতে মহে-শের প্রাদুর্ভাব, রুদ্রসৃষ্টি, ব্রহ্মার তপশ্চরণ, অর্দ্ধনারীশ্বররূপ-দর্শন, মহাদেবের শরীর হইতে দেবীর পৃথকভাব, দক্ষ-কন্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ, ভৃগু প্রভৃতি দ্বারা প্রজাসৃষ্টি, রাজাদিগের বংশাবলি বর্ণন, দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদচরিত্র, অন্ধক-নিগ্রহ, কলির বন্ধন, বাণাসুরের নিগ্রহ, ঋষিদিগের ও রাজা-দিগের বংশাবলিবর্ণন, কৃষ্ণচরিত, ব্যাসকর্ত্তৃক যুগধর্ম্ম কথন,

বারাণসীমাহাত্ম্য, প্রয়াগমাহাত্ম্য, ভুবনবৃত্তান্ত, গ্রহনক্ষত্রাদি-নিরূপণ, ভূমণ্ডলস্থিত বর্ষ, নদী, পর্ব্বত ও দ্বীপাদির বর্ণন, বিষ্ণুর শয়ন ও মাহাত্ম্য বর্ণন, মন্বন্তর বর্ণন, ব্যাসগণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে বেদের বিভাগ, যোগাচার্য্য ও তদীয় শিষ্য পরম্পরার কীর্ত্তন, নানাবিধ গীতার উল্লেখ, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, রুদ্রের কপালিত্বসংঘটন এবং পতিব্রতার প্রভাবকথন, ইত্যাদি বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণ ।

পুরাণদিগের লক্ষণ ও সংখ্যা ।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্ ॥১
ব্রাহ্মং পুরাণং প্রথমং পাদ্মং বৈষ্ণবমেব চ ।
শৈবং ভাগবতঞ্চৈব ভবিষ্যং নারদীয়কম্ ॥২
মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ।
লৈঙ্গং তথাচ বারাহং স্কান্দং বামনমেব চ ॥৩
কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরম্ ।
অষ্টাদশ সমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥৪

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, এবং বংশোদ্ভবদিগের চরিত, এই পাঁচটী পুরাণে অবশ্য বর্ণনীয় । ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়, বায়ু, এবং ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ পুরাণ লোকে প্রসিদ্ধ ।১।২।৩।৪

চারি যুগের কথা।

বক্ষ্যামি তে সমাসেন যুগধর্ম্মান্নরেশ্বর।
ন শক্যতে ময়া রাজন্, বিস্তরেণাভিভাবিতুম্ ॥১
আদ্যং কৃতযুগং প্রোক্তং ততস্ত্রেতাযুগং বুধৈঃ।
তৃতীয়ং দ্বাপরং পার্থ, চতুর্থং কলিরুচ্যতে ॥২
ধ্যানং তপঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥৩
ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবস্ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।
দ্বাপরে দৈবতং বিষ্ণুঃ কলৌ দেবোমহেশ্বরঃ ॥৪
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা সূর্য্যঃ সর্ব্ব এব কলিষ্বপি।
পূজ্যন্তে ভগবান্ রুদ্রশ্চতুর্ষ্বপি পিনাকধৃক্ ॥৫
আদ্যে কৃতযুগে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ত্রেতাযুগে ত্রিপাদঃ স্যাদ্দ্বিপাদো দ্বাপরে স্থিতঃ ॥৬

হে রাজন্, আমি এক্ষণে তোমার নিকট সংক্ষেপে যুগধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতেছি, কারণ উহা বিস্তরে বলিবার আমার অবকাশ নাই।১

প্রথমে সত্যযুগ, তাহার পর ত্রেতা, তদনন্তর দ্বাপর এবং চতুর্থ যুগের নাম কলি। সত্যযুগে ধ্যান এবং তপস্যাচরণ, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, এবং কলিকালে দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগে সূর্য্য, দ্বাপরে বিষ্ণু, এবং কলিকালে মহেশ্বরই আরাধ্য দেব বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কলিকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সূর্য্য, এই তিন্ দেবেরও পূজা হয় এবং ভগবান পিনাকপাণি মহাদেব চারিযুগেই পূজিত হন। প্রথম সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিলেন, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং কলিকালে একপাদ হইয়া সত্তামাত্রে অবস্থান করিতেছেন।২।৩।৪।৫

সত্যকালে স্ত্রীপুরুষ সংসর্গে প্রজার উৎপত্তি হইত এবং চিত্তবৃত্তি লোভশূন্য

ত্রিপাদহীনস্তিষ্ঠেত্তু সত্তামাত্রেণ তিষ্ঠতি।
কৃতে তু মিথুনোৎপত্তির্বৃত্তিঃ সাক্ষাদলোলুপা ॥৭
প্রজাস্তৃপ্তাঃ সদা সর্ব্বাঃ সর্ব্বানন্দাশ্চ ভোগিনঃ।
অধমোত্তমত্বং নাস্ত্যাসাং নির্ব্বিশেষাঃ পুরঞ্জয় ॥৮
তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসু তস্মিন্ কৃতে যুগে।
বিশোকাস্তত্ত্ববহুলা একান্তবহুলাস্তথা ॥৯
ধ্যাননিষ্ঠা স্তপোনিষ্ঠা মহাদেবপরায়ণাঃ।
তা বৈ নিষ্কামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥১০
পর্ব্বতোদধিবাসিন্যো হ্যনিকেতাঃ পরন্তপ।
রসোল্লাসঃ কালযোগাৎ ত্রেতাখ্যে নশ্যতি দ্বিজাঃ ॥১১
তস্যাং সিদ্ধৌ প্রনষ্টায়াং অন্যা সিদ্ধিরবর্ত্তত।
অপাং সৌখ্যে প্রতিহতে তদা মেঘাত্মনা তু বৈ ॥১২
মেঘেভ্যস্তনয়িত্নুভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জ্জনম্।
সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে ॥১৩

ছিল, প্রজা সকল সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সদানন্দ, এবং ভোগশালী ছিল। হে পুরঞ্জয়, তৎকালে তাহাদিগের উত্তমতা বা নীচতাদি কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। সেই কৃতযুগে সকলের আয়ু সমান ছিল, সকলেই সমান সুখী, শোকশূন্য, তত্ত্বজ্ঞান-বহুল এবং একাগ্রতাবিশিষ্ট ছিল। সকলেই ধ্যাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ এবং মহতী দেবতা পরমেশ্বরের আরাধনায় তৎপর ছিল। সেই সময় তাহারা সকলে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত এবং সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে থাকিত।৬।৭।৮।৯।১০

হে পরন্তপ, সে সময়ে কেহ গৃহে বাস করিত না। সকলেই পর্ব্বতগুহায় বা সমুদ্রতটে বাস করিত। এবং আপনার ইচ্ছানুসারে জলের উদ্ভাবন করিতে পারিত। অনন্তর কালপ্রভাবে ত্রেতাযুগে তাহাদের সেই জলোদ্ভাবিনী শক্তি নষ্ট হইয়াছে, সেই সিদ্ধি প্রনষ্ট হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যরূপ সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা যখন ইচ্ছানুসারে জলোদ্ভাবন করিতে অসমর্থ হইল, তখন সিদ্ধিপ্রভাবে মেঘের উদ্ভাবন করিয়া ঐ সকল মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী একবার মাত্র সম্পৃক্ত হইলে তাহাদিগের আশ্রয়স্বরূপ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং ঐ বৃক্ষ হইতে উহাদের আবশ্যক বস্তু সকল উৎপন্ন হইত।

প্রাদুরাসংস্তথা তাসাস্তেভ্যো বৃক্ষঃ প্রজায়তে।
বর্ত্তয়ন্তিস্ম তেভ্যস্তা স্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ ॥১৪
ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্য্যয়াৎ।
রাগলোভাত্মকোভাবস্তদা হ্যাকস্মিকোঽভবৎ ॥১৫
বিপর্য্যয়েণ তাসান্তু তেন তৎকালভাবিতাঃ।
প্রণশ্যন্তি ততঃ সর্ব্বে বৃক্ষাস্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ ॥১৬
ততস্তেষু প্রণষ্টেষু বিভ্রান্তা মৈথুনোদ্ভবাঃ।
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যাভিধ্যানতস্তদা ॥১৭
প্রাদুর্বভূবুস্তাসান্তু বৃক্ষাস্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ।
বস্ত্রাণি তে প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানি চ ॥১৮
তেম্বেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু ॥১৯
তেন তা বর্ত্তয়ন্তিস্ম ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ।
হৃষ্টাস্তুষ্টাস্তয়া সিদ্ধ্যা সর্ব্বা বৈ বিগতজ্বরাঃ ॥২০
পুনঃ কালান্তরেণৈব ততো লোভাবৃতাস্তদা।
বৃক্ষাংস্তান্ পর্য্যগৃহ্নন্ত মধু বাঽমাক্ষিকং বলাৎ ॥২১

ত্রেতাযুগের প্রথমে প্রজাগণ ঐরূপ বৃক্ষ হইতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।১১।১২ ১৩।১৪

অনন্তর বহুকাল গত হইলে, তাহাদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হেতু অকস্মাৎ তাহাদের হৃদয়ে বিষয়াভিলাষ এবং লোভরূপ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রজাদিগের এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত আশ্রয়রূপ বৃক্ষসকল বিনষ্ট হইল। সেই সকল বৃক্ষ বিনষ্ট হইলে, প্রজাগণ অতিশয় কাতর হইয়া, সেই সিদ্ধির ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহাদের সেই ধ্যানপ্রভাবে পুনর্ব্বার সেইরূপ বৃক্ষ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই সকল বৃক্ষ, বস্ত্র এবং আভরণ রূপ ফল প্রসব করিত এবং সেই বৃক্ষের প্রতিপত্রপুটে তাহাদের নিমিত্ত সুগন্ধি, নির্ম্মল, সুস্বাদু, মক্ষিকাদ্বারা অসঞ্চিত এবং তেজস্কর মধু উৎপন্ন হইত।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯

ত্রেতাযুগের প্রথমে প্রজাগণ সেই মধুপান করিয়াই জীবন ধারণ করিত, প্রজা সকল সেই সিদ্ধি লাভ করিয়া হৃষ্ট, সন্তুষ্ট এবং ব্যাধিশূন্য হইয়াছিল। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, প্রজাগণ পুনর্ব্বার লোভে আকৃষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক

তাসাস্তেনাপচারেণ পুনর্লোভকৃতেন বৈ।
প্রণষ্টা মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥২২
শীতবর্ষাতপৈস্তীব্রৈস্তাস্ততো দুঃখিতা ভৃশম্।
দ্বন্দ্বৈঃ সম্পীড্যমানাস্তু চক্রুরাচরণানি চ ॥২৩
কৃত্বা দ্বন্দ্ববিনির্ঘাতান্ বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা ॥২৪
ততঃ প্রাদুরভূত্তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ।
বার্ত্তায়াঃ সাধিকা হ্যন্যা বৃষ্টি স্তাসান্নিকামতঃ ॥২৫
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নৈর্গতানি তু।
অভবন্ বৃষ্টিসন্তত্যা স্রোতঃস্থানানি নিম্নগাঃ ॥২৬
যদা আপো বহুতরা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে।
অপাম্ভূমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাস্তদাভবন্ ॥২৭
অফালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে ॥২৮

সেই সকল বৃক্ষ হইতে অমাক্ষিক মধু গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের লোভজনিত অত্যাচার নিবন্ধন স্থানে স্থানে সেই সকল কল্পবৃক্ষ মধুর সহিত একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইল। মধুর সহিত ঐ সকল কল্পবৃক্ষ বিনষ্ট হইলে তাহারা দারুণ শীত, বর্ষা, এবং আতপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে লাগিল এবং ঐ সকল দ্বন্দ্বজনিত বাধা নিবারণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। এইরূপ দ্বন্দ্বজনিত দুঃখ নিবারণ করিয়া তাহারা জীবনোপায়ের চিন্তা করিতে লাগিল।

সেই ত্রেতাযুগে তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহক অন্যরূপ সিদ্ধির পুনর্ব্বার উদয় হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহাদের ইচ্ছানুসারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সকল বৃষ্টির জল এই পৃথিবীতে পতিত হইয়া নিম্ন প্রদেশ দিয়া গমন করত একত্র মিলিত হইয়া স্রোতস্বতী নিম্নগারূপে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে পৃথিবীতে যখন অধিক পরিমাণে জল উৎপন্ন হইল, তখন ঐ জল ও মৃত্তিকার সংযোগে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ওষধির নিমিত্ত ভূমির কর্ষণ বা বীজবপনের আবশ্যকতা হয় নাই। এইরূপে কতকগুলি আরণ্য, কতকগুলি গ্রাম্য সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ প্রকার প্রত্যেক ঋতুতে বিভিন্ন পুষ্প ও ফলদ্বারা শোভিত বৃক্ষ ও গুল্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিতা

ততঃ প্রাদুরভূত্তাসাং রাগলোভশ্চ সর্ব্বশঃ।
অবশ্যম্ভাবিতার্থেন ত্রেতাযুগবশেন বৈ ॥২৯
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্।
বৃক্ষগুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্য তু যথাবলম্ ॥৩০
বিপর্য্যয়েণ তাসাম্তা ওষধ্যোবিবিশুর্মহীম্।
পিতামহনিয়োগেন দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥৩১
ততস্তা জগৃহুঃ সর্ব্বা হ্যন্যোহন্যং ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
সদাচারে বিনষ্টে তু বলাৎ কালবলেন চ ॥৩২
মর্য্যাদায়াঃ প্রতিষ্ঠার্থং জ্ঞাত্বৈতদ্ ভগবানজঃ।
সসর্জ্জ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণানাং হিতায় বৈ ॥৩৩
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ত্রেতায়াং কৃতবান্ প্রভুঃ।
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনঞ্চৈব পশুহিংসাবিবর্জ্জিতম্ ॥৩৪
দ্বাপরেঽপ্যথ বিস্তস্তে মতিভেদাত্তথা নৃণাম।
রাগো লোভস্তথা যুদ্ধং মত্বা বুদ্ধিবিনিশ্চয়ম্ ॥৩৫

হেতু ত্রেতাযুগের প্রভাবে প্রজাদিগের বিষয়ানুরাগ ও লোভ সর্ব্বপ্রকারে প্রবল হইয়াছিল। সেই লোভ বশতঃ তাহারা আপন আপন বল অনুসারে নদীতীরস্থ ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম এবং ওষধি সকল বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে লাগিল।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০

তাহাদিগের এইরূপ স্বভাবব্যত্যয়হেতু ওষধি সকল পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রজাগণ পরস্পর ক্রোধান্ধ হইয়া সেই সকল ওষধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপ প্রবল কাল কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক সদাচার বিনষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়দিগকে উৎপাদিত করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ত্রেতাযুগেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থাও করিলেন। এবং পশুহিংসার সম্পর্কশূন্য যজ্ঞ সকলের প্রবর্ত্তন করিলেন।৩১।৩২।৩৩।৩৪

অনন্তর, দ্বাপরেও মনুষ্যদিগের সেইরূপ মতিভেদ হেতু রাগ লোভ এবং পরস্পরের যুদ্ধ বর্ত্তমান থাকিবে ব্রহ্মা এইরূপ নিশ্চয় করিলেন। পূর্ব্বে চতুষ্পাদ একই বেদ তিন প্রকারে বিভাবিত হইয়াছিল, তাহার পর দ্বাপর যুগে তিন

একো বেদশ্চতুষ্পাদস্ত্রিধা ত্বিহ বিভাব্যতে।
বেদব্যাসৈশ্চতুর্দ্ধা চ ব্যস্যতে দ্বাপরাদিষু ॥৩৬
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্ব্বেদাঃ ভিদ্যন্তে দৃষ্টিবিভ্রমৈঃ।
মন্ত্রব্রাহ্মণবিন্যাসৈঃ স্বরবর্ণবিপর্য্যয়ৈঃ ॥৩৭
সংহিতা ঋগযজুঃসাম্নাং প্রোচ্যন্তে পরমর্ষিভিঃ।
সামান্যোদ্ভাবনাচ্চৈব দৃষ্টিভেদৈঃ কচিৎ কচিৎ ॥৩৮
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রাণি ব্রহ্মপ্রবচনানি চ।
ইতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সুব্রত ॥৩৯
অবৃষ্টির্ম্মরণঞ্চৈব তথৈবান্যে হ্যুপদ্রবাঃ।
বাঙ্মনঃকায়জৈর্দোষৈর্নির্ব্বেদো জায়তে নৃণাম্ ॥৪০
নির্ব্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখমোক্ষবিচারণা।
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্ ॥৪১
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ।
এষা রজস্তমোযুক্তা বৃত্তির্বৈ দ্বাপরে দ্বিজাঃ ॥৪২
আদ্যে কৃতে তু ধর্ম্মোঽস্তি স ত্রেতায়াং প্রবর্ত্ততে।
দ্বাপরে ব্যাকুলীভূত্বা প্রণশ্যতি কলৌ যুগে ॥৪৩

ভিন্ন বেদব্যাস অবতীর্ণ হইয়া উহাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করেন। তদনন্তর ঋষিপুত্রগণ দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিশেষের বিন্যাস এবং স্বর ও বর্ণের বিপর্য্যাস দ্বারা বেদ সকলকে নানাপ্রকারে বিভিন্ন করিয়াছেন। হে সুব্রত, মহর্ষিগণ দ্বাপরযুগে ঋক্, যজুঃ, এবং সামের সংহিতা, দৃষ্টিভেদ বশতঃ কোন কোন স্থলে নূতন সামের উদ্ভাবন, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, ব্রহ্মপ্রবচন, ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বলিয়াছেন।৩৫।৩৬ ৩৭।৩৮।৩৯

দ্বাপর যুগেই মনুষ্যদিগের বাক্য, মন এবং শরীর জন্য দোষহেতু অবৃষ্টি, মৃত্যু এবং অন্যবিধ উপদ্রব ও তজ্জনিত ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ ক্লেশ হেতুই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার চিন্তা জন্মিয়াছে, ঐরূপ চিন্তার উদয় হওয়াতেই বৈরাগ্য, বৈরাগ্যহেতুকই দোষদর্শন, এবং দোষদর্শন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বাপর যুগেই মনুষ্যদিগের বৃত্তি এইরূপে রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়াছে, কারণ সত্যযুগে যেরূপ ধর্ম্ম ছিল ত্রেতাযুগেও তাহারই প্রবর্ত্তন থাকে, অনন্তর দ্বাপর যুগে তাহা ব্যাকুলীভাব প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে।৪০।৪১।৪২।৪৩

স্ত্রিয়ো মায়ামসূয়াঞ্চ বধঞ্চৈব তপস্বিনাম্।
সাধয়ন্তি নরা নিত্যং তমসা ব্যাকুলীকৃতাঃ ॥৪৪
কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ন্তথা।
অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ ॥৪৫
অধার্ম্মিকা নিরাহারা মহাকোপাল্পতেজসঃ।
অনৃতং ব্রুবতে লুব্ধাস্তিষ্যে জাতাঃ সুদুষ্প্রজাঃ ॥৪৬
দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈশ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্ ॥৪৭
নাধীয়তে তদা বেদান্ ন যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
যজন্তি যজ্ঞান্ বেদাংশ্চ পঠন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ ॥৪৮
শূদ্রাণাং মন্ত্রযৌগৈশ্চ সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ভবিষ্যতি কলৌ তস্মিন্ শয়নাশনভোজনৈঃ ॥৪৯
রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠা ব্রাহ্মণান্ বাধয়ন্তি চ।
ভ্রূণহত্যা বীরহত্যা প্রজায়েত নরেশ্বরে ॥৫০

কলিকালে মনুষ্যগণ তমোগুণে বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদা মায়া, অসূয়া এবং তপস্বীদিগের বধসাধন করিতে আরম্ভ করে। কলিকালে সর্ব্বদা জীবন-নাশক রোগ, ক্ষুধাভয়, ঘোর অনাবৃষ্টির ভয় এবং দেশ সকলের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। এই কলিকালে প্রজাগণ অধার্ম্মিক, ক্ষুধাতুর, মহাক্রোধী, অল্পতেজঃশালী, অনৃতভাষী, লুব্ধ এবং দুরাত্মা হইয়াছে। এই কলিকালেই অযথাবিধিবিহিত যজ্ঞ, অসম্যক্ প্রকার অধ্যয়ন, অসৎ আচার, বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের প্রচার এবং ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মদোষ হেতুই প্রজাদিগের ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই কলিকালে একদিকে যেমন দ্বিজাতিগণ বেদাধ্যয়ন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে, অন্যদিকে অল্পবুদ্ধি লোকেরাই যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন এবং শাস্ত্রচর্চ্চার আরম্ভ করিয়াছে।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮

সেই কলিকালে শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রদ্বারা সম্বন্ধ হইবে এবং উভয়ে একত্রে শয়ন, উপবেশন এবং ভোজন করিবে। রাজাদিগের মধ্যে শূদ্র জাতীয়ই অধিক হইবে এবং তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিবে। রাজা স্বয়ং ভ্রূণহত্যা ও বীরহত্যাদির প্রবর্ত্তক হইবে। দ্বিজাতিগণ স্নান, হোম, জপ, দান, দৈবপূজা এবং অন্য অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিবে।

স্নানং হোমং জপং দানং দেবতানাং তথার্চ্চনম্।
তথান্যানি চ কর্ম্মাণি ন কুর্ব্বন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥৫১
বিনিন্দন্তি মহাদেবং ব্রাহ্মণান্ পুরুষোত্তমম্।
আম্নায়ধর্ম্মশাস্ত্রাণি পুরাণানি কলৌ যুগে ॥৫২
কুর্ব্বন্ত্যবেদদৃষ্টানি কর্ম্মাণি বিবিধানি তু।
স্বধর্ম্মে তু রুচির্নৈব ব্রাহ্মণানাং প্রজায়তে ॥৫৩
বিজিত্য কলিজান্ দোষান্ যান্তি তে পরমং পদম্।
অনায়াসেন সুমহৎ পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ।
অনেকদোষদুষ্টস্য কলেরেকো মহান্ গুণঃ ॥৫৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাপ্য মাহেশ্বরং যুগম্।
বিশেষাদ্‌ব্রাহ্মণো রুদ্রমীশানং শরণং ব্রজেৎ ॥৫৫
যে নমন্তি বিরূপাক্ষমীশানং কৃত্তিবাসসম্।
প্রসন্নচেতসো রুদ্রং তে যান্তি পরমং পদম্ ॥৫৬
যথা রুদ্রনমস্কারঃ সর্ব্বকামফলো ধ্রুবঃ।
অন্যদেবনমস্কারান্ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥৫৭
এবম্বিধে কলিযুগে দোষাণামেব শোধনম্।
মহাদেবনমস্কারো ধ্যানং দানমিতি শ্রুতিঃ ॥৫৮

কলিযুগের লোকেরা পরমদেবতা পরমেশ্বর, ব্রাহ্মণ, বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ, এই সকলের নিন্দা করিবে। বেদে যাহা উক্ত হয় নাই, এরূপ অনেক কর্ম্ম করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা থাকিবে না।৪৯-৫৩

কিন্তু কলিকাল, অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার এই একটী মহৎ গুণ এই যে, ইহাতে মনুষ্য অনায়াসে সুমহৎ পুণ্য লাভ করিয়া তাহা দ্বারা কলিজনিত নিখিল পাপ জয় করত পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব এই মাহেশ্বর যুগ প্রাপ্ত হইয়া, সকল মনুষ্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ যত্ন সহকারে পরমেশ্বর রুদ্রদেবের শরণাগত হইবে। যে সকল মনুষ্য প্রসন্নচিত্তে কৃত্তিবাস, বিরূপাক্ষ, ঈশান, রুদ্রকে প্রণাম করিবে, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। রুদ্রদেবের নমস্কার প্রভাবে যেমন নিখিল অভিলষিত ফলের নিশ্চয় লাভ হয়, অন্যদেবের নমস্কারে সেরূপ হয় না।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭

এই ঘোর কলিকালে মহাদেবের নমস্কার, ধ্যান এবং দান দ্বারা সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়; ইহাই শ্রুতির বাক্য। অতএব পরম পদ লাভে অভিলাষী

তস্মাদনীশ্বরানন্যান্ ত্যক্ত্বা দেবং মহেশ্বরম্।
সমাশ্রয়েদ্বিরূপাক্ষং যদীচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥৫৯

নার্চ্চয়ন্তীহ যে রুদ্রং শিবং ত্রিদশবন্দিতম্।
তেষাং দানং তপো যশো বৃথা জীবিতমেব চ ॥৬০

মনুষ্য অপর অনীশ্বর দিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষ, মহেশ্বরদেবকেই আশ্রয় করিবে। যে সকল মনুষ্য দেবগণের আরাধিত মঙ্গলপ্রদ রুদ্রদেবের পূজা না করে, তাহাদের দান, তপস্যা এবং জীবন এ সমুদয়ই বৃথা।৫৮।৫৯।৬০

তত্ত্বজ্ঞান।

ঈশ্বর উবাচ।

অবাচ্যমেতদ্বিজ্ঞানং মম গুহ্যং সনাতনম্।
যন্ন দেবা বিজানন্তি যতন্তোঽপি দ্বিজাতয়ঃ ॥১
ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ব্রহ্মীভূতা দ্বিজোত্তমাঃ।
ন সংসারং প্রপদ্যন্তে পূর্ব্বেঽপি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং সাক্ষাৎ গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
বক্ষ্যে ভক্তিমতামদ্য যুষ্মাকং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩
আত্মায়ং কেবলঃ স্বচ্ছঃ শুদ্ধঃ সূক্ষ্মঃ সনাতনঃ।
অস্তি সর্ব্বান্তরঃ সাক্ষাৎ চিন্মাত্রস্তমসঃ পরঃ ॥৪
সোঽন্তর্যামী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মহেশ্বরঃ।
স কালোঽত্র তদব্যক্তং স চ বেদ ইতি শ্রুতিঃ ॥৫
অস্মাদ্‌বিজায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে।
স মায়ী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধা স্তনূঃ ॥৬

ঈশ্বর বলিলেন, আমার এই বিজ্ঞান, বাক্য দ্বারা অপ্রকাশ্য, অতিগুহ্য এবং সনাতন। ইহা দেবতাদিগেরও অজ্ঞেয় এবং ব্রাহ্মণগণ যত্ন করিয়াও জানিতে অক্ষম। পূর্ব্বকালের ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণও এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া একেবারে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংসারে পুনর্ব্বার আর প্রত্যাগত হন নাই। ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম এবং যত্নপূর্ব্বক গোপনীয়। তোমরা ভক্তিমান্ এবং ব্রহ্মবাদী বলিয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। আত্মা অদ্বিতীয়, নির্ম্মল, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, সনাতন, সকলের অন্তরের সাক্ষী, চিন্মাত্র এবং তমোগুণের অতীত।১।২।৩।৪

বেদে কথিত আছে—তিনি অন্তর্যামী, তিনি পুরুষ, তিনি প্রাণ, তিনি মহেশ্বর, তিনিই কাল, তিনিই অব্যক্ত এবং তিনিই বেদ। তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই লীন হয়। সেই মায়াময় স্বকীয় মায়ায় আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ শরীরের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই প্রভু

ন চাপ্যয়ং সংসরতি ন সংসারময়ঃ প্রভুঃ।
নায়ং পৃথ্বী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো নভঃ ॥৭
ন প্রাণো ন মনোঽব্যক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ।
ন রূপং ন রসো গন্ধো নায়ং ত্বক্ ন চ বাগপি ॥৮
ন পাণিপাদৌ নো পায়ুর্নচোপস্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
ন চ কর্ত্তা ন ভোক্তা বা ন চ প্রকৃতিপূরুষৌ ॥৯
ন মায়া নৈব চ প্রাণা ন চৈব পরমার্থতঃ।
যথা প্রকাশতমসোঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে ॥১০
তদ্বদৈক্যং ন সম্বন্ধঃ প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ।
ছায়াতপৌ যথা লোকে পরস্পরবিলক্ষণৌ ॥১১
তদ্বৎ প্রপঞ্চপুরুষৌ বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ।
যদ্যাত্মা মলিনঃ সৃষ্টো বিকারী স্যাৎ স্বরূপতঃ ॥১২
নহি তস্য ভবেন্মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি।
পশ্যন্তি মুনয়ো মুক্তাঃ স্বাত্মানং পরমার্থতঃ।
বিকারহীনংনির্দ্বন্দ্ব মানন্দাত্মানমব্যয়ম্ ॥১৩
অহং কর্ত্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলেতি যা মতিঃ।
সা চাহঙ্কারকর্ত্তৃত্বাদাত্মন্যারোপিতা জনৈঃ ॥১৪

স্বয়ং সংসরণ করেন না এবং সংসারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। তিনি পৃথিবী নয়, জল নয়, তেজ নয়, বায়ু, আকাশ, প্রাণ বা মনও নয়, এবং তিনি প্রকৃতি, শব্দ বা স্পর্শও নয়। হে দ্বিজগণ, তিনি রূপ, রস, গন্ধ এবং ত্বক্ বা বাক্যও নয়, এবং তিনি হস্ত, পাদ, পায়ু এবং উপস্থও নয়। তিনি কর্ত্তাও নয়, ভোক্তাও নয়, প্রকৃতি বা পুরুষও নয়। তিনি মায়া নয়, প্রাণও নয়, প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন বস্তুই নয়। যেমন আলোক এবং অন্ধকারের একাধিকরণতা নাই, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ অর্থাৎ জাগতিক বস্তু সকল এবং পরমাত্মা এই উভয়ের একতারূপ সম্বন্ধ নাই। যেরূপ ছায়া এবং আতপ পরস্পর বিভিন্ন, সেইরূপ প্রপঞ্চ ও আত্মাও বস্তুতঃ পরস্পর বিভিন্ন।' যদি আত্মা স্বভাবতঃ মলিন এবং বিকারীরূপে সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে শতশত জন্মান্তরেও তাহার মুক্তি হইত না। মোক্ষপ্রাপ্ত মুনিগণ স্ব স্ব আত্মাকে স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার, নির্দ্বন্দ্ব, আনন্দময় এবং অনশ্বর রূপে দর্শন করেন।১০-১৩

তবে যে আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ এবং আমি

বদন্তি বেদবিদ্বাংসঃ সাক্ষিণং প্রকৃতেঃ পরম্।
ভোক্তারমক্ষরং বুদ্ধং সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্॥১৫
তস্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজ্ঞানাদন্যথাজ্ঞানাৎ তত্ত্বং প্রকৃতিসঙ্গতম্॥১৬
নিত্যোদিতং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বগঃ পুরুষঃ পরঃ।
অহঙ্কারাবিবেকেন কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥১৭
পশ্যন্তি ঋষয়োঽব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং পুরুষং বুদ্ধা কারণং ব্রহ্মবাদিনঃ॥১৮
তেনায়ং সঙ্গতঃ স্বাত্মা কূটস্থোঽপি নিরঞ্জনঃ।
স্বাত্মানমক্ষরং ব্রহ্ম নাববুদ্ধ্যেত তত্ত্বতঃ॥১৯
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং তস্মাদ্দুঃখং তথেতরৎ।
রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ॥২০
কর্ম্মাণ্যস্য মহান্ দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি স্থিতিঃ।
তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ॥২১

স্থূল এইরূপ জ্ঞান হয়, উহা অহঙ্কারেরই ধর্ম্ম, আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, আত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্, সাক্ষীস্বরূপে বিষয়ের ভোক্তা, অবিনাশী, নিত্যবুদ্ধ এবং সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত। অতএব এই সংসার দেহীদিগের অজ্ঞানমূলক, ও প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ তত্ত্ব সকল, অজ্ঞান অথবা ভ্রান্তিবশতঃ প্রতিভাত হয়। পরম পুরুষ (পরমাত্মা) নিত্যোদিত, স্বপ্রকাশ, জ্যোতিঃস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অহঙ্কার জন্য অবিবেক নিবন্ধন "আমি কর্ত্তা" এইরূপ বিবেচনা করেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পুরুষ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অব্যক্ত, নিত্য, সৎ ও অসৎস্বরূপ এবং জগতের কারণ প্রকৃতির স্বরূপও দর্শন করেন।১৪।-৫।১৬।১৭।১৮

আত্মা অবিকারী ও নির্লিপ্ত হইয়াও ঐ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাকে বস্তুতঃ অনশ্বর ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে না। আত্মভিন্ন বস্তুতে আত্মা বলিয়া জ্ঞান হওয়াতেই সুখদুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে। রাগদ্বেষ প্রভৃতি সমুদয় দোষই ভ্রান্তিমূলক। ঐ প্রকৃতির মহান্, দোষ (রাগ-দ্বেষাদি), পুণ্য এবং অপুণ্য (পাপ) এই কয়টি কার্য্য নির্ণীত হইয়াছে। এবং উহার বশেই সকলের সকল প্রকার শরীর উদ্ভূত হইয়াছে। আত্মা

নিত্যং সর্ব্বত্র গুহাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ সন্তিষ্ঠতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥২২
তস্মাদদ্বৈতমেবাহুর্ম্মুনয়ঃ পরমার্থতঃ।
ভেদোঽব্যক্তস্বভাবেন সা চ মায়াত্মসংশ্রয়া ॥২৩
যথাচ ধূমসম্পর্কান্নাকাশো মলিনো ভবেৎ।
অন্তঃকরণজৈর্ভাবৈরাত্মা তদ্বন্ন লিপ্যতে ॥২৪
যথা স্বপ্রভয়া ভাতি কেবলঃ স্ফটিকোপলঃ।
উপাধিহীনো বিমলস্তথৈবাত্মা প্রকাশতে ॥২৫
জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জ্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ।
অর্থস্বরূপমেবান্যে পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ ॥২৬
কূটস্থো নির্গুণো ব্যাপী চৈতন্যাত্মা স্বভাবতঃ।
দৃশ্যতে হ্যর্থরূপেণ পুরুষৈর্জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ ॥২৭
যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলং স্ফটিকো জনৈঃ।
রক্তিকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপূরুষঃ ॥২৮

নিত্য, সর্ব্বত্র নিগূঢ়, অধিকারী এবং দোষশূন্য। তিনি একলাই অবস্থান করেন। তিনি স্বভাবতঃ মায়া শক্তি দ্বারা সংযুক্ত নহেন। ১০।২০।২১।২২

এই নিমিত্ত মুনিগণ তাঁহাকে বস্তুতঃ অদ্বৈত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতির সংসর্গে সেই মায়া আত্মাকে আশ্রয় করায় ভেদ অর্থাৎ দ্বৈতভাব ঘটিয়াছে। যেরূপ ধূমের সম্পর্কে আকাশ কখন মলিন হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণজাত ভাবসমূহ দ্বারা আত্মা কখন লিপ্ত হয় না। যেমন স্ফটিক অন্যের সহযোগ ব্যতিরেকেও কেবল আপনার প্রভা দ্বারা প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিমল আত্মাও স্বয়ং প্রকাশ পান। বিচক্ষণ পণ্ডিত মাত্রেই জগৎকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াছেন। কতিপয় মন্দবুদ্ধি কেবল ইহাকে অর্থরূপে দেখিয়াছেন। ২৩।২৪।২৫।২৬

জ্ঞানরূপ দৃষ্টিযুক্ত মনুষ্যগণ সেই নির্ব্বিকার, নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী স্বভাবতঃ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাকেই অর্থ (দৃশ্য পদার্থ) রূপে অবলোকন করেন অর্থাৎ তাঁহারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র আর কোন বস্তুই দেখিতে পান না। যেমন মনুষ্যেরা নির্ম্মল স্ফটিকমণিকে রক্তবর্ণ বস্তুর সংযোগে রক্তরূপে দর্শন করে, সেইরূপ মূঢ়গণ নির্ব্বিকার পরমাত্মাকেও উপাধি সহযোগে বিকৃতরূপে

তস্মাদাত্মাঽক্ষরঃ শুদ্ধো নিত্যঃ সর্ব্বত্রগোঽব্যয়ঃ।
উপাসিতব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥২৯
যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বদা।
যোগিনঃ শ্রদ্দধানস্য তদা সম্পদ্যতে স্বয়ম্ ॥৩০
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেবাভিধীয়তে।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশ্যতি।
একীভূতঃ পরেণাসৌ তদা ভবতি কেবলম্ ॥৩২
তদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
তদাসাবমৃতীভূতঃ ক্ষেমং গচ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥৩৩
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩৪
যদা পশ্যতি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ।
মায়ামাত্রং তদা সর্ব্বং জগৎ ভবতি নির্বৃতঃ ॥৩৫

দর্শন করে। অতএব মোক্ষাভিলাষী মনুষ্যগণ অবিনাশী, শুদ্ধ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার পরমাত্মারই উপাসনা করিবে। তাঁহার বিষয় মনন করিবে এবং তদ্বিষয়ক কথাসকল শ্রবণ করিবে। যখন শ্রদ্ধাযুক্ত যোগীর চিত্তে সর্ব্বদা সমুদয় বস্তু স্বস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই তাহার সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন সে আত্মাতেই সমুদয় পদার্থ এবং সমুদয় পদার্থে আত্মাকে অবলোকন করে, তখনই সে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়।২৬-৩০

যখন কোন মনুষ্য সমাধি অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জগতের কোন পদার্থই দেখিতে পায়না, তখনই সে কেবল পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়। তৎকালে তাহার হৃদয়স্থিত কামনা সকল তাহাকে ছাড়িয়া যায়, সুতরাং তৎকালে সেই জ্ঞানী পুরুষ অমৃতস্বরূপ হইয়া পরমকল্যাণ লাভ করে। যে অবস্থায় মনুষ্য পদার্থনিচয়ের বিভিন্নতা সকল একত্র অবস্থিত হইতে দেখে, তদবধি তাহার ব্রহ্মভাব নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩১।৩২।৩৩।৩৪

যৎকালে মনুষ্য কেবল পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করে, তৎকালেই সেই নির্বৃত পুরুষের নিকট সমুদয় জগৎ মায়াময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। যৎকালে কোন মনুষ্যের জন্ম, জরা, দুঃখ ও ব্যাধিসমূহের একমাত্র ঔষধ

যদা জন্ম-জরা-দুঃখ-ব্যাধীনামেকভেষজম্।
কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেঽসৌ তদা শিবঃ ॥৩৬
যথা নদী নদা লোকে সাগরেণৈকতাং গতাঃ।
তদ্বদাত্মাক্ষরেণাসৌ নিষ্কলেনৈকতাং ব্রজেৎ ॥৩৭
তস্মাদ্‌বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহ্যতি ॥৩৮
বিজ্ঞানং নির্ম্মলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং তদব্যয়ম্।
অজ্ঞানমিতরৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানমিতি তন্মতম্ ॥৩৯
এতদ্বঃ কথিতং সাংখ্যং ভাষিতং জ্ঞানমুত্তমম্।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি যোগস্তত্রৈকচিত্ততা ॥৪০
যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্‌যোগঃ প্রবর্ত্ততে।
যোগজ্ঞানাভিযুক্তস্য নাবাপ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৪১
যদেব যোগিনো যান্তি সাংখ্যৈস্তদপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ ॥৪২

স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তৎকালে ঐ মনুষ্য সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয়। যেমন নদ নদী সকল সাগরে পতিত হইয়া তাহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্য মাত্রেরই সেই নির্ব্বিকার অবিনাশী পরমাত্মার সহিত একতা লাভ করিতে যত্ন করা উচিত। অতএব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার বৃদ্ধিও নাই ক্ষয়ও নাই। সংসারে ঐ বিজ্ঞানময় আত্মা অজ্ঞানরূপ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে মোহের অধীন হইয়াছে। ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮

বিজ্ঞান (চৈতন্য) নির্ম্মল, সূক্ষ্ম, বিকল্পশূন্য এবং অবিনাশী। তদ্ভিন্ন সমুদয় বস্তুই অজ্ঞান অর্থাৎ জড়। কেবল সেই একমাত্র পুরুষই বিজ্ঞান শব্দের অভিধেয়। এই সাংখ্যোক্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বিষয় আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সমুদ[illegible]েদান্ত দর্শনেরও সারস্বরূপ। যোগ শব্দের অর্থ চিত্তের একাগ্রতা। যোগ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন, এবং জ্ঞান হইতেও যোগের প্রবৃত্তি দৃষ্টি হয়। অতএব যে মনুষ্য যোগ ও জ্ঞান উভয়ই লাভ করিয়াছে, তাহার আর কোন স্থানে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। যোগ-পথাবলম্বিগণ যে গতি লাভ করে, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গবিচরণকারিরাও সেই গতি লাভ করে। অতএব যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগকে অভিন্নস্বরূপে দর্শন করে, সেই প্রকৃত তত্ত্ববিৎ। ৩৯।৪০।৪১।৪২

লিঙ্গ পুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লিঙ্গ পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত ইহাতে সমস্ত দেব দেবী অপেক্ষা শিবেরই শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদন করা হইয়াছে। পরন্তু পুরাণের যে সকল লক্ষণ কোষাদি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ইহাতে তাহাদের সম্যক্ সমন্বয় দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু পূজা, ব্রত, ইত্যাদি ধর্ম্ম কার্য্যের উল্লেখই বাহুল্য-রূপে দৃষ্ট হয়।

লিঙ্গপুরাণ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, পূর্ব্ব-ভাগ এবং উত্তরভাগ। পূর্ব্বভাগে এক শত আটটি অধ্যায় এবং উত্তরভাগে পঞ্চান্নটি অধ্যায় আছে, এবং ইহার নিজের উক্তি অনুসারে শ্লোক সংখ্যা একাদশ সহস্র।

লিঙ্গপুরাণে ক্রমশঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে, প্রাধানিক, প্রাকৃত এবং বৈকৃত সর্গ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমশঃ অষ্ট প্রকার আবরণ, অণ্ড হইতে এবং রজোগুণাশ্রয়ে মহাদেবের ব্রহ্মা রূপে উৎপত্তি এবং তাঁহারই বিষ্ণুত্ব ও সংহারকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন, প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি ব্রহ্মার দিবারাত্র ও আয়ুর গণনা, দিব্য, মনুষ্য, আর্ষ্য ধ্রৌব্য এবং পৈত্র বৎসর, পিতৃদিগের সম্ভূতি, আশ্রমিদিগের ধর্ম্ম, দেবীর শক্তিরূপে উদ্ভব, ব্রহ্মার স্ত্রীপুম্ভাব ও সৃষ্টি, ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিবাদ, পুনর্ব্বার লিঙ্গের উৎপত্তি, শিলাদের তপস্যা, এবং ইন্দ্রের সহিত তাহার সম্বাদ, ব্যাসের অবতার, কল্প,

মন্বন্তর, এবং কল্পভেদ ও তাহাদিগের সংজ্ঞা, বরাহকল্পে বিষ্ণুর বরাহরূপে অবতার, মেঘবাহন কল্পের বৃত্তান্ত, রুদ্রের গৌরব, ঋষিদিগের মধ্যে শিবলিঙ্গের উদ্ভব, লিঙ্গের আরধনা; স্নানবিধি, শৌচলক্ষণ, বারাণসীর মাহাত্ম্য, রুদ্র ও বিষ্ণুর পীঠস্থানের সংখ্যা, স্বারোচিষ মন্বন্তরে দক্ষের ভূমিতে পতন, দক্ষের প্রতি শাপ ও তাঁহার মোচন, কৈলাসের বর্ণন, পাশুপতযোগের স্বরূপনির্দ্দেশ, চতুর্যুগের পরিমাণ, যুগধর্ম্ম, যুগসন্ধ্যার পরিমাণ, সন্ধ্যার বৃত্ত, মহাদেবের শ্মশানাশ্রয়, চন্দ্রলেখার উৎপত্তি, মহাদেবের বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, দেবতাদিগের প্রতি পার্ব্বতীর শাপ, কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, গ্রহণাদিকালে শিবলিঙ্গ স্থাপনের ফল, পতিব্রতার আখ্যান, পশু ও পাশের বিচার, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্য জ্ঞান, বশিষ্ঠতনয় দিগের উৎপত্তি ও তাহাদিগের বংশ বিস্তার, কৌশিকরাজাকর্ত্তৃক শক্তির বিনাশ, কৌশিকের উপদ্রব, সুরভির বন্ধন, বশিষ্ঠের পুত্রশোক, পরাশরের উৎপত্তি, ব্যাস ও শুকের উৎপত্তি, শক্তিপুত্র কর্ত্তৃক রাক্ষসদিগের বিনাশ, সমুদয় ভুবনের পরিমাণ, গ্রহ ও জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদির গতি, নানাবিধ শ্রাদ্ধের কথন, অধ্যয়নের লক্ষণ, পঞ্চযজ্ঞের প্রভাব ও অনুষ্ঠানবিধি, রজস্বলাদিগের নিয়ম, স্ত্রীপুরুষের আচরণ, ভোজ্যাভোজ্যের বিচার, সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, নরকদিগের স্বরূপ, কর্ম্মানুরূপ দণ্ড, জন্মান্তরে স্বর্গী ও নারকী পুরুষ দিগের চিহ্ন, নানাবিধ দান, যমপুরের বর্ণন, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের সাধনপ্রণালী, রুদ্রমাহাত্ম্যের বর্ণন, বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধ, শ্বেত ও মৃত্যুর সংবাদ, মহাদেবের দেবদারু বনে প্রবেশ, সুদর্শনের আখ্যান, ক্রম সন্ন্যাস লক্ষণ, মধু ও কৈটভ-

কর্ত্তৃক ব্রহ্মার গতি হরণ, হরির মৌনাবলম্বন, লীলাহেতু সর্ব্বাবস্থায় উৎপত্তি, রুদ্রের প্রসাদে বিষ্ণু ও জিষ্ণুর উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থনাবসরে মন্থন দণ্ডের ধারণার্থ বিষ্ণুর কূর্ম্মরূপ গ্রহণ, সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি, যদু দিগের সম্ভূতি, হরির যাদব রূপে অবতার, কংসের দৌরাত্ম্য, হরির জলক্রীড়া, ভূভার হরণার্থ হরিকর্ত্তৃক শঙ্করের আরাধনা, বেণতনয় পৃথু কর্ত্তৃক পৃথিবীর দোহন; বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপ, দুর্ব্বাসা ও পিণ্ডারক-বাসিদিগের শাপে যদুবংশ ধ্বংস, জলন্ধর দৈত্যের বধ, এবং মহাদেবের নানাবিধ চেষ্টা ও প্রভাবের বর্ণন।

বিষ্ণুপুরাণাদিতে যে সকল ঘটনায় বিষ্ণুর প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই পুরাণে সেই সকল ঘটনায় শিবের প্রভাব ও মাহাত্ম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সমুদয় মূর্ত্তি অপেক্ষা লিঙ্গমূর্ত্তির আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

লিঙ্গপুরাণের ভাষা অনেক স্থলেই কর্কশ এবং দুর্ব্বোধ। ভাষা দেখিয়া ইহাকে একখানি আধুনিক নিবন্ধ বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

যযাত্যুপাখ্যান।

সূত উবাচ।

ঐলঃ পুরুরবা নাম রুদ্রভক্তঃ প্রতাপবান্।
চক্রে ত্বকণ্টকং রাজ্যং দেশে পুণ্যতমে দ্বিজাঃ ॥১
উত্তরে যমুনাতীরে প্রয়াগে মুনিসেবিতে।
প্রতিষ্ঠানাধিপঃ শ্রীমান্ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥২
তস্য সপ্তাভবন্ পুত্রাঃ সর্ব্বে বিতততেজসঃ।
গন্ধর্ব্বলোকবিদিতাঃ ভবভক্তা মহাবলাঃ ॥৩
আয়ুর্মায়ুরমায়ুশ্চ বিশ্বায়ুশ্চৈব বীর্য্যবান্।
শ্রুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ দিব্যাশ্চৈবোর্ব্বশীসুতাঃ ॥৪
আয়ুষস্তনয়া বীরাঃ পঞ্চৈবাসন্ মহৌজসঃ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াং তে প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপাঃ ॥৫
নহুষঃ প্রথমস্তেষাং ধর্ম্মজ্ঞো লোকবিশ্রুতঃ।
নহুষস্য তু দায়াদাঃ ষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ।

সূত বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! অত্যন্ত প্রতাপশালী রুদ্রভক্ত ইলার পুত্র পুরুরবা নামে রাজা অতি পবিত্র প্রয়াগ ক্ষেত্রে নিষ্কণ্টক রাজ্য করিয়াছিলেন। যমুনার উত্তর তীরে মুনিগণসেবিত ঐ প্রয়াগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাননাম্নী নগরীতেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সকলেই অত্যন্ত তেজস্বী, গন্ধর্ব্বলোকে বিখ্যাত, মহাবলপরাক্রান্ত এবং মহাদেবের ভক্ত ছিল, তাঁহাদের নাম যথা আয়ু, মায়ু, অমায়ু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু এবং শতায়ু। ইহারা সকলেই উর্ব্বশীর গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং দিব্যস্বভাবসম্পন্ন ছিল। ইহাদের মধ্যে আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানুতনয়া প্রভার গর্ভে পাঁচজন মহাতেজস্বী নরপতি উৎপন্ন হইয়াছিল।১।২।৩।৪।৫

তাহাদের মধ্যে নহুষ জ্যেষ্ঠ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং লোকে বিখ্যাত হইয়াছিল। পিতৃদিগের কন্যা বিরজার গর্ভে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী নহুষের ছয়টী পুত্র হয়। যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অন্ধক, এবং বিযাতি। এই ছয় জনই

উৎপন্না পিতৃকন্যায়াং বিরজায়াং মহৌজসঃ।
যাতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়াতিঃ পঞ্চমোঽন্ধকঃ ॥৬।৭
বিযাতিশ্চেতি ষড়িমে সর্ব্বে প্রখ্যাতকীর্ত্তয়ঃ।
যতির্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ যযাতিস্তু ততোঽবরঃ ॥৮
যতি জ্যেষ্ঠস্তু মোক্ষার্থী ব্রহ্মভূতোঽভবৎ প্রভুঃ।
তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং মহাবলপরাক্রমঃ ॥৯
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যামবাপ সঃ।
শর্ম্মিষ্ঠামাসুরীঞ্চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ ॥১০
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
তাবুভৌ শুভকর্ম্মাণৌ স্তুতৌ বিদ্যাবিশারদৌ ॥১১
দ্রুহ্যঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
যযাতয়ে রথং তস্মৈ দদৌ শুক্রঃ প্রতাপবান্ ॥
তোষিতস্তেন বিপ্রেন্দ্রঃ প্রীতঃ পরমভাস্বরম্।
সুসঙ্গং কাঞ্চনং দিব্যমক্ষয়ে চ মহেষুধী ॥১২।১৩
যুক্তং মনোজবৈরশ্বৈর্যেন কন্যাং সমুদ্বহৎ।
স তেন রথমুখ্যেন ষণ্মাসেনাজয়ন্মহীম্ ॥১৪

বিখ্যাতকীর্ত্তিশালী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যতি জ্যেষ্ঠ, যযাতি তাহার অনুজ। জ্যেষ্ঠ যতি মোক্ষার্থী হইয়া ব্রহ্মেতেই লীন হইয়াছিল। অপর পাঁচজনের মধ্যে যযাতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং শুক্রের কন্যা দেবযানীর এবং বৃষপর্ব্বনামক অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।৬।৭।৮।৯।১০

তন্মধ্যে দেবযানী যদু এবং তুর্ব্বসু নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই শুভকর্ম্মকারী, প্রশংসিত এবং সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ হইয়াছিল। বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্য, অনু, এবং পূরু এই তিনটি পুত্র প্রসব করিয়াছিল। পূর্ব্বে দ্বিজকুলের শ্রেষ্ঠ অত্যন্ত প্রভাবশালী শুক্র যযাতি কর্ত্তৃক সন্তোষিত হইয়া, তাহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে একখানি অতিশয় ভাস্বর, সুনির্ম্মিত, সুবর্ণময় দিব্যরথ এবং অক্ষয় তূণীরদ্বয় দান করিয়াছিলেন। ঐ রথবাহী তুরঙ্গেরা মনের ন্যায় বেগবান্ ছিল। ঐ রথে আরোহণ করিয়াই তিনি বিবাহের পর শুক্রের কন্যা দেবযানীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। যযাতি সেই শ্রেষ্ঠ রথপ্রভাবে ছয়মাসের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।১১।১২।১৩।১৪

যযাতির্যুধি দুর্দ্ধর্ষোদেবদানবমানুষৈঃ।
ভবভক্তস্ত পুণ্যাত্মা ধর্ম্মনিষ্ঠঃ সমঞ্জসঃ॥
যজ্ঞরাজী জিতক্রোধঃ সর্ব্বভূতানুকম্পনঃ।
কৌরবাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং স্যো ভবদ্রথ উত্তমঃ॥১৫।১৬
অভ্যষিঞ্চৎ পূরুং পুত্রং যযাতির্নাহুষঃ প্রভুঃ।
কৃতোপকারস্তেনৈব পূরুণা দ্বিজসত্তমাঃ॥১৭
অভিষেক্তুকামঞ্চ নৃপং পূরুং পুত্রং কনীয়সং।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমব্রুবন্॥১৮
কথং শুক্রস্য নপ্তারং দেবযান্যাঃ সুতং প্রভো।
জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি॥
এতে সম্বোধয়ামস্ত্বাং ধর্ম্মঞ্চ অনুপালয়॥১৯

যযাতিরুবাচ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু মে বচঃ।
জ্যেষ্ঠং প্রতি যথা রাজ্যং ন দেয়ং মে কথঞ্চন॥২০

যযাতি যুদ্ধে দেব, দানব এবং মনুষ্যদিগের অজেয়, অতিশয় পবিত্র, ধর্ম্মপরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য, নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, জিতক্রোধ, সমুদয় প্রাণীতে দয়াবান্ এবং মহাদেবের ভক্ত ছিলেন। যযাতি হইতে অধস্তন সমস্ত কৌরব নৃপতি সেই রথের অধিকারী হইয়াছিলেন।১৫।১৬

হে ব্রাহ্মণগণ, নহুষের পুত্র যযাতি কোন সময়ে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুহইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদি নানাবর্ণের প্রজাগণ যযাতিকে কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিলাষী দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছিল। হে প্রভো, কি নিমিত্ত শুক্রের দৌহিত্র দেবযানীর পুত্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদুকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু রাজ্য লাভে অধিকারী হইল? আমরা সকলে সমবেত হইয়া আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি স্বধর্ম্মের প্রতিপালন করুন।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯

যযাতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, আমি যে নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ যদুকে কখনই রাজ্য দিবনা বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র যদু আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই, এবং সর্ব্বদা

মম জ্যেষ্ঠেন যদুনা নিয়োগোনানুপালিতঃ।
প্রতিকূলমতিশ্চৈব ন স পুত্রঃ সতাম্মতঃ ॥২১
মাতাপিত্রোর্ব্বচনকৃৎ সদ্‌ভিঃ পুত্রঃ প্রশস্যতে।
স পুত্রঃ পুত্রবৎ যস্তু বর্ত্ততে মাতৃপিতৃষু ॥২২
যদুনাহমবজ্ঞাতস্তথা তুর্ব্বসুনাপি চ।
দ্রুহ্যেণ চানুনাচৈব ময্যবজ্ঞা কৃতা ভৃশম্ ॥২৩
পুরুণা চ কৃতং বাক্যং মানিতশ্চ বিশেষতঃ।
কনীয়ান্ মম দায়াদো জরা যেন ধৃতা মম ॥২৪
শুক্রেণ স সমাদিষ্টা দেবযান্যাঃ কৃতে জরা।
প্রার্থিতেন পুনস্তেন জরা সঞ্চারিণী কৃতা ॥২৫
শুক্রেণ চ বরো দত্তঃ কাব্যেনোশনসা স্বয়ম্।
পুত্রো যস্ত্বানুবর্ত্তেত স তে রাজ্যধরস্থিতি।
ভবন্তোঽপ্যনুজানন্তু পুরুরাজ্যেঽভিষিচ্যতে ॥২৬

প্রকৃতয় ঊচুঃ।

যঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোর্হিতঃ সদা।
সর্ব্বমর্হতি কল্যাণং কনীয়ানপি স প্রভুঃ ॥২৭

আমার অশুভ চিন্তা করে, অতএব সে সাধুসম্মত পুত্র নহে, যে পুত্র মাতাপিতার প্রতি পুত্রের উচিত ব্যবহার করে, সেই সুপুত্র। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, ইহারা সকলেই আমার প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে। পুরু আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছে। সে আমার কনিষ্ঠ পুত্র হইলেও তাহাকে রাজ্যভাগী করিতেছি, কারণ সে আমার বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিয়াছিল।২০।২১।২২।২৩।২৪

দেবযানীর নিমিত্ত শুক্রই শাপ প্রদান করিয়া আমাকে জরাগ্রস্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর অনেক প্রার্থনা করিলে, তিনি সেই জরাকে সঞ্চারিণী করিয়া এই বর প্রদান করেন যে, যে পুত্র তোমার এই জরা গ্রহণ করিবে, সেই রাজ্যের অধিকারী হইবে। অতএব আপনারা সকলে অনুমোদন করুন, পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি।২৫।২৬

প্রজাগণ বলিল, যে পুত্র সমুদায় গুণশালী, সদা মাতাপিতার হিত অনুষ্ঠান করে, সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভের যোগ্য। অতএব যে পুত্র আপনার বচন প্রতিপালন করিয়াছে, সেই পুরুই আপনার

অর্হঃ পুরুরিদং রাজ্যং যঃ সুতো বাক্যকৃৎ তব।
বরদানেন শুক্রস্য ন শক্যং কর্ত্তুমন্যথা ॥২৮

সূত উবাচ।

এবং জানপদৈস্তুষ্টৈরিত্যুক্তো নাহুষস্তদা।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু হর্ষনির্ভরমানসঃ।
প্রীতিমানভবদ্রাজা ভারমাবেশ্য বন্ধুষু ॥২৯
অত্র গাথা মহারাজ্ঞা পুরা গীতা যযাতিনা।
যাভিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্ সর্ব্বতোঽঙ্গানি কূর্মবৎ ॥৩০
তাভিরেব নরঃ শ্রীমান্ নান্যথা কর্ম্মকোটিকৃৎ।
ন জাতু কামাঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥৩১
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥৩২
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩৩

রাজ্যে অধিকারী হইবার যোগ্য। বিশেষ এ বিষয়ে যখন শুক্রের বর আছে, তখন আমরা তাহার অন্যথা করিতে পারিনা।২৭।২৮

সূত বলিলেন, সন্তুষ্ট প্রজাগণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া নহুষের পুত্র যযাতি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে রাজ্যের অধিকারী করিয়া এবং বন্ধুগণের উপর তাহার রক্ষার ভার স্থাপন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহারাজা যযাতি এই গাথা গান করিয়াছিলেন। যে গাথা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য সকল, যেরূপ কূর্ম্ম আপনার অঙ্গ সংকুচিত করে, সেইরূপ সমুদায় কামের সংকোচ করিবে। এবং তাহাতেই সম্পদশালী হইবে, অন্যোন্য সহস্র কর্ম করিলেও সেইরূপ হইবে না। উপভোগে কখনই বিষয়াভিলাষ শান্তিলাভ করে না, প্রত্যুত ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে যত প্রকার শস্য আছে এবং যে পরিমাণে স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সমস্ত একজনের তৃপ্তিপ্রদ হয় না। অর্থাৎ যদি এক ব্যক্তি ঐ সমস্ত লাভ করে, তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়াই শান্তি লাভ করিবে। যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি শারীরিক চেষ্টা মন, ও বাক্য দ্বারা পাপাচরণ না করে, তখনই সে ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩

যদা পরান্ন বিভেতি পরে চাস্মান্ন বিভ্যতি।
যদা ন নিন্দেন্ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩৪
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥৩৫
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্য্যেতে তৃষ্ণৈকা নিরুপদ্রবা ॥৩৬
জীর্য্যন্তি দেহিনঃ সর্ব্বে স্বভাবাদেব নান্যথা।
জীবিতাশা ধনাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতে ॥৩৭
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহাসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতৎ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৩৮
এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রাবিশদ্বনম্।
ভৃগুতুঙ্গে তপস্তপ্ত্বা তত্রৈব চ মহাযশাঃ।
সাধয়িত্বা ত্বনশনং সদারঃ স্বর্গমাপ্তবান্ ॥৩৯

যখন মনুষ্য অপরকে ভয় করে না বা অপরের ভয়ের কারণ হয় না, কাহারও নিন্দা বা দ্বেষ করে না, তখনই ব্রহ্মলাভ করে। যে তৃষ্ণা দুর্মতিগণ-কর্ত্তৃক দুস্ত্যাজ্য, যাহা বৃদ্ধাবস্থায়ও হীনবল হয় না এবং যাহা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী রোগের স্বরূপ, সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলেই সুখলাভ হয়। বৃদ্ধাবস্থায় কেশ নষ্ট হয়, দন্ত বিগলিত হয়, চক্ষু ও কর্ণ শক্তিহীন হয়। কিন্তু কেবল তৃষ্ণাই নিরুপদ্রবে অবস্থান করে। দেহীদিগের স্বভাবতঃই সমুদায় বিনষ্ট হয়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায়ও ধনাশা ও জীবিতাশা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭

ইহলোকে অভীষ্টলাভে যে সুখ হয় এবং যে সুখ স্বর্গীয় বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে কল্পিত হয়, সেই সমুদায় সুখই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোড়শী কলার যোগ্য নহে। সেই মহাযশা রাজর্ষি যযাতি এই কথা বলিয়া আপনার স্ত্রীর সহিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেইস্থানে ভৃগুতুঙ্গ নামক পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া অনশন ব্রতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।৩৮।৩৯

বায়ুপুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বায়ুপুরাণ এবং শিবপুরাণ, এই দুই খানির মধ্যে কোন খানি মহাপুরাণের অন্তর্গত? এই প্রশ্ন লইয়া, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে, বিষম বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত ইহার সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই। কেহ বলেন, বায়ুপুরাণই মহাপুরাণ এবং শিবপুরাণ উপপুরাণ। অপরে আবার ইহার ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে কোন কোন পণ্ডিত শিবপুরাণকে বায়ুপুরাণের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং অপরে শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতাকেই বায়ুপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই শেষোক্ত পণ্ডিতগণ স্বকীয় বুদ্ধির কৌশলে এই উভয়েরই মহাপুরাণত্ব রক্ষা করিয়া, উক্ত চির বিবাদের একরূপ মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে বায়ুপুরাণ, শিবপুরাণ এবং বায়বীয়সংহিতার যে সকল হস্ত লিখিত পুস্তক পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, উাহাদের নাম মাত্র ভিন্ন নহে, বিষয়গুলিও পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মৎস্যপুরাণে বায়ুপুরাণেরই মহাপুরাণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং কথিত হইয়াছে যে,* "শ্বেত, কল্প, আশ্রয় করিয়া, বায়ু

---

*শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্ বায়ুরিহাব্রবীৎ।
যত্রৈতদ্বায়বীয়ং স্যাদ্রুদ্রমাহাত্ম্যসংযুতম্॥
চতুর্ব্বিংশৎ সহস্রাণি পুরাণং তদিহোচ্যতে।

বায়ুপুরাণ।

অনুষঙ্গপাদ—৩৭অধ্যায়।

মগধবংশীয় ভবিষ্যৎ রাজাদিগের কথা।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মাগধেয়ান্ বৃহদ্রথান্।
জরাসন্ধস্য যে বংশে সহদেবান্বয়ে নৃপাঃ ॥১
সংগ্রামে ভারতে তস্মিন্ সহদেবো নিপাতিতঃ।
সোমাধিস্তস্য তনয়ো রাজর্ষিঃ স গিরিব্রজে ॥২
পঞ্চাশতং তথাষ্টৌ চ সমা রাজ্যমকারয়ৎ।
শ্রুতশ্রবাঃ চতুঃষষ্টিসমাস্তস্য সুতোঽভবৎ ॥৩
অযুতায়ুস্তু ষড়্বিংশং রাজ্যং বর্ষাণ্যকারয়ৎ।
সমাঃ শতং নিরামিত্রো মহীং ভুক্ত্বা দিবঙ্গতঃ ॥৪
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট্ চ সুক্ষত্রঃ প্রাপ্তবান্ মহীং।
ত্রয়োবিংশং বৃহৎকর্ম্মা রাজ্যং বর্ষাণ্যকারয়ৎ ॥৫
সেনাজিৎ সাম্প্রতং চাপি এতাং বৈ ভুজ্যতে ক্ষমাম্।
শ্রুতঞ্জয়স্তু বর্ষাণি চত্বারিংশৎ ভবিষ্যতি ॥৬

ইহার পর, মগধদেশীয় বৃহদ্রথ জরাসন্ধের বংশীয়দিগের অর্থাৎ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের বংশে যে সকল নৃপতি উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে, তাহাদের কথা বলিতেছি। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব ভারতযুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র রাজর্ষি সোমাধি গিরিব্রজ নগরে অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। সোমাধির পুত্র শ্রুতশ্রবা চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র অযুতায়ু ছাব্বিশ বৎসর পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। তাহার পর নিরামিত্র নামক নৃপতি একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তদনন্তর সুক্ষত্র নামক নরপতি ছাপ্পান্ন বৎসর পৃথিবী শাসন করেন। পরে বৃহৎকর্ম্মা ত্রয়োবিংশতি বৎসর পৃথিবীতে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেনাজিৎ নামক নৃপতি রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। (১) ইহার পর শ্রুতঞ্জয় নামক নরপতি চল্লিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন।১—৬

---

(১) ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই সেনাজিতের সময়েই বায়ুপুরাণ বর্ত্তমান

মহাবাহুর্মহাবুদ্ধির্মহাভীমপরাক্রমঃ।
পঞ্চত্রিংশত্তু বর্ষাণি মহীং পালয়িতা নৃপঃ ॥৭
অষ্টপঞ্চাশতং চাব্দান্ রাজ্যে স্থাস্যতি বৈ শুচিঃ।
অষ্টাবিংশৎসমাঃ পূর্ণাঃ ক্ষেমো রাজা ভবিষ্যতি ॥৮
ভুবতস্তু চতুঃষষ্টী রাজ্যং প্রাপ্স্যতি বীর্য্যবান্।
পঞ্চবর্ষাণি পূর্ণানি ধর্ম্মনেত্রো ভবিষ্যতি ॥৯
অষ্টাত্রিংশৎ সমা রাজ্যং সুব্রতস্য ভবিষ্যতি।
চত্বারিংশদ্দশাষ্টৌ চ দৃঢ়সেনো ভবিষ্যতি ॥১০
ত্রয়স্ত্রিংশত্তু বর্ষাণি সুমতিঃ প্রাপ্স্যতে ততঃ।
দ্বাবিংশতিসমা রাজ্যং সুচলো ভোক্ষ্যতে ততঃ ॥১২
চত্বারিংশৎসমা রাজা সুনেত্রো ভোক্ষ্যতে ততঃ।
সত্যজিৎ পৃথিবীরাজ্যং ত্র্যশীতিং ভোক্ষ্যতে সমাঃ ॥১৩
প্রাপ্যেমাং বীরজিচ্চাপি পঞ্চত্রিংশদ্ভবিষ্যতি।
অরিঞ্জয়স্তু বর্ষাণি পঞ্চাশৎ প্রাপ্স্যতে মহীম্ ॥১৪
দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপা হ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ।
পূর্ণং বর্ষসহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি ॥১৫

শ্রুতঞ্জয়ের পর, অতিশয় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন, মহাবাহু নামক নরপতি পঁয়ত্রিশ বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। পরে শুচি নামক নৃপতি আটান্ন বৎসরের জন্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন। তদনন্তর বীর্য্যবান্ ক্ষেম নামক রাজা সম্পূর্ণ আটাইশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। ক্ষেমের পর, ভুবত নামক নৃপতি চৌষট্টি বৎসর রাজ্য পালন করিবেন। তদনন্তর, ধর্ম্মনেত্র পূর্ণ পাঁচ বৎসর রাজ্যভোগ করিবেন। পরে সুব্রত আটত্রিশ বৎসর, দৃঢ়সেন আটচল্লিশ বৎসর, সুমতি তেত্রিশ বৎসর, সুচল বাইশ বৎসর, সুনেত্র চল্লিশ বৎসর, সত্যজিৎ তিরাশী বৎসর, বীরজিৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং অরিঞ্জয় পঞ্চাশ বৎসর, যথাক্রমে রাজ্যভোগ করিবেন। বৃহদ্রথবংশীয় উক্ত বত্রিশ জন নৃপতির রাজ্যকাল সম্পূর্ণ সহস্র বৎসর।৭-১৫

আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সত্যের সম্মুখে আপনার প্রাচীনত্ব রক্ষার চেষ্টা একেবারে বিস্মৃত হইয়া শ্লোকে "সাম্প্রতং" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বৃহদ্রথেষতীতেষু বীতিহোত্রেষু বর্ত্তিষু।
সুনিকঃ স্বামিনং হত্বা পুত্রং সমভিষেক্ষ্যতি ॥১৬
মিষতাং ক্ষত্রিয়াণাং হি প্রদ্যোতো সুনিকো বলাৎ।
স বৈ প্রণতসামন্তো ভবিষ্যে নয়বৰ্জ্জিতঃ ॥১৭
ত্রয়োবিংশৎসমা রাজা ভবিতা স নরোত্তমঃ।
চতুর্ব্বিংশৎসমা রাজা পালকো ভবিতা ততঃ ॥১৮
বিশাখয়ূপো ভবিতা নৃপঃ পঞ্চাশতীং সমাঃ।
একত্রিংশৎসমা রাজ্যমজকস্থ ভবিষ্যতি ॥১৯
ভবিষ্যন্তি সমা বিংশৎ তৎসুতো বৰ্ত্তি-বৰ্দ্ধনঃ।
অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ ॥২০
হত্বা তেষাং যশঃকৃৎস্নং শিশুনাকো ভবিষ্যতি।
বারাণস্যাং সুতস্তস্য সংপ্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম্ ॥২১
শিশুনাকস্য বর্ষাণি চত্বারিংশদ্ভবিষ্যতি।
শাকবর্ণঃ সুতস্তস্য ষট্‌ত্রিংশচ্চ ভবিষ্যতি ॥২২
ততস্তু বিংশতিং রাজা ক্ষেমধর্ম্মা ভবিষ্যতি।
অজাতশত্রুর্ভবিতা পঞ্চবিংশৎ সমা নৃপঃ ॥২৩

বৃহদ্রথবংশীয়দিগের রাজ্যকাল অতীত হইলে এবং বীতহোত্রবংশীয়গণ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, সুনিকনামক কোন অমাত্য ছিদ্রান্বেষী ক্ষত্রিয়-দিগের সমক্ষেই স্বীয় স্বামীকে হত্যা করিয়া স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। তাহার পুত্র প্রদ্যোতনামক সুনিক নীতিহীন হইবে এবং বল পূর্ব্বক সামন্তদিগকে প্রণত করিয়া তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবে। প্রদ্যোতের পর যথাক্রমে পালক চব্বিশ বৎসর, বিশাখয়ূপ পঞ্চাশ বৎসর, অজক একত্রিশ বৎসর এবং অজকের পুত্র বর্ত্তিবর্দ্ধন বিংশতি বৎসর রাজ্য করিবে। প্রদ্যোতবংশীয় উক্ত পাঁচজন রাজার রাজত্ব কাল একশত আটত্রিশ বৎসর মাত্র।১৬।১৭।১৮।১৯।২০

প্রদ্যোতবংশীয় অন্তিম নৃপতি যশঃকৃৎস্নকে বধ করিয়া শিশুনাক স্বয়ং রাজা হইবে। শিশুনাকের পুত্র তৎকালে বারাণসীতে অবস্থিত হইয়া গিরি-ব্রজ প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। শিশুনাকের রাজত্বকাল চল্লিশ বৎসর এবং তাহার পুত্র শাকবর্ণের রাজত্বকাল ছত্রিশ বৎসর। তাহার পর যথাক্রমে

চত্বারিংশৎ সমা রাজ্যং ক্ষত্রৌজাঃ প্রাপ্স্যতে ততঃ।
অষ্টাবিংশৎ সমা রাজা বিধিসারো ভবিষ্যতি ॥২৪
পঞ্চবিংশৎ সমা রাজা দর্শকস্তু ভবিষ্যতি।
উদায়ী ভবিতা তস্মাত্রয়স্ত্রিংশৎ সমা নৃপঃ ॥২৫
স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ং।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কূলে চতুর্থেঽব্দে করিষ্যতি ॥২৬
দ্বাচত্বারিংশৎসমা ভাব্যো রাজা বৈ নন্দিবর্দ্ধনিঃ।
চত্বারিংশল্রয়ঞ্চৈব মহানন্দী ভবিষ্যতি ॥২৭
ইত্যেতে ভবিতারো বৈ শৈশুনাকা নৃপা দশ।
শতানি ত্রীণি বর্ষাণি দ্বিষষ্ট্যভ্যধিকানি তু ॥২৮
শৈশুনাকা ভবিষ্যন্তি তাবৎকালং নৃপাঃ পরে।
এতৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্ষত্রবান্ধবাঃ ॥২৯
ঐক্ষাকবশ্চতুর্ব্বিংশৎ পাঞ্চালাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
কালকাস্তু চতুর্ব্বিংশচ্চতুর্ব্বিংশত্তু হৈহয়াঃ ॥৩০
দ্বাত্রিংশৎ বৈ কলিঙ্গাস্তু পঞ্চবিংশত্তথা শকাঃ।
কুরবশ্চাপি ষড়্‌বিংশদষ্টাবিংশতির্মৈথিলাঃ ॥৩১

ক্ষেমধর্ম্মা বিংশতি বৎসর, অজাতশত্রু পঞ্চবিংশতি বৎসর, ক্ষত্রৌজা চল্লিশ বৎসর, বিধিসার আটাইশ বৎসর, দর্শক পঞ্চবিংশতি বৎসর, এবং উদায়ী নামক নৃপতি তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। এই উদায়ীনামক রাজাই স্বকীয় রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে গঙ্গার দক্ষিণ তটে "কুসুমপুর" নামক প্রসিদ্ধ নগরের সংস্থাপন করিবেন।২১।২২।২৩।২৪ ২৫।২৬

তাহার পর নন্দিবর্দ্ধন বত্রিশ বৎসর এবং মহানন্দী তেতাল্লিশ বৎসর রাজ্য করিবেন। শিশুনাক বংশে উক্ত দশটী রাজা হইবে এবং উঁহাদের রাজত্ব কাল তিনশত বাষট্টি বৎসর।২৭।২৮

যে সময় শিশুনাক বংশীয়েরা মগধ রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবে, সেই সময় উঁহাদিগের সহিত একই সময়ে অপর দেশে, যে সকল ক্ষত্রবন্ধুগণ রাজত্ব করিবে, তাহাদিগের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় চব্বিশ জন, পাঞ্চালবংশীয় পঁচিশ জন, কালক এবং হৈহয় বংশের প্রত্যেকে চব্বিশ জন, কলিঙ্গবংশীয় বত্রিশ জন, শকবংশীয় পঁচিশ জন, কুরুবংশীয় ছাব্বিশ জন,

শূরসেনাস্ত্রয়োবিংশদ্বীতিহোত্রাশ্চ বিংশতিঃ।
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্বএব মহীক্ষিতঃ ॥৩২
মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কালসংবৃতঃ।
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্ব-ক্ষত্রান্তকো নৃপঃ ॥৩৩
ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি ॥৩৪
অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি পৃথিবীং পালয়িষ্যতি।
সর্ব্বক্ষত্রান্ সমুদ্ধৃত্য ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ ॥৩৫
সহস্রন্তৎসুতা হ্যষ্টৌ সমা দ্বাদশ তে নৃপাঃ।
মহাপদ্মস্য পর্য্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ ॥৩৬
উদ্ধরিষ্যতি তান্ সর্ব্বান্ কৌটিল্যো বৈ দ্বিরষ্টভিঃ।
ভুক্ত্বা মহীং বর্ষশতং নন্দেন্দুঃ স ভবিষ্যতি ॥৩৭
চন্দ্রগুপ্তং নৃপং রাজ্যে কৌটিল্যঃ স্থাপয়িষ্যতি।
চতুর্ব্বিংশৎ সমা রাজা চন্দ্রগুপ্তো ভবিষ্যতি ॥৩৮
ভবিতা ভদ্রসারস্তু পঞ্চবিংশৎ সমা নৃপঃ।
ষড়্বিংশত্তু সমা রাজা অশোকো ভবিতা নৃষু ॥৩৯

আটাইশ জন মৈথিল, তেত্রিশ জন শূরসেনীয় এবং বিংশতি বীতি-হোত্রীয়, ইহারা এক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজত্ব করিবে।২৯।৩০।৩১।৩২

সকল ক্ষত্রিয় রাজার উচ্ছেদ হইলে, কালবশে মহানন্দির শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন মহাপদ্ম নামক পুত্র রাজা হইবে। তাঁহার সময় হইতে শূদ্র জাতীয়েরাই রাজা হইবে। মহাপদ্ম একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া আটাইশ বৎসর পৃথিবী পালন করিবে এবং এই সময়ের মধ্যে নিয়তি প্রভাবে নিখিল ক্ষত্রিয় রাজার মূলোচ্ছেদ করিবে।৩৩।৩৪।৩৫

মহাপদ্মের অষ্টাধিক সহস্র পুত্র হইবে এবং মহাপদ্মের পর, তাহারা ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিবে। কৌটিল্য অর্থাৎ চাণক্য ষোল বৎসরের মধ্যে তাহাদের সকলের একেবারে উচ্ছেদ করিবে। এবং স্বয়ং একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়া "নন্দেন্দু" নামে বিখ্যাত হইবে। পরে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিবে।৩৬।৩৭।৩৮

চন্দ্রগুপ্তের পর ভদ্রসার পঁচিশ বৎসর এবং অশোক রাজা ছাব্বিশ বৎসর

তস্য পুত্রঃ কুলালস্তু বর্ষাণ্যষ্টৌ ভবিষ্যতি।
কুলালসূনুরষ্টৌ চ ভোক্তা বৈ বন্ধুপালিতঃ ॥৪০
বন্ধুপালিতদায়াদো দশমানীন্দ্রপালিতঃ।
ভবিতা সপ্তবর্ষাণি দেবশর্ম্মা নরাধিপঃ ॥৪১
রাজা শতধরশ্চাষ্টৌ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
বৃহদশ্বশ্চ বর্ষাণি সপ্ত বৈ ভবিতা নৃপঃ ॥৪২
ইত্যেতে নব ভূপা যে ভোক্ষ্যন্তে চ বসুন্ধরাম্।
সপ্তত্রিংশচ্ছতং পূর্ণং তেষাস্তু গৌর্ভবিষ্যতি ॥৪৩
পুষ্পমিত্রস্তু সেনানীরুদ্ধৃত্য বৈ বৃহদ্রথং।
কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিঃ সদৈব তু ॥৪৪
পুষ্পমিত্রসুতাশ্চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সমা নৃপাঃ।
ভবিতা চাপি তজ্জ্যেষ্ঠঃ সপ্তবর্ষাণি বৈ ততঃ ॥৪৫
বসুমিত্রঃ সুতো ভাব্যো দশবর্ষাণি পার্থিবঃ।
ততো ধ্রুকঃ সমা দ্বে তু ভবিষ্যতি সুতশ্চ বৈ॥৪৬
ভবিষ্যন্তি সমাস্তস্মাত্তিস্র এব পুলিন্দকাঃ।
রাজা ঘোষসুতশ্চাপি বর্ষাণি ভবিতা ত্রয়ঃ ॥৪৭

রাজত্ব করিবেন, অশোকের সময় মনুষ্যমধ্যে শোক থাকিবেনা। অশোকের পুত্র কুলাল এবং কুলালের পুত্র বন্ধুপালিত ইহারা প্রত্যেকেই আটবৎসর রাজত্ব করিবে। বন্ধুপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর এবং তাহার পর, দেবশর্ম্মা সাত বৎসর রাজা হইবে। পরে, দেবশর্ম্মার পুত্র শতধর আট বৎসর এবং তাহার পর, বৃহদশ্ব সাত বৎসর রাজত্ব করিবে। চন্দ্রগুপ্ত-বংশীয় এই নয়টি নৃপতি পৃথিবীভোগ করিবে, ইহাদের রাজত্বকাল সম্পূর্ণ একশত সাঁইত্রিশ বৎসর।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩

অনন্তর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথ নামক রাজাকে হত্যা করিয়া ষাইটবৎসর রাজ্য করিবে। পুষ্পমিত্রের পুত্রগণ আট বৎসর রাজত্ব করিবে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজত্বকাল সাত বৎসর। ঐ জ্যেষ্ঠের বসুমিত্র নামক পুত্র দশবৎসর রাজা হইবে। বসুমিত্রের পুত্র ধ্রুক (ধ্রুব?) দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিবে। অনন্তর পুলিন্দগণ তিন বৎসরের নিমিত্ত রাজা হইবে। তৎপরে, ঘোষসুত নামক নৃপতি তিন বৎসর পৃথিবী

দশৈব তুঙ্গরাজানো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাং।
শতং পূর্ণং দশ দ্বে চ তেভ্যঃ কিং বা গমিষ্যতি ॥৪৮
চতুরস্তুঙ্গকৃত্যাস্তে নৃপাঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।
ভাব্যাঃ প্রণতসামন্তাশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥৪৯
কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তং।
শূঙ্গানাং চাপি যচ্ছিষ্টং ক্ষয়য়িত্বা বলং তদা।
সিন্ধুকো হ্যন্ধ্রজাতীয়ঃ প্রাপ্স্যতীমাং বসুন্ধরাম্ ॥৫০
অন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শতে দ্বে চ শতং চ বৈ।
শতানি ত্রীণ্যশীতিঞ্চ ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শকাঃ ॥৫১
অশীতিশ্চৈব বর্ষাণি ভোক্তারো যবনা মহীম্।
পঞ্চবর্ষশতানীহ তুষারাণাং মহী স্মৃতা ॥৫২
শতান্যর্দ্ধচতুর্থানি ভবিতারস্ত্রয়োদশ।
মরুত্তা বৃষলৈঃ সার্দ্ধং ভাব্যান্যা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥৫৩
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি ম্লেচ্ছা একাদশৈব তু।
ততঃ কোলিকিলেভ্যশ্চ বিন্ধ্যশক্তির্ভবিষ্যতি ॥৫৪

ভোগ করিবে। তদনন্তর তুঙ্গবংশীয় দশজন এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। উহারা প্রায় একশত দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিবে।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮

তাহার পর কাণ্বায়নবংশীয় চারিজন ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। ইহারা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, এবং নিখিল সামন্ত রাজগণ ইহাদিগের নিকট প্রণত হইবে। ইহাদিগের রাজত্বকাল পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

অনন্তর কাণ্ববংশীয় অন্তিম নৃপতি সুশর্ম্মাকে বলপূর্ব্বক উন্মূলিত এবং শূঙ্গদিগের অবশিষ্ট শক্তির হ্রাস করিয়া, অন্ধ্রজাতীয় সিন্ধুক এই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। অন্ধ্রজাতীয় নৃপগণ তিনশত বৎসর রাজ্য ভোগ করিবে। তাহার পর, যথাক্রমে, শকগণ তিনশত অশীতি বৎসর, যবনগণ অশীতি বৎসর, তুষারগণ পাঁচশত বৎসর, এবং মরুত্ত ও বৃষলগণ তেরশ পঁচাত্তর বৎসর রাজ্য ভোগ করিবে। তদনন্তর অন্যবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় এগার জন রাজা তিনশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবে। পরে কোলিকিল দেশ হইতে আসিয়া বিন্ধ্যশক্তি নামক নৃপতি এই রাজ্য অধিকার করিবে।৫০।৫১।৫২।৫৩

পরে, নাগরাজ অনন্তের পুত্র, শত্রুবিজয়ী, নাগবংশাবতংস ভোগী, রাজা হইবেন। তাহার পর, চন্দ্রের অংশাবতার সদাচন্দ্র, নখবান্, ধনধর্ম্মা,

শেষস্য নাগরাজস্য পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
ভোগী ভবিষ্যতে রাজা নৃপো নাগকুলোদ্বহঃ ॥৫৫
সদাচন্দ্রস্তু চন্দ্রাংশো দ্বিতীয়ো নখবাংস্তথা।
ধনধর্ম্মা ততশ্চাপি চতুর্থো বিংশজঃ স্মৃতঃ ॥৫৬
ভূতিনন্দস্ততশ্চাপি বৈদেশে তু ভবিষ্যতি।
বিন্ধ্যকানাং কুলেঽতীতে নৃপা বৈ বাহ্লিকাস্ত্রয়ঃ ॥৫৭
সুপ্রতীকো নভীরস্তু সমা ভোক্ষ্যতি ত্রিংশতিং।
শক্যমা নাম বৈ রাজা মাহিষীণাং মহীপতিঃ ॥৫৮
পুষ্পমিত্রা ভবিষ্যন্তি পটুমিত্রাস্ত্রয়োদশ।
মেকলায়াং নৃপাঃ সপ্ত ভবিষ্যন্তি চ সত্তমাঃ ॥৫৯
কোমলায়াস্তু রাজানো ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ।
মেঘা ইতি সমাখ্যাতা বুদ্ধিমন্তো নবৈব তু।
নৈষধাঃ পার্থিবাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্ত্যামনুক্ষয়াৎ।
নলবংশপ্রসূতাস্তে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥৬০
মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বযানির্ভবিষ্যতি।
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্ব্বান্ সোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি ॥৬১
কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাংশ্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা।
স্থাপয়িষ্যন্তি রাজানো নানাদেশেষু তেজসা ॥৬২

বিংশজ এবং ভূতিনন্দ এই পাঁচজন নৃপতি যথাক্রমে পৃথিবী শাসন করিবে বিন্ধ্যকদিগের বংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বাহ্লীকদেশীয় তিনজন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের পর নভীর সুপ্রতীক ত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবে। এই সময় শক্যমানামক রাজা মাহিষী দিগের অধিপতি হইবে। পুষ্পমিত্র এবং পটুমিত্র নামে প্রসিদ্ধ তেরজন নৃপতি মেকলা দেশে সাতবৎসর রাজত্ব করিবে। কোমল দেশে মহাবল পরাক্রান্ত, সুবুদ্ধি, মেঘনামে প্রসিদ্ধ নয়জন রাজা হইবে এবং নিষধ দেশে মহাবল, বীর্য্যসম্পন্ন, নলরাজার বংশধরেরাই বর্ত্তমান মন্বন্তরের শেষ অবধি রাজ্য করিবে।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯।৬০

মাগধবংশীয় মহাবীর্য্য বিশ্বযানি নামক নৃপতি নিখিল ক্ষত্রিয় রাজবংশ উৎসাদিত করিয়া অপরাপর বর্ণকে তাহাদের স্থানে অভিষিক্ত করিবে। ঐ রাজা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে কৈবর্ত্ত পঞ্চক, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণ দিগকে ভিন্ন

নব নাকাস্তু ভোক্ষ্যন্তি পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ।
মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ ॥৬৩
অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ ॥৬৪
নিষধান্ যদুকাংশ্চৈব শৈশীতান্ কালতোপকান্।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তি মণিধান্যজাঃ ॥৬৫
কোশলাংশ্চান্ধ্রপৌণ্ড্রাংশ্চ তাম্রলিপ্তান্ সসাগরান্।
চম্পাংশ্চৈব পুরীং রম্যাং ভোক্ষ্যন্তি দেবরক্ষিতা ॥৬৬
কলিঙ্গমহিষাশ্চৈব মহেন্দ্রনিলয়াশ্চ যে।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ পালয়িষ্যন্তি বৈ গুহঃ ॥৬৭
স্ত্রীরাষ্ট্রং ভক্ষ্যকাংশ্চৈব ভোক্ষ্যতে কনকাহ্বয়ঃ।
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে হ্যেতে মহীক্ষিতঃ ॥৬৮

ভিন্ন স্থানে রাজপদে অভিষিক্ত করিবে। সেই সময় নাকবংশীয় নয়জন নৃপ চম্পাবতী নগরীতে আধিপত্য করিবে। সুরম্য মথুরা পুরীতে নাগবংশীয় সাতজন রাজ্য ভোগ করিবে। অনুগঙ্গা প্রদেশ, প্রয়াগ, সাকেত এবং মগধ এই সকল জনপদ গুপ্তবংশীয়গণ কর্ত্তৃক শাসিত হইবে। এবং মণিধান্যবংশীয় নৃপতিগণ নিষধ, যদুক, শৈশীত এবং কালতোপক নামক জনপদ অধিকার করিয়া ভোগ করিবে।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫

দেবরক্ষিত বংশীয়েরা, কোশল, অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সহিত তাম্রলিপ্ত এবং সুরম্য চম্পা পুরীতে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিবে। কলিঙ্গ, মহিষ, এবং মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপাত্যকাবর্ত্তী জনপদ সকল গুহবংশীয় কর্ত্তৃক শাসিত হইবে। স্ত্রীরাষ্ট্র এবং ভক্ষ্যক নামক জনপদে কনকবংশীয়ের অধিকার হইবে। উক্ত নৃপতি সকল এক সময়েই রাজত্ব করিবে।৬৬।৬৭।৬৮

স্কন্দ পুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

স্কন্দপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ভারতবর্ষে শৈব ধর্ম্মের প্রচার এবং শৈব সম্প্রদায়ের প্রাবল্য হইবার পর যে, এই পুরাণ রচিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যুত নিম্নলিখিত বচন দ্বারা এই সিদ্ধান্তেরই দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে----

"যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্ম্মানধিকৃত্য চ ষণ্মুখঃ।
কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তং চারিতৈরুপবৃংহিতম্॥
স্কান্দং নাম পুরাণঞ্চ একাশীতির্নিগদ্যতে।
সহস্রাণি শতঞ্চৈকমিতি মর্ত্ত্যেষু গদ্যতে॥"

এই স্কন্দপুরাণে ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, মহাদেব কথিত ধর্ম্ম সকল অবলম্বন করিয়া, তৎপুরুষ নামক কল্পে সংঘটিত বৃত্ত সকল নানাবিধ আখ্যায়িকা দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া বলিতেছেন।

এই স্কন্দপুরাণে একাশী হাজার একশত শ্লোক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ একখানি স্কন্দপুরাণ দুর্ল্ভ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে, নানা পুস্তকালয়ে, এক্ষণে এই স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া যে সকল সংহিতা, খণ্ড ও মাহাত্ম্য পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের শ্লোক সংখ্যা হইতে উল্লিখিত শ্লোকসংখ্যা যে অনেক অধিক, তাহাতে কোন সংশয় নাই। স্কন্দপুরাণ যে প্রকৃত পক্ষে কত খণ্ডে, কত সংহিতায় ও কত মাহাত্ম্যে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

ইণ্ডিয়া হাউসে স্কন্দপুরাণান্তর্গত দুইখানি সংহিতা, চৌদ্দটী খণ্ড এবং বারখানি মাহাত্ম্য পুস্তক পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ প্রদেশের সিভিল্ সার্ব্বিস্ ভুক্ত সি, পি, ব্রাউন্ সাহেব সাতখানি সংহিতা, বারটি খণ্ড, তদ্‌ভিন্ন ঐ স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ একখানি গীতা, এবং একখানি স্তোত্র গ্রন্থও সংগৃহীত করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত খণ্ডগ্রন্থের মধ্যে কাশীখণ্ড, উৎকল খণ্ড, রেবাখণ্ড, শিবরহস্য খণ্ড এবং হিমবৎ খণ্ড অতি প্রসিদ্ধ। সংহিতার মধ্যে সূতসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, সৌরসংহিতা এবং কল্পসংহিতাই সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাহাত্ম্য গ্রন্থের মধ্যে প্রয়াগমাহাত্ম্য, মাঘমাহাত্ম্য, কার্ত্তিকমাহাত্ম্য, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, গয়ামাহাত্ম্য প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্কন্দপুরাণের রচনা প্রভৃতির পরিচয় দিবার জন্য আমার কাশীখণ্ড হইতে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই কাশীখণ্ড পাঠ করিলে, ইহাকে কাশীর মাহাত্ম্য খ্যাপক একখানি কাব্য বলিয়াই বোধ হয়। উৎকল খণ্ড একখানি জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। উহা যে অনেক পরে স্কন্দপুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।

স্কন্দপুরাণম্ ।

লোপামুদ্রার পতিপরায়ণতা ।

বাক্পতিরুবাচ ।

শৃণ্বগস্ত্য মহাভাগ দেবাগমনকারণম্ ।
ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি মান্যোঽসি মহতামপি ॥১
প্রত্যাশ্রমং প্রতিনগং প্রত্যরণ্যং তপোধনাঃ ।
কিং ন সন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ কাচিদন্যৈব তে স্থিতিঃ ॥২
তপোলক্ষ্মীস্ত্বয়ীহাস্তি ব্রাহ্মং তেজস্ত্বয়ি স্থিতম্ ।
পুণ্যলক্ষ্মীস্ত্বয়ি পর-দার্য্যোদার্য্যং মনস্ত্বয়ি ॥৩
পতিব্রতেয়ং কল্যাণী লোপামুদ্রা সধর্ম্মিণী ।
তবাঙ্গচ্ছায়য়া তুল্যা যৎকথা পুণ্যকারিণী ॥৪
পতিব্রতা ত্বরুন্ধত্যা সাবিত্র্যাপ্যনসূয়য়া ।
শাণ্ডিল্যায়া চ সত্যা চ লক্ষ্ম্যা চ শতরূপয়া ॥৫

বৃহস্পতি বলিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য, দেবগণের আগমন কারণ শ্রবণ করুন। আপনিই যথার্থ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা সংসারে কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছেন, এজন্য জগতে আপনিই ধন্য ও সর্ব্বপূজ্য।

হে মুনিবর, প্রত্যেক অরণ্যে, প্রত্যেক পর্ব্বতে, প্রত্যেক আশ্রমে, কত কত তপোধন অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু আপনার অতি অদ্ভুত আশ্রম অবলোকন করিলাম। এই সংসারে ব্রহ্মতেজ এবং তপঃফল আপনাতেই অবস্থিত। আপনিই অদ্বিতীয় উদারচিত্ত। পুণ্যলক্ষ্মী আপনাতেই একান্ত অনুরক্ত। যাঁহার গুণ কীর্ত্তনে লোক পবিত্র হয়, সেই এই পতিপরায়ণা ত্বদীয় সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা আপনার অঙ্গের ছায়াতুল্য। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অত্রিপত্নী অনসূয়া, শাণ্ডিল্যপত্নী, লক্ষ্মী, মনুজায়া শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা, ইহাঁরা, এই পতিব্রতা লোপামুদ্রার যেরূপ গুণ বর্ণনা

মেনয়া চ সুনীত্যা চ সংজ্ঞয়া স্বাহয়া তথা ।
যথৈষা বর্ণ্যতে শ্রেষ্ঠা ন তথান্যেতি নিশ্চয়ঃ ॥৬
ভুক্তে ভুঙ্‌ক্তে ত্বয়ি মুনে ত্বয়ি তিষ্ঠতি তিষ্ঠতি।
বিনিদ্রিতে বিনিদ্রাতি প্রথমং পরিবুধ্যতে ॥৭
অনলঙ্কৃতমাত্মানং তব নো দর্শয়েৎ ক্বচিৎ ।
কার্য্যার্থং প্রোষিতে ক্বাপি সর্ব্বমণ্ডনবর্জ্জিতা ॥৮
ন চ তে নাম গৃহ্ণীয়াৎ তবায়ুষ্যবিবৃদ্ধয়ে ।
পুরুষান্তরনামাপি ন গৃহ্ণাতি কদাচন ॥৯
আক্রুষ্টাপি ন চাক্রোশেৎ তাড়িতাপি প্রসীদতি ।
ইদং কুরু কৃতং স্বামিন্ মন্যতামিতি বক্তি চ ॥১০
আহূতা গৃহকার্য্যাণি ত্যক্ত্বা গচ্ছতি সত্বরম্ ।
কিমর্থং ব্যাহৃতা নাথ স প্রসাদো বিধীয়তাম্ ॥১১
ন চিরং তিষ্ঠতি দ্বারি ন দ্বারমুপসেবতে।
অদাপিতং ত্বয়া কিঞ্চিৎ কস্মৈচিন্ন দদাত্যপি ॥১২

করিয়া থাকেন, তাহাতে ইঁহার তুল্য গুণবতী পতিপরায়ণা রমণী সংসারে দ্বিতীয় আর নাই।১।২।৩।৪।৫।৬

শুনিয়াছি, যে, ইনি, স্বামী ভোজন করিলে, তৎপরে ভোজন করেন, স্বামী উপবিষ্ট হইলে, স্বয়ং আসীন হয়েন এবং ভর্ত্তা নিদ্রাগত হইলে, নিদ্রিত হইয়া পুনর্ব্বার অতি প্রত্যুষে স্বামীর উঠিবার অগ্রেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করেন। ভূষণবিহীন হইয়া, কখনও আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েন না এবং প্রয়োজনানুরোধে আপনি কোথাও প্রোষিত হইলে, অঙ্গ-সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় মণ্ডন পরিত্যাগ করেন। স্বামীর আয়ুঃক্ষয়-শঙ্কায় কদাপি পতির নাম গ্রহণ করেন না। এবং পতিব্রতার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া স্বপ্নেও পরপুরুষের নামোচ্চারণ করেন না। স্বামী অকারণ আক্রোশ করিলেও কুপিত হয়েন না এবং স্বামীকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও প্রসন্ন হয়েন আর স্বামীকে অনুরোধও করেন না। স্বামী, এই কার্য্য কর, এইরূপ বলিলে তিনি বলেন, হে স্বামিন্, ইহা আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে জানিবেন।৭।৮।৯।১০

স্বামী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, গৃহ কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করত, সত্বর তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং বলেন, হে নাথ কিজন্য আহ্বান করিলেন, আদেশ করিয়া, দাসীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, এই বলিয়া তাঁহার আদেশ

পূজোপকরণং সর্ব্বমনুক্তা সাধয়েৎ স্বয়ম্।
নিয়মোদকবর্হীংষি পত্রপুষ্পাক্ষতাদিকম্ ॥১৩
প্রতীক্ষমাণাবসরং যথা কালোচিতং হি যৎ।
তদুপস্থাপয়েৎ সর্ব্বমনুদ্বিগ্নাতিহৃষ্টবৎ ॥১৪
সেবতে ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টমিষ্টমন্নফলাদিকং।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা পতিদত্তং প্রতীচ্ছতি ॥১৫
অবিভজ্য নচাশ্নীয়াদ্দেবপিত্রতিথিষ্বপি।
পরিচারকবর্গেষু গোষু ভিক্ষুকুলেষু চ ॥১৬
সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাত্বয়ানমুজ্ঞাতা নোপবাসব্রতাদিকং ॥১৭
দূরতো বর্জ্জয়েদেষা সমাজোৎসবদর্শনম্।
ন গচ্ছেত্তীর্থযাত্রাপি বিবাহপ্রেক্ষণাদিষু ॥১৮

প্রতীক্ষায় সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন। দ্বারদেশ বা অনাবৃত স্থানে অবস্থিতি, এবং স্বামীর অনভিপ্রায়ে কাহাকেও কিছু দান, করেন না। স্বামী আদেশ করিবার অগ্রেই জল, কুশ, পত্র, পুষ্প, অক্ষত প্রভৃতি যাবতীয় পূজোপকরণ সমাহৃত ও সুসজ্জিত করিয়া রাখেন। এবং যথাকালে তত্তদ্দ্রব্য, সমাদর পূর্ব্বক স্বামী সন্নিধানে উপনীত করেন। সুস্বাদু অন্ন ও ফলাদি বস্তু, ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত ভোজন করেন না। স্বামী কোন বস্তু দান করিলে, মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন।১১।১২।১৩।১৪।১৫

দেবতা, পিতৃগণ, গো, অতিথি, ভিক্ষুক পরিচারকবর্গ এবং আত্মীয় প্রভৃতিকে না দিয়া, কোন বস্তুই ভোজন করেন না। পাকাদি যাবতীয় গৃহ কার্য্যে ইহাঁর অতি সুন্দর নৈপুণ্য ও সর্ব্বদাই সহর্ষচিত্ত। গৃহভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার জন্য বহু ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও উপবাস ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন না। সামাজিক উৎসব কার্য্য পরিদর্শনার্থ জনাকীর্ণ স্থানে গমন এবং স্বামী পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন-ভাবে তীর্থাদি স্থানে যাত্রা বা বিবাহাদি উৎসব কার্য্য পরিদর্শন করেন না।১৬।১৭

গৃহস্থধর্ম্ম।

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
কৃত্যাভিনির্হতানীব নশ্যেয়ুস্তান্যসংশয়ম্ ॥১৯
তদভার্চ্চ্যাঃ সুবাসিন্যো ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সংস্কারেষূৎসবেষু চ ॥২০
যত্র নার্য্যঃ প্রমুদিতা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
রমন্তে দেবতাস্তত্র স্যুস্তত্র সফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১
যত্র তুষ্যতি ভর্ত্রা স্ত্রী স্ত্রিয়া ভর্ত্তা চ তুষ্যতি।
তত্র বেশ্মনি কল্যাণং সম্পদ্যেত পদে পদে ॥২২
অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব প্রহুতং প্রাশিতং তথা।
ব্রাহ্মং হুতং পঞ্চমঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞা ইমে শুভাঃ ॥২৩

যে গৃহস্থ গৃহবাসিনী ভগিনী, পত্নী, দুহিতা, ও পুত্রবধূগণকে সমাদরে প্রতিপালন না করে, তাহাদের অভিশাপে সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হয় এবং সেই যে গৃহের রমণীগণ অসম্মানিত হইয়া সর্ব্বদা গৃহস্বামীর অমঙ্গল কামনা করে, সেই গৃহ, অভিচারোপহতের ন্যায়, একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব গৃহবাসিনী কুলকামিনীগণকে বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে এবং দেবপূজাদি মহোৎসবে বস্ত্রালঙ্কার ও আহার্য্যদানে পরিতুষ্ট রাখা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থগণের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে সংসারে সুবাসিনী রমণীগণ সর্ব্বদা বসন-ভূষণে ও অশনে প্রমোদিনী থাকেন, দেবতারা সর্ব্বদা সেই সংসারের প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেন। আর সেই পুণ্যশীল গৃহস্থের সর্ব্ব কার্য্যই সফল হয়। যে সংসারে পতির প্রতি পত্নী সন্তুষ্ট এবং পত্নীর প্রতি পতি পরিতুষ্ট, সেই পবিত্র সংসার সর্ব্বদাই পদে পদে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া পরম কল্যাণের আবাসভূমি হয়।১৮।১৯।২০।২১।২২

দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ, গৃহস্থাশ্রমীদিগের পক্ষে এই পাঁচ যজ্ঞের অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সংসারে এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

জপোঽহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ।
প্রাশিতং পিতৃসন্তৃপ্তির্হুতং ব্রাহ্মং দ্বিজার্চ্চনম্॥২৪
পঞ্চ যজ্ঞানিমান্ কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণো নাবসীদতি।
এতেষামননুষ্ঠানাৎ পঞ্চ সূনা অবাপ্নুয়াৎ॥২৫
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ বাহুজাতমনাময়ম্।
বৈশ্যং সুখং সমাগম্য শূদ্রং সন্তোষমেব চ॥২৬
জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবৎ যাবদষ্টৌ সমাঃ স্মৃতাঃ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু নো দুষ্যেৎ যাবন্নৈবোপনীয়তে॥২৭
ভরণং পোষ্যবর্গস্য দৃষ্টাদৃষ্টফলোদয়ম্।
প্রত্যবায়ো হ্যভরণে ভর্ত্তব্যস্তৎ প্রযত্নতঃ॥২৮
মাতা পিতা গুরুঃ পত্নী ত্বপত্যানি সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা অমী নব॥২৯

হয়, সেই সুখময় সংসার নিয়তই মঙ্গলময় হইয়া থাকে। জপ অথবা অতিথি সংকারের নাম নৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, প্রাণিদিগের উদ্দেশে বলি প্রদানের নাম ভূতযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ এবং বেদ অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ব্রাহ্মণ কখনই অবসন্ন হন না; অননুষ্ঠানে, নির্দ্দিষ্ট সূনা নামক পঞ্চপাতকের পাতকী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণজাতীয়ের সহিত মিলিত হইলে, কুশল প্রশ্ন দ্বারা মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে, ক্ষত্রিয়জাতিয়ের সহিত মিলিত হইলে, অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক আলাপ করিবে বৈশ্যজাতীয়ের সহিত মিলিত হইলে সুখপ্রশ্নপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিবে এবং শূদ্রজাতীয়ের সহিত মিলিত হইলে, সন্তোষ প্রশ্ন করিবে। জন্মাবধি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালকেরা শিশু পদবাচ্য হইয়া থাকে। যদবধি দ্বিজকুমারগণের উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন না হয়, তদবধি তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে দোষগুণ বর্ত্তে না।২৩,২৪।২৫ ২৬

অবশ্যপোষ্য পরিবারবর্গের ভরণ পোষণে, ইহ, পর, উভয় লোকেই পুণ্যফল লাভ হয়; ভরণ পোষণ না করিলে প্রত্যবায় আছে। অতএব যত্নপূর্ব্বক তাদৃশ পোষ্য বর্গের ভরণপোষণ অবশ্য কর্ত্তব্য।২৭

মাতা, পিতা, গুরু, পত্নী, অপত্য, আশ্রিত ব্যক্তিগণ, অভ্যাগত আগন্তুক, অতিথি এবং হোমাগ্নি, গৃহাশ্রমিগণের এই নববিধ অবশ্য পোষ্য। যে পুণ্যবান্ পুরুষপ্রবর বহুতর পোষ্যের উপজীব্য, তিনি এই অনিত্য সংসারে ধন্য ও

স জীবতি পুমান্ যোঽত্র বহুভিশ্চোপজীব্যতে।
জীবন্মৃতোঽথ বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষঃ স্বোদরম্ভরিঃ ॥৩০
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিকাম্যয়া।
অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ ॥৩১
বিভাগশীলসংযুক্তো দয়াবাংশ্চ ক্ষমাযুতঃ।
দেবতাতিথিভক্তস্তু গৃহস্থো ধার্ম্মিকঃ স্মৃতঃ ॥৩২

অমর। যে পামর কেবল আত্মোদরপরায়ণ, সেই পাষণ্ড নরাধম ইহ সংসারে জীবিত থাকিয়াও মৃত অর্থাৎ তাহার জীবন সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল। কল্যাণার্থী হইয়া দীন অনাথ ও বিশিষ্ট পাত্রে দান করা গৃহাশ্রমীর পক্ষে একান্ত বিধেয়, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিলে, সেই অদাতা পুরুষাধমকে জন্মান্তরে পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া সংসারে প্রাণধারণ করিতে হয়। যে গৃহস্থ সুশীল, দয়াবান্, ক্ষমাশীল, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় এবং যিনি আশ্রিত, প্রত্যাশী পোষ্যবর্গকে বণ্টন করিয়া না দিয়া স্বয়ং কোন বস্তু গ্রহণ করেন না; সেই পুণ্যশীল গৃহস্থই শাস্ত্রমতে পরম ধার্ম্মিক।২৮।২৯।৩০।৩১

গায়ত্রীমাহাত্ম্য।

শৃণু দ্বিজ মহাপ্রাজ্ঞ ত্বয্যকথ্যং ন কিঞ্চন।
সৎসঙ্গাদেব সাধূনাং সৎকথা সম্প্রবর্ত্ততে ॥১
নিয়ন্তা সর্ব্বভূতানাং য একঃ কারণং পরম্।
অনামা গোত্ররহিতো রূপাদিপরিবর্জ্জিতঃ ॥২
আবির্ভাবতিরোভাবৌ যদ্ভ্রূনর্ত্তকবর্ত্তিনৌ।
স এবং বক্তি সততং সর্ব্বাত্মা বেদপূরুষঃ ॥৩
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমিতি স্ফুটম্।
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে বৈ বান্যমুপাসতে ॥৪
নিশ্চিতার্থাৎ শ্রুতিমিমাং ব্রাহ্মণাসো দ্বিজোত্তম।
তমেব মুপতিষ্ঠন্তে নিশ্চিত্যেতি পুনঃ পুনঃ ॥৫
উপলভ্যাপি সাবিত্রীং নোপতিষ্ঠেত যো দ্বিজঃ।
কালে ত্রিকালং সপ্তাহাৎ স পতেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৬

দ্বিজোত্তম, আপনি মহাপণ্ডিত ও পরম সাধু, আপনার নিকট আমাদের অকথ্য কিছুই নাই। বিশেষ সৎসঙ্গ হইলে, সাধুদিগের উত্তরোত্তর সৎকথারই আলাপ হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাহা শুনিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা ও অদ্বিতীয় পরম কারণ স্বরূপ, নাম, গোত্র ও রূপাদি রহিত এবং যাঁহার কটাক্ষপাতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সেই সর্ব্বান্তর্যামী বেদ পুরুষ, বেদে বলিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষ দেব আদিত্য পুরুষ গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া, সকলের প্রত্যক্ষ হইতেছেন, আমি সেই আদিত্য পুরুষ। যাহারা এই আদিত্য দেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমস নামক নরকে প্রবেশ করে।১।২।৩।৪

হে দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণেরা এই বেদার্থ সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া, সেই সূর্য্যকেই উপাসনা করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সাবিত্রী উপদিষ্ট হইয়া ত্রিকালে যথাসময়ে সেই সাবিত্রী স্বরূপ আদিত্য দেবের উপাসনা না করেন, তিনি সপ্তাহ কাল মধ্যে নিঃসন্দেহ পতিত হয়েন। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা

তাবৎ প্রাতর্জপংস্তিষ্ঠেৎ যাবদর্দ্ধোদয়োরবেঃ।
আসনস্থো জপেন্মৌনী প্রত্যগাতারকোদয়াৎ ॥৭
সাদিত্যাং মধ্যমাং সন্ধ্যাং জপেদাদিত্যসম্মুখঃ।
কাললোপোন কর্ত্তব্যস্ততঃ কালং প্রতীক্ষয়েৎ ॥৮
কালে ফলন্ত্যোষধয়ঃ কালে পুষ্পন্তি পাদপাঃ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে তস্মাৎ কালং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥৯
মন্দেহদেহনাশার্থমুদয়াস্তময়ে রবিঃ।
সমীহতে দ্বিজোৎসৃষ্টং মন্ত্রতোয়াঞ্জলিত্রয়ম্ ॥১০
গায়ত্রীমন্ত্রতোয়াঢ্যং দত্তং যেনাঞ্জলিত্রয়ম্।
কালে সবিত্রে কিন্ন স্যাৎ তেন দত্তং জগত্রয়ম্ ॥১১
কিং কিং ন সবিতা সূতে কালে সম্যগুপাসিতঃ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বহূনি সপশূনি চ ॥১২

প্রাতঃকালে অর্দ্ধোদয় পর্য্যন্ত আদিত্য সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ সমাপন করিবেন। পুনর্ব্বার সায়ংকালে আসনস্থ ও মৌনাবলম্বী হইয়া নক্ষত্রোদয় কাল পর্য্যন্ত সায়ংসন্ধ্যা ও গায়ত্রী সমাপন করিবেন। আর সাদিত্য অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তগত না হয়েন, সেই কাল মধ্যে যে কোন সময়ে আদিত্য সম্মুখীন হইয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবেন। মহাত্মাদিগের সন্ধ্যোপাসনার কাল লোপ করা বিধেয় নহে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কালের প্রতীক্ষা করিবেন।৫।৬।৭।৮

যে প্রকার যব, গোধূম, ধান্য প্রভৃতি ওষধি সকল কাল প্রাপ্ত হইয়া ফলবতী হয়, মহীরুহ সকল যথাকালেই পুষ্পিত হয়, মেঘগণও যথাসময়ে জগতে জলদান করে, সেই প্রকার যথাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে, তাহা অনন্ত ফলের কারণ হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব মন্দেহ নামক নিশাচরের বিনাশার্থ উদয় ও অস্তকালে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গায়ত্রী মন্ত্রপূত তিন অঞ্জলি জলের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব যে ব্যক্তি যথাকালে গায়ত্রী মন্ত্রপূত করিয়া সূর্য্যদেবকে তিন অঞ্জলি জল দান করেন; তিনি ত্রিলোক দান জন্য ফললাভী হয়েন। সেই সাবিত্রীরূপ সবিতৃদেব যথাকালে সম্যক্ উপাসিত হইলে, আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, রত্ন, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশু, স্ত্রী পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, বিবিধ ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রদান করেন।৯-১২

মিত্রপুত্রকলত্রাণি ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ।
ভোগানষ্টবিধাংশ্চাপি স্বর্গং চাপ্যপবর্গকম্ ॥১৩
অষ্টাদশাসু বিদ্যাসু মীমাংসাতিগরীয়সী।
ততোহপি তর্কশাস্ত্রাণি পুরাণস্তেভ্য এব চ ॥
ততোহপি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেভ্যোগুর্ব্বী শ্রুতির্দ্বিজ।
ততোহপ্যুপনিষচ্ছ্রেষ্ঠা গায়ত্রী চ ততোহধিকা ॥
দুর্লভা সর্ব্বমন্ত্রেষু গায়ত্রী প্রণবান্বিতা।
ন গায়ত্র্যধিকং কিঞ্চিত্ত্রয়ীষু পরিগীয়তে ॥
ন গায়ত্রীসমো মন্ত্রো ন কাশীসদৃশী পুরী।
ন বিশ্বেশসমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী ব্রাহ্মণপ্রসূঃ।
গাতারং ত্রায়তে যস্মাদ্গায়ত্রী তেন গীয়তে ॥১৩
বাচ্যবাচকসম্বন্ধো গায়ত্র্যাঃ সবিতুর্দ্বয়োঃ।
বাচ্যোহসৌ সবিতা সাক্ষাৎ গায়ত্রী বাচিকা পরা ॥১৪
প্রভাবেণৈব গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়ঃ কৌশিকো বশী।
রাজর্ষিত্বং পরিত্যজ্য ব্রহ্মর্ষিপদমীয়িবান্।
সামর্থ্যং প্রাপ চাত্যুচ্চৈরন্যদ্ভুবনসর্জ্জনে ॥১৫

অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা অতিশয় শ্রেষ্ঠ, মীমাংসা অপেক্ষা তর্কশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা পুরাণ উৎকৃষ্ট, পুরাণ অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র উৎকৃষ্ট, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ, শ্রুতি অপেক্ষা উপনিষদ্ শ্রেষ্ঠ, উপনিষদ্ হইতে ও এই গায়ত্রী প্রধান। বেদে এইরূপ কথিত আছে, সপ্রণব গায়ত্রী অতি দুর্লভ। যে প্রকার কাশীর তুল্য আর পুরী নাই ও বিশ্বেশ্বরের সমান অন্য লিঙ্গ নাই ; সেইপ্রকার গায়ত্রীর সমান আর মন্ত্র নাই। এই গায়ত্রী, ব্রাহ্মণ ও বেদের জননী। গায়ক ব্যক্তিকে ত্রাণ করেন, এই জন্য তাহার "গায়ত্রী" নাম হইয়াছে। গায়ত্রী ও সূর্য্য এই উভয়ের পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ, গায়ত্রী বাচ্য সূর্য্য, আর সূর্য্যের বাচিকা গায়ত্রী। মহামুনি বিশ্বামিত্র, ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াও এই গায়ত্রী প্রভাবে তিনি ক্ষত্রিয় ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন আর তাঁহার দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টিকরণের শক্তিও এই গায়ত্রী প্রভাবেই হইয়াছিল। অতএব এই গায়ত্রী সম্যক্ উপাসিত হইলে কি ফল না প্রদান করেন।১৩।১৪।১৫।১৫

কিং কিং ন দদ্যাদ্‌গায়ত্রী সম্যগৈবমুপাসিতা ॥১৬
ন ব্রাহ্মণো বেদপাঠান্ন শাস্ত্রপঠনাদপি ।
দেব্যাস্ত্রিকালমভ্যাসাৎ ব্রাহ্মণঃ স্যাদ্ধি নান্যথা ॥১৭
গায়ত্র্যেব পরো বিষ্ণুর্গায়ত্র্যেব পরঃ শিবঃ ।
গায়ত্র্যেব পরো ব্রহ্মা গায়ত্র্যেব ত্রয়ী ততঃ ॥১৮
দেবত্রয়ং স ভগবানংশুমালী দিবাকরঃ ।
সর্ব্বেষাং মহসাং রাশিঃ কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ ॥১৯

অনেক শাস্ত্র ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যিনি ত্রিকালে এই গায়ত্রী দেবীর যথাবিধি উপাসনা করেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। গায়ত্রী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, গায়ত্রীই শিবস্বরূপ, গায়ত্রী ব্রহ্মা, এই নিমিত্তই গায়ত্রী ত্রয়ী বলিয়া বিখ্যাত। যিনি বেদরূপা গায়ত্রী, তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ অংশুমালী দিবাকর। সেই তেজোময় দিবাকর, কালস্বরূপ হইয়া ক্ষণমুহূর্ত্ত প্রভৃতি সমগ্রকালের প্রবর্ত্তক হইতেছেন।১৭-১৯

অগ্নি পুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবণ।

ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে যে অগ্নিপুরাণ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে ভাগবতাদি পুরাণে অগ্নি পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৫০০০ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি দশখানি আদর্শ পুস্তক একত্র করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নয়খানিতে ১১০০০ মাত্র শ্লোক এবং অবশিষ্ট এক খানিতে ১২০০০ মাত্র শ্লোক গণিয়া পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ সকল পুরাণেই এক্ষণে শ্লোক সংখ্যার ন্যূনতাই দৃষ্ট হয়। এই নূন্যতার পরিহার করিবার নিমিত্ত আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে "সূত-উবাচ" কি "ঋষিরুবাচ" ইত্যাদি বাক্যগুলিকে ও একএকটি শ্লোক বলিয়া ধরিতে হইবে। ডক্টর মিত্র মহাশয় বলেন তাহা স্বীকার করিলে ও অন্যান্য পুরাণে কিরূপ হয় বলিতে পারিনা কিন্তু অগ্নিপুরাণের ন্যূনতা পরিহার হওয়া দুষ্কর।

ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আরও বলেন যাবদীয় মহাপুরাণ বেদব্যাস রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও উহাদের বর্ণিত বিষয়গুলি পাঠ করিলে, তাদৃশ প্রসিদ্ধি সম্পূর্ণ ভিত্তি শন্য বলিয়াই বোধ হয়। বেদব্যাস কৌরব ও পাণ্ডবদিগের

সমসাময়িক সুতরাং তাঁহার অবস্থান কাল বর্ত্তমান সময় হইতে চারহাজার বৎসর পূর্ব্বেই বলিতে হইবে, কিন্তু পুরাণে এরূপ সকল ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাদের অবস্থান সময়, দুই হাজার বৎসরের ঊর্দ্ধ কোন মতেই হইতে পারে না। অধিকন্তু পুরাণ সমূহে এরূপ অনেক শাস্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের শাস্ত্রত্বরূপে পরিগণিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আর একটি কথা অনেক পুরাণেই বেদব্যাসকে আপনার রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করে না, বরং বেদব্যাস যে উহা অপরের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন এবং সে ব্যক্তি আর একজনের মুখ হইতে শুনিয়াছিল এইরূপ সংবাদই অনেক পুরাণে দৃষ্ট হয়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজাদিগের স্তুতিপাঠক সূতনামক এক প্রকার সঙ্কর জাতীয় মনুষ্যের সত্তা দৃষ্ট হয়। তাহারাই সময়ে সময়ে প্রাচীন ঘটনা সকল একত্র করিয়া এক একখানি পুরাণ প্রস্তুত করিয়া থাকিবে। ইহা তাঁহার একটা কল্পনা মাত্র, নিজে ইহার উপর কোন যুক্তি বা প্রমাণের বল দিতে পারেন নাই সুতরাং আমরা একথা লইয়া অধিক আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না। ফল কোন পুরাণ যে, কাহার কর্ত্তৃক কোন সময়ে রচিত হইয়াছে, ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অগ্নিপুরাণে কোনরূপ সাম্প্রদয়িক ভাব একবারেই দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বৈষ্ণব, শাক্ত, ও শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতি, ও ব্রতনিয়মাদি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিশেষের শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা

সাধারণ শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্ত ইহাতে ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, তন্ত্র, প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এইজন্য অস্মদ্দেশীয় প্রধান পণ্ডিত গণ ইহাকে তামস পুরাণ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। তথাপি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাকে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়াই বোধ হয়। অধ্যাপক উইলশন বলেন অগ্নিপুরাণকে মূলগ্রন্থ না বলিয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থ বলিয়াই কর্ত্তব্য। এবং ঐ সংগ্রহের অধিকাংশই যে খৃষ্টীয় অষ্টম, নবম, শতাব্দী বা তাহার পরে ও সংগৃহীত হইয়াছে এরূপ অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান অগ্নিপুরাণ ৩৮২ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে যথা ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্যাদি অবতারের বর্ত্তন, রামায়ণ, হরিবংশ, ভারত, নয়প্রকার সর্গ, বৈষ্ণবশাস্ত্র, পূজা, দীক্ষা, দেবাদি প্রতিষ্ঠা, পবিত্রারোহণ, প্রতিমালক্ষণাদি, প্রাসাদলক্ষণ, নানাবিধমন্ত্র, শৈব, শাক্ত ও সৌর আগম, নানাবিধ মণ্ডল, বাস্তু, বহুবিধ যন্ত্র, প্রলয়, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, ভুবনকোষ, দ্বীপ, বর্ষ, নদীর বর্ণন, গয়া, গঙ্গা, ও প্রয়াগাদি তীর্থমাহাত্ম্য, জ্যোতিশ্চক্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যুদ্ধ, জয়, সমুদ্র, মন্বন্তরাদি, বর্ণধর্ম্মাদি, অশৌচ, দ্রব্যশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, নানাবিধ ব্রত, ব্যবহার, শান্তি, ঋগ্বেদাদি বিধান, সূর্য্যবংশ, সোমবংশ, ধনুর্ব্বেদ, বৈদ্যশাস্ত্র, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, মীমাংশা, ন্যায়, পুরাণদিগের সংখ্যা ও মাহাত্ম্য, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নির্ঘণ্টু, শিক্ষা, কল্প,

নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, এবং আত্যান্তিক প্রলয়, বেদান্ত, ব্রহ্মবিজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, স্তোত্র, পুরাণমাহাত্ম্য, অষ্টাদশ-বিদ্যা, পরব্রহ্মের সপ্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চরূপ, ইত্যাদি।

অগ্নি পুরাণ।

দ্বাদশ অধ্যায়—হরিবংশ বর্ণনা।

অগ্নিরুবাচ।

হরিবংশম্প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুনাভ্যম্বুজাদজঃ।
বক্ষণোঽত্রিস্ততঃ সোমঃ সোমাজ্জাতঃ পুরূরবাঃ ॥১
তস্মাদায়ুরভূত্তস্মান্নহুষোঽথো যযাতিকঃ।
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুন্তস্মাদ্দেবযানী ব্যজায়ত ॥২
দ্রুহ্যঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী।
যদোঃ কুলে যাদবাশ্চ বসুদেবস্তদুত্তমঃ ॥৩
ভুবো ভারাবতারার্থং দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্‌গর্ভা যোগনিদ্রয়া ॥৪
বিষ্ণুপ্রযুক্তয়া নীতা দেবকীজঠরং পুরা।
অভূচ্চ সপ্তমো গর্ভো দেবক্যা জঠরাদ্বলঃ ॥৫
সঙ্‌ক্রামিতোঽভূদ্রোহিণ্যাং রৌহিণেয়স্ততোহরিঃ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ নভসি অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজঃ ॥৬

অগ্নি বলিলেন, আমি হরিবংশের কথা বলিতেছি। বিষ্ণুর নাভিপঙ্কজ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে পুরূরবার জন্ম হইয়াছিল। পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ এবং নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতি দেবযানীতে যদু এবং তুর্ব্বসু এই দুইটি পুত্রের উৎপাদন করেন। বৃষপর্ব্ব নামক অসুরের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির ঔরসে দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু এই তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। যদুবংশে যাদব সকল জন্মগ্রহণ করে। বসুদেব ঐ যাদবদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। পৃথিবীর ভার কমাইবার নিমিত্ত বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত যোগমায়া দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে হিরণ্য কশিপুর ছয়টি পুত্র যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করে। পরে দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরামের জন্ম হয়।১।২।৩।৪।৫

অনন্তর বলভদ্র রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত হওয়ায় তাঁহার নাম রৌহিণেয় হইয়াছিল। তাহার পর, নারায়ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজ

দেবক্যা বসুদেবেন স্তুতো বালো দ্বিবাহুকঃ।
বসুদেবঃ কংসভয়াদ্‌যশোদাশয়নেঽনয়ৎ ॥৭
যশোদাবালিকাং গৃহ্য দেবকীশয়নেঽনয়ৎ।
কংসো বালধ্বনিং শ্রুত্বা তাঞ্চিক্ষেপ শিলাতলে ॥৮
বারিতোঽপি স দেবক্যা মৃত্যুর্গর্ভোঽষ্টমো মম।
শ্রুত্বাঽশরীরিণীং বাচং মত্তো গর্ভাস্তু মারিতাঃ ॥৯
সমর্পিতাস্তু দেবক্যা বিবাহসময়েরিতাঃ।
সা ক্ষিপ্তা বালিকা কংসমাকাশস্থাব্রবীদিদম্‌ ॥১০
কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া কংস জাতোযস্ত্বাং বধিষ্যতি।
সর্ব্বস্বভূতোদেবানাং ভূভারহরণায় সঃ ॥১১
ইত্যুক্ত্বা সা চ শুম্ভাদীন্‌ হত্বেন্দ্রেণ চ সংস্তুতা।
আর্য্যা দুর্গা বেদগর্ভা অম্বিকা ভদ্রকাল্যপি ॥১২
ভদ্রা ক্ষেম্যা ক্ষেমকরী নৈকবাহুর্নমামি তাম্‌ ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নাম সর্ব্বান্‌ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১৩

রূপে দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। পরে বসুদেব এবং দেবকীর স্তবে তুষ্ট হইয়া দ্বিভুজ বালক আকারে পরিণত হইলেন। কংসের ভয়ে বসুদেব ঐ বালককে যশোদার শয্যায় রাখিয়া আসিলেন এবং যশোদার বালিকাকে গ্রহণ করিয়া দেবকীর শয্যায় রক্ষা করিলেন। কংস বালিকার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শিলাতলে ঐ বালিকাকে আছাড়াইয়া ফেলিল। প্রথমে দেবকী তাহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবারণ করেন, তাহাতে সে বলিল যে, আমি আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছি, অষ্টম গর্ভই আমার মৃত্যুর কারণ। এই নিমিত্তই বিবাহ সময়ে স্বীকৃত এবং যথাকালে অর্পিত দেবকীর গর্ভ সকল আমি নষ্ট করিয়াছি। সুতরাং ইহাকেও মারিব। সেই বালিকাকে শিলাতল উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, বালিকা আকাশ মার্গে অবস্থান করত কংসকে এই কথা বলিলেন।৬।৭।৮ ৯।১০

রে কংস, আমাকে আছাড়াইয়া মারিলে কি হইবে? তোমাকে যিনি সংহার করিবেন, সেই দেবগণের সর্ব্বস্ব ধন ভূভার হরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কংসকে এই কথা বলিয়া, তিনি শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্য দলের সংহার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়াছিলেন। আমি সেই আর্য্যা দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেম্যা, ক্ষেমকরী এবং

কংসোঽপি পূতনাদীংশ্চাপ্রেষয়দ্বালনাশনে।
যশোদাপতিনন্দায় বসুদেবেন চার্পিতৌ ॥১৪
রক্ষণায় চ কংসাদের্ভাবেনৈব হি গোকুলে।
রামকৃষ্ণৌ চেরতুস্তৌ গোভির্গোপালকৈঃ সহ ॥১৫
সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ গোপালৌ তৌ বভূবতুঃ।
কৃষ্ণশ্চোলূখলে বদ্ধো দাম্না ব্যগ্রযশোদয়া ॥১৬
যমলার্জ্জুনমধ্যেঽগাদ্ ভগ্নৌ চ যমলার্জ্জুনৌ।
পরিবৃত্তশ্চ শকটঃ পাদক্ষেপাৎ স্তনার্থিনা ॥১৭
পূতনা স্তন্যপানেন সা হতা হন্তুমুদ্যতা।
বৃন্দাবনগতঃ কৃষ্ণঃ কালিয়ং যমুনাহ্রদাৎ ॥১৮
জিত্বা নিঃসার্থমাব্ধিস্থঞ্চকার বলসংস্তুতঃ।
ক্ষেমং তালবনং চক্রে হত্বা ধেনুকগর্দ্দভম্ ॥১৯

অনেক বাহুশালিনীকে নমস্কার করি। যে মনুষ্য ত্রিসন্ধ্যা এই নাম গুলি পাঠ করে, সে সকল বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হয়। এদিকে কংস স্বকীয় রাজ্যমধ্যে বালকদিগের বিনাশ করিবার নিমিত্ত পূতনা প্রভৃতিকে নিয়োজিত করিয়াছিল। কংসাদির হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বসুদেব প্রেমপূর্ব্বক যশোদার পতি নন্দের হস্তে রাম ও কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ গোকুলে গো এবং গোপাল বালকদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।১১-১৫

কি আশ্চর্য্য! সেই রাম ও কৃষ্ণ নিখিল জগতের পালনকর্ত্তা হইয়াও গোপালন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কোন সময় কৃষ্ণকে আটকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত যশোদা রজ্জু দ্বারা উলূখলে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেই বন্ধনাবস্থায়ই যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিবামাত্র, ঐ দুইটি বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণ পাদক্ষেপ দ্বারা শকটাকার শকট নামক অসুরকে বিপর্য্যস্ত করিয়া নিপাতিত করেন। এবং হনন করিতে উদ্যত পূতনাকে স্তনার্থী হইয়া স্তন্যপান দ্বারা বিনষ্ট করেন। কৃষ্ণ, পরে, বৃন্দাবনে যাইয়া যমুনা হ্রদ হইতে কালিয় সর্পকে বিদূরিত করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গর্দ্দভাকার ধেনুককে বিনষ্ট করিয়া তালবনকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। অনন্তর বৃষভরূপী অরিষ্ট এবং অশ্বরূপী কেশীকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং গোপদিগকে

অরিষ্টবৃষভং হত্বা কেশিনং হয়রূপিণম্।
শক্রোৎসবং পরিত্যাজ্য কারিতো গোত্রসংজ্ঞকঃ ॥২০
পর্ব্বতং ধারয়িত্বা চ শক্রাদ্বৃষ্টির্নিবারিতা।
নমস্কৃতো মহেন্দ্রেণ গোবিন্দোঽথার্জ্জুনোঽর্পিতঃ ॥২১
ইন্দ্রোৎসবস্তু তুষ্টেন ভূয়ঃ কৃষ্ণেন কারিতঃ।
রথস্থো মথুরাঞ্চাগাৎ কংসোক্তাক্রূরসংস্তুতঃ ॥২২
গোপীভিরনুরক্তাভি ব্রীড়িতাভির্নিরীক্ষিতঃ।
রজকং চাপ্রযচ্ছন্তং হত্বা বস্ত্রাণি চাগ্রহীৎ ॥২৩
সহ রামেণ মালাভৃন্মালাকারে বরন্দদৌ।
দত্তানুলেপনাং কুব্জামৃজুং চক্রেঽহনদ্ গজম্ ॥২৪
মত্তং কুবলয়াপীড়ং দ্বারি রঙ্গং প্রবিশ্য চ।
কংসাদীনাং পশ্যতাং চ মঞ্চস্থানাং নিযুদ্ধকম্ ॥২৫

ইন্দ্রোৎসব হইতে বিরত করাইয়া "গোত্র" নামক উৎসবে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।১৬।১৭।১৮।১৯।২০

উহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বৃষ্টিদ্বারা বৃন্দাবন ভাসাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ পূর্ব্বক ঐ বৃষ্টির বেগ নিবারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র অর্জ্জুন নামক গোপালককে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলে, কৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রোৎসব করাইয়াছিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, কংস-প্রেরিত অক্রূর কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, ঐ সময় অনুরক্ত গোপীগণ সলজ্জভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। পথে যাইতে কৃষ্ণ রজকের নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করেন, রজক দিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে বিনাশ করিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাহার পর বলরামের সহিত মালাকারের নিকট হইতে মালা ধারণ করিয়া তাহাকে বরপ্রদান করিলেন। কুব্জা তাঁহার শরীর চন্দনলিপ্ত করিলে তাহার শরীর ঋজু করিয়া দিলেন এবং দ্বারি স্থিত কুবলয়াপীড় নামক মত্তহস্তীর প্রাণ সংহার করিলেন। তদনন্তর রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, মঞ্চস্থিত কংসাদির সম্মুখেই কৃষ্ণ অনূর নামক এবং বলরাম মুষ্টিক নামক মল্লের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দুইজনে ঐ উভয় মল্ল এবং অপরাপর বীরগণকে নিহত করিলেন। পরে নারায়ণ মথুরাধিপতি কংসকে বিনাশ করিয়া তাহার পিতাকে যাদবদিগের রাজা করিলেন। জরাসন্ধোর অস্তি এবং প্রাপ্তি

চক্রে চানূরমল্লেন মুষ্টিকেন বলোঽকরোৎ।
চানূরমুষ্টিকৌ তাভ্যাং হতৌ মল্লৌ তথা পরে ॥২৬
মথুরাধিপতিং কংসং হত্বা তৎপিতরং হরিঃ।
চক্রে যাদবরাজানমস্তিপ্রাপ্তী চ কংসগে ॥২৭
জরাসন্ধস্য তে পুত্র্যৌ জরাসন্ধস্তদীরিতঃ।
চক্রে স মথুরারোধং যাদবৈর্যুযুধে শরৈঃ ॥২৮
রামকৃষ্ণৌ চ মথুরাং ত্যক্ত্বা সীমন্তমাগতৌ।
জরাসন্ধং বিজিত্যাজৌ পৌণ্ড্রকং বাসুদেবকম্ ॥২৯
পুরীং চ দ্বারকাং কৃত্বা ন্যবসদ্‌যাদবৈর্বৃতঃ।
ভৌমং তু নরকং হত্বা তেনানীতাশ্চ কন্যকাঃ ॥৩০
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং তা উবাহ জনার্দ্দনঃ।
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি রুক্মিণ্যাদ্যাস্তথাষ্ট চ ॥৩১
সত্যভামাসমাযুক্তো গরুড়ে নরকার্দ্দনঃ।
মণিশৈলং সরত্নঞ্চ ইন্দ্রং জিত্বা হরির্দিবি।
পারিজাতং সমানীয় সত্যভামা গৃহেঽকরোৎ।
সন্দীপনেশ্চ শস্ত্রাস্ত্রং জ্ঞাত্বা তদ্বালকং দদৌ ॥৩২।৩৩

নামক দুইটি কন্যার কংসের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, জরাসন্ধ, কংসের এই দুই ভার্য্যা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া মথুরা পুরী রোধ করিল এবং যাদবগণের সহিত বাণযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বলরাম এবং কৃষ্ণ যুদ্ধে জরাসন্ধ এবং পৌণ্ড্রবংশীয় বাসুদেবকে পরাজিত করিয়া মথুরা পুরী পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সীমন্ত প্রদেশে আসিয়া দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যাদবগণের সহিত সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূমির পুত্র নরকাসুরকে বিনাশ করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপহৃত দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ দিগের কন্যা আনয়ন করিয়া বিবাহ করিলেন। এইরূপে তিনি ষোল হাজার আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ সকল পত্নীর মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি আটটি প্রধানা ছিলেন। একদা তিনি সত্যভামার সহিত গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া স্বর্গভূমিতে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রকে জয় করিলেন এবং রত্নের সহিত মণিশৈল এবং পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া সত্যভামার গৃহের প্রাঙ্গণে আরোপিত করিলেন। তিনি সন্দীপন মুনির নিকট অস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার মৃত বালককে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন।২৬-৩৩

জিত্বা পঞ্চজনং দৈত্যং যমেন চ সুপূজিতঃ।
অবধীৎ কালযবনং মুচুকুন্দেন পূজিতঃ ॥৩৪
বসুদেবং দেবকীঞ্চ ভক্তবিপ্রাংশ্চ সোঽর্চ্চয়ৎ।
রেবত্যাং বলভদ্রাচ্চ জজ্ঞাতে নিশঠোন্মুকৌ ॥৩৫
কৃষ্ণাচ্ছাম্বো জাম্ববত্যা মন্যাস্বন্যোঽভবন্ সুতাঃ।
প্রদ্যুম্নোঽভূচ্চ রুক্মিণ্যাং ষষ্ঠেঽহ্নি স হৃতো বলাৎ ॥৩৬
শম্বরেণাম্বুধৌ ক্ষিপ্তো মৎস্যো জগ্রাহ ধীবরঃ।
তং মৎস্যং শম্বরায়াদান্মায়াবত্যৈ চ শম্বরঃ ॥৩৭
মায়াবতী মৎস্যমধ্যে দৃষ্ট্বা স্বং পতিমাদরাৎ।
পুপোষ সা তং চোবাচ রতিস্তেঽহং পতি র্মম ॥৩৮
কামস্ত্বং শম্ভুনানঙ্গঃ কৃতোঽহং শম্বরেণ চ।
হৃতা ন তস্য পত্নী ত্বং মায়াজ্ঞঃ শম্বরং জহি ॥৩৯
তচ্ছ্রুত্বা শম্বরং হত্বা প্রদ্যুম্নঃ সহ ভার্য্যয়া।
মায়াবত্যা যযৌ কৃষ্ণং কৃষ্ণো হৃষ্টোঽথ রুক্মিণী ॥৪০

তিনি পঞ্চজন নামক দৈত্যকে জয় করিয়া যম কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন এবং মুচুকন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কালযবন নামক দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। তিনি বসুদেব, দেবকী এবং ঈশ্বরভক্ত ব্রাহ্মণ গণের সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিতেন। রেবতীর গর্ভে বলরামের নিশঠ এবং উন্মুখ নামে দুইটি পুত্র হইয়াছিল। কৃষ্ণের জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব এবং অন্যান্য ভার্য্যার অপর পুত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। রুক্মিণীর গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। উহার জন্মের পর ষষ্ঠদিবসে শম্বর নামক দৈত্য তাহাকে হরণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেইস্থানে একটি মৎস্য ঐ শিশুকে কবলিত করে। কোন ধীবর ঐ মৎস্যকে ধরিয়া পুনরায় শম্বরাসুরকে অর্পণ করে। শম্বর মৎস্যটিকে মায়াবতীর হস্তে অর্পণ করে। মায়াবতী মৎস্য মধ্যে স্বীয় পতিকে দর্শন করিয়া যত্নের সহিত তাহার পোষণ করিতে লাগিল। এবং তাহাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখিয়া বলিল, আমি তোমার ভার্য্যা রতি এবং তুমি আমার পতি কন্দর্প। মহাদেব তোমাকে অনঙ্গ করিলে, শম্বরাসুর আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, আমি তাহার পত্নী নই। তুমি নানাবিধ মায়ায় অভিজ্ঞ অতএব এই শম্বরকে বিনাশ কর। প্রদ্যুম্ন সেই কথা শুনিয়া শম্বরকে বিনাশ করিলেন এবং স্বীয় ভার্য্যার সহিত দ্বারকানগরে

শ্রুত্বা তু নারদাৎ কৃষ্ণঃ প্রদ্যুম্নবলভদ্রবান্।
গরুড়স্থোঽথ জিত্বাগ্নীন্ জ্বরং মাহেশ্বরং তথা।
হরিশঙ্করয়োর্যুদ্ধং বভূবাণ শরাশরি।
নন্দিবিনায়কস্কন্দমুখা তার্ক্ষ্যাদিভির্জিতাঃ ।৪৮।৪৯
জৃম্ভিতে শঙ্করে নষ্টে জৃম্ভকাস্ত্রেণ বিষ্ণুনা।
ছিন্নং সহস্রং বাহূনাং রুদ্রেণাভয়মর্থিতম্ ॥৫০
বিষ্ণুনা জীবিতো বাণো দ্বিবাহুঃ প্রাববীচ্ছিবম্।
ত্বয়া যদভয়ং দত্তং বাণস্যাস্য ময়া চ তৎ ॥৫১
আবয়োর্নাস্তি ভেদো বৈ ভেদী নরকমাপ্নুয়াৎ ॥৫২
শিবাদ্যৈঃ পূজিতো বিষ্ণুঃ সোঽনিরুদ্ধ উষাদিযুক্।
দ্বারকাং তু গতো দেবো উগ্রসেনাদিযাদবৈঃ ॥৫৩
অনিরুদ্ধাত্মজো বজ্রো মার্কণ্ডেয়াত্তু সর্ববিৎ।
বলভদ্রঃ প্রলম্বঘ্নো যমুনাকর্ষকোঽভবৎ ॥৫৪

সাত্যকি পূজিত হইল। রক্ষিগণ বাণকে সম্বাদ দিল। বাণের সহিত অনিরুদ্ধের ভীষণ যুদ্ধ হইল।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

কৃষ্ণ নারদের মুখে সেই যুদ্ধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ন এবং বলরামের সহিত গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক বাণনগরে গমন করিলেন এবং বাণের পুরবেষ্টনকারী অগ্নি ও মাহেশ্বর জ্বরকে পরাজয় করিলেন। পরে নারায়ণ ও মহাদেবের বাণযুদ্ধ হইল, ঐ যুদ্ধে গরুড়াদি দ্বারা নন্দী, গণপতি এবং কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি পরাজিত হইলেন। তাহার পর বিষ্ণুপ্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্র প্রভাবে শঙ্কর জৃম্ভিত হইয়া পলায়ন করিলে, বাণের সহস্র বাহু ছিন্ন করা হইল। অনন্তর রুদ্র অভয় প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু বাণকে দ্বিবাহু করিয়া জীবিত রাখিলেন এবং শিবকে বলিলেন, আপনি বাণকে যখন অভয় প্রদান করিয়াছেন, তখন আমিও উহাকে অভয় প্রদান করিয়াছি। কারণ আমাদের দুইজনের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ নাই। যে ব্যক্তি আমাদের দুই জনের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করে সে নরকে গমন করে। অতঃপর বিষ্ণু শিবাদি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, অনিরুদ্ধ ও উষাদির সহিত দ্বারকাপুরে গমন করিয়া উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণের সহিত মহোৎসবে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।৪৮।৪৯।৫০

অনিরুদ্ধের বজ্র নামে পুত্র হইয়াছিল। এই বজ্র মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট

প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽভূদুষাপতিরুদারধীঃ।
বাণো বলিসুতস্তস্য সুতোষা শোণিতং পুরং॥৪১
তপসা শিবপুত্রোঽভূৎ মায়ূরধ্বজপাতিতঃ।
যুদ্ধং প্রাপ্স্যসি বাণ ত্বং বাণং তুষ্টঃ শিবোঽভ্যধাৎ॥৪২
শিবেন ক্রীড়তীং গৌরীং দৃষ্ট্বোষা সস্পৃহা পতৌ।
তামাহ গৌরী ভর্ত্তা তে নিশি সুপ্তেতি দর্শনাৎ।
বৈশাখমাসদ্বাদশ্যাং পুংসো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।
গৌর্য্যুক্তং হর্ষিতা চোষা নিশি পুংস দর্শ তম॥৪৩।৪৪
আত্মনা সঙ্গতং জ্ঞাত্বা তৎ [illegible] চিত্রলেখয়া।
লিখিতাদ্বৈ চিত্রপটাদনিরুদ্ধং সমানয়ৎ॥
কৃষ্ণপৌত্রং দ্বারকায়া দুহিতা বাণমন্ত্রিণঃ।
কুম্ভাণ্ডস্যানিরুদ্ধোঽগাদ্রেমে হ্যুষয়া সহ॥৪৫।৪৬
বাণধ্বজস্য সম্পাতৈ রক্ষিভিঃ স নিবেদিতঃ।
[illegible]নিরুদ্ধেন বাণেন যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্॥৪।

আগমন করিলেন, তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী অতিশয় আনন্দিত হইলেন।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০

প্রদ্যুম্নের উদারবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন অনিরুদ্ধ নামক পুত্র হইয়াছিল। এই অনিরুদ্ধ উষাপতি নামে বিখ্যাত। বলির পুত্র বাণ, তাহার কন্যা উষা, শোণিতপুর বাণের রাজধানী ছিল। বাণ তপস্যাপ্রভাবে শিবের পুত্র স্বরূপ হইয়াছিল। কোন সময় বাণ কর্ত্তৃক মহাদেব যুদ্ধে আহূত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে বাণ, তোমার সিংহদ্বারের ধ্বজা যেদিন পতিত হইবে, সেইদিন তোমার যুদ্ধ ঘটিবে। একদা শিবের সহিত গৌরীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বাণকন্যা উষার পতি লাভ করিতে স্পৃহা হইয়াছিল। তখন গৌরী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে রাত্রিকালে সুপ্তাবস্থায় স্বপ্নে যে পুরুষের দর্শন পাইবে, সেই তোমার ভর্ত্তা হইবে। উষা গৌরীর বাক্যানুসারে রাত্রিকালে অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়াছিল, তখন তাহার সখী চিত্রলেখা লিখিত চিত্রপট হইতে আত্মসঙ্গত পুরুষকে অনিরুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারিয়া, সেই কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে দ্বারকা হইতে, বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা, উষার গৃহে আনয়ন করিয়াছিল, অনিরুদ্ধ উষার সহিত মিলিত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় বাণের

দ্বিবিদস্য কপের্হন্তা কৌরবোন্মাদনাশনঃ।
হরীরেমে নৈক মূর্ত্তিরুক্মিণ্যাদিভিরীশ্বরঃ ॥৫৫
পুত্রানুৎপাদয়ামাস ত্বসংখ্যাতান্ স যাদবান্।
হরিবংশং পঠেদ্যঃ স প্রাপ্তকামো হরিং ব্রজেৎ ॥৫৬

সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। প্রলম্ব নামক অসুরকে নিহত করিয়া বলরাম প্রলম্বঘ্ন নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যমুনাকে লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং দ্বিবিদ নামক কপির বিনাশ ও কৌরবদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত বিহার করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য যদুবংশ বর্দ্ধনকারী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। যে মনুষ্য এই হরিবংশ পাঠ করে, সে ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত লাভ করিয়া, অন্তে নারায়ণে বিলীন হয়।৫৪ ৫৬